Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবূ মুহাম্মদ আল কাসিম ইবনে আলী আল হারীরী আল বসরী

৮০৪

المقامات الحريرية

মাকামাতে হারীরী

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা আহমদ মায়মূন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Free @ www.ilmweebly.com

বাংলা মাকামাতে হারীরী

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন

সম্পাদনায় ❖ ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমূদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৩০০.০০ [তিনশত টাকা মাত্র]

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ যে, তিনি আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণকৃত মাকামাতে হারীরীকে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের মহলে বিপুল সমাদৃতি দান করেছেন। এর শুকরিয়া আদায় করার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নেই। আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণটির সমাদৃতি দেখে কেউ কেউ আমার হুবহু অনুবাদটিকে এদিক-সেদিক করে এবং সামান্য কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা উদ্ধৃতি দেওয়া বা ঋণ স্বীকারের সৌজন্যবোধটুকু প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাবোধ করেননি। সাথে সাথে এমন কিছু ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জ্ঞানের পরিধির পরিচয় বহন করার পাশাপাশি গ্রন্থটির মানও ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে আমি আমার পূর্বের কাজটিতে বেশ কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করে অধিকতর বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ আকারে নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছি। এতে পূর্ণ দশটি মাকামারই শাব্দিক অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রথম পাঁচ মাকামায় শব্দবিশ্লেষণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। প্রত্যেক মাকামার শুরুতে তার সারসংক্ষেপ সংযোজন করা হয়েছে। বেফাকুল মাদারিসের প্রশ্নাবলির আলোকে শব্দবিশ্লেষণে মাওয়াদ বা উৎস সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি মাকামার প্রত্যেকটির শেষে প্রশ্নাকারে অনুশীলনী যোগ করা হয়েছে। মোটকথা, এ নতুন সংস্করণটি আগের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, পরিমার্জিত ও সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, এ সংস্করণটিও পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে। আমীন!

আরজ গুজার

০১. ১০. ২০০৯ ইং

আহমদ মায়মূন
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

সলাম

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد :

প্রাচীন আরবি গদ্য সাহিত্যের স্বীকৃত সাহিত্যমানসম্পন্ন একটি অনবদ্য গ্রন্থ মাকামাতে হারীরী। আধুনিক আরবি সাহিত্যের অনুপ্রাসহীন স্বচ্ছন্দ গতির রীতি-ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হারীরী আরবি সাহিত্যের লেখক ও পাঠক সমাজকে শুধু প্রভাবান্বিতই করেননি; বরং এক রকম মন্ত্রমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলেন বহু শতাব্দীকাল যাবৎ। এ সময় তাঁর অনুকরণবিহীন সাহিত্যের পক্ষে স্বীকৃতির সনদ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। হারীরী আরবি সাহিত্যের এ অনুপ্রাসময় রীতির প্রবর্তক বা পথিকৃত না হলেও তিনি যে অগ্রণী অনুসৃত এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর মাকামাতের অনুকরণে বহু মাকামাত রচিত হয়েছে, কিন্তু কোনোটিই হারীরীর মাকামাতের মানে উত্তীর্ণ ও স্বীকৃত হয়নি।

হারীরীর মাকামাত গ্রন্থখানি রচিত হওয়ার পর থেকে নয়শ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এ দীর্ঘ সময়ে লাখো আরবি শিক্ষার্থীর সাহিত্য-প্রতিভা বিনির্মাণে এ গ্রন্থখানি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং অজস্র মনীষার জন্ম দিয়েছে, যারা পরবর্তীতে আরবি রচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালজয়ী অবদান রেখেছেন। এ কারণে গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানির পাঠদান ও পাঠগ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মাকামাতের গদ্যরীতি ও রচনাশৈলী বর্তমান আরবি সাহিত্যে অনেকটা অপ্রচলিত হলেও তার শব্দমালা তো আর অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। কাজেই গ্রন্থখানির আবেদন এবং অবদান-ক্ষমতাও ফুরিয়ে যায়নি। আর কোনো কালে এর আবেদন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে বলেও মনে হয় না। কারণ মাকামাতে হারীরীতে আনুমানিক ৯০% এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো অবিকলভাবে অথবা তার শব্দমূল পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের অর্থ ভাষাগতভাবে যথাযথ অনুধাবন করার জন্যও গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু গ্রন্থখানি আরবি ভাষার অসংখ্য কঠিন শব্দ আয়ত্ত করা ছাড়াও ইলমুন নাহব ও ইলমুল বালাগাতের অগণিত নিয়মাবলি চর্চার একটি সমন্বিত সহজ অবলম্বন।

মাকামাত গ্রন্থখানি পড়ানোর সুযোগ হয়েছে কয়েক বছর ধরে। শব্দে শব্দে অনুবাদ ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে ক্লাসে যে আক্ষরিক ও শব্দানুগ তরজমা করতাম, ছাত্ররা ক্লাসে বসেই স্বেচ্ছায় তা লিখে ফেলত এবং সংরক্ষণ করত। পরে অনেকের কাছে আমার সেই ভাঙ্গাচুরা তরজমাটি সমাদৃত হয়েছে। এজন্য আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, আমার এ তরজমা যারা প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের অন্যতম আমার মাকামাতের দরসের প্রথম বর্ষের ছাত্র অছিউর রহমান। তার খাতা থেকে আমাকে অনুলিপি তৈরি করে দিয়েছেন পরবর্তী বছরের দরসে মাকামাতের ছাত্র মাহবুবুর রহমান ও রেজাউল করিম। তারা এখন অনেক বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিস এবং আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম জাযা দান করুন। তারা লিপিবদ্ধ করে না রাখলে আমাকে হয়তো তরজমাটি নতুন করে লিখতে হতো। তরজমাটি মাতৃভাষায় আরবি সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী মাকামাত-পাঠক ছাত্রদের কিছুটা কাজে আসতে পারে, এ আশায় অনেকে তরজমাটি মুদ্রিত আকারে দেখতে চেয়েছেন। এটি মূলত সেই তরজমারই উন্মুক্ত অবয়ব।

অনেকে অনুরোধ করেছেন, ক্লাসে যে আঙ্গিকে পড়াতাম, শব্দবিশ্লেষণ করতাম, সেভাবে উপস্থাপন করতে। তাঁদের অনুরোধে আমারও আগ্রহ জাগ্রত হয়। ফলে আমি নাতিদীর্ঘ শব্দবিশ্লেষণ সহকারে কাজটিতে হাত দেই। এতে যথেষ্ট কালক্ষেপণ হচ্ছে দেখে কেউ কেউ আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরজমাটি ছাপিয়ে দেওয়ার আবদার করেন। তাই কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় শব্দবিশ্লেষণের পরিসর সংকুচিত করে কাজ শুরু করি এবং এভাবেই আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে কাজটি সমাপ্ত হয়।

এভাবে কাজটি কম্পোজের জন্য পাঠাবার পর আবার অনেকে পরামর্শ দেন, প্রথমে বিস্তারিত আকারে কিতাবের যে অংশের শব্দবিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে তা থেকে মূল কিতাবের ভূমিকা অংশটুকু এর সাথে যোগ করে দিতে। এসব অনুরোধ ও পরামর্শ রক্ষা করতে গিয়ে আমার রচনার মুখশ্রী দুধরনের হয়ে গেছে। এরূপ করার জন্য আমি কিছুটা বাধ্য হয়েছি।

কিতাবের ভূমিকায় শব্দবিশ্লেষণ যেহেতু কিছুটা বিস্তারিত আকারে করা হয়েছে তাই যে সকল শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ প্রথম ব্যবহারস্থলে একবার দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী জায়গাগুলোতে পূর্ববর্তী স্থানের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাকামা অংশে শব্দবিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করার কারণে যেখানে কোনো শব্দের পুনর্ব্যবহার হয়েছে সেখানে বিশ্লেষণও পুনরায় দেওয়া হয়েছে। কেবল কোনো শব্দ কাছাকাছি জায়গায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে শব্দবিশ্লেষণ শুধু প্রথমটার দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ তরজমাটি যেহেতু ছাত্রদেরকে ক্লাসে শব্দে শব্দে তরজমা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দানুগ ও আক্ষরিকভাবে করা হয়েছে, তাই এতে বাংলা ভাষার সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যভাব অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। তরজমা ছাত্রদের কাছে শব্দে শব্দে বোধগম্য করে তোলার জন্য আমি এরূপ তরজমা করার পক্ষপাতী। কারণ ভাবানুবাদ ও সাবলীল তরজমা হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয় বটে, তবে এতে শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমার এরূপ তরজমা করা। তবু যেখানে তরজমা একেবারে বিরস মনে হয়েছে সেখানে বন্ধনীর মধ্যে সোজা-সাবলীল ভাবার্থটাও দিয়ে দিয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমি প্রধানত আরবি থেকে আরবি অভিধানসমূহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করেছি। প্রয়োজনে আরবি-উর্দু অভিধানসমূহেরও সাহায্য নিয়েছি। আমি শব্দ বিশ্লেষণ কমবেশি যাই করেছি, অভিধানসমূহ ঘেঁটে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু নিজের অযোগ্যতা ও অসতর্কতা হেতু এতে অবশ্যই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে এটা আমি অকপটে স্বীকার করছি। এ ধরনের কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে কোনো সুহৃদ বন্ধু আমাকে অবহিত করলে অথবা কোনোভাবে আমার দৃষ্টিগোচরে আসলে তা সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আন্তরিক রয়েছি। অভিধানের বর্ণনার বিভিন্নতার ক্ষেত্রে লিসানুল আরব ও আল মু'জামুল ওয়াসীতসহ আরবি ভাষার অন্যান্য মৌলিক প্রামাণ্য অভিধানসমূহ ছিল আমার শেষ অবলম্বন।

অনুবাদের ভাষা ছাত্রদের কারো কারো কাছে হয়তো কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, তবে মূল গ্রন্থের শব্দের ওজস্বিতার প্রতি লক্ষ্য করে এবং মূল গ্রন্থের অনুরূপ আরবি শব্দ সঞ্চয়ের পাশাপাশি ছাত্রদের মাতৃভাষারও কিছুটা শব্দ সঞ্চয়ের সহযোগিতা হবে, এ বিবেচনা করে একেবারে আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করতে যাইনি। তবু যথাসাধ্য মাকামাত গ্রন্থখানির কাঠিন্য দূরীভূত করে সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা মাকামাত পাঠের মাধ্যমে আরবির অসংখ্য কঠিন শব্দ সঞ্চয়ের প্রতি ব্রতী হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আরবি সাহিত্যের প্রারম্ভিক বিষয়াদি, মাকামা সাহিত্য, মাকামাত ও হারীরী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছি। হয়তো উৎসাহী পাঠকের তাতে কিছুটা প্রাপ্তি থাকতে পারে।

বালাগাত আলোচনা মাকামাত পাঠদানের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রসঙ্গ। অনেক বিজ্ঞ শিক্ষক অন্তত শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হলেও এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে থাকেন। আমার ইচ্ছা ছিল, পুরো দশ মাকামায় [যা আমাদের অধিকাংশ কওমী মাদরাসার নিসাব] বালাগাতের আলোচনা করব। কিন্তু কাজটি ছিল সময় সাপেক্ষ। তাই সময় স্বল্পতার কারণে পাঁচ মাকামায় বালাগাত সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে কুরআন, হাদীস, জাহিলি যুগের কবি ও আরবি সাহিত্যের স্বীকৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতদের উক্তি থেকে মাকামাতের প্রতিটি শব্দের যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োগস্থল (استشهاد) উপস্থাপন করাও মাকামাত পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি জরুরি বিষয়। এ কাজটিও প্রথম পাঁচ মাকামায় কিছুটা করতে প্রয়াস পেয়েছি।

মূলগ্রন্থের ভূমিকার পর মাকামা অংশে বাহ্যত শব্দবিশ্লেষণ কম দেখালেও কমপক্ষে ইসমের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের একবচন-বহুবচন এবং ফে'লের ক্ষেত্রে বাব, মাসদার, মাদ্দাহ, মুরাদিফ ও বিপরীত শব্দ ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও আরো অন্যান্য জরুরি কিছু তথ্য সংকেতের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। তাতে কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও আশা করি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ একেবারে কম হবে না।

যারা আমার এ কাজটুকু সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য আন্তরিক পরামর্শ দিয়েছেন, যারা আমাকে ভালোবাসেন বলে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুরোধ-উপরোধের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছেন, কাজে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ভালোবাসাপূর্ণ তিরস্কারের কষাঘাতে আমার কাজে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন সেসব বন্ধুদের নাম উচ্চারণ করে চিহ্নিত না করলেও আজ তাদেরকে বিনীতভাবে স্মরণ করছি। তাদের আন্তরিক পরামর্শ ও ভালোবাসার জন্য সকলকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। ভূমিকাটি লেখার পর মালিবাগ জামিয়ার অন্যতম মুহাদ্দিস, গবেষক ও লেখক বন্ধুবর মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সাহেব তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে তা দেখে দিয়েছেন এবং জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। অশেষ মুবারকবাদ জানাই ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেবকে, আমার রচনা কাজে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আন্তরিকতা ও ইখলাসটুকু কবুল করুন। পরিশেষে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আপনি নিজ অনুগ্রহে এ বান্দার শ্রমটুকু কবুল করুন! তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং এ কাজটুকু দ্বারা ছাত্রদের যথাযথ উপকৃত করুন! হে আল্লাহ! আপনি যদি এই মিনতি কবুল করেন, সেটাই হবে আমার বড় সফলতা।

আরজ গুজার

১২. ০১. ২০০০ ইং

আহমদ মায়মূন

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

Free @ www.eilm.weebly.com

বিষয়-সূচি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
أدب -এর আভিধানিক অর্থ	১১
علوم الأدب -এর প্রকারভেদ	১১
علم الأدب -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা [প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে]	১২
أدب -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২
শিষ্টাচার অর্থে أدب -এর পারিভাষিক অর্থ	১৩
أدب -এর নামকরণ	১৩
علم الأدب -এর আলোচ্য বিষয়	১৩
علم الأدب -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
সর্বপ্রথম ভাষা	১৫
আরবি ভাষার মর্যাদা	১৬
أدب -এর মর্যাদা	১৭
أدب শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা	১৮
আরবি সাহিত্যের ইতিহাস	
জাহিলী যুগ ও জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য	২০
জাহিলী যুগের কবিতা	২০
ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনূ উমায়্যার শাসনামলে গদ্য সাহিত্য	২১
ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা	২১
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা কাব্য চর্চা করেছেন	২২
কাফিরদের মধ্যে কাব্য চর্চাকারী	২২
বনূ উমায়্যার শাসনামলে কবিতা	২২
বনূ আব্বাসিয়ার যুগ	২২
বনূ আব্বাসিয়ার যুগে গদ্য লেখকগণের স্তরভেদ	২২
প্রথম স্তর	২২
দ্বিতীয় স্তর	২২

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় স্তর ২২
চতুর্থ স্তর ২২
আব্বাসী যুগে কবিতা ২২
আব্বাসী যুগে যারা শামে কাব্যচর্চা করেছেন ২৩
আব্বাসী যুগে যারা আন্দালুসে কাব্যচর্চা করেছেন ২৩
ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্যচর্চা ২৩
তুর্কী যুগ ২৩
তুর্কী যুগে যারা কাব্যচর্চা করেছেন ২৩
আধুনিক যুগ ২৩
আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য ২৩
আধুনিক যুগে কাব্য ২৩
আরবি সাহিত্যের রুকন চতুষ্টয় ২৪
কবিদের স্তরভেদ ২৪
কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাতের অভিমত ২৪
লেখক পরিচিতি ২৫
বদীউয যামান হামাদানীর পরিচিতি ২৯

মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী

মাকামা'র সংজ্ঞা ৩৩
মাকামা রচনার ইতিহাস ৩৩
মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল ৩৬
মাকামা রচনার ধরন ৩৬
মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য ৩৮
মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট ৩৮
আল্লামা ইবনুল জাওযীর বর্ণনা ৩৮
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত ৩৮
হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনা ৩৮

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্যালোচনা	৩৯
অপবাদ	৪০
মাকামাতে হারীরীর রেওয়ায়েত	৪০
আবূ যায়েদ সারূজীর পরিচয়	৪১
সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী	৪৪
মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা	৪৫
মাকামাতে হারীরীর দরস	৪৬
মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম	৪৭
মূল গ্রন্থ	
গ্রন্থকারের ভূমিকা	৫৯
প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প	১৬৯
দ্বিতীয় মাকামা : হুলওয়ানের গল্প	২১৫
তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রার গল্প	২৬৭
চতুর্থ মাকামা : দিময়াতের গল্প	৩০৫
পঞ্চম মাকামা : কূফার গল্প	৩৫৫
ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প	৪০৫
সপ্তম মাকামা : বারকা'ঈদের গল্প	৪৫৫
অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প	৪৮৭
নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প	৫১৭
দশম মাকামা : রাহবার গল্প	৫৫৩

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free@ www.e-ilm.weebly.com

যে সকল অভিধান ও গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. লিসানুল আরব – ইবনে মানজূর
২. আল মু'জামুল ওয়াসীত – লাজনাতুম মিনাল লুগাবিয়্যীন
৩. আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন – ইমাম রাগিব আল আসফাহানী
৪. আকরাবুল মাওয়ারিদ – সাঈদ শারতূনী ইয়াসূয়ী
৫. আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস – ইবনুল আছীর
৬. আল মুনজিদ [আরবি-আরবি] – লুওয়াইস মা'লূফ ইয়াসূয়ী
৭. আর রায়েদ – জুবরান মাসউদ
৮. আল মু'জামূল ওয়াজীয – লাজনাতুম মিনাল লুগাবিয়্যীন
৯. মু'জামী আল হাই – সুহাইল হাসীব সামাহা
১০. লুগাতুল কুরআন – মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী
১১. আল মুনজিদ [আরবি-উর্দূ] – উলামা কমিটি
১২. মিসবাহুল লুগাত – মাওলানা আব্দুল হাফীজ বলিয়াবী
১৩. শারহুল মাকামাত – আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন শারীশী
১৪. আত তা'লীকাতুল আরাবিয়্যাহ – মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী
১৫. আল মু'জামুল মুফাহরাস [কুরআন মাজীদ] – মুহাম্মদ ফুওয়াদ আব্দুল বাকী
১৬. আল মু'জামুল মুফাহরাস [হাদীস শরীফ] – এ. জে. উইনসিংক সম্পাদিত

এ ছাড়াও মাকামাতের অন্যান্য উর্দূ শরাহসমূহ

শব্দবিশ্লেষণে ব্যবহৃত সংকেতাবলি

(و) واحد
(تث) تثنية
(ج) جمع
(جج) جمع الجمع
(مص) مصدر
(فا) اسم فاعل
(مف) اسم مفعول
(صف) اسم صفت
(مب) اسم مبالغة
(مج) مجهول
(مذ) مذكر
(مؤ) مؤنث

(ن) نصر ينصر
(ض) ضرب يضرب
(س) سمع يسمع
(ف) فتح يفتح
(ك) كرم يكرم
(ح) حسب يحسب
জ. জমা
জ. জ. জমউল জমা
ও. ওয়াহেদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ভূমিকা

أَدَبٌ -এর আভিধানিক অর্থ :

أَدَبَ (ض) أَدْبًا : দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা। أَدَبَ الْقَوْمَ : খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া। أَدَبَ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ : কোন বিষয়ে আহবান করা। أَدَبَ فُلَانًا : উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও আচার-আচরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সদ্গুণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

مَأْدَبَةٌ ، مَأْدُبَةٌ : দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার। জ. مَآدِبُ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدُبَتِهٖ

"নিশ্চয় এ কুরআনপাক পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেশিত জ্ঞানের খোরাক। সুতরাং তোমরা তাঁর পরিবেশিত জ্ঞানের খোরাক থেকে জ্ঞান আহরণ কর।"

أَدُبَ (ك) أَدَبًا : সদগুণে গুণান্বিত হওয়া, সাহিত্যিক হওয়া। أَدِيْبٌ : সাহিত্যিক। آدَبَ (إِفْعَال) إِيْدَابًا : দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা। آدَبَ الْقَوْمَ : খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া।

أَدَّبَ (تَفْعِيْل) تَأْدِيْبًا : উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। সাহিত্যের জ্ঞান দেওয়া। মন্দ কর্মের শাস্তি দেওয়া। أَدَّبَ الدَّابَّةَ -বাহনজন্তুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও বশীভূত করা।

أَدَّبَهُ : জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। যেমন আরবি ভাষাবিদ যাজ্জাজ বলেন–

هٰذَا مَا أَدَّبَ اللّٰهُ بِهٖ نَبِيَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَلَّمَهٗ بِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

تَأَدَّبَ (تَفَعُّل) تَأَدُّبًا এবং اِسْتَأْدَبَ (اِسْتِفْعَال) اِسْتِئْدَابًا ভদ্র ও শিষ্ট হওয়া। সাহিত্যের জ্ঞান হাসিল করা। تَأَدَّبَ عَنْ فُلَانٍ : কারও সদ্গুণের অনুকরণ করা। تَأَدَّبَ بِهٖ : অনুসরণ করা। الْآدِبُ : দাওয়াতের খাবারের আয়োজক ও আহবায়ক।

যেমন– কবি তারাফা বলেন, نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلٰى ✽ لَا تَرَى الْآدِبَ فِيْنَا يَنْتَقِرُ

আমরা শীতকালে শ্রেণি নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে খাবারের দাওয়াত দেই। তুমি আমাদের মধ্যে খাবারের আমন্ত্রণকারীকে দেখবে না যে, সে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে দাওয়াত করছে। –[লিসানুল আরব, ১ খণ্ড, পৃ. ৯৩]

الْأَدَبُ : ১. শিক্ষা দীক্ষা মুতাবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন, শিষ্টাচার।

২. নীতিমালা, যা কোনো শিল্পী বা পেশাজীবী তার শিল্প ও পেশার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলে।

যেমন : أَدَبُ الْقَاضِيْ : বিচারকের নীতিমালা, أَدَبُ الْكَاتِبِ : লেখকের নীতিমালা।

৩. সাহিত্য, উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য।

عُلُوْمُ الْأَدَبِ -এর প্রকারভেদ :

عُلُوْمُ الْأَدَبِ প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত : ১. أُصُوْلُ عِلْمِ الْأَدَبِ ২. فُرُوْعُ عِلْمِ الْأَدَبِ

أُصُوْلُ عِلْمِ الْأَدَبِ আট প্রকার : ১. اَللُّغَةُ [শব্দমালা], ২. اَلصَّرْفُ [শব্দ প্রকরণ], ৩. اَلْاِشْتِقَاقُ [নিষ্পন্ন শাস্ত্র], ৪. اَلنَّحْوُ [ব্যাকরণ], اَلْمَعَانِيْ [শব্দতত্ত্ব], ৬. اَلْبَيَانُ [বাক্য প্রয়োগ-জ্ঞান], ৭. اَلْعَرُوْضُ [ছন্দ শাস্ত্র], ৮. اَلْقَافِيَةُ [পদ্যের অন্তমিল-জ্ঞান]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فُرُوْعُ عِلْمِ الْأَدَبِ **চার প্রকার :** ১. رَسْمُ الْخَطِّ [লিপি-জ্ঞান], ২. قَرْضُ الشِّعْرِ [কাব্য রচনা], ৩. إِنْشَاءُ النَّثْرِ [গদ্য রচনা], ৪. اَلْمُحَاضَرَاتُ [ভাষণ বক্তৃতা উপস্থাপনা]।

প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে–

عِلْمُ الْأَدَبِ **-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :** (اَلتَّعْرِيْفُ الْاِصْطِلَاحِيْ)

১. হাজী খলীফা লিখেন : عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْخَطَأِ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَخَطًّا .

"ইলমে আদব এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে আরবি ভাষার ভাষাগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" –[কাশফু'জ-জুনূন, ১খ, ক : ৪৪]

২. শরীফ জুরজানী লিখেন– عِلْمُ الْأَدَبِ : عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ

"যে জ্ঞানের সাহায্যে [ভাষা সংক্রান্ত] সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাকে 'আদব' বলা হয়।

–[আত তারীফাত, পৃ. ১১]

৩. কোনো কোনো ভাষাবিদ এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন–

عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَصُوْنُ الْمُشْتَغِلُ بِهِ مِنَ الْخَطَأِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَالْخَطِّيِّ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ .

"'আদব' এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যা সেই জ্ঞানচর্চাকারীকে আরবি ভাষাগত, অর্থগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।"

৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন– عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْخَلَلِ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَكِتَابَةً

"ইলমে আদব এমন ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি ভাষা বলা ও লেখার ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচা যায়। [আল মুনজিদ, পৃ. ৫]

স্মর্তব্য : বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত চারটি সংজ্ঞা عِلْمُ الْأَدَبِ বা عُلُوْمُ الْأَدَبِ সম্পর্কিত। নিম্নে اَلْأَدَبُ-এর কতিপয় সংজ্ঞা পেশ করা হচ্ছে :

أَدَبٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত লিখেন,

أَدَبُ اللُّغَةِ : مَا أُثِرَ عَنْ شُعَرَائِهَا وَكُتَّابِهَا مِنْ بَدَائِعِ الْقَوْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى تَصَوُّرِ الْأَخْيِلَةِ الدَّقِيْقَةِ ، وَتَصْوِيْرِ الْمَعَانِي الرَّقِيْقَةِ ، مِمَّا يُهَذِّبُ النَّفْسَ وَيُرَقِّقُ الْحِسَّ وَيُثَقِّفُ اللِّسَانَ .

"কোনো ভাষার সাহিত্য মানে, সেই ভাষার কবি ও লেখকদের থেকে বর্ণিত অনুপম বক্তব্য, যাতে রয়েছে সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা ও সাবলীল বিষয়ের চিত্রায়ন, যা আত্মাকে মার্জিত করে, অনুভূতিকে শাণিত করে এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।"

–[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ৭]

২. তিনি আরও লিখেন–

وَقَدْ يُطْلَقُ الْأَدَبُ عَلٰى جَمِيْعِ مَا صُنِّفَ فِيْ كُلِّ لُغَةٍ مِنَ الْبُحُوْثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفُنُوْنِ الْأَدَبِيَّةِ فَيَشْمِلُ كُلَّ مَا أَنْتَجَتْهُ خَوَاطِرُ الْعُلَمَاءِ وَقَرَائِحُ الْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاءِ .

"কখনো সাহিত্য বলতে, প্রত্যেক ভাষায় রচিত যাবতীয় জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে বুঝানো হয়। সুতরাং এতে পণ্ডিত, লেখক ও কবিদের মনন ও প্রতিভা-প্রসূত সব কিছুই শামিল রয়েছে।" –[প্রাগুক্ত]

৩. আল্লামা ইবনে খালদূন (র.) বলেন– اَلْأَدَبُ : هُوَ حِفْظُ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا وَالْأَخْذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بِطَرَفٍ

"আরবি ভাষার কাব্য ও ইতিহাসকে মুখস্থ করা এবং অন্যান্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ আহরণ করাকে 'আদব' বলা হয়।"

–[মুকাদ্দিমা তারীখে ইবনে খালদূন, পৃ. ৫৫৩]

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ-এ বলা হয়েছে– اَلْأَدَبُ : كُلُّ مَا أَنْتَجَهُ الْعَقْلُ الْإِنْسَانِيُّ مِنْ ضُرُوْبِ الْمَعْرِفَةِ

"মানুষের মেধাপ্রসূত নানারকম জ্ঞানকে সাহিত্য বলা হয়।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে – اَلْأَدَبُ : اَلْجَمِيلُ مِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ "উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্যকে সাহিত্য বলা হয়।"

৬. উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে –

تَطْلُقُ الْآدَابُ حَدِيثًا عَلَى الْأَدَبِ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ ، وَالتَّارِيخِ وَالْجُغْرَافِيَّةِ وَعُلُومِ اللِّسَانِ وَالْفَلْسَفَةِ .

"আধুনিক কালে সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট অর্থে সাহিত্যশাস্ত্রকে যেমন বুঝানো হয়, তেমনি ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা সংক্রান্ত নানাবিধ শাস্ত্র এবং দর্শনকেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।" –[দ্র. أَدَبٌ শব্দমূল]

শিষ্টাচার অর্থে أَدَبٌ -এর পারিভাষিক অর্থ :

১. اَلْأَدَبُ : اِسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلاً وَفِعْلاً . "প্রশংসনীয় কথা ও কাজের ব্যবহারকে 'আদব' বলা হয়।"

২. قِيلَ : اَلْأَدَبُ : اَلْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ . কারও মতে, "উৎকৃষ্ট নৈতিকতা অবলম্বন করাকে 'আদব' বলা হয়।"

৩. قِيلَ : اَلْأَدَبُ : اَلْوُقُوفُ مَعَ الْحَسَنَاتِ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ السَّيِّئَاتِ .

কারও মতে, "'আদব' মানে সদগুণ অবলম্বন করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।"

৪. قِيلَ : اَلْأَدَبُ : اَلتَّعْظِيمُ لِمَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْقُ بِمَنْ دُونَكَ .

কারও মতে, "'আদব' মানে বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা।"

৫. قِيلَ : اَلْأَدَبُ : رِيَاضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّهْذِيبِ عَلَى مَا يَنْبَغِي .

"কারও মতে, "শিক্ষা-দীক্ষা মুতাবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন করাকে 'আদব' বলা হয়।"

৬. قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ : اَلْأَدَبُ : اِسْمٌ لِكُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الرَّجُلُ فِي فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِلِ .

"মুতাররিযী বলেন, আদব মানে এরূপ যে কোনো প্রশংসনীয় অনুশীলন, যার দ্বারা অনুশীলনকারী ব্যক্তি বিবিধ গুণ-গরিমার মধ্য থেকে কোনো গুণে গুণান্বিত হয়।"

উল্লেখ্য যে, عُلُومُ الْأَدَبِ ও اَلْأَدَبُ দু'টি পৃথক বিষয়। اَلْأَدَبُ শব্দটি عِلْمُ الْأَدَبِ অপেক্ষা ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। اَلْأَدَبُ এমন এক সুকুমারবৃত্তির নাম, যার সৌন্দর্য যদি মানুষের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনে প্রকাশ পায় তবে তাকে শিষ্টাচার বলা হয়। আর যদি তা মানুষের মুখের ভাষায় প্রকাশ পায় তবে তাকে যাদুময়ী বক্তৃতা বলা হয়। আর তা স্বভাবগতসম্পন্ন লেখ্য ভাষায় রূপ নিলে তাকে গদ্য সাহিত্য বলা হয় এবং ভাব ও ছন্দের মাত্রায় স্থান পেলে তাকে কাব্য সাহিত্য বলা হয়। আর তা সুরের মূর্ছনায় বিকশিত হলে তাঁকে সঙ্গীত বলা হয়।

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ * وَكُلٌّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

এজন্য اَلْأَدَبُ -কে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয় : أَدَبُ النَّفْسِ ও أَدَبُ الدَّرْسِ

أَدَبٌ -এর নামকরণ : (سَبَبُ التَّسْمِيَةِ)

ইবনে মানজূর বলেন : سُمِّيَ – أَيِ الْأَدَبُ – أَدَبًا لِأَنَّهُ يَأْدِبُ النَّاسَ إِلَى الْمَحَامِدِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَقَابِحِ .

"সাহিত্য বা শিষ্টাচারকে এ কারণে 'আদব' রূপে নামকরণ করা হয়েছে যে, সাহিত্য বা শিষ্টাচার মানুষকে সদগুণের প্রতি আহবান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। [কেননা, 'আদব'-এর আভিধানিক একটি অর্থ, আহবান করা। দ্র. লিসানুল আরব, أَدَبٌ শব্দমূল]

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর আলোচ্য বিষয় : (اَلْمَوْضُوعُ)

১. আল্লামা ইবনে খালদূন প্রমুখ পণ্ডিত বলেন : هٰذَا الْعِلْمُ لَا مَوْضُوعَ لَهُ يَنْظُرُ فِي إِثْبَاتِ عَوَارِضِهِ أَوْ نَفْيِهَا .

"এই ইলম [অর্থাৎ, ইলমে আদব তথা সাহিত্য শাস্ত্র]-এর এমন নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে সাহিত্যে আলোচনা করা হয়।" –[তারীখে ইবনে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, مَوْضُوْعُهُ : أَنْ لاَ مَوْضُوْعَ لَهُ

"ইলমে আদব তথা সাহিত্যের কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকাই হলো সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।"

৩. কেউ কেউ বলেছেন– إِنَّ مَوْضُوْعَهُ : اَلْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْأَشْعَارُ وَالْأَخْبَارُ .

"ইলমে আদব অর্থাৎ, সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ভাষার শব্দ, বাক্য, কবিতা ও ইতিহাস।"

৪. কেউ কেউ বলেছেন– مَوْضُوْعُهُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ "সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় গদ্য ও পদ্য।"

৫. কারও মতে,

مَوْضُوْعُهُ : اَلطَّبْعُ وَالْفِطْرَةُ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ تَخْطُرُ فِيْ قَلْبِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْأَخْيِلَةِ الذِّهْنِيَّةِ كَمَا تُؤَثِّرُ فِيْهِ الْحَقَائِقُ الْخَارِجِيَّةُ الَّتِيْ يَتَصَادَفُهَا الْإِنْسَانُ فِيْ صَبَاحِ الْأَيَّامِ وَمَسَائِهَا ، فَالطَّبْعُ الْإِنْسَانِيُّ يَبْحَثُ عَنْهَا وَيَنْتَقِدُهَا ، وَهٰذَا الْبَحْثُ وَالنَّقْدُ يُسَمّٰى طَبْعًا وَفِطْرَةً لِلْإِنْسَانِ وَهُوَ مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْأَدَبِ .

"ইলমে আদব-এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। কেননা মানুষের মানসপটে যেমন নানা রকম ভাবের উদয় হয়, তেমনি বিশ্বচরাচরের এমন বহুবিধ বাস্তবতাও তার মনে রেখাপাত করে, যেগুলোর সে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এসব নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে। এরূপ গবেষণা ও পর্যালোচনাকে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বলা হয়। তাই এ স্বভাব ও প্রকৃতিকে 'আদব' -এর আলোচ্য বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

যেহেতু عِلْمُ أَدَبٍ ১২টি ইলমের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক ইলমের ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয় রয়েছে, তাই সকল ইলমের আলোচ্য বিষয়কে একটি আলোচ্য বিষয়ে সমন্বিত করা সম্ভব নয়। এ জন্যেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, তার নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই।

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : (اَلْغَرَضُ وَالْغَايَةُ)

১. আল্লামা ইবনে খালদূন বলেন–

إِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَمْرَتُهُ ، وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِيْ فَنَّيِ الْمَنْظُوْمِ وَالْمَنْثُوْرِ عَلٰى أَسَالِيْبِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيْهِمْ ...... (ثُمَّ قَالَ :) وَالْمَقْصُوْدُ بِذٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ لاَّ يَخْفٰى عَلَى النَّاظِرِ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَسَالِيْبِهِمْ وَمَنَاحِيْ بَلَاغَتِهِمْ إِذَا تَصَفَّحَهُ .

"ভাষাবিদগণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দ্বারা তার ফলাফলকে বুঝিয়ে থাকেন। আর তা হলো, আরবদের ভাষার ধরন ও পদ্ধতি অনুযায়ী আরবি ভাষার গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় উৎকর্ষ লাভ করা। .... [তিনি আরও বলেন :] এসব কিছুর উদ্দেশ্য এই যে, আরবি সাহিত্যের গবেষক যখন আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করবেন তখন যাতে আরবদের ভাষা, ভাষার ধরন ও তাদের সাহিত্যালঙ্কারের নানা রকম ব্যবহার পদ্ধতি কোনো কিছুই তার নিকট অস্পষ্ট না থাকে।"

–[তারীখে ইবনে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]

২. কারও মতে,

وَالْغَرَضُ مِنْهُ : مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْإِعْجَازِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ .

"কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত জ্ঞান তথা বালাগাত, ফাসাহাত ও এতদুভয়ের ভাষাগত ও অর্থগত অনুপমতার জ্ঞান লাভ করা।"

৩. কারও মতে, بَيَانُ مَا يَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ عَلٰى أُسْلُوْبٍ رَائِقٍ وَطَرِيْقٍ يُعْجِبُ كُلَّ مَنْ نَظَرَ فِيْهِ أَوْ سَمِعَهُ

"মনের ভাবকে এরূপ আকর্ষণীয় পদ্ধতি ও পন্থায় উপস্থাপন করা, যা পাঠক, পর্যালোচক ও শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে।"

সর্বপ্রথম ভাষা

এটা অনস্বীকার্য যে, সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দ-জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা যে আরবি ছিল, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্ত রেওয়ায়াতের ভাষ্য এক ও অভিন্ন। তবে তার সাথে অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়াত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা আরবিই ছিল। কিন্তু ভুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তাঁর থেকে আরবি ভাষা তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি সুরয়ানী ভাষা বলতে শুরু করেন। তারপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয় তখন পুনরায় তাঁকে আরবি ভাষার জ্ঞান ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি পরবর্তীতে দুনিয়ায় আরবি ভাষায়ই কথা বলতেন।

জালালুদ্দীন সয়ূতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.] তাঁর আল-ইতকান গ্রন্থে একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যার সারকথা হলো এই যে, সকল আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তার তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল ভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে।

ইমাম আবূ মনসূর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আযহারী [মৃত্যু : ৩৭০ হি.] বলেন, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন। আর আরবি ছাড়া অন্যান্য ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত সয়লাবের পর হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলার পর থেকে সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষা যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা তার বড় প্রমাণ হল, কুরআনের ভাষা আরবি। কুরআন যেহেতু অনাদি গ্রন্থ তাই তার ভাষাও অনাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়াত আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ.) থেকে আরবি ভাষার সূচনা হয়েছিল। ইতিহাস ও অন্যন্য রেওয়ায়াতের আলোকে উক্ত রেওয়ায়াতের মানে এই যে, কুরায়শ গোত্রের ভাষা, যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার চর্চা ও প্রচার-প্রসার হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হয়েছে। নচেৎ মূল আরবি ভাষা তাঁর পূর্বেই হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও তার প্রচলন থাকে।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান [মৃত্যু : ১৩০৭ হি.] তাঁর "আল-বুলগা ফী উসূলিল লুগাহ" নামক গ্রন্থে আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব [মৃত্যু : ২২৮ হি.]-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি ছিল আরবি। দীর্ঘ কালাবর্তনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে সুরয়ানী ভাষার সৃষ্টি হয়। এ কারণে সুরয়ানী ভাষা আরবি ভাষার অনেকটা কাছাকাছি। সয়লাবের সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যে সকল মানুষ নৌযানে আরোহণ করেছিল তাদের মধ্যে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের ভাষা ছিল সুরয়ানী। কেবল সেই জুরহুমের ভাষা ছিল খাঁটি আরবি। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌযান থেকে অবতরণের পর হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র ইরাম জুরহুমের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার ভাষা ছিল খাঁটি আরবি। সেই সূত্রে তাঁর বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আরবি ভাষার প্রচলন হয়।

আধুনিক কালের আরবি ভাষাবিদগণ যেমন আহমদ হাসান যায়্যাত প্রমুখ বলেন যে, আরবি ভাষা সামীয় ভাষা [হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা] থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিমতের সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরবি ভাষা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সপক্ষে বিভিন্ন রকমের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তাঁদের অভিমত ও প্রমাণাদি আপাতত দৃষ্টিতে মেনে নিলেও আরবি ভাষা যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়, তা প্রমাণিত হয় না। কেননা প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাক প্রত্নতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা যে আরবি ছিল না এবং তার কোনো না কোনো সন্তানের বংশধরদের মধ্যে যে আরবি ভাষার প্রচলন লাভ করে নি তা কি করে প্রমাণিত হবে? আর এটাও জানা কথা যে, প্রত্নতত্ত্ব ভিত্তিক তথ্যসমূহ অনুমান নির্ভর। এ কারণে একই বিষয়ের গবেষণায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের নানা রকম মতভেদ দেখা যায়। অতএব ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করার জন্য অনুমান ভিত্তিক তথ্য যথেষ্ট নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ক্ষেত্র বিশেষে তা কেবল সমর্থনের কাজ দেয় মাত্র। আর সে অনুমান ভিত্তিক তথ্যাবলি যদি কোনো সহীহ রেওয়ায়াতের মোকাবিলায় আসে তবে সে সকল তথ্য অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কিংবা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ আরবি ভাষায় হওয়াই সবচেয়ে বড় দলিল যে, আরবি ভাষাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা।

অতএব আধুনিক কালের ভাষাবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণার এ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে, আরবি ভাষা প্রথমে হযরত আদম (আ.) ও তাঁর কোনো কোনো সন্তানদের মাধ্যমে প্রচলন লাভ করার পর দীর্ঘ কালাবর্তনের ফলে ক্রমশ বিকৃত হয়ে এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তা আবার সেমেটিক ভাষা অর্থাৎ সামীয়দের ভাষা থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, নতুন আরবি লিপি ও ভাষার জন্ম হয়ত সেমেটিক ভাষা থেকে হয়েছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্ভবত আরবী লিপি ভিন্ন রকম ছিল, যা ইতিহাসে রক্ষিত হয়নি এবং সে লিপি ভিন্ন রকম হওয়ার কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

সুতরাং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ অভিমত অকাট্যই থেকে যায় যে, আরবি ভাষাই হলো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, এ উপমহাদেশীয় কোনো কোনো ভাষাবিদ গবেষক বলে থাকেন যে, সংস্কৃত হলো সকল ভাষার মূল ও আদিভাষা। তাঁদের এ উক্তটি এ ব্যাখ্যা সহকারে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, সংস্কৃত পাক-ভারত উপমহাদেশের আঞ্চলিক অনেকগুলো ভাষার জননী, এটা হয়তো ঠিক। তবে সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সকল ভাষার জননী আখ্যাত করা সম্পূর্ণ ভুল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণাদির পরিপন্থি। এমনকি একালের অনেক বিজ্ঞ ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও গবেষকের মতে, বাংলা ভাষাটিও সংস্কৃত উদ্ভূত নয়; বরং এটি প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত হয়ে আধুনিক বাংলায় রূপ লাভ করেছে।

আরবি ভাষার মর্যাদা

আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন নাজিল করার জন্য ভাষা হিসাবে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ (يوسف : ٢)

"আমি এ গ্রন্থকে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" –[সূরা ইউসুফ : ২]

ইবনুল আসীর লিখেন–

أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكِتَابِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلٰى أَشْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذٰلِكَ فِىْ أَشْرَفِ بِقَاعِ الْأَرْضِ ، وَابْتِدَاءُ نُزُوْلِهٖ فِىْ أَشْرَفِ شُهُوْرِ السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ ، فَكَمُلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ ـ

"সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গ্রন্থ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার দূতালির মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে। তাও আবার হয়েছে ভূপৃষ্ঠের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ডে। আর সেই গ্রন্থের অবতরণের সূচনা হয়েছে বছরের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস তথা রমজান মাসে। সুতরাং সর্বদিক থেকে পূর্ণতা হাসিল হয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّىْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِيٌّ ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ ـ

তোমরা তিনটি কারণে আরবদের ভালবাস। কেননা আমি আরবি ভাষাভাষী, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবি। –[বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمْ بِالْعَجَمِيَّةِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ النِّفَاقَ ـ

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন অনারবি ভাষায় কথা না বলে। কেননা তা নিফাক সৃষ্টি করে।" –[সিলাফী]

হযরত ওমর (রা.) বলেন– تَفَقَّهُوْا فِى السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوْا فِى الْعَرَبِيَّةِ

"তোমরা হাদীসের জ্ঞান হাসিল কর ও আরবি ভাষার জ্ঞান হাসিল কর।" –[ইবনে আবী শায়বা]

Free @ www.e-ilmweebly.com

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেন– تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ

"তোমরা আরবি ভাষা শেখ। কেননা এটা তোমাদের দীনের অংশ।" [ইবনে আবী শায়বা]

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এক সম্প্রদায়কে ফারসি ভাষায় কথা বলতে শুনে বললেন–

مَا بَالُ الْمَجُوْسِيَّةِ بَعْدَ الْحَنِيْفِيَّةِ ـ

"দীনে হানীফ অর্থাৎ, ইসলামের আবির্ভাবের পর আবার অগ্নিপূজকদের ভাবধারা, এর ব্যাপার কি? [ইবনে আবী শায়বা]

উপরে উল্লিখিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ থেকে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া এও লক্ষ্যণীয় যে, কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের সমস্ত মৌলিক জ্ঞান রয়েছে আরবি ভাষায়। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলেও আরবি ভাষা শেখার বিকল্প নেই। এ একটি বিষয়ও আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

أَدَبٌ -এর মর্যাদা

আকসাম ইবনে সাইফী বলেন– اَلرَّجُلُ بِلَا أَدَبٍ شَخْصٌ بِغَيْرِ أٰلَةٍ وَجَسَدٌ بِلَا رُوْحٍ

"সাহিত্য শক্তিহীন মানুষ বা শিষ্টাচার বিহীন মানুষ অস্ত্রহীন ব্যক্তির মতো এবং প্রাণহীন দেহ স্বরূপ।"

আদব সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বাণী–

اَلْأَدَبُ أَكْرَمُ الْجَوَاهِرِ طَبِيْعَةً، وَأَنْفَسُهَا قِيْمَةً، فَاطْلُبُوْهُ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْفَضْلِ وَالنَّبَاهَةِ، وَمَادَّةٌ لِلْعَقْلِ، وَدَلِيْلٌ عَلَى الْمُرُوْءَةِ ، وَمَنْبَهَةٌ لِلرَّأْيِ وَلِلصَّوَابِ، وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ، وَأَنِيْسٌ فِي الْوَحْدَةِ، وَجَمَالٌ فِي الْمَحَافِلِ، وَإِذَا أَكْرَمَكَ النَّاسُ لِمَالٍ أَوْ سُلْطَانٍ فَلَا يُعْجِبْكَ ذٰلِكَ، فَإِنَّ الْكَرَامَةَ تَزُوْلُ بِزَوَالِهِمَا، وَلْيُعْجِبْكَ إِذَا أَكْرَمُوْكَ لِدِيْنٍ أَوْ أَدَبٍ ـ

"আদব স্বভাবত এক মহা সম্মানিত রত্ন, মূল্যমানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা তা আহরণ কর। কেননা তা গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংযোজন, বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি, শিষ্টাচারের প্রমাণ, মতের স্বাতন্ত্র্য ও সঠিকতা বজায় রাখার এক চালিকা শক্তি। সাহিত্য প্রবাসের বন্ধু, নির্জনের সাথী ও মজলিসের সৌন্দর্য। মানুষ যদি তোমাকে তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে সম্মান করে তবে তুমি তাতে যেন বিমুগ্ধ না হও। কেননা তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার অবর্তমানে তোমার প্রতি সম্মানবোধও তিরোহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি তোমাকে তোমার দীন ও জ্ঞান-গরিমার জন্য সম্মান করে তবে তাতে যেন তুমি আনন্দিত হও।"

আব্দুল মালিক তার সন্তানদের বলেছিলেন,

تَأَدَّبُوْا فَإِنْ كُنْتُمْ مُلُوْكًا بَرَزْتُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطًا فُقْتُمْ ، وَإِنْ أَعْوَزَكُمُ الْمَعَاشُ عِشْتُمْ ـ

"তোমরা সাহিত্য তথা জ্ঞান-গরিমা শেখ। কেননা তোমরা যদি রাজা-বাদশাহ হও তবে তোমরা [অন্যদের তুলনায়] আরও অগ্রসর হবে, আর যদি মধ্যবিত্ত হও তবে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে এবং যদি জীবিকার সংকটে পতিত হও তবে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হবে।"

বুযুর্গমেহের বলেন,

مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ كَثُرَ شَرَفُهُ وَإِنْ كَانَ وَضِيْعًا ، وَبَعُدَ صِيْتُهُ وَإِنْ كَانَ خَامِلًا ، وَسَادَ وَإِنْ كَانَ غَرِيْبًا ، وَكَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا ـ

"যার সাহিত্য-শক্তি তথা জ্ঞান-গরিমা বেশি সে বেশি সম্মানপ্রাপ্ত হয়, যদিও সে নীচ হয়। তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, যদিও সে অখ্যাত হয়। সে নেতৃত্ব লাভ করে, যদিও সে ভিনদেশী হয়। মানুষ তার প্রতি অধিক হারে মুখাপেক্ষী হয়, যদিও সে দরিদ্র হয়।"

কবি বলেন– لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا * أَنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

"কাপড়ের শোভায় সৌন্দর্য হওয়া সুন্দর নয়। ইলম ও আদবের সৌন্দর্যই একমাত্র সুন্দর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَدَبٌ শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা

আরবি ভাষায় أَدَبٌ শব্দটির ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা বা অকাট্য কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জাহেলী যুগের ইতিহাসে এ সম্পর্কে সাহায্য নেওয়ার মতো কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন : হীরা'র রাজা নু'মান ইবনে মুনযির খুসরু [কিসরা] সম্রাটের নামে লিখিত একটি পত্রে লিখেন :

وَقَدْ أَوْفَدْتُ إِلَيْكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ رَهْطًا مِنَ الْعَرَبِ، لَهُمْ فَضْلٌ فِيْ أَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَآدَابِهِمْ ـ

"হে সম্রাট, আমি আপনার নিকট একটি আরব প্রতিনিধি দল পাঠালাম, তারা জাত, বংশ বুদ্ধি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন।"

এমনিভাবে আলকামা ইবনে 'উলাসা (রা.) রোমক সম্রাট কায়সার-এর সামনে বলেছিলেন :

فَلَيْسَ مَنْ حَضَرَكَ مِنَّا بِأَفْضَلَ مِمَّنْ غَرَبَ عَنْكَ، بَلْ لَوْ قَسَّمْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَعَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمْنَا، لَوَجَدْتَ لَهُ فِيْ آبَائِهِ أَنْدَادًا وَأَكْفَاءً، كُلُّهُمْ إِلَى الْفَضْلِ مَنْسُوْبٌ، وَبِالشَّرَفِ وَالسُّؤْدَدِ مَوْصُوْفٌ، وَبِالرَّأْيِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ مَعْرُوْفٌ ـ

"আমাদের মধ্যে যারা আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে তারা তাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল নয়, যারা আপনার দরবারে অনুপস্থিত রয়েছে। আপনি যদি তাদের পারস্পরিক তুলনা করেন এবং আমরা তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু আপনিও অবগত হন, তবে আপনি তাদের প্রত্যেককে পূর্ববর্তী বংশ পরিক্রমায় সমকক্ষ ও সমান মর্যাদার অধিকারী দেখতে পাবেন। তারা সবাই গুণ-গরিমার অধিকারী। তারা আভিজাত্য ও নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত এবং উন্নত অভিরুচি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে খ্যাত।"

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, 'আদব' শব্দটি জাহিলী যুগ থেকে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে, এ শব্দটি দক্ষিণ ইরাকের অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষা থেকে আরবি ও অনান্য সামীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ করেছে। তাদের ভাষায় এর অর্থ ছিল মানুষ। সেই সূত্রে সামীয়দের ভাষায় 'আদব' শব্দ থেকে 'উদ্‌ম' এবং 'উদম' থেকে আদম শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় শব্দটি অবিকল থেকে যায় এবং শিষ্টাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু হাদীসেও 'আদব' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন-পালন করে, তাদের আদব-তরবিয়ত শিক্ষা দেয়, তাদেরকে বিবাহ দেয়, তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে। -[মুসনাদে আহমদ, ৩খ., পৃ. ৯৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدُبَتِهِ ـ

"নিশ্চয়ই এ কুরআন পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেশিত একটি খাঞ্চা। সুতরাং তোমরা তার খাঞ্চা থেকে জ্ঞান আহরণ কর।" -[সুনানে দারেমী, ২খ., পৃ. ৪৩১]

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ শব্দটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে, এমন কি জাহেলী যুগেও বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রথম শতাব্দী : বনূ উমাইয়্যার শাসনামল থেকে 'আদব' শব্দটি অধিক প্রচলন লাভ করে। এ শব্দটি প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা বনূ উমাইয়্যার শাসনামলে রাজা-বাদশাহ ও আমীর অমাত্যদের সন্তানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করতেন তাঁদেরকে 'মুআদ্দিব' বলা হতো। তখনকার আমলে যারা মুআদ্দিব ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে প্রদত্ত হলো :

১. মা'বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহানী [মৃত্যু : ৮০ হি.]

২. আমির ইবনে শারাহীল আশ-শাবী [মৃত্যু : ১০৩ হি.]

এ দু'জন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

৩. সালিহ ইবনে কায়সান [মৃত্যু : ১৪০ হি.]

ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

৪. জা'দ ইবনে দিরহাম [মৃত্যু : ১১৮ হি.]
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের মুআদ্দিব ছিলেন।

তখনকার আমলের বিভিন্ন লেখা ও রচনায় 'আদব' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যিয়াদ ইবনে আবীহ [মৃত্যু : ৫৩ হি.] তার "আল-বাত্‌রা" নামক বক্তৃতায় বলেন :

فَادْعُو اللّٰهَ بِالصَّلَاحِ لِأَئِمَّتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ سَاسَتُكُمُ الْمُؤَدِّبُوْنَ . أَمَا وَاللّٰهِ لَأُؤَدِّبَنَّكُمْ غَيْرَ هٰذَا الْأَدَبِ أَوْ لَتَسْتَقِيْمُنَّ .

"তোমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের নেতৃবৃন্দের কল্যাণের জন্য দোয়া কর। কারণ তারা তোমাদের শাসক ও তোমাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদাতা। আল্লাহর কসম! হয় তোমরা সঠিক পথে চলবে নতুবা আমি তোমাদেরকে বর্তমান আচরণের ব্যতিক্রমধর্মী সদাচার শিক্ষা দেব।"

একজন বনূ ফাযার গোত্রীয় কবি 'আদব' শব্দটি তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন,

كَذٰلِكَ أُدِّبْتُ حَتّٰى صَارَ مِنْ خُلُقِيْ   إِنِّيْ وَجَدْتُ مِلَاكَ الشِّيْمَةِ الْأَدَبَا .

"আমাকে এভাবে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আদব আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমি আদবকে আমার স্বভাবের ভিত্তিরূপে পেয়েছি। [হামাসা : বাবুল আদব]

বনূ উমায়্যার শাসনামলেই আদব শব্দটি এমন সব জ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, যেগুলো ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। যেমন : কাব্য চর্চা, গল্প, জীবন চরিত, আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস, তদানীন্তন ঘটনাবলি ও অবস্থা ইত্যাদি। তাছাড়া তখন শিষ্টতা ও সদাচারকেও 'আদব' বলা হতো।

লিসানুল আরব -এর লেখক 'আদব' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আদব দু'ভাগে বিভক্ত : ১. আত্মার পরিশীলন। ২. গদ্য ও পদ্যের শিক্ষা। প্রথম শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত 'আদব' শব্দটি এ দু'অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় শতাব্দী : দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবি ভাষা সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহ যথা লুগাত, নাহব, সরফ ইত্যাদির উন্নতি সাধিত হলে এগুলো পারিভাষিক রূপ গ্রহণ করে এবং এসব শাস্ত্র 'পাঠ্য আদব' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে 'পাঠ্য আদব' -এর পরিসীমা বৃদ্ধি লাভ করে। তখন থেকে গদ্য-পদ্য, জীবন চরিত, ইতিহাস, লুগাত, নাহ্‌ব, সরফ, ও সমালোচনাশাস্ত্রের জন্য 'আদব' শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। কিন্তু এ ধারণা দীর্ঘদিন থাকে নি।

তৃতীয় শতাব্দী : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে 'আদব' শব্দটি পুনরায় 'শাস্ত্রীয় আদব' ও 'চরিত্র গঠন' এ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে গদ্য-পদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ এবং ইতিহাস, জীবন চরিত, আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি এবং সমালোচনাশাস্ত্রও এতে শামিল থাকে। এ শতাব্দীতে উন্নত মানের সাহিত্য গ্রন্থাবলি রচিত হয়। যেমন : ১. জাহিয [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] কৃত اَلْبَيَانُ وَالتَّبْيِيْنُ ২. ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] কৃত, اَلشِّعْرُ وَالشُّعَرَاءُ ৩. আল মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] কৃত, اَلْكَامِلُ

এ গ্রন্থগুলো আরবি সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। এ শতাব্দীতে 'আদব' শব্দটি চরিত্র গঠন অর্থে অধিক প্রচলন লাভ করে এবং এ শিরোনামে কতিপয় গ্রন্থ ও অধ্যায় রচিত হয়। যেমন : ১. আবুল আব্বাস সারাখসী [মৃত্যু : ২৮৬ হি.] কৃত, أَدَبُ النَّفْسِ ২. কবি কুশাজিম [মৃত্যু : ৩৬০ হি.] কৃত, أَدَابُ النَّدِيْمِ ৩. ইমাম বুখারী [মৃত্যু : ২৫৬ হি.] কৃত, বুখারী শরীফের অধ্যায় بَابُ الْأَدَبِ ৪. আবূ তাম্মাম [মৃত্যু : ২৩১ হি.] কৃত, দীওয়ানুল হামাসার একটি অধ্যায় بَابُ الْأَدَبِ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ শতাব্দী : চতুর্থ শতাব্দীতে লুগাত, নাহব ও সরফ আদব থেকে পৃথক হয়ে যায়। সমালোচনা শাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সময় সমালোচনা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। বুহতুরী ও আবূ তাম্মামের কাব্যের তুলনীয় বিচার-বিশ্লেষণ এবং পরবর্তীতে মুতানাব্বীর ভক্ত ও বিরোধীদের আলোচনা-গবেষণায় সমালোচনা সাহিত্য বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময় আমেদী [মৃত্যু : ৩৭১ হি. মতান্তরে ৩৭০ হি.] তার اَلْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الطَّائِيَيْنِ ও আবুল হাসান জুরজানী [মৃত্যু : ৩৯২ হি.] তাঁর اَلْوَسَاطَةُ بَيْنَ الْمُتَنَبِّيْ وَخُصُوْمِهِ রচনা করেন। তখন থেকে সমালোচনাশাস্ত্র এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। এ শাস্ত্রে প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি এই : কুদামা ইবনে জা'ফর [মৃত্যু : ৩৩৭ হি.] কৃত, نَقْدُ الشِّعْرِ ও نَقْدُ النَّثْرِ। আবূ হিলাল আল-আসকারী [মৃত্যু : ৩৯৫ হিজরির পরে] কৃত, اَلصِّنَاعَتَيْنِ। আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৩৫৬ হি.] কৃত, اَلْأَغَانِيْ। ইবনু আব্দি রাব্বিহ [মৃত্যু : ৩২৮ হি.] কৃত, اَلْعِقْدُ الْفَرِيْدُ।

পঞ্চম শতাব্দী : হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। তবে আরবি ভাষার নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেমন : মা'আনী, বায়ান, সরফ, নাহব ইত্যাদি শামিল থাকে। কাশফু'জ-জুনূনের লেখক বলেন, কোন কোন শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। ইবনুল আন্‌বারী আদবকে আট প্রকারে ভাগ করেছেন। কিন্তু যামাখশারী ও জুরজানীর মতে ১২টি শাস্ত্র আদব -এর অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে ৮টি মূল-নীতিমালা সংক্রান্ত এবং অপর ৪টি শাখাগত। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাক্কাকী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ গ্রন্থে, ইয়াকূত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর مُعْجَمُ الْأُدَبَاءِ গ্রন্থে এবং শরীফ জুরজানী [মৃত্যু: ৮১৬ হি.] مُقَدَّمَةُ شَرْحِ الْمِفْتَاحِ গ্রন্থে এসব সাহিত্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. জাহিলী যুগ :

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যখন ইয়ামানীদের থেকে আদনানীরা পৃথক হয়ে যায় তখন থেকে এ যুগের সূচনা এবং ইসলামের বিস্তার কালের শুরু তথা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে এর সমাপ্তি।

জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য :

বলা বাহুল্য যে, সব কালেই সব দেশের মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো গদ্য। আরবরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জাহিলী যুগের আরবদের সামাজিক জীবনে মনের ভাব আদান-প্রদানে যে সাহিত্য-শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল তা থেকে যৎকিঞ্চিৎই ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে। লেখা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুন্নতির কারণে তাদের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষিত হয় নি। তবু কারও কারও বক্তৃতা, উপদেশ, গল্প, দার্শনিক বাক্য ও গুণগাঁথার যাদুবৎ সাহিত্য-শক্তির আকর্ষণে তা থেকে যতটুকু তৎকালীন সাহিত্য-প্রিয় লোকদের স্মৃতিতে গেঁথে ছিল তা পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসের পাতায় বর্ণনাকারীদের ধারা-পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো জাহিলী যুগের অনুপম গদ্য সাহিত্যের স্বাক্ষর। সে যুগের যে সকল অনলবর্ষী বক্তার বক্তৃতা তখনকার সাহিত্যামোদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার আগ্রহ বোধ করত তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম :

১. কুস্‌স্‌ ইবনে সায়েদা আল-ইয়াদী [মৃত্যু : আনু. ২৩ হি. পূ.]
২. আমর ইবনে কুলসুম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পূ.]
৩. আকসাম ইবনে সায়ফী আত-তামীমী [মৃত্যু : ৯ হি.]
৪. আল-হারিস ইবনে 'উবাদ আল-বাকরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পূ.]
৫. কায়স ইবনে যুহায়র আল-আবসী [মৃত্যু : ১০ হি.]
৬. আম্‌র ইবনে মা'দী কারিব আয-যুবায়দী [মৃত্যু : ২১ হি.]

জাহিলী যুগের কবিতা :

আরবের জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষণ করা না গেলেও কবিতার প্রতি আরবদের স্বভাবগত ঝোঁক ও তাদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে সে যুগের কাব্য সাহিত্যের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা বর্তমানেও সংকলিত আকারে পাওয়া যায়। সেকালের যে সকল খ্যাতনামা কবির কবিতায় সে যুগের কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে আছে তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম :

১. ইমরাউল কায়স হুন্দুজ ইবনে হুজর আল-কিন্দী [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.]
২. যুহায়র ইবনে আবী সুলমা আল-মুযানী [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.]
৩. তারাফা ইবনু'ল আব্দ আল-বাকরী [মৃত্যু : ৬০ হি. পূ.]
৪. আন-নাবিগা যিয়াদ ইবনে মু'আবিয়া আয-যুবয়ানী [মৃত্যু : আনু. ১৮ হি. পূ.]
৫. আল-আ'শা মায়মূন ইবনে কায়স আল-ওয়ায়েলী [মৃত্যু : ৭ হি.]
৬. 'আনতারা ইবনে 'আমর ইবনে শাদ্দাদ আল-আবসী [মৃত্যু : আনু. ২২ হি. পূ.]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৭. আমর ইবনে কুলসূম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পূ.]
৮. আল-হারিস ইবনে হিল্লিযাহ আল-ইয়াশকুরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পূ.]
৯. লাবীদ ইবনে রাবী'আ আল-আমিরী [মৃত্যু : ৪১ হি.]
১০. হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তাঈ [মৃত্যু : ৪৬ হি. পূ.]
১১. উমায়্যা ইবনে আবিস-সালত আস-সাকাফী [মৃত্যু : ৫ হি.]

২. ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনূ উমায়্যার শাসনামল :

ইসলামের বিস্তারকাল তথা ৬২২ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক প্রথম হিজরি থেকে এ যুগের সূচনা এবং আব্বাসী শাসনামল প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ ১৩২ হিজরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

ইসলামের বিস্তার যুগে গদ্য সাহিত্য :

প্রথম হিজরি থেকে ইসলামের বিস্তার যখন ব্যাপক আকারে শুরু হয় তখন থেকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার মাধ্যম হিসাবে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে খোদ আরবি ভাষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও এক মহা বিপ্লব সূচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনই আরবি ভাষার সর্ব প্রথম গ্রন্থ, যা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে রূপ লাভ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের উৎস গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ, তাই স্বাভাবিক কারণে কুরআন পাকের জ্ঞান চর্চার আগ্রহে মুসলমানদের আরবি ভাষা চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একটি আদর্শিক ও বৈপ্লবিক শিক্ষার উৎস গ্রন্থ তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী হিসাবে যেমন পবিত্র কুরআন এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, তেমনি গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করা আরবি ভাষার প্রথম গ্রন্থ হিসাবেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবস্থান সর্বাগ্রে। আল-কুরআনের আদর্শিক ও দার্শনিক শিক্ষা ছাড়াও কেবল মহান আল্লাহ তা'আলার অনুপম বাণী হিসাবে তার সাহিত্য মানের দৃষ্টিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা স্বরূপ পবিত্র কুরআনের প্রকাশ ঘটেছিল। সুতরাং পবিত্র কুরআন হলো ইসলামি আরবী সাহিত্যেরও প্রথম গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনের পর ইসলামি আরবি সাহিত্যের দ্বিতীয় আকর বা উৎস হলো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। হাদীস শরীফ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ। এদিক থেকে মানুষের জীবনে আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা, নৈতিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন হাদীস শরীফ দিক-নির্দেশক হিসাবে কাজ করে, তেমনি হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার যে ইসলামি আরবি সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ, তা অনস্বীকার্য।

ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা :

জাহিলী যুগে কবিতা ছিল গোত্রীয় গর্বগাঁথা, বীরত্ব, যুদ্ধ, নিন্দা, প্রশংসা, শিকার, বাহনজন্তু, মদ ও নারীর রূপ-যৌবন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যেহেতু মানুষের পরকালীন মুক্তি এবং পৃথিবীকে একটি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত ও আদর্শ সমাজ উপহার দেওয়া ও আল্লাহর দীনকে সমস্ত মতাদর্শের মোকাবিলায় বিজয়ী করে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব, তাই ইসলাম আরবদের অযথা ও অহেতুক গর্ব-অহংকার, অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা রোধ কল্পে বিভিন্ন প্রয়াস গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসাবে জাহিলী যুগের অসংখ্য অপরাধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 'কাব্যচর্চা'-কে নানাভাবে অনুৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনয়ন ও তাদেরকে ভাল কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে কাব্যচর্চায় অধিক মনোনিবেশ করার এবং মন্দ কবিতাচর্চার অপকারিতা তুলে ধরে। যার ফলে জাহিলী যুগের অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে খ্যাত হযরত লাবীদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন। তখন তাঁকে কাব্যচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কবিতার পরিবর্তে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান দান করেছেন। তিনি ব্যতীত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরও যারা কাব্যচর্চার প্রতিভা রাখতেন তারাও জাহিলী যুগের ন্যায় কাব্যচর্চাকে জীবনের ব্রত বা অপরিহার্য কর্ম হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি বেশি উৎসাহ বোধ করেন নি। তবুও সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে কাব্যচর্চা বা রচনা হয় নি, এমন নয়। তার কারণ এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দিকে যেমন কাব্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশকে অনুৎসাহিত করেছেন এবং মন্দ কবিতাচর্চা অপছন্দ করেছেন, তেমনি ভালো কবিতাকে সমর্থনও করেছেন। বলেছেন, "কবিতার ভালটা ভালো, মন্দটা মন্দ।" আরও বলেছেন, "কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাদীপ্ত হয়ে থাকে।" এছাড়া কাফির কবিদের অযথা গর্ব, কুৎসা ও নিন্দা রটনার জবাবে হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা.)-কে মসজিদে নববীর মিম্বরের উপর দাঁড় করিয়ে কবিতার জবাব দিতে উৎসাহিত করেন। কোনো কোনো সময় কোনো কবির যথার্থ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত শ্লোক বা কবিতা শুনে আনন্দবোধও করেছেন। এ সময় যারা কাব্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন :

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে :
১. কা'ব ইবনে যুহায়র (রা.) [মৃত্যু : ২৬ হি.]
২. হাস্সান ইবনে সাবিত (রা.) [মৃত্যু : ৫৪ হি.]
৩. আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) [মৃত্যু : ৪০ হি.]
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ড়মৃত্যু : ৮ হি.]
৫. আল-খানসা তুমাযির বিনতে আমর (রা.) [মৃত্যু : ২৪ হি.]

কাফিরদের মধ্যে :
৬. আল-হুতায়্যা জারওয়াল ইবনে আওস আল-'আবসী। [মৃত : আনু. ৪৫ হি.]

বনূ উমায়্যার শাসনামলে কবিতা :
বনূ উমায়্যার শাসনামলে কাব্য চর্চা বৃদ্ধি পায়। এ সময় বেশ কিছু খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :
১. আমর ইবনে আবী রাবী'আ [মৃত্যু : ৯৩ হি.]
২. আল-আখতাল গিয়াস ইবনে গাওস [মৃত্যু : ৯৫ হি.]
৩. আল-ফারাযদাক হাম্মাম ইবনে গালিব [মৃত্যু : ১১০হি.]
৪. জারীর ইবনে 'আতিয়্যা আত-তামীমী [মৃত্যু : ১১০হি.]
৫. আত-তিরিম্মাহ ইবনে হাকীম আত-তাঈ [মৃত্যু : ১০০হি.]

৩. বনূ আব্বাসিয়ার যুগ :

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর বংশধররা আব্বাসী শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা। এ কারণে তাদের শাসনামলকে আব্বাসী যুগ বলা হয়। আব্বাসীয়রা সুদীর্ঘ ৫২৫ বছর যাবৎ ইসলামি খেলাফতের নেতৃত্ব দেন। এ দীর্ঘ শাসনামলে তাদের ৩৭ জন খলীফা গদীনসীন হন। এ যুগটি মুসলিম খিলাফত বিস্তারের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যও 'সোনালী যুগ' হিসাবে আখ্যাত হয়ে থাকে। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধিত হয়। যেমন– গদ্য, কবিতা, গল্প-কাহিনী, নাহব, হাদীস, ফিকহ, দর্শন ইত্যাদি।

কালক্রমের হিসাবে এ যুগের গদ্য লেখকগণ চারটি স্তরে বিভক্ত :

প্রথম স্তরের ইমাম তথা প্রধান হলেন : আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা [মৃত্যু : ১৪২ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইয়াকুব ইবনে দাউদ [মৃত্যু : ১৮৭ হি.], জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া [মৃত্যু : ১৮৭ হি.], আল-হাসান ইবনে সাহল [মৃত্যু : ২৩৬ হি.], আমর ইবনে মাসআদা [মৃত্যু : ২১৭ হি.], সাহল ইবনে হারুন [মৃত্যু : ২১৫ হি.], আল-হাসান ইবনে ওয়াহাব [মৃত্যু : ২৫০ হি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবূ উসমান 'আমর ইবনে জাহিয [মৃত্যু : ৫৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.], আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.], ইব্রাহীম ইবনুল আব্বাস আস-সূলী [মৃত্যু : ২৪৩ হি.]।

তৃতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে ইবনুল 'আমীদ [মৃত্যু : ৩৬০ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : আস-সাহিব [ইসমাঈল] ইবনে ইবনে আব্বাদ [মৃত্যু : ৩৮৫ হি.], আল-ওয়াযীর আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী [মৃত্যু : ৩৫২ হি.], আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস আল-খুওয়ারিযমী [মৃত্যু : ৩৮৩ হি.], আবুল ফযল আহমদ ইবনুল হুসাইন ওরফে বদীউয-যামান হামাযানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.], ইবরাহীম ইবনে হিলাল আস-সাবি' [মৃত্যু : ৩৮৪ হি.], আবূ মানসূর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ আস-সা'আলিবী [মৃত্যু : ৪২৯, মতান্তরে ৪৩০ হি.] আল-কাসিম ইবনে আলী আল-হারীরী [মৃত্যু : ৫১৬ হি.]।

চতুর্থস্তরের ইমাম হলেন : আবূ আলী আব্দুর রহীম আল-বায়সানী ওরফে আল কাযী আল-ফাযিল [মৃত্যু : ৬৯৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাসরুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুল আসীর আল কাতিব [মৃত্যু : ৬৩৭ হি.], আবূ আব্দুল্লাহ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]।

আব্বাসী যুগে কবিতা :

আব্বাসী যুগে যারা বাগদাদে কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : মুতী ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.], হাম্মাদ 'আজরদ [মৃত্যু : ১৬১ হি.], হুসাইন ইবনু'য-যাহ্হাক [মৃত্যু : ২৫০ হি.], আবূ নুওয়াস হাসান ইবনে হানি' [মৃত্যু ১৯৯ হি.],

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ [মৃত্যু : ১০৮ হি.], আবান ইবনে আব্দিল হামীদ [মৃত্যু : ২০০ হি.], আবুল আতাহিয়্যাহ ইসমাঈল ইবনুল কাসিম [মৃত্যু : ২১১ হি.], আবূ দুলামা [মৃত্যু : ১৬১ হি.], মারওয়ান ইবনে আবী হাফসা [মৃত্যু : ১৮২ হি.], আব্বাস ইবনুল-আহনাফ [মৃত্যু : ১৯২ হি.], আলী ইবনুল জাহম [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], দে'বেল আল-খুযাঈ [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], আলী ইবনে জাবালা আল-আকাওওয়াক [মৃত্যু : ২১৩ হি.], আবুল হাসান 'আলী ইবনে আব্বাস ওরফে ইবনুর রূমী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আমীরুল মু'মিনীন আবু'ল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনুল খলীফা আল-মু'তায [মৃত্যু : ২৯৬ হি.], আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে আশ-শরীফ আর-রযী [মৃত্যু : ৪০৪ হি.], আবূ ইসমাঈল আল-হুসাইন ইবনে আলী ওরফে আত-তুগরায়ী [মৃত্যু : ৫১৩ হি.]।

আব্বাসী যুগে শামে যাঁরা কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবূ তাম্মাম হাবীব ইবনে আওস [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আবূ উবাদা ওয়ালীদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আবু'ত-তায়্যিব আহমদ ইবনু'ল হুসাইন আল-মুতানাব্বী [মৃত্যু : ৩৫৪হি.], আবু'ল-হারিস ইবনে আবু'ল 'আলা ওরফে আবূ ফিরাস আল-হামদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.], আবু'ল 'আলা আহমদ ইবনে আব্দু'ল্লাহ আল-মা'আররী [মৃত্যু : ৪৪৯ হি.]

আব্বাসী যুগে যারা আন্দালুসে কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবূ উমার আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দে রাব্বিহ [মৃত্যু : ৩২৮ হি.], আবু'ল-কাসেম মুহাম্মদ ইবনে হানি' [মৃত্যু : ৩৬৩ হি.], আবু'ল ওয়ালীদ আহমদ ইবনে আব্দু'ল্লাহ ইবনে যায়দূন [মৃত্যু : ৪৬২ হি.], আব্দুল জাব্বার ইবনে হামদীস আস-সিকিল্লী [মৃত্যু : ৫৩৭ হি.], আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবু'ল ফাত্হ ওরফে ইবনে খাফাজা আল-আন্দালুসী [মৃত্যু : ৫৩৩ হি.], আবূ আব্দু'ল্লাহ লিসানু'দ-দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দু'ল্লাহ ওরফে ইবনুল খতীব [মৃত্যু : ৭৭৬ হি.]।

ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্য চর্চা :

আব্বাসীদের শাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে যখন ফাতেমীরা মিসরে শাসন ক্ষমতা কায়েম করে তখন যারা মিসরে কাব্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন : কামালুদ্দীন ইবনু'ন্নাবীহ [মৃত্যু : ৬১৯ হি.], আবূ হাফ্স আম্র ইবনে আলী ওরফে ইবনুল ফারিয [মৃত্যু : ৬৩২ হি.], আবুল ফযল বাহাউদ্দীন যুহায়র ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী [মৃত্যু : ৬৫৬ হি.]।

৪. তুর্কী যুগ :

বাগদাদের পতনের পর থেকে এ যুগের সূচনা এবং ১২২০ হিজরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

এ সময় যারা গদ্য, কাব্য, অভিধান, ইতিহাস ইত্যাদিতে অসামান্য অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : সফিয়ুদ্দীন আবু'ল-বারাকাত আব্দুল-আযীয আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৭৫০ হি.], জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু'ল মুকাররম ওরফে ইবনে মানজুর [মৃত্যু : ৭১৪ হি.], আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে আলী আল-আয়্যুবী [মৃত্যু : ৭৩২ হি.], আবূ যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে খালদূন [মৃত্যু : ৮০৮ হি.], আস-সায়্যিদা আয়েশা বিনতে ইউসুফ আল-বাউনিয়্যা [মৃত্যু : ৯২২ হি.]

৫. আধুনিক যুগ :

মিসরে মুহাম্মদ আলী [মৃত্যু : ১২৬৪ হি.] -এর ক্ষমতায় আরোহণ [১২২০ হি.]-এর পর থেকে এ যুগের সূচনা।

আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য : এ কালে যারা আরবি গদ্য সাহিত্যকে নিজেদের অমূল্য লেখা ও সাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : জামালুদ্দীন আল-আফগানী [মৃত্যু : ১৩১৪ হি.], আল-উসতাযুল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], আশ-শায়খ আলী ইউসুফ [মৃত্যু : ১৩৩১ হি.], ইবরাহীম আল-মুওয়াইলিহী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], হিফনী নাসিফ [মৃত্যু : ১৩৩৭ হি.], বাহিসা আল-বাদিয়া [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.], মুসতাফা লুত্ফী আল-মানফুলুতী [মৃত্যু : ১৩৪২ হি.], আব্দুল আযীয আশ-শাবীশ [মৃত্যু : ১২৪৭ হি.], নাসীফ আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.], ইবরাহীম আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], হামযা ফাতহুল্লাহ [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.]।

আধুনিক যুগে কাব্য :

আধুনিক কালে যাঁরা কাব্য সাহিত্যে স্বীকৃত অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : মাহমূদ সামী ইবনে হাসান বিক হুসনী আল-বারূদী [মৃত্যু : ১৩২১ হি.], ইসমাঈল সাবরী [মৃত্যু : ১৩৪১ হি.], আহমদ শাওকী ইবনে আলী ইবনে আহমদ শাওকী [মৃত্যু : ১৩৫১ হি.], মুহাম্মদ হাফিজ ইবরাহীম [মৃত্যু : ১৩৫০ হি.], জামীল সিদকী আয-যাহাবী [মৃত্যু : ১৩৫৪ হি.]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আরবি সাহিত্যের রুক্‌ন চতুষ্টয় :
আল্লামা ইবনে খালদূন বলেন, আমরা শিক্ষার আসরে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিকট শুনেছি, আরবি সাহিত্যের রুকন অর্থাৎ, মৌলিক গ্রন্থ চারটি : ১. ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] কৃত, আদাবুল কাতিব; আল মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি. কৃত, আল-কামিল; আল-জাহিয [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] কৃত, আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন; আবূ আলী আল-কালী [মৃত্যু : ৩৫৬ হি.] কৃত, কিতাবু'ন-নাওয়াদির তথা আল-আমালী। –[তারীখে ইবনে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]।

কবিদের স্তরভেদ :

ভাষাবিদগণ বলেন : কালক্রমে ও সাহিত্যের মান বিচারে আরবি ভাষার কবিদেরকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয় :

প্রথম স্তর : اَلْجَاهِلِيُّوْنَ জাহিলী যুগের কবিগণ, যারা ইসলামের আবির্ভাব কাল পান নি। তার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], তারাফা [মৃত্যু : ৬০ হি. পূ.]।

দ্বিতীয় স্তর : اَلْمُخَضْرَمُوْنَ যারা জাহিলী যুগেও কাব্য চর্চা করেছেন এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন : হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত [মৃত্যু : ৫৪ হি.], কাব ইবনে যুহায়র [মৃত্যু : ২৬ হি.]।

তৃতীয় স্তর : اَلْمُتَقَدِّمُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ আব্বাসী শাসনামলের প্রথম দিককার কবিগণ। যেমন : জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], ফারাযদাক [মৃত্যু : ১১০ হি.] যু'র-রুম্মা গায়লান ইবনে 'উকবা [মৃত্যু : ১১৭ হি.] প্রমুখ।

চতুর্থ স্তর : مُخَضْرَمُو الدَّوْلَتَيْنِ যে সকল কবি উমায়্যা শাসনামল ও আব্বাসী শাসনামল উভয়কালে কাব্য চর্চা করেছেন। যেমন : আল-মাররার ইবনে সাঈদ, হাম্মাদ 'আজরদ [মৃত্যু : ১৬১ হি.]।

পঞ্চম স্তর : اَلْمُوَلَّدُوْنَ যারা উপরিউক্ত (مُخَضْرَمُو الدَّوْلَتَيْنِ) কবিদের পরবর্তী কালে আব্বাসী যুগে কাব্য চর্চা করেছেন। যেমন : বাশশার ইবনে বুরদ [মৃত্যু : ১৬৭ হি.], মুতী' ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.]।

ষষ্ঠ স্তর : اَلْمُحْدَثُوْنَ যারা اَلْمُوَلَّدُوْنَ কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন : তাম্মাম [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.]।

সপ্তম স্তর : اَلْمُتَأَخِّرُوْنَ যারা اَلْمُحْدَثُوْنَ কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় অবদান রেখেছেন। যেমন : আল-মুতানাব্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.], আবূ ফিরাস হামাদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.]।

এই সপ্ত স্তরের কবিদের মধ্যে প্রথম চার স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা ও ভাব উভয়টি এবং পঞ্চম স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে। ষষ্ঠ স্তরের কবিদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না, আবার কারও মতে ভাবের ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, ভাষার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ এ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য রয়েছেন তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, ঢালাও ভাবে সবার কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না। সপ্তম স্তরের কবিদের কবিতার ব্যাপারে সকল ভাষাবিদ একমত যে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না।

কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাতের অভিমত :
প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত কবিদের স্তরভেদ ভিন্ন রকম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাল পরিক্রমার হিসাবে কবিদের স্তর চারটি :

প্রথম স্তর : اَلْجَاهِلِيُّوْنَ যারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন অথবা ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা কাব্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখেন নি। যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], উমায়্যা ইবনে আবি'স-সালত [মৃত্যু : ৫ হি.], লবীদ [মৃত্যু : ৪১ হি.]।

দ্বিতীয় স্তর : اَلْمُخَضْرَمُوْنَ যারা জাহিলী যুগে ও ইসলামের আবির্ভাবের পর উভয় যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি লাভ করেছেন। যেমন : আল-খানসা রা. [মৃত্যু : ২৪ হি.], হাসান ইবনে সাবিত রা. [মৃত্যু : ৫৪ হি.]।

তৃতীয় স্তর : اَلْإِسْلَامِيُّوْنَ ইসলামি যুগেই যাদের কাব্য চর্চার উত্থান হয়েছে এবং যারা ভাষার উৎকর্ষ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, উমায়্যা শাসনামলের কবিগণ : ফারাযদাক [মৃত্যু : ১১০ হি.], জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], আল-আখতাল [মৃত্যু : ৯৫ হি.]।

চতুর্থ স্তর : اَلْمُوَلَّدُوْنَ যাদের কবিতায় ভাষাগত দুর্বলতা আছে, কিন্তু তারা কবিতাকে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন : আব্বাসী যুগের কবিগণ তথা আবূ তাম্মাত [মৃত্যু : ২৩ হি.], মুতানাব্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.] প্রমুখ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : কাসিম, উপনাম : আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম : আলী। পিতামহের নাম : মুহাম্মদ এবং প্রপিতামহের নাম : উসমান। তাঁর পূর্ব পুরুষরা হারীর অর্থাৎ, রেশমের চাষ বা ব্যবসা করতেন বলে তাঁদেরকে হারীরী বলা হত। সে সূত্রে তাঁকেও হারীরী বা ইবনুল হারীরী বলা হয়। তিনি বনূ হারাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন– এ কারণে তাঁকে হারামীও বলা হয়ে থাকে।

জন্ম : তিনি ছাব্বিশতম আব্বাসী খলীফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর শাসনামল [৪২২–৪৬৭ হি.]-এ ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী মাশান জনপদে ৪৪৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বসরার বনূ হারাম মহল্লায় বসবাস করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি বসরাতেই জন্মগ্রহণ করেন। মু'জামুল উদাবা প্রণেতা ইয়াকূত হামাবী ও যাফারুল মুহাসসিলীনের লেখক মাওলানা হানীফ গাঙ্গূহী প্রমুখের বর্ণনা মতে, তিনি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়; বরং তিনি তাঁর আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর শাসনামল ছিল ৫১২ হি. থেকে ৫২৯ হি. পর্যন্ত। –[দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ১৮২-২০৮]

শিক্ষা-দীক্ষা : আল্লামা হারীরী নিজেদের রেশমের ব্যবসাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যধিক ঝোঁকই ছিল এর একমাত্র কারণ। ফলে তিনি রেশমের ব্যবসার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের আসর ও ইলমের মজলিসকেই নিজের জন্য বেছে নেন। তাঁদের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের জন্য অমৃত তুল্য মনে করেন। তাই তিনি নিরলস শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সমকালীন আলিমদের কাছ থেকে ইলম ও আদব [জ্ঞান ও সাহিত্য] অর্জন করেন। তিনি [আবুল কাসিম] আল-ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসবানী ও আবুল হাসান আলী ইবনে ফায়যাল আল-মুজাশিঈর নিকট আরবি সাহিত্য, আবূ নাস্‌র আব্দুস সায়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুস সাব্বাগ ও আবূ ইসহাক শীরাযীর নিকট ফিক্‌হ, আবূ হাকীম আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-খাব্‌রীর নিকট ফরায়েয ও অংক এবং আবূ তাম্মাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান [মতান্তরে, ইবনুল হুসাইন] আল-মুকরী, আল-কাসিম আবুল-ফাযল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-নাহবী, আবুল কাসিম আল-হুসাইন আল-বাকিল্লানী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। –[দ্র. তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২১৯]

সাহিত্য-চর্চা : তাঁর রচিত মাকামাত পাঠে বুঝা যায় যে, আরবি ব্যাকরণ, ভাষা ও শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণভাবে তাঁর করায়ত্ত ছিল। এ কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। তিনি যেহেতু আরবদের ইতিহাস, কাব্য ও ভাষা-লালিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাই বিদগ্ধ মহলে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত হয় এবং তিনি অনন্য খ্যাতি অর্জন করেন। এভাবে তিনি জ্ঞানসাধক মনীষীদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন।

ধনাঢ্যতা ও পদমর্যাদা : ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লেখেন, আল্লামা হারীরী ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। বসরায় তাঁর আঠার হাজার খেজুর গাছের এক বিশাল বাগান ছিল। যেহেতু তিনি তথ্যসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই সুধীমহল ও সর্বসাধারণের নিকট তাঁর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। ইতিহাসবিদ শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ 'ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.] প্রণীত 'খারীদাতুল কাস্‌র' নামক গ্রন্থের বরাতে আল্লামা ইয়াকূত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] উল্লেখ করেন যে, আল্লামা হারীরী [সম্ভবত খলীফা মুস্তাজহির বি আমরিল্লাহ ও তাঁর ভাই খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে] বসরায় তথ্যসচিবের পদে আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আব্বাসী খলীফা মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ'র শাসনামল [৫৩০-৫৫৫ হি.] পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যে এ পদ বহাল থাকে। –[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৭]

গুণ-গরিমা : আল্লামা হারীরী ছিলেন প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, ভাষা ও সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ব্যক্তি। অভিধানশাস্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

গদ্য-চর্চা : আল্লামা হারীরীকে আরবি গদ্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিধররূপে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মানে সফল উত্তীর্ণ। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন ছন্দের পোশাক ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুর প্রভাব, তেমনি তাঁর শব্দে রয়েছে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আবেগ ও উত্তেজনা। ভাষার ক্ষমতা বলে যদি কোনো প্রস্তর বিগলিত হওয়া বা অগ্নি নির্বাপিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র হারীরীর ভাষা দ্বারাই সম্ভব। তাঁর গদ্য সাহিত্যের দু'টো অনুপম নিদর্শন রয়েছে। তার একটি হলো আর

-রিসালাতু'স -সীনিয়্যা। এতে তিনি প্রতিটি শব্দে সীন (س) হরফটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো, আর-রিসালতু'শ-শীনিয়্যা। এর প্রতিটি শব্দে তিনি (ش) হরফটি ব্যবহার করেছেন। এ দু'টি রিসালা আরবি টীকাসহ এ ভূমিকার শেষে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কাব্য-চর্চা : গদ্য সাহিত্যের ন্যায় কাব্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্য চর্চায় তিনি ছিলেন জাহিলী কবিদের অনুসারী। তাই তিনি অধিকাংশ কবিতা ইমরাউল কায়স, যুহায়র, আমর ইবনে কুলসুম প্রমুখের অনুসরণে বাহরে কামিল ও বাহরে তাবীল মুতাবিক রচনা করেন। তাঁর কাব্যাবলি সংকলিত একটি দীওয়ান [কাব্যসমগ্র]-ও রয়েছে। মাকামাতে উল্লিখিত কাব্যাবলির মধ্যে মোট ছয়টি বয়াত [দু'টি মুকাদ্দিমায়, দু'টি দ্বিতীয় মাকামায় এবং দু'টি পঁচিশতম মাকামায়] ব্যতীত সবই তাঁর নিজের রচিত।

হারীরীর গুণ-গরিমার স্বীকৃতি : আবুল ফালাহ আব্দুল হাই ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী তাঁর শাযারাতু'য-যাহাব গ্রন্থে লেখেন, হারীরী হলেন সাহিত্যের পতাকাবাহী এবং গদ্য ও পদ্যের বীর অশ্বারোহী। তিনি আরও বলেন, হারীরী হলেন যুগের 'অনন্য বিস্ময়' ও দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

আবুল ফাত্হ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফযল বলেন, হারীরী তাঁর সমকালীন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু আপন গুণ-গরিমা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন।

ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা'-য় লেখেন, আমার দেখা এক বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, আমি যখন আমার যৌবনে ৫৯৩ হিজরিতে 'আমেদ' শহরে গমন করি তখন আমি জানতে পারলাম যে, আলী ইবনুল হাসান ওরফে শুমায়ম হিল্লী নামক এক খ্যাতনামা পণ্ডিত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি পূর্ববর্তীকালের কোনো বিদগ্ধ মনীষী বা তাঁর নিকট অতীতের কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে তেমন হিসাবে আনেন না এবং কারও গুণ-গরিমা ও মর্যাদা স্বীকার করেন না। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন আমি তাঁকে জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দেখলাম, আর তা শুনতে থাকলাম। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, আপনার দৃষ্টিতে কি পূর্ববর্তীকালের বিদগ্ধ মনীষীদের মধ্যে কোনো অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নেই? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ, তিনজন আছেন : ১. মুতানাব্বী প্রশংসা ও গুণকীর্তনে। তবে আমি যদি তাঁর পন্থা অনুসরণ করি তাহলে তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে থাকবেন না। তাঁর অনুরূপ মর্যাদা ও স্বীকৃতি আমি নিজের জন্য ছিনিয়ে আনতে পারব। ২. ইবনে নুবাতা খুতবায়। তবে আমার খুতবা তাঁর খুতবার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সকল মানুষের কাছে অধিক সমাদৃত, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং ৩. ইবনুল হারীরী মাকামাতে। আমি বললাম, আপনি তো হারীরীর অনুকরণ করতে পারেন, তাতে আপনার বাধা কোথায়? এরূপ একটি মাকামাত লিখে ফেলুন, যার ফলে হারীরীর মাকামাত মানুষের মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যায় এবং তার সকল সুনাম আপনার নিকট চলে আসে। তিনি বললেন, বৎস! সত্য কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আসলে আমি তিনবার মাকামাত রচনা করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই যখন আমি আমার রচনাকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছি এবং হারীরীর মাকামাতের সাথে তুলনা করেছি তখন আমার রচিত মাকামাত হারীরীর মাকামাতের তুলনায় নিম্নমানের মনে হয়েছে। সুতরাং আমি তা চৌবাচ্চায় ফেলে ধুয়ে ফেলেছি। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হারীরীর গুণ-গরিমা ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০-৬০১]

উল্লেখ্য যে, সেকালে সাধারণত গাছের পাতা বা চামড়া বা তদনুরূপ কোনো বস্তুতে লেখার কাজ করা হতো। তখন কাগজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। এমতাবস্থায় উক্ত বস্তুসমূহের লেখায় ভুল-ভ্রান্তি হলে কিংবা কোনো প্রয়োজনে মুছে ফেলার প্রয়োজন হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হতো।

দৈহিক গঠন ও আকৃতি : আল্লামা ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে বলেন,

وَكَانَ غَايَةً فِي الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَلَهُ تَصَانِيفُ تَشْهَدُ بِفَضْلِهِ وَتُقِرُّ بِنُبْلِهِ وَكَفَاهُ شَاهِدًا كِتَابُ الْمَقَامَاتِ الَّتِيْ أَبَرَّ بِهَا عَلَى الْأَوَائِلِ وَأَعْجَزَ الْأَوَاخِرَ، وَكَانَ مَعَ هٰذَا الْفَضْلِ قَذِرًا فِيْ نَفْسِهِ وَصُوْرَتِهِ وَلِبْسَتِهِ وَهَيْئَتِهِ قَصِيْرًا ذَمِيْمًا بَخِيْلًا مُبْتَلًى بِنَتْفِ لِحْيَتِهِ ـ

"আল্লামা হারীরী অত্যন্ত ধীসম্পন্ন, সতর্ক ও শীর্ষ ভাষাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলি তাঁর গুণ-গরিমার সাক্ষ্য বহন করে এবং তার বিদগ্ধতার স্বীকৃতি দেয়। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখানি, যার দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীদেরকে অপারগ করে দিয়েছেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষররূপে যথেষ্ট। কিন্তু এসব গুণাবলি সত্ত্বেও তিনি আকার-আকৃতি, চেহারা-সূরত ও লেবাস-পোশাকে ছিলেন অসুন্দর। তিনি দৈহিকভাবে খাটো, অপছন্দনীয় এবং কৃপণ ও দাড়ি ছিড়তে অভ্যস্ত ছিলেন।" -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৭]

Free @ www.Filmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন, হারীরীর চেহারা ছিল অসুন্দর, দৈহিক গঠন ছিল খাটো এবং তিনি স্বভাবত কৃপণ ছিলেন। ময়লা পোশাক পরিধান করতেন, চিন্তা-ভাবনার সময় দাড়ি ছিঁড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। −[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৮]

নম্রতা, সহনশীলতা ও সত্য স্বীকারের প্রবণতা :

আল্লামা হারীরী অত্যন্ত সহনশীল, সৎস্বভাব ও সত্য-প্রিয় মানুষ ছিলেন। কেউ তাঁকে তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতেন এবং যিনি তাঁর ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করতেন তাকে তিনি সম্মান করতেন। একবার জাবির ইবনে হিবাতুল্লাহ মাকামাত পড়ার সময় এক জায়গায় شَغْفًا مُغْبَرًّا -এর পরিবর্তে سَغْبًا مُغْتَرًّا পড়ায় তিনি বলেন, তুমি বড়ই সুন্দর পরিবর্তন করলে। .... আমি যদি নিজ হাতে মাকামাতের সাত শ' কপি না লিখে থাকতাম, যা আমার সামনে পঠিত হয়েছে, তবে আমি আমার শব্দটি পরিবর্তন করে এ শব্দটি লিখে দিতাম।

−[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯-৬০০]

রসিকতা : তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহাস্যবদন ও রসিক স্বভাবের ছিলেন। চুটকি ও রসাত্মক কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন এবং তার দ্বারা বাহবা কুড়াতে পারঙ্গম ছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সুনাম শুনে তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণ করতে যান, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তাঁকে লোকটির পছন্দ হয়নি। আল্লামা হারীরী বিষয়টি বুঝে ফেলেন। এরপর যখন লোকটি তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখে নিতে চাইলেন তখন তিনি লোকটিকে নিম্নের এ দু'টি শ্লোক লিখিয়ে দেন :

مَا أَنْتَ أَوَّلُ سَارٍ غَرَّهُ الْقَمَرُ ··· وَرَائِدٍ أَعْجَبَتْهُ خَضْرَةُ الدِّمَنِ
فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ غَيْرِىْ أَنَّنِىْ رَجُلٌ ··· مِثْلُ الْمُعَيْدِىْ، فَاسْمَعْ بِىْ وَلَا تَرَنِىْ

"তুমিই প্রথম নৈশপথিক নও, যাকে চাঁদের আলো বিভ্রান্ত করেছে এবং তুমিই প্রথম চারণভূমি অন্বেষণকারী নও, যাকে আবর্জনার উপর উৎপন্ন শ্যামলতা বিমুগ্ধ করেছে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কাউকে [শিক্ষকরূপে] গ্রহণ কর। কেননা আমি মু'আয়দীর[১] মতো। অতএব তুমি আমার কথা শোন, কিন্তু আমার চেহারা দেখো না।" এতে লোকটি লজ্জিত হয়ে যান। [ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪খ., পৃ. ৬৬-৬৭]

তাকওয়া-পরহেযগারী : আল্লামা হারীরী ছিলেন একজন দুনিয়া-বিমুখ, পরহেজগার ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। আব্বাসী শাসনামলে যদিও উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবু তিনি এ সব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতেন। মদ্যপায়ীদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন।

জাবির ইবনে যুহায়র বলেন, আমি একবার 'মাশান' নামক জনপদে তাঁর কাছে মাকামাত পড়ছিলাম। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ছাত্র আবূ যায়দ মুতাহ্হার ইবনে সাল্লারের [মতান্তরে সাল্লামের] শরাব পানের কথা শুনে তাকে শাসিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠান।

أَبَا زَيْدٍ اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ الطِّلَا ··· تَدَنَّسَ فَافْهَمْ سِرَّ قَوْلِىْ الْمُهَذَّبِ
وَمِنْ قَبْلُ سُمِّيْتَ الْمُطَهَّرَ وَالْفَتٰى ··· يُصَدِّقُ بِالْأَفْعَالِ تَسْمِيَةَ الْأَبِ
فَلَا تَحْسُهَا كَيْمَا تَكُوْنَ مُطَهَّرًا ··· وَإِلَّا فَغَيِّرْ ذٰلِكَ الْإِسْمَ وَاشْرَبِ

অর্থাৎ 'হে আবূ যায়দ, তুমি জেনে রাখ, যে ব্যক্তি শরাব পান করে সে অপবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং তুমি আমার এ মার্জিত কথাটি রহস্য বুঝে নাও। ইতঃপূর্বে তোমার নামকরণ করা হয়েছে মুতাহ্হার মানে পবিত্রীকৃত। সৎসাহসী যুবক নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা পিতার নামকরণকে যথার্থ প্রমাণিত করে। কাজেই তুমি শরাব পান করো না, যাতে তুমি পবিত্র থাকতে পার। অন্যথা তুমি এ নাম পরিবর্তন করে ফেল এবং শরাব পান কর।"

কবিতাটি তাঁর কাছে পৌঁছার পর তিনি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে খালি পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং আর কখনও মদ্যপান করবেন না বলে কুরআন শরীফে ছুঁয়ে শপথ ব্যক্ত করেন। তখন আল্লামা হারীরী তাকে বললেন, তুমি মদ্যপায়ীদের কাছেও যেয়ো না। −[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০৩-৬০৪]

---

১. মু'আয়দী : এরূপ এক গাল্পিক চরিত্র, যার যথেষ্টগুণ-গরিমা রয়েছে, কিন্তু তার চেহারা দেখতে অসুন্দর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা হারীরী ব্যক্তিগত জীবনে আদব-আখলাকের প্রতি এত বেশি যত্নবান ছিলেন যে, তিনি নির্জন স্থানেও পা প্রসারিত করে বসতেন না। তিনি বলতেন, حِفْظُ الْأَدَبِ مَعَ اللّٰهِ أَحَقُّ আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব প্রদর্শন অধিক শ্রেয়।

মৃত্যু : তিনি ৫১৬ হিজরিতে [মতান্তরে ৫১৫ হিজরিতে] বসরা নগরীর বনূ হারাম মহল্লায় ইনতিকাল করেন। যাফারুল মুহাস্‌সিলীনের লেখক তারীখে ইবনে খাল্লিকানের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর বরাত ও আপত্তি কোনোটিই সঠিক নয়। কেননা তিনি তারীখে ইবনে খাল্লিকানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হারীরী যখন ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেন তখন তাঁর নিকট আবুল ফাত্‌হ মুতাহ্‌হার ইবনে সাল্লাম [মতান্তরে সাল্লার] হারীরীর রচিত 'মুলহাতুল ই'রাব' পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ৫১৫ কিংবা ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করার বর্ণনা সঠিক নয়।

অথচ ওয়াসিত নগরীতে গমনের বিষয়টি হারীরীর নয়; বরং মুতাহ্‌হার ইবনে সাল্লারই ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মান্‌দায়ী 'মুলহাতুল ই'রাব' কিতাবখানি পড়েছিলেন। এ জন্য দ্রষ্টব্য তারীখে ইবনে খাল্লিকান ৪ খ., পৃ. ৬৪-৬৫, শিরো. 'আল-হারীরী সাহিবু'ল-মাকামাত'। চরিত নং ৫৩৫; আরও দ্রষ্টব্য, আয-যিরিক্‌লী কৃত আল-আলাম, ৫ খ., পৃ. ১৭৭-৭৮, শিরো. আল-হারীরী, আল- কাসিম ইবনে 'আলী; ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো. আবূ যায়দ সারূজী, মুতাহহার ইবনে সাল্লার।

সন্তান-সন্ততি : ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তাদের একজনের নাম, নাজমুদ্দীন আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ। তিনি বাগদাদের শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম, যিয়াউল ইসলাম উবায়দুল্লাহ। তিনি বসরায় বিচারপতি ছিলেন। আবূ মানসূর মাওহুব ইবনে আহমদ ওরফে আবূ মানসূর ইবনুল জাওয়ালীকী [মৃত্যু : ৫৪০ হি.] বলেন, উভয়জন আমাকে মাকামাতের 'ইজাযত' দান করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের পিতার নিকট মাকামাত পাঠ করেছেন।

-[ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪খ., পৃ. ৬৭]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক 'আবুল আব্বাস' নামক তাঁর আরেকজন পুত্র সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি মাশান জনপদে পিতার জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রচনাবলি : তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো তার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যেমন :

১. دُرَّةُ الْغَوَّاصِ فِيْ أَوْهَامِ الْخَوَاصِّ এতে তিনি তার সমকালীন লেখকদের শব্দ ও বাক্যের অযথার্থ ব্যবহারের সমালোচনা করে সঠিক ব্যবহারের প্রতি দিক নির্দেশনা করেন। এটি তিনি ৫০৪ হিজরিতে রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৭৩ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা খাফাজী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১২৯৯ হিজরিতে কনষ্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়।

২. مُلْحَةُ الْإِعْرَابِ -এটি ৫০৪ হিজরির পরে রচনা করেন। এতে লেখক প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নাহবের মাসায়েলকে আরবি পদ্যে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১৩০৬ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। হারীরী নিজেও এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফ্রান্স ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে, যা ১৮৮৫ হিজরিতে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. صُدُوْرُ زَمَانِ الْفُتُوْرِ وَفُتُوْرُ زَمَانِ الصُّدُوْرِ -এটি ইতিহাস গ্রন্থ।

৪. تَوْشِيْحُ الْبَيَانِ - কাশফু জ'জুনূন-এর লেখক এর উল্লেখ করেছেন।

৫. دِيْوَانُ الْحَرِيْرِيْ - এটি হারীরীর কাব্য সংকলন।

৬. دِيْوَانُ رَسَائِلِ الْحَرِيْرِيْ -এটি হারীরী রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিসালাসমূহের সমষ্টি।

৭. اَلْمَقَامَاتُ الْحَرِيْرِيَّةُ এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি। এতে তিনি মোট পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বদীউয যামান হামাদানীর পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : আহমদ, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি বদীউযযামান। পিতার নাম : হুসাইন। পিতামহের নাম ইয়াহইয়া। প্রপিতামহের নাম সাঈদ।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা : তিনি হিজরি ৩৫৮ সালে বর্তমান ইরানের হামাদান [ভিন্ন উচ্চারণ : হামাযান] শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেন। তিনি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার ইলম অর্জন করেন। তৎকালীন হামাদানের কোনো ভাষাবিদ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এমন ছিলেন না, যাঁর সকল ইলম তিনি আহরণ করেননি। এরপর তিনি হামাদান ত্যাগ করে মুআয়্যেদুদ্দৌলা ও ফখরুদদৌলা'র মন্ত্রী খ্যাতনামা আরবি সাহিত্যিক স্বতন্ত্র ধারার লেখক ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ ওরফে আস-সাহিব ইবনে আব্বাদ [জন্ম : ৩২৬ হি., মৃত্যু : ৩৮৫ হি.]-এর নিকট গমন করে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও বদান্যতা লাভে ধন্য হন। এরপর জুরজান গমন করে শী'আ ইসমা'ঈলিয়্যা সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে অবস্থান করেন এবং আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে মনসূর-এর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি প্রখ্যাত আভিধানিক ও আরবি সাহিত্যিক ইমাম আবুল হাসান [মতান্তরে আবুল হুসাইন] আহমদ ইবনে ফারিস আল-কাযবীনী আর-রাযী প্রমুখের নিকটও ইলম অর্জন করেন এবং আরবি কাব্য ও সাহিত্যে নিজের উঁচু অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।

যোগ্যতা ও স্বীকৃতি : ইমাম সা'আলিবী 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে তাঁকে ফখরে হামাদান [হামাদানের গৌরব] এবং ফরদে যামান [সমকালীন যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি] ইত্যাদি বিশেষণ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আবূ ইসহাক বলেন, বদীউয যামান [কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি] এমন একটি নাম, যা তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পূর্ণ সমিল। তিনি ৩৮২ হিজরিতে নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা বিকশিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তিনি চারশ' মাকামা প্রণয়ন করে লি৷পিবদ্ধ করান। এরপর তিনি আবূ বকর খুওয়ারিযমীর সাথে ইলমি তর্ক-বাহাসে জড়িয়ে পড়েন। আবূ বকর খুওয়ারিযমী তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ও অধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তাঁদের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। অবশেষে তা আনুষ্ঠানিক ইলমি বিতর্কসভার রূপ নেয়। এ ইলমি বিতর্কে কেউ আবূ বকর খুওয়ারিযমীকে, আবার কেউ বদীউয যামানকে বিজয়ী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে বদীউয যামানের অদম্য যৌবন, বাগ্মিতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-অভিলাষ তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ফলে তিনি আবূ বকর খুওয়ারিযমীর চেয়ে এত বেশি অগ্রসর হয়ে যান যে, আমীর-অমাত্যদের নিকট তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মান বেড়ে যায়। অপরদিকে আবূ বকর খুওয়ারিযমী'র ইন্তেকাল হয়ে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান তাঁর একক দখলে এসে যায়। এরপর তিনি পারস্যের আমীর-অমাত্যদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য বিভিন্ন শহরে গমন করতে থাকেন। অবশেষে হেরাতে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে জনৈক নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত আলিমের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে থাকেন।

মেধার প্রখরতা : তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধাবী ছিলেন। কোনো গ্রন্থ আগে থেকে পড়া ব্যতিরেকেই কেবল একবার দেখে বহু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। তাতে একটি হরফও কমবেশি হতো না। কখনো কোনো জটিল বিষয়ে তাঁকে কোনো রচনা প্রস্তুত করতে বলা হলে তৎক্ষণাৎ তিনি তা করে দিতেন। কখনো তিনি রচনার শেষ লাইন থেকে লেখা শুরু করতেন এবং রচনার প্রথম লাইনে এসে তা সমাপ্ত করতেন, তবু তাঁর রচনার শব্দ, বাক্য ও অর্থের বিন্যাস ও যথাযর্থতা বজায় থাকত। কখনো কোনো ফারসি কবিতা তাঁর সামনে উপস্থাপন করে তার আরবি অনুবাদ করতে বলা হলে তিনি অনুপমভাবে দ্রুত তা সম্পাদন করে দিতেন।

আল্লামা সা'আলিবী 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে [৪খ., পৃ. ২৪১] বলেন, একবার পঞ্চাশটি বয়াত সম্বলিত একটি কবিতা তাঁর সামনে পঠিত হয়, যা তিনি এর আগে কখনও শুনেননি, সে কবিতাটি একবার শুনেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। আল্লামা সা'আলিবী তাঁর সম্পর্কে বলেন–

فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ عَجَائِبَ ، وَبَدَائِعَ وَغَرَائِبَ وَكَانَ مَعَ هٰذَا مَقْبُولَ الصُّوْرَةِ، خَفِيْفَ الرُّوْحِ، حَسَنَ الْمَعْشَرَةِ، نَاصِعَ الظَّرْفِ، عَظِيْمَ الْخُلْقِ، شَرِيْفَ النَّفْسِ، كَرِيْمَ الْعَهْدِ، خَالِصَ الْوُدِّ، حُلْوَ الصَّدَاقَةِ، مُرَّ الْعَدَاوَةِ .... أَمْلٰى أَرْبَعَ مِئَةِ مَقَامَةٍ، نَحَلَهَا أَبَا الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ .... مِنْ لَفْظٍ أَنِيْقٍ، قَرِيْبِ الْمَأْخَذِ، بَعِيْدِ الْمَرَامِ وَسَجْعٍ رَشِيْقِ الْمَطْلَعِ وَالْمَقْطَعِ كَسَجْعِ الْحَمَامِ .... نَادَاهُ اللّٰهُ فَلَبَّاهُ وَفَارَقَ دُنْيَاهُ فِيْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَّتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِ مِئَةٍ فَقَامَتْ نَوَادِبُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الأدب وانثلم حد القلم وبكاه الفضائل مع الأفاضل ورثاه الأكارم مع المكارم على أنه ما مات من لم يمت ذكره، ولقد خلد من بقي على الأيام نظمه ونثره، والله عز وجل يتولاه بعفوه وغفرانه ويحييه بروحه وريحانه.

আল্লামা বদীউয যামান হামাদানীর মাকামাতের মতো তার পত্রাবলি এবং রিসালাগুলোও বেশ প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ওয়াফায়াতুল আ'য়ান [১খ., পৃ. ১২৮] গ্রন্থে তাঁর কিছু পত্র উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি পত্র এরূপ–

الماء إذا طال مكثه، ظهر خبثه وإذا سكن متنه تحرك نتنه وكذلك الضيف يسمج لقاؤه، إذا طال ثواؤه ويثقل ظله، إذا انتهى محله، والسلام.

"পানি যখন দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকে তখন তা নষ্ট হয়ে যায়। আর নষ্ট পানি যখন স্থির হয়ে থাকে তখন তার দুর্গন্ধ বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তদ্রূপ মেহমানের অবস্থান দীর্ঘ হলে তার সাক্ষাৎ অপছন্দনীয় হয় এবং তার অবস্থিতি শেষমাত্রায় পৌছে গেলে তার ছায়া ভারি হয়ে যায়। ওয়াসসালাম।"

জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে লেখা একটি পত্র এই :

اَلْمَوْتُ خَطْبٌ قَدْ عَظُمَ حَتّٰى هَانَ، وَمَسٌّ قَدْ خَشُنَ حَتّٰى لَانَ، وَالدُّنْيَا قَدْ تَنَكَّرَتْ حَتّٰى صَارَ الْمَوْتُ أَخَفَّ خُطُوْبِهَا، وَجَنَتْ حَتّٰى صَارَ أَصْغَرَ ذُنُوْبِهَا، فَلْتَنْظُرْ يُمْنَةً، هَلْ تَرٰى إِلَّا مِحْنَةً، ثُمَّ يُسْرَةً هَلْ تَرٰى إِلَّا حَسْرَةً.

"মৃত্যু একটি মহাদুর্ঘটনা, যা সহজ হয়ে গেছে এবং এমন এক কঠিন ছোঁয়া, যা সহনীয় হয়ে গেছে। দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এমন দুঃসহ হয়ে পড়েছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে তার অতি হাল্কা দুর্ঘটনা এবং দুনিয়া এমন সব অপরাধ সংঘটিত করেছে যে, মৃত্যু হলো তার অতি ছোট অপরাধ। তুমি তোমার ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পার, দেখবে কেবল কষ্ট ছাড়া কিছুই নেই, তারপর বাম দিকে লক্ষ্য কর, দেখবে, আক্ষেপ ছাড়া কিছু নেই।"

حَضْرَتُهُ الَّتِيْ هِيَ كَعْبَةُ الْمُحْتَاجِ، لَا كَعْبَةُ الْحُجَّاجِ، وَمَشْعَرُ الْكَرَمِ لَا مَشْعَرُ الْحَرَمِ، وَمُنَى الضَّيْفِ لَا مِنَى الْخَيْفِ وَقِبْلَةُ الصِّلَاتِ لَا قِبْلَةُ الصَّلَاةِ -

"তাঁর উপস্থিতি অভাবীদের কা'বা স্বরূপ; কিন্তু হাজীদের কা'বা নয় এবং বদান্যতার মাশআর [কেন্দ্রস্থল], কিন্তু হরমের মাশআর নয়। মেহমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল, কিন্তু মসজিদে খাইফের পার্শ্ববর্তী মিনা নয়। পুরস্কার লাভের কেবলা, কিন্তু নামাজের কেবলা নয়।"

তার একটি রিসালার ভাষা এ রকম :

وَاللّٰهِ لَوْلَا يَدٌ تَحْتَ الْحَجَرِ، وَكَبِدٌ تَحْتَ الْخَنْجَرِ، وَطِفْلٌ كَفَرْخٍ يَوْمَيْنِ، قَدْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْعَيْشُ، وَسُلِبَ مِنْ رَأْسِي، الطَّيْشُ، لَشَمَخْتُ بِأَنْفِيْ عِنْدَ هٰذَا الْمَقَامِ وَلٰكِنْ صَبْرًا جَمِيْلًا وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ -

কাব্য চর্চা : বদীউয যামান হামাদানীর কাব্য সাহিত্যের বিবেচনায় বেশ উঁচুমানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁর গদ্যের সমপর্যায়ের নয়। কাব্য ও গদ্য উভয়টি উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। আবুল কাসিম নাসিরুদ্দৌলাহ সম্পর্কে নিম্নে কবিতাটি রচনা করেন। এর দ্বারা তাঁর কাব্যের মান অনুমান করা যায়।

غُضِّيْ جُفُوْنَكَ يَارِيَا * ضُ فَقَدْ فَتَنْتِ الْحُوْرَ غَمْزًا
وَاقْنِيْ حَيَاءَكِ يَارِيَا * حُ فَقَدْ كَدَرْتِ الْغُصْنَ هَزًّا
وَارْفَقْ بِجَفْنِكَ يَاغَمَا * مُ فَقَدْ خَدَشْتِ الْوَرْدَ وَخْزًا
خَلَعَ الرَّبِيْعُ عَلَى الرُّبٰى * وَرُبُوْعِهَا خَزًّا وَبَزًّا
وَمَطَارِفًا قَدْ نَقَّشَتْ * فِيْهَا يَدُ الْأَمْطَارِ طَرْزًا
وَكَأَنَّ أَمْطَارَ الرَّبِيْعِ * إِلٰى نَدٰى كَفَّيْكَ تُعْزٰى
يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الَّذِيْ * بِعَسَاكِرِ الْأَمَالِ يُغْزٰى
لَازَالَ يَاكَنَفَ الْأَمِيْـ * ـرِ لَنَا مِنَ الْأَحْدَاثِ حِرْزًا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাকামাত : আল্লামা হারীরী ও আল্লামা বদীউয যামান হামাদানী উভয়ে ছিলেন অতি উঁচুমাপের পণ্ডিত এবং আরবির ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র তাদের খ্যাতি রয়েছে। তাদের গদ্য ও পদ্যের সুনাম প্রবাদতুল্য। উভয়ে ছোট ছোট রিসালাও রচনা করেছেন এবং মাকামাতও। তবে আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মাকামাত রচনায় বদীউয যামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম ইবনে দুরাইদ [মৃত্যু : ৩২১ হি.]-এর "আল আহাদিসুল আরবাঈন" নামক গ্রন্থের রচনাশৈলীর অনুকরণে বদীউয যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কারও কারও মতে, বদীউয যামান হামাদানী তাঁর উস্তাদ আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.]-এর নিকট থেকে মাকামা রচনার ধরন শিক্ষা করেন। মাকামা সাহিত্য রচনার শিক্ষাগুরু যিনিই হন না কেন, একথা সত্য যে, বদীউয যামান হামাদানীই সর্বপ্রথম সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসাবে মাকামা সাহিত্যকে উপস্থাপন করে গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ ধারাটির উৎকর্ষ সাধন করে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে চারশ' মাকামা রচনা করেন। মাকামা'র ঘটনাগুলোর নায়ক হিসাবে আবুল ফাত্হ ইসকান্দারীকে ঈসা ইবনে হিশামের বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। আহমদ হাসান যায়্যাতের বর্ণনা মতে, বদীউয যামান হামাদানীর মাকামাগুলোর মধ্যে কেবল তেপ্পান্নটি মাকামা পাওয়া যায়, যেগুলো শরাহ লিখেছেন, মিশরের খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু। তবে মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদের ভাষ্য সহকারে বদীউয যামানের যে মাকামাতের কপি পাওয়া যায়, তাতে একান্নটি মাকামা রয়েছে।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বলেন, বদীউয যামান হামাদানীর ভাষার অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্যের বিবেচনায় তাঁর ভাষা গ্রামীণ বেদুঈনদের ভাষার উপর গর্ব করতে পারে এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতা, বাক্যের গঠন ও সৌন্দর্যের বিবেচনায় শহুরে লোকদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তাঁর ভাষা যেমন পাঠকের মনন ও ভাবনায় তাঁবুতে অবস্থানের চিত্র এঁকে দেয়, তেমনি প্রাসাদ ও অট্টালিকায় অবস্থানের চিত্রও উপস্থাপন করে।

আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন :

نَثْرُ الْبَدِيْعِ يَسْتَهْوِى الْقُلُوْبَ، وَيَمْلِكُ الشُّعُوْرَ، وَكُلُّهُ مِنْ قَبِيْلِ الشِّعْرِ الْمَنْثُوْرِ، وَلِلصَّنَاعَةِ تَأْثِيْرٌ فِيْهِ، إِلاَّ أَنَّهُ مَعَ ذٰلِكَ جَارٍ مَجْرَى الطَّبْعِ، لَمْ يُفْسِدْهُ تَكَلُّفٌ وَلَمْ يُبْهِمْهُ تَعَمُّقٌ، وَقَدْ جَمَعَ كَلَامُهُ بَيْنَ مَتَانَةِ اللَّفْظِ وَرَشَاقَةِ الْمَعْنٰى، وَجَمَالِ الْعِبَارَةِ وَدِقَّةِ التَّخَيُّلِ، وَقَدْ تَصَرَّفَ هٰذَا الْكَاتِبُ فِىْ فُنُوْنِ التَّرَسُّلِ، وَتَفَنَّنَ فِىْ ضُرُوْبِ الرَّسَائِلِ، حَتّٰى كَانَ بِحَقٍّ فَارِسَ الطَّرِيْقَةِ الْعَمِيْدِيَّةِ وَابْنَ بَجْدَتِهَا.

"বদীউয যামান হামাদানীর গদ্য পাঠকের অন্তরকে বিমুগ্ধ করে এবং অনুভূতিকে পরাভূত করে। তাঁর গদ্য সবটুকু গদ্য কবিতার অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে এক প্রকার শৈল্পিক প্রভাব রয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও তাঁর গদ্য স্বাভাবিক গতিতে চলমান। কোনোরূপ কৃত্রিমতা তাকে বিনষ্ট করেনি এবং ভাষার চাতুর্য তাকে দুর্বোধ্য করেনি। তাঁর ভাষায় একই সাথে রয়েছে শব্দের গাম্ভীর্য ও অর্থের সৌন্দর্য এবং বর্ণনার উৎকর্ষ ও ভাবনার সূক্ষ্মতা। এ লেখক স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং নানা রকম রিসালা প্রণয়নে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি যথার্থরূপে ইবনুল 'আমীদের সাহিত্যধারার বীর অশ্বারোহী এবং বিশেষজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছেন।" –[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৬]

বদীউয যামান ও হারীরী : বদীউয যামান হামাদানী যেহেতু সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসেবে মাকামা সাহিত্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই তিনি হারীরীর অগ্রজ। তাছাড়া হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে বদীউয যামানের অনুসরণে মাকামাত রচনার কথা শুধু স্বীকারই করেননি, অগ্রবর্তিতায় বদীউয যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তির কথাও অকপটে উল্লেখ করেছেন। তবে সাহিত্যের মান বিচারে কার রচনা বেশি উৎকৃষ্ট এবং উভয়ের মধ্যে সাহিত্যে কে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আল্লামা শারীশী তাঁর সমসাময়িক এক সাহিত্যবিশারদের অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে বদীউয যামান ও হারীরীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে বলা হলে তিনি বলেন, বদী' তো বদীউযযামান অর্থাৎ সমকাকলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, পক্ষান্তরে হারীরী বদীউল ইয়াওম [অর্থাৎ, একদিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী]-ও নয়।

শারীশী তাঁর জনৈক শিক্ষাগুরুর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, বদীউয যামানের মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে হারীরীর মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি ব্যাহত হয়েছে এবং শব্দ প্রয়োগে অযথা জোর খাটানো হয়েছে। বদীউয যামান হামাদানী তাঁর শাগরিদদের বলতেন, তোমরা কোনো বিষয়বস্তু নির্ধারণ কর, আমি সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিচ্ছি। সে মতে শিষ্যরা নিজেদের পছন্দমতো বিষয়বস্তু নির্ণয় করতেন, তারপর আল্লামা বদীউয যামান তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিতেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লামা বদীউয যামান ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টা ও পণ্ডিত তাছাড়া মাকামা সাহিত্যকে আরবি সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে উপস্থাপনের তিনিই পথিকৃত। আল্লামা হারীরী তাঁর অনুসারী বটে। কিন্তু আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতে সাহিত্যের নানাবিধ শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, যা বদীউয যামানের মাকামাতে পরিলক্ষিত হয় না। এটা অবশ্য উপেক্ষা করার মতো নয় যে, হারীরীর মাকামাতের তুলনায় বদীউয যামানের মাকামাতের ভাষা অধিক স্বভাবগতিসম্পন্ন। তবে পাঠক-সমাদর ও যত্নকর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে বলা যায় যে, হারীরীর মাকামাত যেরূপ সমাদৃত হয়েছে এবং যেরূপ সেবাকর্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার এক শতাংশও বদীউয যামানের মাকামাতের ভাগ্যে জোটেনি। এমনকি বদীউয যামানের মাকামাতের যে খ্যাতি ও পরিচিতি রয়েছে, তাও সম্ভবত হারীরীর মাকামাতের ভূমিকায় প্রদত্ত স্বীকৃতির কারণেই।

আল্লামা হারীরী নিজেও তাঁর মাকামাত বদীউয যামানের মাকামাত অপেক্ষা উচ্চমানসম্পন্ন হওয়ার কথা বেশ প্রাজ্ঞতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি মাকামাতের ভূমিকায় বদীউয যামানের অগ্রবর্তিতা ও মর্যাদার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছেন, তারপর 'আদী ইবনু'র রিকা'র কবিতার দুটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন, যার শেষে اَلْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ বাক্যটি রয়েছে। এতে অতি মার্জিতভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদীউয যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তি কেবল মাকামা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র ধারায় উপস্থাপনের অগ্রবর্তিতার কারণেই; অন্য কোনো কারণে নয়। এরপর ষষ্ঠ মাকামায় আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

وَهَلْ لِلْقُدَمَاءِ إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ مَنْ حَضَرَ غَيْرَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ الشَّوَارِدِ، الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ لِتَقَادُمِ الْمَوَالِدِ، لَا لِتَقَدُّمِ الصَّادِرِ عَلَى الْوَارِدِ.

"যখন উপস্থিত জনতা ভালভাবে লক্ষ্য করবে [তখন তারা দেখতে পাবে যে,] পূর্ববর্তীদের জন্য অবাধ্যজন্তুবাঁধা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জন্মের পূর্ববর্তিতার কারণে বর্ণিত হয়; আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর অগ্রসরতার কারণে নয়।"

এরপর সাতচল্লিশতম মাকামায় বলেন–

إِنْ يَكُنِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ قَبْلِيْ * فَالطَّلُّ قَدْ يَبْدُوْ أَمَامَ الْوَبْلِ * وَالْفَضْلُ لِلْوَابِلِ لَا لِلطَّلِّ

"যদি আবুল ফাত্‌হ ইসকান্দারী আমার পূর্বে এসে গিয়ে থাকে তাতে কি, কেননা শিশির কখনো বৃষ্টির পূর্বে পরিলক্ষিত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও প্রাধান্য বৃষ্টিরই প্রাপ্য, শিশিরের নয়।"

এভাবে আল্লামা হারীরী বদীউয যামানের মোকাবিলায় নিজের প্রাধান্য তুলে ধরেছেন।

হারীরীর মাকামাত অপেক্ষা বদীউয যামানের মাকামাত কম সমাদৃত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে,

১. কোনো কাজের প্রথম প্রয়াস সাধারণত সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রয়াস যদি কোনো অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির হাতে সূচিত ও সম্পাদিত হয় তবে তা প্রথম প্রয়াস অপেক্ষা বেশি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর হয়। এ বিবেচনায় মাকামা সাহিত্যের ধারাটি বদিউয যামানের হাতে স্বাতন্ত্র্য পেলেও হারীরীর হাতে সম্ভবত এ ধারাটি পূর্ণাঙ্গতা, পরিচ্ছন্নতা ও অধিক পরিমার্জনা পেয়েছে।

২. আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতে আরবি ভাষার অলঙ্কার ও সাহিত্যের বিভিন্ন শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তাতে মাকামা সাহিত্যের যে একঘেঁয়েমি রয়েছে তা তিনি কিছুটা হলেও ভেঙ্গে দিয়ে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছন। পক্ষান্তরে বদীউযযামানের মাকামাত যেহেতু এ ধারার প্রথম সৃষ্টি, তাই সঙ্গত কারণে সেখানে এসব নতুন নতুন উপস্থাপনা অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের যে কোনো ধারায় একঘেঁয়েমি পছন্দনীয় আঙ্গিক নয়।

৩. হারীরীর মাকামাতখানি বেশি সমাদৃত হওয়ার তৃতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, এটি রচিত হওয়ার পর স্বয়ং লেখকের কাছে অজস্র পাঠক এর পাঠ গ্রহণ করেছেন। যার কারণে স্বয়ং লেখকের নিজ হাতে এর সাতশ' কপি অনুলিপি তৈরি করতে হয়েছে। এ ছাড়াও প্রায় নশ' বছরের অধিককাল যাবৎ হারীরীর মাকামাতখানি বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বদীউযযামানের মাকামাত অপেক্ষা বেশি পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। এ তুলনায় বদীউয যামানের মাকামাতের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি অতি সীমিত ও খণ্ডিত।

৪. ইসলামের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সবসময় শী'আ সম্প্রদায়ের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরোধ অতি প্রকটিত ছিল এবং রয়েছে। তাই এক সম্প্রদায়ের শিল্প-সাহিত্য অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যথাযোগ্য সমাদর, মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়নি। বিশেষ করে শী'আ সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের একপেশেপনা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিবেশ থেকে আলাদা ও একঘরে করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, আল্লামা বদীউয যামান হামাদানী ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। পক্ষান্তরে আল্লামা হারীরী ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে বদীউয যামান হামাদানীর মাকামাত যথাযথ সমাদৃত না হওয়ার একটি কারণ এটাও হতে পারে।

বদীউয যামানের রচনাবলি : আল্লামা বদীউয যামান হামাদানী মাকামাত রচনা ছাড়াও বহু রিসালা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলোও আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কারের বিচারে অনেক উঁচু মানে উত্তীর্ণ। তাই ইবনে খাল্লিকান ওয়াফায়াতুল আ'য়ান গ্রন্থে তাঁকে صَاحِبُ الرَّسَائِلِ الرَّائِقَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْفَائِقَةِ [অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রিসালা প্রণেতা ও উচ্চমানসম্পন্ন মাকামাতের রচয়িতা] বলে উল্লেখ করেছেন। হাকিম অবূ সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ তাঁর পত্রাবলি একত্রে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর একটি কাব্যসংকলনও রয়েছে। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখানি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু শরাহ করেছেন। মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদও মাকামাতে বদী'র একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন।

মৃত্যু : আল্লামা বদীউয যামান হামাদানী ১০ জুমাদাল উখরা, রোজ শুক্রবার ৩৯৮ হিজরিতে হেরাত শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু-সন ৩৯৩ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আবার কারও মতে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

মৃত্যুর এক বিস্ময়কর ঘটনা : আল্লামা ইবনে খাল্লিকান হাকিম আবূ সাঈদের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা বদীউয যামান অসুস্থ ছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে তিনি এরূপ বেহুঁশ হয়ে পড়েন যে, লোকেরা মনে করেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। তাই তারা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তাকে সামহিত করে ফেলেন। অথচ তখনও তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন। কবরে দাফন করার পর তাঁর হুঁশ ফিরে এলে তিনি চিৎকার শুরু করেন। লোকেরা আওয়াজ শুনে কবর খুলে দেখল যে, তিনি নিজের দাড়ি ধরে পড়ে আছেন। বোঝা গেল যে, হুঁশ আসার পর কবরের ভয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী

মাকামা'র সংজ্ঞা : প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন,

اَلْمَقَامَةُ حِكَايَةٌ قَصِيْرَةٌ أَنِيْقَةُ الْأُسْلُوْبِ تَشْتَمِلُ عَلٰى عِظَةٍ أَوْ مُلْحَةٍ

"রম্য রচনার ধাঁচে রচিত এরূপ ছোট গল্পকে মাকামা বলা হয়, যাতে কোনো উপদেশ বা রসাত্মক বর্ণনা থাকে।"

'মাকামা' শব্দটি মূলত 'মাকাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দাঁড়াবার স্থান। ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় এবং শব্দটি যে কোনো স্থান ও মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার কখনও এ শব্দ দ্বারা মজলিসে উপস্থিত লোকদের বুঝানো হয়। যেমন প্রখ্যাত হামাসী কবি কাত্তাল কিলাবী বলেন– نَشَدْتُ زِيَادًا وَالْمَقَامَةُ بَيْنَنَا * وَذَكَّرْتُهُ أَرْحَامَ سِعْرٍ وَهَيْثَمِ

"আমি যিয়াদকে আল্লাহর কসম দিলাম। তখন আমরা একই মজলিসের সাথী ছিলাম। আর আমি তাকে সে'র ও হায়সাম গোত্রের আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত শ্লোকে مَقَامَةٌ শব্দটি মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর শব্দটি মজলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা, ওয়াজ ও উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এ থেকে বক্তাদের বক্তৃতাকে مَقَامَاتُ الْخُطَبَاءِ, গল্পকারদের গল্পকে مَقَامَاتُ الْقُصَّاصِ ও ওলী-বুযুর্গদের উপদেশকে مَقَامَاتُ الزُّهَادِ বলা হয়।

কোনো মনোরম গল্প বলা, সুন্দর উপদেশ দেওয়া অথবা কোনো জ্ঞানগর্ভ গবেষণা পেশ করা মাকামা রচনার উদ্দেশ্য নয়। এটি সাহিত্যের একটি শিল্পমণ্ডিত শাখা। এর উদ্দেশ্য থাকে 'শিল্পের জন্য শিল্প।' এতে থাকে ভাষার ছন্দময় ধাঁচে নতুন নতুন শব্দমালা ও অভিনব বাক্যাবলির গঠন। ফলে পাঠকের মন এর অর্থ দ্বারা প্রভাবিত ও উপকৃত হওয়ার চেয়ে শব্দের অলঙ্কার ও গাঁথুনি দ্বারা অধিক তৃপ্ত ও বিমুগ্ধ হয়। তাই এরূপ রচনায় গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। সুতরাং মাকামাত রচয়িতাগণ গল্প-কাহিনীকে যথোচিত চিত্রায়ণ ও গাল্পিক চরিত্রগুলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। –[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৯২-২৯৩]

মাকামা রচনার ইতিহাস : গল্প-সাহিত্যের এ শাখাটি আব্বাসীয় যুগের মাঝামাঝি সময় সৃষ্টি হয়। তখন ছিল আরবি সাহিত্য-শিল্পের ভরা যৌবন। বলা হয়ে থাকে যে, আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.] মাকামা রচনার ধারা আবিষ্কার

করেন এবং তাঁর অনুসরণে তাঁর ছাত্র বদীউ'য-যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কিন্তু প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ওরফে ইবনে দুরায়দ [মৃত্যু : ৩২১ হি.] প্রথমে কিছুটা গল্পের আকারে ৪০ টি নিবন্ধ রচনা করেন। আহমদ ইবনে ফারিসের ছাত্র আবুল ফযল আহমদ ইবনু'ল-হুসাইন ওরফে বদীউ'য-যামান হামাদানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.] ইবনে দুরায়দের অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে চারশ' মাকামা রচনা করেন। তাঁর রচিত মাকামাগুলোর শৈল্পিক, সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান বিচারে তিনি সাহিত্যের এ শাখার ইমাম ও অনুসৃত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। তবে তাঁর রচিত মাকামাগুলো থেকে কেবল তেপ্পান্ন মাকামা [আমাদের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ মুতাবিক কেবল একান্ন মাকামা] পাওয়া যায়। তারপর আল্লামা হারীরী বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুসরণে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন। তাঁদের পরেও অনেক আরবি সাহিত্যিক মাকামা রচনাকে তাদের লেখার উপজীব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। তবে সে সব মাকামা বদীউ'য-যামান হামাদানী ও হারীরীর মাকামার ন্যায় মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। যাঁরা পরবর্তীকালে মাকামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

১. শাহ ফায়রূয ইবনে সাদ ইবনে আব্দুস সায়্যিদ ইবনে মানসূর ওরফে আবুল হায়জা' ইবনে আবুল ফাওয়ারিস। ইয়াকূত হামাবীর বর্ণনা মতে, শাহ ফায়রূয-এর পিতার নাম শু'আয়ব। [মৃত্যু : ৫৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ أَبِي الْهَيْجَاءِ
২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আত-তামীমী আস-সারাকুসতী ওরফে ইবনু'ল-আশতারকূনী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ السَّرَقُسْطِيَّةُ اللُّزُومِيَّةُ মতান্তরে اَلْمَقَامَاتُ التَّمِيمِيَّةُ। এতে পঞ্চাশটি মাকামা রয়েছে। লেখক কর্ডোবায় অবস্থানকালে হারীরীর রচিত মাকামাত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এটি রচনা করেছিলেন। এতে তিনি চরিত্ররূপে মুনযির ইবনে হাম্মামের বর্ণনায় সায়েব ইবনে তাম্মামের কাহিনী বিবৃত করেছেন।
৩. আবুল কাসিম মাহমূদ ইবনে ওমর ওরফে আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الزَّمَخْشَرِيَّةُ।
৪. আলী ইবনে বাস্সাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দালুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ ابْنِ بَسَّامٍ। এতে ত্রিশটি মাকামা রয়েছে। লেখক এটি কাজী আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল কাসিম আশ-শাহরাযূরী [মৃত্যু ৫৮৬ হি.]-এর উদ্দেশ্যে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে লেখক বলেন, 'হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ্য শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেননি।" কিন্তু লেখকের এ বক্তব্য সমাদৃত হয়নি।
৫. হাসান ইবনে সাফী ওরফে মালিকু'ন-নুহাত [মৃত্যু : ৫৬৮ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ। লেখক মালিকু'ন-নুহাত বলতেন, "আমার মাকামাতের বর্ণনা সত্য ও যথার্থ। আর হারীরীর মাকামাতের বর্ণনা মিথ্যা ও অসার।"
৬. আবূ মানসূর আহমদ ইবনে জামীল ইবনুল হাসান ইবনে জামীল আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.] তিনি হারীরীর অনুসরণে একখানা মাকামাত গ্রন্থ রচনা করেন।
৭. আবুল আব্বাস ইয়াহইয়া ইবনে-সাঈদ ইবনে মারী নাসরানী [মৃত্যু : ৫৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الْمَسِيحِيَّةُ মতান্তরে اَلْمَقَامَاতُ النَّصْرَانِيَّةُ। লেখক এতে হারীরীর অনুসরণে ষাটটি মাকামা রচনা করেন।

ইয়াকূত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট অবদান রেখেছেন। কিন্তু আল্লামা খলীল ইবনে আইবাক আস-সাফাদী [মৃত্যু : ৭৬৪ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো উৎকৃষ্ট অবদান রাখতে পারেন নি, এমন কি উৎকৃষ্টতার কাছেও পৌঁছুতে পারেন নি। আল-মাকামাতু'ল-জাযারিয়্যা ও আল-মাকামাতুত-তামীমিয়্যা এর চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। অথচ সে দু'টিও [সাহিত্যমানের বিচারে] হারীরীর কাছে পৌঁছুতে পারে নি।

৮. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ওরফে ইবনু'ল-জাওযী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الْجَوْزِيَّةُ।
৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে বদরুদ্দীন রাযী হানাফী [মৃত্যু : ৬৩০ হিজরির পরে]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ بَدْرِ الدِّيْنِ মতান্তরে مَقَامَاتُ الْحَنَفِيِّ। এতে তিনি বারোটি মাকামা রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি কা'কা ইবনে যিনবা প্রমুখকে কাহিনীর বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১০. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী দিমাশকী [মৃত্যু : ৬৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الْجَزَرِيَّةُ।

১১. বাহাউদ্দীন আলী ইবনে ঈসা ইবনে আবিল ফাত্হ আল-ইরবিলী [মৃত্যু : ৬৯২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الْأَرْبَعُ।

১২. মা'দ ইবনে নাসরুল্লাহ ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'স-সায়কাল জাযারী [মৃত্যু : ৭০১ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الزَّيْنِيَّةُ-লেখক এতে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেছেন। এগুলো তিনি হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় রচনা করেন। এতে গল্পের চরিত্র স্বরূপ কাসিম ইবনে জিরয়ালকে বর্ণনাকারী ও আবূ নাস্‌র মিস্‌রীকে কাহিনীর নায়ক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু'ল-হাসান ওরফে ইবনু'স-সায়েগ [মৃত্যু : ৭২০ মতান্তরে ৭২২ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ الشِّهَابِيَّةُ - মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে খলীল ওরফে কাযী শিহাবুদ্দীন আল-খুওয়ায়্যী [মৃত্যু : ৬৯৩ হি.]-এর উদ্দেশ্যে লেখক এটি রচনা করে তাঁর নামে নামকরণ করেন।

কিন্তু সত্য হলো এই যে, তাঁর মাকামাত হারীরীর মাকামাতের সমপর্যায়ে পৌছুতে পারে নি; বরং উভয়ের মধ্যে সাহিত্যমানের দুস্তর ব্যবধান রয়েছে।

১৪. নাসিরুদ্দীন শাফে' ইবনে আলী আল-আসকালানী [মৃত্যু : ৭৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْمَقَامَاتُ النَّاصِرِيَّةُ।

১৫. ওমর ইবনে মুজাফফর ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'ল-ওয়ারদী [মৃত্যু : ৭৪৯ মতান্তরে ৭৪৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ।

১৬. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর ওরফে জালালুদ্দীন সূয়ূতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ السُّيُوطِيِّ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে উনত্রিশটি রিসালা রয়েছে। এগুলোকে লেখক মাকামাত নামকরণ করলেও মূলত এগুলো মাকামা অপেক্ষা রিসালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭. সিরাজুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হাই আল-হালাবী আল-ফাসী [মৃত্যু : ১১২০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম اَلْحُلَلُ السُّنْدُسِيَّةُ فِي الْمَقَامَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ মতান্তরে مَقَامَاتُ سِرَاجِ الدِّيْنِ। লেখক গ্রন্থখানি মাকামাতে হারীরীর মোকাবিলায় রচনা করেছেন।

১৮. মুস্তাফা ইবনে আবূ মুহাম্মদ বীরাম আল-আমাসী আল-হানাফী উপাধি আল-'আকিফ আর-রূমী ওরফে মুআইদী যাদাহ [মৃত্যু : ১১৭৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ الْعَاكِفِ। তিনি হারীরীর অনুকরণে দশটি মাকামা রচনা করেন।

১৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আত-তূনিসী ওরফে আল ওয়ারগী [মৃত্যু : ১১৯০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ الْوَرْغِيِّ।

২০. আস-সাইয়েদ আবুল ফায়য আহমদ ইবনে আব্দুল লতীফ ইবনে আহমদ আল-বারবীর আল-হাসানী আল-বায়রূতী [মৃত্যু : ১২২৬ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ الْبَرْبِيْرِ।

২১. শিহাবুদ্দীন আবুস সানা মাহমূদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হুসাইনী আল-আলূসী (তাফসীরে রূহুল মা'আনীর প্রণেতা, [মৃত্যু : ১২৭০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ الْأَلُوْسِيِّ মতান্তরে مَقَامَاتُ ابْنِ الْأَلُوْسِيِّ। এটি তাসাউফ ও আখলাক সম্পর্কিত মাকামাত। আল্লামা যমখশরীর মাকামাতের মোকাবিলায় লেখক এটি রচনা করেন।

২২. নাসীফ (نَاصِيْف) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নাসীফ ইবনে জানবুলাত আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী আল-ইয়াসূয়ী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ। তিনি হারীরীর অনুকরণে ৬০টি মাকামা রচনা করেন।

২৩. ইবরাহীম ইবনে আলী আল-আহ্‌দাব আত-তারাবুলুসী [মৃত্যু : ১৩০৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম مَقَامَاتُ الْأَحْدَبِ। এতে তিনি হারীরীর অনুকরণে নব্বইটি মাকামা রচনা করেছেন। এ ছাড়া নৈতিকতা সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাকামা রয়েছে। সেই রচনার নাম فَرَائِدُ الْأَطْوَاقِ।

Free @ www.eilm.weebly.com

মাকামাতে হারীরীর রচনা কাল : শায়খ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফয্ল বর্ণনা করেন যে, ৪৯৫ হিজরিতে মাকামাতে হারীরীর রচনা শুরু হয় এবং ৫০৪ হিজরিতে রচনা সমাপ্ত হয়। যাফারুল মুহাস্সিলীনের লেখক ইবনুল আসীরের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আল্লামা ইবনু'ল আসীরের মতে, মাকামা রচনার সূচনা কাল সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনা সঠিক, তবে সমাপ্তির যে সন উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদীর কথা মাকামাতে হারীরীতে উল্লেখ রয়েছে। হারীরীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদী তখন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। অথচ মাকামাত রচনাকালে [অর্থাৎ, ৫০৪ হিজরির পূর্বে] তিনি ছিলেন একজন বালক। এটা মাকামাতের বর্ণনার সাথে মেলে না। অতএব যদি মাকামাত রচনার সমাপ্তিকাল আরও পরে ধরা হয় তবে তা মাকামাতের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত আপত্তি ও তার উপাত্ত কিছুটা পর্যালোচনা ও বিবেচনার অবকাশ রাখে। কেননা দুবায়স ইবনে সাদাকা, যাঁর নাম মাকামাতে হারীরীতে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী হিল্লা নামক অঞ্চল ও তার আশপাশের এলাকার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি ৪৬৩ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫০১ হিজরিতে তাঁর পিতা রাজা সাদাকা ইবনে মনসূর আব্বাসী খলীফা মুসতাজহির বি-আমরিল্লাহর বাহিনীর হাতে নিহত হন এবং তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে বাদগদাদে নীত হন। পরবর্তীতে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ৫১২ হিজরিতে পুনরায় হিল্লায় গমন করলে হিল্লার অদিবাসীরা তাকে তাঁর পিতার স্থলে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তিনি হিল্লাবাসীর স্বাধীন রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। ৫১৭ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ইবনে মুসতাজহির বিল্লাহর সাথে পুনরায় তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ তাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। ৫২৯ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ নিহত হলে দুবায়স ইবনে সাদাকাকে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তারই জের হিসাবে প্রায় ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি ৫২৯ হিজরিতে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর বয়স যখন ৩২ বছর ছিল তখন মাকামাত রচনার সূচনা হয় এবং তাঁর বয়স যখন ৪১ বছরে উন্নীত হয় তখন মাকামাত রচনার কাজ সমাপ্ত হয় সুতরাং মাকামাত রচনার সময় দুবায়স ইবনে সাদাকা বালক ছিলেন -এ তথ্য সঠিক নয়। তবে এ থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, তখন তিনি রাজা হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন নি। হাঁ, পিতার শাসনামলেই হয়ত রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। সুতরাং হারীরী হয়তো দুবায়স ইবনে সাদাকা একজন প্রভাবশালী রাজপুত্র হিসাবে তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে মাকামাতে তার নাম উল্লেখ করে থাকবেন। অথবা ইবনুল আসীরের অভিমতটি যদি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয় তবে বলতে হবে যে, উনচল্লিশতম মাকামাটি [যেখানে দুবায়স ইবনে সাদাকার নাম উল্লিখিত হয়েছে] হয়তো হারীরী দুবায়স ইবনে সাদাকা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, যা পরবর্তীতে বিন্যাসে উনচল্লিশতম মাকামা হিসাবে স্থান পেয়েছে। যেমন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আটচল্লিশতম মাকামাটি হারীরী প্রথম রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী বিন্যাসে আটচল্লিশতম স্থান লাভ করেছে।

খায়রুদ্দীন যিরিক্লী বলেন, দুবায়স ইবনে সাদাকা হারীরীর সমসাময়িক ছিলেন এবং হারীরী তাঁর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর মাকামাতে দুবায়সের নাম উল্লেখ করেছেন। [দ্র. যিরিকলী. আল-আ'লাম, শিরো. দুবায়স ইবনে সাদাকা]

মাকামা রচনার ধরন : আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত রচনায় বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরই রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন। আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতের ভূমিকায় বলেন :

"অতঃপর সে ব্যক্তি, যাঁর ইঙ্গিত নির্দেশের সমতুল্য এবং যাঁর আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ, তিনি আমাকে বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুকরণে কয়েকটি মাকামা রচনা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ... এবং আমি দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করলাম। তাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা, সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও তার মণি-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকদার ও দুর্লভ কথাবার্তা। এর পাশাপাশি আমি তাকে কুরআনের আয়াত ও সুন্দর সুন্দর ইঙ্গিতবহ বাক্যাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত করেছি এবং আমি তাতে আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক রম্য গল্প, ব্যাকরণিক ধাঁধা, আভিধানিক ফতওয়া, অভিনব পত্রাবলি, সালঙ্কার বক্তৃতামালা, ক্রন্দনোদ্রেককর উপদেশাবলি ও মনোরম হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা সংযোজন করেছি।"

আল্লামা হারীরী মাকামাতের পঞ্চাশটি মাকামার মধ্যে প্রতি দশকের প্রথম মাকামাটি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক, পঞ্চম ও দশম মাকামাটি রসিকতা বিষয়ক এবং ষষ্ঠ মাকামাটি সাহিত্য বিষয়করূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন।

সে মতে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম মাকামাটিতে দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীরুতা সম্পর্কিত একটি আবেদনশীল বক্তৃতা রয়েছে। এরূপই প্রত্যেক দশকের প্রথম মাকামাটি দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ক। তদ্রূপ প্রত্যেক দশকের ষষ্ঠ মাকামায় সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় তিনি এমন একটি পত্র উপস্থাপন করেছেন, যার শব্দাবলির মধ্যে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

একটি শব্দ নুকতাবিহীন এবং তার পরের শব্দটি সম্পূর্ণ নুকতাযুক্ত। এভাবে আল্লামা হারীরী সম্পূর্ণ পত্রটি সমাপ্ত করেছেন। পত্রটি সূচনা এ রকম :

اَلْكَرَمُ ثَبَّتَ اللّٰهُ جَيْشَ سُعُوْدِكَ يَزِيْنُ ، وَاللُّؤْمُ غَضَّ الدَّهْرُ جَفْنَ حُسُوْدِكَ يَشِيْنُ ، وَالْأَرْوَعُ يُثِيْبُ ، وَالْمُعْوِرُ يُخَيِّبُ وَالْحُلَاحِلُ يُضِيْفُ وَالْمَاحِلُ يُخِيْفُ ....

দ্বিতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় লেখক আরবি সাহিত্যের আর একটি শৈলী উপস্থাপন করেছেন। তাতে এমন কিছু বাক্য উপস্থাপন করেছেন যেগুলো শুরু থেকে পঠিত হলে যে রকম বাক্য গঠিত হয়, বাক্যের শেষের দিক থেকে পড়লেও তদ্রূপ শব্দ গঠন করা যায়। যেমন–

١. لُمْ أَخَاً مَلَّ ٢. كَبِّرْ رَجَاءَ أَجْرِ رَبِّكَ ٣. سَكِّتْ كُلَّ مَنْ نَمَّ لَكَ تَكِسْ ٤. مَنْ يَرُبُّ إِذَا بَرَّ يَنُمْ ٥. لُذْ بِكُلِّ مُؤَمَّلٍ إِذَا لَمَّ وَمَلَكَ بَذَلَ .

তৃতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় অপর একটি নতুন রচনাশৈলী প্রদর্শন করেছেন, যাতে একটি পত্রের প্রতিটি শব্দের একটি হরফ নুকতাবিহীন এবং পরের হরফটি নুকতাযুক্ত। যেমন–

أَخْلَاقُ سَيِّدِنَا تُحَبُّ ، وَبِعَقْوَتِهِ يُلَبُّ ، وَقُرْبُهُ تُحَفُ ، وَنَأْيُهُ تَلَفٌ، وَخُلَّتُهُ نَسَبٌ ، وَقَطِيْعَتُهُ نَصَبٌ ، وَغَرْبُهُ ذَلِقٌ ، وَشُهُبُهُ تَأْتَلِقُ ، وَظَلْفُهُ زَانَ، وَقُوَيْمُ نَهْجِهِ بَانَ ، وَذِهْنُهُ قَلَّبَ وَجَرَّبَ ، وَنَعْتُهُ شَرَّقَ وَغَرَّبَ -

চতুর্থ দশকের ষষ্ঠ মাকামাটিতে রয়েছে বেশ কিছু ধাঁধা সাহিত্যের উপস্থাপনা। আর পঞ্চম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় এরূপ দশটি বয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোর প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন–

أَعْدِدْ لِحُسَّادِكَ حَدَّ السِّلَاحْ وَأَوْرِدِ الْآمِلَ وِرْدَ السَّمَاحْ
وَصَارِمِ اللَّهْوَ وَوَصْلَ الْمَهَا وَأَعْمِلِ الْكُوْمَ وَسُمْرَ الرِّمَاحْ
وَاسْعَ لِإِدْرَاكِ مَحَلٍّ سَمَا عِمَادُهُ لَا لِادِّرَاعِ الْمِرَاحْ
وَاللّٰهِ مَا السُّؤْدُدُ حَسْوُ الطِّلَا وَلَا مُرَادُ الْحَمْدِ رَوْدٌ رَدَاحْ

তারপর এমন ছয়টি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রত্যেক শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতাযুক্ত। যেমন– ৩টি

فَتَنَتْنِي فَجَنَّنَتْنِي تَجَنِّيْ بِتَجَنٍّ يَفْتَنُّ غِبَّ تَجَنِّيْ
شَغَفَتْنِي بِجَفْنِ ظَبْيٍ غَضِيْضٍ غَنِجٍ يَقْتَضِي تَغَيُّضَ جَفْنِي
غَشِيَتْنِي بِزِيْنَتَيْنِ فَشَفَّتْنِي بِزِيٍّ يَشِفُّ بَيْنَ تَثَنِّي

এরপর এমন পাঁচটি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রতি দুইটি শব্দের একটি সম্পূর্ণ নুকতাবিহীন, আর অপরটি সম্পূর্ণ নুকতাযুক্ত। যেমন– ৩টি

إِسْمَحْ فَبَثُّ السَّمَاحِ زَيْنٌ وَلَا تُخِبْ آمِلًا تَضَيَّفْ
وَلَا تُجِزْ رَدَّ ذِي سُؤَالٍ فَنَّنَ أَمْ فِي السُّؤَالِ خَفَّفْ
وَلَا تَظُنَّ الدُّهُوْرَ تُبْقِي مَالَ ضَنِيْنٍ وَلَوْ تَقَشَّفْ

এছাড়া আটাশতম ও উনত্রিশতম মাকামায় এমন দুটি খুতবা রয়েছে, যার প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন– আংশিক

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَمْدُوْحِ الْأَسْمَاءِ الْمَحْمُوْدِ الْآلَاءِ الْوَاسِعِ الْعَطَاءِ الْمَدْعُوِّ لِحَسْمِ اللَّأْوَاءِ ، مَالِكِ الْأُمَمِ وَمُصَوِّرِ الرِّمَمِ ، وَأَهْلِ السَّمَاحِ وَالْكَرَمِ وَمُهْلِكِ عَادٍ وَإِرَمَ ..... إلخ -

٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُوْدِ الْمَالِكِ الْوَدُوْدِ مُصَوِّرِ كُلِّ مَوْلُوْدٍ وَمَآلِ كُلِّ مَطْرُوْدٍ ، سَاطِحِ الْمِهَادِ وَمُوَطِّدِ الْأَطْوَادِ ...... الخ

মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য : ধাঁধা মানে কৌতুহলজনক ও বুদ্ধি বিভ্রমকারী প্রশ্ন বা এমন কোনো কৌতুকপূর্ণ কথা, যার বাহ্যিক অর্থ ভুল, অথচ পরোক্ষ অর্থ শুদ্ধ। সাহিত্যের এ শাখাটি এক সময় আরবি সাহিত্যে বেশ প্রচলন লাভ করেছিল। মাকামাতে হারীরীর বত্রিশতম মাকামায় এরূপ একশ'টি ধাঁধা ও কৌতুকপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ বুদ্ধি বিভ্রমকারী বা অশুদ্ধ, কিন্তু পরোক্ষ দৃষ্টিতে সেগুলোর অর্থ শুদ্ধ ও বুদ্ধিজ্ঞাপক। যেমন : কেউ জিজ্ঞেস করল যে, অজু করার পর না'ল [نَعْلٌ প্রচলিত অর্থে সেন্ডেল] স্পর্শ করলে তার বিধান কি? উত্তর দেওয়া হলো যে, অজু ভেঙ্গে যাবে। এ উত্তরটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভুল। কেননা অজু করার পর সেন্ডেল স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু পরোক্ষ অর্থে উত্তরটি সঠিক। কেননা আরবিতে না'ল (نَعْلٌ) -এর আরেকটি অর্থ হলো স্ত্রীলোক [দ্র. লিসানুল আরব, نَعْلٌ মাদ্দা]। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে, অজু করার পর স্ত্রীলোককে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাযহাব অনুসারে উক্তিটি সঠিক।

মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট : মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় :

১. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার শায়খ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান মাসউদী পাঞ্জদেহী [বাল্খী] মাকামাত রচনার কারণ সম্পর্কে বলেন, আবূ যায়দ সারূজী নামক এক সুসাহিত্যিক ও মিষ্টি-মধুরভাষী অভাবী ব্যক্তি বসরা শহরের বনূ হারাম মসজিদে হাজির হয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকজনকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় নিজের দুরাবস্থা ও অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরে এবং এও জানায় যে, তার এক ছেলে রোমীয়দের হাতে বন্দী হয়েছে। মসজিদে তখন আল্লামা হারীরী সহ জ্ঞান-প্রিয় ও সাহিত্যরসিক লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সবাই তার যাদুময় ভাষায় মুগ্ধ হলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আল্লামা হারীরীর কাছে বসরার বড় বড় জ্ঞানী-গুণী সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। আল্লামা হারীরী তাঁদেরকে এ ঘটনা শুনান এবং তার যাদুময় ভাষার প্রশংসা করেন। তখন আগতদের প্রত্যেকেই আবূ যায়দ সারূজীর এ ধরনের আরও বহু কাহিনী বর্ণনা করেন। তারা এও জানান যে, এ লোকটি প্রত্যেক মসজিদে এভাবে বেশভূষা পরিবর্তন করে নানা কলা-কৌশলে নিজের গুণ-গরিমা প্রকাশ করে। মজলিসে উপস্থিত সকলেই তার বহুরূপী ভাব ও যাদুময় ভাষার কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা হারীরী প্রথমে মাকামায়ে হারামিয়্যা [বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী, আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেন। তারপর অন্যান্য মাকামাগুলো লিখেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযীর বর্ণনা : ইবনুল জাওযীও পূর্বানুরূপ কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আল্লামা হারীরী সর্বপ্রথমে মাকামায়ে হারামিয়্যা রচনা করে আব্বাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবূ নাস্‌র আনৌশেরাওয়াঁ ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর খেদমতে পেশ করেন। তিনি এটি দেখে আনন্দিত হন এবং এর সাথে এরূপ আরও মাকামা সংযোজন করার পরামর্শ দেন। সেমতে আল্লামা হারীরী এ নিয়মে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

আল্লামা হারীরীর পুত্র আবুল কাসিম আব্দুল্লাহও এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। -[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ. ৬৩]

২. **ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত :** আল্লামা ইবনে খাল্লিকান হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু আমি হিজরি ৬৫৬ সালের কোনো এক মাসে কায়রোতে মাকামাতের একটি কপি দেখছি, যা সম্পূর্ণরূপে হারীরীর নিজ হাতে লেখা। উক্ত কপির উপরে তাঁর হাতে লেখা রয়েছে যে, তিনি এটি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলাহ আবূ আলী আল-হাসান ইবনে আবি'ল-ইয্‌য্ আলী ইবনে সাদাকার উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

এরপর ইবনে খাল্লিকান মন্তব্য করেন যে, উপরিউক্ত বর্ণনাটি যেহেতু হারীরীর নিজ হাতে লেখা তাই এটি যে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। -[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ., ৬৪]

হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনা : হারীরীর মাকামা রচনা সম্পর্কে এরূপ একটি কাহিনীও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রথমে চল্লিশটি মাকামা রচনা করেন এবং সেগুলো নিয়ে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে রাজ-দরবারের লোকেরা মাকামাগুলো দেখে বিস্মিত হন এবং যে কোনো মানুষ যেহেতু সাধারণত এরূপ অলঙ্কার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করতে অক্ষম তাই এ মাকামাগুলো হারীরীর রচিত বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। সুতরাং জনৈক মন্ত্রী [মতান্তরে উপরিউক্ত মন্ত্রী, যার পরামর্শে তিনি মাকামা রচনা করেছিলেন] তাঁকে পরীক্ষা করা ইচ্ছা করেন এবং উপস্থিত দরবারে তদনুরূপ একটি মাকামা রচনা করে দিতে বলেন। আদেশ পালনার্থে হারীরী দোয়াত ও কাগজ নিয়ে দরবারের এক কিনারায় বসে যান। কিন্তু তখন যে কোনো কারণেই হোক; তাঁর সাহিত্য রচনার ভাব জাগ্রত হয় নি এবং তিনি সেখানে নতুন কোনো মাকামা রচনা করে দেখাতে সমর্থ

হন নি। পরে দেশে ফিরে এসে আর ও দশটি মাকামা রচনা করে মোট পঞ্চাশটি মাকামা পূর্ণ করেন। যাঁরা হারীরীর মাকামাত রচনার যোগ্যতাকে অবিশ্বাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি আবুল কাসিম আলী ইবনে আফলাহ [মৃত্যু : ৫৩৫ হি.] অন্যতম। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন–

شَيْخٌ لَنَا مِنْ رَبِيعَةِ الْفَرَسِ   يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ مِنَ الْهَوَسِ
أَنْطَقَهُ اللّٰهُ بِالْمَشَانِ كَمَا   رَمَاهُ وَسَطَ الدِّيوَانِ بِالْخَرَسِ

"রাবী'আতুল ফারাস অর্থাৎ, রাবী'আ ইবনে নিযার-এর বংশোদ্ভূত আমাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি উন্মাদনাবশত নিজের দাড়ি ছিঁড়েন। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাশান [হারীরীর জন্ম স্থান] - এ ভাষা-জ্ঞান দিয়েছেন, যেমনটি তাঁকে রাজ-দরবারের মাঝে বাকরোধ দ্বারা লাঞ্ছিত করেছেন।" [দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২খ., পৃ., ২০৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনে দিময়াতীর বর্ণনা মতে, উপরিউক্ত শ্লোক দু'টি প্রখ্যাত আরবি ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা কবি আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিক্কীনা হারীমী [মৃত্যু : ৫২৮ হি.] কর্তৃক রচিত। তবে সেখানে كَمَا : رَمَاهُ ও وَسَطَ الدِّيوَانِ-এর পরিবর্তে وَقَدْ : أَلْجَمَهُ فِي الْعِرَاقِ রয়েছে। – [দ্র. তারিখে বাগাদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ., ২২১]

পর্যালোচনা : মাকামা রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, হারীরী 'মাকামায়ে হারামিয়্যা' লিখে আব্বাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবূ নাস্‌র আনৌশেরাওয়াঁ ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর সামনে পেশ করলে তিনি তার সাথে আরও মাকামা রচনা করে সংযোজন করার পরামর্শ দেন।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ৬৫৬ হিজরিতে কায়রোতে হারীরীর নিজ হাতে লিখিত একটি কপি দেখেছেন। তার উপর লেখা রয়েছে যে, গ্রন্থটি তিনি আব্বাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদৌলাহ আবূ আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয্‌য্ আলী ইবনে সাদাকার উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। কিন্তু এ দু'টি বর্ণনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর কোনটিই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। কেননা, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল হল, ৪৯৫ হিজরি থেকে ৫০৪ হিজরি পর্যন্ত। আর আব্বা খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ৫১২ হিজরিতে খলীফা হয়েছেন এবং ৫১৩ হিজরিতে জালালুদ্দীন আমীদুদৌলাহ আবূ আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয্‌য্ আলী ইবনে সাদাকা [মৃত্যু : ৫২২ হি.]-কে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং ৫১৬ হিজরিতে তাকে মন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তারপর ৫১৭ হিজরিতে পুনরায় তাঁকে মন্ত্রিত্ব দান করেন এবং মৃত্যু [৫২২ হি.] পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিত্বে বহাল থাকেন।

–[দ্র. আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ২ খ., পৃ. ২০২, শিরো. ইবনে সাদাকা, আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা]

অপরদিকে হারীরীর জীবনী সংকলক সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, হারীরী ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল সঠিক হলে উক্ত আব্বাসীয় খলীফার মন্ত্রী আল-হাসান ইবনে আলীর মন্ত্রিত্বের সময়ের সাথে মিলে না। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব লাভের পর ৫১৩ হিজরির পরে মাকামা রচনা শুরু করেছেন তবে তাও বিভিন্ন কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। প্রথমত এর সপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, দ্বিতীয়ত সত্তর বছরের কাছাকাছি বয়সের বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন বছরের স্বল্প সময়ে মাকামাতের ন্যায় একটি বিস্ময়কর সাহিত্যালঙ্কার সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব না হলেও, দুষ্কর কি না তা ভেবে দেখার বিষয়। তৃতীয়ত হারীরীর জীবনীতে বলা হয়েছে যে, মাকামাত রচনার পর হারীরীর সাহিত্য-প্রতিভার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বহু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর নিকট মাকামাত পড়তে ভিড় জমায়। এ কারণে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিজ হাতে মাকামাতের কপি করে ৭০০ [সাতশ'] কপির মতো বিতরণ করতে হয়েছে এবং সে কপিগুলো তার সামনে পঠিতও হয়েছে। প্রশ্ন হয় যে, মাত্র তিন বছরের মতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কখন মাকামা রচনা করলেন, কখন তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কখন নিজ হাতে ৭০০ কপি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন? বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ ভাগে এসে তার পক্ষে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেওয়া কেবল দুষ্করই নয়, অসম্ভবই বলতে হয়।

তা ছাড়া প্রথম বর্ণনায় উল্লিখিত মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবূ নাস্‌র আনৌশেরাওয়াঁ ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানী সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ তাঁকে ৫২১ হিজরিতে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। প্রায় দশ মাসের মতো মন্ত্রিত্ব করার পর তিনি স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ৫২৬ হিজরিতে খলীফা তাঁকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং ৫২৮ হিজরিতে তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। –[দ্র. ইবনু'ল আসীর, আল-কামিল, ৮ খ., পৃ. ৩৩৮, ৩৪৪]

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সুতরাং এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার মন্ত্রিত্ব লাভের অনেক পূর্বেই হারীরী ইনতিকাল করেন। কাজেই উক্ত দ্বি বর্ণনার কোনটি আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়।

৩. মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তৃতীয় অভিমতটি হলো এই যে, মাকামাতে হারীরীর টীকাকার কারও কারও অভিমত স্বরূপ তৎকালীন বসরার শাসনকর্তার কথাও উল্লেখ করেছেন। অসম্ভব কিছু নয়, হয়তো আল্লামা হারীরী "যাঁর ইঙ্গিত নির্দেশের সমতুল্য ও যাঁর আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ" বলে তখনকার বসরার শাসনকর্তাকেও বুঝাতে পারেন।

প্রথম বর্ণনার স্বপক্ষে হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর এটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়; কিন্তু তা সনদহীন। সুতরাং উপরিউক্ত সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের মোকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া স্বয়ং হারীরীও মাকমাতের ভূমিকায় মাকামাহ রচনার প্রেক্ষপট বর্ণনা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেন নি। তারীখে বাগদাদের পরিশিষ্টেও হারীরীর জীবনী আলোচনা করতে যেয়ে মাকামাত রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হারীরীর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন বাদশার জনৈক মন্ত্রীসহ কতিপয় জ্ঞানী-গুণী তাঁর প্রথম রচিত মাকামায়ে হারামিয়্যা [আটচল্লিশতম মাকামা] দেখে তদনুরূপ আরও মাকামা রচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। আর এটা জানা কথা যে, ইতঃপূর্বে মাকামাতের যে রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে সেই সময়টি ছিল আব্বাসী খলীফা মুসতাজহির বিল্লাহর শাসনামল। তিনি ৪৮৭ হিজরি থেকে ৫১২ পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেন। অতএব উক্ত বর্ণনা থেকে এটা সহজে অনুমিত হয় যে, খলীফা মুসতাজহির বিল্লাহর কোনো মন্ত্রী আল্লামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার আল্লামা আবুল আব্বাস শারীশী এ সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন, যা ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি তাঁর রচিত মাকামাতের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, "তবে আমার মতে, শায়খ আবূ বকর ইবনে আযহারের সূত্রে বর্ণিত ফকীহ আবুল কাসিম ইবনে জাহ্ওয়ার এর অভিমতটিই সঠিক। ... ইবনে জাহ্ওয়ার বলতেন, আল্লামা হারীরীর فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُكْمٌ এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য খলীফা মুসতাজহির বিল্লাহ আব্বাসী। ... খলীফা মুসতাজহির বিল্লাহ যখন তাঁকে মাকামা লেখার নির্দেশ দেন তখন তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল দিজলা ও ফোরাতের তীরে হাঁটতেন এবং সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ও জলরাশি অবলোকন করে মনকে সতেজ ও সজীব করে তুলতেন। ... এভাবে তিনি একশটি মাকামা রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তা থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি মাকামা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেন এবং কিতাবের একটি ভূমিকা লিখে তা খলীফার নিকট নিয়ে যান। যার ফলে তিনি খলীফার নিকট বেশ উঁচু মর্যাদা লাভ করেন।
–[শারহুল মাকামাত, ১ খ., পৃ. ২৭-২৮]

দ্বিতীয় বর্ণনা হিসাবে ইবনে খাল্লিকানের যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে তাও উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তা ছাড়া হারীরীর ইনতিকালের ১৪০ বছর পরে কায়রোতে প্রাপ্ত কপিটির বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত হওয়ারও অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। আর যদি তা সত্য বলে ধরে নেওয়াও হয় তবে অবশ্যই বলতে হবে যে, আবূ আলী আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী হওয়ার পূর্বেই অন্য কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আল্লামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পরে যেহেতু তিনি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী হয়েছিলেন তাই তাঁকে খলীফার মন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপবাদ : ইয়াকূত হামাবী বলেন, কোনো কোনো নিন্দুক এ অপবাদ দিয়েছে যে, মাকামাত আল্লামা হারীরীর রচনা নয়। কেননা মাকামাতের ভাষা ও সাহিত্যালঙ্কার তাঁর অন্যান্য রচনাবলির সাথে সামঞ্জস্যহীন। এটি অন্য এক ব্যক্তির রচনা। লোকটি তাঁর বাড়িতে মেহমান ছিলেন এবং সে অবস্থায় লোকটি ইনতিকাল করেন। হারীরী সেই মৃত ব্যক্তির কিতাবটি নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, আরবরা একটি যাত্রীদলকে আটক করেছিলেন। সেই যাত্রীদলের আসবাব পত্রের মধ্যে একটি থলিও ছিল। থলিটি আরবের লোকেরা বসরার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। সেই থলিতে এই মাকামাত কিতাবখানি ছিল। হারীরী মাকামাতসহ সেই থলিটি ক্রয় করে দাবি করলেন যে, এ মাকামাত তাঁর রচনা। –[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯]

কিন্তু উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির সামনে এসব বর্ণনা একেবারেই নিরর্থক।

মাকামাতে হারীরীর রেওয়ায়াত : মাকামা সাহিত্য একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ঘটনা যার দ্বারা সংঘটিত হয় তাকে গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের পরিভাষায় আরবিতে اَلْبَطَلُ এবং বাংলায় চরিত্র বা নায়ক বলা হয়। যেমন : মাকামাতে হারীরীতে আবূ যায়দ সারুজী ও মাকামাতে বাদী'তে আবুল ফাত্হ ইসকানদারী। এরূপ নায়কের সাথে অপর এক

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ব্যক্তির গভীর সম্পর্ক ও নিবিড় পরিচয় থাকে, যে উক্ত নায়কের প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেক মজলিসে তার কথা শুনে এবং আকস্মিকভাবে তার প্রতিটি রহস্যস্থলে হাজির হয়। অতঃপর তার ভালো-মন্দ যাই জানুক, জনসমক্ষে তা বর্ণনা করে। এরূপ ব্যক্তিকে রাবী [বর্ণনাকারী] বলা হয়। যেমন : মাকামাতে বাদী'তে ঈসা ইবনে হিশাম ও মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্মাম।

মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্মামকে রাবী অর্থাৎ গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লামা হারীরী এর দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছেন এবং তাঁর আবাসস্থল বসরার প্রতি নিসবত করে হারিস ইবনে হাম্মামকে বসরার অধিবাসী হিসাবে পেশ করেছেন। হারীরী তাঁর গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার তথা নিজের ছদ্মনাম হিসাবে এ দু'টি নাম চয়ন করার কারণ এই যে, এ দু'টি নামকে এক হাদীসে সত্যতম নাম বলা হয়েছে। হাদীসটি এই :

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ، بَابٌ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ ٢ : ٦٧٤، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٤٩٤٠، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ٤ : ٣٤٥، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ١٨٥٥٣)

"হযরত আবূ ওয়াহাব জুশামী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের নামে নামকরণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান, সত্যতম নাম হচ্ছে হারিস ও হাম্মাম এবং নিকৃষ্টতম নাম হচ্ছে হারব ও মুররা। [আবূ দাউদ, আহমদ]

হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, حَارِثٌ মানে উপার্জনকারী, অন্বেষণকারী এবং هَمَّامٌ মানে প্রত্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণকারী। যেহেতু সকল মানুষ নিজের স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনে এবং উদ্দিষ্ট বিষয়ের অন্বেষণে ব্রতী হয় এবং সকলে নিজ নিজ কর্মে প্রত্যয়ী ও সংকল্পবদ্ধ হয় তাই এ দু'টি নামকে সত্যতম নাম বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী হিসেবে আরেকটি বাক্য পেশ করা হয়ে থাকে। তা হলো, كُلُّكُمْ حَارِثٌ وَكُلُّكُمْ هَمَّامٌ "তোমাদের প্রত্যেকেই উপার্জনকারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যয়ী।" এই বাণীটি যেহেতু উপরিউক্ত শব্দে সনদ সহকারে কোনো হাদীসের কিতাব সংকলিত হয় নি, তাই হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. [মৃত্যু : ৭৭৪ হি.] এটিকে দলিল স্বরূপ পেশ না করে পূর্বোক্ত হাদীসটি পেশ করেছেন। – [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

আবূ যায়দ সারূজীর পরিচয় :

মাকামাতে হারীরীতে ঘটনার নায়ক হিসাবে আবূ যায়দ সারূজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১. প্রথম অভিমত এই যে, আবূ যায়দ সারূজী নামক এক অভাবী ব্যক্তি বসরার বনূ হারাম মসজিদে উপস্থিত লোকজনের সামনে মিষ্টি-মধুর ভাষায় তার অভাব-অনটনের কথা উপস্থাপন করে এবং তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তার বক্তৃতা শুনে মসজিদে উপস্থিত লোকজন অত্যন্ত মুগ্ধ হন। আল্লামা হারীরী যেহেতু তাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে মাকামায়ে হারামিয়্যা [আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেন, তাই তিনি সেই নামটিকেই মাকামাতের অন্য সকল গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে গ্রহণ করেন। –[তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২২০; তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪ খ., পৃ. ৬৩]

২. দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আবূ যায়দ সারূজীর মূল নাম মুতাহ্হার ইবনে সাল্লার [মতান্তরে সাল্লাম] আবূ যায়দ সারূজী তাঁর উপনাম। তিনি হারীরীর ছাত্র ছিলেন। হারীরী তাঁর ছাত্রের নামটিকেই মাকামা গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে ব্যবহার করেন। আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মানদায়ী আল-ওয়াসিতী বলেন, তিনি [মুতাহ্হার ইবনে সাল্লার] ৫৩৮ হিজরিতে যখন ওয়াসিত নগরীতে আমাদের নিকট আসেন তখন আমি তাঁর নিকট হারীরী-রচিত মুলহাতুল ই'রাব [পদ্যে রচিত ইলমে নাহ্ব-এর গ্রন্থ] পাঠ করি। এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে যান এবং সেখানে তিনি কিছুকাল পর [৫৪০ হিজরির কাছাকাছি কোন সময়] ইনতিকাল করেন।

–[দ্র. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো আল-মুতাহহার ইবনে সাল্লার, আবূ যায়দ সারূজী।]

৩. তৃতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামা গল্পগুলোর নায়ক হিসাবে যে আবূ যায়দ সারূজীকে উপস্থাপিত করেছেন তার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি তাঁর গল্পের কাল্পনিক চরিত্র মাত্র।

–[ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, মাকামাতে হারীরীর মূল কাহিনী-চরিত্র আবূ যায়দ সারূজী। তার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণনাকারী হারিস ইবনে হাম্মাম। আল্লামা হারীরীর গল্পের বর্ণনা মতে, আবূ যায়দ সারূজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের প্রথম পরিচয় হয় ইয়ামানের রাজধানী সান'আয়। সেখানে হারিস ইবনে হাম্মাম আবূ যায়দকে একটি মজলিসে বক্তৃতা করতে দেখেন। এরপর একের পর এক বহু মজলিসে আবূ যায়দের সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের সাক্ষাৎ ঘটে। সব জায়গায় আবূ যায়দের আচার-আচরণগুলো চাতুর্যমুলক। তিনি সাহিত্যের সকল প্রকার কলাকৌশল সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাহিত্য-পণ্ডিত। প্রায় তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শেষ মাকামায় এসে আবূ যায়েদ সারূজীর আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি নিজের চাতুর্যমুলক কার্যকলাপ থেকে তওবা করেন এবং অতীতের অসত্য কথাবার্তার জন্য লজ্জিত ও অশ্রুসিক্ত হন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করে বলেন :

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ ذُنُوْبٍ أَفْرَطْتُ فِيْهِنَّ وَاعْتَدَيْتُ
كَمْ خُضْتُ بَحْرَ الضَّلَالِ جَهْلًا وَرُحْتُ فِي الْغَيِّ وَاغْتَدَيْتُ
وَكَمْ أَطَعْتُ الْهَوٰى اِغْتِرَارًا وَاخْتَلْتُ وَاغْتَلْتُ وَافْتَرَيْتُ
وَكَمْ خَلَعْتُ الْعِذَارَ رَكْضًا إِلَى الْمَعَاصِيْ وَمَا وَنَيْتُ
وَكَمْ تَنَاهَيْتُ فِي التَّخَطِّيْ إِلَى الْخَطَايَا وَمَا انْتَهَيْتُ
فَلَيْتَنِيْ كُنْتُ قَبْلَ هٰذَا نَسْيًا وَلَمْ أَجْنِ مَا جَنَيْتُ
فَالْمَوْتُ لِلْمُجْرِمِيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْمَسَاعِي الَّتِيْ سَعَيْتُ
يَا رَبِّ عَفْوًا فَأَنْتَ أَهْلٌ لِلْعَفْوِ عَنِّيْ وَإِنْ عَصَيْتُ

অনুবাদ :

১. আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন সব গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেগুলোর ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং সীমালঙ্ঘন করেছি।

২. বহুকাল যাবৎ মূর্খতাবশত ভ্রষ্টতার সমুদ্রে ডুব দিয়ে রয়েছি এবং এবং সকাল-সন্ধ্যা গোমরাহীর মধ্যে অতিবাহিত করেছি।

৩. বহুদিন ধোঁকায় পড়ে মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছি, দম্ভ-অহঙ্কার করেছি, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার খর্ব করেছি, অন্যের উপর অপবাদ দিয়েছি।

৪. বহুকাল যাবৎ মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণে গুনাহ-খাতার প্রতি ধাবিত রয়েছি এবং এ থেকে পিছপা হইনি।

৫. বহুদিন অন্যায়-অপরাধের পথে পদচারণায় চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছি, অথচ তা থেকে বিরত হইনি।

৬. আহা! আমি যদি এসব অপরাধকর্ম করার পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম এবং আমি যে সব অপরাধ করেছি তা না করতাম।

৭. সুতরাং আমি যেসব কর্মকাণ্ডের প্রতি ধাবিত হয়েছি তার চেয়ে মৃত্যুই অপরাধীদের জন্য শ্রেয়।

৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করুন। কেননা আপনি আমার অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করার অধিকারী, যদিও আমি পাপাচার করেছি।

এরপর হারিস ইবনে হাম্মাম যখন জানতে পারলেন যে, আবূ যায়দ সারূজী তাঁর পূর্বের অসমীচীন কর্মকাণ্ড থেকে তওবা করেছেন এবং বাস্তবিক পক্ষে তিনি দুনিয়া-বিমুখতা ও আল্লাহভীরুতার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখন তাকে দেখার জন্য হারিস ইবনে হাম্মাম সারূজ সফর করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, আবূ যায়দ প্রকৃত পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। তাঁর কপালে সিজদার দাগ বিকশিত হয়ে আছে। তিনি সদাসর্বদা সম্পূর্ণরূপে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর নিজের অতীত জীবন বিনষ্ট হওয়ার প্রতি আক্ষেপ করে এমন কিছু বয়াত গুণগুণ করে পড়তে থাকেন, যা শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রু ভারাক্রান্ত হন। সেই চেতনাসঞ্জীবনী বয়াতগুলোর কয়েকটি শ্লোক এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١. خَلِّ ادِّكَارَ الْأَرْبُعِ
وَالظَّاعِنِ الْمُوَدِّعِ
وَالْمَعْهَدِ الْمُرْتَبَعِ
وَعُدْ عَنْهُ وَدَعِ

٢. وَانْدُبْ زَمَانًا سَلَفَا
وَلَمْ تَزَلْ مُعْتَكِفًا
سَوَّدْتَ فِيْهِ الصُّحُفَا
عَلَى الْقَبِيْحِ الشَّنِعِ

٣. كَمْ لَيْلَةٍ أَوْدَعْتَهَا
لِشَهْوَةٍ أَطَعْتَهَا
مَآثِمًا أَبْدَعْتَهَا
فِيْ مَرْقَدٍ وَمَضْجَعِ

٤. وَكَمْ خُطًى حَثَثْتَهَا
وَتَوْبَةٍ نَكَثْتَهَا
فِيْ خِزْيَةٍ أَحْدَثْتَهَا
لِمَلْعَبٍ وَمَرْتَعِ

٥. وَكَمْ تَجَرَّأْتَ عَلٰى
وَلَمْ تُرَاقِبْهُ وَلَا
رَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلٰى
صَدَقْتَ فِيْمَا تَدَّعِيْ

....

٦. فَالْبَسْ شِعَارَ النَّدَمِ
قَبْلَ زَوَالِ الْقَدَمِ
وَاسْكُبْ شَآبِيْبَ الدَّمِ
وَقَبْلَ سُوْءِ الْمَصْرَعِ

٧. وَاخْضَعْ خُضُوْعَ الْمُعْتَرِفْ
وَاعْصِ هَوَاكَ وَانْحَرِفْ
وَلُذْ مَلَاذَ الْمُقْتَرِفْ
عَنْهُ انْحِرَافَ الْمُقْلِعِ

٨. إِلَامَ تَسْهُوْ وَتَنِيْ
فِيْمَا يَضُرُّ الْمُقْتَنِيْ
وَمُعْظَمُ الْعُمْرِ فَنِيْ
وَلَسْتَ بِالْمُرْتَدِعِ

٩. أَمَا تَرَى الشَّيْبَ وَخَطْ
وَمَنْ يَلُحْ وَخْطُ الشَّمَطْ
وَخَطَّ فِي الرَّأْسِ خِطَطً
بِفَوْدِهٖ فَقَدْ نُعِيْ

١٠. وَيْحَكِ يَا نَفْسُ احْرِصِيْ
وَطَاوِعِيْ وَأَخْلِصِيْ
عَلَى ارْتِيَادِ الْمُخْلَصِ
وَاسْتَمِعِي النُّصْحَ وَعِيْ

١١. وَاعْتَبِرِيْ بِمَنْ مَضٰى
وَاخْشَيْ مُفَاجَاةَ الْقَضَا
مِنَ الْقُرُوْنِ وَانْقَضٰى
وَحَاذِرِيْ أَنْ تُخْدَعِيْ

....

١٢. يَا مَنْ عَلَيْهِ الْمُتَّكَلْ
لَمَّا اجْتَرَحْتُ مِنْ زَلَلْ
قَدْ زَادَ مَا بِيْ مِنْ وَجَلْ
فِيْ عُمْرِيَ الْمُضَيَّعِ

١٣. فَاغْفِرْ لِعَبْدٍ مُجْتَرِمْ
فَأَنْتَ أَوْلٰى مَنْ رَحِمْ
وَارْحَمْ بُكَاهُ الْمُنْسَجِمْ
وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ دُعِيْ

অনুবাদ :

১. তুমি বাড়ি-ঘর ও বসন্তকালের আবাসস্থল এবং বিদায়ী সম্ভাষণ জ্ঞাপনকারী সফর উদ্যোগী বন্ধুর স্মৃতিচারণ পরিত্যাগ কর। আর তার আলোচনা থেকে দূরে থাক এবং তা ছেড়ে দাও।

২. অতীতে হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য অশ্রু বিসর্জন দাও, যে সময়গুলোতে তুমি নিজের আমলনামাসমূহকে কালিমালিপ্ত করেছ। আর তুমি মন্দ ও নিন্দনীয় কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত রয়েছ।

৩. বহু রাত এমন কেটেছে, যে রাতগুলোতে তুমি পাপকর্মের যোগান দিয়েছ, যে পাপকর্মগুলোকে তুমি নিজেই নতুন করে উদ্ভাবন করেছ। তুমি শয্যা ও বিশ্রামের জায়গায় মনের কামনার আনুগত্য করেছ।

৪. তুমি এমন লাঞ্ছনাকর ক্ষেত্রে বহু কদম ফেলেছ, যা তুমিই উদ্ভাবন করেছ। আর খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের বশীভূত হয়ে তুমি বহুবার তওবা ভঙ্গ করেছ।

৫. তুমি বহুবার উর্ধ্ব আকাশের মালিক আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহস দেখিয়েছ। আর তুমি তাকে ভয় করনি এবং তুমি যা দাবি কর তাতে তুমি সত্যবাদী হওনি।

৬. সুতরাং তুমি লজ্জার পোশাক পরিধান কর এবং তোমার পা বিচ্যুত হওয়ার পূর্বে এবং অশুভ পতন তথা মৃত্যুর পূর্বে তুমি রুধিরাশ্রু বিসর্জন দাও।

৭. আর তুমি অপরাধ স্বীকারকারীর মতো বিনত হও এবং পাপাচারীর আশ্রয় গ্রহণ করার মতো আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তোমার রিপুর কামনার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং নির্দোষ ব্যক্তির মতো তুমি এ থেকে ফিরে থাক।

৮. তুমি কতদিন যাবৎ ভুল করবে এবং আরাধ্য কর্মে দুর্বলতা ও অলসতার শিকার হবে। অথচ জীবনের অধিকাংশ সময় সাফল্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তুমি বিরত হচ্ছ না।

৯. তুমি দেখছ না, চুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং মাথায় রেখাপথ অঙ্কিত হয়েছে। আর যার মাথার চূর্ণকুন্তলে সাদা-কালো চুলের সংমিশ্রণ ঘটেছে সে [যেন] মৃত্যুবরণ করেছে।

১০. আহা, হে মন, তুমি নিষ্কৃতির পন্থা খুঁজতে আগ্রহী হও। তুমি আনুগত্য কর এবং নিজেকে নিখাদ কর, তুমি উপদেশ শোন এবং তা আত্মস্থ কর।

১১. যারা অতীত যুগে অতিবাহিত হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের [জীবন] থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। আকস্মিক মৃত্যুকে ভয়কর এবং তুমি প্রতারিত হওয়ার প্রতি সতর্ক থাক।

১২. হে আশ্রয়স্থল সত্তা, আমার বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অতীত জীবনে আমার যে সকল পদস্খলন প্রকাশ পেয়েছে তজ্জন্য আমার ভয় ও আশঙ্কা বেড়ে গেছে।

১৩. সুতরাং নগণ্য গুনাহগার বান্দাকে তুমি ক্ষমা করে দাও এবং তার বিগলিত অশ্রুপূর্ণ কান্নার প্রতি দয়া কর। কেননা তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াশীল, আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রার্থিত সত্তা, যাঁকে ডাকা হয়েছে।

আবূ যায়দ সারূজীর এ আবেগপূর্ণ শ্লোকগুলো শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তারপর আবূ যায়দের পেছনে ইকতেদা করে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে আবূ যায়দের দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে উপদেশের জন্য অনুরোধ করেন। আবূ যায়দ তাঁর জবাবে বলেন, إِجْعَلِ الْمَوْتَ نَصْبَ عَيْنِكَ মৃত্যুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।" তারপর বললেন, وَهٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ "আর এটা আমার ও আপনার মধ্যকার সম্পর্কের বিচ্ছেদ।"

হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন–

فَوَدَّعْتُهُ وَعَبَرَاتِي يَتَحَدَّرْنَ مِنَ الْمَاقِي، وَزَفَرَاتِي يَتَصَعَّدْنَ مِنَ التَّرَاقِي، وَكَانَتْ هٰذِهٖ خَاتِمَةَ التَّلَاقِي.

"অতঃপর আমি যখন তাঁকে বিদায় জানালাম তখন আমার অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে এবং বক্ষ থেকে উষ্ণ শ্বাস উঠছে। এ ছিল আমাদে শেষ সাক্ষাৎ।"

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী : আল্লামা ইয়াকূত হামাবী বলেন, আরবি সাহিত্যের জগতে মাকামাতে হারীরী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা অন্য কোনো সাহিত্য গ্রন্থ লাভ করতে পারে নি। কেননা এতে প্রকৃত উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও অলঙ্কারের সমন্বয় ঘটেছে। এর শব্দ ভাণ্ডারের পরিব্যপ্তি বিশাল। সাহিত্যালঙ্কারের বেয়াড়া নীতিমালাগুলো ছিল তাঁর আওতাধীন। ...... যেন শব্দ, ভাষা ও অলঙ্কারের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা শব্দ চয়ন করেন ও তার বিন্যাস করেন।" –[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নিকলসন বলেন, মাকামাতে হারীরী বসরাবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক অনুপম নিদর্শন।

মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার প্রখ্যাত নাহ্‌ববিদ আবুল ফাত্‌হ নাসির ইবনে আব্দুস-সায়্যিদ আল-মুতাররিযী [মৃত্যু : ৬১০ হি.] বলেন,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِنِّيْ لَمْ أَرَنِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَدَبِ، وَلَا فِيْ تَصَانِيْفِ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ، كِتَابًا أَحْسَنَ تَالِيْفًا، وَأَعْجَبَ تَصْنِيْفًا، وَأَغْرَبَ تَرْصِيْفًا، وَأَشْمَلَ لِلْعَجَائِبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَجْمَعَ لِلْغَرَائِبِ الْأَدَبِيَّةِ، مِنَ الْمَقَامَاتِ الَّتِيْ أَنْشَأَهَا الْحَرِيْرِيُّ إِنْشَاءً، فَاخِرٌ وَكِتَابٌ بَاهِرٌ ، وَتَصْنِيْفٌ عَجِيْبٌ مُعْجِزٌ، نِعْمَ كِتَابٌ بَدِيْعٌ، لَهُ قَدْرٌ رَفِيْعٌ، قَدْتَمَّتْ حَسَنَاتُهُ، وَدَلَّتْ عَلَى الْإِعْجَازِ آيَاتُهُ". (كَشْفُ الظُّنُوْنِ ، ج ٢ ، ص ١٧٨٩)

"আরবি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং আরব ও অনারবদের রচনাবলির ভাণ্ডারে হারীরী রচিত মাকামাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট, বিমুগ্ধকর ও অতিশয় সুবিন্যাস্ত গ্রন্থ এবং আরবি ভাষার বিস্ময়কর বিষয়াদি ও আরবি সাহিত্যের দুর্লভ রত্নমালায় সমৃদ্ধ কোনো রচনা আমি দেখিনি। মাকামা একটি গৌরবজনক সৃষ্টি, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও এক অনুপম বিস্ময়কর রচনা। একটি এমন এক অভিনব গ্রন্থ যার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, তার সমূহ সৌন্দর্য পূর্ণতা পেয়েছে এবং তার নিদর্শনসমূহ তার অনুপমত্বের স্বাক্ষর বহন করে।" -[কাশফুজ জুনূন, ২খ., পৃ. ১৭৮৯]

ড. যকী মুবারক [মৃত্যু : ১৩৭১ হি.] তাঁর اَلنَّثْرُ الْفَنِّيُّ فِى الْقَرْنِ الرَّابِعِ গ্রন্থে লেখেন, যারা মাকামা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত, তারা যখন মাকামা সাহিত্যের অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন তখন তাদেরকে আমরা হারীরীর শিষ্য ও অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। অনেকেই হারীরীর ন্যায় শাব্দিক অলঙ্কারের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কম সংখ্যকই হারীরীর স্বভাবজাত সৃজনশীলতাকে রপ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

আল্লামা যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.] হারীরী ও তাঁর মাকামাত সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন :

أُقْسِمُ بِاللّٰهِ وَ أٰيَاتِهِ ۝ وَ مَشْعَرِ الْحَجِّ وَ مِيْقَاتِهِ
إِنَّ الْحَرِيْرِيَّ حَرِيٌّ بِأَنْ ۝ تَكْتُبَ بِالتِّبْرِ مَقَامَاتِهِ
مُعْجِزَةٌ تُعْجِزُ كُلَّ الْوَرٰى ۝ وَلَوْ سَرَوْا فِيْ ضَوْءِ مِشْكَاتِهِ

"আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলি, হজের স্থান ও তার মীকাতের কসম করে বলছি, নিশ্চয় হারীরী এ সম্মানের উপযুক্ত যে, তুমি তাঁর মাকামাত সোনার অক্ষরে লিখে রাখবে। মাকামা একটি অলৌকিক নিদর্শন, যা সমগ্র সৃষ্টিকুলকে [এ রূপ অবদান উপস্থাপনে] অক্ষম করে দেয়; যদিও তারা তাঁর প্রদীপদানের আলোতে চলে না কেন।"

মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আলী ওরফে ইবনে যাফার আল-মক্কী (মৃত্যু : ৫৯৮ হি.) বলেন :

كِتَابُ مَقَامَاتِ الْحَرِيْرِيِّ اٰيَةٌ ۝ وَصَاحِبُهُ أَبْدٰى بِهٖ كُلَّ مُعْجِزٍ
وَأَوْضَحَ بُرْهَانَ الْاَئِمَّةِ نَاضِرًا ۝ غَوَامِضُهُ أَعْجَبُ بِهٖ مِنْ مُبْرَزٍ
فَلَيْسَ عَلٰى مِنْوَالِهٖ نَسْجُ نَاسِجٍ ۝ وَنَاهِيْكَ مِنْ سِحْرٍ حَلَالٍ مُجَوَّزٍ
أَرَاهُ حَرِيْرًا وَالْحَرِيْرِيُّ حَاكَهُ ۝ وَطَرَّزَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُطَرِّزِي

"হারীরী-রচিত মাকামাত গ্রন্থখানি একটি নিদর্শন। এ গ্রন্থটি দ্বারা লেখক তার পূর্ণ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভাষাবিদ ইমামগণের দলিল-প্রমাণ প্রোজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করেছেন। মাকামাতের গূঢ় রহস্যগুলো তার প্রকাশ্য বিষয়ের চেয়ে বেশি বিমুগ্ধকর। কোনো বয়নকারী [সাহিত্য-রচয়িতা কোন সাহিত্য-রচনা] হুবহু এ আঙ্গিকে বয়ন করতে পারে নি। বৈধ ও অনুমোদিত যাদু স্বরূপ তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আমি মনে করি, মাকামাত গ্রন্থখানি যেন রেশমের কাপড়। আর আল্লামা হারীরী, তা বয়ন করেছেন। আর তার উপরে শায়খ ইমাম মুতাররিযী অলঙ্কারের কারুকার্য খচিত করেছেন।"

মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা :

ইমাম আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদ্দিস আল-লুগাবী ওরফে ইবনুল খাশশাব [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] মাকামাতে হারীরীতে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগ্ধারা প্রয়োগের উপর আপত্তি উত্থাপন করে একখানি স্বতন্ত্র রিসালা প্রণয়ন করেন। তাঁর নাম : نَقْدُ الْمَقَامَاتِ الْحَرِيْرِيَّةِ

এর জবাবে ইমাম আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ওয়াহশ বাররী ইবনে আব্দুল জাব্বার আল-মাকদিসী ছুম্মাল মিসরী আন-নাহ্‌বী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.] হারীরীর পক্ষ সমর্থন করে আর একটি রিসালা প্রণয়ন করেন। রিসালাটির নাম : اَلرَّدُّ عَلَى ابْنِ الْخَشَّابِ

তারপর উভয়ের পক্ষ বিপক্ষ অবলম্বনের বিষয়ে ফয়সালামূলক একটি রিসালা প্রণয়ন করেন মাকামাতের অপর এক ভাষ্যকার মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। তাঁর রচিত এ রিসালাটির নাম : اِنْتِصَافٌ بَيْنَ ابْنِ بَرِّيْ وَابْنِ الْخَشَّابِ فِيْ كَلَامِهِمَا عَلَى الْمَقَامَاتِ لِلْحَرِيْرِيِّ

হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় অপর একটি মাকামাত গ্রন্থ রচয়িতা আলী ইবনে বাস্‌সাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দালুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.] তাঁর মাকামায় বলেন,

إِنَّ الْحَرِيْرِيَّ أَوْرَدَ اللُّغَاتِ الْوَعْرَةَ وَأَظْهَرَ الْمَعَانِي الْعَسِرَةَ وَإِنَّهُ وَضَعَ كَرِيْمَ الطَّرِيْقَيْنِ لَا بِكَثِيْرٍ يُمِلُّ وَلَا بِوَجِيْزٍ يَقِلُّ ـ

"হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ্য শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেন নি।" -[কাশফুজ জুনূন ২খ., পৃ. ১৭৮৪]

বলাবাহুল্য যে, ইবনে বাস্‌সামের এ মন্তব্য সমাদৃত হয়নি এবং তাঁর মাকামাত গ্রন্থটিও কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, যারা মাকামা সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের কারও গ্রন্থই হারীরীর মাকামাতের শত ভাগের এক ভাগও আরবি সাহিত্যের আসরে মর্যাদা পায়নি।

আধুনিককালের পাশ্চাত্য লেখক-সাহিত্যিকগণ হারীরীর মাকামা সাহিত্যকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেন। তারা মাকামাতের কাহিনী সংক্ষিপ্ততা ও কাহিনীগুলোর সারবস্তুর অভিন্নতা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারা আরও বলেন, লেখক মাকামাগুলোতে প্রাচীন পাশ্চাত্য ও গ্রীক লেখকদের অনুরূপ কাহিনীমালার রূপায়ন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি কেবল শব্দের সৌন্দর্য ও গাঁথুনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের আরব সাহিত্যিকগণ বলেন, তাঁর মাকামাগুলো প্রায় একই ভাবনাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খায়। এর বাইরে যায় না। তা ছাড়া এসব কাহিনীর রচনা ও বর্ণনায় যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে তা সেই বেদুইনী স্বভাবের সাথে খাপ খায় না, যার গাল্পিক চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। -[যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৭]

শায়খ আবুল হাসান আলী নদবী [মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ.] বলেন, "তারপর আল্লামা হারীরী এলেন এবং এক নেশাকর ও অনুপ্রাসময় লেখ্য পদ্ধতিতে মাকামাত রচনা করলেন। লোকেরা তাঁর গ্রন্থখানি গ্রহণ করে নিল। এর পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এর রচনাশৈলীর অনুকরণ-অনুসরণ ও একে আত্মস্থ করার কাজে মুসলিম বিশ্ব বুঁদ হয়ে পড়ল। সাহিত্য ও গবেষণার শিক্ষালয়গুলোতে এর চর্চা প্রসারিত হলো। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষের মেধা ও লেখনীর উপর একটি সাহিত্যগ্রন্থ তার প্রভাব বিস্তার করে থাকল। তবে এটা গ্রন্থখানির সাহিত্যগুণে নয়; বরং এজন্য যে, গ্রন্থখানি তখনকার মানুষের কামনা মাফিক হয়েছিল এবং মুসলিম বিশ্বের সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব ও স্থবিরতার যুগে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল!

-[মুখতারাত মিন আদাবিল আরাব ১খ., পৃ. ১৩ ভূমিকা]

স্মর্তব্য যে, বর্তমানকালের স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের সরল দেহে যদিও স্বভাবগতিহীন দুর্বোধ্য ও বিরস শব্দমালার বিন্যস্ত কণ্ঠহার এবং কৌশলী হতে বোনা অনুপ্রাসময় গদ্যের বাহারী আলখেল্লা কিছুটা বেমানান বা সেকেলে ধাঁচের মনে হয়, তবুও এটা শব্দ ও অলঙ্কারের অবাধ্য অশ্বগুলোকে চাবুক ছাড়াই বসে আনার উৎকৃষ্ট উপায় বটে। তাই এটি যুগে যুগে সমাদৃত হয়েছে এবং এর আবেদন অক্ষুণ্ন রয়েছে।

মাকামাতে হারীরীর দরস : আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ ও ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান লেখেন যে, আল্লামা হারীরী নিজ হাতেই মাকামাতের সাত শ' কপি লিখেছিলেন। এ সব কপিই তাঁর সামনে পঠিত হয়েছিল। এতে অনুমিত হয় যে, কত সাহিত্যরসিক তাঁর কাছে এ মাকামাত পড়েছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেখকের তিন পুত্র ১. নাজমুদ্দীন আব্দুল্লাহ, ২. যিয়াউল ইসলাম উবায়দুল্লাহ, ৩. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ। এছাড়াও আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে : ৪. শরফুদ্দীন আলী ইবনে তিরাদ আয-যায়নাবী, ৫. কিওয়ামুদ্দীন আলী ইবনে সাদাকা, ৬. জাবির ইবনে যুহায়র, ৭ শরীফ আবূ আলী আল-হাসান ইবনে জা'ফার ইবনে আব্দুস সামাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ ৮. আবুল ফযল ইবনে নাসির আল-হাফেজ, ৯. আবূ বক্‌র আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুন-নুকূর, ১০. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী।

Free@www.e-ilmweebly.com

মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম : সাহিত্যগত মান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে অদ্যাবধি জ্ঞানী-গুণী ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি-গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কোনো কালেই মাকামাতে হারীরী উপেক্ষার শিকার হয় নি। আরবি, ফারসি, তুর্কী, ইবরানী, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী, ল্যাটিন, উর্দূ, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় মাকামাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের কাজ হয়েছে।

তা ছাড়া মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয়শ' বছরের অধিকাল যাবৎ আরবি সাহিত্যের এক অনবদ্য রচনা হিসাবে মদ্রাসার ক্লাসে পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ এনটন আইজেক সিলভেষ্টার ডি সেসী [মৃত্যু : ১২৫৩ হি./ ১৮৩৮ খৃ.] মূল আরবি মাকামাত ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এবং অপর একজন ফরাসী লেখক ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী ভাষায় রচিত ভাষ্য সহকারে দুই খণ্ডে প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন। ষ্টনিজস ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাকামাত গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষ্য সহকারে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মাকামাতে হারীরীর বহু হস্তলিখিত কপি পাওয়া যায়। বৃটেনের জাদুঘরে ৬৫৪ হিজরিতে লিখিত ও প্রায় একাশিটি রঙ্গীন ছবি সহকারে কারুকার্যকৃত একটি কপি বিদ্যমান রয়েছে। অপর এক ইংরেজ লেখক ইংরেজিতে মাকামাতে হারীরীর অনুবাদ করেছেন, যা ছয়শ'র অধিক পৃষ্ঠায় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও খ্যাতনামা ফরাসী প্রাচ্যবিদ চেজি [CHEZY = মৃত্যু : ১৮৩২ খৃ.] প্রমুখ মাকামাতে হারীরীর ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটি ভূমিকা ও ভাষ্য সহকারে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়েছে, যা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বাণিজ্যিক রাজধানী হামবুর্গ থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ শামসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ফারসি ভাষায় মাকামাতের অনুবাদ করেন, যা ১২২৩ হিজরিতে ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ তাহের সালাম রুমী নামক এক তুর্কী লেখক তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করেছেন এবং তা কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক ইবরানী ভাষার লেখক এর ইবরানী ভাষায়ও অনুবাদ করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ও উর্দূ ভাষায় মাকামাতে হারীরীর সর্বাধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় আরবি ভাষ্যগ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এসব ভাষ্যগ্রন্থের নাম, লেখকের পরিচয় ও তাঁদের মৃত্যু-সনের উল্লেখের ক্ষেত্রে 'কাশফুজ জুনূন'-এর বর্ণনায় বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। এখানে যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সঠিক তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ আব্দুল্লাহ/আবূ উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হুমায়দা মতান্তরে হামীদা আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৫০ হি.]।

২. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৬১ হি.]। এ ভাষ্যকার স্বয়ং মাকামাত-প্রণেতা আল্লামা হারীরীর নিকট মাকামাত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন।

৩. اَلْمُطَوَّلُ – লেখক : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যাফার আল-মাক্কী আস-সিকিল্লী আল-মালিকী [মৃত্যু : ৫৬৫ হি.]। এ লেখক মাকামাতের ছোট ও বড় দু'টি শরাহ লিখেন।

৪. اَلتَّنْبِيْهُ عَلٰى مَا فِى الْمَقَامَاتِ مِنَ الْغَرِيْبِ – এটি পূর্ববর্তী লেখকের দ্বিতীয় এবং ছোট শরাহ।

৫. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ ইবনে আস'আদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাস্‌র ওরফে ইবনে হাকীম আল-হালীমী আল-হানাফী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।

৬. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মূন আল-আবদারী আল-কুরতুবী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।

৭. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : ইমাম আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদ্দিস আল-লুগাবী ওরফে ইবনুল খাশশাব [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]। তিনি মাকামাতের এ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা ছাড়াও হারীরীর মাকামাত গ্রন্থে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগধারা প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে একটি স্বতন্ত্র রিসালা প্রণয়ন করেন।

৮. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ মুহাম্মদ হারূন ইবনুল আব্বাস ইবনুল মামূন আল-আব্বাসী আল-মামূনী আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭২ হি.]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৯. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবনে আবুল ওয়াফা মুহাম্মদ আল-আনবারী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.]। তিনি মাকামাতের কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেন।

১০. مَغَانِي الْمَقَامَاتِ فِيْ مَعَانِي الْمَقَامَاتِ – লেখক : ইমাম আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আল-মাসউদী আল-ফাঞ্জদীহী [মৃত্যু : ৫৮৪ হি.]। লেখক গ্রন্থখানির শুরুতে একটি অতি উঁচুমানের ভূমিকা রচনা করেন, যা সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।

১১. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : শায়খ আবুল খায়র সালামা ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে সালামা আয-যারীর (اَلضَّرِيْرُ) আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৯০ হি.]। এটি একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। ইবারত ও শরাহ সংমিশ্রিত আকারে রচনা করা হয়েছে।

১২. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে দাউদ ইবনে ইউসুফ আল-জুযামী [মৃত্যু : ৫৯৭ মতান্তরে ৫৯৮ হি.]।

১৩. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : সাফীউদ্দীন (صَفِيُّ الدِّيْنِ) আব্দুল কারীম ইবনুল হুসাইন ইবনে জা'ফার আল-লুগাবী আল-বা'লাবাকী [মৃত্যু : ৬০০ হি.]।

১৪. اَلنُّكَتُ الْمُنْجِمَاتُ فِيْ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ – লেখক : মুহাযযাবুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান ইবনে আনতার ইবনে সাবেত ওরফে শুমায়ম আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৬০১ হি.]। এটি এক খণ্ডে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। এতে قَالَ বলে 'মতন' উল্লেখ করা হয়েছে এবং اَقُوْلُ বলে শরাহ করা হয়েছে। এতে মাকামাতের দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৫. اَلْإِيْضَاحُ – লেখক : ইমাম আবুল ফাত্হ নাসির ইবনে আব্দুস সায়্যিদ আল-মুতাররিযী আল-নাহবী [মৃত্যু : ৬১০ হি.]। তিনি তাঁর এ ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে ইলমুল মাআনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী,-এর নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছেন।

১৬. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবুল বাকা'আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন আল 'উকবারী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৬১৬ হি.]। তিনি ছোট কলেবরে একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ রচনা করেন।

১৭. اَلتَّوْضِيْحُ – লেখক : কাসিম ইবনুল হুসাইন আল-খুওয়ারিযমী আন-নাহবী ওরফে সদরুল আযাফিল [শাহাদাত : ৬১৭ হি., তাতারীদের গণ-হত্যার সময়]।

১৮. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আয-যুহ্রী আল-ইশবীলী [শাহাদাত : ৬১৭ হি.]।

১৯. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন "আল-কায়সী আশ-শারীশী [মৃত্যু : ৬১৯]। বর্ণিত আছে যে, তিনি মাকামাতের ছোট বড় ও মাঝারি মোট তিনটি শরাহ রচনা করেন। লেখক তাঁর বড় শরাহটিতে মাকামাতের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজনীয় আলোচনা বাদ দেননি। ফলে তাঁর এ শরাহখানি ইতঃপূর্বে রচিত মাকামাতের অন্যান্য শরাহের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। তিনি আল-ফাঞ্জদীহী রচিত শরাহ থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এটি কোথাও দুখণ্ডে, আবার কোথাও কোথাও পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাঝারি শরাহটিতে তিনি দীর্ঘ কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে কেবল কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর সিজিলমাসা'র অধিবাসীরা যখন তাঁকে একটি অতি সহজ শরাহ রচনা করার জন্য আবেদন করেন তখন তিনি সংক্ষিপ্তাকারে ছোট্ট শরাহটিতে প্রণয়ন করেন।

২০. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : কামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনুল কাসিম আল-ওয়াসিতী আন-নাহ্বী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.]। তিনি প্রথমে মাকামাতের শব্দাবলিকে বর্ণভিত্তিক বিন্যাস করে একটি শরাহ প্রণয়ন করেন। তারপর মাকামাতের তারতীবে আরও দু'টি শরাহ রচনা করেন।

২১. نِهَايَةُ الْمَقَامَاتِ فِيْ دِرَايَةِ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান ওরফে ইবনুয যায়্যাত আত-তাদালী আল-লুগাবী [মৃত্যু : ৬২৭ হি.]।

Free @ www.eilm.weebly.com

২২. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, মাকামাত সম্পর্কে ইবনুল খাশশাব [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] ও ইবনে বাররী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.]-এর পক্ষ-বিপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে এ লেখক ফয়সালামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম :

اَلْإِنْصَافُ بَيْنَ ابْنِ بَرِّيْ وَابْنِ الْخَشَّابِ فِيْ كَلَامِهِمَا عَلَى الْمَقَامَاتِ لِلْحَرِيْرِيِّ

২৩. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : কাযী আবুল আব্বাস আহমদ ইবনুল মুজাফফর আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৪২ হি.]। লেখক এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী শরাহ রচয়িতাদের ভুলত্রুটিও নির্দেশ করেছেন।

২৪. اَلْمُوْضِحُ – লেখক : তাজুদ্দীন নু'মান ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খলীল আয-যারনূজী [মৃত্যু : ৬৪০ মতান্তরে ৬৪৫ হি.]।

২৫. كُنُوْزُ الْبَرَاعَةِ وَلَطَائِفُ رُمُوْزِ الْبَرَاعَةِ – লেখক : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবনে আব্দুল কাদির আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৬০ হি.]।

২৬. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : শায়খ তাজুদ্দীন আবূ তালিব আলী ইবনে আনজাব ইবনে উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুস সা'ঈ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬৭৪ হি.]। এ শরাহটি ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

২৭. غُرَرُ الْمَعَانِيْ وَالنِّكَاتُ فِيْ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবুল মা'আলী আল-মুজাফফর ইবনে সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম যায়নুদ্দীন মুজাফফর ইবনুল ইমাম রূযবাহান [মৃত্যু সন অজ্ঞাত]।

২৮. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুব্বায়ী আস-সাকসাকী ওরফে ইবনুল মু'আল্লিম [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]। উক্ত গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবূ নূহ কর্তৃক অনুলিপিকৃত মাকামাতের একটি কপি পান। উক্ত কপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, অনুলিপিকারক গ্রন্থখানি তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে শুনেছেন। তারপর ভাষ্যকার হারীরীর রিসালা সীনিয়্যা ও রিসালা শীনিয়্যাসহ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৯১ হিজরিতে ভাষ্যগ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

২৯. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : আবু'র-রাবী' নাজমুদ্দীন সুলায়মান ইবনে আব্দুল কাবী (عَبْدُ الْقَوِيْ) ইবনে আব্দুল কারীম আত-তূফী আস-সারসারী আল-হাম্বলী [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]।

৩০. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : মাজহারুদ্দীন হুসাইন ইবনে মাহমূদ ইবনুল হাসান আয-যায়দানী আয-যারীর (اَلضَّرِيْرُ) আশ-শীরাযী [মৃত্যু : ৭২৭ হি.]। এটি একটি বৃহৎ খণ্ডে প্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ।

৩১. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাজমান আল-ওয়ায়িলী আল-বাকরী আশ-শাফেয়ী ওরফে ইবনুশ শারীশী [মৃত্যু : ৭৭০ হি.]।

৩২. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : ফখরুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাহিব আল-মিস্‌রী ওরফে ইবনুস সাহিব [মৃত্যু : ৭৮৮ হি.]। তিনি মাকামাতের একটি অংশের শরাহ প্রণয়ন করেন।

৩৩. اَلدُّرَرُ الْمَنْظُوْمَةُ مِنَ النُّكَتِ الْمَفْهُوْمَةِ – লেখক : শিহাবুদ্দীন আবুত-তায়্যিব আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-খাযরাজী ওরফে আশ-শিহাবুল হিজাযী [মৃত্যু : ৮৭৫ হি.]। তিনি মাকামাতের সাহিত্য সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়াদিকে পৃথক করে একস্থানে সন্নিবেশিত করে এ স্বতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

৩৪. مُخْتَصَرُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ لِلشَّرِيْشِيِّ – লেখক : পূর্বোক্ত শিহাবুদ্দীন আবুত-তায়্যিব আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-খাযরাজী। এতে লেখক আল্লামা শারীশীর বৃহৎ শরাহটিকে সংক্ষেপ করে একটি পৃথক শরাহ প্রস্তুত করেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

৩৫. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : ইমাম আবু'ন-নাজা নাজমুদ্দীন আব্দুল গাফফার ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আলাবী আয-যাবীদী আশ-শাফিয়ী [মৃত্যু সন অজ্ঞাত। তবে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-এর মৃত্যু ৯২০ হিজরিতে হয়েছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাল উক্ত সময়ের কাছাকাছি হবে বলে অনুমান করা যায়।]

৩৬. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগরিবী আত-তুবুল্‌বী (اَلطُّبُلْبِيُّ) আত-তূনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.]। লেখক মাকামাতের শরাহ রচনা শুরু করে চব্বিশ মাকামা পর্যন্ত পৌঁছেন। এতে তিনি পাণ্ডুলিপির ষাটটি পাঠ লেখার পর ইনতিকাল করেন।

৩৭. تَكْمِلَةُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ لِلطُّبُلْبِيِّ – লেখক : আবুস সাউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-কানফানী [মৃত্যু : ৯৬৬ হি.-এর পরে]। তিনি এটি তাঁর শায়খ [পূর্বোক্ত লেখক] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তুবুল্‌বী আল-মাগরিবী আত-তূনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.] প্রণীত মাকামাতের অসম্পূর্ণ শরাহের সম্পূরক ভাষ্য হিসেবে রচনা করেন। এতে তিনি পূর্ববর্তী লেখকের শরাহের পর থেকে শুরু করে ২৪তম মাকামার ভাষ্য পূর্ণ করেন। তিনি ২৪তম মাকামার ভাষ্য রচনা থেকে ৯৬৬ হিজরিতে অবসর হন এবং অবশিষ্ট মাকামাগুলোর শরাহ লেখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে অবশিষ্ট মাকামাগুলোর ভাষ্য লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তিনি ভাষ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় সম্পূর্ণ মাকামাতের 'মতন' শরাহের মাঝে লালকালি দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন।

৩৮. اَلْمَقَالَاتُ الْجَوْهَرِيَّةُ عَلَى الْمَقَامَاتِ الْحَرِيْرِيَّةِ – লেখক : খায়রুদ্দীন ইবনে তাজুদ্দীন ইলইয়াস আল-মাদানী [মৃত্যু : ১১৩০ হি.-এর কাছাকাছি সময়ে]। এ শরাহখানি দু'খণ্ডে সমাপ্ত।

৩৯. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : ইসমাইল ইবনে রাজাব আল-হুসবানী (اَلْحُسْبَانِيُّ) আল-হালাবী আল-ওয়াইয। পরবর্তীতে কুস্তুনতীনিয়ায় বসবাস করেন [মৃত্যু : ১১৬১ হি.]। ১১৫৮ হিজরিতে তিনি এ শরাহ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন।

৪০. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ – লেখক : বাহাউদ্দীন খালিদ ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন আশ-শাহরাযূরী আল-কুরদী আশ-শাফেয়ী [মৃত্যু : ১২৪২ হি.]।

৪১. شَرْحُ الْمَقَامَاتِ –'লেখক : ফসীহুদ্দীন ইবরাহীম ইবনুস-সায়্যিদ সিবগাতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আস'আদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে সিবাগাতুল্লাহ আল-হায়দারী ওরফে ফসীহুদ্দীন আল-বাগদাদী আশ-শাফিয়ী [মৃত্যু : ১২৯৯ হি.]।

৪২. شَرْحُ مَقَامَاتِ الْحَرِيْرِيِّ – লেখক : [সম্ভবত] সায়্যিদ মুহাম্মদ হাসান নয়িল আল-মারসাফী [মৃত্যু : ১৩৫৩ হি.]। এখানে ভাষ্যকারের নামের পূর্বে "সম্ভবত" লিখে সংশয় প্রকাশ করার কারণ এই যে, ভাষ্যগ্রন্থটির শুরুতে কোথাও ভাষ্যকারের নাম নেই। অবশ্য গ্রন্থের শেষে হারীরীর রিসালা সীনিয়্যা ও রিসালা শীনিয়্যা শরাহসহ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত রিসালা দু'টির শরহের নিচে ভাষ্যকার হিসেবে এ লেখেকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অনুমিত হয় যে, মাকামার ভাষ্যটিও হয়তো তাঁরই রচিত হবে। লেখক টীকা আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থের শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন।

৪৩. اَلتَّعْلِيْقَاتُ الْعَرَبِيَّةُ – লেখক : মাওলানা ইদরীস আল-কান্ধালবী [মৃত্যু : ১৩৯৪ হি.]। এতে তিনি টীকা আকারে ত্রিশটি মাকামার শব্দাবলি বিশ্লেষণ করেছেন।

Free @ www.eilmweebly.com

وَهٰذِهِ الرِّسَالَةُ السِّيْنِيَّةُ الَّتِيْ كَتَبَهَا الْحَرِيْرِيُّ عَلٰى لِسَانِ

بَعْضِ الْأُمَرَاءِ إِلٰى بَعْضِ أَصْدِقَائِهٖ عِتَابًا

صُوْرَةُ مَا وُجِدَ بِالنُّسَخِ الْمَنْقُوْلَةِ مِنْهَا هَاتَانِ الرِّسَالَتَانِ

هٰذَا مِنْ إِنْشَاءِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِيْ مُحَمَّدِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ الْحَرِيْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَتَبَ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ السِّيْنِيَّةُ عَلٰى لِسَانِ الْأَمِيْرِ أَمِيْنِ الْمَلِكِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ قَطِيْرِ الْمَدَايِنِيْ وَكَانَ يَتَوَلّٰى دِيْوَانَ الْاِسْتِيْفَاءِ بِالْبَصْرَةِ إِلَى الْأَمِيْرِ الْأَجَلِّ الْاِسْفِهْسِلَّارِ النَّفِيْسِ مُعَاتِبًا لَهٗ عَلٰى إِخْتِصَاصِهٖ بِالدَّعْوَةِ لِلْأَمِيْرِ الْحُسَامِ وَقَدْ كَانَ نَزَلَ عَلَى الْحُسَامِ فِيْ دَارِهٖ بِالْبَصْرَةِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَعْرُوْفَةِ بِبَنِيْ حَرَامٍ وَهِيَ مَحَلَّةُ الشَّيْخِ الْحَرِيْرِيِّ وَكَانَ أَمِيْنُ الْمَلِكِ جَارَهٗ وَصَدِيْقَ ابْنِ يَشْقَرَابَ النَّفِيْسِ فَلَمْ يَدْعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُمَازِحُهٗ عَلٰى لِسَانِهٖ، وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ الشِّيْنِيَّةُ إِلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعَرَاءِ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ النُّعْمَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِاسْمِ السَّمِيْعِ الْقُدُّوْسِ أَسْتَفْتِحُ، وَبِإِسْعَادِهٖ أَسْتَنْجِحُ[١]، سَيْرَةَ سَيِّدِنَا الْإِسْفِهْسِلَّارِ[٢]. السَّيِّدِ النَّفِيْسِ سَيِّدِ الرُّؤَسَاءِ، سَيْفِ السَّلَاطِيْنِ، حُرِسَتْ نَفْسُهٗ[٣]، وَاسْتَنَارَتْ شَمْسُهٗ[٤]، وَاتَّسَقَ[٥]، أُنْسُهٗ، وَبَسَقَ غَرْسُهٗ[٦]، اِسْتِمَالَةُ الْجَلِيْسِ، وَمُسَاهَمَةُ الْأَنِيْسِ، وَمُسَاعَدَةُ الْكَسِيْرِ وَالسَّلِيْبِ، وَمُوَاسَاةُ السَّحِيْقِ وَالنَّسِيْبِ،[٧]، وَالسِّيَادَةُ تَسْتَدْعِيْ إِسْتِدَامَةَ السَّنَنِ، وَحِرَاسَةَ الرَّسْمِ الْحَسَنِ[٨]، وَسَمِعْتُ بِالْأَمْسِ تَدَارُسَ الْأَلْسُنِ سَلَافَةَ خَنْدَرِيْسِهٖ، فِيْ سَلْسَالِ كُؤُسِهٖ، وَمَحَاسِنَ مَجْلِسِ مَسَرَّتِهٖ وَإِحْسَانَ سُمْعَةِ سِيَادَتِهٖ.[٩]،

---

١. يقال بالله أستفتح واياه أستنجع أى واياه أقصد الظفر بالمقصود والمعنى هنا يطلب من الله قضاء حاجته.

٢. الاسفهسْلار كلمة تركية تطلق على قائد الجيوش.

٣. حفظها الله من كل سوء ينزل بها.

٤. سعدت حياته وانتشر نفعه على العباد انتشار ضوء الشمس.

٥. انتظم واستوى فلا يشوبه ما يعكرصفاءه.

٦. الغرس المغروس ويقال فلان غرس يده إذا تولى تربيته وبسق الغصن ارتفع ومنه فى القرآن والنخل باسقات والمرادهنا الدعاء له بطول الأجل ولأبنائه ونشأته

٧. الاسمالة الاستعطاف، والجليس الصاحب، والكسير المكسور العاجز عن الحركة، السليب أصله الشجر الذى سلب ورقه وأغصانه، ثم استعمل هنا بمعنى الفقير المستلب المتاع والمال الذى لم يجدله فى حياته رمقة من العيش، والسحيق البعيد، النسيب القريب ، والمعنى ان سيرة ذاك السيد النفيس تستعطف القلوب وتستهوى النفوس حتى لم يعد سامعها يتذكرهما به نزل أو فقرا عليه طرأ لكثرة مابها من المحاسن وكرم الاخلاق.

٨. السنن محركة الطريقة، يقال : فلان استقام على سنن واحد أى على طريقة واحدة لايحيد عنها، والمعنى أن السيادة تطلب من صاحبها الاستقامة على الطريقة التى سننها له والمحافظة على السلوك الحسن حتى لا يخرج بها عن محاسنها.

٩. يقال : تدارس الكتاب، درسه، وفى الحديث : تدارسو القرآن أى اقرؤه واحفظوه لئلا تنسوه، والخندريس الخمر، والسلافة طعمها، ويقال : ماء سلسال بالفتح، إذا سلس سهل التعاطى، والضمير فى الخندريس يعود على السيد المتقدم، والمعنى ان الحريرى سمع بالأمس الالسن تدبر على الجلساء سيرة شمائله فكانهم يشربون خمرة عذبة سهلة التعاطى.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَاسْتَسْلَفْتُ السَّرَّاءَ[1]، وَتَوَسَّمْتُ الْإِسْتِدْعَاءَ[2]، وَسَوَّفْتُ نَفْسِيْ بِالْإِحْتِسَاءِ[3]، وَمُؤَانَسَةِ الْجُلَسَاءِ، وَجَلَسْتُ أَسْتَقْرِيُ السُّبُلَ، وَاسْتَطْلِعُ الرُّسُلَ[4]، وَأَسْتَبْعِدُ تَنَاسِي اسْمِيْ[5]، وَأُسَاوِرُ الْوَسَاوِسَ لِاسْتِحَالَةِ رَسْمِيْ[6].

(شعر)

وَسَيْفُ السَّلَاطِيْنِ مُسْتَأْثِرٌ[7] ... بِأُنْسِ السَّمَاعِ وَحَسْوِ الْكُؤُوْسِ
سَلَانِيْ[8] وَلَيْسَ لِبَاسُ السُّلُوِّ ... يُنَاسِبُ حُسْنَ سِمَاتِ النَّفِيْسِ
وَسَنَّ تَنَاسِيَ جُلَّاسِهِ ... وَأَسْوَا السَّجَايَا تَنَاسِي الْجَلِيْسِ[9]
وَسَرَّ حَسُوْدِيْ بِطَمْسِ الرُّسُوْمِ[10] ... وَطَمْسُ الرُّسُوْمِ كَرَمْسِ النُّفُوْسِ
وَسَاقَى الْحُسَامَ[11] بِكَأْسِ السُّلَافِ ... وَأَسْهَمَنِيْ بِعُبُوْسٍ وَبُؤْسِ
وَأَسْكَرَنِيْ حَسْرَةً[12] وَاسْتَعَاضَ ... لِقَسْوَتِهِ سَكْرَةَ الْخَنْدَرِيْسِ
سَأَكْسُوْهُ لِبْسَةَ مُسْتَعْتِبٍ[13] ... وَأُمْسِكُ إِمْسَاكَ سَالٍ يَؤُوْسِ
أُسَطِّرُ سَيِّئَاتِهِ سِيْرَةً ... تَسِيْرُ أَسَاطِيْرُهَا كَالْبَسُوْسِ[14]

(وَحَسْبُنَا السَّلَامُ لِرَسُوْلِ الْإِسْلَامِ)

---

١. فتقدمت أطلب شيئاً من المسرة.

٢. فتخيلت طلبى.

٣. يقال سوف فلانا بالتشديد مطله، وقال له مرة بعد مرة : سوف أفعل، والاحتساء الشرب على مهلة، والمعنى أنه جعل يما طل نفسه، ويقول لها : سوف يدعونني وتشربين.

٤. استقرئ تتبع، واستطلع الرسل طلب طلوعهم أى صار ينظر فى السبل، ويرجو رسولا يطلع عليه فيدعوه إلى الشراب.

٥. أى أرى أن نسيانهم لاسمى بعيد فلابد وأن يدعونى.

٦. يقال : ساور فلانا واثبه، وفى حديث عمر، فكدت أساوره فى الصلاة أى أواثبه وأقاتله : والوساوس الهواجس، واستحالة الرسم كناية عن تحول ما اعتاده من اقبال الناس عليه.

٧. يقال : فلان استأثر بالشئ على غيره استبد به وخص به نفسه، والمعنى أن سيف السلاطين ذاك الممدوح هو دون غيره مختص بالشراب والأنس.

٨. يقول : جفانى وأحاط به السلوكاللباس بالجسم. وهذا لايناسب شيمه الكريمة.

٩. يقال : سن الطريقة سار فيها، يريد انه اتخذ تناسى جلاسه طريقة حسنى وسار فيها، ولكن تناسى الجليس أقبح خصلة يتصف بها الانسان.

١٠. الرسوم ما بقيت من آثار الديار والطمس المحو والرمس الدفن، يريد أنه كانت بينهما بقايا مودة فأذهبها، فسر بذلك الحسود وما فعله هذا كدفنه تحت التراب كناية عن كونه لا حياة له بدون مجالسته.

١١. الحسام ذاك الامير الذى خصه الاسفهسلار بالدعوة، وهى ما أنشئت هذه السينية لمعاتبته بسببها، والمساقاة المعاطاة، ويقال : سهم الرجل من باب قطع وكرم سهوما وسهومة تغير لونه مع هزال ويبس، ودخول الهمزة عليه للتعدية قياسية، فيكون المعنى خص الامير الحسام بالدعوة وساقاه الخمر وغير لونى واذبل جسمى بتقطب وجهه من جهتى.

١٢. يقول : اسكرنى ولكن حسرة وندامة لشدة قسوته، وقد سكر والحسام بالخندريس.

١٣. يقول : سأملأ عليه جهاته عتابا حتى بجسمه كاللباس واكف عن الأمل فيه كالسائل الذى يئس من النوال.

١٤. الأسطار بالضم والفتح والأسطور والأسطير بالضم فيهما وبالها، فى كلها مايسطر أى يكتب والجمع أساطير، والبسوس خالة جساس التى هاجت بسببها الحرب المنسوبة اليها أربعين سنة حتى ضرب بها المثل فى الشؤم، يقال : فلان أشأم من بسوس، والمعنى انه يسطر هذه السينية تسير أساطيرها كما سارت الشهرة بالبسوس، لأنها أشهر حرب بين العرب.

Free@www.e-ilm.weebly.com

وَهٰذِهِ الرِّسَالَةُ الشِّينِيَّةُ

الَّتِيْ كَتَبَهَا الْحَرِيْرِيُّ لِأَحَدِ أَصْدِقَائِهِ يَمْدَحُهُ بِهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِإِرْشَادِ الْمُنْشِئِ أُنْشِئَ[١]. شَغَفِيْ[٢]. بِالشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعَرَاءِ، رِيْشَ مَعَاشُهُ[٣]. وَفَشَا رِيَاشُهُ، وَأَشْرَقَ شِهَابُهُ، وَاعْشَوْشَبَتْ شِعَابُهُ[٤]. يُشَاكِلُ[٥]. شَغَفَ الْمُنْتَشِي بِالنَّشْوَى[٦]، وَالْمُرْتَشِي بِالرَّشْوَى[٧]. وَالشَّادِنِ بِشَرْخِ الشَّبَابِ[٨]، وَالْعَطْشَانِ إِلٰى شَبَمِ الشَّرَابِ[٩]، وَشُكْرِيْ لِتَجَشُّمِهِ وَمَشَقَّتِهِ، وَشَوَاهِدِ شَفَقَتِهِ[١٠]، يُشَاكِلُ شُكْرَ النَّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ[١١]، وَالْمُسْتَرْشِدِ لِلْمُرْشِدِ، وَالْمُسْتَشْعِرِ لِلْمُبَشِّرِ، وَالْمُسْتَجِيْشِ لِلْجَيْشِ الْمُشَمِّرِ[١٢]، وَشِعَارِي إِنْشَادُ شِعْرِهِ[١٣]، وَإِشْجَاءُ الْكَاشِحِ وَالْمُكَاشِرِ بِنَشْرِهِ[١٤]، وَشُغْلِيْ إِشَاعَةُ وَشَائِعِهِ[١٥]، وَتَشْيِيْدُ شَفَائِعِهِ[١٦]، وَالْإِشَادَةُ بِشُذُوْرِهِ[١٧].

---

١. يقال : أنشأ الله الخلق أوجده، وفلان خطب بخطبة فأحسن فيها، ومنه علم الإنشاء والمعنى بإرشاد الخالق أكتب وأجيد.

٢. الشغف شدة الحب، والمعنى حبه الشديد للشيخ شمس الشعراء يماثل ميل النشوان الى السكر.

٣. يقال : رشت فلانا إذا قويته وأعنته على معاشه فأصلحت حاله قال عمير بن حباب.

فرشني بخيرطالماقد بريتني   وخير الموالي من يريش ولا يبري

٤. الرياش اللباس الفاخر الذى يماثل ريش الطائر فى نعومته، وفشا انتشر وكثر، والشهاب النجم، وإشراقه ظهوره وإضاءته، والشعاب جمع شعب بالكسر وهو الناحية، واعشيشابه كثرة عشبه، وكل هذا دعاء يكنى به عن طلب السعة فى العيش والرفاهية.

٥. يماثل.

٦. أى السكران الراغب فى السكر.

٧. الرشوة مثلثة مايعطى لإبطال حق أوإحقاق باطل، والجمع رشى بالضم، وارتشى أخذها.

٨. شدن الظبى من باب نصر شدونا قوى وترعرع واستغنى عن أمه، وشرخ الشباب ريعانه، والمعنى شغفى بك يماثل الظبى المترعرع وهو فى ريعان شبابه.

٩. العطشان المشتاق، والشبم البرد.

١٠. التجشم التكلف، والشواهد الدلائل.

١١. الناشد الطالب، والمنشد المعطى.

١٢. المستشعر الخائف، واستجاش فلانا استشاره وطلب جيشا ومددا يتقوى به، والجيش المشمر الذى على أهبة الوثوب،

١٣. الشعار ما يلبس على الجسد ملامسا للشعر، ويراد منه ديدن الانسان.

١٤. يقال : أشجاه إذا أحزنه، والكاشح المبطن للعداوة، والمكاشر المظهر لها، والمراد أنه يترنم بشعره، لأنه يحوى مفاخره، ولايدع عدوا له إلا قهره وأحزنه.

١٥. الوشائع جمع وشيع أو وشيعة، وهو البستان، والمراد أنه يظهر ويذيع خيره وبره.

١٦. التشييد الطلى بالجص ونحوه، والشفاعة أنواع الرعى ينبت اثنين اثنين، والمراد مثل ما تقدم.

١٧. يقال : أشاد بذكره رفعه بالثناء عليه، والشذور اللؤلؤ الصغير، والشنوف جمع شنف بالفتح وهو ما يعلق أعلى الأذن

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَشُنُوفِهِ، وَالْمَشُورَةُ بِتَشْفِيعِهِ وَتَشْرِيفِهِ، وَأَشْهَدُ شَهَادَةَ الْمُشَنِّعِ الْكَاشِفِ، وَالْمُنْشِرِ الْمُكَاشِفِ، لَإِنْشَادُهُ يُدْهِشُ الشَّائِبَ وَالنَّاشِيْ[١]، وَيُلَاشِي[٢] شِعْرَ النَّاشِيْ، وَلَمُشَاهَدَتُهُ كَاشْتِيَارِ[٣] الشَّهْدِ، وَتَبَاشِيرِ الرُّشْدِ وَلَمُشَاحَنَتُهُ تُشْقِي الْمُشَاحِنَ، وَلَمُشَاجَرَتُهُ[٤] تَنْشُرُ الْمُشَاحِنَ، وَلَمُشَاغَبَتُهُ تُشَظِّي الْأَشْطَانَ[٥]، وَتُشِيطُ الشَّيْطَانَ[٦] فَشَرَفًا لِلشَّيْخِ شَرَفًا، شغفا بِشِنْشِنَتِهِ[٧] شَغَفًا

فَأَشْعَارُهُ مَشْهُورَةٌ وَمَشَاعِرُهُ وَعِشْرَتُهُ مَشْكُورَةٌ وَعَشَائِرُهُ[٨]

شَأَى الشُّعَرَاءَ الْمُشْمَعِلِّينَ شِعْرُهُ فَشَانِيهِ مَشْجُوُّ الْحَشَا وَمُشَاغِرُهُ[٩]

وَشَوَّهَ[١٠] تَرْقِيشَ الْمُرَقِّشِ رَقْشُهُ فَأَشْيَاعُهُ يَشْكُونَهُ وَمُعَاشِرُهُ

وَشَاقَ[١١] الشَّبَابَ الشُّمَّ وَالشِّيبَ وَشْيُهُ فَمَنْشُورُهُ بُشْرَى الْمَشُوقِ وَنَاشِرُهُ

والقرط بأسفلها، والمعنى أمدحه بهذه الحلي.

١. الناشي الشاب، وإنما يشهد هذه الشهادة، لأن صاحبها يبالغ في إظهار الحقيقة حتى تظهر مجسمة.

٢. يقال لاشى الشئ ضمحله وصيره إلى العدم، وهي منحوتة من لاشي.

٣. اشتار العسل وشاره واستشاره أخرجه من الوقبة.

٤. المشاجرة المشاحنة.

٥. المشاغبة المجادلة، وتشظى الأشطان أى تقطع الحبال.

٦. تحرقه.

٧. العادة.

٨. المشاعر الحواس، والمراد بها الأخلاق، والعشيرة القبيلة التي ينسب إليها، وجمعها عشائر.

٩. شأى القوم من باب قطع يشأوهم شأوا سبقهم، والمشمعل الفائق على غيره، والشاني أصله بالهمزة المبغض، ومشجو الحشا مغصوصه، والمشاغر المظهر العداوة، والمعنى أن شعره فاق شعر الشعراء المفلقين ومبغضه ومعاديه منغص الحياة.

١٠. شوه قبح، ورقش الكلام زخرفه.

١١. شاق هاج، الأشم السيد ذوالأنفة، وهي شماء، والجمع شم، والمنشور ما نشره من كلام بشرى المشوق أى يستبشر به المحب وناشر مسره.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

شَمَائِلُهُ[١] مَعْشُوقَةٌ كَشَمُولِهِ * وَشِرِّيبُهُ مُسْتَبْشِرٌ وَمُعَاشِرُهْ
شَكُورٌ وَمَشْكُورٌ وَحَشْوُ مُشَاشِهِ[٢] * شَهَامَةُ شِمِّيرٍ يَطِيشُ مُشَاجِرُهْ
شَقَاشِقُهُ[٣] مَخْشِيَّةٌ وَشَبَاتُهُ * شَبَا مَشْرَفِيٍّ جَاشَ لِلشَّرِّ شَاهِرُهْ
شَفَا بِالْأَنَاشِيْدِ النَّشَاوَى[٤] وَشَفَّهُمْ * فَمَشْفِيُّهُ مُشْفًى وَشَاكِيهِ شَاكِرُهْ
وَيَشْدُو[٥] فَيَهْتَشُّ الشَّحِيحُ لِشَدْوِهِ * وَيَشْغَفُهُ إِنْشَادُهُ فَيُشَاطِرُهْ
تَجَشَّمَ[٦] غِشْيَانِي فَشَرَّدَ وَحْشَتِي * وَبَشَّرَ مَمْشَاهُ بِبِشْرٍ أُبَاشِرُهْ
سَأُنْشِدُهُ شِعْرًا يُشَرِّقُ شَمْسَهُ[٧] * وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا تَشِيْعُ بَشَائِرُهْ

وَأَشْهَدُ شَهَادَةَ شَاهِدِ الْأَشْيَاءِ، وَمُشْبِعِ الْأَحْشَاءِ[٨]، لَيُشْعِلَنَّ شُوَاظَ أَشْوَاقِي شَحْطُهُ[٩]، وَلَيُشَعِّثَنَّ شَمْلَ نَشَاطِي نَشْطُهُ[١٠]. فَنَاشَدْتُ الشَّيْخَ أَيَشْعُرُ بِاسْتِيْحَاشِي لِشُسُوعِهِ[١١]، وَإِجْهَاشِي لِتَشْيِيْعِهِ[١٢]، وَوِشَايَتِي[١٣] لِنَشِيْدِهِ الْمَوْشِيِّ، وَنَشْدِ[١٤] شَخْصِهِ بِالْإِشْرَاقِ وَالْعَشِيِّ، حَاشَاهُ حَاشَاهُ، تَغْشِيَهُ شُبْهَةٌ وَتَغْشَاهُ، فَلْيَسْتَشِفَّ[١٥] شَرْحَ شُجُوْنِي لِشُطُوْنِهِ، وَمُشَارَكَتِي لِشُجُوْنِهِ، وَاشْتِغَالِي بِتَمْشِيَةِ شُؤُوْنِهِ، لِيَشُدَّ جَاشِي[١٦]، وَيُشَارِفَ[١٧] انْكِمَاشِي، عَاشَ مُنْتَعِشَ الْحُشَاشَةِ[١٨]، مُسْتَبْشِرَ الْحَشَاشَةِ، مَشْحُوْذَ[١٩] الشِّفَارِ، مُنْتَشِرَ الشِّرَارِ، شَتَّامًا لِلْأَشْرَارِ، شَحَّاذًا بِالْأَشْعَارِ، يَشْرَحُ[٢٠] وَيَجُوْشُ، وَيُنْعِشُ الْمَنْقُوْشَ، بِمَشِيْئَةِ الشَّدِيْدِ الْبَطْشِ الشَّامِخِ الْعَرْشِ، وَتَشْرِيْفِهِ لِبَشِيْرِ الْبَشَرِ، وَشَفِيْعِ الْمَحْشَرِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا أَبَدًا إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

---

١. الشمائل الخصال، والشمول الخمرة، والشريب مجالسه أثناء الشرب.
٢. المشاش النفس، ويقال : فلان طيب المشاش كريم النفس، والشمير الذي يكثر التشمير، والمشاجر المجادل، ويطيش يخذل، والمعنى انه يشكر ويشكر، ونفسه ملؤها الشهامة التي تجعل صاحبها يقهر ويخذل مجادله أيا كان.
٣. أصل الشقشقة بالكسر شئ كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هدر، والجمع شقاشق، ويقال للفصيح : هدرت شقشقته، وفلان شقشقة قومه شريفهم وفصيحهم، والشباة حد كل شئ، والجمع شبا وشبوات، والمشرفي وصف للسيف المنسوب الى مشارف الشأم أو موضع باليمن مشهور بعمل السيوف، وجاش نهض، والمعنى أن الناس تخشى خطاباته، وسلاحه من أجود الأسلحة.
٤. الأناشيد جمع أنشودة، وهي النشيد، يقال فلان له أناشيد ملاح تشفي السكارى، وشفهم هزلهم وأوهنهم.
٥. يشدو يترنم بالشعر، واهتش ارتاح، والشحيح البخيل والحريص، ويشغفه إنشاده أي يصل شغاف قلبه فيقاسمه ماله.
٦. تكلف المجئ إلى فأبعد عني وحشتي.
٧. يشرق شمسه أي يذيع فضائله.
٨. مشبع الأحشاء المتشبع من الرؤية.
٩. الشواظ اللهب، والشحط البعد
١٠. يشعثن يقطعن، ونشطه خروجه وبعده عني.
١١. لبعده.
١٢. وفزعي لفراقه.
١٣. وشايتي نشري لنشيده المزخرف.
١٤. يقال نشد الضالة ينشدها بالضم نشدا ونشدة بالكسر طلبها، والمعنى هل يشعر الشيخ بطلبي لشخصه صباح مساء.
١٥. استشف الشئ تأمله لينظر ماوراءه. والشجون الهموم، والشطون البعد.
١٦. يقال : فلان قوى الجأش أي القلب.
١٧. شارف الشئ أطلع عليه.
١٨. الحشاشة روح القلب.
١٩. مشحوذ مسنون مرهف، وأشفار جمع شفرة وهي حد السيف.
٢٠. يبين. ويجوش أي يفيض كالعين التي تفيض

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ভূমিকা রচনায় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. البداية والنهاية — ইবনে কাসীর।

২. وفيات الأعيان — ইবনে খাল্লিকান।

৩. ذيل تاريخ بغداد — ইবনুদ-দিময়াতী।

৪. معجم الأدباء — ইয়াকূত আল-হামাবী।

৫. معجم البلدان — ইয়াকূত আল-হামাবী।

৬. الأعلام — খায়রুদ্দীন আয-যিরিক্লী।

৭. تاريخ ابن خلدون — ইবনে খালদূন।

৮. الكامل (فى التاريخ) — ইবনুল আসীর।

৯. كشف الظنون — হাজী খলীফা চেলেবী।

১০. هدية العارفين — ইসমাঈল পাশা।

১১. خزانة الأدب — আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী।

১২. تاريخ الأدب العربى — আহমদ হাসান আয-যায়্যাত।

১৩. لسان العرب — ইবনে মানজূর।

১৪. المعجم الوسيط (فى اللغة) — মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা।

১৫. التعريفات — শরীফ আলী আল-জুরজানী।

১৬. سنن أبى داؤد — ইমাম আবূ দাউদ।

১৭. شرح مقامات الحريرى — আব্দুল মু'মিন আশ-শারীশী।

১৮. مقدمة المنجد (أردو) — মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)

১৯. مقدمة مقامات الحريرى — মাও. মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী (র.)

২০. ظفر المحصلين بأحوال المصنفين — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী।

২১. قرة العيون فى تذكرة الفنون — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী।

২২. درس مقامات — ইবনুল হাসান আব্বাসী।

২৩. الكنوز الإعزازية — সংকলক : মাওলানা মুহাম্মদ আলী (র.)।

مقدمة الكتاب

কিতাবের ভূমিকা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	**অনুবাদ :** [শুরু করছি] পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

শাব্দিক অনুবাদ : بِسْمِ اللّٰهِ [শুরু করছি] আল্লাহর নামে اَلرَّحْمٰنِ পরম করুণাময় اَلرَّحِيْمِ দয়ালু।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بِسْمِ-এর মধ্যে ب হরফে জর। এটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. اَلْإِلْصَاقُ [সম্পৃক্ততা] : যেমন : أَمْسَكْتُ بِالْغُلَامِ "আমি গোলামটিকে ধরে রেখেছি।" مَرَرْتُ بِزَيْدٍ "যায়েদের পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি।" بِه دَاءٌ "তাঁর মধ্যে ব্যাধি রয়েছে।" بِسْمِ اللّٰهِ-এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য হতে পারে।

২. اَلْاِسْتِعَانَةُ [সাহায্য] : যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ "আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি।" بِسْمِ اللّٰهِ-এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য।

৩. اَلْمُصَاحَبَةُ [সাহচর্য] : যেমন : فَادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ أٰمِنِيْنَ "তোমরা সালাম সহকারে নিরাপদে তথায় প্রবেশ কর।" وَقَدْ دَخَلُوْا بِالْكُفْرِ أَيْ مَعَ الْكُفْرِ "তারা কুফরি সহকারে প্রবেশ করেছে।" এ অর্থটিও بِسْمِ اللّٰهِ-এর মধ্যে প্রযোজ্য হতে পারে।

৪. اَلسَّبَبِيَّةُ/ اَلتَّعْلِيْلُ [কার্যকারণ] : যেমন : فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِه "আমি প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি।"

৫. اَلْبَدَلُ [বদল] : যেমন : اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى "তারা হেদায়াতের বদলে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছে।"

৬. اَلْمُقَابَلَةُ التَّعْوِيْضُ [বিনিময়] : যেমন : হাদীস– زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ "পবিত্র কুরআনের যেটুকু তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।"

৭. اَلْمُجَاوَزَةُ بِمَعْنٰى عَنْ [বিষয় ও অতিক্রমণের অর্থ বুঝাতে] : যেমন : فَاسْئَلْ بِه خَبِيْرًا "তুমি এ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর।"

৮. اَلتَّبْعِيْضُ [কিয়দাংশ অর্থে] : যেমন : وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ "তোমরা তোমাদের মাথার কিছু অংশ মাসাহ কর।"

৯. اَلْقَسَمُ [কসম] : যেমন : بِاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই অবশ্যই এরূপ করব।"

১০. اَلْغَايَةُ [অন্ত/সীমা অর্থ প্রকাশার্থে] : যেমন : قَدْ أَحْسَنَ بِيْ "সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে।"

১১. اَلتَّعْدِيَةُ [সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরীকরণ] : যেমন : ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ "আল্লাহ তা'আলা তাদের নূর নিয়ে নিয়েছেন।"

১২. اَلظَّرْفِيَّةُ [স্থান/কালের অর্থ জ্ঞাপনার্থে] : যেমন : نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ "আমি তাদেরকে রাতের শেষাংশে পরিত্রাণ দিয়েছি।" وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ "আর তুমি [তখন পর্বতের] পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না।"

১৩. اَلْاِسْتِعْلَاءُ بِمَعْنٰى عَلٰى [কর্তৃত্ব ও উপরস্থতার অর্থ বুঝানোর জন্য] : যেমন : وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ "আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাকে অঢেল সম্পদের আমানতদার বানালেও সে তা তোমার কাছে ফেরত দেবে।"

১৪. اَلتَّفْدِيَةُ [উৎসর্গীকরণ] : যেমন : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ "আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গীকৃত হোক।"

১৫. اَلتَّوْكِيْدُ [গুরুত্ব জ্ঞাপনার্থে] : উল্লেখ্য যে, এ অর্থে ب যায়েদা হয়ে থাকে। ب যায়েদা হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ–

১. كَانَ مَنْفِيْ-এর خَبَرْ-এর পূর্বে। যেমন : مَاكَانَ بِمُنْكِرٍ "সে অস্বীকারকারী নয়।"

২. لَيْسَ-এর خَبَرْ-এর পূর্বে। যেমন : لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ "যায়েদ দণ্ডায়মান নয়।"

Free @ www.eilm.weebly.com

৩. مَا مُشَبَّهَةٌ بِلَيْسَ -এর خَبَرْ -এর পূর্বে। যেমন : مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ "আল্লাহ তা'আলা অনবহিত নন।"
৪. (فِعلُ التَّعَجُّبْ) أَفْعَلْ -এর فَاعِلْ -এর পূর্বে অবশ্যিকভাবে। যেমন– أَكْرِمْ بِزَيْدٍ "যায়দ কতই না সম্মানিত।"
৫. نَفْسٌ وَعَيْنٌ দ্বারা তাকিদ ব্যবহার করলে তার পূর্বে। যেমন : جَاءَ الْوَزِيْرُ بِنَفْسِهٖ "মন্ত্রী নিজেই এসেছেন।"
৬. فَاعِلْ-এর পূর্বে। এটা سِمَاعِىْ অর্থাৎ আরবি ভাষার স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকদের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যেমন : كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا "আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।"
৭. مَفْعُوْلْ -এর পূর্বে। যেমন– لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।"
৮. كَفٰى -এর مَفْعُوْلْ -এর পূর্বে, যদি তা এক مَفْعُوْلْ -এর প্রতি মুতা'আদ্দী হয়। যেমন : كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ "যা শুনে তা-ই বলে বেড়ানো কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতার জন্য যথেষ্ট।"
৯. مُبْتَدَا -এর পূর্বে। এটাও سِمَاعِىْ, যেমন : بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ "একটি দেরহাম তোমার জন্য যথেষ্ট।
১০. خَبَرْ -এর পূর্বে। এটাও سِمَاعِىْ, যেমন : حَسْبُكَ بِزَيْدٍ "যায়েদ তোমার জন্য যথেষ্ট।"
১১. إِذَا فُجَائِيَّة -এর পরে مُبْتَدَا -এর পূর্বে। যেমন : خَرَجْتُ فَإِذَا بِزَيْدٍ فِى الطَّرِيْقِ "আমি বের হলাম, হঠাৎ দেখি, যায়েদ রাস্তায় উপস্থিত।"
১২. حَالْ -এর পূর্বে, যার عَامِلْ মানফী অর্থাৎ নেতিবাচক হয়। যেমন : فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ "কোনো বাহনের উট ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় নি।"

بِسْمِ اللّٰهِ -এর মধ্যে ب হরফটি إِلْصَاقٌ، اِسْتِعَانَةٌ ও مُصَاحَبَةٌ এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আল্লামা যামাখশারীর মতে مُصَاحَبَةٌ -এর জন্য এবং আল্লামা বায়যাবীর মতে اِسْتِعَانَةٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উপরিউক্ত তিন অর্থে بِسْمِ اللّٰهِ -এর ভাবার্থ এরূপ– "আমার শুরু করা আল্লাহর নামের সাথে জড়িত", অথবা আল্লাহর নামের সাহায্যে বা বরকতে অথবা আল্লাহর নাম সহকারে আমি শুরু করছি।" এখানে ب -এর সম্পর্ক فِعْل-এর সাথে হবে, অথবা شِبْهُ فِعْل -এর সাথে হবে। যার সাথেই হোক, সেটি عَامْ হবে, অথবা خَاصْ হবে। এ চারটি সূরতের প্রত্যকটিতে عَامِلْ -কে বিসমিল্লাহর পূর্বে উহ্য ধরা হবে, অথবা পরে উহ্য ধরা হবে। تَرْكِيْب -এর দিক থেকে প্রধানত এই আটটি সূরত হতে পারে, তন্মধ্যে فِعْل خَاصْ-কে বিসমিল্লাহর পরে উহ্য বলে ধরে নেওয়া উত্তম। যেমন : بِسْمِ اللّٰهِ اَقْرَأُ أَوْ أَكْتُبُ أَوْ آكُلُ। এতে حَصْرْ -এর ফায়েদা হাসিল হয় এবং মুশরিকদের কথার জওয়াব হয়। কেননা তারা কোনো কাজ করার শুরুতে بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى نَفْعَلُ كَذَا বলত।

اِسْمٌ

اِسْمٌ শব্দটির মূলরূপ কি ছিল তা নিয়ে নাহ্‌ববিদদের মতভেদ রয়েছে। বসরার অধিবাসী নাহ্‌ববিদগণের মতে, اِسْم-এর মূলরূপ ছিল سُمُوٌّ। এর বিপরীতে কূফার অধিবাসী নাহবিদগণ বলেন, এর মূল রূপ ছিল وِسْمٌ। বসরাবাসী নাহ্‌ববিদগণ বলেন, কূফী নাহবীদের অভিমত যদি সঠিক হতো তবে اِسْم -এর তাসগীর وُسَيْمٌ -এবং বহুবচন أَوْسَامْ হতো। অথচ বাস্তবে তা নয়। বরং اِسْم -এর তাসগীর سُمَىٌّ এবং বহুবচন أَسْمَاءٌ، (أَسَامِىْ)، أَسَامٌ، أَسْمَاوَاتٌ আসে। এতে বুঝা যায় যে, এর মূলরূপ سُمُوٌّ ছিল। কেননা تَصْغِيْر ও تَكْسِيْر শব্দকে তার মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনে।

اَلْإِسْمُ : নাম। বিশেষ্য। এমন শব্দ, যার দ্বারা কোনো বস্তু বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝানো হয়। اِسْم -এর মধ্যে اَلِفْ টি হলো هَمْزَةُ الْوَصْلِ বিসমিল্লাহর শুরুতে هَمْزَة কে বিলুপ্ত করা হয়, কিন্তু অন্যত্র اِسْم-এর পূর্বে ب যুক্ত হলে هَمْزَة লেখা হয়। যেমন : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ। একই অর্থে اِسْم শব্দটির ছয়টি لُغَتْ রয়েছে। যেমন : اِسْمٌ، اُسْمٌ، سُمٌ، سِمٌ، سَمٌ، سُمًى। اَلْمُسَمّٰى (مف) : নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি। কোনো নাম দ্বারা যাকে উদ্দেশ্য করা হয়। اَلسَّمِىُّ : উঁচু, বুলন্দ। একনাম, মিতা। নজির। هٰذَا سَمِيُّهُ : এটা তার নাম। اِسْم বলা হয়। উৎকৃষ্ট। বলা হয়– هُوَ مِنْ مُسَمَّى قَوْمِهٖ اَوْ مِنْ مُسَمَّاتِهِمْ "সে তার বংশের একজন উৎকৃষ্ট ব্যক্তি।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سَمَا(ن) سُمُوًّا : উঁচু হওয়া, বুলন্দ হওয়া।

الْبَصَرُ : দৃষ্টি পড়া।

سَمَوْتُ إِلَيْهِ بِبَصَرِيْ : তার প্রতি আমি দৃষ্টি দিয়েছি।

إِلَيْهِ بَصَرِيْ : তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে।

نَفْسُهُ تَسْمُوْ إِلَى مَعَالِي الْأُمُوْرِ : তার মন বড় বড় বিষয়ের প্রতি ধাবিত।

بِهِ : উঁচু করা।

الْقَوْمُ : শিকার করতে যাওয়া।

الرَّجُلَ زَيْدًا أَوْ بِزَيْدٍ : নাম রাখা।

سَمَّى (تَفْعِيْل) تَسْمِيَةً - الرَّجُلَ زَيْدًا أَوْ بِزَيْدٍ : নাম রাখা।

سَمَّى الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ : কাজ শুরু করতে আল্লাহর নাম নেওয়া।

أَسْمَى (إِفْعَال) إِسْمَاءً - اَلشَّيْءَ : উঁচু করা।

أَسْمَى الرَّجُلَ زَيْدًا أَوْ بِزَيْدٍ : নাম রাখা।

أَسْمَاهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ : প্রেরণ করা।

سَامَى (مُفَاعَلَة) مُسَامَاةً - الرَّجُلَ : গর্ব-অহংকারের প্রতিযোগিতা করা।

বলা হয়- فُلَانٌ لَا يُسَامٰى

অমুকের সাথে গর্ব-অহংকারের ক্ষেত্রে মোকাবিলা করা যায় না।

تَسَامٰى (تَفَاعُل) تَسَامِيًا : পরস্পরে গর্ব করা, একে অপরকে নাম ধরে ডাকা।

تَسَامٰى عَلَى الْخَيْلِ : ঘোড়ায় আরোহণ করা।

تَسَمّٰى (تَفَعُّل) تَسَمِّيًا : নাম পড়া, নাম গ্রহণ করা।

تَسَمّٰى إِلَى أَوْ بِالْقَوْمِ : সম্পর্কিত হওয়া।

اِسْتَسْمٰى (اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْمَاءً : নাম জিজ্ঞেস করা।

سَامٍ (فا) (ج) اَلسَّامُوْنَ (ج) سَامُوْنَ، سُمَاةٌ (স্ত্রী.) سَامِيَةٌ (ج) سَوَامٍ، سَامِيَاتٌ

উঁচু, বুলন্দ, সম্মানিত। বলা হয়- رَدَدْتُ مِنْ سَامِي طَرْفِهِ

আমি তার গর্ব-অহংকারকে বিচূর্ণ করে দিয়েছি।

اَلسَّمَاءُ : আকাশ, ভূবেষ্টনকারী উন্মুক্ত দিগন্ত, মাথার উপরস্থ বস্তু, ঘোড়ার পিঠ, ছাদ, বৃষ্টি, মেঘমালা, ঘাস, নেককারদের আত্মা থাকার জায়গা। (ج) سَمٰوٰتٌ، سَمَاوَاتٌ [আলিফ লেখায় উহ্য রেখে], أَسْمِيَةٌ، سِمِيٌّ، سُمِيٌّ। اَلسَّمَاءُ শব্দটি আরবিতে مُؤَنَّثٌ ও مُذَكَّرٌ উভয় রকম ব্যবহৃত হয়। যেমন- : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (مُؤَنَّثٌ) اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ (مُذَكَّرٌ)

اَلسَّمَاءُ : সুখ্যাতি। বলা হয় : شَاعَ سُمَاهُ : তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

وَفِي الْقُرْاٰنِ : لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

مَادَّةٌ : (س - م - و) / (و - س - م) جِنْس : نَاقِص/ مِثَال

مُرَادِفٌ : عَلَمٌ

اَللّٰهِ

اَللّٰهُ শব্দটি সৃষ্টিকর্তার নাম। কোনো ভাষায় এর অনুবাদ সম্ভব নয়। اَللّٰهُ শব্দটির তত্ত্বগত আলোচনা নিয়ে আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরূযআবাদী বলেন, এ শব্দের ব্যাপারে ত্রিশেরও অধিক মতামত রয়েছে। এখানে ছয়টি অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. প্রথম অভিমত হলো, এটা আরবি শব্দ নয়; বরং এটা সুরয়ানী শব্দ। সুরয়ানী ভাষার শব্দটি মূলত لَاهَا ছিল। শব্দের শেষে অবস্থিত اَلِفْ টি হযফ করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে اَلِفْ لَامْ تَعْرِيْف যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এভাবে اَللّٰه শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এ মতটি আবূ যায়েদ বলখী গ্রহণ করেছেন।

২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, শব্দটি আরবি। তবে اِسْمِ ذَاتٌ বা عَلَمٌ নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণবাচক নাম তথা اَلرَّحِيْمُ ও اَلْكَرِيْمُ-এর মতো صِفَتْ مُشْتَقَّةٌ অর্থাৎ অন্য শব্দ থেকে নির্গত বিশেষণ। আল্লামা আবূ হায়্যান আন্দালুসী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আল-বাহরুল মুহীতে [১ খ., পৃ. ১৫] এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। এ মতের অনুসারীগণ বলেন, নামকরণ এমন বস্তুর করা হয়, যাকে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ থেকে ঊর্ধ্বে। তাঁকে ইশারা করে দেখানো বা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

৩. তৃতীয় অভিমত এই যে, اَللّٰهُ শব্দটি ইসমে যাত, তবে عَلَمٌ তথা নাম নয়। سَمَاءٌ ও أَرْضٌ যেমন ইস্‌ম, তেমনি اَللّٰه শব্দটিও ইসম। صِفَتْ مُشْتَقَّةٌ বা عَلَمٌ নয়। এ অভিমতটি পোষণ করার কারণও তাই, যা দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে আরাবী তাঁর ফুতূহাত নামক গ্রন্থে এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন।

৪. চতুর্থ অভিমত এই যে, اَللّٰه শব্দটি ইসম এবং তার সাথে সাথে عَلَمٌ-ও। তবে এটা عَلَمٌ بِالْوَضْعِ তথা গঠনগতভাবে عَلَمٌ নয়। বরং এটা عَلَمٌ بِالْغَلَبَةِ অর্থাৎ ব্যবহারিক নামকবাচক শব্দ।

এক ধরনের নামবাচক শব্দ এরূপ যে, কেউ তা কোন বস্তু বুঝানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন করেন। যেমন মানুষের বা কোনো বস্তুর নাম রাখা হয়। আর এক ধরনের নামবাচক শব্দ আছে, যা কেউ নিয়মতান্ত্রিকভাব গঠন করেন না। তবে তা কোনো বিশেষ বস্তুর জন্য বহুল ব্যবহারের ফলে তা সেই বস্তুর জন্য নামবাচক বিশেষ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন- اَلنَّجْمُ। শব্দটি। এটা সাধারণ নক্ষত্ররাজির জন্য গঠিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে ثُرَيَّا তথা সপ্তর্ষীমণ্ডলকে বুঝতে এ শব্দটি জন্য عَلَمٌ بِالْغَلَبَةِ তথা ব্যবহারিক নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে প্রচলিত হয়। এমননিভাবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা বুঝানোর জন্য কেউ اَللّٰهُ। শব্দটি গঠন করেননি, তবে বহুল ব্যবহারের ফলে শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয়েছে। এ অভিমতটি প্রখ্যাত তাফসীরবিদ কাযী বায়যাবী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫. পঞ্চম অভিমত এই যে, اَللّٰه শব্দটি عَلَمٌ بِالْوَضْعِ অর্থাৎ গঠনভাবে বিশেষ্য। এটি কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম খলীল ইবনে আহমদ নাহবী, ইমাম যাজ্জাজ ও আল্লামা সুহায়লী এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আল্লামা যাবীদী (র.) তাঁর প্রসদ্ধি অভিধানগ্রন্থ তাজুল আরূসে [৯ খ., পৃ. ৩৭৪] লেখেন : وَأَصَحُّهَا أَنَّهُ عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ غَيْرُ مُشْتَقٍّ অর্থাৎ "সকল মতামতের মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত এই যে, اَللّٰه শব্দটি সেই মহান ও চিরন্তন সত্তার নাম, যিনি সকল পূর্ণতার গুণের অধিকারী। এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়।"

৬. ষষ্ঠ অভিমত এই যে, اَللّٰهُ শব্দটি عَلَمٌ بِالْوَضْعِ অর্থাৎ গঠনগতভাবে নামবাচক বিশেষ্য এবং অন্য শব্দ থেকে নির্গত। আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা নাসাফীসহ কিছু পণ্ডিত এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

মোটকথা, কেউ বলেন, এটি আরবি শব্দ, আবার কারও মতে, শব্দটি সুরয়ানী। আরবি যারা বলেন, তাদের মধ্যে আবার দ্বিমত রয়েছে। কারও মতে, শব্দটি جَامِدٌ অর্থাৎ, এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি এবং এ থেকেও অন্য কোনো শব্দ নিষ্পন্ন হয় নি। এর বিপরীতে আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দটি مُشْتَقٌّ অর্থাৎ, এটি অন্য শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যারা শব্দটিকে مُشْتَقٌّ বলেন, তাদের মধ্যে আবার শব্দটির উৎসমূল নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তাদের মতামত গুলো এরূপ :

১. أَلَهَ (ف) أُلُوْهَةً، إِلَاهَةً، أُلُوْهِيَّةً ইবাদত করা। এ থেকে إِلٰه মানে مَأْلُوْهٌ অর্থাৎ মা'বূদ, উপাস্য।

২. أَلِهَ (س) أَلَهًا হতবুদ্ধি হওয়া। এ থেকে إِلٰه শব্দটি নিষ্পন্ন বলে ধরা হলে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে যেয়ে সকল সৃষ্টিকুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

৩. أَلِهْتُ (س) أَلَهًا إِلٰى فُلَانٍ কারও নিকট শান্তি ও স্থিরতা লাভ করা। বলা হয় : أَلِهتُ الى فلان আমি অমুকের নিকট গিয়ে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করেছি। এ অর্থে মহান রাব্বুল আলামীনকে "আল্লাহ" বলা হয় এ কারণে যে, মানুষের অন্তর আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে।

৪. أَلِهَ (س) أَلَهًا ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া। أَلَهَ (إِفْعَالٌ) إِيْلَاهًا ভয়-ভীতি দূরীভূত করে দিয়ে আশ্রয় দেওয়া। এ অর্থে মানে আশ্রয়স্থল। মহান সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বিপদ-মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন এবং তার ভয়-ভীতি দূরীভূত করেন তাই তাকে "আল্লাহ" বলা হয়।

৫. أَلَهَ (ف) أَلَهًا - ، ، আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া। এ অর্থে إِلٰهٌ মানে آلِهٌ অর্থাৎ, আশ্রয় ও নিরাপত্তাদাতা। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিকুলের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন তাই তাঁকে "আল্লাহ" বলা হয়।

৬. أَلَهَ (ف) أَلَهًا - اَلْفَصِيْلُ উটনীর বাচ্চা মায়ের প্রতি ধাবিত ও সম্পৃক্ত হওয়া। বান্দা যেহেতু বিপদ-মসিবতের সময় কেঁদে-কেটে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয় এবং তার জিকিরে ব্যাপৃত হয় তাই এ অর্থে বারী তা'আলাকে "আল্লাহ" বলা হয়।

৭. وَلِهَ (ض، س، ح) وَلَهًا وَلَهَ يَلِهُ وَيَوْلَهُ হতবুদ্ধি হওয়া। এ অর্থেও إِلٰه মানে তা-ই, যা দ্বিতীয় অভিমতে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় অভিমতের মধ্যে পার্থক্য কেবল এটুকু যে, দ্বিতীয় অভিমত মুতাবিক শব্দমূলের মধ্যে প্রথম حَرْف أَصْلِيٌّ ছিল هَمْزَة। আর এখানে প্রথম حَرْف أَصْلِيٌّ হলো وَاو।

Free @ www.e-ilmweebly.com

৮. لَاهَ (ض) لَيْهًا، لَاهًا অদৃশ্য হওয়া, বুলন্দ হওয়া। আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেহেতু সৃষ্টিকুলের সীমিত দৃষ্টি ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে অদৃশ্য এবং অনুপম ও সমুচ্চ তাই তাকে "আল্লাহ" বলা হয়।

এ অভিমত থেকে বুঝা যায় যে, মূল শব্দটি ছিল لَاهٌ। এর উপর اَلِفْ لَامْ যুক্ত করায় اَللّٰهُ শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'মুখতারুস সিহাহ' প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে বলেন–

(لَاهَ) : تَسَتَّرَ ، وَبَابُهُ بَاعَ ، وَجَوَّزَ سِيْبَوَيْهِ أَنْ يَكُوْنَ لَاهَ أَصْلَ
اِسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى ، قَالَ الشَّاعِرُ :
كَحِلْفَةٍ مِنْ أَبِىْ رِبَاحٍ * يَسْمَعُهَا لَاهُهُ الْكِبَارُ
أَىْ إِلَاهُهُ ، أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، فَجَرَى مَجْرَى الْإِسْمِ الْعَلَمِ كَالْعَبَّاسِ وَالْحَسَنِ (مُخْتَارُ الصِّحَاحِ : ٣٢٩)

অর্থাৎ لَاهٌ মানে অদৃশ্য হলো, গোপন হলো। এর বাব مبَاعَ يَبِيْعُ ইমাম সীবাওয়াইহি এ অভিমত সমর্থন করেছেন যে, لَاهٌ শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের মূল উৎস। যেমন কবি বলেন, ... كَحِلْفَةٍ مِنْ أَبِىْ "আবূ রাবাহ কর্তৃক কৃত হলফের মতো ...., যা তার মহামহিম অদৃশ্য সত্তা [আল্লাহ] শোনেন।"

এখানে কবির উক্তিতে لَاهُهُ মানে إِلَاهُهُ অর্থাৎ তার ইলাহ। এর শুরুতে اَلِفْ لَامْ যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে প্রচলিত হয়। যেমন– আল-আব্বাস ও আল-হাসান। এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত অভিমতগুলো থেকে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, اَللّٰهُ শব্দটি মূলত إِلَاهٌ ছিল। তার শুরু থেকে اَلِفْ টি ফেলে দিয়ে اَلِفْ لَامْ যুক্ত করা হয়েছে। এ اَلِفْ لَامْ নিয়েও দু'টি অভিমত রয়েছে :

১. প্রথম অভিমত এই যে, إِلَاهٌ শব্দের শুরুতে অবস্থিত যে হামযাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে তার পরিবর্তে اَلِفْ لَامْ যুক্ত করা হয়েছে। তাই اَللّٰهُ শব্দের মধ্যে اَلِفْ لَامْ -এর হামযাটি وَصْلِىْ নয়; বরং قَطْعِىْ। এজন্য يَا اَللّٰهُ বাক্যে হামযা হরফটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ উচ্চারিত হয়। هَمْزَةْ وَصْلِىْ -এর মতো অনুচ্চারিত থাকে না। এটা ইমাম আবূ আলী নাহবীর অভিমত।

২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, اَللّٰهُ শব্দের اَلِفْ لَامْ টি إِلَاهٌ -এর হামযার পরিবর্তে যুক্ত করা হয়নি; বরং তা মা'রেফার اَلِفْ لَامْ। আর এটা জানা কথা যে, মা'রেফার اَلِفْ لَامْ -এর হামযা وَصْلِىْ হয়ে থাকে, قَطْعِىْ নয়। সুতরাং اَللّٰهُ শব্দের হামযাও وَصْلِىْ, যা বাক্যের মাঝখানে উচ্চারিত হয় না। যেমন– بِسْمِ اللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে উচ্চারিত হয় না। তবে يَا اَللّٰهُ বাক্যের মধ্যে হামযাটি মধ্যবর্তী অবস্থানে হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারিত হওয়া আল্লাহ শব্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। قَطْعِىْ হওয়ার বিবেচনায় নয়।

তবে ইমাম খলীল, সীবাওয়াইহ্ ও অধিকাংশ নাহ্‌ববিদদের মতে, اَللّٰهُ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা যেমন যাবতীয় পরিবর্তন থেকে মুক্ত, তেমনি তাঁর নামও সকল পরিবর্তন-বিবর্তন থেকে মুক্ত। তাছাড়া اَللّٰهُ শব্দটিকে অন্য শব্দ থেকে নির্গত বলে ধরা হলে তার একটি مَعْنٰى كُلِّىْ গ্রহণ করতে হয়, যার ফলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কালিমাটি كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ থাকে না, অথচ এটি كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বসম্মত অভিমত।

اَللّٰهُ শব্দটি عَلَمْ বা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া সম্পর্কে ছয়টি এবং مُشْتَقّ মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে مُشْتَقّ مِنْهُ নির্ণয় করা সম্পর্কে আটটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শব্দটির শুরুতে অবস্থিত اَلِفْ لَامْ সম্পর্কেও দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এটি اَللّٰهُ শব্দ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম যে বিশদ আলোচনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ। লাহোরের জামিয়া আশরাফিয়ার সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা মূসা রূহানীবাযী (র.) اَللّٰهُ শব্দের তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ কলেবরে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম اَللّٰهُ : فَتْحُ اللّٰهِ بِخَصَائِصِ الْإِسْمِ। উক্ত গ্রন্থে তিনি اَللّٰهُ শব্দের প্রায় সাড়ে সাত শত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. اَللّٰهُ শব্দটি مَنْسُوْبٌ إِلَيْهِ হয়, কিন্তু সেটি কারো প্রতি مَنْسُوْب নয়।

২. এ নামে কোনো সৃষ্ট বস্তুর নামকরণ করা হয় নি।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. হরফে নিদা يَا -এর পরিবর্তে শব্দটির শেষে তাশদীদযুক্ত মীম সংযুক্ত করা বৈধ।
৪. يَا اَللّٰهُ বাক্যে هَمْزَةُ وَصْلِىْ বাক্যের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা উচ্চারিত হয়।
৫. দুটি মা'রেফার হরফ اَللّٰهُ শব্দের মধ্যে একত্রিত হয়। যেমন– يَا اَللّٰهُ এখানে يا হরফে নিদা ও اَلِفْ لَامْ একত্রে হয়েছে
৬. اَللّٰه শব্দটিতে কখনও হরফে জর হযফ করার পরও তার আমল বহাল থাকে। যেমন– اَللّٰه لَاَفْعَلَنَّ كَذَا বলা হয়। মূলত এখানে وَاللّٰه ছিল। وَاوْ قَسَمِيَّة হরফে জরকে করার পর করে তার আমল বাকি রাখা হয়েছে।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَحْمٰن ও رَحِيْم উভয়টি مُبَالَغَه-এর শব্দ। তবে رَحْمٰن-এর মধ্যে مُبَالَغَه-এর অর্থ অধিক। কারণ زِيَادَةُ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلٰى زِيَادَةِ الْمَعْنٰى "বর্ণনাধিক্য মর্মাধিক্য বুঝায় অর্থাৎ, যে শব্দের মধ্যে হরফ বেশি তার অর্থের মধ্যেও আধিক্য পাওয়া যায়।" رَحِيْم-এর পূর্বে رَحْمٰن শব্দের উল্লেখ করার কারণ এই যে, رَحْمٰن বিশেষণটি কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। অন্য কাউকে رَحْمٰن বলা জায়েজ নয়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে : قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ -এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ বলে ডাকা হোক বা রহমান বলে ডাকা হোক, উভয় শব্দ দ্বারা একই সত্তাকেই বুঝানো হয়। অথবা رَحْمٰن -কে এ কারণে رَحِيْم -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمٰن-এর মধ্যে বড় বড় অনুগ্রহের অর্থ এবং رَحِيْم -এর মধ্যে ছোট ছোট অনুগ্রহের অর্থ রয়েছে। অতএব رَحْمٰن শব্দটিকে পূর্বে উল্লেখ করে তার পরে رَحِيْم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মধ্যে ছোট বড় সব রকমের অনুগ্রহ রয়েছে। অথবা এ কারণে رَحْمٰن শব্দটিকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمٰن বিশেষণটি মুমিন, কাফির, দুনিয়া ও আখিরাত সবকিছুই শামিল করে। পক্ষান্তরে رَحِيْم শব্দটি কেবল মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল সত্তাকে বুঝার জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে : وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا অথবা رَحْمٰن বিশেষণটিকে এ কারণে আগে আনা হয়েছে যে, رَحِيْم কেবল আখেরাতে অনুগ্রহশীল সত্তাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। উল্লেখ্য যে, مُبَالَغَه-এর শব্দ আল্লাহ তা'আলার জন্য مَجَازًا ব্যবহৃত হয়। কেননা اَلْمُبَالَغَةُ تَثْبِيْتُ الشَّيْءِ اَكْثَرَ مِمَّا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ "কোনো বস্তুর বাস্তবে যতটুকু দোষ বা গুণ আছে তার অধিক বুঝানোকে مُبَالَغَة বলা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি পুরোপুরিই প্রকৃত ও বাস্তব। সুতরাং তার জন্য مُبَالَغَة -এর শব্দাবলি مُبَالَغَة -এর পারিভাষিক অর্থে নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার জন্য مُبَالَغَة -এর শব্দাবলি তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের আধিক্যের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রহমতের ক্ষেত্র অধিক হওয়ার কারণে এবং রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে رَحْمٰن ও رَحِيْم বলা হয়, যেমনটি তওবাকারীদের আধিক্যের কারণে তাঁকে تَوَّابٌ বলা হয়। رَحِيْم -এর বহুবচন اَرْحَمَاءُ উল্লেখ্য যে, رَحْمٰن শব্দটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস তাই এর বহুবচন হয় না।

رَحِمَ (س) رَحْمَةً : নম্র হৃদয় হওয়া, অনুগ্রহশীল হওয়া,
مَرْحَمَةً، رُحْمًا : অনুগ্রহ করা, ক্ষমা করে দেওয়া।
رَحُمَتْ (س، ك) رَحْمًا، رَحَامَةً، وَرُحِمَتْ - اَلْمَرْأَةُ : মহিলার সন্তান প্রসব করার পর জরায়ুতে ব্যথা হওয়া।
رُحَمَاءُ، رَحِمَةٌ، رَحُوْمٌ : এ অর্থে صِفَتْ ব্যবহৃত হয়
رَحَّمَ (تَفْعِيْل)، تَرَحَّمَ (تَفَعُّل) - عَلَيْهِ : কোন ব্যক্তির ব্যাপারে رَحِمَهُ اللّٰهُ বলা।
تَرَاحَمَ (تَفَاعُلٌ) : একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা।
اَلرَّحْمُ، اَلرَّحِمُ : أَرْحَامٌ (ج)। জরায়ু, আত্মীয়তা, সম্পর্ক।
ذُو الرَّحِمِ : আত্মীয়।

اَلرُّحَامُ : জরায়ুর এক প্রকার রোগ।
اَلرَّحْمَةُ، اَلرَّحْمٰى، اَلرُّحْمُ : অন্তরের নম্রতা, অনুগ্রহ।
اَلرَّحَمُوْتُ : অধিক অনুগ্রহ।
اَلرَّاحِمُ، اَلرَّحُوْمُ : অনুগ্রহশীল।
اَلْمُرَحَّمُ (مف) : যার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আধুনিককালের ভাষায় مَرْحُوْم ও مُرَحَّم শব্দ দু'টি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়।
فِى الْقُرْاٰنِ : اَللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ .
مَادَّه : (ر-ح-م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : رَءُوْفٌ ، ضِد : جَبَّارٌ

Free @ www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ عَلٰى مَا عَلَّمْتَ مِنَ الْبَيَانِ، وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ،

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি যে [আমাদের] ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছ এবং বোধশক্তি [আমাদের] অন্তরে ঢেলে দিয়েছ তজ্জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ্ إِنَّا نَحْمَدُكَ আমরা তোমার প্রশংসা করছি عَلٰى مَا তজ্জন্য عَلَّمْتَ তুমি শিখিয়েছ الْبَيَانِ ভাব প্রকাশ করতে وَأَلْهَمْتَ এবং তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ التِّبْيَانِ বোধশক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ :

এ শব্দের মূলরূপ কি ছিল এ ব্যাপারে নাহ্‌ববিদদের দু'টি উক্তি রয়েছে–

১. ইমাম ফাররা' ও কূফী নাহববিদদের মতে, اَللّٰهُمَّ শব্দটি يَا اَللّٰهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ ছিল। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করুন।] উক্ত বাক্য থেকে اَللّٰهُ শব্দটি এবং أُمَّنَا -এর مِيْم مُشَدَّدْ টি রেখে বাকি অংশ হযফ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ অভিমতটি সঠিক নয়। কেননা, এ অভিমতটির উপর তিনটি আপত্তি উঠে :

এক. اَللّٰهُمَّ মানে যদি يَا اَللّٰهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ ধরা হয় তবে যেহেতু এ অভিমত অনুসারে اَللّٰهُمَّ শব্দটি দোয়ার একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয় তাই এর পরে কোনো দোয়ার বাক্য যুক্ত হলে عَطْف সহকারে যুক্ত হওয়া চাই। যেমন : اَللّٰهُمَّ وَاغْفِرْلِيْ অথচ এরূপ عَطْف সহকারে ব্যবহার শুদ্ধ নয়। বলা হয়ে থাকে যে, اِغْفِرْلِيْ যেহেতু عَطْف بَيَانْ তাই حَرْف عَطْف ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ কথাটিও এ কারণে সঠিক নয় যে, اَللّٰهُمَّ-এর পরে বদদোয়াও করা হয়, যা উপরিউক্ত অর্থে اَللّٰهُمَّ থেকে عَطْف بَيَانْ হতে পারে না।

দুই. একটি মাত্র হরফ (مِيْم مُشَدَّدْ) একটি বাক্য أُمَّنَا بِخَيْرٍ -এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। قُلْتُ لَهَا قِفِيْ فَقَالَتْ لِيْ قَافْ এ পংক্তি দ্বারা এই অভিমতের সপক্ষে দলিল পেশ করা যায় না। কারণ এরূপ ব্যবহার নেহায়েত দুর্লভ।

তিন. اَللّٰهُمَّ -এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে اَللّٰهُمَّ সহকারে কোনো বদদোয়া শুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কেননা এতে একই দোয়ায় পরস্পর বিরোধিতা প্রকাশ পায়। তা ছাড়া কুরআন পাকে اَللّٰهُمَّ-এর সাথে বদদোয়া উল্লিখিত হয়েছে। যেমন– اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً অতএব এ সকল আপত্তির কারণে অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এর বিপরীতে ইমাম সীবাওয়াইহি ও খলীলসহ বসরী নাহবীগণের মতে, اَللّٰهُمَّ শব্দটি মূলত يَا اَللّٰهُ ছিল। يَا হরফে নিদাটিকে হযফ করে তার বদলে اَللّٰهُ শব্দের শেষে مِيْم مُشَدَّدْ যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে يَا হরফে নিদা ও مِيْم مُشَدَّدْ সাধারণত এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না।

অধিক সংখ্যক ভাষাবিদ পণ্ডিত বসরী নাহবীগণের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ কূফীদের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মাওলানা মূসা রূহানীবাযী (র.) তাঁর "ফাতহুল্লাহ" নামক গ্রন্থে পঁচিশটি দলিল পেশ করে কূফীদের অভিমত প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম রাযী উভয় পক্ষের মতামত, দলিল ও জবাব উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ফাররার অভিমতের প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে বলে বুঝা যায়। [দ্র. তাফসীরে কাবীর, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ২৬ -এর তাফসীর।]

কূফীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মীম মুশাদ্দাদ يَا হরফে নিদার পরিবর্তে এসে থাকলে উভয়টি একত্রে না আসার কথা। অথচ আরবি কবি কুতরুব বলেন,

إِنِّيْ إِذَا مطعم ألما * أقول يا اللهم يا اللهما

অপর এক কবি বলেন,

إني إذا حدث لما * دعوت يا اللهم يا اللهما

এ দু'টি শ্লোকে উভয়টি একত্রে এসেছে। বসরীদের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় যে, এ শ্লোক দুটি شاذ অর্থাৎ, দুর্লভ প্রয়োগের উদাহরণ। এতে ضرورت شعرى -এর কারণে একত্রে আনা হয়েছে।

এছাড়াও الله শব্দটির তাহকীক নিয়ে আরও দুটি অভিমত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম অভিমতটি হলো, আল্লামা রূহানী বাযী (র.) বলেন, اللهم শব্দের শেষে অবস্থিত মীম মুশাদ্দাদ

يَا حَرْفُ نِدَا কিংবা جُمْلَةٌ مُقَدَّرَةٌ কোনোটির পরিবর্তে নয়। বরং এটি মুবালাগা বোঝাবার জন্য اَللّٰهُ শব্দের শেষে مِيْم مُشَدَّدْ যুক্ত করা হয়েছে। যেমন– أَرْقَمُ ও إِبْنَمٌ এ শব্দ দু'টির শেষে মুবালাগার অর্থ প্রকাশ করার জন্য মীম যুক্ত করা হয়। আর দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, اَللّٰهُمَّ শব্দটি কোনো শব্দ থেকে গঠিত বা নিষ্পন্ন হয়নি; বরং এটি আল্লাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম। কেউ কেউ এ শব্দটিকে ইসমে আ'জম বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আল-ইতকান [১খ., পৃ. ১৫৩] গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি থেকে দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি আল্লাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম।

আল্লামা আইনী (র.) [উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ২১] বলেন, اَللّٰهُمَّ শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র তিন রকম : ১. نِدَا -এর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ২. কোনো বিরল বিষয়ের ব্যতিক্রম বোঝাবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– اَللّٰهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَذَا অর্থাৎ, "তবে বিষয়টি যদি এমন হয়।" ৩. কোনো প্রশ্নের জবাবে গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ জিজ্ঞেস করল, أَزَيْدٌ قَائِمٌ "যায়দ কি দণ্ডায়মান?" জবাবে বলা যেতে পারে, "اَللّٰهُمَّ، نَعَمْ" অথবা "اَللّٰهُمَّ، لَا" এ তিনটি প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে শেষোক্ত দু'টি প্রয়োগক্ষেত্রে বরকত ও ভাষাগত প্রচলনস্বরূপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اَللّٰهُمَّ শব্দটির কোনো صِفَتْ ব্যবহার করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মুবাররিদের মতে এর صِفَتْ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণতঃ يَا اَللّٰهُ الْكَرِيْمُ যেমন বলা যায়, তেমনি اَللّٰهُمَّ الْكَرِيْمُ বলা যায়। তাঁর মতে, পবিত্র কুরআনে اَللّٰهُمَّ শব্দটি صِفَتْ সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সূরা যুমারের ৪৬ নং আয়াত قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ -এর মধ্যে فَاطِرْ শব্দটিকে اَللّٰهُمَّ -এর সিফাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম সীবাওয়াইহির মতে, اَللّٰهُمَّ শব্দের সিফাত ব্যবহার কর শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াতে فَاطِرْ শব্দটি اَللّٰهُمَّ -এর সিফাত নয়; বরং এটি স্বতন্ত্র মুনাদা। এখানে حَرْفُ نِدَا মাহযূফ রয়েছে। তাঁর মতে, اَللّٰهُمَّ শব্দের মীম হরফটি আল্লাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামকে শামিল করে। مِيْم হরফটি বহুবচনের আলামত, যেমন عَلَيْهِمْ শব্দের মধ্যে "মীম"-কে বহুবচনের অর্থ বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়। সুতরাং اَللّٰهُمَّ বলা মানে يَا اَللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى বলা। কাজেই اَللّٰهُمَّ শব্দটির মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন এরপরে আবার صِفَتْ ব্যবহার করার কোনো অর্থ থাকে না।

نَحْمَدُ : আমরা প্রশংসা করি। –করছি।

(س) حَمْدًا، مَحْمَدًا، مَحْمَدَةً : প্রশংসা করা।

– هُ عَلٰى أَمْرٍ : প্রতিদান দেওয়া।

– اَلشَّيْءَ : প্রশংসনীয় পাওয়া।

يُقَالُ : أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهَ :

"আমি তোমার সাথে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অথবা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তার সাথে আল্লাহর নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করছি।"

(تفعيل) تَحْمِيْدًا : আলহামদু লিল্লাহি বলা। বারবার প্রশংসা করা।

(إفعال) إِحْمَادًا : প্রশংসনীয় কাজ করা।

– اَلشَّيْءُ : প্রশংসনীয় হওয়া।

– اَلشَّيْءَ : প্রশংসনীয় পাওয়া।

– فُلَانًا : কারও কাজে বা মতে সন্তুষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا .

ماده : (ح ـ م ـ د) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِفْ : تَمْدَحُ ، ضِدْ : تَذُمُّ

حَمْد শব্দটি شُكْر অপেক্ষা ব্যাপ্তার্থবোধক। কেননা حَمْد গুণাবলি ও অনুগ্রহ উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু شُكْر কেবল অনুগ্রহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার مَدْحٌ শব্দটি حَمْد অপেক্ষা ব্যাপ্তার্থবোধক। কেননা مَدْحٌ শব্দটি জীবিত বা নির্জীব যে কোনো কিছুর প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু حَمْد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে চলে, নির্জীবের ক্ষেত্রে নয়।

حَمْد এবং شُكْر -এর সংজ্ঞা ও পরস্পর পার্থক্য :

اَلْحَمْدُ : هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ سَوَاءٌ كَانَ فِيْ مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ أَوْ لَا

اَلشُّكْرُ : هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ فِيْ مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَمْد ও شُكْر-এর মাঝে পার্থক্য :

ক. حَمْد শুধু মুখে হয়; কিন্তু شُكْر মুখেও হয় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়।

খ. حَمْد-এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি নয়, কিন্তু شُكْر-এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি।

حَمْد ও مَدْح-এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য :

ক. حَمْد স্বেচ্ছাধীন কর্ম বা গুণ (فِعْل اِخْتِيَارِىْ/ جَمِيْل) -এর বিনিময়ে হয়, কিন্তু مَدْح স্বেচ্ছাধীন ও আল্লাহ প্রদত্ত (غَيْر اِخْتِيَارِىْ ও فِعْل اِخْتِيَارِىْ) উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. حَمْد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, নির্জীবের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু مَدْح জীবিত ও নির্জীব প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

حَمْد এবং ثَنَاءٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : সমকক্ষের প্রশংসা করাকে ثَنَاءٌ বলে। বড়দের প্রশংসাকে حَمْد বলে।

عَلٰى

عَلٰى হরফটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. فَوْق অর্থে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপরস্থতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– আয়াত : وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ

২. নিকট অর্থে। যেমন– أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

৩. কখনও রূপক অর্থে উপরস্থতা বুঝায়। যেমন– আয়াত : وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ

৪. সত্ত্বেও অর্থে। যেমন আয়াত : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهٖ

৫. عَنْ অর্থে। যেমন– رَضِىَ عَلَيْهِ اَىْ رَضِىَ عَنْهُ

৬. কারণ অর্থে। যেমন- আয়াত : وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ

৭. فِىْ অর্থে। যেমন– আয়াত :
وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا

৮. مِنْ অর্থে। যেমন– আয়াত :
اَلَّذِيْنَ إِذَا كْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ –

৯. ب অর্থে। যেমন– اِرْكَبْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ

১০. اِسْتِدْرَاكْ-এর অর্থ বুঝানোর জন্য। যেমন–
فُلَانٌ عَاصٍ عَلٰى أَنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

عَلَّمْتَ : তুমি শিখিয়েছ।

(تَفْعِيْل) تَعْلِيْمًا : শেখানো।

(س) عِلْمًا : জানা। বিশ্বাস করা।

(تَفَعُّل) تَعَلُّمًا : শেখা।

فِى الْقُرْآنِ : سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا .

ماده : ع . ل . م ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَرَفْتَ/ أَدْرَيْتَ ، ضد : أَنْسَيْتَ/جَهِلْتَ .

عِلْمٌ যখন কেবল কোনো বস্তুকে জানা বা চেনার অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার কেবল একটি مَفْعُوْل-এর প্রয়োজন হয়, যেমন : اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ কিন্তু যখন কোনো বস্তুর উপর হাঁবাচক বা নাবাচক حُكْم আরোপ করতে হয় তখন তার জন্য দুই مَفْعُوْل আবশ্যক। যেমন– فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

اَلْبَيَانُ : ভাব প্রকাশ, বক্তব্য, প্রকাশ মাধ্যম।

(ض) بَيَانًا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيْنًا ، بُيُوْنًا ، بَيْنُوْنَةً : পৃথক হওয়া বা করা।

(إفعال) إِبَانَةً – اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট হওয়া। প্রকাশ পাওয়া।

– اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট করা। প্রকাশ করা।

(تَفْعِيْل) تَبْيِيْنًا ، تِبْيَانًا (تَفَعُّل) تَبَيُّنًا

– اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

– اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِبَانَةً – اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট হওয়া।

– اَلشَّيْئَ : কোনো বিষয় স্পষ্ট করতে বলা।

فِى الْقُرْآنِ : ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ – هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ –

ماده : (ب ـ ى ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مرادف : اَلنُّطْقُ ، ضد : اَلْحَصْرُ

و

واو হরফটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. اِسْتِيْنَاف [বক্তব্যের সূচনার জন্য] لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ .

২. مَعِيَّت [সাথে-সঙ্গে] : جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ

৩. قَسَم [শপথ] : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

٤. عَطْف : جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو .

٥. بِمَعْنَى رُبَّ : وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخٰى سُدُوْلَهُ .

٦. حَال : جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْهَمْتَ : তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ।

(اِفْعَالٌ) اِلْهَامًا : তবে কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়া। কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং উর্ধ্ব জগৎ থেকে কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে اِلْهَامٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। চাই সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক।

لَهِمَ (س) لَهْمًا، لَهَمًا : কোনো কিছু একবারেই গলাধঃকরণ করা, একবারেই গিলে ফেলা।

فِى الْقُرْآنِ : فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا

ماده : (ل . ه . م) جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : اَوْحَيْتَ

اَلتِّبْيَانُ : বোধশক্তি।

تِبْيَانٌ কোনো বিষয়ে মনে মনে বোধ লাভ করা, বুঝ পাওয়া। এ জন্য বলা হয়, اَلْبَيَانُ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَالتِّبْيَانُ مِنْكَ لِنَفْسِكَ অর্থাৎ, بَيَانٌ মানে অন্যকে বোঝানো, আর تِبْيَانٌ মানে নিজে বোঝা। কারও কারও মতে, بَيَانٌ অপেক্ষা تِبْيَانٌ শব্দটি অধিক অর্থবহ (اَبْلَغ)। কেননা হরফের আধিক্য থেকে অর্থের আধিক্য প্রকাশ পায়।

زِيَادَةُ اللَّفْظِ تَدُلُّ عَلٰى زِيَادَةِ الْمَعْنٰى

(تَفْعِيْل) تَبْيِيْنًا، تِبْيَانًا، تِبْيَانًا : প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, تَفْعِيْل থেকে লাযেমও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া। تِلْقَاءٌ ও تِبْيَانٌ ব্যতীত অন্য কোনো মাসদার تِفْعَالٌ -এর ওজনে بَابُ تَفْعِيْل থেকে আসে না। তবে تَفْعَالٌ -এর ওজনে আসে। যেমন– تَكْرَارٌ - تَذْكَارٌ ইত্যাদি।

فِى الْقُرْآنِ : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ : بِمَعْنٰى - يَااَللّٰهُ

يَا হরফে نِدَا আর اِنَّا نَحْمَدُكَ জুমলায়ে اِسْمِيَّهْ خَبَرِيَّهْ হয়ে جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ মিলিয়ে جَوَابْ نِدَا অতঃপর نِدَا ও جَوَابْ نِدَا

বালাগাত

بَيَانٌ ও تِبْيَانٌ -এর মাঝে جِنَاسْ مَرْدُوْفْ হয়েছে। দুই كَلِمَهْ -এর আকৃতি ও حَرْف -এর সংখ্যা সমান হয়ে কোনো এক كَلِمَهْ -এর শুরুতে একটা حَرْف অতিরিক্ত হওয়াকে جِنَاسْ مَرْدُوْفْ বলে।

شُعُوْر ও عِلْم ـ اِدْرَاك ـ مَعْرِفَتْ -এর মধ্যকার পার্থক্য :

اَلْعِلْمُ : اَلْاِدْرَاكُ بِالْقَلْبِ :

অন্তরের সাহায্যলব্ধ জ্ঞানকে عِلْم বলে।

اَلشُّعُوْرُ : اَلْاِدْرَاكُ بِالْحَوَاسِ

ইন্দ্রীয়লব্ধ জ্ঞানকে شُعُوْر বলে।

অজানার পর জানাকে مَعْرِفَتْ বলে। اِدْرَاكٌ সকল অর্থের জন্য ব্যাপক।

Free @ www.eilm.weebly.com

كَمَا نَحْمَدُكَ عَلٰى مَا أَسْبَغْتَ مِنَ الْعَطَاءِ، وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شِرَّةِ اللَّسَنِ، وَفُضُوْلِ الْهَذَرِ، كَمَا نَعُوْذُبِكَ مِنْ مَعَرَّةِ اللَّكَنِ، وَفُضُوْحِ الْحَصَرِ ـ

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমার প্রশংসা করছি [আমাদের প্রতি] তোমার দান পরিপূর্ণ করে দেওয়া ও [আমাদের দোষ-ত্রুটির উপর] পর্দা টেনে দেওয়ার জন্য। আমরা মুখরপনার তেজ ও অনর্থক কথনের বাহুল্য থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যেমন আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি জড়তার দোষ ও বাক্‌রোধজনিত অক্ষমতার লাঞ্ছনা থেকে।

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا যেমন نَحْمَدُكَ আমরা তোমার প্রশংসা করছি عَلٰى জন্য مَا أَسْبَغْتَ তুমি যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছ الْعَطَاءِ দান وَأَسْبَلْتَ এবং তুমি টেনে দিয়েছ الْغِطَاءِ পর্দা نَعُوْذُبِكَ আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি مِنْ থেকে شِرَّةِ اللَّسَنِ মুখরপনার তেজ فُضُوْلِ الْهَذَرِ অনর্থক কথনের বাহুল্য كَمَا যেমন– مِنْ থেকে مَعَرَّةِ দোষ اللَّكَنِ জড়তা فُضُوْحِ লাঞ্ছনা الْحَصَرِ বাকরোধজনিত অক্ষমতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَ :

كَ হরফ দুটি অর্থের জন্য আসে।

১. تَشْبِيْه [উপমা দেওয়া] زَيْدٌ كَالْاَسَدِ

২. زَائِدَةٌ [অতিরিক্ত] : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

أَسْبَغْتَ : তুমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَاغًا : পরিপূর্ণ করে দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ –

(ن) سُبُوْغًا : পরিপূর্ণ হওয়া।

– اَلْعَيْشُ : প্রশস্ত হওয়া।

– اَلثَّوْبُ : ভূমি পর্যন্ত আলম্বিত হওয়া।

سَابِغٌ : (فا ، مذ) : পরিপূর্ণ।

فِى الْقُرْآنِ : أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ

فِى الْحَدِيْثِ : أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ

ماده : (س ـ ب ـ غ)، جنس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَكْمَلْتَ ، ضد : نَقَصْتَ ـ

اَلْعَطَاء : (ج) أَعْطِيَةٌ، (جج) أَعْطِيَاتٌ দান।

(ن) عَطْوًا : নেওয়া, গ্রহণ করা।

– إِلَيْهِ يَدَهُ : হস্ত উত্তোলন করা।

فِى الْقُرْآنِ : عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ –

فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا –

(إِفْعَال) إِعْطَاءٌ : দান করা।

مَادَّة : (ع ـ ط ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِى

مُرَادِف : اَلْمَنْحَة

أَسْبَلْتَ : তুমি ঝুলিয়ে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَالًا– اَلثَّوْبَ : কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া।

– اَلسِّتْرَ : পর্দা টেনে দেওয়া।

– اَلْمَاءَ : পানি ঢালা।

– اَلْمَطَرَ أَوِ الدَّمْعَ : প্রবাহিত করা।

– اَلدَّمْعَ : অশ্রু প্রবাহিত করা।

(ن) سَبْلًا : গালি দেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :(مِنْهُمْ) اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

مَادَّة : (س ـ ب ـ ل) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَسْدَلْتَ ، ضِدْ : كَشَفْتَ

اَلْغِطَاء : (ج) أَغْطِيَةٌ : পর্দা, আবরণ।

(ن) غَطْوًا، غُطُوًّا : আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া।

এমনিভাবে এ শব্দমূল بَاب إِفْعَال থেকে এবং بَاب تَفْعِيْل থেকেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(اِفْتِعَال) اِغْتِطَاءٌ (تَفَعُّل) تَغَطِّيًا : অদৃশ্য হওয়া, আড়াল হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

مَادَّة : (غ ـ ط ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِف : اَلسِّتْرُ / اَلْحِجَابُ

نَعُوْذُ : আমরা আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(ن) عَوْذًا، عِيَاذًا، مَعَاذًا، مَعَاذَةً : আশ্রয় নেওয়া, আশ্রয় গ্রহণ করা।

এমনিভাবে এ শব্দমূল بَابُ تَفَعُّلْ থেকে এবং اِسْتِفْعَالْ থেকেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(اِفْعَالْ) اِعَاذَةً (تَفْعِيْل) تَعْوِيْذًا : রক্ষা করা। হেফাজতের দোয়া করা।

فِى الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

مَادَّة : (ع ـ و ـ ذ) ، جِنْس :اَجْوَفْ وَاوِىْ

مُرَادِف : نَلْجَأُ ، ضِدّ : نطرد

شِرَّةٌ : তেজ, উদ্যম, ক্ষোভ।

(ن، ض) شَرًّا، شَرًّا، شَرَارَةً : মন্দ হওয়া।

اَلشَّرُّ : (ج) شُرُوْرٌ। মন্দত্ব।

اَلشَّرُّ : (ج) أَشْرَارٌ، شِرَارٌ، أَشِرَّاءُ। মন্দ।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ

مَادَه : (ش ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : اَلْحِدَّةُ ، ضِدّ : فل/كل

اَللَّسَنُ : মুখরপনা।

(س) لَسَنًا : বাকপটু হওয়া, মুখর হওয়া।

اَللِّسَانُ (ج) أَلْسِنَةٌ، أَلْسُنٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : ভাষা, রসনা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ .

مَادَه : (ل ـ س ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْفَصَاحَةُ ، ضِدّ : اَللَّكَنُ

فُضُوْلٌ (و) فَضْلٌ : অনর্থক বিষয়। অতিরিক্ত, বাহুল্য, আধিক্য।

فُضُوْل শব্দটি فَضْل -এর বহুবচন। তবে একবচনের ব্যবহার ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং বহুবচনের ব্যবহার অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ও মন্দ বিষয়াদির ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

(ن، س) فَضْلًا : অবশিষ্ট থাকা, অধিক হওয়া।

(ك) فَضْلًا : মহৎগুণের অধিকারী হওয়া।

فَضْلٌ : (ج) فُضُوْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

(تَفْعِيل) تَفْضِيلًا - عَلٰى غَيْرِهِ : শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া।

(اِفْعَال) اِفْضَالًا (تَفَعُّل) تَفَضُّلًا عَلَيْهِ : অনুগ্রহ করা। দান করা।

تَفَاضَلَ (تَفَاعُل) تَفَاضُلًا : পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা।

فِى الْقُرْآنِ : ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

مَادَّة : (ف ـ ض ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كَثْرَةٌ/وَفْرَةٌ ، ضِدّ : قِلَّةٌ .

اَلْهَذَرُ : অনর্থক কথন।

(ن، ض) هَذْرًا، تِهْذَارًا : অনর্থক কথাবার্তা বলা।

- هَذْرًا - الْيَوْمُ : প্রচণ্ড গরম হওয়া।

(س) هَذَرًا : কথায় অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়া। কথাবার্তা অর্থহীন হওয়া।

فِى الْحَدِيْث : لَا نَزَرَ وَلَا هَذَرَ .

مَادَّه : (ه ـ ذ ـ ر) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَغْو / لَايَعْنِىْ

مَعَرَّةٌ : দোষ-ত্রুটি।

(ن، ض) عَرًّا - الْإِبِلُ : চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়া।

-(ن) عَرًّا ـ هُ : প্রার্থনাকারী সেজে আসা চিন্তাগ্রস্ত করা।

(اِفْتِعَال) اِعْتِرَارًا - هُ وَبِهِ : আবেদন ব্যতিরেকে দানের জন্য আসা।

فِى الْقُرْآنِ : فَتُصِيبَكُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مَادَّة : (ع ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : عَيْبٌ، ضِدّ : مَحْمِدَةٌ/ مَنْقَبَةٌ

اَللُّكْنَ : মুখের জড়তা, তোতলামি।

(س) لَكَنًا، لُكْنَةً، لُكُوْنَةً، لُكْنُوْنَةً : তোতলানো।

(تَفَاعُل) تَلَاكُنًا ـ فِىْ كَلَامِهِ : তোতলামির ভান করা।

أَلْكَنُ : তোতলা।

مَادَّة : (ل ـ ك ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عُقْدَةٌ ، ضِدّ : لُسَنٌ

فُضُوْحٌ : লাঞ্ছনা, অবমাননা, অপমান।

(ف) فَضْحًا، فَضَاحَةً، فُضُوْحًا : লাঞ্ছিত করা। দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া। অপমানিত করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرآنِ : إِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ

مَادَّة : (ف ـ ض ـ ح) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خِزْى / عَيْب ، ضِدّ : كَرَامَة/ عِزَّة

اَلْحَصْرُ : বাকরোধজনিত অক্ষমতা, কথা বলার অক্ষমতা।

(س) حَصَرًا : কথা বলতে অক্ষম হওয়া।

- صَدْرُهُ : সংকীর্ণ হয়ে পড়া, মন ছোট হওয়া।

حَصَرَ (ض) حَصْرًا : বেষ্টন করা, ঘিরে ফেলা।

- (ن ـ ض) حَصْرًا : সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা। বেষ্টন করা।

حَاصَرَ (مُفَاعَلَة) مُحَاصَرَةً : অবরোধ করা, ঘেরাও করা।

أَحْصَرَ (افعال) إِحْصَارًا ـ عَنْ : আটকে দেওয়া। বিরত রাখা।

فِى الْقُرْآنِ : أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ

مَادَّة : (ح ـ ص ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْخَرَسُ ، ضِدّ : اَلنُّطْق

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهُ : كَمَا نَحْمَدُكَ :

كَافْ হরফটি مِثْل -এর অর্থে হয়ে مُضَاف এবং مَا টা مَصْدَرِيَّه আর نَحْمَدُكَ الخ মাসদারে রূপান্তরিত হয়ে মুজাফ ইলাইহি। অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে উহ্য মাসদার। حَمْدًا -এর সিফাত। তারপর صِفَت ও نَحْمَدُ মিলে مُرَكَّب تَوْصِيْفِى হয়ে পূর্বে উল্লিখিত مَوْصُوْف مَفْعُوْل مُطْلَق -এর

বালাগাত

قَوْلَهُ : أَسْبَغْتَ مِنَ الْعَطَاءِ :

উল্লিখিত ইবারতে عَطَاء কে বড় বড় কাপড়ের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। وَجْه شِبْه হলো شُمُوْل অর্থাৎ বড় বড় কাপড় যেরূপ ব্যাপকভাবে ঢেকে নেয় তেমনি দানও ব্যাপকভাবে সকলকে শামিল করে। সুতরাং এতে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّه -এর জন্য اِسْبَاغ সাবেত করা হয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه পাওয়া গেছে।

قَوْلَهُ : وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ :

এ বাক্যের মধ্যে গুনাহকে غِطَاء -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। وَجْه شِبْه হলো পর্দা যেমন কোনো বস্তুকে অন্ধকার করে দেয়, তেমনি গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة পাওয়া গেছে :

غِطَاء ও عَطَاء -এর মধ্যে جِنَاس مُشَوَّش পাওয়া গেছে। প্রকাশ থাকে যে, দুটি কালিমার আকৃতি ও গঠন এক রকম হয়ে শুধু নুকতা ও হরকতের ব্যবধান হওয়াকে جِنَاس مُشَوَّش বলে।

জ্ঞাতব্য : مُشَبَّه بِه কে حَذْف করে مُشَبَّه উল্লেখ করাকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة বলে। مُشَبَّه কে حَذْف করে مُشَبَّه بِه উল্লেখ করাকে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة বলে। مُشَبَّه بِه -এর مُنَاسِب কে مُشَبَّه -এর জন্য ثَابِت করাকে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة বলে। আর مُشَبَّه بِه এর لَازِم কে مُشَبَّه -এর জন্য ثَابِت করাকে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه বলে।

وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْافْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ، وَإِغْضَاءِ الْمُسَامِحِ، كَمَا نَسْتَكْفِي بِكَ الْانْتِصَابَ لِإِزْرَاءِ الْقَادِحِ، وَهَتْكِ الْفَاضِحِ ـ

অনুবাদ : আমরা প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা ও নমনীয় দৃষ্টিপোষণকারীর শিথিল দৃষ্টির কারণে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি, যেমন আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ ও দোষ উন্মোচনকারীর ছিদ্রান্বেষণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া থেকে।

শাব্দিক অনুবাদ : نَسْتَكْفِي بِكَ আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি الْافْتِنَانَ বিভ্রান্ত হওয়া إِطْرَاءِ الْمَادِحِ প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা إِغْضَاءِ الْمُسَامِحِ নমনীয় দৃষ্টিপোষণকারীর শিথিল দৃষ্টি كَمَا যেমন الْانْتِصَابَ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া إِزْرَاءِ الْقَادِحِ কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ وَهَتْكِ الْفَاضِحِ দোষ উন্মোচনকারীর ছিদ্রান্বেষণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَكْفِي : আমরা যথোচিত সাহায্য কামনা করছি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِكْفَاءً : কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে চাওয়া, এখানে– যথোচিত সাহায্য কামনা করা।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া।

– هُ الشَّرَّ : রক্ষা করা।

– هُ مَؤُونَتَه : কারও ব্যয়ভার গ্রহণ করা।

(افْتِعَال) اِكْتِفَاءً – بِكَذَا : কোনো কিছু পেয়ে, তুষ্ট হওয়া।

(مُفَاعَلَة) كِفَاءً مُكَافَاةً : বিনিময় বা পুরস্কার দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

مَادَّه : (ك ـ ف ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِي

مُرَادِف : نَسْتَكْثِرُ ، ضد : نَسْتَنْقِصُ

كَفَى লাযেম ও মুতা'আদ্দী উভয় রকমে ব্যবহৃত হয়। মুতা'আদ্দী হলে কখনও এক মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হয়, আবার কখনও দুই মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হয়। লাযেমের উদাহরণ : كَفَى الشَّيْءُ , এক মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হওয়ার উদাহরণ : كَفَى الشَّيْءُ فُلَانًا , দুই মাফ'উলের দিকে মুতা'আদ্দী হওয়ার উদাহরণ : كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ – إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ কখনও كَفَى -এর فَاعِل -এর পূর্বে بَاءْ زَائِدَه যুক্ত হয়। যেমন : كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

الْافْتِتَانَ : (افْتِعَال) مصـ : বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া।

(ض) فَتْنًا، فُتُوْنًا – ه : : আশ্চর্যান্বিত করা। আকৃষ্ট করা। পরীক্ষা করা। বিভ্রান্ত করা।

– الرَّجُل : বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া।

افْتِعَال إِفْتَانًا، (تَفْعِيل) تَفْتِيْنًا – هُ :

আশ্চর্যান্বিত করা। আকৃষ্ট করা। আসক্ত করা। বিভ্রান্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُوْلُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

مَادَّه : (ف ـ ت ـ ن)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتِحَارَةً، ضد : اِهْتِدَاءً

إِطْرَاءٌ (إِفْعَال) مصـ : অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

فِي الْحَدِيْث : لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ

(ك، س) طَرَاوَةً، طَرَاءَةً، طَرَاءً، طَرَأَةً : তরতাজা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ كُلٍّ تَاكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا

مَادَّه : (ط ـ ر ـ و) جِنْس : نَاقِصْ وَاوِي

مُرَادِف : مَدْحٌ/ثَنَاءٌ/حَمْدٌ ، ضد : إِذْلَالٌ

الْمَادِحُ : (فا ، مذ) প্রশংসাকারী।

(ف) مَدْحًا : প্রশংসা করা।

(افْتِعَال) اِمْتِدَاحًا : প্রশংসা করা।

(تَفَاعُل) تَمَادُحًا : পরস্পর প্রশংসা করা।

فِي الْحَدِيْث : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ

(تَفْعِيل) تَمْدِيْحًا، (مُفَاعَلَة) مُمَادَحَةً – ه : : প্রশংসা করা।

مَادَّه : (م ـ د ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَامِدٌ/ مُثْنٍ ، ضد : طَاعِنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِغْضَاءٌ : (إِفْعَالٌ) : শিথিল দৃষ্টিতে দেখা। কোনো আপত্তিকর বিষয়ে প্রতিবাদ না করে নীরব থাকা। কোনো কিছু থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়া।

(س) غَضَى ـ الْأَرْضُ : অনেক গাছগাছালি বিশিষ্ট হওয়া।

(ن) غَضْوًا – اللَّيْلُ : রাত অন্ধকার হওয়া।

(تَفَاعُلٌ) تَغَاضِيًا – عَنْهُ : উদাসীন হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّهُ اللّٰهُ بِهَا وَنَصَرَهُ

مَادَّةٌ : (غ ـ ض ـ و/غ ـ ض ـ ى)، جِنْس : نَاقِصٌ

مُرَادِف : إِغْمَاضٌ / تَسَامُحٌ ، ضِدٌّ : هَتْكٌ / عَيْبٌ

اَلْمُسَامِحُ (فا ، مذ) : নমনীয় দৃষ্টি পোষণকারী।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَامَحَةٌ : নমনীয় দৃষ্টি পোষণ করা। নম্র ব্যবহার করা।

(ف) سَمَاحَةٌ : দান করা।

(ك) سَمْحًا، سَمَاحًا، سَمَاحَةً : দানশীল হওয়া।

(إفعال) إِسْمَاحًا : দানশীল হওয়া, অনুগত বা বাধ্যগত হওয়া।

(تَفَعُّلٌ) تَسَمُّحًا تَسَامُحٌ (تَفَاعُلٌ) تَسَامُحًا : উদারতা দেখানো। শৈথিল্য প্রদর্শন করা।

فِى الْحَدِيْثِ : اِسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ

مَادَّةٌ : (س ـ م ـ ح) جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : مُسَاهِلٌ ، ضد : مُتَشَدِّدٌ

اَلْاِنْتِصَابُ (اِفْتِعَالٌ) مصـ : দাঁড়ানো/লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া।

(ن ، ض) نَصْبًا ـ اَلْكَلِمَةَ : যবর দেওয়া, যবর যোগে পড়া।

– اَلْمَرَضُ/ وَالْهَمُّ : কষ্ট দেওয়া, ক্লান্ত করা।

– اَلشَّيْءَ : উঁচু করা। দাঁড় করানো।

– اَلْأَمِيْرُ فُلَانًا : কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া।

(س) نَصَبًا : ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া।

– فِى الْأَمْرِ : তৎপর হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

مَادَّةٌ : (ن ـ ص ـ ب) جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : اِسْتِهْدَافٌ

إِزْرَاءٌ : (إِفْعَالٌ) مصـ : কলঙ্কিত করা। হেয় করা।

(ض) زَرْيًا، زِرَايَةً : দোষারোপ করা।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِزْرَاءً، (اِفْتِعَالٌ) اِزْدِرَاءً : তুচ্ছ জ্ঞান করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا أَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ أَعْيُنُكُمْ

مَادَّةٌ : (ز ـ ر ـ ى) جِنْس : نَاقِصٌ يَائِيٌّ

مُرَادِف : اِتِّهَامٌ / تَحْقِيْرٌ ، ضِدٌّ : ثَنَاءٌ

اَلْقَادِحُ : কটাক্ষকারী।

(ف) قَدْحًا : কটাক্ষ করা। দোষারোপ করা।

– مِنَ الْقِدْرِ : চামচ দ্বারা পাতিল থেকে কোনো কিছু বের করা।

– اَلشَّيْءَ : আঁজল ভরে নেওয়া।

بِالزَّنْدِ : চকমকি [পাথর] ঘর্ষণ করে আগুন বের করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِقْتِدَاحًا، (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِقْدَاحًا ـ اَلزَّنْدَ : চকমকি ঘর্ষণ করে আগুন বের করতে চেষ্টা করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُقَادَحَةً، (تَفَاعُلٌ) تَقَادُحًا : দোষারোপ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهَا

مَادَّةٌ : (ق ـ د ـ ح) جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : طَاعِنٌ ، ضِدٌّ : مَادِحٌ

هَتْكٌ : ছিদ্রান্বেষণ।

(ض) هَتْكًا : পর্দা বিদীর্ণ করা, ছিদ্রান্বেষণ করা।

(تَفَعُّلٌ) تَهَتُّكًا : ছিন্ন ভিন্ন হওয়া, পর্দা বিদীর্ণ হওয়া, অপমানিত হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَهْتِيْكًا : পর্দা বিদীর্ণ করা।

يُقَالُ : هَتَكَ اللّٰهُ سِتْرَ الْفَاجِرِ

مَادَّةٌ : (ه ـ ت ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : عَيْبٌ . ضِدٌّ : إِغْمَاضٌ

اَلْفَاضِحُ : (فا ، مذ) : দোষ উন্মোচনকারী।

(ف) فَضْحًا : দোষ উন্মোচন করা, লাঞ্ছিত করা।

– اَلصُّبْحُ : প্রভাত হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُفَاضَحَةً (تَفَاعُلٌ) تَفَاضُحًا : একে অন্যকে অপদস্ত করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِفْتِضَاحًا – اَلْأَمْرُ : ফাঁস হয়ে যাওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنِ انْتَفٰى مِنْ وَلَدِهٖ لِيَفْضَحَهُ فِى الدُّنْيَا فَضَحَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَادَّةٌ : (ف ـ ض ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : اَلْمُهِيْنُ ، ضِدٌّ : اَلسَّاتِرُ

وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلٰى سُوْقِ الشُّبُهَاتِ، كَمَا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ نَقْلِ الْخُطُوَاتِ إِلٰى خِطَطِ الْخَطِيْئَاتِ .

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে সন্দেহের বাজারে কামনার তাড়িয়ে নেওয়া থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যেমন আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি অপরাধের ভূমিতে পদাচরণা করা থেকে।

শাব্দিক অনুবাদ : نَسْتَغْفِرُكَ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। مِنْ থেকে سَوْقِ الشَّهَوَاتِ কামনার তাড়িয়ে নেওয়া إِلٰى سُوْقِ الشُّبُهَاتِ সন্দেহের বাজারে كَمَا যেমন نَسْتَغْفِرُكَ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি مِنْ نَقْلِ الْخُطُوَاتِ পদাচরণা করা থেকে إِلٰى خِطَطِ الْخَطِيْئَاتِ অপরাধের ভূমিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَغْفِرُ : আমি ক্ষমা প্রর্থনা করছি।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِغْفَارًا : ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(ض) غَفْرًا – الشَّيْئَ : ঢেকে দেওয়া।

(ض) غَفْرًا، غُفْرَانًا ، مَغْفِرَةً – لَهُ ذَنْبَهُ : অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া। গুনাহ মাফ করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِغْتِفَارًا : মাফ করা।

(تَفْعِيْلٌ) تَغْفِيْرًا : গোপন করা। আবৃত করা।

(إِفْعَالٌ) إِغْفَارٌ : গোপন করা, আবৃত করা।

فِى الْقُرْآنِ : اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا .

مَادَّةٌ : (غ ـ ف ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : نَسْتَعْفِىْ ، ضِدٌّ : نُوَاخِذُ

سَوْقَ : (ن) مص : হাঁকিয়ে নেওয়া।

(ن) سَوْقًا ، سِيَاقًا ، مُسَاقًا – اَلشَّيْئَ : হাঁকিয়ে নেওয়া। তাড়িয়ে নেওয়া। পায়ের নলায় আঘাত করা।

– إِلَيْهِ : পেশ করা, প্রেরণ করা।

– الْحَدِيْثَ : বর্ণনা করা।

(تَفْعِيْلٌ) تَسْوِيْقًا – هُ الْأَمْرَ : কর্তৃত্ব দান করা।

(تَفَعُّلٌ) تَسَوُّقًا : কেনা-কাটা করা।

(اِنْفِعَالٌ) اِنْسِيَاقًا : সারি বেঁধে চলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

(ج) اَلشَّهَوَاتُ : (و) شَهْوَةٌ : কামনা।

(ن، شَهِىَ س) شَهْوَةً : কামনা করা। অতিশয় আগ্রহ করা।

(تَفَعُّلٌ) تَشَهِّيًا، (اِفْتِعَالٌ) اِشْتِهَاءً : কামনা করা। অতিশয় আগ্রহ করা।

(ك) شَهَاوَةً – الطَّعَامُ : খাবার সুস্বাদু হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِشْهَاءً – هُ : কু-দৃষ্টি লাগানো। চাহিদা মোতাবেক দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ .

مَادَّةٌ : (ش ـ ه ـ و) جِنْس : نَاقِصٌ وَاوِىٌ

مُرَادِفٌ : هَوًى ، ضِدٌّ : نَفَر

سُوْقٌ : (ج) أَسْوَاقٌ : বাজার।

فِى الْقُرْآنِ : وَقَالُوْا مَالِهٰذَا الرَّسُوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْأَسْوَاقِ

(ج) شُبُهَاتٌ : (و) شُبْهَةٌ : সন্দেহ, সংশয়। মতো। সন্দেহযুক্ত বস্তু বা বিষয়।

(تَفْعِيْلٌ) تَشْبِيْهًا – هُ بِهِ : তুলনা করা। উপমা দেওয়া।

– عَلَيْهِ الْأَمْرَ : অস্পষ্ট করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُشَابَهَةً (إِفْعَالٌ) إِشْبَاهًا – هُ : সদৃশ হওয়া।

(تَفَعُّلٌ) تَشَبُّهًا بِهِ : কাজে সাদৃশ্য রাখা, সদৃশ হওয়া।

(اِفْتِعَالٌ) اِشْتِبَاهًا – اَلشَّيْئَانِ : একটি অপরটির মতো হওয়া।

– فِى الْأَمْرِ : সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা।

– اَلْأَمْرُ عَلَيْهِ : অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

مَادَّةٌ : (ش ـ ب ـ ه) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : إِلْبَاسٌ ، ضِدٌّ : تَيَقُّنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

نَـقَـلَ (ن) مصـ : স্থানান্তর করা।

(ن) نَقْلًا - اَلْكَلَامَ عَنْهُ : অন্যের কথা বর্ণনা করা।

- اَلْخُطُوَاتِ : পদচারণা করা।

- اَلْكِتَابَ : বই কপি করা, অনুলিপি তৈরি করা।

-إِلَى لُغَةٍ كَذَا : অনুবাদ করা।

(افْتِعَال) اِنْتِقَالٌ : স্থানান্তরিত হওয়া।

- إِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ : মৃত্যুবরণ করা।

(تَفَاعُل) تَنَاقُلًا - اَلْحَدِيْثَ : একে অপরের কথা বর্ণনা করা।

فِى الْحَدِيْثِ : نَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى أَكْتَافِنَا .

فِى الْمَثَلِ : مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ق ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : تَحْوِيْل، ضِدٌّ : إِحْكَام

(ج) اَلْخُطُوَاتُ خُطُوَاتٌ ، خُطْوَاتٌ خُطًى (و) خُطْوَةٌ :

পদক্ষেপ। কদম। চলার সময়কার দু'পায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান।

نَقَلَ الْخُطُوَاتِ : পদচারণা করা।

خَطَا (ن) خَطْوًا : প্রশস্ত পদক্ষেপে হাঁটা।

(افْتِعَال) اِخْتِطَاءً ، (تَفَعُّل) تَخَطِّيًا :

অতিক্রম করা। সামনে অগ্রসর হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .

مَادَّةٌ : (خ ـ ط ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

(ج) خِطَطٌ (و) خِطٌّ، خِطَّةٌ : সর্বপ্রথম পদার্পণ-স্থল।

নিজের জন্য নির্ধারিত স্থান।

خَطٌّ : (ج) خُطُوطٌ : লেখা, রেখা, হস্তাক্ষর।

خُطَّةٌ : (ج) خِطَطٌ : বিষয়, কাজ, পরিকল্পনা।

- عَلَى الشَّيْئِ : দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া।

(ن) خَطًّا - بِالْقَلَمِ : লেখা।

- فِى الْأَرْضِ : রেখা টানা।

(تَفْعِيْل) تَخْطِيْطًا : রেখা আঁকা, রেখা টানা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ

مَادَّةٌ : (خ ـ ط ـ ط) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : قِطْعَةُ الْأَرْضِ

(ج) اَلْخَطِيْئَاتِ، خَطَايَا (و) خَطِيْئَةٌ :

অপরাধ, অন্যায়, গুনাহ।

(س) خَطَأً، (افْعَال) إِخْطَاءً : ভুল করা।

خَطِئَ - فِىْ دِيْنِهِ : ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল পথে চলল।

أَخْطَأَ - الطَّرِيْقَ : রাস্তা হারিয়ে ফেলল।

(تَفْعِيْل) تَخْطِيْئًا، تَخْطِئَةً : ভুল সাব্যস্ত করা।

فِى الْقُرْآنِ : نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَاتِكُمْ

مَادَّةٌ : (خ ـ ط ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْزُ اللَّامِ

مُرَادِفٌ : اَلْآثَام/ ذَنْبٌ ، ضِدٌّ : بِر

বালাগাত

سُوْقٌ ও سَوْقٌ-এর মধ্যে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যদি দু'টি শব্দের মধ্যে হরফ, হরফের সংখ্যা ও বিন্যাসের মিল থাকে, কেবল হরকতের অমিল থাকে এরূপ দু'টি শব্দের পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে جِنَاس مُحَرَّف বলা হয়।

خَطَطِ الْخَطِيْئَاتِ ও سُوْقِ الشُّبُهَاتِ -এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ إِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَنَسْتَغْفِرُكَ .... اَلشَّهَوَاتُ :

এখানে اَلشَّهَوَاتُ-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টা مُضَافُ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে, মূলত ছিল شَهْوَتِىْ এবং سَوْق এর اِضَافَتْ টা شَهْوَتِىْ-এর দিকে اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ হয়েছে। আর মাফউল مَحْذُوْف রয়েছে মূলত ইবারত ছিল–

سَوْق شَهْوَتِىْ إِيَّاىَ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْإِثْمِ وَالذَّنْبِ وَالْخَطَاءِ : কবীরা গুনাহকে إِثْم বলে। صَغِيْرَه গুনাহকে خَطَأ বলে। আর সব রকমের গুনাহকে ذَنْب বলে।

وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيْقًا قَائِدًا إِلَى الرُّشْدِ، وَقَلْبًا مُتَقَلِّبًا مَعَ الْحَقِّ، وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بِالصِّدْقِ، وَنُطْقًا مُؤَيَّدًا بِالْحُجَّةِ،

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হেদায়েতের প্রতি পথনির্দেশক তৌফিক, সত্যের সাথে আবর্তনশীল অন্তর, সত্যতার গুণে গুণান্বিত রসনা, দলিল সমর্থিত ভাষা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَسْتَوْهِبُ আর আমরা প্রার্থনা করছি مِنْكَ তোমার কাছে تَوْفِيْقًا তৌফিক قَائِدًا পথনির্দেশক إِلَى الرُّشْدِ হেদায়েতের প্রতি قَلْبًا অন্তর مُتَقَلِّبًا আবর্তনশীল مَعَ الْحَقِّ সত্যের সাথে وَلِسَانًا রসনা مُتَحَلِّيًا গুণান্বিত بِالصِّدْقِ সত্যতার গুণে نُطْقًا ভাষা مُؤَيَّدًا সমর্থিত بِالْحُجَّةِ দলিল দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَوْهِبُ : আমরা দান প্রার্থনা করছি।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْهَابًا : দান প্রার্থনা করা।
(ف) وَهْبًا، وَهَبًا، هِبَةً : দান করা।
(اِفْتِعَال) اِتِّهَابًا : দান গ্রহণ করা।
(تَفَاعُل) تَوَاهُبًا : একে অন্যকে দান করা।
فِى الْقُرْآنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ
مَادَّةٌ : (و ـ ه ـ ب) ، جِنْس : مِثَال وَاوِىْ
مُرَادِف : نَسْتَمْنِحُ

اَلتَّوْفِيْقُ : (تَفْعِيْل) مصـ : অনুকূল করা।
(تَوْجِيْهُ الْأَسْبَابِ نَحْوَ الْمَطْلُوْبِ الْخَيْرِ) : কোনো সৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ অনুকূল করে দেওয়া।
(تفعيل) تَوْفِيْقًا – اَلْأَمْرَ : অনুকূল করা, উপযোগী করা।
– هُ اللّٰهُ : ভালো করা।
– هُ اللّٰهُ لِلْخَيْرِ : কল্যাণের দিশা দেওয়া।
(ح) وَفْقًا : অনুকূল পাওয়া, অনুকূল হওয়া।
(مُفَاعَلَةٌ) مُوَافَقَةً، وِفَاقًا : পাওয়া। সাক্ষাৎ লাভ করা।
– فِىْ أَوْ عَلَى الشَّيْءِ : কোনো বিষয়ে একমত হওয়া।
(تَفَعُّل) تَوَفُّقًا : চেষ্টা সফল হওয়া। তৌফিক পাওয়া।
(اِفْتِعَال) اِتِّفَاقًا – عَلَى الشَّيْءِ أَوْ فِيْهِ : এক মত পোষণ করা।
– اَلْأَمْرُ : ঘটনাক্রমে সংঘটিত হওয়া।
– مَعَهُ : একমত হওয়া।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْفَاقًا : সামর্থ্য কামনা করা, তৌফিক চাওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا –
مَادَّةٌ : (و ـ ف ـ ق) ، جِنْس : مِثَال وَاوِىْ
مُرَادِف : تَسْهِيْل ، ضِدّ : تَحْرِيْم

قَائِدٌ (فا، مذ) : আকর্ষক। পথ-নির্দেশক। যে টেনে নিয়ে যায়। নেতা।
(ن) قَوْدًا، قِيَادَةً، قِيَادًا : টেনে নিয়ে যাওয়া। সেনাপতি হওয়া, নেতা হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَقْوِيْدًا، (اِفْتِعَال) اِقْتِيَادًا : টেনে নেওয়া।
(اِنْفِعَال) اِنْقِيَادًا : অনুগত হওয়া।
(إِفْعَال) إِقَادَةً : হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْقَادًا : হত্যার প্রতিশোধ চাওয়া।
فِى الْحَدِيْثِ : فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُوْدُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ
مَادَّةٌ : (ق ـ و ـ د) جِنْس : أَجْوَف وَاوِىْ
مُرَادِف : جَالِبٌ ، ضِدّ : سَائِقٌ

اَلرُّشْدُ : হেদায়েত।
(ن) رُشْدًا، رَشَادًا، (س) رَشَدًا : হেদায়েত পাওয়া, সুপথে চলা।
(تَفْعِيْل) تَرْشِيْدًا (إفعال) إِرْشَادًا
إِلَى كَذَا أَوْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ : হেদায়েত করা, পথ প্রদর্শন করা।
رَشَّدَهُ الْقَاضِىْ : সঠিক পথে পরিচালিত করা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِرْشَادًا : পথনির্দেশনা চাওয়া।

Free @ www.e-ilmweebly.com

- لِأَمْرِهِ : সঠিক পথ পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَّةٌ : (ر ـ ش ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْهِدَايَةُ ، ضِد : اَلْغَيُّ

اَلْقَلْبُ : (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর।

(ض) قَلْبًا : পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া।

- اَلْقَوْمَ : ফিরিয়ে দেওয়া।

(افعال) إِقْلَابًا : পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ق ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : فُؤَادٌ

مُتَقَلِّبٌ : (فا،مذ) : আবর্তনশীল।

(تفعل) تَقَلُّبًا : আবর্তিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া।

- فِي الْبِلَادِ : দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো।

(انفعال) اِنْقِلَابًا : উল্টে যাওয়া, বিপরীত হওয়া।

- عَلٰى عَقِبَيْهِ : পিছে হটে আসা।

فِي الْقُرْآنِ : يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ .

مَادَّةٌ : (ق ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُتَصَرِّفٌ ، ضِد : ثَابِتٌ

اَلْحَقُّ : (ج) حُقُوْقٌ : সত্য, অধিকার।

(ن) حَقًّا - اَلْأَمْرَ : প্রমাণিত করা।

(ض) حَقًّا - عَلَيْهِ : আবশ্যক হওয়া, অপরিহার্য হওয়া।

(ن، ض) حَقًّا، حَقَّةً : প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া।

(تفعيل) تَحْقِيْقًا : দৃঢ়তর করা। অপরিহার্য করা। সত্যায়ন করা।

(افعال) إِحْقَاقًا - اَلرَّجُلُ : সত্য বলা।

- هُ : প্রমাণ করা, সাব্যস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ/ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ/ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

مَادَّةٌ : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِف : اَلصِّدْقُ ، ضِد : اَلْبَاطِلُ

لِسَانٌ : (ج) لِسَانَانِ اَلْسُنٌ ، اَلْسِنَةٌ ، لُسُنٌ : ভাষা, রসনা।

لِسَانُ النَّارِ : অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

لِسَانُ الْقَوْمِ : জাতির মুখপাত্র।

لِسَانُ الْعَرَبِ : আরবদের ভাষা।

اَلْمُتَحَلِّي : অলংকার সজ্জিত, অলংকৃত, কোনো গুণে গুণান্বিত।

(تفعل) تَحَلِّيًا : অলংকার সজ্জিত হওয়া। অলংকৃত হওয়া। কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া।

(س) حَلْيًا - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার পরিধান করা।

(ض) حَلْيًا - اَلْمَرْأَةَ : অলংকার সজ্জিত করা। অলংকার বানানো।

(تفعيل) تَحْلِيَةً - اَلْمَرْأَةَ : অলঙ্কার সজ্জিত করা।

- اَلشَّيْءَ : সজ্জিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

مَادَّةٌ : (ح ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : مُتَزَيِّنٌ ، ضِد : مُتَقَبِّحٌ

اَلصِّدْقُ : সত্য।

اَلصِّدْقُ : مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِلْوَاقِعِ بِحَسْبِ اِعْتِقَادِ الْمُتَكَلِّمِ .

(ن) صِدْقًا، صَدْقًا، مَصْدُوْقَةً : সত্য কথা বলা।

- فِي الْوَعْدِ : প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا/ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا .

مَادَّةٌ : (ص ـ د ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَقُّ ، ضِد : اَلْكِذْبُ

اَلنُّطْقُ : কথাবার্তা, ভাষা, মৌলিক বোধশক্তি।

نَطَقَ (ض) نُطْقًا ، مَنْطِقًا، نُطُوْقًا : কথা বলা।

(إفعال) إِنْطَاقًا (تفعيل) تَنْطِيْقًا : কথা বলানো, ভাষা দান করা।

(مفاعلة) مُنَاطَقَةً -ه : বাক্য বিনিময় করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى/ قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

مَادَّةٌ : (ن ـ ط ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لُغَةٌ/ كَلَامٌ، ضِد : خَرَسٌ/بُكْمٌ

مُؤَيَّدٌ : (مف ، مذ) : সমর্থিত।

(تفعيل) تَأْيِيْدًا : সঠিক সমর্থন করা, শক্তিশালী করা।

(ض) أَيْدًا ، أُدًا : শক্তিশালী হওয়া, শক্ত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّہٗ : (أ - ی - د) جِنس : مُرکَّبٌ (مہموز فاء - اجوف یائی)

مُرادِف : مُؤَكِّدٌ / مُعضِدًا ، ضِدّ : مَرددًا

فِی القُرآنِ : اُذکُرْ عَبدَنَا دَاوٗدَ ذَا الأَیدِ، إِنَّہٗ أَوَّابٌ/ هُوَ الَّذِیْ أَیَّدَكَ بِنَصْرِہٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ

اَلْحُجَّۃُ : (ج) حُجَجٌ : দলিল, প্রমাণ।

(ن) حَجًّا : যুক্তি প্রমাণে বিজয়ী হওয়া। ইচ্ছা করা। হজ করা।

(تَفْعِیل) تَحْجِیْجًا (إِفْعَال) إِحْجَاجًا : হজে পাঠানো।

(مُفَاعَلَۃ) حِجَاجًا، مُحَاجَّۃً : যুক্তিতর্ক করা।

(تَفَاعُلْ) تَحَاجًّا : পরস্পর যুক্তিতর্ক করা।

(اِفْتِعَالْ) اِحْتِجَاجًا : দাবি করা। প্রমাণ পেশ করা।

مَادَّہٗ : (ح - ج - ج) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : بُرْهَانٌ/دَلِيْلٌ

فِی الْقُرْآنِ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا/ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

বালাগাত

وَجْہٌ-কে অলংকারের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। صِدْق زِيْنَةُ الشِّبْهِ হলো অর্থাৎ অলংকার যে রকম রূপকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তদ্রূপ সত্যও চরিত্রকে শোভামণ্ডিত করে। ইবারতে مُشَبَّه بِه -এর উল্লেখ নেই। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَۃٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অলংকারের জন্য تَحَلِّیْ [সজ্জিত করা] لَازِم, এখানে صِدْق-এর জন্য تَحَلِّیْ -কে ছাবত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَۃٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْفُؤَادِ :

ক. قَلْب-এর صِفَتْ হয় لِيْن আর فُؤَاد-এর صِفَتْ হয় رِقَّة।

খ. অন্তরের গভীর অংশকে বলা হয় فُؤَادٌ, আর বাহ্যিক ও গভীর উভয় অংশকেই বলা হয় قَلْب।

وَجْهُ تَسْمِيَه قَلْب-এর :

যেহেতু অন্তর বিভিন্নভাবে আবর্তিত হতে থাকে এজন্য অন্তরকে قَلْب নামকরণ করা হয়েছে। যেমন কবি বলেন,

وَمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ * وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ :

ক. حَقّ-এর ضِدّ আসে بَاطِلْ আর صِدْق-এর ضِدّ আসে كِذْب -

খ. حَقّ-এর ব্যবহার أَقْوَالْ - عَقَائِدْ - أَدْيَانْ - مَذْهَبْ সবগুলোর জন্য হয়, কিন্তু صِدْق শুধু أَقْوَالْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, عَقَائِدْ - أَدْيَانْ - مَذْهَبْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَإِصَابَةً ذَائِدَةً عَنِ الزَّيْغِ، وَعَزِيْمَةً قَاهِرَةً (عَنْ) هَوَى النَّفْسِ، وَبَصِيْرَةً نُدْرِكُ بِهَا عِرْفَانَ الْقَدْرِ .	**অনুবাদ :** বিভ্রান্তি প্রতিহতকারী সুস্থ অভিমত, মনের কামনার উপর প্রভাবশীল দৃঢ় ইচ্ছা ও এমন অন্তর দৃষ্টি, যার দ্বারা আমরা [আমাদের] মর্যাদার পরিচয় জানতে পারি।

শাব্দিক অনুবাদ : إِصَابَةً সুস্থ অভিমত ذَائِدَةً প্রতিহতকারী عَنِ الزَّيْغِ বিভ্রান্তি عَزِيْمَةً দৃঢ় ইচ্ছা قَاهِرَةً প্রভাবশীল هَوَى النَّفْسِ মনের কামনা وَبَصِيْرَةً অন্তর দৃষ্টি نُدْرِكُ بِهَا যার দ্বারা আমরা জানতে পারি عِرْفَانَ الْقَدْرِ মর্যাদার পরিচয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِصَابَةً : (إِفْعَال) مصـ : সঠিক করা। সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।
أَصَابَ - الشَّيْءَ : সঠিক মনে করা। পাওয়া, লাভ করা।
- السَّهْمُ : তীর লক্ষ্যভেদ করা।
- تِ الْمُصِيْبَةُ فُلَانًا : কারো উপর বিপদ এসে পড়া।
- ـهُ بِعَيْنِهِ : বদ নজর দেওয়া।
(ن) صَوْبًا، صَيْبُوبَةً ـ السَّهْمُ : তীর সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।
(ض) صَيْبًا - السَّهْمُ : তীর সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।
إِصَابَةُ الرَّأْيِ : সঠিক সিদ্ধান্ত, সুস্থ অভিমত।
فِي الْقُرْآنِ : اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .
فِي الْمَثَلِ : إِنْ أَخْطَأْتُ فَخَطِّئْنِيْ وَإِنْ أَصَبْتُ فَصَوِّبْنِيْ
قَالَ الشَّاعِرُ : أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ وَقُوْلِيْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ
مَادَّةٌ : (ص ـ و ـ ب)، جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَاوِيٌّ
مُرَادِفٌ : أَجَادَ/ أَحْسَنَ، ضِدٌّ : أَخْطَأَ
ذَائِدَةٌ (فا،مؤ) : প্রতিহতকারী।
- (ن) ذَوْدًا، ذِيَادًا : প্রতিহত করা, দমন করা।
- الْإِبِلَ عَنِ الْمَاءِ : পানির নিকট থেকে সরিয়ে দেওয়া।
(إِفْعَال) إِذَادَةً : সরাতে সাহায্য করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ
مَادَّةٌ : (ذ ـ و ـ د) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَاوِيٌّ
مُرَادِفٌ : دَافِعَةٌ ، ضِدٌّ : رَاسِخَةٌ
اَلزَّيْغُ (ض) مصـ : বিভ্রান্ত হওয়া, বিভ্রান্তি।
(ض) زَيْغًا، زَيَغَانًا، زَيْغُوْغَةً : সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিভ্রান্ত হওয়া।
- الْبَصَرُ : দৃষ্টি সরে যাওয়া।
(إِفْعَال) إِزَاغَةً : সত্য থেকে বিচ্যুত করা, বিভ্রান্ত করা।
- ـهُ عَنْهُ : সত্য থেকে বিচ্যুত করা।
(تَفْعِيْل) تَزْيِيْفًا - ـهُ : বক্র করা। বক্রতা সোজা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا زَاغُوْا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ/ وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ
مَادَّةٌ : (ز ـ ي ـ غ) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ يَائِيٌّ
عَزِيْمَةٌ : (ج) عَزَائِمُ : দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প।
(ض) عَزْمًا، عُزْمًا، عَزِيْمَةً - الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ : দৃঢ় ইচ্ছা করা। সংকল্প করা।
- الرَّجُلُ : সংকল্পবদ্ধ হওয়া।
(اِفْتِعَال) اِعْتِزَامًا - الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ : দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ/ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
مَادَّةٌ : (ع ـ ز ـ م) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ
مُرَادِفٌ : جِدٌّ ، ضِدٌّ : تَرَدُّدٌ
قَاهِرَةٌ : (فا ، مؤ) প্রভাবশালিনী, প্রতিপত্তিশালি।
(ف) قَهْرًا : কারও উপর প্রভাবশালী হওয়া।
(مُفَاعَلَة) مُقَاهَرَةً - ـهُ : অন্যের উপর প্রভাবশালী হওয়া।
(إِفْعَال) إِقْهَارًا - فُلَانًا : কাউকে প্রতাপান্বিত পাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ .
مَادَّةٌ : (ق ـ ه ـ ر) جِنْسٌ : صَحِيْحٌ
مُرَادِفٌ : غَالِبَةٌ ، ضِدٌّ : مَغْلُوْبَةٌ

মাকামাতের প্রচলিত নুসখায় قَاهِرَةً -এর পরে عَنْ রয়েছে। قَاهِرَةً -এর পরে عَنْ -এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ নুসখায় عَنْ-এর উল্লেখ নেই। قَهْرٌ - এর পরে হয় عَلٰى ব্যবহার করা যেতে পারে, নতুবা مَفْعُوْل সরাসরি ব্যবহৃত হবে।

هَوًى : (ج) أَهْوَاءٌ : কামনা, প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ।
(س) هَوًى : ভালোবাসা, আন্তরিকতা পোষণ করা।
(ض) هَوِيًّا، هُوِيًّا، هَوَيَانًا : উপর থেকে নিচে পড়া। নিচ থেকে উপরে আরোহণ করা। উঁচু হওয়া।
কারো মতে, هُوِىٌّ উঁচু হওয়া অর্থে এবং هَوِىٌّ উপর থেকে নিচে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(إِفْعَالٌ) إِهْوَاءً : নিচ থেকে উপরে আরোহণ করা।

- إِلَى : ধাবিত হওয়া।

- الشَّيْءَ : উপর থেকে ফেলা।

- الشَّيْءُ : উপর থেকে পতিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى .

مَادَّةٌ : (ه - و - ى) جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادِفٌ : شَهْوَةٌ ، ضِدٌّ : بعض

النَّفْسُ (ج) أَنْفُسٌ، نُفُوسٌ : আত্মা, মন, রিপু, প্রবৃত্তি, ব্যক্তি।

نَفَسٌ : (ج) أَنْفَاسٌ : শ্বাস।

نَفِسًا : (س) نَفَسًا - بِالشَّيْءِ : কৃপণতা করা।

- تِ الْمَرْأَةُ : প্রসূতি হওয়া।

(ك) نَفَاسَةً : উৎকৃষ্ট হওয়া, পছন্দনীয় হওয়া।

(تَفَعُّلٌ) تَنَفُّسًا : শ্বাস গ্রহণ করা।

(تَفَاعُلٌ) تَنَافُسًا - الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ : ভালো কাজে অতিশয় আগ্রহী হওয়া, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

مَادَّةٌ : (ن - ف - س) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : الرُّوحُ/الْعَيْنُ

بَصِيرَةٌ : (ج) بَصَائِرُ : অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান, মেধা, প্রমাণ।

চর্মচোখে দেখাকে بَصَرٌ এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখাকে بَصِيرَةٌ বলা হয়।

(ك،س)، بَصَرًا، بَصَارَةً - ه أَوْ بِهِ : জানা, চর্মচোখে দেখা।

بَصَرَ (ن) بَصْرًا - الشَّيْءَ : কর্তন করা।

(تَفَعُّلٌ) تَبَصُّرًا : গভীরভাবে দেখা।

(إِفْعَالٌ) إِبْصَارًا : দেখা।

(تَفْعِيلٌ) تَبْصِيرًا - ه الْأَمْرَ : অবহিত করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُبَاصَرَةً - الشَّيْءَ : দূর থেকে উঁকি মেরে দেখা। কোনো বস্তু দেখতে প্রতিযোগিতা করা।

تَبَاصَرَ (تَفَاعُلٌ) تَبَاصُرًا - الْقَوْمُ : কোনো বস্তু প্রথমে দেখার জন্য প্রতিযোগিতা করা।

بَصَرٌ : (ج) أَبْصَارٌ : চক্ষু।

فِي الْقُرْآنِ : أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيرَةٍ

مَادَّةٌ : (ب - ص - ر) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : فِرَاسَةٌ

نُدْرِكُ : আমরা জানতে পারি।

(إِفْعَالٌ) إِدْرَاكًا - الشَّيْءَ : জানা। উপলব্ধি করা। পাওয়া।

- الثَّمَرُ : পরিপক্ক হওয়া।

الشَّيْءُ : পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়া।

- الْوَلَدُ : প্রাপ্তবয়স্ক বা বালেগ হওয়া।

- الشَّيْءَ بِبَصَرِهِ : দেখা।

- الْمَسْئَلَةَ : শেখা।

- بِثَارِهِ : হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِدْرَاكًا - الْخَطَأَ بِالصَّوَابِ : ভুল সংশোধন করা।

(تَفَاعُلٌ) تَدَارُكًا : ভুল সংশোধন করা। মিলিত হওয়া।

ثُلَاثِيٌّ -তে এর ব্যবহার নেই

فِي الْقُرْآنِ : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ .

مَادَّةٌ : (د - ر - ك) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : تُحِسُّ ، ضِدٌّ : تَجْهَلُ

عِرْفَانٌ : পরিচয়, অবগতি।

(ض) عِرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً - الشَّيْءَ : চেনা, জানা।

- بِذَنْبِهِ : অপরাধ স্বীকার করা।

- ه : প্রতিদান দেওয়া।

- لِلْأَمْرِ : ধৈর্যধারণ করা।

(ن) عِرَافَةً - عَلَى الْقَوْمِ : নেতা হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَعْرِيفًا : পরিচয় দেওয়া।

(تَفَعُّلٌ) تَعَرُّفًا : সনাক্ত হওয়া। কোনো কিছু খোঁজ করে চিনে নেওয়া।

- بِفُلَانٍ : পরিচিত হওয়া।

(تَفَاعُلٌ)، تَعَارُفًا - الْقَوْمُ : একে অন্যকে চেনা।

(اِفْتِعَالٌ) اِعْتِرَافًا - بِالشَّيْءِ : স্বীকার করা, স্বীকৃতি দেওয়া।

- الشَّيْءَ : চেনা।

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

مَادَّةٌ (ع - ر - ف)، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : مَعْرِفَةٌ

الْقَدْرُ : (ج) أَقْدَارٌ : মর্যাদা, পরিমাণ, সীমা, সমপরিমাণ, শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান, গাম্ভীর্য।

(ن، ض، س) قَدْرًا، قُدْرَةً : সক্ষম হওয়া। শক্তিশালী হওয়া।

(ض) قَدْرًا : তদবীর করা। অনুমান করা।

(تَفْعِيلٌ) تَقْدِيرًا : ফয়সালা করা।

- الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ : অনুমান করা, নির্ধারণ করা।

(إِفْعَالٌ) إِقْدَارًا : সামর্থ্য দান করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِقْتِدَارًا : সমর্থ হওয়া, শক্তি পাওয়া।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِقْدَارًا : সামর্থ্য প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مَادَّةٌ : (ق - د - ر) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : الْمَرْتَبَةُ ، ضِدٌّ : الذِّلَّةُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَأَنْ تُسْعِدَنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى الدِّرَايَةِ، وَتَعْضُدَنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ، وَتَعْصِمَنَا مِنَ الْغَوَايَةِ فِي الرِّوَايَةِ، وَتَصْرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاهَةِ، حَتَّى نَأْمَنَ حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ، وَنُكْفَى غَوَائِلَ الزَّخْرَفَةِ ـ

অনুবাদ : [এবং আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে,] তুমি আমাদেরকে জ্ঞান-সাধনার প্রতি দিকনির্দেশনা দ্বারা ধন্য করবে এবং আমাদের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে আমাদেরকে শক্তিশালী করবে। আর তুমি বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং রসিকতার বাচালতা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে, যার ফলে আমরা মুখের কর্তিত ফসল [অর্থাৎ, অসমীচীন কথাবার্তার অশুভ পরিণাম] থেকে শঙ্কামুক্ত হই এবং আমরা বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে রক্ষা পাই।

শাব্দিক অনুবাদ : أَنْ تُسْعِدَنَا তুমি আমাদেরকে ধন্য করবে بِالْهِدَايَةِ দিক নির্দেশনা দ্বারা إِلَى الدِّرَايَةِ জ্ঞান-সাধনার প্রতি وَتَعْضُدَنَا এবং আমাদেরকে শক্তিশালী করবে بِالْإِعَانَةِ সাহায্য করে عَلَى الْإِبَانَةِ ভাব প্রকাশে وَتَعْصِمَنَا আর তুমি আমাদেরকে রক্ষা করবে مِنَ الْغَوَايَةِ বিভ্রান্তি থেকে فِي الرِّوَايَةِ বর্ণনার ক্ষেত্রে وَتَصْرِفَنَا এবং আমাদেরকে বিরত রাখবে عَنِ السَّفَاهَةِ বাচালতা থেকে فِي الْفُكَاهَةِ রসিকতার حَتَّى نَأْمَنَ যার ফলে আমরা শঙ্কামুক্ত হই حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ মুখের কর্তিত ফসল وَنُكْفَى এবং আমরা রক্ষা পাই غَوَائِلَ الزَّخْرَفَةِ বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُسْعِدُ : তুমি ধন্য করবে।

(إِفْعَالٌ) إِسْعَادًا : [ভালোকাজে] সাহায্য করা।

- ةُ : ধন্য করা, সৌভাগ্যবান করে দেওয়া।

(ف) سَعْدًا، سُعُوْدًا : বরকতময় হওয়া।

(س) سَعَادَةً : সৌভাগ্যবান হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَاعَدَةً : সাহায্য করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ

مَادَّهْ : (س ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : تَعَيُّنٌ ، ضِدْ : تَظَلُّم

اَلْهِدَايَةُ : দিকনির্দেশনা।

(ض) هِدَايَةً ، هَدْيًا ، هُدًى : পথ প্রদর্শন করা। সৎপথে পরিচালিত করা।

- اَلرَّجُلَ : সুপথ পাওয়া।

- هِدَاء - الْعَرُوْس : নব বধুকে বরের নিকট পাঠান।

(اِفْتِعَالٌ) اِهْتِدَاءً : হেদায়েত লাভ করা। সুপথ পাওয়া।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِهْدَاءً : হেদায়েত চাওয়া। হাদিয়া চাওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِهْدَاءً : হাদিয়া দেওয়া, উপঢৌকন দেওয়া।

- اَلْهَدْى : হাদী হাঁকিয়ে নেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ

مَادَّهْ : (ه ـ د ـ ى)، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : رُشْدٌ ، ضِدْ : ضَلَالَةٌ

شِبْهِ فِعْل ও فِعْل মাসদার ও তার থেকে গঠিত هِدَايَةٌ কখনও দুই مَفْعُوْل-এর দিকে সরাসরি مُتَعَدِّىْ হয়, যেমন : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ কখনও দ্বিতীয় مَفْعُوْل-এর দিকে لَامْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়, যেমন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا আবার কখনও দ্বিতীয় مَفْعُوْل-এর দিকে إِلٰى দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন– هُدَانَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

اَلدِّرَايَةُ : জ্ঞান সাধনা।

(ض) دَرْيًا، دِرَايَةً : জানা। কষ্ট ও সাধনার মাধ্যমে জানা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُدَارَاةً – ةُ : পরস্পরে নম্র আচরণ করা।

(اِفْعَالٌ) إِدْرَاءً : অবহিত করা, জানানো।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا

مَادَّهْ : (د ـ ر ـ ى) جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : اَلْعِلْمُ ، ضِدْ : اَلْجَهْلُ

এতে কষ্ট ও সাধনার অর্থ থাকায় এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

تَعْضُدُ : তুমি শক্তিশালী করবে।

(ن) عَضْدًا : সাহায্য করা, শক্তি দান করা।

(افْتِعَالٌ) اِعْتِضَادًا (تَفَعُّلٌ) تَعَضُّدًا : বগলদাবা করা।

اِعْتَضَدَ بِهِ : কারও দ্বারা শক্তিশালী হওয়া। সাহায্য গ্রহণ করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُعَاضَدَةً - هُ : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا.

مَادَّةٌ : (ع - ض - د)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَقْوِيَ ، ضِد : تَضْعِيْف

اَلْإِعَانَةُ : সাহায্য।

(إِفْعَالٌ) إِعَانَةً (تَفْعِيْلٌ) تَعْوِيْنًا : عَلَى الشَّيْءِ : সাহায্য করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُعَاوَنَةً، عِوَانًا : সাহায্য করা।

(تَفَاعُلٌ) تَعَاوُنًا، (افْتِعَالٌ) اِعْتِوَانًا - اَلْقَوْمُ : একে অন্যকে সাহায্য করা।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعَانَةً - فُلَانًا وَبِفُلَانٍ : সাহায্য প্রার্থনা করা।

عَانَ (ن) عَوْنًا : মাঝবয়সী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَعِيْنُوْنِي بِقُوَّةٍ

مَادَّةٌ : (ع - و - ن)، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِي

مُرَادِف : اَلنُّصْرَةُ ، ضِد : اَلظُّلْمُ

اَلْإِبَانَةُ : ভাব প্রকাশ।

(إِفْعَالٌ) إِبَانَةً : প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।

- اَلشَّيْءَ : কর্তন করা, পৃথক করা।

- اَلشَّيْءُ : সুস্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيْنًا، بُيُوْنًا، بَيْنُوْنَةً : পৃথক হওয়া বা করা।

(ض) بَيَانًا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَبْيِيْنًا : বর্ণনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ

مَادَّةٌ : (ب - ي - ن)، جِنْس : اَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اَلتَّعْبِيْرُ / اَلْإِظْهَارُ، ضِد : اَلْإِخْفَاءُ

تَعْصِمُ : তুমি রক্ষা করবে।

(ض) عَصْمًا : রক্ষা করা। সংরক্ষিত রাখা। বাধা দেওয়া।

- إِلَى فُلَانٍ : আশ্রয় গ্রহণ করা।

(افْتِعَالٌ) اِعْتِصَامًا، أَعْصَمَ (إِفْعَالٌ) إِعْصَامًا (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعْصَامًا - بِهِ : আশ্রয় গ্রহণ করা, নিজকে রক্ষা করা, আঁকড়ে ধরা।

- مِنْهُ : বিরত থাকা। আশ্রয় গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ/ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ

مَادَّةٌ : (ع - ص - م) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَصُوْنَ، ضِد : تُهْلِكُ

اَلْغَوَايَةُ : বিভ্রান্তি।

(س) غَوَايَةً (ض) غَيًّا : বিভ্রান্ত হওয়া। পথভ্রষ্ট হওয়া। বঞ্চিত হওয়া। ধ্বংস হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِغْوَاءً : পথভ্রষ্ট করা।

(تَفَاعُلٌ) تَغَاوِيًا : পথভ্রষ্টতা বা মূর্খতার ভান করা।

مَادَّةٌ : (غ - و - ى) جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : اَلضَّلَالَةُ ، ضِد : اَلْهِدَايَةُ

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا

اَلرِّوَايَةُ : বর্ণনা।

(ض) رِوَايَةً : কারও থেকে কিছু শুনে বর্ণনা করা।

(س) رَيًّا، رِيًّا، رَوًى - مِنَ الْمَاءِ : পানি পান করে তৃপ্ত হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَرْوِيَةً : পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করা।

(افْتِعَالٌ) اِرْتِوَاءً : পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ করা।

رَيَّانُ : পরিতৃপ্ত।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

مَادَّةٌ : (ر - و - ى) جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : اَلنَّقْلُ

تَصْرِفُ : তুমি বিরত রাখবে।

(ض) صَرْفًا : দূর করা। ব্যয় করা। ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- اَلشَّرَابَ : মিশ্রিত না করা।
- اَلْكَلِمَةَ : মুনসারিফ বানানো।
- اَلدَّنَانِيْرَ : মুদ্রা বিনিময় করা।
- اَلْقُلُوْبَ : পরিবর্তন করে দেওয়া।
- اَلْمَالَ : ব্যয় করা, খরচ করা।

(تفعيل) تَصْرِيْفًا : ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা।
- اَلْأَمْرَ فِي الْكِتَابِ : সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।
- هُ فِي الْأَمْرِ : সমর্পিত করা।
- اَلْمَاءَ : প্রবাহিত করা।

(تفعّل) تَصَرُّفًا - فِي الْأَمْرِ : কোনো বিষয়ে নিজের প্রয়াস চালানো।
- لِعِيَالِهِ : উপার্জন করা।
- بِهِ الْأَحْوَالُ : পরিবর্তিত হওয়া।

(انفعال) اِنْصِرَافًا - عَنْهُ : ফিরে যাওয়া, পরিত্যাগ করা, বিরত থাকা।
- إِلَيْهِ : মনোনিবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ

مَادَّة : (ص ـ ر ـ ف) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَمْنَعُ ، ضِد : تَشْتَغِلُ

اَلسَّفَاهَةُ : বাচালতা, প্রগল্‌ভতা।

(ك) سَفَاهَةً، سَفَاهًا (س) سَفَهًا، سَفَاهًا ، سَفَاهَةً : বাচাল হওয়া। মূর্খ হওয়া। নির্বোধ হওয়া। কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়া।

(ن) سَفَهًا - اَلرَّجُلَ : গালমন্দ করায় অগ্রবর্তী হওয়া।
- نَفْسَهُ : লাঞ্ছিত করা।

سَفَّهَ (تفعيل) تَسْفِيْهًا নির্বোধ বানানো।

(تفعّل) تَسَفُّهًا। নির্বোধ সাজা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ.

مَادَّة : (س ـ ف ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَمَاقَةُ/اَلْجَهْلُ ، ضِد : اَلْحِلْمُ/اَلْعِلْمُ

اَلْفَكَاهَةُ : রসিকতা।

(س) فَكِهًا، فَكَاهَةً : প্রফুল্লচিত্ত ও রসিক হওয়া।
- مِنْهُ : বিস্মিত হওয়া। বিমুগ্ধ হওয়া।

فَكَّهَ (تفعيل) تَفْكِيْهًا - اَلْقَوْمَ : ফল খাওয়ানো। ফল প্রদান করা। রসিকতা করে আনন্দ দেওয়া।

(تفعّل) تَفَكُّهًا : ফল খাওয়া।
- اَلرَّجُلُ : লজ্জিত হওয়া।
- بِالشَّيْءِ : উপকৃত হওয়া, স্বাদ গ্রহণ করা।
- مِنْهُ : বিস্মিত হওয়া।
- بِفُلَانٍ : কারও দোষচর্চা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ

مَادَّة (ف ـ ك ـ ه)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمِزَاحُ / اَلْهَزْلُ ، ضِد : اَلْجِدُّ

حَتّٰى : যাতে, যার ফলে, অবশেষে, ফলশ্রুতিতে, পর্যন্ত।

حَتّٰى : তিন প্রকার : ১. হরফে জর, ২. হরফে আত্‌ফ, ৩. হরফে ইবতিদা। হরফে জর হলে তখন কখনও কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন– سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ إِلٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ আবার কখনও أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ مَحْذُوْفٌ সহকারে فِعْلٌ مُضَارِعٌ-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন– سِرْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ الْمَدِيْنَةَ কখনও عِلَّتٌ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– تَرَهَّبْتُ حَتّٰى أَتُوْبَ

হরফে আত্‌ফ হলে কখনো পরিসীমা বুঝায়। যেমন– قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ কখনও واو عاطفة অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا হরফে ইবতিদা হলে তার পর থেকে নতুন বাক্য শুরু হয়। যেমন–

تَوَا عَجَبًا حَتّٰى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِيْ

فِي الْقُرْآنِ : سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

نَأْمَنُ : আমরা রক্ষা পাই।

(س) أَمْنًا، أَمَنًا، إِمْنًا، أَمَانًا، إِمَانَةً، أَمَنَةً : নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া, শঙ্কামুক্ত হওয়া।

(ك) أَمَانَةً : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া। নির্ভরযোগ্য হওয়া।

(افعال) إِيْمَانًا - بِهِ : নিরাপত্তা দান করা, শঙ্কা মুক্ত করা। আশ্বস্ত করা। বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন করা। আমানত রাখা।

(تفعيل) تَأْمِيْنًا : আমীন বলা।
- اَلرَّجُلَ : নিরাপদ ও আশ্বস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

-أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ

مَادَّة : (أ ـ م ـ ن) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : نُسَلِّمُ ، ضِد : نَفْزَعُ

(ج) حَصَائِدُ : (و) حَصِيْدَةٌ : কর্তিত ফসল।

(ض، ن) حَصْدًا، حَصَادًا، (اِفْتِعَال) اِحْتِصَادًا : [ক্ষেত থেকে কাস্তে দ্বারা] ফসল কাটা।

(اِفْعَال) إِحْصَادًا – الزَّرْعُ : ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া।

– اَلْحَبْلُ : রশি পাকানো।

(س) حَصَدًا – الْحَبْلُ : রশি শক্তপাক হওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْصَادًا – اَلْقَوْمُ : একতাবদ্ধ হওয়া।

– اَلزَّرْعُ : ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া।

– اَلْحَبْلُ : রশি শক্তপাক হওয়া।

– اَلرَّجُلُ : ক্ষুব্ধ হওয়া।

حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ : অসমীচীন কথা। মন্দ কথার অশুভ পরিণতি।

فِى الْقُرْآنِ : وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٖ

مَادَّة : (ح ـ ص ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَقْطُوْعَات

(ج) أَلْسِنَةٌ : لِسَانَاتٌ ، أَلْسُنٌ ، لُسُنٌ، (و) لِسَانٌ : মুখ, ভাষা, রসনা।

فِى الْقُرْآنِ : يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

نَكْفٰى : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) غَوَائِل، (و) غَائِلَةٌ : আপদ, মসিবত, ধ্বংসাত্মক বিপদ।

(ن) غَوْلًا (اِفْتِعَال) اِغْتِيَالًا : অতর্কিতভাবে হত্যা করা বা ধ্বংস করা।

(تَفَعُّل) تَغَوُّلًا : পথভ্রষ্ট করা।

– اَلْأَمْرُ : হীন হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُغَاوَلَةً : দ্রুত চলা।

(تَفَاعُل) تَغَاوُلًا – اَلرَّجُلَانِ : একে অন্যের চেয়ে অগ্রসর হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : وَيَبْغُوْنَ لَهُ الْغَوَائِلَ/ غَائِلَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ

مَادَّة : (غ ـ و ـ ل)، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : مُصِيْبَةٌ/ آفَةٌ

اَلزَّخْرَفَةُ : বাগাড়ম্বর।

(فَعْلَلَة) زَخْرَفَةً – اَلْقَوْلَ : অসত্যের আশ্রয় নিয়ে বক্তব্যকে চমকপ্রদ করা।

– اَلشَّيْئَ : সুসজ্জিত করা। সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা।

(تَفَعْلُل) تَزَخْرُفًا – اَلشَّيْئُ : সুসজ্জিত হওয়া।

اَلزُّخْرُفُ : (ج) زَخَارِفُ : বাগাড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য জমকালো বক্তব্য। সোনা। শোভা। পূর্ণ সৌন্দর্য।

زُخْرُفُ الْأَرْضِ : নানারকমের উদ্ভিদ।

زُخْرُفُ الْبَيْتِ : ঘরের আসবাব-সামগ্রী।

زُخْرُفُ الْقَوْلِ : মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া বক্তব্য বা তার সৌন্দর্য।

فِى الْقُرْآنِ : زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا/ حَتّٰى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

مَادَّة : (ز ـ خ ـ ر ـ ف) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّمْوِيْهُ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ :

حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ -এর মধ্যে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে। এখানে মুখের মন্দ কথাবার্তা ও তার অশুভ পরিণামকে حَصَائِدُ [কর্তিত ফসল]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে উভয়টি নিজের কর্মফল হওয়ার বিবেচনায়। এতে مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লিখিত হয়েছে, مُشَبَّهٌ -এর উল্লেখ নেই। এটাকে إِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ বা إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهٗ : تَعْضُدُنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ :

إِعَانَةٌ ও إِبَانَةٌ -এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয়েছে। যদি একই هَيْئَتْ এর দুটি كَلِمَة একই نَوْع -এর হয়ে শুধু একটি حَرْف -এর ব্যবধান হয় এবং ব্যবধানকৃত حَرْف দ্বয় بَعِيْدُ الْمَخْرَجِ হয় তাকে جِنَاسٌ لَاحِقٌ বলে।

فُكَاهَةٌ : اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْفُكَاهَةِ وَالظَّرَافَةِ সর্বপ্রকার রসিকতা ও কৌতুককে বলে, চাই তাতে কোনো উপকার থাকুক বা না থাকুক। আর ظَرَافَةٌ বলা হয় এরূপ কৌতুক ও রসিকতাকে, যাতে কোনো জ্ঞান ও উপকারিতার বিষয় নিহিত থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

فَلَا نَرِدُ مَوْرِدَ مَأْثَمَةٍ، وَلَا نَقِفُ مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ، وَلَا نُرْهَقُ بِتَبِعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ، وَلَا نَلْجَأُ إِلَى مَعْذِرَةٍ عَنْ بَادِرَةٍ .	অনুবাদ : যাতে আমরা অপরাধের ঘাটে অবতীর্ণ না হই এবং লজ্জাজনক স্থানে না দাঁড়াই। আর আমরা অশুভ পরিণতি ও অসন্তুষ্টির চাপে না পড়ি এবং অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণে ওজর পেশ করতে বাধ্য না হই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَا نَرِدُ যাতে আমরা অবতীর্ণ না হই مَوْرِدَ مَأْثَمَةٍ অপরাধের ঘাটে وَلَا نَقِفُ এবং না দাঁড়াই مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ লজ্জাজনক স্থানে وَلَا نُرْهَقُ আর আমরা চাপে না পড়ি/শিকার না হই بِتَبِعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ অশুভ পরিণতি ও অসন্তুষ্টির وَلَا نَلْجَأُ এবং বাধ্য না হই إِلَى مَعْذِرَةٍ ওজর পেশ করতে عَنْ بَادِرَةٍ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَأْثَمَةٌ : অন্যায়, অপরাধ, গুনাহ।

(س) إِثْمًا، أَثَمًا : গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া।

(ن ، ض) أَثْمًا : গুনাহগার সাব্যস্ত করা এবং শাস্তি দেওয়া।

(تَفْعِيل) تَأْثِيمًا পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করা।

(تَفَعُّل) تَأَثُّمًا : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, গুনাহ পরিহার করা।

فِي الْحَدِيْثِ : أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ/ مَنْ عَضَّ عَلَى شِبْدَعِهِ سَلِمَ مِنَ الْأَثَامِ .

مَادَّةٌ : (أ ـ ث ـ م) ، جِنْس : مَهْمُوز

مُرَادِف : مَعْصِيَةٌ ، ضِد : بِرٌّ

لَا نَقِفُ : আমরা না দাঁড়াই।

(ض) وَقْفًا، وُقُوْفًا : চলার পর থেমে যাওয়া, বসা থেকে দাঁড়ানো, স্থির হওয়া।

- فِي الْمَسْئَلَةِ : সন্দেহ পোষণ করা।

- عَلَى الْكَلِمَةِ : ওয়াকফ করে পড়া।

- اَلدَّابَّةَ : থামানো।

- اَلدَّارَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : ওয়াকফ করা।

- عَلَى الْأَمْرِ : অবগত হওয়া।

- فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ : অবহিত করা।

- فُلَانًا عَنِ الشَّيْءِ : বারণ করা।

(إِفْعَال) إِيْقَافًا : দাঁড় করানো, থামানো।

- اَلدَّارَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : ওয়াকফ করা।

- عَنِ الْأَمْرِ : কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা।

نَرِدُ : আমরা অবতীর্ণ হই, -হচ্ছি, -হবো।

وَرَدَ (ض) وُرُوْدًا : উপস্থিত হওয়া। পানির ঘাটে অবতীর্ণ হওয়া।

- اَلشَّجَرَةُ : পুষ্পিত হওয়া।

وَرَدَ - اَلرَّجُلُ : জ্বরাক্রান্ত হওয়া।

- عَلَيْهِ بِفُلَانٍ : কাউকে কারও কাছে নিয়ে আসো।

(ك) وُرُوْدَةً - وَرْدَةً، اَلْفَرَسُ : লাল-হলুদ মিশ্রিতবর্ণ হওয়া।

(إِفْعَال) إِيْرَادًا : উপস্থিত করা। উপনীত করা। নিয়ে আসা।

- عَلَيْهِ الْخَبَرَ : খবর শোনানো।

- اَلْكَلَامَ : উপস্থাপন করা। উল্লেখ করা।

(تَفْعِيل) تَوْرِيْدًا - اَلشَّجَرُ : গাছে ফুল আসা।

- تِ الْمَرْأَةُ خَدَّهَا : লালরঙ করা।

- اَلثَّوْبَ : কাপড়ে গোলাপী রঙ করা।

(تَفَاعُل) تَوَارُدًا : একের পর এক উপস্থিত হওয়া।

(تَفَعُّل) تَوَرُّدًا : গোলাপী বর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ .

مَادَّةٌ : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : نَحْضُرُ/ نَنْزِلُ ، ضِد : نَغِيْبُ/ نَرْحَلُ

مَوْرِدٌ : (ج) مَوَارِدُ : পানস্থান, পানির ঘাট, পথ, জীবিকার উৎসস্থল।

مَوْرِدَةٌ : পানির নিকট যাওয়ার পথ। ঘাট। রাস্তা।

فِي الْحَدِيْثِ : اِتَّقُوا الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ

مَادَّةٌ : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : مَنْهَلٌ ، ضِد : طَرِيْق

(تَفْعِيل) تَوْقِيفًا : দাঁড় করানো, থামানো।

(تَفَعُّل) تَوَقُّفًا عَلَى الْأَمْرِ : স্থির ও অবিচল থাকা।

- فِي الْمَكَانِ : অবস্থান করা।

- عَنْ كَذَا : বিরত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ / وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

مَادَّةٌ : (و ـ ق ـ ف) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : نَقُومُ ، ضِد : نَرْحَل

مَوْقِفٌ : (ج) مَوَاقِفُ : দাঁড়াবার স্থান, অবস্থান স্থল।

فِي الْحَدِيثِ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ / اَلْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

مُرَادِف : مَقَام، ضِد : مَجْلِس

مَنْدَمَةٌ : লজ্জাজনক, অপমানকর [বিষয় বা স্থান]।

(س) نَدَمًا ، نَدَامَةً ، -(تَفَعُّل) تَنَدُّمًا - عَلَى مَا فَعَلَ : লজ্জিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া।

(اِفْعَال) إِنْدَامًا ، (تَفْعِيل) تَنْدِيمًا : লজ্জিত করা, দুঃখিত করা।

(مُفَاعَلَة) مُنَادَمَةً، نِدَامًا - ه : মদের আসরের সাথী হওয়া। রাতের গল্পের আসরের সাথী হওয়া।

(تَفَاعُل) تَنَادُمًا - اَلْقَوْمُ : মদের আসরের অংশীদার হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

مَادَّةٌ : (ن ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : خَجِلْ ، ضِد : وَقِح

لَانُرْهَقُ : আমরা যেন শিকার না হই

(اِفْعَال) إِرْهَاقًا : জুলুমের শিকার করা। পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করা। কষ্ট দেওয়া। সামর্থ্যের অধিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। চাপ প্রয়োগ করা।

(س) رَهَقًا : নির্বোধ হওয়া। হালকা হওয়া। মন্দ কাজ করা। মিথ্যা বলা। তাড়াহুড়া করা। জুলুম করা। নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

مَادَّةٌ : (ر ـ ه ـ ق)، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : لَا نَحْمِلُ، ضِد : لَا نُخَفَّفُ

تَبِعَةٌ : (ج) تَبِعَاتٌ : গচ্ছা, লোকসান। কর্মফল [শুভ হোক বা অশুভ হোক], তবে মন্দের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি। অতএব গুনাহ এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের জন্যও تَبِعَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

تَبِعَ (س) تَبْعًا، تُبُوعًا، تِبَاعًا، تَبَاعَةً، (اِفْتِعَال) اِتِّبَاعًا : কারও পেছনে পেছনে চলা। সাথে চলা, অনুগত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَتْبِيعًا - ه : অনুসরণ করা।

- بِه كَذَا : সংযুক্ত করা।

(مُفَاعَلَة) مُتَابَعَةً، تِبَاعًا - بَيْنَ الْأَعْمَالِ : নিরবচ্ছিন্নভাবে করা।

- فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ : ঐকমত্য পোষণ করা। অনুসরণ করা।

(اِفْعَال) إِتْبَاعًا - هُ : যুক্ত হওয়া বা করা।

(تَفَعُّل) تَتَبُّعًا - اَلْأَمْرِ : অনুসন্ধান করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

مَادَّةٌ : (ت ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : عَاقِبَةٌ

مَعْتَبَةٌ : অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ।

(ن، ض) عَتْبًا ، عِتْبَانًا، عِتَابًا ، مَعْتَبًا ، مَعْتَبَةً - عَلَيْهِ : কারও কোনো কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করা, অসন্তুষ্ট হওয়া, নিন্দাবাদ করা।

- فُلَانًا : ভর্ৎসনা করা।

(تَفَعُّل) تَعَتُّبًا ، (تَفَاعُل) تَعَاتُبًا - اَلرَّجُلَانِ : একে অন্যের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

(مُفَاعَلَة) مُعَاتَبَةً، عِتَابًا - عَلَى كَذَا : ভর্ৎসনা করা। রাগ করা। অভিমান সহকারে সম্বোধন করা।

(اِفْعَال) إِعْتَابًا - هُ : অসন্তুষ্টির কারণ দূর করা।

(تَفْعِيل) تَعْتِيبًا - اَلرَّجُلُ : বিলম্ব করা।

- اَلْبَابَ : দরজার চৌকাঠ বানানো।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعْتَابًا : অসন্তুষ্টি দূর করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ لَايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

مَادَّةٌ (ع ـ ت ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : عِتَابٌ / سَخَطٌ ، ضِد : رِضَاءٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(إِفْعَال) إِلْجَاءً، (تَفْعِيل) تَلْجِئَةً :
বাধ্য করা। অনন্যোপায় করে তোলা। রক্ষা করা।

(ف) لُجُوْءً، (س) لَجَأً اِلْتِجَاءً : আশ্রয় নেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ

مَادَّة : (ل ـ ج ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : نَضْطَرُّ ، ضِد : نَخْتَار

اَلْمَعْذِرَةُ : (ج) مَعَاذِر ، مَعَاذِيْر : ওজর, অজুহাত।

اَلْمَعْذَارُ (ج) مَعَاذِيْرُ :

(ض) عُذْرًا ، عُذُرًا ، عُذْرٰى ، مَعْذِرَةً ـ ه عَلٰى اَوْ فِىْ مَا صَنَعَ : ওজর গ্রহণ করা। অপারগতা মেনে নেওয়া। গুনাহ বেশি হওয়া।

- عُذْرًا ، عُذُرًا : হওয়া।

- عُذْرًا - اَلْغُلَامَ : খতনা করা।

(تَفْعِيْل) تَعْذِيْرًا : ভিত্তিহীন ওজর করা।

- ءً : অতিশয় ওজর করা।

- اَلْغُلَامُ : চোয়ালের পার্শ্বে দাড়ি গজানো।

- فُلَانًا : খতনার খাবারের আয়োজন করা বা দাওয়াত দেওয়া।

(إِفْعَال) إِعْذَارًا : ওজর পেশ করা। ওজর গ্রহণ করা। অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া।

- اَلْغُلَامُ : খাতনা করা।

(تَفَعُّل) تَعَذُّرًا - عَلَيْهِ الْأَمْرُ : দুঃসাধ্য হওয়া, কঠিন হওয়া।

- عَنِ الْأَمْرِ : বিরত থাকা।

(اِفْتِعَال) اِعْتِذَارًا - عَنْ اَوْ مِنْ فِعْلِهِ : ওজর পেশ করা।

- عَنْ فُلَانٍ : অন্যের ওজর গ্রহণ করতে বলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَقَالُوْا مَعْذِرَةً إِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ .

مَادَّة : (ع ـ ذ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحُجَّةُ

بَادِرَةً : (ج) بَوَادِر : ক্রোধের সময় যে সকল কথা বা কাজ মানুষ থেকে প্রকাশ পায়। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি, অন্যায় -অপরাধ। পদস্খলন।

(ن) بُدُوْرًا ، (مُفَاعَلَةٌ) مُبَادَرَةً ، بِدَارًا - إِلَى الشَّيْءِ : কোনো ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করা।

- فُلَانًا : কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশে অন্য কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রসর হওয়া।

(تَفَاعُل) تَبَادُرًا - اَلْقَوْمُ : একে অন্যের চেয়ে অগ্রসর হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا .

فِى الْحَدِيْثِ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَغِلُوْا .

مَادَّة : (ب ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَثْرَة/زَلَّة ، ضِد : ثُبَات

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَلَا نَرِدُ مَوْرِدَ مَأْثَمَةٍ :

এখানে (فَاءْ) হরফটি تَعْلِيْلِيَّةٌ অতএব فَلَانَرِدُ মানে, مَفْعُوْلٌ لِئَلَّانَرِدَ আর مَوْرِدَ مَأْثَمَةٍ হলো لَا نَرِدُ -এর প্রথম مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ এবং فِيْهِ হলো لَا نَقِفُ -এর মাফউলে ফীহি - عَنْ بَادِرَةٍ এবং زَائِدَهْ টা لَا -এর মধ্যে وَلَا مَعْتَبَةً - مَعْذِرَةً মুتَعَلِّقٌ হয়েছে -এর সাথে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَلَا نَرِدُ مَوْرِدَ مَأْثَمَةٍ :

এখানে مَأْثَمَةٍ [গুনাহ]-কে পানির সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهٌ উল্লিখিত ও مُشَبَّهٌ بِهِ মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এতে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর পানির জন্য ঘাট থাকা لَازِمٌ তা مُشَبَّهٌ -এর জন্য সাবেত করা হয়েছে। অতএব مَوْرِدَ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ فَحَقِّقْ لَنَا هٰذِهِ الْمُنْيَةَ، وَأَنِلْنَا هٰذِهِ الْبُغْيَةَ، وَلَا تُضْحِنَا عَنْ ظِلِّكَ السَّابِغِ، وَلَا تَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَاضِغِ۔

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত কর এবং আমাদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ কর; তুমি আমাদেরকে তোমার [রহমতের] পরিপূর্ণ ছায়া থেকে সরিয়ে রোদ-দুপুরে ঠেলে দিও না এবং তুমি আমাদেরকে চর্বনকারীর [নিন্দুকের] গ্রাসে পরিণত করো না।

শাব্দিক অনুবাদ : اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ حَقِّقْ তুমি বাস্তবায়িত কর لَنَا আমাদের هٰذِهِ الْمُنْيَةَ এ আকাঙ্ক্ষা وَأَنِلْنَا এবং আমাদের পূর্ণ কর هٰذِهِ الْبُغْيَةَ এ উদ্দেশ্য لَا تُضْحِنَا তুমি আমাদেরকে রোদ-দুপুরে ঠেলে দিও না عَنْ থেকে ظِلِّكَ তোমার ছায়া السَّابِغِ পরিপূর্ণ وَلَا تَجْعَلْنَا আর তুমি আমাদেরকে পরিণত করো না مُضْغَةً গ্রাস لِلْمَاضِغِ চর্বনকারীর।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ : এর বিশ্লেষণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فَحَقِّقْ : فَحَقِّقْ-এর (ف) হরফটি جَوَابُ شَرْطٍ-এর জন্য। এর পূর্বে إِنْ كَانَ سُؤَالُنَا الْمَذْكُوْرُ অথবা إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ حَقًّا উহ্য রয়েছে।

(تَفْعِيْل) تَحْقِيْقًا : গুরুত্ব আরোপ করা। অপরিহার্য করে দেওয়া। প্রত্যায়ন করা। যাচাই করা। বাস্তবায়িত করা।

(ن، ض) حَقًّا : সত্য প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া।

(إِفْعَال) إِحْقَاقًا : সত্য বলা।

- اَلْأَمْرَ : অপরিহার্য সাব্যস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ

مَادَّة : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِف : ثَبَتَ ، ضِدّ : أَعْثَرَ

اَلْمُنْيَةُ : (ج) مُنًى : আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য।

اَلْأُمْنِيَةُ : (ج) أَمَانٍ، أَمَانِيْ : আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য। মিথ্যা।

اَلْمَنِيَّةُ : (ج) مَنَايَا : মৃত্যু।

اَلْمُنٰى : আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অদৃষ্ট। মৃত্যু। ইচ্ছা।

فِي الْقُرْآنِ : لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔

أَنِلْنَا : আমাদেরকে দান করুন, [এখানে] পূর্ণ করুন।

(إِفْعَال أَجْوَفْ وَاوِيْ) إِنَالَةً - اَلشَّيْءَ وَبِالشَّيْءِ : দেওয়া, প্রদান করা। [এখানে পূর্ণ করা।]

- (أَجْوَفْ يَائِيْ) - فُلَانًا الشَّيْءَ وَلِفُلَانٍ الشَّيْءَ : কাউকে কিছু পাইয়ে দেওয়া।

نَالَ : (ض،س) نَيْلًا، نَالًا، نَالَةً : পাওয়া, লাভ করা। পৌঁছা।

- مَطْلُوْبَه : পাইয়ে দেওয়া।

نَالَ (ن) نَوَالًا، نَوْلًا - فُلَانًا الشَّيْءَ وَبِهٖ : দেওয়া, প্রদান করা।

نَوَّلَ (تَفْعِيْل) تَنْوِيْلًا : প্রদান করা।

تَنَاوَلَ (تَفَاعُل) تَنَاوُلًا : গ্রহণ করা, নেওয়া।

تَنَوَّلَ (تَفَعُّل) تَنَوُّلًا : নেওয়া।

نَاوَلَ (مُفَاعَلَة) مُنَاوَلَةً : দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔

مَادَّة : (ن ـ و ـ ل/ن ـ ى ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ/يَائِيْ

مُرَادِف : أَعْطِنَا ، ضِدّ : أَحْرِمْنَا

اَلْبُغْيَةُ، اَلْبِغْيَةُ، اَلْبُغَاءُ : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উদ্দিষ্ট বস্তু।

بَغٰى (ض) بُغَاءً، بُغْيًا، بُغًى، بُغْيَةً، بِغْيَةً - اَلشَّيْءَ : কোনো কিছু পেতে চাওয়া।

بَغٰى - اَلرَّجُلُ : সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিরুদ্ধাচরণ করা।

- عَلَيْهِ : অবিচার করা, জুলুম করা।

- ت الْأَمَةُ : ব্যভিচার করা।

اِبْتَغٰى (اِفْتِعَال) اِبْتِغَاءً : তালাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَبْغُوْنَكُمْ/ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.

فِي الْحَدِيْثِ : هَلُمُّوْا إِلٰى بُغْيَتِكُمْ.

مَادَّة : (ب ـ غ ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ

مُرَادِف : مَطْلُوْب، ضِدّ : مَبْغُوْض

لَا تُضْحِنَا : لَا تَجْعَلْنَا فِي الضُّحٰى بَعْدَ الْإِخْرَاجِ عَنْ ظِلِّكَ السَّابِغِ : পূর্বাহ্নের প্রখর রোদে ঠেলে দিও না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَضْحَى (إِفْعَال) إِضْحَاءً عَنْهُ : পূর্বাহ্নের প্রখর রোদে ঠেলে দেওয়া, দূর করে দেওয়া, পূর্বাহ্নে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বা করা, অথবা যে কোনো সময় হওয়া বা করা।

(ن) ضَحْوًا، ضُحُوًّا، (س) ضَحًا، ضَحَاءً : রোদ খাওয়া, রোদ লাগা।

(تفعيل) تَضْحِيَةً - اَلشَّاةَ وَبِهَا : কুরবানি করা, জবাই করা।

(تفعيل) تَضَحِّيًا : পূর্বাহ্নে খাওয়া। পূর্বাহ্ন পর্যন্ত শয়ন করা। রোদ খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحٰى

مَادَّة : (ض ـ ح ـ و)، جِنْس : نَاقِص وَاوِيّ يَائِيّ

مُرَادِف : لَاتَبْعُدْنَا ، ضِد : لَا تُقَرِّبْنَا

ظِلٌّ : (ج) أَظْلَالٌ، ظِلَالٌ، ظُلُولٌ : ছায়া।

ظُلَّةٌ : (ج) ظُلَلٌ، ظِلَالٌ : গৃহের সামনে অবস্থিত উপরে চালাবিশিষ্ট ছোট্ট দাওয়া, শীত ও গরমের সময় আশ্রয় নেওয়ার মতো যে কোনো স্থান। যে কোনো ছায়াদার জিনিস।

(س) ظَلَالَةً - اَلْيَوْمُ : দিবস ছায়াচ্ছন্ন হওয়া।

(تفعيل) تَظْلِيلًا : ছায়া দেওয়া।

- بِالسَّوْطِ : শাসানোর জন্য চাবুক নাড়ানো।

(إفعال) إِظْلَالًا - اَلْيَوْمُ : ছায়াচ্ছন্ন হওয়া। ছায়া দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

مَادَّة : (ظ ـ ل ـ ل)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِيّ

مُرَادِف : فَيْءٌ ، ضِد : شَرْق

اَلسَّابِغُ : (فا، مذ) : পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ।

(ن) سُبُوغًا - اَلشَّيْءُ : পরিপূর্ণ হওয়া। পূর্ণাঙ্গ হওয়া।

- اَلثَّوْبُ : দীর্ঘ হওয়া। প্রশস্ত হওয়া।

- اَلشَّعْرُ : দীর্ঘ হওয়া।

(إفعال) إِسْبَاغًا : পরিপূর্ণ করা।

- اَلثَّوْبَ : দীর্ঘ করা। প্রশস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

مَادَّة (س ـ ب ـ ع)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كَامِل/ وَافِر، ضِد : نَاقِص

لَاتَجْعَلْنَا : পরিণত করো না।

جَعَلَ (ف) جَعْلًا : তৈরি করা, প্রস্তুত করা, সৃষ্টি করা।

১. جَعَلَ কখনও এক مَفْعُول-এর দিকে مُتَعَدِّي হয়। তখন তা خَلَقَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ

২. কখনো صَيَّرَ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটা দুই مَفْعُول-এর দিকে مُتَعَدِّي হয়। যেমন– وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

৩. কখনো أَقَامَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন– جَعَلَهُ حَاكِمًا

৪. কখনো ظَنَّ -এর অর্থে আসে, যেমন– جَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا

৫. কখনো شَرَعَ বা أَخَذَ -এর অর্থে আসে। যেমন–
جَعَلَ يُعَاقِبُ الْقَاضِي

৬. কখনো أَعْطٰى -এর অর্থে আসে। যেমন–
وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ।

مَادَّة : (ج ـ ع ـ ل) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَا تَتَّخِذْنَا

مُضْغَةٌ : (ج) مُضَغٌ : খাবারের গ্রাস, লোকমা। গোশ্‌তের টুকরা।

(ف، ن) مَضْغًا : চর্বন করা।

(إفعال) إِمْضَاغًا (تفعيل) تَمْضِيغًا : অপর কর্তৃক চিবিয়ে নেওয়া।

أَمْضَغَ الثَّمَرُ : চর্বনের উপযুক্ত হওয়া।

أَمْضَغَ اللَّحْمُ : সুস্বাদু হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُمَاضَغَةً - هُ الْقِتَالَ : কারো সাথে দীর্ঘসময় লড়াই করা।

اَلْمَاضِغُ : (ج) مُضَّغٌ : চর্বনকারী।

فِي الْقُرْآنِ : فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

مَادَّة : (م ـ ض ـ غ) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعَالِكُ ، ضِد : بَالِع/بَلْعَم

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَاتَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَاضِغِ :

উক্ত ইবরাতে দোষত্রুটি বর্ণনাকারী ও কটাক্ষকারীকে مَاضِغ مُشَبَّه بِه-এর সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِه উল্লেখ রয়েছে এবং مُشَبَّه মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : ظِلُّكَ السَّابِغُ :

এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে। কেননা আল্লাহর রহমতকে ظِل [ছায়ার]-এর সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه মাহযূফ এবং مُشَبَّه بِه উল্লেখ রয়েছে, তাই এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ يَدَ الْمَسْئَلَةِ، وَبَخَعْنَا بِالْاِسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمَسْكَنَةِ، وَاسْتَنْزَلْنَا كَرَمَكَ الْجَمَّ، وَفَضْلَكَ الَّذِىْ عَمَّ، بِضَرَاعَةِ الطَّلَبِ وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ .

অনুবাদ : কেননা আমরা তোমার নিকট প্রার্থনার হাত সম্প্রসারিত করেছি এবং আমরা তোমার সামনে [নিজেদের] দুর্বলতা ও দীনতা স্বীকার করছি এবং আমরা সমিনতি প্রার্থনা ও আশার পুঁজি নিয়ে তোমার পর্যাপ্ত অনুগ্রহ ও পরিব্যাপ্ত করুণার অবতরণ কামনা করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَدْ مَدَدْنَا কেননা আমরা সম্প্রসারিত করেছি إِلَيْكَ তোমার নিকট يَدَ হাত الْمَسْئَلَةِ প্রার্থনার وَبَخَعْنَا এবং আমরা স্বীকার করছি بِالْاِسْتِكَانَةِ দুর্বলতা لَكَ তোমার সামনে الْمَسْكَنَةِ দীনতা وَاسْتَنْزَلْنَا এবং আমরা অবতরণ কামনা করছি كَرَمَكَ তোমার অনুগ্রহ الْجَمَّ পর্যাপ্ত وَفَضْلَكَ এবং তোমার করুণা الَّذِىْ عَمَّ যা পরিব্যাপ্ত بِضَرَاعَةِ الطَّلَبِ সমিনতি প্রার্থনা وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ ও আশার পুঁজি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ مَدَدْنَا : আমরা সম্প্রসারিত করেছি।

مَدَّ (ن) مَدًّا - اَلشَّيْءَ : সম্প্রসারিত করা। টানা।

- اَلدَّوَاةَ : দোয়াতের কালি বৃদ্ধি করা।

- اَلْقَلَمَ : দোয়াতে কলম চুবানো।

أَمَدَّ (افعال) إِمْدَادًا : অবকাশ দেওয়া। সাহায্য করা।

مَدَّدَ (تفعيل) تَمْدِيْدًا : বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা।

اِمْتَدَّ (افتعال) اِمْتِدَادًا : সম্প্রসারিত হওয়া, দীর্ঘায়িত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ/ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ .

مَادَّة : (م - د - د) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : أَطَلْنَا ، ضد : قَصَّرْنَا

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ : (جج) أَيَادِيْ : হাত।

তবে أَيَادِيْ শব্দটি অনেক সময় নেয়ামতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

فِى الْقُرْآنِ : يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ .

مَادَّة : (ى - د - ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : ذِرَاعٌ ، ضِد : رِجْلٌ

اَلْمَسْئَلَةُ : (ج)مَسَائِلُ : প্রার্থনা। প্রার্থনার বিষয়। প্রশ্নের বিষয়। প্রয়োজন। উদ্দেশ্য।

سَأَلَ (ف) سُؤَالًا ، سَأَلَةً ، مَسْئَلَةً : কোনো কিছু পেতে চাওয়া, প্রার্থনা করা, আবেদন করা।

أَسَالَ (إفعال) إِسَالًا - ه سُؤْلَه : কারও প্রয়োজন বা প্রার্থনা পূর্ণ করা।

تَسَأَّلَ (تفعّل) تَسَأُّلًا : প্রার্থনা করা, চাওয়া।

(تفاعل) تَسَاءُلًا - اَلْقَوْم : একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা।

سَأَلَ : যেমন। হয় مُتَعَدِّى -এর দিকে مَفْعُوْل দুই سَأَلَ اللّٰهَ نِعْمَةً কিন্তু سَأَلَ যখন কোনো কিছু জানতে চাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর প্রথম مَفْعُوْل-এর দিকে সরাসরি এবং দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর দিকে عَنْ সহকারে مُتَعَدِّى হয়। যেমন : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ/ سَأَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ - কখনো هَمْزَة - কে تَخْفِيْف করে سال يسال পড়া হয়।

سَائِلٌ : (ج) سُوَّلٌ، سُؤَّالٌ ، سَائِلُوْنَ ، سَأَلَةٌ . প্রার্থনাকারী। আবেদনকারী। প্রশ্নকারী।

فِى الْقُرْآنِ : وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ/سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ

مَادَّة : (س - ء - ل) جِنْس، مَهْمُوْز عَيْن

مُرَادِف : اَلطَّلَبُ

بَخَعْنَا : আমরা স্বীকার করেছি।

(ف) بَخْعًا ، بُخُوْعًا ، بَخَاعَةً - لَه : আনুগত্য করা।

- نَفْسَه : দুঃখে বা ক্ষোভে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

(س) بُخُوْعًا ، بَخَاعَةً : আনুগত্য করা। স্বীকার করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

مَادَّة : (ب - خ - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِعْتَرَفْنَا ، ضِد : أَنْكَرْنَا/ أَبَيْنَا

اَلْاِسْتِكَانَةُ : দুর্বলতা, বিনয়।

اِسْتَكَانَ اِسْتِكَانَةً : বিনয় প্রকাশ করা। দুর্বলতা প্রকাশ করা। হীন ও দুর্বল হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اِسْتِكَانَةٌ-এর শব্দমূল (مَادَّة) নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, اِسْتِكَانَةٌ শব্দটি بَابُ اِسْتِفْعَالٌ-এর মাসদার। এটা كَوْن [অস্তিত্ব] থেকে নির্গত। সুতরাং اِسْتِكَانَةٌ-এর মূলত অর্থ হলো, নিজের অস্তিত্বের ব্যতিক্রম মনোভাব প্রকাশ করা [صَارَ لَهُ كَوْنٌ خِلَافَ كَوْنِهِ]। কারও মতে, এটা كَيْن [যোনির মাংস] থেকে নির্গত। এ অর্থে اِسْتِكَانَةٌ - মানে যোনির মাংসের মতো তুচ্ছ হওয়া [صَارَ مِثْلَ لَحْمِ الْفَرْجِ فِيْ الْحَقَارَةِ]। অপর এক বর্ণনা মতে, اِسْتِكَانَةٌ শব্দটি بَابُ اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার। এটা سُكُوْن [দীনতা, হীনতা ও দুর্বলতা] থেকে নির্গত। এ অর্থে اِسْتِكَانَةٌ মানে হীন ও দুর্বল হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا

مَادَّة : ك . و . ن/ك . ى . ن/س . ك . ن ، جِنْس : اَجْوَف/صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْخُضُوْع، ضِد : اَلْبَطَر

اَلْمَسْكَنَةُ : দীনতা, হীনতা, দুর্বলতা।

(ك) سُكُوْنَة، سَكَانَة، (تفعل) تَسَكُّنًا، وَتَمَسْكُنَ : মিসকিন হওয়া, নিঃস্ব হওয়া।

(اِفْعَال) اِسْكَانًا : মিসকিন হওয়া। মিসকিন বানানো। গৃহে বাস করানো। স্থির করা।

(ن) سُكُوْنًا : স্থির হওয়া, থামা।

فِى الْقُرْآنِ : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

مَادَّة : (س . ك . ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَقْر، ضِد : اَلْغِنٰى

اِسْتَنْزَلْنَا : আমরা অবতরণ কামনা করেছি/ -করছি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْزَالًا : অবতরণ কামনা করা, অবতরণ প্রার্থনা করা।

(ض) نُزُوْلًا : অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, উপনীত হওয়া।

(اِفْعَال) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, রেতঃপাত করা।

- اَلضَّيْفَ : মেহমান রাখা।

(تَفْعِيْل) تَنْزِيْلًا : অবতীর্ণ করা।

- اَلشَّيْءَ مَكَانَ الشَّيْءِ : স্থলাভিষিক্ত করা।

اِنْزَال ও تَنْزِيْل-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, اِنْزَال সাধারণত এক সাথে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এবং تَنْزِيْل ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا/ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ/ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ.

مَادَّة : (ن . ز . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتَهْبَطْنَا ، ضِد : اِسْتَرْفَعْنَا

كَرَم : অনুগ্রহ। ঔদার্য। মহানুভবতা। বদান্যতা।

(ك) كَرَمًا، كَرَمَةً، كَرَامَةً : প্রিয় ও উৎকৃষ্ট হওয়া, দানশীল হওয়া। দান করা। সহজে দিয়ে দেওয়া।

(ن) كَرَمًا : দান-দাক্ষিণ্যের কাজে অপর অপেক্ষা অগ্রণী হওয়া।

(اِفْعَال) اِكْرَامًا : সম্মান করা।

(تَفْعِيْل) تَكْرِيْمًا، تَكْرِمَةً : সম্মানিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ/ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

مَادَّة : (ك . ر . م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : فَضْلٌ / من ، ضِد : لَوْمٌ

اَلْجَمُّ : (ج) جُمُوْمٌ، جِمَامٌ : যে কোনো বস্তুর পর্যাপ্ত পরিমাণ, বড় অংশ, সিংহভাগ।

(ن ، ض) جَمًّا، جُمُوْمًا : একত্র হওয়া। প্রচুর হওয়া।

- اَلْعَظْمُ : অধিক মাংসল হওয়া।

- اَلْبِئْرُ : কূপের পানি বেশি হওয়া।

(اِفْعَال) اِجْمَامًا - اَلْاَمْرُ : নিকটবর্তী হওয়া।

- اَلْفِرَاقُ : বিচ্ছেদের সময় হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَجْمِيْمًا - اَلْمِكْيَال : মাপপাত্র পরিপূর্ণ করে মাপা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِجْمَامًا : প্রচুর পরিমাণে জমা হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

مَادَّة : (ج . م . م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْكَثِيْر / اَلْوَافِر ، ضِد : اَلْقَلِيْل

فَضْلٌ : (ج) اَفْضَالٌ، فُضُوْلٌ : কোনো পূর্ব কারণ ব্যতিরেকে কারও প্রতি প্রথমে কৃত অনুগ্রহ। করুণা। অতিরিক্ত, অবশিষ্ট।

(ن) فَضْلًا، (س) فَضَلًا : অবশিষ্ট থাকা। অতিরিক্ত হওয়া।

(ك) فَضْلًا : গুণ-গরিমার অধিকারী হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَفْضِيْلًا - ه عَلٰى غَيْرِهِ : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া।

(اِفْعَال) اِفْضَالًا - عَلَيْهِ : অগ্রসর হওয়া। কল্যাণ করা। অনুগ্রহ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تَفَعُّل) تَفَضُّلًا - عَلَيْهِ : অনুগ্রহ করা। গুণ-গরিমার দাবি করা।
- اَلرَّجُلَ : রাত্রিবাস পরা।
فِى الْقُرْآنِ : ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ
مَادَّهْ : (ف ـ ض ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : كَرَم ، ضِدّ : قَهَر / غَضَب

عَمَّ : পরিব্যাপ্ত হয়েছে।
(ن) عَمًّا، عُمُوْمًا : পরিব্যাপ্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া।
(ن) عُمُوْمَةً : পিতৃব্য হওয়া।
عَمَّ الرَّأْسَ عَمًّا، وَعمم : মাথায় পাগড়ি বাঁধা।
(إِفْعَال) إِعْمَامًا - اَلرَّجُلَ : কুলীন পিতৃব্যের অধিকারী হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَعْمِيْمًا - الشَّيْئَ : ব্যাপক করা।
- اَلْعِمَامَةَ : অপর কর্তৃক পাগড়ি বাঁধানো।
اِعْتِمَامً، تَعَمُّمً، اِسْتِعْمَامً : পাগড়ি বাঁধা।
فِى الْحَدِيْثِ : أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ
اَلْمَادَّةُ : (ع ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِيْ
مُرَادِف : شَمَل ، ضِدّ : خُصَّ

ضَرَاعَةً : বিনয়, মিনতি।
(س) ضَرَعًا، ضَرَاعَةً - (ف) ضَرَاعَةً لَهُ وإِلَيْهِ : অবনত হওয়া, বিনম্র হওয়া, মিনতি করা।
(ن) ضُرُوْعًا - مِنَ الشَّيْئِ : নিকটবর্তী হওয়া।
(مُفَاعَلَةٌ) مُضَارَعَةً - ةُ : সদৃশ হওয়া।
(تَفَعُّل) تَضَرُّعًا - إِلَى اللّٰهِ : বিনয় সহকারে দোয়া করা। সমিনতি প্রার্থনা করা।
فِى الْقُرْآنِ : أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
مَادَّهْ : (ض ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِبْتِهَال ، ضِدّ : فِظَاظَةً

اَلطَّلَبُ : প্রার্থনা, আবেদন।
ن) طَلَبًا : অন্বেষণ করা। খোঁজ করা। আবেদন করা।
- إِلَيْهِ : অনুরাগী হওয়া।
(س) طَلَبًا : দূরবর্তী হওয়া। দূরে চলে যাওয়া।
(تَفْعِيْل) تَطْلِيْبًا : অবকাশ নিয়ে খোঁজা।
(مُفَاعَلَة) مُطَالَبَةً، طِلَابًا - ه : নিজের অধিকার চাওয়া।
(إِفْعَال) إِطْلَابًا ـ ه : চাইতে বা প্রার্থনা করতে বাধ্য করা। প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা।
تَطَلُّبٌ، إِطَّلَابٌ : কষ্ট করে বারবার খোঁজ করা।
فِى الْقُرْآنِ : ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ/ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا
مَادَّهْ : (ط ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْاِلْتِمَاسَ ، ضِدّ : اَلتَّرْكَ

بِضَاعَةً : (ج) بَضَائِعُ : পুঁজি, মূলধন, ব্যবসার মালের পর্যাপ্ত অংশ।
- (ف) بَضْعًا، بُضُوْعًا : কর্তন করা। চিরা। অস্ত্রোপচার করা
- اَلْكَلَام : কথা বুঝা।
- اَلْكَلَام : স্পষ্ট হওয়া।
- مِنْ فُلَانٍ : বিরক্ত হওয়া, মনঃক্ষুণ্ন হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : اِجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ/ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
اَلْأَمَلُ ، اَلْأَمَلُ : (ج) أَمَالٌ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা।
(ن) أَمْلًا، أَمَلًا، إِمْلًا : আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা।
فِى الْقُرْآنِ : ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ
مَادَّهْ : (أ ـ م ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوْزُ فَاءْ
مُرَادِف : رَجَاءْ ، ضِدّ : قُنُوْطٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : بَخَعْنَا بِالْاِسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمَسْكَنَةِ :
এ বাক্যে لَكَ-এর মুতাআল্লিক্ব مُتَعَلِّقْ হলো بَخَعْنَا আর اَلْمَسْكَنَة শব্দটি اَلْاِسْتِكَانَةْ-এর উপর عَطْف হয়েছে

قَوْلُهُ : اِسْتَنْزَلْنَا كَرَمَكَ الْجَمَّ :
উল্লিখিত ইবারতে كَرَمَكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে مَوْصُوف আর اَلْجَمَّ তার صِفَتْ
অতঃপর مَوْصُوف ও صِفَتْ মিলে اِسْتَنْزَلْنَا-এর مَفْعُوْلْ بِهِ

قَوْلُهُ : ضَرَاعَةُ الطَّلَبِ :
এখানে ضَرَاعَةْ-এর اِضَافَةْ টা إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ بِالتَّوَسُّلِ بِمُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ، وَالشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ فِى الْمَحْشَرِ، الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيِّيْنَ، وَأَعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ .

অনুবাদ : অতঃপর [আমরা] মুহাম্মদ ﷺ -এর অসিলা গ্রহণ করে [দোয়া করছি], যিনি সমগ্র মানবজাতির সরদার ও সুপারিশকারী, হাশরের ময়দানে সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি; যাঁর মাধ্যমে তুমি নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ এবং তুমি জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে যাঁর মর্যাদা উন্নীত করেছ।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর بِالتَّوَسُّلِ অসিলা গ্রহণ করে بِمُحَمَّدٍ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর سَيِّدِ الْبَشَرِ সমগ্র মানব জাতির সরদার وَالشَّفِيْعِ সুপারিশকারী الْمُشَفَّعِ সুপারিশগৃহীত হবে فِى الْمَحْشَرِ হাশরের ময়দানে الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ যার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ النَّبِيِّيْنَ নবীগণ وَاَعْلَيْتَ এবং তুমি উন্নীত করেছ دَرَجَتَهُ তাঁর মর্যাদা فِىْ عِلِّيِّيْنَ জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

ثُمَّ : অতঃপর।
ثُمَّ হরফে 'আতফ, যা কোনো কিছুর ধারাবাহিকতা ও কালবিলম্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

اَلتَّوَسُّلُ : অসিলা গ্রহণ করা।
(ض) وَسْلًا، (تفعيل) تَوْسِيْلًا، (تفعّل) تَوَسُّلًا : কোনো আমল, বস্তু বা ব্যক্তির অসিলায় নৈকট্য পেতে চাওয়া বা অর্জন করা। অসিলা গ্রহণ করা।

اَلْوَاسِلَةُ، اَلْوَسِيْلَةُ : (ج) وُسُلٌ ، وَسِيْلٌ ، وَسَائِلُ : যে আমল বা ব্যক্তির মাধ্যমে নৈকট্য চাওয়া বা অর্জন করা হয়। অসিলা। মর্যাদা, মর্তবা।
فِى الْقُرْآنِ (ج) وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ
مَادَّه : (و . س . ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِىْ
مُرَادِف : اَلتَّقَرُّبُ

مُحَمَّدٌ : (مف، مذ)। প্রশংসিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম।
(تفعيل) تَحْمِيْدًا : বারবার প্রশংসা করা
حَمْد -এর আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِى الْقُرْآنِ : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ.

سَيِّدٌ : (ج) أَسْيَادٌ ، سَادَةٌ ، سَيَائِدُ : সরদার, নেতা। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর আওলাদ।
سَادَ (ن) سِيَادَةً، سُوْدَدًا : সম্ভ্রান্ত হওয়া। বড় হওয়া।
- قَوْمَه : নেতা হওয়া।
سَوِدَ (س) سَوَدًا : কালো হওয়া।
اِسْوَدَّ (افعلال) اِسْوِدَادًا : কালো হওয়া।
اِسْوَادَّ (افعيلال) اِسْوِيْدَادًا : কালো হওয়া।
سَوَّدَ (تفعيل) تَسْوِيْدًا : সাহসী হওয়া।
- اَلرَّجُلَ : নেতা বানানো।
- اَلشَّيْئَ : কালো করা।
- اَلْكِتَابَ : বইয়ের খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করা।
- اَلرَّجُلَ : নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ
مَادَّه : (س . و . د)، جِنْس : اَجْوَف وَاوِىْ
مُرَادِف : أَمِيْرٌ/ رَئِيْسٌ، ضِدّ : عَامَّةٌ

اَلْبَشَرُ (اِسْمُ جِنْس) : মানুষ, মানব জাতি।
اَلْبَشَرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সর্বক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহৃত হয়, তবে কখনও এর বহুবচন أَبْشَارٌ -ও আসে।
أَبُو الْبَشَرِ : মানবজাতির পিতা। হযরত আদম (আ.)-এর উপনাম বা উপাধি।
فِى الْقُرْآنِ : رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ
مَادَّه : (ب . ش . ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِنْسَانٌ

اَلشَّفِيْعُ : (صف، مذ) (ج) شُفَعَاءُ : সুপারিশকারী। শুফার অধিকারের দাবিদার।
اَلشَّفِيْعُ مِنَ الْعَدَدِ : জোড় সংখ্যা।
(ف) شَفَاعَةً - لِفُلَانٍ أَوْ فِىْ أَمْرٍ إِلٰى أَحَدٍ : সুপারিশ করা।
فِى الْقُرْآنِ : لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ
مَادَّه : (ش . ف . ع)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلشَّافِعُ، ضِدّ : اَلْخَاذِلُ

اَلْمُشَفَّعُ : (مف . مذ) যার সুপারিশ গৃহীত হয়।
(تفعيل) تَشْفِيْعًا - ه فِىْ فُلَانٍ : সুপারিশ গ্রহণ করা।
- اَلشَّيْئَ : জোড়া জোড়া করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সুপারিশ : (تَفَعُّل) تَشَفُّعًا - لَهُ أَوْ إِلَيْهِ بِفُلَانٍ أَوْفِي فُلَانٍ
করতে বলা।

সুপারিশ : (اِسْتِفْعَال) اِسْتِشْفَاعًا - فُلَانًا وَبِهِ إِلَى فُلَانٍ
করতে বলা।

কোনো বিষয়ে সুপারিশকরতে বলা। : - فِي الْأَمْرِ أَوْ عَلَى الْأَمْرِ

فِي الْقُرْآنِ : مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

مَادَّه : (ش - ف - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَقْبُوْلُ الشَّفَاعَة ، ضِدّ : مَخْزُوْل

সমবেত হওয়ার বা সমবেত করার : اَلْمَحْشَرُ (ج) مَحَاشِرُ
স্থান। হাশরের ময়দান।

সমবেত করা, একত্র করা। : (ن، ض) حَشْرًا

নির্বাসন দেওয়া। : - هُ عَنْ وَطَنِهِ

ধ্বংস করে দেওয়া। : - اَلْجَدْبُ الْمَاشِيَةَ

এঁটে যাওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া। : (س) حَشْرًا - الشَّيْءُ

মাথা বড় হওয়া। : حَشَرَ وَاحْتَشَرَ - فِيْ رَأْسِهِ

فِي الْقُرْآنِ : وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى

مَادَّه : (ح - ش - ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَجْمَعُ ، ضِدّ : خَلْوَة

তুমি পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ। : خَتَمْتَ

সমাপ্ত করা, শেষ করা। : (ض) خَتْمًا ، خِتَامًا

মোহরাঙ্কিত করা। : - الشَّيْءَ وَعَلَى الشَّيْءِ

পরিসমাপ্তিতে পৌঁছা। : (إِفْعَال) إِخْتَامًا - الشَّيْءَ

শেষ করা, সম্পূর্ণ করা। : (اِفْتِعَال) اِخْتِتَامًا

ভালোভাবে সমাপ্ত করা। আংটি পরানো। : (تَفْعِيْل) تَخْتِيْمًا

আংটি পরিধান করা। : (تَفَعُّل) تَخَتُّمًا - بِالْخَتْمِ

আংটি, যা এককালে মোহরের জন্য : اَلْخَاتَمُ (ج) خَوَاتِمُ
ব্যবহার করা হতো। সীল।

আংটি। মোহর। সীল। : اَلْخَاتَمُ وَالْخَاتِمُ : (ج) خَوَاتِمُ، خُتُمٌ

আংটি। মোহর। সীল। : اَلْخَاتَامُ وَالْخِيْتَامُ وَالْخَتَمُ

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ

مَادَّه : (خ - ت - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَتْمَمْتَ ، ضِدّ : نَقَصْتَ

(ج) اَلنَّبِيِّيْنَ : (و) نَبِيٌّ ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلٰى أَنْبِيَاءُ
সংবাদদাতা, বার্তাবাহক।

نَبِيٌّ শব্দের মূল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, نَبِيٌّ শব্দটি نَبَأٌ থেকে নির্গত। نَبَأٌ মানে সংবাদ। সুতরাং نَبِيٌّ মানে এমন ব্যক্তি, যিনি অদৃশ্যের ও পরকালের সংবাদ দেন। কারো মতে, শব্দটি نُبُوْءٌ থেকে উৎপন্ন। এর মানে উচ্চস্থান। সুতরাং নবীকে এজন্য নবী বলা হয় যে, তিনি সা... সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উঁচু মর্যাদার অধিকারী।

উঁচু হওয়া। প্রকাশ পাওয়া। : (ن) نَبَ ، نُبُوْءًا

নিম্নস্বরে আওয়াজ করা। : (ف) نَبَأَ ، نَبْأَةً

সংবাদ দেওয়া। : (تَفْعِيْل) تَنْبِئَةً، تَنْبِيْئًا - اَلْخَبَرَ وَبِالْخَبَرِ

সংবাদ দেওয়া। : (إِفْعَال) إِنْبَاءً

فِي الْقُرْآنِ : وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

مَادَّه : (ن - ب - و/ ن - ب - ء) جِنْس : نَاقِص/مَهْمُوْز اَللَّام

مُرَادِف : مُرْسَلِيْنَ ، ضِدّ : اَلْمُتَنَبِّئِيْنَ

তুমি উন্নীত করেছ। : عَلَّيْتَ

উঁচু করা, বুলন্দ করা। : (إِفْعَال) إِعْلَاءً

উঁচু হওয়া। বুলন্দ হওয়া। : (س) عَلَاءً، عَلَا (ن) عُلُوًّا - الشَّيْءُ

তবে এটুকু পার্থক্য আছে যে, عُلُوًّا (ن) عَلَا স্থানের উচ্চতা বুঝাবার জন্য এবং عَلَاءً (س) عَلِيَ মর্যাদার উচ্চতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কারো মতে, عُلُوًّا (ن) عَلَا ভালো ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে এবং عَلَاءً (س) عَلِيَ কেবল ভালোর ক্ষেত্রে আসে।

দিবস প্রভাতোত্তীর্ণ হওয়া। : عَلَا النَّهَارُ

দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী হওয়া। : - فُلَانٌ فِي الْأَرْضِ

জ্ঞান ইত্যাদিতে মর্যাদা : - كَعْبُهُ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ
বুলন্দ হওয়া।

তারবারি দ্বারা আঘাত করা। : - فُلَانًا بِالسَّيْفِ

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

مَادَّه : (ع - ل - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : رَفَعْتَ ، ضِدّ : أَذْلَلْتَ/هَبَطْتَ

মর্যাদা। পদ। সিঁড়ি। স্তর। : دَرَجَةٌ : (ج) دَرَجَاتٌ، دُرَجٌ

উঁচু মর্যাদাশীল হওয়া। : (س) دَرَجًا

নড়তে শুরু করা। : (ن،ض) دَرْجًا، دُرُوْجًا ، دَرَجَانًا
একটু একটু হাঁটা। পদে, মর্যাদায় বা সিড়িতে উঠা।

فِي الْقُرْآنِ : أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا

مَادَّه : (د - ر - ج)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رُتْبَةٌ/ مِرْقَاةٌ/ مَنْزِلَةٌ

উঁচু স্থান। উঁচু স্তর। : (ج) عِلِّيِّيْنَ (وَعِلِّيُّوْنَ)، (و) عِلِّيٌّ
জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান বা এসবের অধিকারী।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ/ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ .

مَادَّه : (ع - ل - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : أَعْلٰى مَكَانٍ، ضِدّ : سِجِّيْن

Free @ www.eilm.weebly.com

وَوَصَفْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ الْمُبِيْنِ، فَقُلْتَ : - وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ - وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ۔

অনুবাদ : এবং তুমি তোমার সুস্পষ্ট গ্রন্থে তাঁর গুণ বর্ণনা করে বলেছ, –আর তুমি তো সব চেয়ে বড় সত্যবাদী– "আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَصَفْتَهٗ এবং তুমি তাঁর গুণ বর্ণনা করেছ فِىْ كِتَابِكَ তোমার গ্রন্থে اَلْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট فَقُلْتَ তুমি বলেছ وَأَنْتَ আর তুমি أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ সবচেয়ে বড় সত্যবাদী وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি إِلَّا তবে/শুধুমাত্র رَحْمَةً রহমত স্বরূপই لِلْعَالَمِيْنَ সমগ্র জগতের জন্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وَصَفْتَ : তুমি গুণ বর্ণনা করেছ।

وَصَفَ (ض) وَصْفًا، صِفَةً : গুণ বা দোষ বর্ণনা করা, গুণকীর্তন করা, সজ্জিত করা।

- وَصُوْفًا - اَلْفَرَسُ : ঘোড়া সুন্দরভাবে চলা।

- وَصِفَةً - اَلطَّبِيْبُ لِلْمَرِيْضِ : ব্যবস্থাপত্র দেওয়া।

(ك) وَصَافَةً ـ اَلْغُلَامُ : ছেলে খেদমতের উপযুক্ত হওয়া এবং ভালোভাবে খেদমত করা।

(إفعال) إِيْصَافًا : খেদমতের উপযুক্ত হওয়া।

(افتعال) اِتِّصَافًا - اَلشَّيْئُ : বর্ণনার উপযুক্ত হওয়া।

- اَلرَّجُلُ : উৎকৃষ্ট গুণাবলিতে খ্যাত হওয়া।

- بِالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ : গুণান্বিত হওয়া।

اَلصِّفَةُ : (ج) صِفَاتٌ : গুণ। দোষ।

اَلْوَصْفُ : (ج) أَوْصَافٌ : দোষ। গুণ।

وَصْف ও صِفَةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, গুণ বর্ণনাকারীর গুণ বর্ণনাকে وَصْف এবং গুণ বর্ণিত ব্যক্তির বর্ণিত গুণকে صِفَة বলা হয়– اَلْوَصْفُ مَا قَامَ بِالْوَاصِفِ وَالصِّفَةُ مَا قَامَ بِالْمَوْصُوْفِ

فِى الْقُرْآنِ : سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۔

مَادَّهٗ : (و ـ ص ـ ف) ، جِنْس : مِثَالْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : نَعْتٌ ، ضِدّ : قدحت

كِتَابٌ : (ج) كُتُبٌ، كُتْبٌ : লিখিত বিষয় বা বস্তু। সহীফা। হুকুমনামা, পরওয়ানা, চিঠি, গ্রন্থ। ফরজ।

(ن) كَتْبًا، كِتَابًا، كِتْبَةً، كِتَابَةً : লেখা, লিপিবদ্ধ করা।

- عَلَيْهِ كَذَا : ফরজ করা, অপরিহার্য করা।

(إفعال) إِكْتَابًا - هٗ : লেখকরূপে পাওয়া। লেখা শেখানো।

- اَلْقِرْبَةَ : মশকের মুখ বাঁধা।

- اَلْحَدِيْثَ وَنَحْوَهٗ : লেখানো, লিপিবদ্ধ করানো।

(تفعيل) تَكْتِيْبًا - فُلَانًا : লেখায় নিযুক্ত করা। লেখা শেখানো।

- اَلْكَتَائِبَ : সৈন্যদের উপদল প্রস্তুত করা।

(تفعّل) تَكَتُّبًا - اَلرَّجُلُ : কাপড় গুটিয়ে সতর্ক হওয়া।

- اَلْقَوْمُ : সমবেত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ، هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۔

مَادَّهٗ : (ك ـ ت ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : رِسَالَةٌ ، ضِدّ : قَوْل

اَلْمُبِيْنُ : স্পষ্টকারী, স্পষ্ট।

(إفعال) إِبَانَةً : স্পষ্ট করা বা স্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيْنًا، بُيُوْنًا، بَيْنُوْنَةً - عَنْهُ : পৃথক হওয়া। পৃথক করা।

- بَيَانًا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

- اَلشَّيْئَ : স্পষ্ট করা।

(تفعيل) تَبْيِيْنًا، تِبْيَانًا، تَبْيَانًا : প্রকাশ পাওয়া। প্রকাশ করা। স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

قُلْتَ : তুমি বলেছ।

(ن) قَوْلًا، قَالًا، قِيْلًا، مَقَالًا، مَقَالَةً : বলা, কথা বলা, কথোপকথন করা।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

- لَهُ : সম্বোধন করা।

- كَذَا : নির্দেশ দেওয়া, বিশ্বাস পোষণ করা।

- بِرَأْسِهِ : ইঙ্গিত করা।

- بِيَدِهِ : ধরা ও ঝুঁকে পড়া।

- بِرِجْلِهِ : চলা।

- عَنْهُ : বর্ণনা করা।

- عَلَيْهِ : অপবাদ দেওয়া।

- فِيْهِ : কোনো বিষয়ে উক্তি করা।

- بِثَوْبِهِ : উত্তোলন করা।

এছাড়াও قَوْل শব্দটি– করা, ধারণা করা, মুখোমুখি হওয়া, শান্তি লাভ করা ও মৃত্যুবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

مَادَّة : (ق ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِى

مُرَادِف : تَكَلَّمْتَ ، ضِدّ : سَكَتَّ

أَصْدَقُ : (اِسْمُ تَفْضِيلِ) : অধিক সত্যবাদী। অপেক্ষাকৃত বেশি সত্যবাদী। সর্বোৎকৃষ্ট সত্যবাদী। সব চেয়ে বড় সত্যবাদী।

(ن) صِدْقًا ،صَدْقًا، مَصْدُوْقَةً : সত্য কথা বলা।

- فِي الْقِتَالِ : বীরত্ব প্রদর্শন করা।

- فُلَانًا সঠিক সংবাদ দেওয়া।

- فِي الْمُحَبَّةِ : আন্তরিকতায় নিঃস্বার্থ হওয়া।

- اَلْوَعْدَ أَوْ فِي الْوَعْدِ : প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

(تَفْعِيْل) تَصْدِيْقًا : সত্যায়ন করা।

(تَفَعُّل) تَصَدُّقًا : সদকা দেওয়া।

(إِفْعَال) إِصْدَاقًا : মহর নির্ধারণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِيْنَ.

مَادَّه : (ص ـ د ـ ق) ، جِنْس صَحِيْح

مُرَادِف : أَحَقُّ ، ضِدّ : أَكْذَبُ

(ج) اَلْقَائِلِيْنَ (وَالْقَائِلُوْنَ) وَيُجْمَعُ اَيْضًا عَلٰى : قَالَةً، قُيَّلَ ، قُوَّلَ، (و) اَلْقَائِلُ : বক্তা, কবিতার রচয়িতা।

مُرَادِف : اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ

এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আরও تَحْقِيْق ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

رْسَلْنَا : আমি প্রেরণ করিনি।

فْعَال) إِرْسَالًا : প্রেরণ করা। ছেড়ে দেওয়া।

- فُلَانًا عَلَيْهِ : মনোযোগ আকৃষ্ট করা।

سَلَ (س) رَسَلًا، رِسَالَةً - اَلشَّعْرُ : চুল ঝুলে পড়া।

- اَلْبَعِيْرُ : ধীর ও মন্থরগতি হওয়া।

فَعُّل) تَرَسُّلًا، (تَفْعِيْل) تَرْسِيْلًا - فِي الْقِرَاءَةِ : ধীরে ধীরে পড়া।

رَسَّلَ الْكَاتِبُ : অনুপ্রাসবিহীন বাক্য রচনা করা।

تَرَسَّلَ الشَّعْرُ : কেশদাম সোজা ও কোঁকড়াবিহীন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْهِ

مَادَّة : (ر ـ س ـ ل) ، جِنْس صَحِيْح

مُرَادِف : بَعَثْنَا ، ضِدّ : حَبَسْنَا

رَحْمَةٌ : দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, অনুকম্পা।

(س) رَحْمَةً، رُحْمًا ، مَرْحَمَةً : দয়া করা, অনুগ্রহ করা।

(تَفْعِيْل) تَرْحِيْمًا ، (تَفَعُّل) تَرَحُّمًا : রহমতের দোয়া করা।

تَرَاحَمَ الْقَوْمُ : একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা।

(اِسْتِفْعَال) فُلَانًا : কারো থেকে দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

رَحِمٌ : (ج) أَرْحَامٌ : জরায়ু। মায়ের জঠরস্থ যে থলিতে ভ্রূণ লালিত হয়।

رَحْمَة এর মূল অর্থ অন্তর বিগলিত হওয়া, তবে رَحْمَة শব্দটি আল্লাহর অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তখন অন্তর বিগলিত হওয়ার শেষ ফলশ্রুতি উদ্দেশ্য হয়।

ذُوُوالْأَرْحَامِ : আত্মীয়, যারা أَصْحَابُ الْفُرُوْضِ-এর ও عَصَبَة অন্তর্ভুক্ত নয়।

رَحُوْمٌ ، رَاحِمٌ : অনুগ্রহশীল, দয়াশীল।

رَحِيْمٌ : (ج) رُحَمَاءُ : দয়াশীল, যার প্রতি দয়া করা হয়

فِي الْقُرْآنِ : أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

مَادَّة : (ر ـ ح ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : شَفَقَةٌ، ضِدّ : اَلْقَهْرُ / اَلْغَضَبُ

(ج) اَلْعَالَمِيْنَ (وَالْعَالَمُوْنَ) : وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلٰى عَلَالِمُ وَعَوَالِمُ، (و) عَالَمٌ : জগৎ, বিশ্ব, সৃষ্টিকুল। (مَا يُعْلَمُ بِهِ الْخَالِقُ) যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাকেও عَالَم বলা হয়।

مَادَّه : (ع ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَخْلُوْقِيْنَ ، ضِدّ : اَلْمَعْدُوْمِيْنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الْهَادِيْنَ، وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ شَادُوا الدِّيْنَ .

অনুবাদ : হে আল্লাহ! সুতরাং তুমি তাঁর প্রতি ও তাঁর পথের দিশারী পরিবার-পরিজন ও সহচরবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যারা [তোমার] দীনকে বুলন্দ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ فَصَلِّ সুতরাং তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর عَلَيْهِ তার প্রতি وَعَلٰى اٰلِهِ তার পরিবার-পরিজনের প্রতি اَلْهَادِيْنَ পথের দিশারী وَاَصْحَابِهِ ও সহচরবৃন্দের প্রতি اَلَّذِيْنَ যারা شَادُوا বুলন্দ করেছেন اَلدِّيْنَ দীনকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ : হে আল্লাহ। اَللّٰهُمَّ -এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فَصَلِّ : (اَلْفَاءُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ، صَلِّ : صِيْغَةُ الْاَمْرِ الْحَاضِرِ) সুতরাং তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর।

صَلّٰى (تَفْعِيْل) صَلَاةً : নামাজ পড়া, দোয়া করা।

- عَلَيْهِ : কারও জন্য কল্যাণের দোয়া করা। জানাযার নামাজ পড়া।

- اَللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ : বরকত ও কল্যাণ দ্বারা ঢেকে নেওয়া, -আচ্ছাদিত করা।

- تَصْلِيَةً - اَلْفَرَسُ : ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হওয়া।

- اَلْعَصَا عَلَى النَّارِ أَوْ بِالنَّارِ : আগুনে ছেঁকে সোজা করা।

صَلٰى (ض) صَلْيًا - اَلشَّيْءَ : আগুনে প্রবিষ্ট করা।

- اَللَّحْمَ : গোশত ভুনা করা।

- اَلرَّجُلَ : ধোঁকা দেওয়া।

اَلصَّيْدَ وَلَهُ : ফাঁদ পাতা।

صَلِيَ (س) صِلًى، صَلًى، صَلْيًا، صِلِيًّا - اَلنَّارَ وَبِهَا : আগুনে পুড়ে যাওয়া।

- اَلْاَمْرَ وَبِهِ : কোনো বিষয়ে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হওয়া। কষ্ট সহ্য করা।

اَلصَّلٰوةُ : নামাজ। দু'আ। তাসবীহ। ইসতিগফার। রহমত।

صَلٰوة -এর মূল অর্থ কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, এর আসল অর্থ কল্যাণের দোয়া করা। কারো মতে, সম্মান করা। সুতরাং নামাজকে এজন্য صَلٰوة বলা হয়, যেহেতু নামাজের মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের দোয়া রয়েছে অথবা যেহেতু নামাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাই নামাজকে صَلٰوة বলা হয়। কারো মতে, صَلٰوة শব্দটি تَحْرِيْكُ الصَّلَوَيْنِ থেকে নির্গত। এর অর্থ নিতম্ব নাড়ানো। নামাজ পড়ার সময় যেহেতু নিতম্ব নড়চড়া করে এজন্য নামাজকে صَلٰوة বলা হয়। কিন্তু এ অভিমতটি যেমন অযৌক্তিক, তেমনি নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য অত্যন্ত অমর্যাদাকর। তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারও মতে, صَلٰوة শব্দটি صَلًا থেকে নির্গত। এর অর্থ আগুন। বান্দা যেহেতু নামাজের সাহায্যে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে, তাই নামাজকে صَلٰوة বলা হয়। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, صَلٰوة -এর ব্যবহারগত অর্থ চারটি :

১. اَلصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ : রহমত, দয়া, অনুগ্রহ।
২. اَلصَّلٰوةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : ইসতিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৩. اَلصَّلٰوةُ مِنَ النَّاسِ : দোয়া।
৪. اَلصَّلٰوةُ مِنَ الطُّيُوْرِ وَغَيْرِهَا : তাসবীহ।

কিন্তু এ চারটি অর্থ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও স্বীকৃত নয় এবং সর্বসম্মতও নয়। এ কারণে اَلصَّلٰوةُ শব্দটিকে কেউ কেউ পরিপূর্ণ প্রশংসা [اَلثَّنَاءُ الْكَامِلُ] অথবা আল্লাহর যথোপযুক্ত অনুগ্রহ صَلٰوةُ اللّٰهِ نِعْمَةُ الَّتِيْ تَلِيْقُ بِشَانِهِ অর্থে গ্রহণ করেছেন।

فِي الْقُرْاٰنِ : اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ .
مَادَّهْ : (ص - ل - ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ .
مُرَادِفْ : رَحْمَةٌ ، ضِدْ : لَعْنَةٌ .

اٰلٌ : পরিবার -পরিজন।

اٰلُ الرَّجُلِ : পরিবার-পরিজন।

اٰلٌ -এর ব্যবহার সম্ভ্রান্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ইহকালীন সম্ভ্রান্ত হোক বা পরকালীন। পক্ষান্তরে أَهْلٌ -এর ব্যবহার সবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

أَهْلُ الرَّجُلِ : স্ত্রী। পরিবার-পরিজন।

أَهْلُ الْاَمْرِ : শাসনকর্তা, শাসকবর্গ।

أَهْلُ الْمَذْهَبِ : মাযহাবের অনুসারী।

أَهْلُ الْوَبَرِ : বেদুইন, গ্রাম্যলোক।

أَهْلُ الْمَدَرِ وَالْحَضَرِ : আরবের শহুরে লোক।

Free @ www.eilm.weebly.com

آلٌ শব্দটি মূলত أَهْلٌ ছিল। কেননা এর তাসগীর أُهَيْلٌ এবং বহুবচন أَهْلُونَ، أَهَالٍ، آهَالٌ، أَهْلَاتٌ، أَهَلَاتٌ ব্যবহৃত হয়।

(ن، ض) أَهْلًا ، أُهُولًا : বিবাহ করা।

(س) أَهْلًا - بِهٖ : আন্তরিক হওয়া।

أَهَلَ الْمَكَانَ : কোনো স্থান তার অধিবাসী দ্বারা আবাদ থাকা।

(إِفْعَال) إِيْهَالًا - فُلَانًا : বিবাহ করানো। বিবাহ দেওয়া। উপযুক্ত করে দেওয়া। উপযুক্ত মনে করা।

(تَفْعِيل) تَأْهِيلًا - هٗ لِلْأَمْرِ : উপযুক্ত করে দেওয়া। উপযুক্ত মনে করা।

- فُلَانًا : বিবাহ করানো।

- بِهٖ : স্বাগতম জানানো।

تَأَهَّلَ وَاتَّهَلَ : বিবাহ করা। সংসারী হওয়া।

تَأَهَّلَ لِلْأَمْرِ : উপযুক্ত হওয়া।

إِسْتَأْهَلَ الرَّجُلَ : উপযুক্ত মনে করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

مَادَّةٌ : (أ ـ ه ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوزُ فَاءٍ

مُرَادِف : عِيَالٌ/ أَهْلٌ ، ضِد : اَلْجَارُ

(ج) اَلْهَادِينَ، (وَالْهَادُونَ)،(و) هَادٍ : দিশারী, পথপ্রদর্শক।

(ض) هِدَايَةً، هُدًى، هَدْيًا، هَدْيَةً ـ ه : পথ দেখানো, দিকনির্দেশনা দেওয়া।

(افْتِعَال) اهْتِدَاءً : হেদায়েত চাওয়া।

(إِفْعَال) إِهْدَاءً : উৎসর্গ করা। হাদিয়া দেওয়া।

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ/ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(ج) أَصْحَابٌ، صَحْبٌ، صَحْبَةٌ، صُحْبَةٌ؛ صُحْبَانٌ، صِحْبَانٌ، صَحَابَةٌ، صِحَابَةٌ، صِحَابٌ (و) صَاحِبٌ (جج) أَصَاحِيبُ : সাথী, সঙ্গী। বন্ধু। শিষ্য।

(س) صُحْبَةً، صَحَابَةً، صِحَابَةً : সহচর/সাথী হওয়া বন্ধুত্ব করা।

(ف) صَحْبًا - الْمَذْبُوحَ : চামড়া খুলে নেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُصَاحَبَةً، صِحَابًا - هٗ : কারও সহচর হওয়া। সাহচর্যে আসা।

(افْتِعَال) اصْطِحَابًا - فُلَانًا : সহচর বানানো।

(إِفْعَال) إِصْحَابًا - الرَّجُلُ : সবান্ধব হওয়া। সন্তান বড় হয়ে পিতার সহচর হওয়া।

- فُلَانًا : বন্ধু করে নেওয়া।

- لَهٗ : অনুগত/অনুসারী হওয়া।

- هُ الشَّيْءَ : সাথী বানিয়ে দেওয়া।

- هُ عَنْ كَذَا : বারণ করা।

(تَفَعُّل) تَصَحُّبًا - مِنْهُ : লজ্জা করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِصْحَابًا : সাথী বানানো, সঙ্গ প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ـ

مَادَّةٌ : (ص ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِف : رُفَقَاءُ/زُمَلَاءُ ، ضِد : أَعْدَاءُ

شَادُوا : শক্তিশালী করেছেন।

(ض) شَيْدًا - الْبِنَاءَ : উঁচু করা।

- اَلْحَائِطَ : চুনা-সুরকি ইত্যাদি দ্বারা প্রাচীরের আস্তর করা।

- اَلْجِلْدَ بِالطِّيبِ : সুগন্ধি মাখা।

- اَلرَّجُلُ : ধ্বংস হওয়া।

- شِيَادًا - اَلْإِبِلَ : উটকে ডাকা।

(تَفْعِيل) تَشْيِيدًا - الْبِنَاءَ : ইমারত উঁচু করা। সুদৃঢ় করা। মজবুত করা।

(إِفْعَال) إِشَادَةً - الْبِنَاءَ : উঁচু করা।

- بِذِكْرِهٖ : প্রশংসা ছড়িয়ে দেয়া।

- عَلَيْهِ : প্রসিদ্ধ করা।

- عَلَيْهِ قَبِيحًا : কুৎসা রটানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ

مَادَّةٌ : (ش ـ ي ـ د) ، جِنْس : أَجْوَفُ يَائِيٌّ

مُرَادِف : أَحْكَمُوا ، ضِد : أَضْعَفُوا

اَلدِّينُ : (ج) أَدْيَانٌ : ধর্ম। মতাদর্শ। মতবাদ। হিসাব। ফয়সালা। অভ্যাস। আচরণ।

(ض) دَيْنًا : ঋণ দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।

دَائِنٌ : ঋণদাতা।

مَدْيُونٌ : ঋণগ্রহীতা।

دَانَ (ض) دِينًا : অনুগত হওয়া।

- دِيَانَةً : দীন গ্রহণ করা।

(تَفَعُّل) تَدَيُّنًا : দীন গ্রহণ করা।

(تَفَاعُل) تَدَايُنًا : পরস্পরে ঋণ দেওয়া-নেওয়া করা। ঋণের কারবার করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ/ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

مَادَّةٌ : (د ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَفُ يَائِيٌّ

مُرَادِف : مَذْهَبٌ ، ضِد : ضَلَالَةٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاجْعَلْنَا لِهَدْيِهِ وَهَدْيِهِمْ مُتَّبِعِيْنَ، وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِمْ أَجْمَعِيْنَ، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيْرٌ ـ

অনুবাদ : আমাদেরকে তাঁর ও তাঁদের আদর্শের অনুসারী কর এবং তাঁর ও তাঁদের সবার ভালোবাসায় আমাদের উপকৃত কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম এবং দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاجْعَلْنَا আমাদেরকে কর لِهَدْيِهِ وَهَدْيِهِمْ তাঁর ও তাঁদের আদর্শের مُتَّبِعِيْنَ অনুসারী وَانْفَعْنَا এবং আমাদের উপকৃত কর بِمَحَبَّتِهِ তার ভালোবাসায় وَمَحَبَّتِهِمْ এবং তাঁদের ভালোবাসায় أَجْمَعِيْنَ সবার إِنَّكَ নিশ্চয় তুমি عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ সবকিছুই করতে قَدِيْرٌ সক্ষম وَبِالْإِجَابَةِ এবং দোয়া কবুলের জন্য جَدِيْرٌ উপযুক্ত ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِجْعَلْنَا : আমাদেরকে কর/ -করুন। এ শব্দমূলের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

مَادَّة : (ج ـ ع ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صَيِّرْنَا ، ضِدّ : اِصْرِفْنَا

هَدْى : (ج) هَدْيَةٌ : আদর্শ। জীবন চরিত। সীরাত। হরম শরীফে কুরবানির জন্য প্রেরিত জন্তু। শেষোক্ত অর্থে اِسْم جِنْس রূপে ব্যবহৃত হয়।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

مَادَّة : (ه ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : سِيْرَةٌ / أُسْوَةٌ ، ضِدّ : رَذَالَةٌ

(ج) مُتَّبِعِيْنَ (وَمُتَّبِعُوْنَ) (و) مُتَّبِعٌ : অনুসারী।

(اِفْتِعَال) اِتِّبَاعًا অনুগত হওয়া। অনুসরণ করা।

(س) تَبْعًا، تُبُوْعًا পেছনে পেছনে চলা। অনুকরণ করা।

(مُفَاعَلَة) مُتَابَعَة - بَيْنَ الْأَعْمَالِ : অব্যাহতভাবে করা।

(تَفَعُّل) تَتَبُّعًا : দীর্ঘ সময় অনুসন্ধান করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ

مَادَّة : (ت ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُقْتَدِيْن ، ضِدّ : عَاصِيْن

اِنْفَعْنَا : আমাদেরকে উপকৃত কর/ -করুন।

(اِنْفَعْ : صِيْغَةُ الْأَمْرِ، نَا : ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل)

(ف) نَفْعًا : উপকার করা।

(اِفْتِعَال) اِنْتِفَاعًا - بِهِ أَوْمِنْهُ : উপকৃত হওয়া, উপকার লাভ করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْفَاعًا - هُ : উপকার প্রার্থনা করা।

(إِفْعَال) إِنْفَاعًا - الرَّجُل : লাঠির ব্যবসা করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

مَادَّة : (ن ـ ف ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَمْتِعْنَا ، ضِدّ : ضُرْنَا

مَحَبَّةٌ : ভালোবাসা।

(ن، ض) حُبًّا : প্রিয়ভাজন হওয়া।

(س،ك) حُبًّا : ভালোবাসা, প্রিয় হওয়া।

(ض) حُبًّا (إِفْعَال) إِحْبَابًا - فُلَانًا : কারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ভালোবাসা।

أَحَبَّ الزَّرْعُ : ফসলে বীজ আসা।

(تَفْعِيْل) تَحْبِيْبًا : প্রিয় করা। প্রিয় পাত্র বানানো।

(تَفَعُّل) تَحَبُّبًا - إِلَيْهِ : আন্তরিক হওয়া ও ভালোবাসা প্রকাশ করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْبَابًا : ভালো মনে করা, প্রাধান্য দেওয়া।

(تَفَاعُل) تَحَابُبًا : পরস্পরে ভালোবাসা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّىْ

مَادَّة : (ح ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : مَوَدَّةٌ ، ضِدّ : بُغْضٌ

(ج) أَجْمَعِيْنَ (أَجْمَعُوْنَ) : (و) أَجْمَع : সমস্ত, সকল। تَاكِيْد বুঝবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

Free @ www.eilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

مَادَّه : (ج ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَمِيْعًا / كُلًّا ، ضِد : بَعْض

كُلٌّ : সবকিছু।

كُلٌّ শব্দটি যার দিকে إِضَافَة হয় তার সকল أَفْرَاد বুঝানোর জন্য অথবা তার সকল أَجْزَاء বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَعِرْضُهٗ কখনো এর সাথে مَا যুক্ত হয় তখন ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য ظَرْف زَمَانٌ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ কখনো বাক্যের تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে কখনো কোনো গুণের পূর্ণতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- هُوَ الْعَالِمُ كُلَّ الْعَالِمِ

فِى الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

شَيْءٌ : (ج) أَشْيَاءُ (جج) أَشْيَاوَاتٌ، أَشَاوَاتٌ، أَشَايَا، أَشَاوِى، أَشْيَايَا، أَشَاوِهُ : বস্তু, এমন জিনিস, যার সম্পর্কে জানা যায় বা অবহিত করা যায়, অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু।

شَاءَ (ف) شَيْئًا، مَشِيْئَةً، مَشَائِيَةً : ইচ্ছা করা।

- عَلَى الْأَمْرِ : উদ্বুদ্ধ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

مَادَّه : (ش ـ ى ـ ء) جِنْس : مُرَكَّبٌ (اجوف يائى مهموز لام)

مُرَادِف : مَوْجُوْدٌ/ جَوْهَرٌ ، ضِد : مَعْدُوْم

قَدِيْرٌ : সক্ষম। পূর্ণ সক্ষম। সামর্থ্যবান।

(ض، ن، س) قَدْرًا ، قُدْرَةً، مَقْدُرَةً : সক্ষম হওয়া।

- الرِّزْقَ عَلَيْهِ : জীবনোপকরণ হ্রাস করে দেওয়া।

- عَلٰى عِيَالِهٖ : কার্পণ্য করা।

(تَفْعِيْل) تَقْدِيْرًا : পরিমাণ নির্ধারণ করা।

(إِفْعَال) إِقْدَارًا : শক্তিশালী করে দেওয়া। সামর্থ্যবান করে দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

مَادَّه : (ق ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُتَمَكِّنٌ ، ضِد : عَاجِزٌ

اَلْإِجَابَةُ : উত্তর, সাড়া।

(إِفْعَال) إِجَابَةً : দোয়া কবুল করা। ডাকে সাড়া দেওয়া। উত্তর দেওয়া।

(ن) جَوْبًا : কর্তন করা।

- اَلْبِلَادَ : সফর করা। দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো।

- اَلْخَبَرُ الْبِلَادَ : প্রসারিত হওয়া।

(تَفَاعُل) تَجَاوُبًا : একে অপরের উত্তর দেওয়া। পরস্পর কথা বলা।

فِى الْقُرْآنِ : أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

مَادَّه : (ج ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِىٌّ

مُرَادِف : اَلْقَبُوْلُ ، ضِد : اَلرَّدُّ

جَدِيْرٌ : (ج) جُدَرَاءُ : উপযুক্ত, যথাযোগ্য।

(ك) جَدَارَةً : যথাযোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া।

(س) جَدَرًا : গুটি বসন্ত বা জল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া।

جَدِرٌ : গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

(إِفْعَال) إِجْدَارًا-النَّبْتُ : মাথা তুলে দাঁড়ানো।

جُدِرَ الصَّبِىُّ : গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগ দেখা দেওয়া।

مُجَدَّرٌ، مَجْدُوْرٌ : গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

مَادَّه : (ج ـ د ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَائِقٌ ، ضِد : نَاقِصٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَبَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْجَرٰى بِبَعْضِ أَنْدِيَةِ الْأَدَبِ الَّذِىْ رَكَدَتْ فِىْ هٰذَا الْعَصْرِ رِيْحُهُ،	**অনুবাদ :** হাম্‌দ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, কোন এক সাহিত্য মজলিসে আলোচনা উঠল- যে সাহিত্যবিদ্যার বায়ু বর্তমান যুগে থেমে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَعْدُ এবং [হামদ ও সালাতের] পর قَدْ جَرٰى আলোচনা উঠল بِبَعْضِ أَنْدِيَةِ الْأَدَبِ কোনো এক সাহিত্য মজলিসে الَّذِىْ যে رَكَدَتْ থেমে গেছে فِىْ هٰذَا الْعَصْرِ বর্তমান যুগে رِيْحُهُ তার বায়ু।

শব্দ বিশ্লেষণ

بَعْدُ : পর, অতঃপর।

এখানে مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর بَعْدُ মাহযূফ مَحْذُوْف مَنْوِى হয়েছে। এ কারণে مَبْنِىْ عَلَى الضَّمِّ হয়েছে। এখানে بَعْدُ মানে- بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ

فِى الْقُرْآنِ : لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

مَادَّهٗ : (ب ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : عَقِيْب/ غِبَّ ، ضِدٌ : قَبْل

فَإِنَّهُ :

فَإِنَّهُ : এখানে فَاءٌ কারও মতে تَوَهُّمْ أَمَّا-এর ভিত্তিতে এসেছে। অর্থাৎ, প্রায় স্থানে যেহেতু بَعْد-এর সাথে أَمَّا-এর উল্লেখ থাকে তাই এখানে أَمَّا-এর উল্লেখ না থাকলেও أَمَّا আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বলেন যে, এখানে أَمَّا উহ্য আছে, সে ভিত্তিতে এখানে فَاءٌ আনা হয়েছে। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। কেননা যেখানে فَاءٌ-এর পরে أَمْر، نَهْى، اِسْتِفْهَام থাকে সেখানে أَمَّا উহ্য থাকে। অথচ এখানে তা হয় নি। অতএব সঠিক অভিমত এই যে, এখানে فَاءٌ কে ظَرْف-এর شَرْط স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَدْ جَرٰى : চালু হয়েছে। [আলোচনা] উঠেছে।

(ض) جَرْيًا، جِرْيَةً، جَرَيَانًا : প্রবাহিত হওয়া। কোনো কাজ, কথা বা আলোচনা চলা। আলোচনা উঠা।

(إفعال) إِجْرَاءً، (تفعيل) تَجْرِيَةً : প্রবাহিত করা, চালানো, চালু করা।

فِى الْقُرْآنِ : فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

مَادَّهٗ : (ج ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : صَدَرَ / مَرَّ ، ضِدٌ : رَكَدَ

بَعْضٌ : (ج) أَبْعَاضٌ : অংশ। কতিপয়। কিছু। কেউ কেউ।

بَعْض শব্দটি যখন مُفْرَد-এর দিকে اِضَافَت হয় তখন সাধারণত সেই مُفْرَد-এর অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য হয়। আর যখন جَمْع-এর দিকে اِضَافَت হয় তখন সেই جَمْع থেকে একটি বা কতিপয় উদ্দেশ্য হয়। কখনও بَعْضُ الشَّيْئِ দ্বারা পূর্ণ বস্তু বুঝানো হয়। যেমন- وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ-এর মধ্যে বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, بَعْض ও كُلّ-এর পূর্বে اَلِفْ لَامْ যুক্ত হওয়া ফাসাহাতের পরিপন্থি।

(ف) بَعْضًا : কর্তন করা।

(س) بَعَضًا- الْمَكَان : কোনো স্থানে মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।

أَبْعَضَ الْمَكَانُ : মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।

(تفعيل) تَبْعِيْضًا : পৃথক পৃথক করা।

(تفعّل) تَبَعُّضًا : বিভক্ত হওয়া।

اَلْبَعُوْضُ : মশা।

بَعُوْضَةٌ : একটি মশা।

মশা যেহেতু প্রাণীর গায়ে হুল গেঁড়ে দেয়, যা কর্তন করার নামান্তর, তাই মশাকে بَعُوْضٌ বলা হয়।

مَادَّهٗ : (ب ـ ع ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : شَيْئٌ/ أَيٌّ ، ضِدٌ : كُلٌّ

فِى الْقُرْآنِ : أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

(ج) أَنْدِيَةٌ، أَنْدَاءٌ، نَوَادٍ، (و) نَادٍ أَوْ نَدِىٌّ : মজলিস, সভা।

(ن) نَدْوًا – الْقَوْمُ : মজলিসে উপস্থিত হওয়া,

– الْقَوْمَ : মজলিসে সমবেত করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) نَدًى، نَدَاوَةً، نُدُوَّةً : সিক্ত হওয়া।

– فُلَان : দান-দক্ষিণা করা।

– الصَّوْت : আওয়াজ দীর্ঘ ও উঁচু হওয়া।

نَادَى فُلَانًا : উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা। ডাকা।

(افتعال) اِنْتِدَاءً – الْقَوْم : সমাবেশে একত্র হওয়া।

اَلْمُنْتَدَى : মজলিস।

فِى الْقُرْآن : وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ

مَادَّة : (ن ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مَجَالِس ، ضِدّ : وَحْدَة

اَلْأَدَبُ : (ج) آدَابٌ । শিষ্টাচার। ভদ্রতা। সাহিত্য।

(ك) أَدَبًا : সাহিত্যিক হওয়া।

أَدِيْبٌ : (ج) أُدَبَاءُ : সাহিত্যিক।

(ض) أَدْبًا : আতিথেয়তার জন্য খাবারের আয়োজন করা। আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য আহবান করা।

أَدَّبَ (تفعيل) تَأْدِيْبًا : শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। বেআদবির জন্য সাজা দেওয়া।

(تفعّل) تَأَدُّبًا، (استفعال) اِسْتِئْدَابًا : শিষ্টাচার গ্রহণ করা।

فِى الْحَدِيْث : أَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ

رَكَدَتْ : থেমে গেছে।

(ن) رُكُوْدًا : স্থির হওয়া। থেমে যাওয়া।

رَوَاكِدُ : বদ্ধ পানি, অপ্রবাহিত পানি।

فِى الْقُرْآن : إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ

مَادَّة : (ر ـ ك ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : سَكَنَتْ ، ضِدّ : جَرَتْ

اَلْعَصْرُ : (ج) عُصُوْرٌ، أَعْصَارٌ، أَعْصُرٌ، عُصُرٌ (جج)، أَعَاصِرُ : সময়, কাল, যুগ। দিনের শেষ অংশ [সূর্য রক্তিম হওয়া পর্যন্ত]।

(ض) عَصْرًا : নিংড়ানো।

(تفعيل) تَعْصِيْرًا : বারবার নিংড়ানো।

(افتعال) اِعْتِصَارًا – اَلشَّيْءَ : নিংড়ানো।

فِى الْقُرْآن : وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ

مَادَّة : (ع ـ ص ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : زَمَان/دَهْر ، ضِدّ : مَكَان

رِيْحٌ : (ج) رِيَاحٌ، أَرْوَاحٌ، أَرْيَاحٌ (جج) أَرَاوِيْحُ، أَرَايِيْحُ : বায়ু, বাতাস, বিজয়।

(ن) رَوَاحًا : সন্ধ্যা বেলায় ভ্রমণ করা। [যে কোনো সময়] ভ্রমণ করা।

(ن، س) رَوْحًا، رُوْحًا – اَلْإِبِلُ : সন্ধ্যাকালে গোয়াল ঘরে ফেরা।

(افعال) اَلْإِبِلَ – إِرَاحَةً : সন্ধ্যাবেলায় গোয়াল ঘরে নিয়ে আসা।

– فُلَانًا : শান্তি দেওয়া।

فِى الْقُرْآن : فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

مَادَّة : (ر ـ ى ـ ح) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : هَوَاءٌ ، ضِدّ : نَارٌ

وَخَبَتْ مَصَابِيْحُهُ، ذِكْرُ الْمَقَامَاتِ الَّتِى اِبْتَدَعَهَا بَدِيْعُ الزَّمَانِ، وَعَلَّامَةُ هَمْدَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অনুবাদ : এবং যার প্রদীপ নিভে গেছে– সেই মাকামাতের আলোচনা উঠল, যা যুগের অনুপম ব্যক্তি হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলেম [আবুল ফযল আহমদ ইবনে হুসাইন (র.)] উদ্ভাবন করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَخَبَتْ এবং নিভে গেছে مَصَابِيْحُهُ যার প্রদীপ ذِكْرُ الْمَقَامَاتِ মাকামাতের আলোচনা الَّتِى اِبْتَدَعَهَا যা উদ্ভাবন করেছেন بَدِيْعُ الزَّمَانِ যুগের অনুপম ব্যক্তি عَلَّامَةُ هَمْدَانَ হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলিম رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَبَتْ : নিভে গেছে।

(ن) خَبْوًا، خُبُوًّا : নিভে যাওয়া। স্তিমিত হয়ে যাওয়া।

- اَلْحَرْبُ : যুদ্ধ থেমে যাওয়া।

(إفْعَالٌ) إخْبَاءً- النَّارَ : নিভিয়ে দেওয়া।

أَخْبَى وَخَبَّى وَتَخَبَّى وَاسْتَخْبَى - اَلْخِبَاءَ : তাঁবু স্থাপন করা।

اِسْتَخْبَى - اَلْخِبَاءَ : তাবুতে প্রবেশ করা।

فِى الْقُرْآنِ : مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا

مَادَّهٌ : (خ ـ ب ـ و) جِنْس : نَاقِصْ وَاوِى

مُرَادِف : طَفِئَتْ ، ضِد : أَضَاءَتْ

(ج) مَصَابِيْحُ، (و) مِصْبَاحٌ : প্রদীপ, বাতি, ল্যাম্প।

(ف) صَبْحًا، صِبَاحًا : সকালে আসা। সকালের মদ পান করানো।

- اَلْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- عَنِ الْحَقِّ : প্রকাশ করা।

(س) صَبَحًا، صَبْحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। আলোকিত হওয়া।

(ك) صَبَاحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। সুন্দর ও কান্তিময় হওয়া।

صَبِيْحٌ (ج) صِبَاحٌ : উজ্জ্বল, সুন্দর।

(إفْعَالٌ) إصْبَاحًا : প্রভাতে উপনীত হওয়া। ভোররাতে জাগ্রত হওয়া।

- اَلسِّرَاجَ : প্রদীপ জ্বালানো।

- اَلْحَقُّ : সত্য প্রকাশ পাওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَصْبِيْحًا - هُ : প্রভাতে আসা। সকালের শরাব পান করানো।

- اَلْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- فُلَانًا : সকালের অভিবাদন পেশ করা।

- هُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ : প্রভাত কল্যাণময় করা।

(تَفَعُّلٌ) تَصَبُّحًا : সকালে শয়ন করা, সকালে নাস্তা করা।

- بِهٖ : সকালে সাক্ষাৎ করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِصْطِبَاحًا : সকালের মদ পান করা। প্রদীপ জ্বালানো।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِصْبَاحًا : প্রদীপ জ্বালানো।

(تَفَاعُلٌ) تَصَابُحًا : কৃত্রিমভাবে সুন্দর সাজা।

فِى الْقُرْآنِ : وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

مَادَّهٌ : (ص ـ ب ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِف : سُرُجٌ ، ضِد : مِظْلَامٌ

ذِكْرٌ : আলোচনা, স্মরণ।

(ن) ذِكْرًا، ذِكْرَى تَذْكَارًا : স্মরণ করা। যিক্‌র করা।

- اَلنِّعْمَةَ : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

(إفْعَالٌ) إذْكَارًا - اَلْحَقَّ عَلَيْهِ : কারো সামনে সত্য প্রকাশ করা।

- فُلَانًا الشَّيْءَ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

- تِ الْمَرْأَةُ : পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া। পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করা

(مُفَاعَلَةٌ) مُذَاكَرَةً : পরস্পরে আলোচনা করা।

(تَفْعِيْلٌ) تَذْكِيْرًا - اَلْكَلِمَةَ : পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা।

- اَلنَّاسَ : উপদেশ দেওয়া।

- فُلَانًا الشَّيْءَ وَبِهٖ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِذْكَارًا، (تَفَعُّل) تَذَكُّرًا - اَلشَّئَ : স্মরণ করা।

اِسْتَذْكَرَ الْكِتَابَ : মুখস্থ করার জন্য অধ্যয়ন করা।

اَلذَّاكِرَةُ : স্মৃতিশক্তি।

اَلتَّذْكِرَةُ : (ج) تَذَاكِرُ : স্মরণ। স্মারক। শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। টিকিট।

فِى الْقُرْآنِ : أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

مَادَّة : (ذ - ك - ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بَيَانٌ ، ضِد : نَسْى

اَلْمَقَامَاتُ، (و) مَقَامَةٌ : (ج) মজলিস। জমায়েত। বক্তৃতা। অভিভাষণ।

مَقَامٌ، مُقَامٌ : দাঁড়ানো। দাঁড়ানোর জায়গা।

(ن) قَوْمًا، قَوْمَةً، قِيَامًا، قَامَةً : দাঁড়ানো।

- مِيْزَانُ النَّهَارِ : মধ্যাহ্ন হওয়া।

- اَلْأَمْرُ : ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া।

- اَلْمَاءُ : জমে যাওয়া।

- بِالْأَمْرِ : দায়িত্ব সম্পাদন করা।

- اَلْحَقُّ : সত্য প্রকাশ পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া।

- ت بِهِ دَابَّتُهُ : থেমে যাওয়া।

- ت السُّوْقُ : চালু হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ/ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

مَادَّة : (ق - و - م) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِىّ

مُرَادِف : مَجْلِسٌ ، ضِد : خَلْوَةٌ

اِبْتَدَعَ : উদ্ভাবন করল/ করেছে।

(اِفْتِعَالٌ) اِبْتِدَاعًا : উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা।

(ف) بَدْعًا : পূর্বদৃষ্টান্ত ছাড়া কোনো জিনিস আবিষ্কার করা। তৈরি করা। উদ্ভাবন করা।

(ك) بَدَاعَةً، بُدُوْعًا : অভিনব হওয়া। অপূর্ব হওয়া। অনুপম হওয়া।

(اِفْعَالٌ) إِبْدَاعًا : অনুপম বস্তু উপস্থাপন করা বা পেশ করা। বিদআত কাজ করা।

- اَلشَّئَ : কোনো নজিরের অনুকরণ ব্যতিরেকে কোনো বস্তু তৈরি করা।

بَدِيْعٌ : অভিনব। অপূর্ব। অনুপম। অদ্বিতীয়।

فِى الْقُرْآنِ : وَرُهْبَانِيَّةَ اِبْتَدَعُوْهَا عَلَيْهِمْ

مَادَّة : (ب - د - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِخْتَرَعَ ، ضِد : تَصَنَّعَ

بَدِيْعُ الزَّمَانِ :

আবুল ফযল আহমদ ইবনে হুসাইন হামাদানীর উপাধি। সমকালীন আরবি ভাষার স্বনামধন্য পণ্ডিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক এবং আরবি সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ مَقَامَاتُ الْبَدِيْعِيَّة -এর লেখক। ৩৯৩ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত পরিচয় ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

زَمَانٌ : (ج) أَزْمُنٌ، أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ, সময়।

কারো মতে, দুইমাস থেকে ছয়মাস পর্যন্ত সময়কে زَمَانٌ বলা হয় এবং অফুরন্ত কালকে دَهْرٌ বলা হয়।

أَزْمِنَةُ السَّنَةِ : বছরের ঋতু চতুষ্টয় : গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, হেমন্ত।

(إِفْعَالٌ) إِزْمَانًا - بِالْمَكَانِ : কোনো স্থানে কিছুকাল অবস্থান করা।

- اَلشَّئُ : দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া।

(س) زَمَنًا، زُمْنَةً، زَمَانَةً : দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকা, অধিক বয়স অথবা দীর্ঘ অসুস্থতার দরুন দুর্বল হওয়া। হাত বা পা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : لَايَأْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا اَلَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

مَادَّة : (ز - م - ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَقْتٌ / عَصْرٌ ، ضِد : مَكَانٌ

عَلَّامَةٌ : (ج) عَلَّامُوْنَ : বিজ্ঞ আলেম, বিদগ্ধ পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ আলেম।

(س) عِلْمًا : জানা। চেনা। উপলব্ধি করা।

- اَلْأَمْرَ : সুদৃঢ় করা।

- عَلَمًا : উপরের ঠোঁট কাটা হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْعَالٌ) اِعْلَامًا - فُلَانًا اَلْخَبَرَ وَ بِهِ : অবহিত করা।

(تَفْعِيْلٌ) تَعْلِيْمًا، عَلاما - فُلَانًا الشَّيْءَ : শিক্ষা দেওয়া।

لَهُ عَلَامَةً : কারও অবগতির জন্য কোনো বিশেষ চিহ্ন নির্ধারণ করা।

- اَلثَّوْبَ : কাপড়ে কারুকাজ করা।

- الشَّيْءَ وَعَلَيْهِ : চিহ্নিত করা।

(تَفَعُّلٌ) تَعَلُّمًا : শেখা।

- اَلْأَمْرَ : সুদৃঢ় করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِعْتِلَامًا - اَلْمَاءُ : প্রবাহিত হওয়া।

- الشَّيْءَ : জানা।

- اَلْبَرْقُ : বিদ্যুত চমকানো।

(تَفَاعُلٌ) تَعَالُمًا - اَلْقَوْمُ الشَّيْءَ : জানা।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعْلَامًا - هُ اَلْخَبَرَ : জানতে চাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

مَادَّه : (ع ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَاسِعُ الْعِلْمِ ، ضِدّ : جَاهِلٌ

هَمَذَانُ : ও- هَمْذَانُ ইরানের একটি শহরের নাম। এটাকে বলা হয়।[১]

رَحِيْم : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَللّٰه : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَعَالٰى (تَفَاعُلٌ) تَعَالِيًا : উঁচু হওয়া, সমুচ্চ হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ :

এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. এ শহরটি ইরানের খুরাসান প্রদেশে অবস্থিত। আল্লামা হামাবী বলেন, হামাদান/হামাযান ও আসফাহান দুই ভাই ছিলেন। দু'জনে দু'টি শহর নির্মাণ করেন। বর্তমান ইরানের ইসফাহান ও হামাদান নামক শহর দু'টি তাদের নামেই পরিচিত। হামাদান শহরটি হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) ২৪ হিজরিতে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাতের ছয়মাস পর জয় করেন। হামাদানের ঠাণ্ডা বেশ প্রসিদ্ধ। কবিগণ হামাদানের ঠাণ্ডা নিয়ে বেশ অতিরঞ্জন করে কবিতা রচনা করেছেন। কেউ বলেছেন, হামাদানের ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় আগুনও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কবি আবূ সারাহ বলেন :

اَلنَّارُ فِىْ هَمَذَانَ يَبْرُدُ حَرُّهَا ٭
وَالْبَرْدُ فِىْ هَمَذَانَ دَاءٌ مُسْتَقِمٌ
وَالْفَقْرُ يَكْتُمُ فِىْ بِلَادٍ غَيْرِهَا ٭
وَالْفَقْرُ فِىْ هَمَذَانَ مَالَا يَكْتُمُ

কিন্তু ঠাণ্ডা সত্ত্বেও হামাদান শহরটি অত্যন্ত সজীব সুন্দর। সেখানকার জমি ও পর্বতমালা সবুজ-শ্যামল ও দৃষ্টিনন্দন। আল্লামা বাদীউযযামান এখানকারই অধিবাসী ছিলেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَعَزَا إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ نَشْأَتَهَا ، وَإِلَى عِيسَى بْنِ هِشَامٍ رِوَايَتَهَا ، وَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ ، وَنَكِرَةٌ لَا تَتَعَرَّفُ .

অনুবাদ : এবং তার রচনা আবুল ফাত্হ ইসকান্দারীর নামে এবং বর্ণনা ঈসা ইবনে হিশামের নামে উপস্থাপন করেছেন। অথচ তারা উভয়জন এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি যাদের চেনা যায় না এবং এমন অপরিচিত ব্যক্তি, যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَزَا এবং উপস্থাপন করেছেন إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ আবুল ফাত্হ ইসকান্দারীর নামে نَشْأَتَهَا তার রচনা وَإِلَى عِيسَى بْنِ هِشَامٍ এবং ঈসা ইবনে হিশামের নামে رِوَايَتَهَا তার বর্ণনা وَكِلَاهُمَا অথচ তারা উভয়জন مَجْهُولٌ অজ্ঞাত ব্যক্তি لَا يُعْرَفُ চেনা যায় না وَنَكِرَةٌ এবং অপরিচিত ব্যক্তি لَا تَتَعَرَّفُ পরিচয় পাওয়া যায় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَزَا : নিসবত/ উপস্থাপন করেছেন।

(ض) عَزْيًا (ن) عَزْوًا : কারো প্রতি কিছু নেসবত করা। কারো নামে কিছু চালিয়ে দেওয়া। কারো নামে কিছু উপস্থাপন করা।

(س) عَزَاءً : বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা।

(تَفْعِيل) تَعْزِيَةً : সান্ত্বনা দেওয়া, কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلًا اِعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ .

مَادَّة : (ع ـ ز ـ و ـ / ع ـ ز ـ ى) جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : نَسَبَ ، ضِد : كَذَبَ عَلَيْهِ

أَبُو الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ : বদীউ'য-যামান হামাদানীর মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত নায়কের নাম।

نَشْأَةٌ : রচনা, সৃষ্টি।

(ف) نَشْأً، نُشُوءًا، نَشْأَةً، نَشَاءَةً، نَشَاءًا : সৃষ্টি হওয়া, তৈরি হওয়া। নতুন হওয়া।

- الصَّبِيُّ : যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া ও বড় হওয়া।

- الشَّيْءُ عَنْ غَيْرِهِ : জন্মগ্রহণ করা।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

- اَلْحَدِيثَ أَوِ الْكَلَامَ : রচনা করা।

- الدَّارَ : নির্মাণ করা।

- الشَّاعِرُ قَصِيدَةً أَوِ الْكَاتِبُ مَقَالَةً : রচনা করা।

(تَفْعِيل) تَنْشِئَةً - اَلصَّبِيَّ : লালন-পালন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

مَادَّة : (ن ـ ش ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوز لَام

مُرَادِف : صَنَعَ ، ضِد : هَدَمَ

عِيسَى ابْنُ هِشَامٍ : বদীউ'য-যামান হামাদানী কৃত মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত বর্ণনাকারীর নাম।

رِوَايَةٌ : এ শব্দমূলের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كِلَاهُمَا : (كِلَا: مُضَافٌ، هُمَا : مُضَافٌ إِلَيْهِ)

كِلَا পুংলিঙ্গের জন্য এবং كِلْتَا স্ত্রীলিঙ্গের জন্য। এদু'টি শব্দ শব্দগত দিক থেকে مُفْرَدٌ এবং অর্থগত দিক থেকে تَثْنِيَة। এখানে শব্দের দিকে লক্ষ্য করে خَبَرٌ মুফরাদ ব্যবহার করা হয়েছে। كِلَا ও كِلْتَا কখনও اِسْمُ ظَاهِرٍ -এর দিকে এবং কখনও اِسْمُ ضَمِيرٍ -এর দিকে مُضَاف হয়। যেমন- كِلْتَاهُمَا، كِلَاهُمَا، كِلْتَا الصَّحِيفَتَيْنِ، كِلَا الرَّجُلَيْنِ ।

مَجْهُولٌ : (ج) مَجَاهِيلُ : অজ্ঞাত।

جَاهِلٌ (ج) جُهَّلٌ، جُهُلٌ، جُهَلَاءُ، جَهَلَةٌ، جُهَّلٌ، جُهَّالٌ : অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিত।

(س) جَهْلًا، جَهَالَةً : রুক্ষ ও রূঢ় আচরণ করা।

- الشَّيْءَ : না জানা, না চেনা।

- الْحَقَّ : অধিকার খর্ব করা, হক নষ্ট করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تَفْعِيْل) تَجْهِيْلاً - فُلَانًا : কাউকে মূর্খ বলা। মূর্খ সাব্যস্ত করা।

(تَفَاعُل) تَجَاهُلاً : মূর্খতা প্রকাশ করা। মূর্খতার ভান করা।

اَلْجَاهِلِيَّةُ : মূর্খতা। বর্বরতা। প্রাক ইসলামি যুগ। প্রতিমা পূজার যুগ।

جَهْل তিন ধরনের :

১. عَدَمُ الْعِلْمِ : অজ্ঞতা।

২. اِعْتِقَادُ الشَّئِ عَلٰى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ : অবাস্তব বিশ্বাস।

৩. اَلْعَمَلُ عَلٰى خِلَافِ عِلْمِهِ : জ্ঞানের বিপরীত কর্ম।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا/ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ـ

مَادَّهْ : (ج ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَجْنَبِيٌّ ، ضِدْ : مَعْلُوْمٌ

لَا يُعْرَفُ : চেনা যায় না।

(ض) عِرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : জানা, চেনা।

- بِالذَّنْبِ : স্বীকার করা।

(ك) عَرَافَةً : কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া। তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَعْرِيْفًا - اَلْحُجَّاجُ : আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

- عَلَيْهِمْ عَرِيْفًا : কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা জানার জন্য তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা।

(اِفْتِعَالْ) اِعْتِرَافًا - بِالشَّئِ : স্বীকার করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ

مَادَّهْ : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : يَعْتَرِفُ ، ضِدْ : يَجْهَلُ

نَكِرَةً : অনির্দিষ্ট, অপরিচিত।

(س) نَكْرًا، نُكْرًا : না চেনা।

লাইসের মতে, نَكِرٌ থেকে اَمْرٌ ، مُضَارِعٌ ، نَهِىْ -এর ব্যবহার হয় না।

(ك) نَكَارَةً : শক্ত ও কঠোর হওয়া, অপরিচিত হওয়া।

(اِفْعَالْ) اِنْكَارًا : না চেনা।

- حَقَّهُ : অধিকার অস্বীকার করা।

- عَلٰى فُلَانٍ فِعْلَهُ : কারো কোনো কাজ অপছন্দ করা এবং কাজটি করতে বারণ করা।

(تَفْعِيْل) تَنْكِيْرًا - الشَّئَ : এরূপে পরিবর্তন করে দেওয়া, যাতে চেনা না যায়। نَكِرَهْ বানানো।

فِى الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ـ

مَادَّهْ : (ن ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : جَهَالَةً ، ضِدْ : مَعْرِفَةً

لَا تَتَعَرَّفُ : পরিচয় পাওয়া যায় না।

تَعَرَّفَ (تَفَعُّلْ) تَعَرُّفًا : পরিচিত হওয়া। নিজের পরিচয় দেওয়া। পরিচয় পাওয়া। এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُكْمٌ، وَطَاعَتُهُ غُنْمٌ، إِلَى أَنْ أُنْشِئَ مَقَامَاتٍ أَتْلُو فِيهَا تِلْوَ الْبَدِيعِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الظَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ .

অনুবাদ : অতঃপর যার ইঙ্গিত নির্দেশ তুল্য এবং যার আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ তিনি আমাকে এরূপ কয়েকটি মাকামা রচনা করতে ইঙ্গিত করলেন, যেগুলোতে আমি বদীউ'য্-যামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যদিও খোঁড়া ষাঁড় শক্তিশালী অশ্বের গতিময়তা লাভ করতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَشَارَ অতঃপর ইঙ্গিত করলেন مَنْ إِشَارَتُهُ যার ইঙ্গিত حُكْمٌ নির্দেশ তুল্য وَطَاعَتُهُ এবং যার আনুগত্য غُنْمٌ সৌভাগ্য স্বরূপ إِلَى أَنْ أُنْشِئَ রচনা করতে مَقَامَاتٍ এরূপ কয়েকটি মাকামা أَتْلُو আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করি فِيهَا যেগুলোতে تِلْوَ الْبَدِيعِ বদীউজ্জামান হামাদানীর পদাঙ্ক وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ যদি লাভ করতে পারে না الظَّالِعُ খোঁড়া ষাঁড় شَأْوَ الضَّلِيعِ শক্তিশালী অশ্বের গতিময়তা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَشَارَ : তিনি ইঙ্গিত করলেন।

(إِفْعَال) إِشَارَةً - إِلَيْهِ بِيَدِهِ : ইঙ্গিত করা।

- عَلَيْهِ بِكَذَا : কোনো কাজ করতে উপদেশ দেওয়া পরামর্শ দেওয়া।

شَاوَرَ - هُ فِي الْأَمْرِ : কারো পরামর্শ চাওয়া, মতামত চাওয়া।

تَشَاوَرَ - الْقَوْمُ : পরস্পরে পরামর্শ করা।

اِسْتَشَارَ - فُلَانًا فِي كَذَا : কোনো বিষয়ে কারো কাছে পরামর্শ চাওয়া।

مَنْ : (اِسْمُ مَوْصُولٍ) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কারো মতে খলিফা। মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবূ নাসর আনৌশেরওয়াঁ ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাশানী। কারো মতে মুশতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলা আবূ আলী আল হাসান ইবনে আবুল ইয্য্। এছাড়া অন্যান্য মতামতও রয়েছে। এজন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

إِشَارَةٌ : কোনো কিছুকে হাত বা অন্য কিছুর ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট করা। ইঙ্গিত, ইশারা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

مَادَّةٌ : (ش - و - ر) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي

مُرَادِفٌ : تَلْوِيحٌ ، ضِدٌّ : تَصْرِيحٌ

حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : নির্দেশ, হুকুম।

এখানে حُكْمٌ মানে كَحُكْمٍ অর্থাৎ, নির্দেশতুল্য।

(ن) حُكْمًا، حُكُومَةً - لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ، أَوْ بَيْنَهُمْ : ফয়সালা করা, রায় প্রদান করা। নির্দেশ দেওয়া।

(ك) حُكْمًا : বিজ্ঞ হওয়া।

(إِفْعَال) إِحْكَامًا - الشَّيْءَ : মজবুত করা, দৃঢ় করা।

حَاكَمَ - إِلَى الْحَاكِمِ : ফয়সালার আবেদন নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

مَادَّةٌ : (ح - ك - م) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : أَمْرٌ ، ضِدٌّ : نَهْيٌ

طَاعَةٌ : আনুগত্য।

طَاعَ (ن، ف) طَوْعًا : আনুগত্য করা।

طَائِعٌ : (ج) طُوَّعٌ : অনুগত।

(إِفْعَال) إِطَاعَةً، طَاعَةً : আনুকূল্য ও আনুগত্য করা।

(مُفَاعَلَة) مُطَاوَعَةً، (تَفْعِيل) تَطْوِيعًا، (اِنْفِعَال) اِنْطِبَاعًا : অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা।

طَاوَعَ لَهُ الْمُرَادُ : উদ্দেশ্য সহজসাধ্য হওয়া।

مُتَطَوِّعٌ، مُطَّوِّعٌ : নফল ইবাদতকারী। স্বেচ্ছাসেবক।

مُتَطَوِّعَةٌ ، مُطَّوِّعَةٌ : জিহাদ ইত্যাদি কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দানকারী দল, স্বেচ্ছাসেবক দল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطَاعَةً : পারা, সক্ষম হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ لَا تُقْسِمُوا، طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

مَادَّةٌ : (ط - و - ع) ، جِنْس : أَجْوَفُ

مُرَادِفٌ : إِنْقِيَادٌ ، ضِدٌّ : كُرْهٌ/شُرُودٌ

غُنْمٌ : অনায়াস লব্ধ সম্পদ, গনিমত। কষ্টবিহীন সাফল্য [এখানে] সৌভাগ্য।

(س) غُنْمًا، غُنْمًا، غَنَمًا، غَنِيمَةً ، غُنْمَانًا : সফল হওয়া। বিনিময় ব্যতিরেকে লাভ করা। লুটের মাল পাওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

غَنِيْمَةٌ : কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে তাদের থেকে অর্জিত সম্পদ।

(اِفْتِعَال) اِغْتِنَامًا - الشَّئَ : অনায়াসে কোনো কিছু পাওয়া।

- اَلْفُرْصَةَ : সুযোগ পাওয়া।

(اِفْعَال) اِغْنَامًا - الشَّئَ : কাউকে কিছু গনিমত স্বরূপ দেওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِغْنَامًا : গনিমত মনে করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

مَادَّه : (غ - ن - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَئُ ، ضِدّ : كَسْبٌ

أُنْشِئَ : আমি রচনা করব।

(اِفْعَال) اِنْشَاءً : রচনা করা, সৃষ্টি করা।

فِى الْقُرْآنِ : ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) مَقَامَاتٌ ، (و) مَقَامَةٌ : মজলিস। বক্তৃতা। গল্প।

أَتْلُوْ : আমি অনুসরণ করব।

(ن) تُلُوًّا : পেছনে পেছনে যাওয়া, পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

(ن) تِلَاوَةٌ : পাঠ করা, তেলাওয়াত করা।

(س) تَلَى : অবশিষ্ট থাকা।

(اِفْعَال) اِتْلَاءً : সমর্পণ করা, পেছনে ফেলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا ـ

مَادَّه : (ت - ل - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : أَتْبَعُ ، ضِدّ : أَنْشُرُ

تِلْوٌ : (ج) أَتْلَاءٌ : বকরি বা অন্য কোনো প্রাণীর বাচ্চা, যা দুধ ছাড়াবার মতো বয়সে উপনীত হয় এবং মায়ের পেছনে পেছনে থাকে, পদাঙ্ক অনুসারী।

اَلْبَدِيْعُ : বদীউ'য-যামান হামাদানী।

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

لَمْ يُدْرِكْ : পায়নি।

(اِفْعَال) اِدْرَاكًا : পাওয়া, লাভ করা। নাগাল পাওয়া।

এ সম্পর্কিত আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

مَادَّه : (د - ر - ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَمْ يَنَلْ ، ضِدّ : لَمْ يَفْقِدْ

اَلطَّالِعُ : (ج) طُلَّعٌ : ঘোড়া।

ইবারতে اَلطَّالِعُ-এর মওসূফ اَلثَّوْرُ উহ্য রয়েছে।

اَلثَّوْرُ الطَّالِعُ : খোঁড়া ষাঁড়।

(ف) ظَلْعًا : খুঁড়িয়ে হাঁটা।

- تِ الْاَرْضُ : জমিন সংকীর্ণ হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : لَا يُضَحّٰى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ـ

مَادَّه : (ظ - ل - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْاَعْرَجُ ، ضِدّ : اَلسَّوِىُّ

شَأْوٌ : গতি, সীমা, সময়, গতিময়তা।

(ن) شَأْوًا ، (اِفْتِعَال) اِشْتِئَاءً : অগ্রসর হওয়া। একক হওয়া। দূরবর্তী হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَرْفَعُ فَرَسِىْ شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَأْوًا

مَادَّه : (ش - ء - و) ، جِنْس : مُرَكَّب : (مَهْمُوْز - نَاقِص)

مُرَادِف : أَمَدٌ ، ضِدّ : بُرُوْكٌ

اَلضَّلِيْعُ : (ج) ضُلَّعٌ : শক্তিশালী।

(ك) ضَلَاعَةً : শক্তিশালী হওয়া।

اَلْفَرَسُ الضَّلِيْعُ : শক্তিশালী অশ্ব।

ইবারতে اَلضَّلِيْعُ-এর মওসূফ اَلْفَرَسُ উহ্য রয়েছে।

(س) ضَلَعًا ضَلْعًا : জন্মগত বাঁকা হওয়া।

(ف) ضَلْعًا : বক্র হওয়া।

(تَفْعِيل) تَضْلِيْعًا ، اِفْعَال) اِضْلَاعًا - ه : ভারি করা, বাঁকা করা, ঝুঁকানো।

(تَفَعُّل) تَضَلُّعًا : পান করে বা আহার করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : فَشَرِبَ حَتّٰى تَضَلَّعَ / وَتَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعَ مِنْهَا

مَادَّة : (ض - ل - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْقَوِىُّ ، ضِدّ : اَلضَّعِيْفُ ـ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : وَاِنْ لَمْ يُدْرِكِ الظَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيْعِ :

এ বাক্যে আল্লামা হারীরী নিজেকে اَلظَّالِعُ [খোঁড়া ষাঁড়] এর সাথে এবং বদিউয্যামান হামাদানীকে اَلضَّلِيْعُ [শক্তিশালী ঘোড়া]-এর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন। ইবারত مُشَبَّه بِه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه উহ্য রয়েছে। অতএব اَلظَّالِعُ এবং اَلضَّلِيْعُ-এর মধ্যে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

فَذَاكَرْتُهُ بِمَا قِيْلَ فِيْمَنْ أَلَّفَ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ، وَنَظَمَ بَيْتًا أَوْبَيْتَيْنِ، وَاسْتَقَلْتُ مِنْ هٰذَا الْمَقَامِ، الَّذِيْ فِيْهِ يَحَارُ الْفَهْمُ، وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ.

অনুবাদ : সুতরাং আমি তাঁকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপিত মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলাম, যে দু'টি শব্দের মাঝে জোড়া দেয় এবং একটি শ্লোক অথবা দু'টি শ্লোক রচনা করে। আমি সেই স্থান থেকে অব্যাহতি চাইলাম যেখানে বোধশক্তি বিভ্রান্ত হয় এবং ধারণা মাত্রাচ্যুত হয়

শাব্দিক অনুবাদ : فَذَاكَرْتُهُ সুতরাং আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম بِمَا قِيْلَ فِيْمَنْ সে ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপিত মন্তব্য أَلَّفَ জোড়া দেয় بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ দুটি শব্দের মাঝে وَنَظَمَ এবং রচনা করে بَيْتًا একটি শ্লোক أَوْ অথবা بَيْتَيْنِ দুটি শ্লোক اِسْتَقَلْتُ আমি অব্যাহতি চাইলাম مِنْ هٰذَا الْمَقَامِ সেই স্থান থেকে الَّذِيْ فِيْهِ যেখানে يَحَارُ বিভ্রান্ত হয় اَلْفَهْمُ বোধশক্তি وَيَفْرُطُ এবং মাত্রাচ্যুত হয় اَلْوَهْمُ ধারণা।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَاكَرْتُ : আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

(مُفَاعَلَة) مُذَاكَرَةً : কোনো বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করা। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

مَادَّه : (ذ ـ ك ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بَاحَثَ ، ضِدّ : تَنَاسَيْتُ

أَلَّفَ : জোড়া দিয়েছে, -দেয়।

(تَفْعِيْل) تَأْلِيْفًا : সংকলন করা। একত্র করা, জোড়া দেওয়া। এক হাজার পূর্ণ করা।

(ن، ض) أَلْفًا - فُلَانًا : কাউকে এক হাজার মুদ্রা দেওয়া।

(س) أَلْفًا ، إِلْفًا ، اِلَافًا : আন্তরিক হওয়া, ভালোবাসা।

فِى الْقُرْآنِ : إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

مَادَّه : (أ ـ ل ـ ف) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : جَمَعَ ، ضِدّ : فَرَّقَ

كَلِمَتَيْنِ (وَكَلِمَتَانِ) দুটি শব্দ।

كَلِمَتَيْنِ (تث) (و) كَلِمَةٌ، (ج) كَلِمَاتٌ ، كَلِمٌ : শব্দ, কথা। [مُرَكَّبْ হোক বা مُفْرَدْ হোক]।

(ن، ض) كَلْمًا : আঘাত করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

مَادَّه : (ك ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَفْظٌ ، ضِدّ : مَعْنٰى

نَظَمَ : শ্লোক/ পদ্য রচনা করেছে, -করে।

(ض) نَظْمًا، نِظَامًا : গ্রন্থনা করা।

- اللُّؤْلُؤَ : মালা গাঁথা।

- الشِّعْرَ : কবিতা রচনা করা, শব্দের মালা গাঁথা।

- الشَّيْ إِلَى الشَّيْءِ : একটিকে অপরটির সাথে মেলানো।

- الْأَمْرَ : প্রতিষ্ঠিত করা। দৃঢ় করা।

(اِنْفِعَال) اِنْتِظَامًا، (تَفَعُّل) تَنَظُّمًا : সঠিক হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْاٰيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُوْمَاتٌ فِىْ سِلْكٍ

مَادَّه : (ن ـ ظ ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَلَّفَ / ضَمَّ ، ضِدّ : نَثَرَ

بَيْتٌ : (ج) بُيُوْتٌ ، أَبْيَاتٌ ، بُيُوْتَاتٌ : শ্লোক, বয়াত। দুই পংক্তির সমষ্টি। আবাসস্থল, গৃহ।

بَيْتُ الْقَصِيْدَةِ : কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট শোলক, যে শ্লোকটিতে কবি তার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

بَيْتُ اللّٰهِ : মসজিদ।

بَيْتُ الرَّجُلِ : পরিবার।

(ض) بَيْتُوْتَةً : রাত্রি যাপন করা।

فِى الْقُرْآنِ : فِىْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ .

فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ ..... بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

مَادَّه : (ب ـ ي ـ ت) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اَلنَّظْمُ ، ضِدّ : اَلنَّثْرُ

(تث) بَيْتَيْنِ : (وَبَيْتَانِ)، (و) بَيْتٌ : শ্লোক, বয়াত, গৃহ।

اِسْتَقَلْتُ : আমি অব্যাহতি চাইলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقَالَةً - اَلْبَيْعَ : কৃত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতে চাওয়া।

- عَثْرَتَهُ : কারো নিকট ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে আবেদন করা।

- مِنَ الْمَسْئُوْلِيَّةِ : দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(إفعال) إِقَالَةً : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা।

– لَهُ : ক্ষমা করা।

– مِنْهُ : অব্যাহতি দেওয়া।

(ض) قَيْلًا، قَيْلُولَةً، مَقِيْلًا، (تفعّل) تَقَيُّلًا : দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করা।

فِي الْحَدِيْثِ : فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبْيَضَ/مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ۔

مَادَّه : (ق ـ ي ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِي

مُرَادِف : إِسْتَعْفَيْتُ ، ضِدّ : إِسْتَعْمَلْتُ

اَلْمَقَامُ : (ج) مَقَامَاتٌ : দাঁড়াবার জায়গা, দাঁড়ানো, অবস্থান স্থল, অবস্থান।

فِي الْقُرْآنِ : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

مَادَّه : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِي

مُرَادِف : مَوْقِفٌ ، ضِدّ : مَجْلِسٌ

يَحَارُ : বিভ্রান্ত হয়।

(س) حَيْرًا، حَيْرَةً، حَيَرَانًا، حَيْرًا : হতভম্ব হওয়া। অস্থির ও বিচলিত হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।

– الْمَاءُ : পানি একত্র হয়ে ঘুরপাক খাওয়া।

حَيَّرَ (تفعيل) تَحْيِيْرًا : পেরেশানীতে ফেলে দেওয়া।

(تفعّل) تَحَيُّرًا، (استفعال) اِسْتِحَارَةً : পেরেশানীতে পতিত হওয়া। অস্থির হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا

مَادَّه : (ح ـ ي ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَفْ

مُرَادِف : يَبْهَتُ، ضِدّ : يَرْسَخُ

اَلْفَهْمُ : (ج) أَفْهَامٌ : বোধশক্তি।

(س) فَهْمًا، فَهَمًا، فَهَامَةً، فِهَامِيَةً : বুঝা, উপলব্ধি করা।

فَهَّمَهُ وَأَفْهَمَهُ : বুঝানো।

تَفَهَّمَ الْكَلَامَ : কিছু কিছু করে বুঝা।

تَفَاهَمَ الْقَوْمُ : একে অপর থেকে বুঝে নেওয়া।

اِسْتَفْهَمَهُ الْأَمْرَ : কারও নিকট কিছু বুঝতে চাওয়া।

فَهِمٌ : প্রখর মেধাবী।

فَهِيْمٌ : (ج) فُهَمَاءُ : বুদ্ধিমান, বোদ্ধা।

فَهَّامَةٌ : অধিক বোদ্ধা ব্যক্তি।

فِي الْحَدِيْثِ : كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ

مَادَّه : (ف ـ ه ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعَقْلُ ، ضِدّ : اَلْغَبَاوَةُ۔

يُفْرِطُ : মাত্রাচ্যুত হয়।

(ن) فُرُوْطًا : অগ্রসর হওয়া, অগ্রণী হওয়া।

فَرَطَ (ن) فَرْطًا – فِي الْأَمْرِ : [কোনো কাজে] ত্রুটি করা।

– مِنْهُ الْقَوْلُ : কোনো কথা না বুঝে বলে ফেলা। মুখ ফসকে কোনো কথা বের হয়ে যাওয়া।

– عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ : অগ্রিম মন্তব্য করা এবং মাত্রা লঙ্ঘন করা।

– إِلَيْهِ رَسُوْلًا : দূত প্রেরণ করা।

– مِنْهُ شَيْءٌ : হারিয়ে যাওয়া। ছুটে যাওয়া। ফউত হয়ে যাওয়া।

– (تفعيل) تَفْرِيْطًا – الشَّيْءَ وَفِي الشَّيْءِ : নষ্ট করা।

– فِي الشَّيْءِ : ত্রুটি করা।

(إفعال) إِفْرَاطًا : সীমালঙ্ঘন করা।

– رَسُوْلًا : দূত প্রেরণ করা।

– الْأَمْرَ : ভুলে যাওয়া, ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا

مَادَّه : (ف ـ ر ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَسْبِقُ ، ضِدّ : يَتَخَلَّفُ۔

اَلْوَهْمُ : (ج) أَوْهَامٌ، وُهُمٌ، وُهُوْمٌ : ধারণা, কল্পনা, সন্দেহ।

لَاوَهْمَ مِنْ كَذَا : এছাড়া কোনো উপায় নেই।

وَاهِمَةٌ : কল্পনাশক্তি।

(ض) وَهْمًا : ধারণা করা, কল্পনা করা।

(س) وَهَمًا : ভুল করা, ভুলে যাওয়া।

(تفعيل) تَوْهِيْمًا–ه : ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া।

(إفعال) إِيْهَامًا : ভুল ধারণায় পতিত হওয়া।

–ه : ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া।

– فُلَانًا بِكَذَا : অপবাদ দেওয়া, খারাপ ধারণা করা।

– كَذَا مِنَ الْحِسَابِ : ভুল করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَاوَهِمْتُ وَلَا نَسِيْتُ

مَادَّه : (و ـ ه ـ م) ، جِنْس : مِثَال

مُرَادِف : اَلظَّنُّ ، ضِدّ : اَلْيَقِيْنُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَظَمَ بَيْتًا :

উল্লিখিত বাক্যে بَيْت কে মালার সাথে تَشْبِيْه দিয়ে مُشَبَّه কে উল্লেখ এবং مُشَبَّه بِهٖ কে حَذْف করা হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর মালার জন্য نَظْم [গাঁথা] لَازِم অতএব نَظْم -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيُسْبَرُ غَوْرُ الْعَقْلِ، وَتَتَبَيَّنُ قِيْمَةُ الْمَرْءِ فِى الْفَضْلِ، وَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ ـ	**অনুবাদ** : আর জ্ঞানের গভীরতা অনুমিত হয় ও গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে মানুষের মূল্যমান প্রকাশ পায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُسْبَرُ আর গভীরতা অনুমিত হয় غَوْرُ الْعَقْلِ জ্ঞানের গভীরতা تَتَبَيَّنُ প্রকাশ পায় قِيْمَةُ মানুষের মূল্যমান فِى الْفَضْلِ গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে وَيُضْطَرُّ এবং বাধ্য হয় صَاحِبُهُ এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسْبَرُ : গভীরতা অনুমিত হয়।

(اِفْعَال) اِسْبَارًا، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِبَارًا، اَلْجُرْحَ اَوِ الْبِئْرَ اَوِ الْمَاءَ : গভীরতা অনুমান করা।

- اَلْأَمْرَ : পরীক্ষা করে দেখা। যাচাই করা, নিরীক্ষণ করা।

هٰذِهِ مَفَازَةٌ لَا تُسْبَرُ : এই বিয়াবানের প্রশস্ততা অনুমান করা যায় না।

مِسْبَرٌ وَمِسْبَارٌ ، (ج) مَسَابِرُ، مَسَابِيْرُ، سِبَارٌ (ج) سُبُرٌ : যার সাহায্যে অনুমান বা নিরীক্ষণ করা হয়।

فِىْ حَدِيْثِ الْغَارِ : قَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ : لَاتَدْخُلْهُ حَتّٰى اَسْبِرَهُ قَبْلَكَ ـ

مَادَّةٌ : (س ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُمْتَحَنُ، ضِدّ : يُطْلَقُ

غَوْرٌ : (ج) اَغْوَارٌ، غِيْرَانٌ : গভীরতা, নীচু ভূমি, গর্ত, গুহা।

فُلَانٌ بَعِيْدُ الْغَوْرِ : অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ।

عَرَفْتُ غَوْرَ الْمَسْئَلَةِ : আমি বিষয়টির তাৎপর্য বুঝে নিয়েছি।

(ن) غَوْرًا : নিচের দিকে আসা।

- اَلنَّهَارُ : প্রচণ্ড গরম হওয়া।

- اَلشَّىْءَ : সন্ধান করা, খোঁজ করা।

- تِ الْعَيْنُ : চোখ দেবে যাওয়া।

- اَلْمَاءُ : পানি পাতালে নেমে যাওয়া।

(اِفْعَال) اِغَارَةً - عَلَيْهِمْ : আক্রমণ করা, লুটতরাজ করা।

(تَفْعِيْل تَغْوِيْرًا ـ اَلْمَاءُ) : পানি পাতালে নেমে যাওয়া।

- فُلَانٌ : নিচের দিকে আসা।

- اَلْفَرَسُ : দ্রুত চলা। দৌড়ানো।

- فِى الْأَرْضِ : গমন করা, সফর করা।

- اَلْقَوْمُ وَبِهِمْ وَاِلَيْهِمْ : সাহায্য দানের জন্য গমন করা।

(مُفَاعَلَة) مُغَاوَرَةً، غِوَارًا - اَلْقَوْمَ : কতিপয় কতিপয়ের উপর আক্রমণ করল।

- اَلْعَدُوُّ الْقَوْمَ : আক্রমণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا ـ

مَادَّة : (غ ـ و ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِىْ

مُرَادِف : عُمْقٌ ، ضِدّ : ظُهُوْرٌ

عَقْلٌ : (ج) عُقُوْلٌ : বিবেক। জ্ঞান। বুদ্ধি। রক্তপণ, দিয়াত।

(ض) عَقْلًا، عُقُوْلًا - اِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

- اَلْمُصَارِعُ خَصْمَهُ : আছাড় দেওয়া।

- عَقْلًا : তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

- اَلْغُلَامُ : জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া।

- اَلشَّىْءَ : বুঝা।

- اَلْقَتِيْلَ : রক্তপণ পরিশোধ করা।

- اَلْبَعِيْرَ : রান ও পা মিলিয়ে বাঁধা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

مَادَّة : (ع ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَهْمُ ، ضِدّ : اَلْحَمْقُ

تَتَبَيَّنُ : প্রকাশ পায়।

(تَفَعُّل) تَبَيُّنًا - اَلشَّىْءُ : সুস্পষ্ট হওয়া।

- اَلشَّىْءَ : সুস্পষ্ট করা। চিন্তা-ভাবনা করা।

এতদসংশ্লিষ্ট আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَّة : (ب ـ ى ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : ظَهَرَ ، ضِدّ : خَفِىَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قِيْمَةٌ : (ج) قِيَمٌ । মূল্য, দর, মূল্যমান, দাম।

فِى الْحَدِيْثِ : فَقَضٰى بِقِيْمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيْتَةِ

مَادَّه : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : ثَمَنٌ ، ضِدّ : سِلْعَةٌ

اَلْمَرْءُ (مُثَلَّثَةُ الْمِيْمِ) (ج) رِجَالٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ) :
পুরুষ, মানব, মানুষ [ব্যাপক অর্থে]।

هَمْزَةٌ-এর শুরুতে اَلِف ولَام যুক্ত না হলে তখন اَلْمَرْءُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ যুক্ত হয়। যেমন : اِمْرَءٌ। শুরুতে هَمْزَةُ الْوَصْلِ যুক্ত হলে তখন শব্দটিকে তিন রকম পড়া যায়–

১. সর্বদা رَاء হরফে فَتْحَه সহকারে।

২. সর্বদা رَاء হরফে ضَمَّه সহকারে।

৩. শেষ হরফের হরকত অর্থাৎ اِعْرَابْ অনুসারে।

اَلْمَرْأَةُ، اَلْمَرَةُ : (ج) نِسَاءٌ، نِسْوَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :
নারী, রমণী। মানবী।

فِى الْقُرْآنِ : وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

مَادَّه : (م ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : رَجُلٌ ، ضِدّ : اَلْمَرْأَةُ

اَلْفَضْلُ : গুণ-গরিমা।

(س، ك) فَضْلًا : গুণ-গরিমার অধিকারী হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَفْضِيْلًا : প্রাধান্য দেওয়া।

(اِفْعَال) اِفْضَالًا – عَلَيْهِ : অগ্রণী হওয়া। কল্যাণ করা, অনুগ্রহ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

مَادَّه : (ف ـ ض ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَنْقَبَةٌ ، ضِدّ : مَذَمَّةٌ

يُضْطَرُّ : বাধ্য করা হয়।

(اِفْتِعَال) اِضْطِرَارًا – ه اِلٰى كَذَا : বাধ্য করা, মুখাপেক্ষী করা।

اُضْطُرَّ (مَجْهُوْل) : বাধ্য হওয়া, অপারগ হওয়া, অনুন্যোপায় হওয়া।

(ن) ضَرًّا، ضُرًّا – فُلَانًا وَلِفُلَانٍ : ক্ষতি সাধন করা।

– ه اِلٰى كَذَا : বাধ্য করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

مَادَّه : (ض ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : يُجْبَرُ ، ضِدّ : يُخَيَّرُ

صَاحِبٌ : (ج) صَحْبٌ ، اَصْحَابٌ ، صِحَابٌ ، صُحْبَةٌ ، صُحْبَانٌ ، صِحَابَةٌ ، صَحَابَةٌ (جج) اَصَاحِيْبُ :
সাথী, বন্ধু, সঙ্গী, একসঙ্গে জীবন যাপনকারী। মালিক, অধিকারী। শিষ্য, অনুসারী।

صَاحِبَةٌ : সঙ্গিনী, স্ত্রী।

اَلصَّحَابِىُّ : مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ
যিনি নবী ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন তাঁকে সাহাবী বলা হয়।

فِى الْقُرْآنِ : مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

مَادَّه : (ص ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صَدِيْقٌ/زَمِيْلٌ ، ضِدّ : عَدُوٌّ

Free@www.e-ilm.weebly.com

إِلَى أَنْ يَكُوْنَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، أَوْجَالِبِ رَجْلٍ وَخَيْلٍ -

অনুবাদ : এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাত্রিকালের খড়ি সংগ্রাহকের মতো অথবা পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রকের মতো হতে বাধ্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَى أَنْ يَكُوْنَ হতে বাধ্য হয় كَحَاطِبِ لَيْلٍ রাত্রিকালের খড়ি সংগ্রাহকের মতো أَوْ অথবা جَالِبِ নিয়ন্ত্রকের মতো رَجْلٍ পদাতিক وَخَيْلٍ ও অশ্বারোহী বাহিনী।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَكُوْنُ : হয়, হবে।

(ن) كَوْنًا، كِيَانًا، كَيْنُوْنَةً : সৃষ্টি হওয়া, সংঘটিত হওয়া, বিদ্যমান হওয়া। হওয়া।

كَوَّنَ (تَفْعِيْل) تَكْوِيْنًا : সৃষ্টি করা। আবিষ্কার করা। গঠন করা। রূপদান করা।

تَكَوَّنَ : সৃষ্টি হওয়া। আবিষ্কৃত হওয়া। আবর্তনশীল হওয়া।

اَلْكِيَانُ : অস্তিত্ব, স্বভাব।

اَلْكَائِنَاتُ : সৃষ্টিজগৎ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

مَادَّه : (ك ـ و ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : يَصِيْرُ ، ضِدّ : يَعْدَمُ

حَاطِبٌ : (ج) حُطَّابٌ : খড়িসংগ্রাহক, খড়িসংগ্রহীতা।

(ض) حَطْبًا (اِفْعَال) اِحْطَابًا، (اِفْتِعَال) اِحْتِطَابًا : খড়ি কুড়ানো, খড়ি সংগ্রহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ/وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

مَادَّه : (ح ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَامِعٌ ، ضِدّ : مُفَرِّقٌ

حَاطِبُ لَيْلٍ : রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক। যে ব্যক্তি আলাপ-আলোচনাকালে অর্থক ও নিরর্থক সব রকমের কথার মিশ্রণ ঘটায় তাকেও حَاطِبُ لَيْلٍ বলা হয়। কেননা রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক যেমন সাপ-বিচ্ছুর দংশন থেকে নিরাপদে থাকে না, তেমনি সে রাতের অন্ধকারে শুকনো ও ভেজা ঘড়ির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। এমনিভাবে একজন লেখকও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় ভালো-মন্দ বিচার করে এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনাকে সঠিক তুলাদণ্ডে মেপে বিষয়বস্তুকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে সক্ষম হন না।

لَيْلٌ : (ج) لَيَالٍ، لَيَائِلُ، لَيْلَاتٌ : রাত্রি, রজনী, যামিনী, নিশা, নিশি, নিশীথ, নিশীথিনী, শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা, রাত।

لَيْلٌ لَائِلٌ، لَيْلَةٌ لَيْلَاءُ ، لَيْلَةٌ لَيْلَى : দীর্ঘ কালো রাত্রি, অন্ধকার রাত্রি।

لَايَلَ (مُفَاعَلَة) مُلَايَلَةً ـ ه : [কাউকে] রাতের জন্য মজদুর রাখা, অথবা এই অর্থে عَامَلَهُ مُلَايَلَةً বলা হয়, যেমন এর বিপরীতে عَامَلَ مُيَاوَمَةً ـ ه বলা হয়। অর্থাৎ, দিনের বেলার জন্য মজদুর রাখা।

أَلْيَلَ إِلْيَالًا وَأَلَالَ (اِفْعَال) إِلَا لًا : রাত্রিকালে উপনীত হওয়া, রাত্রিকালে প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

مَادَّه : (ل ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : غَاسِقٌ ، ضِدّ : نَهَارٌ

جَالِبٌ : যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বা টেনে নিয়ে যায়। নেতা, নিয়ন্ত্রক।

(ن ض) جَلْبًا، جَلَبًا : হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া।

- الرَّجُلُ : যাওয়া।

- الْجُرْحُ : নিরাময় হওয়া।

- الْقَوْمَ : একত্র করা।

فُلَانًا : শাসানো।

- لِأَهْلِهِ : উপার্জন করা।

- عَلَى الْفَرَسِ : অশ্বচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

- الدَّمُ : শুকিয়ে যাওয়া।

- الْقَوْمُ : হৈ চৈ করা।

(س) جَلَبًا : একত্র হওয়া।

(ن) جَلْبًا- عَلَيْهِ : অপরাধ করা।

(إِفْعَال) إِجْلَابًا - الْقَوْمَ : একত্র করা।

- فُلَانًا : শাসানো।

- لِأَهْلِهِ : উপার্জন করা।

عَلَى الْفَرَسِ : অশ্বচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা।

(تَفْعِيل) تَجْلِيبًا- الْقَوْمُ : চিৎকার করা।

(اِنْفِعَال) اِنْجِلَابًا : যাওয়া।

(اِفْتِعَال) اِجْتِلَابًا - ء : আনা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِجْلَابًا- ء : কোনো কিছু লাভ করা অথবা কোনো বিষয়ের কার্যকারণে পরিণত হওয়া।

اَلْجَلْبُ : অপরাধ, গুনাহ।

اَلْجَلَبُ : যে মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ

مَادَّہ : (ج ـ ل ـ ب) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كَاسِبٌ، ضِدّ : فَاقِدٌ

(ج) رَجْلٌ (و) رَاجِلٌ : পদচারী, পদাতিক।

(س) رَجَلًا، رَجْلَةً : পায়ে হেঁটে চলা। পায়ে কোনো রোগ-ব্যাধি হওয়া।

(إِفْعَال) إِرْجَالًا - ء : অবকাশ দেওয়া। পায়ে হাঁটানো।

(تَفْعِيل) تَرْجِيلًا : শক্তিশালী করা।

- الشَّعْرَ : চুলে চিরুনী করা।

(تَفَعُّل) تَرَجُّلًا : সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হাঁটা।

- تِ الْمَرْأَةُ : পুরুষালী হওয়া।

- الشَّمْسُ : সূর্যের প্রত্যুষ অতিক্রম করা।

- الشَّعْرَ : চুলে চিরুনী করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

مَادَّہ : (ر ـ ج ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَاشِىْ ، ضِدّ : خَيْلٌ

خَيْلٌ : (ج) أَخْيَالٌ، خُيُولٌ : অশ্বপাল।

রূপক অর্থে অশ্বারোহী দল বা বাহিনীকেও خَيْلٌ বলা হয়।

কারো মতে, خَيْلٌ শব্দটি অশ্বারোহী বাহিনী অর্থে বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দ থেকে তার কোনো একবচন নেই। আবূ উবায়দা বলেন, এর একবচন خَائِلٌ। এখানে جَالِبُ رَجْلٍ وَخَيْلٍ দ্বারা এমন ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে, যে একই সময় অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী ও ধীর গতিসম্পন্ন পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব ও পারিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খায় এবং সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।

أَتَى بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ : সে তার অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী সহ এসেছে।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ـ

مَادَّہ : (خ ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : فَارِسٌ ، ضِدّ : رَاجِلٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَلَّمَا سَلِمَ مِكْثَارٌ، أَوْ أُقِيلَ لَهُ عِثَارٌ، فَلَمَّا لَمْ يُسْعِفْ بِالْإِقَالَةِ، وَلَا أَعْفَى مِنَ الْمَقَالَةِ،

অনুবাদ : আর অধিক আলাপী ব্যক্তি কমই [ভুল-ভ্রান্তি থেকে] নিরাপদে থাকে বা তার পদস্খলন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু যখন তিনি [আমাকে] অব্যাহতি দিয়ে সাহায্য করলেন না এবং সেই উক্তি থেকে ক্ষমা করলেন না,

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَّمَا আর কমই سَلِمَ নিরাপদে থাকে مِكْثَارٌ অধিক আলাপী ব্যক্তি أَوْ বা أُقِيلَ ক্ষমা করা হয় لَهُ তার عِثَارٌ পদস্খলন فَلَمَّا কিন্তু যখন لَمْ يُسْعِفْ তিনি সাহায্য করলেন না بِالْإِقَالَةِ অব্যাহতি দিয়ে وَلَا أَعْفَى এবং ক্ষমা করলেন না مِنَ الْمَقَالَةِ সেই উক্তি থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَلَّمَا : কমই।

قَلَّمَا-এর مَا সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। এক অভিমত মোতাবেক এটা مَاكَافَّة। এ অভিমতটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্বল। কেননা, مَاكَافَّة হলো হরফ। উল্লেখ্য যে, হরফ فِعْل -এর عَمَل নষ্ট করতে পারে না। দ্বিতীয় অভিমত মতে, এটা مَا مَصْدَرِيَّة। এ অভিমতটি অধিক নির্ভরযোগ্য। قَلَّمَا কখনও সম্পূর্ণ نَفِى বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও স্বল্পতা বুঝাবার জন্য আসে।

(ض) قِلًّا، قُلًّا، قِلَّةً : কম হওয়া।
- الرَّجُلُ : নিম্নবিত্ত হওয়া।
- الْجِسْمُ : শরীর ক্ষীণকায় হওয়া।
- الشَّيْئُ : উঁচু হওয়া।
(إِفْعَال) إِقْلَالًا - الشَّيْئَ : কম করা।
- الرَّجُلُ : কম আনা, নিম্নবিত্ত হওয়া, মুখাপেক্ষী হওয়া।
- الشَّيْئَ : উঁচু করা, উঁচুতে ধারণ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
مَادَّة : (ق ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف
مُرَادِف : نَدَرَ ، ضِدّ : كَثُرَ

سَلِمَ : নিরাপদে রয়েছে, –থাকে।
(س) سَلَامَةً، سَلَامًا : নিরাপদে থাকা।
- مِنْ عَيْبٍ أَوْ آفَةٍ : মুক্তি পাওয়া।
- لَهُ الْمَالُ : নিজস্ব হওয়া।
(ن) سَلْمًا : দংশন করা।
(ض) سَلْمًا- الْجِلْدَ : সালাম বৃক্ষের পাতা দ্বারা চামড়া দেবাগত করা।
- الدَّلْوَ : প্রস্তুত করে অবসর হওয়া এবং মজবুত করে তৈরি করা।

(تَفْعِيل) تَسْلِيمًا - وَعَلَيْهِ : সালাম দেওয়া।
- مِنَ الْآفَةِ : আপদ থেকে রক্ষা করা।
- إِلَى فُلَانٍ : অর্পণ করা।
- بِالْأَمْرِ : সম্মত হওয়া।
- إِلَيْهِ : অনুগত হওয়া।
- الشَّيْئَ : নিখাদ করা।
(إِفْعَال) إِسْلَامًا : আত্মসমর্পণ করা। অনুগত হওয়া, ইসলাম গ্রহণ করা।
بَيْع سَلَم করা, দাদন দেওয়া।
- الْعَدُوَّ : শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
مَادَّة : (س ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : أَمِنَ ، ضِدّ : خَافَ

مِكْثَار (وَمِكْثِير) : অধিক আলাপী ব্যক্তি।
مُؤَنَّث ও مُذَكَّر উভয় ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহৃত হয়।
(ك) كَثْرَةً، كَثَارَةً : অধিক হওয়া।
(ن) كَثْرًا : আধিক্যে অগ্রণী হওয়া।
(تَفْعِيل) تَكْثِيرًا : অধিক করা, বৃদ্ধি করা।
(إِفْعَال) إِكْثَارًا - الرَّجُلُ : প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া।
- الشَّيْئَ : বেশি করা, বেশি গণনা করা, বেশি পাওয়া।
- النَّخْلُ : খেজুর গাছে অধিক ফুল আসা।
(مُفَاعَلَة) مُكَاثَرَةً : আধিক্যে অগ্রণী হওয়া। অধিক বা অধিক সম্পদ নিয়ে গর্ব করা।
- الْمَاءَ : পান করার জন্য অধিক পানি চাওয়া।
مُكْثِر : অধিক সম্পদশালী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

مَادَّه :(ك ـ ث ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِهْذَار ، ضِدّ : صَمُوْت

أُقِيْلَ : ক্ষমা করা হয়।

(اِفْعَال) إِقَالَةً - اَللّٰهُ عَثْرَتَكَ : ক্ষমা করা।

- اَلْبَيْعَ : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা।

(ض) قَيْلًا ، قَائِلَةً ، قَيْلُوْلَةً، (تَفَعُّل) تَقَيُّلًا : দুপুরের শয়ন করা।

(تَفْعِيْل) تَقْيِيْلًا - ه : দুপুরের পান করানো।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ .

مَادَّه : (ق ـ ي ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي .

مُرَادِف : فُسِخَ/غُفِرَ ، ضِدّ : أُخِذَ

عِثَارٌ : পদস্খলন, ভুল-ত্রুটি।

(ن، ض، س، ك) عَثْرًا، عَثِيْرًا، عِثَارًا : পড়ে যাওয়া, পদস্খলিত হওয়া।

- اَلْعِرْقُ : রগ বা শিরা সঞ্চলিত হওয়া।

(ن) عَثْرًا، عُثُوْرًا - عَلَى السِّرِّ : গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়া।

تَعْثِيْرًا، إِعْثَارًا - ه : পদস্খলিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا

مَادَّه : (ع ـ ث ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلزَّلَّةُ ، ضِدّ : اَلثَّبَاتُ

لَمْ يُسْعِفْ : সাহায্য করলেন না।

(اِفْعَال) إِسْعَافًا - بِحَاجَتِهِ : কারো প্রয়োজন পূর্ণ করা।

- ه عَلَى الْأَمْرِ : সাহায্য করা।

- اَلشَّيْءَ : নিকটবর্তী হওয়া।

- إِلَيْهِ : মনোযোগ দেওয়া, ইচ্ছা করা।

(ف) سَعْفًا - ه بِحَاجَتِهِ : কারও প্রয়োজন পূর্ণ করা।

(س) سَعَفًا : নখের আশে-পাশে আঙ্গুল ফেটে যাওয়া।

سُعِفَ الْوَجْهُ : ব্রণ বা ফোঁড়া উঠা।

إِسْعَافٌ : সাহায্য।

إِسْعَافٌ طِبِّيٌّ : চিকিৎসা-সাহায্য, দাতব্য চিকিৎসা।

لَجْنَةُ الْإِسْعَافِ : রিলিফ কমিটি।

سَيَّارَةُ الْإِسْعَافِ : এম্বুলেন্স।

سَعَفٌ : খেজুরের ডাল।

فِي الْحَدِيْثِ : فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيْهَا نَارًا

مَادَّه : (س ـ ع ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَمْ يُعِنْ ، ضِدّ : لَمْ يَخْذِلْ

اَلْإِقَالَةُ (اِفْعَال) مصـ : ক্ষমা। ক্ষমা করা।

لَاأُعْفِي : ক্ষমা করলেন না।

(اِفْعَال) إِعْفَاءً - اَللّٰهُ فُلَانًا : শাস্তি দেওয়া।

- مِنَ الْأَمْرِ : মুক্তি দেওয়া, মুক্ত করা।

- اَلشَّعْرَ : চুল লম্বা হওয়ার জন্য কর্তন না করে ছেড়ে রাখা।

- اَلرَّجُلُ : অনেক সম্পাদশালী হওয়া। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল ব্যয় করা।

- اَلْمَرِيْضُ : সুস্থ হওয়া।

- اَلرَّجُلَ : দেওয়া।

- فُلَانًا بِحَقِّهِ : প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেওয়া।

(ن) عَفْوًا- عَنْهُ وَلَهُ ذَنْبَهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ : ক্ষমা করা।

- عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা।

- اَلشَّيْءَ : বৃদ্ধি করা।

- عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ : অগ্রণী হওয়া।

- اَلْأَثَرُ أَوِ الْمَنْزِلُ : নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

- أَثَرُ فُلَانٍ : বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া।

عَفَا (ض) عَفْيًا، (ن) عَفْوًا - اَلشَّعْرُ : চুল লম্বা হওয়ার জন্য কর্তন না করে ছেড়ে রাখা।

(تَفْعِيْل) تَعْفِيَةً : চুল লম্বা হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া।

-تِ الرِّيْحُ الْمَنْزِلَ : নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُعَافَاةً ، عِفَاءً ، عَافِيَةً - ه اَللّٰهُ : আরোগ্য দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ/فَأُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ .

مَادَّه : (ع ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : خَلَصَ/عَزَلَ ، ضِدّ : وَظَفَ/شَغَلَ

اَلْمَقَالَةُ : (ج) مَقَالَاتٌ : প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উক্তি, বক্তব্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَبَّيْتُ دَعْوَتَهُ تَلْبِيَةَ الْمُطِيْعِ، وَبَذَلْتُ فِيْ مُطَاوَعَتِهِ جُهْدَ الْمُسْتَطِيْعِ، وَأَنْشَأْتُ عَلَى مَا أَعَانِيْهِ مِنْ قَرِيْحَةٍ جَامِدَةٍ،

অনুবাদ : তখন আমি অনুগত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেওয়ার ন্যায় তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং সক্ষম ব্যক্তির ন্যায় তাঁর আনুগত্যে শক্তি ব্যয় করলাম এবং আমি রচনা করলাম কষ্টের স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও স্থবির স্বভাব।

শাব্দিক অনুবাদ : لَبَّيْتُ আমি সাড়া দিলাম دَعْوَتَهُ তাঁর ডাকে تَلْبِيَةَ الْمُطِيْعِ অনুগত ব্যক্তির সাড়া দেওয়ার ন্যায় وَبَذَلْتُ এবং ব্যয় করলাম فِيْ مُطَاوَعَتِهِ তার আনুগত্যে جُهْدَ শক্তি الْمُسْتَطِيْعِ সক্ষম ব্যক্তির ন্যায় وَأَنْشَأْتُ এবং আমি রচনা করলাম عَلَى مَا أَعَانِيْهِ কষ্টের শিকার হওয়া সত্ত্বেও قَرِيْحَةٍ স্বভাব جَامِدَةٍ স্থবির।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَبَّيْتُ : আমি সাড়া দিলাম।

(تَفْعِيْل) تَلْبِيَةً - الرَّجُلَ : জবাব দেওয়া। ডাকে সাড়া দেওয়া। لَبَّيْكَ বলা, তালবিয়া পড়া।

(س) لَبْيًا - مِنَ الطَّعَامِ : বেশি খাওয়া।

(ن) لَبًّا، لُبُوْبًا، (إِفْعَال) إِلْبَابًا - بِالْمَكَانِ : বসবাস করা। স্থায়ীভাবে থাকা। আঁকড়ে থাকা।

কারও মতে, تَلْبِيَةً لَبَّى মূলত لَبَّ থেকে নির্গত। এ কারণে لَبَّ -এর তাহকীক প্রদত্ত হলো।

فِي الْحَدِيْثِ : مَالِيْ لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّوْنَ

مَادَّة : (ل ـ ب ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَجَبْتُ ، ضِدّ : أَنْكَرْتُ

دَعْوَةٌ : ডাক, আহবান, দাওয়াত।

(ن) دُعَاءٌ ، دَعْوَى ، دَعْوَةٌ : ডাকা, আহবান করা, দাওয়াত দেওয়া।

(اِفْتِعَال) اِدِّعَاءٌ : দাবি করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِدْعَاءٌ : ডাকা, প্রার্থনা করা, চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

مَادَّه : (د ـ ع ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : نِدَاءٌ ، ضِدّ : مَنْعٌ

تَلْبِيَةٌ : لَبَّى -এর তাহকীক দ্রষ্টব্য।

اَلْمُطِيْعُ (فا ـ مذ ـ مص : إِطَاعَةً ـ إِفْعَال) : অনুগত।

(إِفْعَال) إِطَاعَةً ، طَاعَةً - ٥ : অনুগত হওয়া। আনুগত্য করা।

- الشَّجَرُ : ফল পাকা।

- لَهُ الْمَرْعَى : চারণভূমি প্রশস্ত হওয়া।

(ن ـ ف) طَوْعًا ، (اِنْفِعَال) اِنْطِبَاعًا - لِفُلَانٍ : অনুগত হওয়া।

بَذَلْتُ : আমি ব্যয় করলাম।

بَذَلَ (ن ـ ض) بَذْلًا الشَّيْءَ : দেওয়া। বখশিশ করা। দান করা। ব্যয় করা।

- نَفْسَهُ دُوْنَ أَوْ عَنْ فُلَانٍ : কারো আপ্রাণ সহযোগিতা করা।

- جُهْدَهُ : শ্রম ব্যয় করা। পুরোপুরি চেষ্টা করা।

- الثَّوْبَ : নিত্য ব্যবহার করা।

(اِفْتِعَال) اِبْتِذَالًا - الثَّوْبَ : নিত্য ব্যবহার করা।

فِي الْحَدِيْثِ : وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا

مَادَّه : (ب ـ ذ ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صَرَفْتُ ، ضِدّ : قَبَضْتُ

مُطَاوَعَةٌ : আনুগত্য।

(مُفَاعَلَة) مُطَاوَعَةً ، طَوَاعِيَةً - فِيْهِ وَعَلَيْهِ :

(تَفْعِيْل) تَطْوِيْعًا - لَهُ نَفْسَهُ : আনুগত্য করা।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

جُهْدٌ : مَجْهُوْدٌ ، جَهْدٌ : শ্রম, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্ট।

فُلَانٌ بَذَلَ جُهْدَهُ وَمَجْهُوْدَهُ : অমুক তার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করল।

(ف) جَهْدًا - فِي الْأَمْرِ : অনেক চেষ্টা করা।

- بِالرَّجُلِ : পরীক্ষা করা।

- الْمَرَضُ : দুর্বল করে দেওয়া।

- اللَّبَنَ : সম্পূর্ণ মাখন বের করে নেওয়া।

جَهَدَ وَأَجْهَدَ - الطَّعَامَ : খেতে আগ্রহ করা।

- الدَّابَّةَ : সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।

(إِفْعَال) إِجْهَادًا - الطَّعَامَ : খেতে আগ্রহ করা।

- الدَّابَّةَ : সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : সতর্কতা অবলম্বন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ/وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ.

مَادَّه : (ج ـ ه ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلطَّاقَةُ ، ضِدّ : اَلْعَجْزُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الْمُسْتَطِيعُ (فا، مذ، مص : إِسْتِطَاعَةً ـ إِسْتِفْعَال) : সক্ষম, সমর্থ।

إِسْتَطَاعَ إِسْتِطَاعَةً – الْأَمْرَ : সামর্থ্য রাখা। শক্তি রাখা।

কখনো تَا হযফ করে দিয়ে إِسْطَاعَ يَسْطِيعُ -ও বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

مَادَّه : (ط ـ و ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : الْقَادِرُ ، ضِدّ : الْعَاجِزُ.

আরো তাহকীক ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أَنْشَأْتُ : আমি রচনা করলাম।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً – الْكَلَامَ : রচনা করা।

– اللّٰهُ الشَّيْئَ : সৃষ্টি করা।

نَشَأَ (ف) وَنَشُؤَ (ك) نَشْأً ، نُشُوْءًا ، نَشْأَةً نَشَاءَةً ، نَشَاءً – الشَّيْئُ : নতুন করে পয়দা হওয়া, জীবিত হওয়া।

– الطِّفْلُ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

عَلٰى مَا : তা সত্ত্বে, عَلٰى হরফটি বাংলায় বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– عَلٰى أَنْ : এতদ্সত্ত্বেও, এছাড়াও, উপরন্তু, অধিকন্তু।

أُعَانِيْ : আমি কষ্টের শিকার হই।

(مُفَاعَلَة) مُعَانَاةً : কষ্টের শিকার হওয়া, কষ্ট সহ্য করা।

– الرَّجُلُ مَالَهُ : মাল হেফাজত করা।

– فُلَانًا : ঝগড়া করা। [বিপরীত] খাতিরদারি করা।

– الْهُمُوْمُ فُلَانًا : দুঃখ-বেদনায় পেয়ে বসা।

(ن) عُنُوًّا، عَنَاءً : নত ও বিনীত হওয়া।

– عَلَيْهِ الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

– هُ الْأَمْرُ : চিন্তায় ফেলে দেওয়া।

– تِ الْأُمُوْرُ بِفُلَانٍ : অবতীর্ণ হওয়া, চেপে পড়া।

(ن) عَنْوًا – الْكِتَابَ : শিরোনাম লেখা। চিঠিতে ঠিকানা লেখা।

(ن) عَنْوَةً : জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া। সন্ধির মাধ্যমে নেওয়া।

(ن ، س) عَنًا : বন্দী হওয়া।

(ض) عَنْيًا : অবতীর্ণ হওয়া।

– فِيْهِ الْأَكْلُ : উপকারী হওয়া।

(ض) عَنْيًا، عِنَايَةً – بِمَا قَالَهُ كَذَا : উদ্দেশ্য করা, অর্থ নেওয়া।

– اللّٰهُ بِهِ عِنَايَةً : হেফাজত করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ

فِي الْحَدِيْثِ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

مَادَّه : (ع ـ ن ـ ى/ع ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي/وَاوِي

مُرَادِف : أُنَاسِيٌّ، ضِدّ : أَنْصُرُ

قَرِيْحَةٌ : (ج) قَرَائِحُ : যে কোনো বস্তুর প্রথম। কূপ থেকে প্রথমবারের তোলা পানি।

قَرِيْحَةُ الْإِنْسَانِ : স্বভাব, ভাব।

قَرِيْحَةُ الشَّاعِرِ أَوِ الْكَاتِبِ : এরূপ ভাবশক্তি, যা লেখক বা কবির উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ক্রিয়াশীল হয়।

(ف) قَرْحًا : জখম করা, আহত করা।

قَرِحَ (س) قَرَحًا (ف) قُرُوْحًا، قِرَاحًا – الْفَرَسُ : ঘোড়া পঞ্চবর্ষীয় হওয়া।

قَرَحَتِ (ف) قُرُوْحًا، قِرَاحًا – النَّاقَةُ : উষ্ট্রীর গর্ভ প্রকাশ পাওয়া।

(س) قَرَحًا : ফোঁড়া হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَقْرِيْحًا – ه : জখম করা, আহত করা।

(اِفْتِعَال) اِقْتِرَاحًا : নির্বাচন করা, বাছাই করা। উদ্ভাবন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَبِيْعَةٌ ، ضِدّ : عَقْلٌ

جَامِدَةٌ : (ج) جَوَامِدُ : জমাট। স্থবির, স্থানু, স্থির, নিশ্চল।

(ن) جَمْدًا، جُمُوْدًا : স্থির হয়ে যাওয়া, জমে যাওয়া, শক্ত হওয়া।

– الدَّمُ : শুকিয়ে যাওয়া।

– تْ يَدُهُ : কার্পণ্য করা, কৃপণ হওয়া।

– تْ عَيْنُهُ : অশ্রু বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(إِفْعَال) إِجْمَادًا : কৃপণ হওয়া।

أَجْمَدَهُ وَجَمَّدَهُ : জমানো, শক্ত করা।

جَمَدٌ، جَمْدٌ : জমে যাওয়া পানি, বরফ।

جَمَدٌ، جَمَدٌ، جُمُدٌ، جُمْدٌ : শক্ত ও উঁচু ভূমি।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

مَادَّه : (ج ـ م ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَاسِخَةٌ ، ضِدّ : ذَائِبَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنْشَأْتُ عَلٰى مَا أُعَانِيْهِ الخ :

এখানে أَنْشَأْتُ ফেয়েল, যমীর ফায়েল। عَلٰى হরফে জর এবং মাউসূল مَا مُبَيَّن এবং مِنْ قَرِيْحَة الخ - بَيَان আর أُعَانِيْهِ ফেয়েল, ফায়েল, মাফউল মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّة হয়ে - صِلَه অতঃপর مَوْصُوْل এবং صِلَه ও بَيَان সহকারে مَجْرُوْر হয়েছে। তারপর جَار এবং مَجْرُوْر মিলে أَنْشَأْتُ ফেয়েলের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَفِطْنَةٍ خَامِدَةٍ، وَرَوِيَّةٍ نَاضِبَةٍ، وَهُمُوْمٍ نَاصِبَةٍ،

অনুবাদ : নিবন্ত মেধা, শুষ্ক চিন্তা এবং ক্লান্তিকর দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও

শাব্দিক অনুবাদ : فِطْنَةٍ মেধা خَامِدَةٍ নিবন্ত رَوِيَّةٍ চিন্তা نَاضِبَةٍ শুষ্ক هُمُوْمٍ দুঃখ-বেদনা نَاصِبَةٍ ক্লান্তিকর।

শব্দ বিশ্লেষণ

فِطْنَةٍ : (ج) فِطَنٌ : বুঝশক্তি। মেধা। বুদ্ধি। অভিজ্ঞতা।

فَطْنٌ، فَطُنٌ، فَطُوْنٌ، فَطِيْنٌ، فَاطِنٌ، فَطِنٌ (ج) فُطُنٌ، فُطْنٌ : চতুর, বুদ্ধিমান।

فَطِنَ (ن،ك،س) فِطْنًا، فَطْنًا، فُطُنًا، فِطْنَةً، فِطَانَةً،

- لِلْأَمْرِ بِهِ وَإِلَيْهِ : বুঝা। উপলব্ধি করা। অভিজ্ঞ হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَفْطِيْنًا - ه بِالْأَمْرِ وَلَهُ وَإِلَيْهِ : বুঝানো।

- التِّلْمِيْذَ : ছাত্রকে বোদ্ধা বানানো।

(مُفَاعَلَة) مُفَاطَنَةً - ه : বুঝাবার জন্য কথার। পুনরাবৃত্তি করা।

(تَفَعُّل) تَفَطُّنًا - لِكَلَامِهِ : বুঝা।

فِي الْحَدِيْثِ : فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَادَّه : (ف ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ذَكَاوَةٌ ، ضِدّ : غَبَاوَةٌ

خَامِدَةٌ (فا، مؤ)، ج : خَوَامِدُ، خَامِدَاتٌ : নিবন্ত।

(ن خَمِدَ(س) خَمْدًا، خُمُوْدًا- النَّارُ :

এভাবে আগুন নিভে যাওয়া, যাতে অঙ্গারের মধ্যে আগুন থেকে যায়। অঙ্গারও নিভে গেলে তজ্জন্য هَمَدَ(ن) هُمُوْدًا ব্যবহার করা হয়।

- تِ الْحُمّٰى : জ্বরের তাপ কমে যাওয়া।

- الْمَرِيْضُ : বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া।

(إِفْعَال) إِخْمَادًا - الرَّجُلُ : অসাড় হওয়া। নীরব হওয়া।

- أَنْفَاسَهُ : মেরে ফেলা। লাঞ্ছিত করা।

- النَّارَ : আগুনের লাভা নিভিয়ে দেওয়া।

خُمُوْدٌ : যেখানে অঙ্গার নিভে যাওয়ার জন্য ফেলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ

مَادَّه : (خ ـ م ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَافِئَةٌ ، ضِدّ : مُشْتَعِلٌ

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوَايَا : চিন্তা-ভাবনা। মনন। প্রয়োজন। ঋণের অবশিষ্টাংশ।

(تَفْعِيْل) تَرْوِيَةٌ : সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : চিন্তা-ভাবনা করা।

- ه : তৃপ্তি ভরে পান করানো।

- ه الشِّعْرَ : কবিতা বর্ণনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

- النَّبَاتَ : গাছগাছালিতে পানি দেওয়া।

أَرْوٰى (إِفْعَال) إِرْوَاءً - ه : তৃপ্তি ভরে পান করানো।

- ه الشِّعْرَ : কবিতা বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

(تَفَعُّل) تَرَوِّيًا : পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া। চিন্তা-ভাবনা করা।

- الْحَدِيْثَ : কারও কাছে কিছু শুনে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা।

- الْقَوْمَ : সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

تَرَوَّتْ مَفَاصِلُهُ : শরীরের জোড়াগুলো স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় হওয়া।

(س) رِيًّا، رَيًّا، رِوًى - مِنَ الْمَاءِ : পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

- الشَّجَرُ : সজীব হওয়া।

(ض) رِوَايَةً - الْحَدِيْثَ : কারও কাছে কিছু শুনে বা পড়ে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা।

- الْحَبْلَ : রশি পাকানো।

- الرَّحْلَ : উটের পিঠে রশি দিয়ে হাওদা বাঁধা।

- رَوَى الْقَوْمَ وَعَلَيْهِمْ وَلَهُمْ : মানুষের জন্য পানি আনা।

فِي الْحَدِيْثِ : تَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا الْمَاءَ حَتّٰى تَرْوِيَ أُصُوْلَ الشَّعْرِ

مَادَّه : (ر ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : فِكْرٌ، ضِدّ : إِهْمَالٌ

هَامٌّ : গুরুত্বপূর্ণ।

هَامَّةٌ : (ج) هَوَامٌّ : বিষাক্ত কীট। সরীসৃপ, সর্প ইত্যাদি।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

مَادَّه : (ه ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْحُزْنُ ، ضِدّ : اَلْاِطْمِئْنَانُ

نَاصِبَةٌ : (فا ، مؤ ، ج : نَوَاصِبُ، نَاصِبَاتٌ) : ক্লান্তিকর। ক্লান্তিময়।

(ض،ن) نَصْبًا - الْمَرَضُ أَوِ الْهَمُّ : অবসন্ন করে দেওয়া। ক্লান্ত করে দেওয়া।

- الشَّئَ : বুলন্দ করা, কায়েম করা, দাঁড় করানো। প্রোথিত করা।

- الشَّجَرَةَ : চারা লাগানো।

- لَهُ رَأْيًا : অভিমত দেওয়া।

- لِفُلَانٍ : শত্রুতা করা।

- اَلْكَلِمَةَ : যবর দেওয়া বা যবর সহকারে পড়া।

- اَلْأَمِيْرُ فُلَانًا : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা।

(س) نَصَبًا : অবসন্ন হওয়া। ক্লান্ত হওয়া।

- فِى الْأَمْرِ : চেষ্টা করা।

(تَفْعِيْل) تَنْصِيْبًا - الشَّئَ : রাখা। স্থাপন করা। বুলন্দ করা।

- الْأَمِيْرُ/ فُلَانًا : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা।

(اِفْعَال) اِنْصَابًا - ه : অবসন্ন করে দেওয়া। ক্লান্ত করে দেওয়া। অংশ নির্ধারণ করা।

-ه الْمَرَضُ : রোগে কষ্ট দেওয়া।

- الْحَدِيْثَ : সনদ বর্ণনা করা।

- السِّكِّيْنَ : হাতল লাগানো।

فِى الْقُرْآنِ : لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ/ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

مَادَّه : (ن ـ ص ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَعَبٌ ، ضِدّ : نَشِيْطٌ

نَاضِبَةٌ : (فا ، مؤ) ، (ج) : نَوَاضِبُ : نَاضِبَاتٌ : শুষ্ক।

(ن،ض) نُضُوْبًا - الْمَاءُ : পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া।

- عَنْهُ الْمَاءُ : পানি শুকিয়ে যাওয়া।

- الْخَيْرُ : কল্যাণ কমে যাওয়া।

- الْقَوْمُ : দূরবর্তী হওয়া।

- فُلَانٌ : মরে যাওয়া।

- مَاءُ وَجْهِهِ : নির্লজ্জ হওয়া।

- فُلَانٌ الثَّوْبَ : পোশাক খুলে ফেলা।

(ن) نَضْبًا - عُمْرُهُ : বয়স শেষ হয়ে যাওয়া।

- الْمَاءُ : প্রবাহিত হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَنْضِيْبًا - الْمَاءُ : পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া।

- تِ النَّاقَةُ : উটনীর দুধ কমে যাওয়া।

(اِفْعَال) اِنْضَابًا - الْقَوْسَ : ধনুক থেকে ধ্বনি বের হওয়ার জন্য ধনুকের জ্যা'তে টান দেওয়া।

مَادَّه : (ن ـ ض ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : غَائِرَةٌ ، ضِدّ : مُبْتَلَّةٌ

(ج) هُمُوْمٌ (و) هَمٌّ : দুঃখ-বেদনা। চিন্তা। ইচ্ছা।

(ن) هَمًّا، مَهَمَّةً - الْأَمْرُ فُلَانًا : দুঃখিত করা, মর্মাহত করা।

- السُّقْمُ جِسْمَهُ : রোগে শরীরকে অকেজো করে দেওয়া।

- تِ الشَّمْسُ الثَّلْجَ : সূর্য কর্তৃক বরফ গলিয়ে দেওয়া।

- اللَّبَنَ : দুধ দোহন করা।

- هَمًّا - بِالشَّئِ : ইচ্ছা করা, চাওয়া, দৃঢ় ইচ্ছা করা।

- (ن) هُمُوْمَةً، هَمَامَةً - الرَّجُلُ : অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।

(ض) هَمًّا، هَمِيْمًا - خَشَاشُ الْأَرْضِ : ভূমির কীট-পতঙ্গের বিচরণ করা।

(ض) الْمَرْأَةُ فِى رَأْسِ الصَّبِىِّ : ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শিশুর ঘুম পাড়ানো। উকুন বের করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

خَمْسِيْنَ مَقَامَةً، تَحْتَوِيْ عَلٰى جِدِّ الْقَوْلِ وَهَزْلِهٖ،

অনুবাদ : পঞ্চাশটি মাকামা, যাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা,

শাব্দিক অনুবাদ : خَمْسِيْنَ পঞ্চাশটি مَقَامَةً মাকামা تَحْتَوِيْ عَلٰى যাতে রয়েছে جِدِّ যথার্থ اَلْقَوْلِ কথা وَهَزْلِهٖ ও রসাত্মক কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَمْسِيْنَ (وَخَمْسُوْنَ) : পঞ্চাশ।

خَمْسَةٌ : পাঁচ।

خُمَاسِيٌّ : পাঁচহরফবিশিষ্ট।

جَارِيَةٌ خُمَاسِيَّةٌ : পঞ্চবর্ষীয়া মেয়ে।

خُمَاسُ وَمَخْمَسُ : পাঁচ-পাঁচ। এ দু'টি শব্দের প্রত্যেকটি خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ থেকে مَعْدُوْلٌ হয়েছে।

جَاءُوْا خُمَاسَ وَ مَخْمَسَ : তারা পাঁচ-পাঁচ জন করে আসল।

خُمْسٌ وَخُمُسٌ : (ج) أَخْمَاسٌ : এক পঞ্চমাংশ।

ضَرَبَ أَخْمَاسًا لِأَسْدَاسٍ : সে প্রতারণা করতে চেষ্টা করল।

(اِفْعَال) إِخْمَاسًا - اَلْقَوْمُ : পাঁচজন হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَخْمِيْسًا - اَلشَّيْئَ : পাঁচ ভাগ করা। বয়াতের দুই পঙক্তির সাথে আরও তিন পঙক্তি যুক্ত করে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট করা।

(ن، ض) خَمْسًا - اَلْقَوْمَ : পঞ্চম হওয়া। মানুষের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

- اَلْمَالَ : মালের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

- اَلْحَبْلَ : পাঁচগুণা দিয়ে রশি পাকানো।

اَلْخَمِيْسُ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ : (ج) أَخْمِسَاءُ، أَخْمِسَةٌ : বৃহস্পতিবার।

اَلْخَمِيْسُ : সেনাবাহিনী।

যেহেতু সেনাবাহিনীতে سَاقَةٌ، قَلْبٌ، مَيْسَرَةٌ، مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ، مَيْمَنَةٌ এই পাঁচটি দল থাকে তাই তাকে اَلْخَمِيْسُ বলা হয়।

رُمْحٌ خَمِيْسٌ وَمَخْمُوْسٌ : পাঁচগজ দীর্ঘ বর্শা।

مُخَمَّسٌ : পাঁচ রুকন বা শাখা বিশিষ্ট। পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট। ক্রেণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَبِثَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا

مَادَّةٌ: (خ - م - س)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نِصْفُ مِئَةٍ، ضِد : مِئَةٌ

مَقَامَةٌ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَحْتَوِيْ : যাতে রয়েছে।

(اِفْتِعَال) اِحْتِوَاءٌ - اَلشَّيْئَ وَعَلَيْهِ : একত্র করা। শামিল করা, অন্তর্ভুক্ত করা।

(ض) حَوَايَةً، حَيًّا - اَلشَّيْئَ : একত্র করা। শামিল করা, অন্তর্ভুক্ত করা।

(س) حَوِيَ، حُوَّةً : সবুজ বা লাল মিশ্রিত কালো হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَحْوِيَةً (لَازِم، مُتَعَدِّي) : হস্তগত করা, সঙ্কুচিত হওয়া।

(تَفَعُّل) تَحَوِّيًا : সঙ্কুচিত হওয়া। গোলাকার হওয়া।

- اَلشَّيْئَ : হস্তগত করা।

- تِ الْحَيَّةُ : কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা।

اَلْحَاوِي : (ج) حُوَاةٌ : যে ব্যক্তি মন্ত্র দিয়ে সর্প জড়ো করে। যে ব্যক্তি অভিনব কীর্তি কলাপ করে।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْ أَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوٰى

مَادَّةٌ : (ح - و - ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : تَشْتَمِلُ ، ضِد : تَتَخَرَّجُ

جِدِّ : যথার্থ। অর্থবহ। প্রকৃত। তাৎপর্যবহ।

جَدَّ(ض) جَدًّا : উঁচু মর্যাদাশীল হওয়া।

- جِدَّةً - اَلثَّوْبُ : নতুন হওয়া।

- جَدًّا - اَلشَّيْئَ : কর্তন করা।

(ض، ن) جِدًّا : চেষ্টা করা।

- فِي الْأَمْرِ : যাচাই করা। যত্নের সাথে কাজ আঞ্জাম দেওয়া। তাড়াহুড়া করা।

- بِهِ الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) جَدًّا- الثَّدْيُ : শুকিয়ে যাওয়া।

- جَدًّا، جُدًّا : ভাগ্যবান হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَجْدِيْدًا، (اِفْعَال) اِجْدَادًا : নবায়ন করা, নতুন করা।

أَجَدَّ ـ ثَوْبًا : নতুন কাপড় পরা।

- الْأَمْرَ : ভালোভাবে যাচাই করা।

- فِى الْأَمْرِ : গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। চেষ্টা করা।

- الطَّرِيْقُ : শক্ত ও সমতল হওয়া।

- الرَّجُلُ : শক্ত ও সমতল ভূমিতে চলা।

(مُفَاعَلَة) مُجَادَّةً : কারো কাছে যাচাই করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِجْدَادًا - الشَّيْئُ : নতুন হওয়া।

- الشَّيْئَ : নতুবা করা বা নতুন পাওয়া।

- الثَّوْبَ : নতুন পোশাক পরিধান করা।

(تَفَعُّل) تَجَدُّدًا - الشَّيْئُ : নতুন হওয়া।

اَلْجَدُّ : (ج) جُدُوْدَةٌ، جُدُوْدٌ، أَجْدَادٌ : দাদা [পিতামহ], নানা [মাতামহ]।

اَلْجَدُّ : ভাগ্য। মাহাত্ম্য। ভক্তি। আয়। নদীর তট।

اَلْجِدُّ : চেষ্টা। গাম্ভীর্য। তাড়াতাড়ি। সুপ্রমাণিত। সুপ্রতিষ্ঠিত।

اَلْجُدُّ : অংশ। ভাগ্য। পানি ভরা কূপ। মরু বিয়াবানের প্রান্তে অবস্থিত সামান্য পানি। সমুদ্র সৈকত। যে কোনো বস্তুর কেনারা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

فِى الْحَدِيْثِ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

مَادَّه : (ج ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : حَقِيْقَةٌ ، ضِدّ : هَزْلٌ

اَلْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ، (جج) أَقَاوِيْلُ : কথা। বাণী। অভিমত। মন্তব্য। বক্তব্য।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا

مَادَّه : (ق ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : نُطْقٌ ، ضِدّ : فِعْلٌ

هَزْلٌ : রসিকতা। রসাত্মক কথা। অর্থহীন কথা।

(س) هَزَلًا، (ض) هَزْلًا : রসিকতা করা।

(ن، ض) هَزْلًا، هُزْلًا : দুর্বল হওয়া, ক্ষীণকায় হওয়া।

(اِفْعَال) اِهْزَالًا، (تَفْعِيْل) تَهْزِيْلًا : দুর্বল ও শীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَة) مُهَازَلَةً، هِزَالًا : রসিকতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

مَادَّه : (ه ـ ز ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِزَاحٌ ، ضِدّ : جِدٌّ

Free @ www.eilm.weebly.com

وَرَقِيْقِ اللَّفْظِ وَجَزْلِهِ، وَغُرَرِ الْبَيَانِ وَدُرَرِهِ، وَمُلَحِ الْأَدَبِ وَنَوَادِرِهِ، إِلَى مَا وَشَّحْتُهَا بِهِ مِنَ الْآيَاتِ،

অনুবাদ : সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও তার মণি-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকদার ও দুর্লভ বিষয়াদি। এর পাশাপাশি তাকে আমি অলংকৃত করেছি [কুরআনের] আয়াত।

শাব্দিক অনুবাদ : رَقِيْقِ সহজ-মিষ্ট اللَّفْظِ শব্দ وَجَزْلِهِ ও সাবলীল وَغُرَرِ চমকপ্রদ الْبَيَانِ বর্ণনা وَدُرَرِهِ তার মণি-মুক্তা مُلَحِ চটকদার الْأَدَبِ সাহিত্য وَنَوَادِرِهِ দুর্লভ বিষয়াদি إِلَى مَا এর পাশাপাশি وَشَّحْتُهَا তাকে অলঙ্কৃত করেছি مِنَ الْآيَاتِ কুরআনের আয়াত।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَقِيْقٌ : (ج) أَرِقَّاءُ : পাতলা। হালকা। সহজ-মিষ্ট। নম্র।
(ض) رِقَّةً : পাতলা হওয়া।
- لَهُ : দয়া করা।
- وَجْهُهُ : লজ্জা করা।
(ض) رِقًّا : দাস হওয়া, দাস থাকা।
- الرَّجُلُ : দুরবস্থার শিকার হওয়া ও অর্থ-সম্পদ কমে যাওয়া।
(تَفْعِيْل) تَرْقِيْقًا ـ ، : পাতলা করা।
- اللَّفْظَ : নরম স্বরে পড়া।
- الْكَلَامَ : সুন্দরভাবে কথা বলা।
- مَشْيَهُ : ধীরে চলা।
- مَا بَيْنَ الْقَوْمِ : বিবাদ সৃষ্টি করা।
فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّ أَبَابَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ
اَلْمَادَّةُ : (ر ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : سَهْلٌ ، ضِدّ : صَعْبٌ
اَللَّفْظُ : (ج) أَلْفَاظٌ : উচ্চারিত শব্দ বা কথা।
(ض ، س) لَفْظًا - الشَّيْءَ وَبِالشَّيْءِ مِنْ فَمِهِ : মুখ থেকে কিছু নিক্ষেপ করা। ফেলে দেওয়া।
- الْبَحْرُ الشَّيْءَ : নদীর কেনারায় নিক্ষেপ করা।
- فُلَانٌ نَفْسَهُ : মরে যাওয়া।
- الرَّجُلُ : মরে যাওয়া।
- تِ الْبِلَادُ أَهْلَهَا : বের করে দেওয়া।
لَفَظَ وَتَلَفَّظَ بِالْكَلَامِ : কথা বলা। উচ্চারণ করা।
لَفِيْظٌ وَمَلْفُوْظٌ : নিক্ষিপ্ত বস্তু। উচ্চারিত শব্দ।
فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ
مَادَّه : (ل ـ ف ـ ظ)، جِنْس : صَحِيْح ـ
مُرَادِف : اَلْكَلِمَةُ، ضِدّ : اَلْمَعْنَى ـ
جَزْلٌ (وَجَزِيْلٌ) : (ج) أَجْزَالٌ، جِزَالٌ : সাবলীল। প্রাঞ্জল। মোটা। বড়।
(ك) جَزَالَةً - الشَّيْءُ : বড় হওয়া। মোটা হওয়া।
- الْمَنْطِقُ : প্রাঞ্জল ও সাবলীল হওয়া।
- الرَّجُلُ : সুচিন্তিত ও দৃঢ় অভিমত পোষণকারী হওয়া।
(ض) جَزْلًا : কর্তন করা, দু'টুকরো করা।
(س) جَزَلًا- الْبَعِيْرُ أَوِالْبَقَرُ : গোকান্দা হওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : فَأَجْمَعُوْا إِلَى حَطَبًا كَثِيْرًا جَزْلًا
مَادَّه : (ج ـ ز ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْفَصِيْحُ/اَلْعَظِيْمُ ، ضِدّ : غَيْرُ فَصِيْحٍ/رَقِيْقٌ
(ج) غُرَرٌ : (و) غُرَّةٌ : ঘোড়ার কপালের শুভ্রতা।
غُرَّةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো জিনিসের প্রথম ও সিংহভাগ।
غُرَّةٌ مِنَ الْقَوْمِ : সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
غُرَّةٌ مِنَ الرَّجُلِ : চেহারা।
اَلْغُرَّةُ : দাস/ দাসী।
اَلْغُرَرُ : মাসের প্রথম তিন রাত্রি।

আরবগণ চান্দ্রমাসকে তিনরাত্রি তিনরাত্রি করে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগকে এক একটি স্বতন্ত্র নামে নামকরণ করে থাকে। যেমন প্রথম তিন রাত্রিকে বলা হয় ১. غُرَرٌ তার পরের তিন রাত্রিকে বলা হয় ২. نُفَلٌ এভাবে ক্রমানুসারে বলা হয়- ৩. تُسَعٌ, ৪. عُشَرٌ, ৫. بِيْضٌ, ৬. دُرَعٌ, ৭. ظُلَمٌ, ৮. حَنَادِسُ, ৯. وَادِيٌّ, ১০. مَحَاقٌ -

(س) غَرَرًا، غُرَّةً، غَرَارَةً : সুন্দর ও শুভ্র হওয়া।
(ض) غَرًّا، غَرَارَةً : অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিশুসুলভ কাজ করা।
(ن) غَرًّا، غِرَّةً، غُرُوْرًا : প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া।
(ن) غَرًّا ، غِرَارًا، (س) غَرَارَةً : সম্ভ্রান্ত হওয়া, অনভিজ্ঞ হওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ
مَادَّه : (غ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : بَيَاضٌ ، ضِدّ : سَوَادٌ
اَلْبَيَانُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(ج) دُرَرٌ ، دُرَّاتٌ، (و) دُرٌّ : বড় মুক্তা।

Free @ www.eilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
مَادَّه : (د . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَف
مُرَادِف : اَللُّؤْلُؤُ ، ضِدّ : جَصٌّ

(ج) مُلَحٌ (و) مُلْحَةٌ (بِتَسْكِيْنِ اللَّامِ) : । তীব্র নীল। বরকত। ভয়। শ্রদ্ধা বিজড়িত ভীতি। চটকদার কথা।
مُلَحَةٌ : (بِفَتْحِ اللَّامِ) : । চটকদার কথা।
(ف، ض) مَلْحًا – اَلطَّعَامَ : । খাবারে লবণ দেওয়া।
– اَلرَّجُلَ : । গিবত করা।
(ف، ك) مُلُوْحَةً، مَلَاحَةً، مُلُوْحًا – اَلْمَاءُ : । লবণাক্ত হওয়া।
(ك) مَلَاحَةً، مُلُوْحَةً : । সুদর্শন হওয়া। লাবণ্যময় সুন্দর হওয়া।
(س) مَلَحًا : । নীলাভ হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَمْلِيْحًا، (اِفْعَال) إِمْلَاحًا – اَلطَّعَامَ : খাবারে অধিক লবণ দেওয়া।
– اَلْمُتَكَلِّمُ : । সুন্দর ও রসাত্মক কথা বলা।
اَلْمِلْحُ : । লবণ।
فِي الْقُرْآنِ : هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
مَادَّه : (م . ل . ح) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : لَطِيْفَةٌ ، ضِدّ : هَزْلٌ

اَلْأَدَبُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) نَوَادِرُ، (و) نَادِرَةٌ : । দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য।
نَوَادِرُ الْكَلَامِ : অভিনব বক্তব্য। কম ব্যবহৃত হয় এরূপ শব্দ বা বাক্য। উৎকর্ষে মানোত্তীর্ণ বক্তব্য।
نَدَرَ (ن) نَدْرًا، نُدُوْرًا : । দুর্লভ হওয়া। মারা যাওয়া।
(ن) نَدْرًا – اَلْكَلَامُ : সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হওয়া,
(ك) نَدَارَةً : । উৎকৃষ্ট হওয়া/বিস্ময়কর ও অভিনব হওয়া।
(اِفْعَال) إِنْدَارًا : । নতুন কোনো কথা বলা বা কাজ করা।
فِي الْحَدِيْثِ : فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ
مَادَّه : (ن . د . ر) جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْغَرِيْبُ ، ضِدّ : اَلشَّائِعُ

إِلٰى مَا : । তার পাশাপাশি, এছাড়াও, অধিকন্তু।

وَشَّحْتُ : । আমি অলঙ্কৃত করেছি।
(تَفْعِيْل) تَوْشِيْحًا : । মালা পরানো, অলঙ্কৃত করা।
(تَفَعُّل) تَوَشُّحًا، (اِفْتِعَال) اِتِّشَاحًا : মালা পরা।
– بِسَيْفِهِ : । গলায় তরবারি ঝুলানো।
– بِثَوْبِهِ : পোশাক পরা অথবা কাপড় বগলের নিচ থেকে নিয়ে কাঁধের উপর রাখা।
– اَلْجَبَلَ : । পাহাড়ের উপর চলা।
وِشَاحٌ : (ج) وُشُحٌ ، أَوْشِحَةٌ ، وَشَائِحُ : । গলার মালা।
فِي الْحَدِيْثِ : لَأَعْدَمْتُ رَجُلًا وَشَّحَكَ هٰذَا الْوِشَاحَ
مَادَّه (و . ش . ح) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : زَيَّنْتُ ، ضِدّ : قَبَّحْتُ

(ج) اَلْآيَاتُ وَ الْآيُ (و) آيَةٌ : । নিদর্শন। চিহ্ন। সূরার অংশ। কুরআনের আয়াত। শিক্ষা।
آيَةُ الرَّجُلِ : । অস্তিত্ব। দল।
خَرَجَ الْقَوْمُ بِآيَتِهِمْ : । লোকজন দলবল সহকারে বের হয়ে গেল।
فِي الْقُرْآنِ : تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ
مَادَّه : (أ . و . ي) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا وَلَفِيْف مَقْرُوْن)
مُرَادِف : عَلَامَةٌ ، ضِدّ : سُوْرَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : جِدِّ الْقَوْلِ وَهَزْلِهِ :
এখানে إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে।

قَوْلُهُ : رَقِيْقِ اللَّفْظِ وَجَزْلِهِ :
এখানেও إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ টা إِضَافَتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَمَحَاسِنِ الْكِنَايَاتِ :
এ জায়গায়ও إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : جِدِّ الْقَوْلِ وَهَزْلِهِ ... وَجَزْلِهِ :
جَزْل ও هَزْل -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : دُرَرِ الْبَيَانِ وَغُرَرِهِ
غُرَر এবং دُرَر -এর মাঝেও جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

غُرَرِ الْبَيَانِ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ ও اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে। কেননা এখানে بَيَان কে ঘোড়ার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه উহ্য হওয়ার কারণে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হয়েছে। আর ঘোড়ার জন্য غُرَر [শুভ্রতা] لَازِم, সুতরাং এতে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।
دُرَرِه -এর মধ্যে إِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِه إِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ : مُلَحَ الْأَدَبِ
مُلَحِ الْأَدَبِ -এর মধ্যে إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَشَّحْتُهَا
এখানেও اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة ও اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হয়েছে, কেননা এখানে هَا যমীরের مَرْجِع হলো خَمْسِيْنَ مَقَامَة আর উহাকে এখানে সুন্দরী মহিলার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه উহ্য রয়েছে। সুতরাং এটা اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হলো। আর সুন্দরী মহিলার জন্য تَوْشِيْح অলঙ্কৃত করা مُنَاسِب বিষয়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَحَاسِنِ الْكِنَايَاتِ ـ

অনুবাদ : ও সুন্দর সুন্দর ইঙ্গিতবহ বাক্যাবলি দ্বারা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَحَاسِنِ ও সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলি দ্বারা الْكِنَايَاتِ ইঙ্গিতবহ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) مَحَاسِنُ، (و) حُسْنٌ (خِلَافَ قِيَاسٍ) : সৌন্দর্য। রূপবত্তা। শোভা। মনোহারিতা। কনুইয়ের নিকটস্থ একটি হাঁড়।

اَلْمَحَاسِنُ : শরীরের সুন্দর জায়গাগুলো।

حُسْنُ سَاعَةٍ : এক প্রকার ফুল, যা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্যোদয়ের পর শুকিয়ে যায়। যেহেতু এফুলের সৌন্দর্য অতি সামান্য সময় টিকে থাকে তাই এ ফুলকে حُسْنُ سَاعَةٍ [ক্ষণিকের সৌন্দর্য] বলা হয়।

سِتُّ الْحُسْنِ : এক প্রকার পরাশ্রয়ী লতিকা, যার ফুল অতি মনোহর হয়।

(ك، ن) حُسْنًا : সুন্দর হওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْسِينًا ـ ء : সুন্দর বানানো, সজ্জিত করা।

(مُفَاعَلَة) مُحَاسَنَةً : সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা করা। নম্র ব্যবহার করা। সদ্ব্যবহার করা। সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা। বলা হয়–

إِنِّى لَأُحَاسِنُ بِكَ النَّاسَ : আমি তোমার সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের সাথে গর্ব করি।

(إِفْعَال) إِحْسَانًا : নেক কাজ করা। ভালোভাবে করা। সুন্দরভাবে তৈরি করা। ভালোভাবে জানা বা পারা।

ـ إِلَيْهِ وَبِهِ : সদ্ব্যবহার করা।

فُلَانٌ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ : সে ভালোভাবে পড়তে পারে।

(تَفَعُّل) تَحَسُّنًا : সুন্দর হওয়া। উত্তম হওয়া।

إِسْتَحْسَنَ (اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْسَانًا ـ ء : ভালো মনে করা।

فِى الْقُرْآنِ : لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ

مَادَّة : (ح ـ س ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَمِيْلٌ ، ضِدّ : قَبِيْحٌ

(ج) اَلْكِنَايَاتُ ، (و) كِنَايَةٌ : ইঙ্গিত, ইশারা।

اَلْكِنَايَةُ : لَفْظٌ أُرِيْدَ بِهِ لَازِمُ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَصْلِىْ لِعَدَمِ وُجُوْدِ قَرِيْنَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَتِهِ :

"পরিভাষায় এমন শব্দকে كِنَايَة বলে, যার অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য কোনো অন্তরায় না থাকলে তার প্রকৃত অর্থও গ্রহণ করা যায়।"

(ض) كِنَايَةً : একটা বলে অন্যটা উদ্দেশ্য করা, ইঙ্গিত করা।

(إِفْعَال) إِكْنَاءً، (تَفْعِيل) تَكْنِيَةً، (ض) كُنْيَةً، كِنْيَةً زَيْدًا بِأَبِى فُلَانٍ : –অন্যের উপনাম রাখা, কুনিয়াত রাখা।

(تَفَعُّل) تَكَنِّيًا (اِفْتِعَال) اِكْتِنَاءً، بِكَذَا : উপনাম গ্রহণ করা, আত্মগোপন করা।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنِ اكْتَنَى بِكُنْيَتِىْ فَلَا يَتَسَمَّى بِإِسْمِىْ

مَادَّة : (ك ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : اَلْإِشَارَاتُ ، ضِدّ : اَلتَّصْرِيْحَاتُ

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَرَصَّعْتُهُ فِيْهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللَّطَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ، وَالْأَحَاجِي النَّحْوِيَّةِ،	**অনুবাদ :** এবং আমি তাতে খচিত [সংযোজিত] করেছি আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক মানসম্পন্ন রম্য রচনা, ব্যাকরণিক ধাঁধা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَرَصَّعْتُهُ فِيْهَا এবং আমি তাতে খচিত করেছি مِنَ الْأَمْثَالِ প্রবাদ-প্রবচন الْعَرَبِيَّةِ আরবি اللَّطَائِفِ রম্য রচনা الْأَدَبِيَّةِ সাহিত্যিক মানসম্পন্ন وَالْأَحَاجِي ধাঁধা النَّحْوِيَّةِ ব্যাকরণিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَصَّعْتُ : আমি খচিত [সংযোজিত] করেছি।

(تَفْعِيْل) تَرْصِيْعًا التَّاجَ أَوْغَيْرَهُ : টুপি বা অন্য কিছুতে মনিরত্ন খচিত করা বা সংযোজিত করা।

- الطَّائِرُ عُشَّهُ : খড় ও খড়ি জড়ো করে পাখির নীড় রচনা করা।

(ف) رَصْعًا - بِيَدِهِ : থাপ্পর মারা।

- بِالرُّمْحِ : শক্ত বর্শা নিক্ষেপ করা।

- الْحَبَّ : দু'টি পাথরের মাঝে কোনো কিছুর বীচি রেখে পেষা।

(ف) رَصْعًا، رُصُوْعًا- بِالْمَكَانِ : কোথাও বসবাস করা।

(س) رَصَعًا - بِالشَّيْءِ : এঁটে যাওয়া।

- بِالطِّيْبِ : সুগন্ধিময় হওয়া।

- الْمَرْأَةَ رِصَاعًا : সঙ্গম করা।

أَرْصَعَ (إِفْعَال) إِرْصَاعًا - بِالرُّمْحِ : শক্ত বর্শা নিক্ষেপ করা।

(تَفَعُّل) تَرَصُّعًا - بِالشَّيْءِ : সজ্জিত হওয়া। খচিত হওয়া। সংযোজিত হওয়া।

فِيْ حَدِيْثِ الْمُلَاعَنَةِ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُرَيْصَعَ.

مَادَّه : (ر ـ ص ـ ع)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَلْصَقْتُ/ضَمَمْتُ، ضِدّ : طَرَحْتُ/حَذَفْتُ

(ج) الْأَمْثَالُ (و) مَثَلٌ : মতো, সদৃশ। প্রবাদ-প্রবচন। শিক্ষা, প্রমাণ।

(ن) مُثُوْلًا : সাদৃশ্য হওয়া।

- الْقَمَرُ : উদিত হওয়া। অস্তমিত হওয়া।

- التَّمَاثِيْلَ : প্রতিমা প্রস্তুত করা।

- الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ فُلَانٍ : কারো সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।

(ك) مَثَالَةً : উত্তম হওয়া। আদর্শপূর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

مَادَّه : (م ـ ث ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَمَاذِجُ، ضِدّ : أَضْدَادٌ

اَلْعَرَبِيَّةُ : আরবি ভাষায় ব্যবহৃত। আরবি সংক্রান্ত, আরবি সম্পর্কিত। আরবি ভাষা। আরব দেশীয়।

اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : আরবি ভাষা।

اَلْأَعْرَابِيُّ :(ج) أَعْرَابٌ আরব বেদুইন।

(ك) عُرْبًا، عُرُوْبًا، عُرُوْبَةً، عُرُوْبِيَّةً، عَرَابَةً : বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় কথা বলা। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষী হওয়া।

(س) عَرَبًا : পেটের পাকযন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া।

- الْجُرْحُ : ক্ষতস্থান ফুলে ও পেকে যাওয়া।

- الْبِئْرُ : কূপে প্রচুর পানি থাকা।

- الرَّجُلُ : মুখের জড়তা কাটিয়ে উঠার পর প্রাঞ্জল ভাষী হওয়া।

(ض) عَرْبًا - الطَّعَامَ : খাওয়া।

(تَفْعِيْل) تَعْرِيْبًا - الْمَنْطِقَ : কথোপকথনকে ইরাবগত ভুল থেকে মুক্ত করা।

- الْكِتَابَ : আরবি ভাষায় অনুবাদ করা।

- عَلَيْهِ فِعْلَهُ : কারও কাজের মন্দত্ব বলে দেওয়া।

- قَوْلَهُ : উপেক্ষা করা।

(إِفْعَال) إِعْرَابًا - الشَّيْءَ : প্রকাশ করা।

- الْكَلَامَ : বিশুদ্ধ ও সাবলীলভাবে বক্তব্য পেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيْنٌ .

مَادَّه : (ع ـ ر ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لُغَةُ الضَّادِ، ضِدّ : اَلْعَجَمِيَّةُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ج) اَللَّطَائِفُ (و) لَطِيْفَةٌ : চিত্তাকর্ষক উক্তি। রম্য গল্প। মনোরম কথা। তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য।

(ن) لُطْفًا - بِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ : অনুগ্রহ করা।

(ك) لُطْفًا، لَطَافَةً : সূক্ষ্ম হওয়া। ক্ষুদ্র হওয়া।

- كَلَامُهُ : নম্র হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَلْطِيْفًا - اَلشَّيْئَ : নরম করা, সূক্ষ্ম করা।

(مُفَاعَلَة) مُلَاطَفَةً - ه : ভালো ব্যবহার করা, সদ্ব্যবহার করা। নম্র ভাষায় কথা বলা।

(اِفْعَال) اِلْطَافًا - اَلسُّؤَالَ : সুন্দরভাবে আবেদন করা বা চাওয়া।

(تَفَعُّل) تَلَطُّفًا : বিনয় প্রকাশ করা।

- بِه : কৌশল করে গোপন কথা জেনে নেওয়া।

- اَلْأَمْرَ وَفِى الْأَمْرِ : নম্র ব্যবহার করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

مَادَّه : (ل ـ ط ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُلْحَةٌ، ضِدّ : جِدٌّ

اَلْأَدَبِيَّةُ : সাহিত্য সংক্রান্ত, সাহিত্য সম্পর্কিত। সাহিত্যমান -সম্পন্ন। এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدُبَتِهٖ.

مَادَّه : (أ ـ د ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : اَلْبَلِيْغَةُ/اَلْفَصِيْحَةُ، ضِدّ : اَلرَّدِيْئَةُ

(ج) اَلْأَحَاجِىْ (و) أُحْجُوَّةٌ، أُحْجِيَّةٌ : ধাঁধা। কৌতূহলজনক বাক্য।

اَلْحِجٰى وَالْحِجَا : (و) أَحْجَاءٌ : বুদ্ধি। চাতুর্য। পর্দা। কেনারা। কোণ।

(مُفَاعَلَة) مُحَاجَاةً : ধাঁধা পেশ করা। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করা।

حَاجَيْتُهٗ فَحَجَوْتُهٗ : আমি বুদ্ধিমত্তায় তার মোকাবিলা করেছি এবং আমি বিজয়ী হয়েছি।

فِى الْحَدِيْثِ : حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجٰى

مَادَّه : (ح ـ ج ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : اَللُّغْزُ، ضِدّ : جِدّ

اَلنَّحْوِيَّةُ : নাহবসংক্রান্ত, নাহববিষয়ক।

(ن) نَحْوًا - اَلشَّيْئَ : ইচ্ছা করা।

نَحَانَحْوَفُلَانٍ : অনুসরণ করা।

اَلنَّحْوُ শব্দটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়

১. ইচ্ছা। যেমন- نَحَوْتُ هٰذَا نَحْوًا : আমি এটা ইচ্ছা করেছি।

২. দিক। যেমন- هُنَّ نَحْوَ الْبَيْتِ عَامِدَاتٌ : তারা গৃহের দিকে ফিরছে।

৩. সদৃশ। মতো। যেমন- هٰذَا نَحْوُهٗ : এটা তার মতো বা তৎসদৃশ।

৪. প্রকার। যেমন- هٰذَا عَلٰى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : এটা চার প্রকার।

৫. পথ। যেমন- هٰذَا النَّحْوُ السَّوِيُّ : এটাই সরল পথ।

৬. সাবলীলতা। যেমন- مَاأَحْسَنَ نَحْوَكَ فِى الْكَلَامِ : তোমার ভাষা কতই না সাবলীল।

৭. ফেরানো। যেমন- نَحَوْتُ بَصَرِىْ إِلَيْهِ : আমি তার প্রতি আমার দৃষ্টি ফিরিয়েছি।

فِى الْحَدِيْثِ : أَلَا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلٰى نَحْوٍ مِمَّا قَالَ عُمَرُ

مَادَّه : (ن ـ ح ـ و)، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

বাক্য বিশ্লেষণ

رَصَّعْتُهٗ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِع পূর্বে উল্লিখিত বাক্য إِلَى مِنَ الْأَمْثَالِ আর مُبَيِّن এবং এটা مَا -এর مَا وَشَّحْتُهَا بِه - بَيَان হলো তার الخ

আর فِيْهَا -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِع হলো خَمْسِيْنَ مَقَامَاتٌ।

বালাগাত

এখানে مَقَامَات কে সুন্দরী মহিলার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত হয়েছে। مُشَبَّه بِه উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এতে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর সুন্দরী মহিলার জন্য تَرْصِيْع হলো مُنَاسِب এবং এটা مُشَبَّه -এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই এতে إِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالْفَتَاوَى اللُّغَوِيَّةِ، وَالرَّسَائِلِ الْمُبْتَكَرَةِ، وَالْخُطَبِ الْمُحَبَّرَةِ، وَالْمَوَاعِظِ الْمُبْكِيَةِ،	**অনুবাদ** : আভিধানিক ফতোয়া, অভিনব পত্রাবলি, সালংকার বক্তৃতামালা, ক্রন্দনোদ্রেককর উপদেশাবলি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْفَتَاوَى ফতোয়া اللُّغَوِيَّةِ আভিধানিক وَالرَّسَائِلِ পত্রাবলি الْمُبْتَكَرَةِ অভিনব وَالْخُطَبِ বক্তৃতামালা وَالْمُحَبَّرَةِ সালংকার وَالْمَوَاعِظِ উপদেশাবলি الْمُبْكِيَةِ ক্রন্দনোদ্রেককর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْفَتَاوَى (ج)، (و) اَلْفُتْيَا، اَلْفَتْوَى، اَلْفُتْوَى : মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দীনী ও দুনিয়াবী বিষয়াদির শরিয়তপ্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

(اِفْعَال) إِفْتَاءً : ফতোয়া প্রদান করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِفْتَاءً : ফতোয়া চাওয়া।

(س) فَتِيَ، (تَفَعُّل) تَفَتِّيًا : যুবক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

مَادَّه : (ف ـ ت ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : آرَاءٌ.

اَللُّغَوِيَّةُ : আভিধানিক, অভিধান সংক্রান্ত।

اَللُّغَةُ : (ج) لُغُونٌ، لُغَاتٌ، لُغًى ভাষা, শব্দ।

(ن) لَغْوًا – بِكَذَا : বলা।

– الشَّيْءُ : নষ্ট হওয়া।

– الرَّجُلُ : বঞ্চিত হওয়া।

– عَنِ الطَّرِيقِ : পথচ্যুত হওয়া।

(ن) لَغْوًا، (س) لَغًى، لَغَايَةً، لَاغِيَةً، مَلْغَاةً – فِي قَوْلِهِ : কথা বলতে ভুল করা, না বুঝে-সুঝে বলা।

(س) لَغِيَ – بِالْأَمْرِ : আগ্রহী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

مَادَّه : (ل ـ غ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اَللِّسَانِيَّةُ، ضِدّ : اَلْاِصْطِلَاحِيَّةُ

اَلرَّسَائِلُ، رِسَالَاتٌ، (و) اَلرِّسَالَةُ : বার্তা। রাসূলের দায়িত্ব। দূতালি। চিঠি। পুস্তিকা।

(س) رَسَلًا، رَسَالَةً – الشَّعْرُ : চুল লম্বা হওয়া।

– الْبَعِيرُ : ধীরগতি হওয়া।

(اِفْعَال) إِرْسَالًا : প্রেরণ করা। ছেড়ে দেওয়া।

– الْقَوْلَ : কোনো রকম শর্ত আরোপ ব্যতিরেকে কথা বলা।

– فُلَانًا عَلَيْهِ : উস্কিয়ে দেওয়া।

– بِهِ إِلَيْهِ : কাউকে বার্তা নিয়ে পাঠানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

مَادَّه : (ر ـ س ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : صَحَائِفُ، ضِدّ : كُتُبٌ

اَلْمُبْتَكَرَةُ (مف، مؤ، مصـ: اِبْتِكَارٌ) : অভিনব, নতুন।

اَلرِّسَالَةُ الْمُبْتَكَرَةُ : নতুন ধাচে ও নতুন আঙ্গিকে রচিত ও উপস্থাপিত পুস্তিকা। অভিসন্দর্ভ।

(اِفْتِعَال) اِبْتِكَارًا – اَلْفَاكِهَةَ : মৌসুমের প্রথম ফল খাওয়া।

– الشَّيْءَ : নতুন করে উদ্ভাবন করা।

– تِ الْمَرْأَةُ : প্রথমবারে পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া।

(ن) بُكُورًا : প্রত্যুষে সূর্য উঠার পূর্বে বের হওয়া। অগ্রসর হওয়া। জলদি করা।

(س) بَكَرًا : জলদি করা।

(تَفْعِيل) تَبْكِيرًا : সকালে পাঠানো। অগ্রসর হওয়া। দ্রুত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا.

مَادَّه : (ب ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلْمُبْتَدَعَةُ، ضِدّ : اَلْقَدِيمَةُ

(ج) اَلْخُطَبُ، (و) اَلْخُطْبَةُ : বক্তৃতা, বক্তব্য, খুতবা, ভাষণ।

خُطْبَةُ الْكِتَابِ : গ্রন্থের ভূমিকা।

خُطْبَةٌ – مِنَ الْأَلْوَانِ : ধুসর বর্ণ বা হলুদ বর্ণ, যাতে সবুজ বা লাল রঙের মিশ্রণ থাকে। কালো রঙ, যাতে লাল বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে।

اَلْخِطْبَةُ : বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া। বিবাহের প্রস্তাব। যে রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

Free@www.eilm.weebly.com

اَلْخُطَبُ : (ج) اَخْطَابٌ : যে রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যে পুরুষ বিবাহের প্রস্তাব দেয়।

اَلْخَطْبُ : (ج) خُطُوْبٌ : অবস্থা। কঠিন বিষয়।

اَلْخِطَ... আলোচনা বক্তব

(ن) خُطْبَةً، خَطَابَةً : বক্তৃতা করা, ভাষণ দেওয়া।

(ن) خَطْبًا، خِطْبَةً : বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া।

(س) خَطَبًا : লাল বা হলুদ রঙ মিশ্রিত কালো বর্ণ হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُخَاطَبَةً، (تَفَاعُل) تَخَاطُبًا : কারো সাথে কথা বলা বা আলোচনা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا.

مَادَّه : (خ ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُحَاضَرَةُ، ضِدّ : اَلْكِتَابَةُ

اَلْمُحَبَّرَةُ : সালঙ্কার, অলঙ্কারযুক্ত, সজ্জিত, সুশোভিত।

(تَفْعِيْل) تَحْبِيْرًا – الشَّيْئَ : সজ্জিত করা। সুশোভিত করা। কারুকার্য করা।

– الدَّوَاةَ : কালি দ্বারা ভর্তি করা।

– اَلْكَلَامَ أَوِ الشِّعْرَ : উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করা।

حَبَرَ (ن) حَبْرًا – الشَّيْئَ : সজ্জিত করা। সুশোভিত করা। কারুকার্য করা।

(ن) حَبْرًا، حَبْرَةً (إِفْعَال) أَحْبَارًا –ه : সন্তুষ্ট করা।

(س) حُبُوْرًا، حَبَرًا : সন্তুষ্ট হওয়া।

اَلْحَبِيْرُ : (ج) حُبُرٌ : মোলায়েম ও কারুকার্য খচিত চাদর।

اَلْحَبْرِ وَالْحِبْرُ : (ج) حُبُوْرٌ، أَحْبَارٌ : আলেম, জ্ঞানী। সন্তুষ্টি। নেয়ামত।

اَلْحَبْرُ الْأَعْظَمُ : পোপ, ইহুদিদের বড় পণ্ডিত।

اَلْحِبْرُ : (ج) حُبُوْرٌ : কালি। সৌন্দর্য। কারুকার্য। দাঁতের হরিদ্রাভ।

فِى الْقُرْآنِ : أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ

مَادَّه : (ح ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُوَشَّحَةُ، ضِدّ : اَلسَّاذِجَةُ

(ج) اَلْمَوَاعِظُ، (و) اَلْمَوْعِظَةُ : উপদেশ, নসিহত।

(ض) وَعْظًا، عِظَةً : উপদেশ দেওয়া নসিহত করা। অপরাধের জন্য অনুশোচনা জাগ্রত করে এবং সংশোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এরূপ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

(اِفْتِعَال) اِتِّعَاظًا : উপদেশ গ্রহণ করা। উপদেশ মোতাবেক আমল করা।

وَاعِظٌ : (ج) وُعَّاظٌ، وَاعِظُوْنَ : উপদেশদাতা, ওয়ায়েজ।

وَعَّاظٌ : অধিক উপদেশদাতা।

وَعْظَةٌ : (ج) وَعَظَاتٌ، عِظَةٌ : (ج) عِظَاتٌ، مَوْعِظَةٌ : (ج) مَوَاعِظُ : ওয়াজ, নসিহত, উপদেশ।

فِى الْقُرْآنِ : هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ

مَادَّه : و ـ ع ـ ظ جِنْس : مِثَال

مُرَادِف : اَلنَّصِيْحَةُ، ضِدّ : اَلْوَسْوَسَةُ

اَلْمُبْكِيَةُ (فا، مؤ، إِفْعَال، مصـ : إِبْكَاءٌ) । ক্রন্দনোদ্রেককর।

(إِفْعَال) إِبْكَاءٌ، (تَفْعِيْل) تَبْكِيَةٌ، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِبْكَاءٌ : ক্রন্দন করানো।

(تَفَاعُل) تَبَاكِيًا : কান্নার ভান করা, কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন করে ক্রন্দন করা।

(ض) بُكَاءٌ ، بُكًى : ক্রন্দন করা।

بَكَى وَبَكَّى – الْمَيِّتَ : মৃতের জন্য ক্রন্দন করা।

اَلْبَكَّاءُ ، اَلْبَكِيُّ : অধিক ক্রন্দনশীল।

اَلتِّبْكَاءُ، اَلتَّبْكَاءُ : ক্রন্দন, আহাজারি।

بُكَاءٌ : আহাজারি, বিলাপ।

بُكًى : নীরব অশ্রু বিসর্জন। বিগলিত অশ্রু।

فِى الْقُرْآنِ : وَاِنَّهٗ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

مَادَّه : (ب ـ ك ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَلْمُسْتَدْمِعَةُ ، ضِدّ : اَلْمُضْحِكَةُ.

وَالْأَضَاحِيْكِ الْمُلْهِيَةِ، مِمَّا أَمْلَيْتُ جَمِيْعَهُ عَلٰى لِسَانِ أَبِيْ زَيْدٍ السُّرُوْجِيِّ، وَأَسْنَدْتُ رِوَايَتَهُ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَّامِ الْبَصْرِيِّ .

অনুবাদ : ও মনোরম হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা। এর সবকিছুই আমি আবূ যায়দ সারুজীর ভাষায় লিখিয়েছি এবং তার বর্ণনা হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে উপস্থাপন করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْأَضَاحِيْكِ হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা الْمُلْهِيَةِ মনোরম مِمَّا যা কিছু أَمْلَيْتُ আমি লিখিয়েছি جَمِيْعَهُ সবকিছুই عَلٰى لِسَانِ أَبِيْ زَيْدٍ السُّرُوْجِيِّ আবূ যায়দ সারুজীর ভাষায় وَأَسْنَدْتُ এবং উপস্থাপন করেছি رِوَايَتَهُ তার বর্ণনা إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَّامِ الْبَصْرِيِّ হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) اَلْأَضَاحِيْكُ، (و) اَلْأُضْحُوْكَةُ : হাস্যকর বস্তু বা বিষয়। হাস্যজনকগল্প-কাহিনী।

ضُحْكَةٌ : যাকে দেখে মানুষ অধিক হাসে।

ضُحَكَةٌ : যে বেশি হাসে। যে মানুষকে নিয়ে হাসে।

(س) ضِحْكًا، ضَحِكًا، ضَحْكًا : হাসা।

(إِفْعَال) إِضْحَاكًا : হাসানো।

اَلضَّحْكُ : সাদা দাঁত। মুকুল। ফেনা। বরফ। পথের মধ্যস্থল। বিস্ময়, মধু বা মোমমিশ্রিত মধু, খেজুরের প্রস্ফুটিত ফুল।

فِي الْقُرْآنِ : فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا .

مَادَّه : (ض ـ ح ـ ك)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَضْحَكَةُ، ضِدّ : اَلْمَبْكِيَةُ

اَلْمُلْهِيَةُ : (فا، مؤ، إِفْعَال، مص : إِلْهَاءٌ) : মনোরম, মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

(إِفْعَال) إِلْهَاءٌ : মনকে কোনো বিষয় থেকে অন্যদিকে নিবিষ্ট করে দেওয়া।

- فُلَانٌ فُلَانًا : প্রচুর দান করা।

- الرَّحٰى وَفِيْهَا وَلَهَا : শষ্য ভাঙ্গার কলে শস্য ঢেলে দেওয়া।

- فُلَانُ الشَّيْءَ : অক্ষম হয়ে ছেড়ে দেওয়া।

(ن) لَهْوًا - الرَّجُلُ : খেলা করা।

- بِهِ : আসক্ত হওয়া। অনুরাগী হওয়া। পছন্দ করা।

- عَنِ الشَّيْءِ : উদাসীন হওয়া। ভুলে যাওয়া। স্মরণ না করা।

(س) لَهْيَ - بِكَذَا : ভালোবাসা।

- عَنْهُ : সান্ত্বনা পাওয়া। উদাসীন হওয়া। আলোচনা না করা। বিমুখ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ / أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

مَادَّه : (ل ـ ه ـ و)، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اَلْمُغْفِلَةُ، ضِدّ : اَلْمُذَكِّرَةُ

أَمْلَيْتُ : আমি লিখিয়েছি।

(إِفْعَال) إِمْلَاءٌ : নিজে বলা এবং অন্যের দ্বারা লেখানো। লিপিবদ্ধ করানো। এই একই অর্থে أَمَلَّ إِمْلَالًا - ও ব্যবহৃত হয়।

- اَللّٰهُ فُلَانًا عُمُرَهُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া। দীর্ঘ সময় উপকৃত হতে দেওয়া।

- اَلْبَعِيْرَ وَلِلْبَعِيْرِ : বন্ধন শিথিল করে দেওয়া।

- اَللّٰهُ الظَّالِمَ وَلَهُ : অবকাশ দেওয়া।

- عَلَيْهِ الزَّمَنُ : দীর্ঘ হওয়া।

(ن) مَلْوًا - اَلْبَعِيْرُ : দ্রুত চলা।

(تَفْعِيْل) تَمْلِيَةً - اَللّٰهُ عُمُرَهُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَمَلِّيًا - اَلْعُمُرُ : বয়স দীর্ঘ হওয়া।

- اَلشَّيْءَ : দীর্ঘসময় উপকৃত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا -

مَادَّه : (م ـ ل ـ و)، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : أَمْلَلْتُ، ضِدّ : أَذْكَرْتُ

جَمِيْعٌ : সর্ব, সবকিছু, সমস্ত।

رَأْيٌ جَمِيْعٌ : সঠিক অভিমত।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ف) جَمْعًا : একত্র করা। জমা করা।

- (إفعال) إِجْمَاعًا - اَلْقَوْمُ : একমত হওয়া।

- مَاكَانَ مُتَفَرِّقًا : একত্র করা।

- اَلْأَمْرَ وَعَلَى الْأَمْرِ : দৃঢ় ইচ্ছা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ.

مَادَّه : (ج - م - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كُلٌّ ، ضِدّ : بَعْضٌ

لِسَانٌ : ভাষা, রসনা, জিহবা।

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : وَهٰذَالِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

مَادَّه : (ل - س - ن)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لُغَةٌ ، ضِدّ : حَصْرٌ

أَبُوْزَيْدِ السُّرُوْجِيُّ : মাকামাতে হারীরীতে বর্ণিত গল্পগুলোর মূল নায়কের কল্পিত নাম।

سُرُوْجُ :

ইরাকের ফোরাত নদীর পূর্ব তীরবর্তী হাব্বান শহরের নিকটস্থ একটি প্রাচীন শহর বা জনপদ। ১৭ হিজরিতে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইয়ায ইবনে গানম (রা.)-এর হাতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এ শহর বিজিত হয়।

أَسْنَدْتُ : আমি উপস্থাপন করেছি।

(إفعال) إِسْنَادًا - فِى الْجَبَلِ : পাহাড়ে আরোহণ করা।

- فِى الْجَبَلِ : পাহাড়ে আরোহণ করানো।

- فِى الْعَدْوِ : দৌড়াতে চেষ্টা করা।

- إِلَى الشَّيْءِ : ঠেক দিয়ে রাখা।

- اَلْحَدِيْثَ إِلَى فُلَانٍ : কারো সূত্রে কোনো কথা উপস্থাপন করা।

(ن) سُنُوْدًا، إِسْتِنَادًا، (تفاعل) تَسَانُدًا- إِلَيْهِ : আস্থা রাখা, ভরসা করা।

(ن) سُنُوْدًا فِى الْجَبَلِ : পাহাড়ে আরোহণ করা।

- لِلْأَرْبَعِيْنَ : চল্লিশের কাছাকাছি হওয়া।

- ذَنَبُ النَّاقَةِ : উটনীর লেজ ডান বা বাম নিতম্বে লাগা।

(تفعيل) تَسْنِيْدًا : এক প্রকার চাদর পরিধান করা।

- اَلشَّيْءَ : ঠেক দিয়ে মজবুত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

مَادَّه : س - ن - د جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَزَيْتُ، ضِدّ : نَصَبْتُ

رِوَايَةٌ : বর্ণনা।

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : মাকামাতে হারীরীর গল্পগুলোর কল্পিত বর্ণনাকারীর নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِحْمَاضِ فِيْهِ إِلَّا تَنْشِيْطَ قَارِئِيْهِ، وَتَكْثِيْرَ سَوَادِ طَالِبِيْهِ،

অনুবাদ : এবং আমি এতে বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার দ্বারা [অথবা এতে টকের মিশ্রণ ঘটানোর দ্বারা] কেবল এর পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করার এবং এর প্রতি অনুরাগীদের দল বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا قَصَدْتُ এবং ইচ্ছা করিনি بِالْإِحْمَاضِ বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার দ্বারা فِيْهِ এতে إِلَّا কেবল/তবে/শুধুমাত্র تَنْشِيْطَ আনন্দ দান করা قَارِئِيْهِ এর পাঠকবর্গকে وَتَكْثِيْرِ سَوَادِ এবং দল বৃদ্ধি করা طَالِبِيْهِ এর প্রতি অনুরাগীদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَا قَصَدْتُ : আমি ইচ্ছা করিনি।

(ض) قَصْدًا- الطَّرِيْقُ : সোজা ও সরল হওয়া।

- الشَّاعِرُ : কাসীদা [কবিতা] রচনা করা।

- لَهُ وَإِلَيْهِ : ইচ্ছা করে অভিমুখী হওয়া। কোনো ব্যক্তি বা স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

- فِى الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

- فِى الْحُكْمِ : ন্যায় বিচার করা, পক্ষপাতিত্ব না করা।

- فِى النَّفَقَةِ : ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যয় করা।

- فِىْ مَشْيِهِ : স্বাভাবিক ভাবে চলা।

(تَفْعِيْل) تَقْصِيْدًا-الشَّاعِرُ : কাসীদা রচনা করা।

- الْقَصَائِدَ : কাসীদা সংশোধন করা, কবিতা সম্পাদনা করা।

(اِفْتِعَال) اِقْتِصَادًا - فِى الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

مَادَّه : (ق ـ ص ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَرَدْتُ / نَوَيْتُ، ضِدّ : أَعْرَضْتُ

اَلْإِحْمَاضُ : বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করা।

إِفْعَال) إِحْمَاضًا - الْقَوْمُ) : প্রীতিকর আলাপ-আলোচনায় মনোনিবেশ করা।

- الْمَاشِيَةَ : গবাদিপশুকে অম্লস্বাদযুক্ত ও লবণাক্ত ঘাস খাওয়ানো।

- الْمَكَانُ : কোনো স্থানে অম্লস্বাদযুক্ত ও লবণাক্ত ঘাস বেশি হওয়া।

- الشَّيْءَ : অম্লস্বাদযুক্ত ও লবণাক্ত করা।

- فِى الْكَلَامِ : কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনার পর মন বিরক্ত হয়ে উঠলে মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য রসালাপের অবতারণা করা। আলোচনার ধারা পরিবর্তন করা।

(ن) حَمْضًا- عَنْهُ : অপছন্দ করা।

- بِهِ : আগ্রহ করা।

حَمَضَ (ن) حَمْضًا، (س) حَمَضًا، (ك) حُمُوْضَةً : অম্লস্বাদযুক্ত হওয়া, টক হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَحْمِيْضًا : স্ত্রীর সাথে অবৈধ পন্থায় উপগত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْأُذُنُ مَجَّاجَةٌ وَلِلنَّفْسِ حَمْضَةٌ.

مَادَّه : (ح ـ م ـ ض)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمِزَاحُ/الْاِلْتِفَاتُ

تَنْشِيْطٌ : আনন্দ দান করা।

(تَفْعِيْل) تَنْشِيْطًا : আনন্দিত করা। প্রাণবন্ত করে তোলা।

- ٭ إِلَى أَوْ فِى الْعَمَلِ : কর্মতৎপর ও প্রাণচঞ্চল করে তোলা। উৎসাহ দেওয়া।

- الْحَبْلَ : রশিতে গিরা দেওয়া।

(إِنْعَال) إِنْشَاطًا - فُلَانًا : কর্মতৎপর করা।

- الْحَبْلَ : রশিতে গিরা দেওয়া।

- الْعُقْدَةَ : গিরা খুলে দেওয়া।

- الْبَعِيْرَ مِنْ عِقَالِهِ : গিরা খুলে দেওয়া।

- الْكَلَأُ الدَّابَّةَ : পুষ্ট করা।

(تَفَعُّل) تَنَشُّطًا : প্রফুল্ল হওয়া।

- لِلْعَمَلِ : কর্মোদ্যমী হওয়া।

(ن) نَشْطًا - مِنَ الْمَكَانِ : বের হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ : ছেড়ে যাওয়া।
- الْحَبْلَ : রশিতে গিরা দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

مَادَّه : (ن ـ ش ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّرْغِيْبُ : ضِدّ : اَلْإِكْسَالُ

قَارِئٌ : (ج) قَارِئِيْنَ، قَارِئُوْنَ، قَرَأَةٌ، قُرَّاءٌ : পাঠক। পড়ুয়া। পড়তে সক্ষম এমন ব্যক্তি।

(ف، ن) قَرْأً، قِرَاءَةً، قُرْآنًا، اِقْتَرَأَ (اِفْتِعَال) اِقْتِرَاءً الْكِتَابَ : পড়া।

- عَلَيْهِ السَّلَامَ : সালাম পৌছানো।
- قَرْأً، قُرْآنًا - الشَّيْئَ : জমা করা, একত্র করা।
- تِ النَّاقَةُ : উটনী গর্ভবতী হওয়া।
- تِ الْحَامِلُ : অন্তঃসত্তা নারীর সন্তান প্রসব করা।
- تِ الْمَرْأَةُ : ঋতুমতী হওয়া। ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়া।
- تِ (اِفْعَال) إِقْرَاءً - الْمَرْأَةُ : ঋতুমতী হওয়া।
- إِقْرَاءً : পড়ানো, পাঠ দান করা।
- السَّلَامَ : সালাম পৌছানো।
- مِنَ السَّفَرِ : সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করা।
- الْأَمْرُ : নিকটবর্তী হওয়া।
- عَنْهُ : ফেরা, বিমুখ হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَامْ

مُرَادِف : اَلتَّالِىْ، ضِدّ : اَلْكَاتِبُ

تَكْثِيْرٌ (تَفْعِيْل) مصـ : বৃদ্ধি করা।

(اِفْعَال) إِكْثَارًا - الرَّجُلُ : প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া।

এ শব্দমূলের আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : قَالُوْا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

مَادَّه : (ك ـ ث ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلزِّيَادَةُ، ضِدّ : اَلتَّقْلِيْلُ

سَوَادٌ :(ج) أَسْوِدَةٌ، (جج) أَسَاوِدُ : দল, জামত। কৃষ্ণবর্ণ। ব্যক্তি। প্রচুর সম্পদ। বেশি সংখ্যক।

سَوَادُ الْبَلَدِ : শহরের আশপাশের জনবসতি।

سَوَادُ اللَّيْلِ : পূর্ণ রাত।

سَوَادُ النَّاسِ : জনসাধারণ।

اَلسَّوَادُ الْأَعْظَمُ : বড় দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

سَوَادُ الْعَسْكَرِ : সৈনিকের অস্ত্র-শস্ত্র।

سَوَادُ الْعَيْنِ : চোখের কালো অংশ, চোখের পুতলি।

سَوَادُ الْقَلْبِ : হৃদপিণ্ডের কালো দাগ।

(س) سَوَدًا، (اِفْعِلَال) اِسْوِدَادًا، (اِفْعِيْلَال) اِسْوِيْدَادًا : কালো হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَسْوِيْدًا : সাহসী হওয়া, দেলের হওয়া।

- هُ : নেতা বানানো।
- الشَّيْئَ : কালো করা।
- الرَّجُلَ : নেতাদের হত্যা করা।

فِى الْحَدِيْثِ : فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

مَادَّه : (س ـ و ـ د) جِنْس : أَجْوَف وَاوِىْ

مُرَادِف : جَمَاعَةٌ، ضِدّ : أَحَدٌ

طَالِبٌ (ج) طَالِبِيْنَ، طَالِبُوْنَ طُلَبَاءُ، طُلَّبٌ، طَلَبٌ، طُلَّابٌ، طَلَبَةٌ : ছাত্র। আগ্রহী। অনুরাগী, প্রার্থী। অন্বেষী।

আধুনিক আরবিতে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ববর্তী ক্লাসের ছাত্রকে طَالِبٌ এবং এর নিচের ছাত্রকে تِلْمِيْذٌ বলা হয়। এ শব্দমূলের আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَائِدٌ، ضِدّ : فَاقِدٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِحْمَاضِ فِيْهِ إِلَّا الخ :

এখানে উল্লেখিত مُسْتَثْنٰى টি مُفَرَّغ مُسْتَثْنٰى সুতরাং এখানে তার مُسْتَثْنٰى مِنْه উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এরকম–

وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِحْمَاضِ فِيْهِ شَيْئًا إِلَّا تَنْشِيْطَ الخ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَمْ أُودِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا بَيْتَيْنِ فَذَّيْنِ، أَسَّسْتُ عَلَيْهِمَا بِنْيَةَ الْمَقَامَةِ الْحُلْوَانِيَّةِ،	**অনুবাদ :** আর আমি অন্যদের রচিত কাব্যমালা থেকে পৃথক পৃথক দু'টো শ্লোক— যে দু'টির উপর আমি হুলওয়ানের গল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছি–

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمْ أُودِعْهُ আর আমি লিপিবদ্ধ করিনি مِنَ থেকে الْأَشْعَارِ কাব্যমালা الْأَجْنَبِيَّةِ অন্যদের রচিত إِلَّا তবে/ব্যতীত بَيْتَيْنِ দুটো শ্লোক فَذَّيْنِ পৃথক পৃথক أَسَّسْتُ আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি عَلَيْهِمَا যে দুটির উপর بِنْيَةَ ভিত্তি الْمَقَامَةِ الْحُلْوَانِيَّةِ হুলওয়ানের গল্প।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ أُودِعْ : আমি গচ্ছিত রাখিনি।

(إِفْعَال) إِيدَاعًا : অন্যের কাছে আমানত রাখা, গচ্ছিত রাখা।

- السِّرَّ ه : গোপন রাখার শর্তে কাউকে গোপনীয় কথা বলা।

- كِتَابَهُ كَذَا : গ্রন্থে বা চিঠিতে কিছু লিপিবদ্ধ করা।

- الْكَلَامَ : কোনো উত্তম বিষয়বস্তু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা।

(مُفَاعَلَة) مُوَادَعَةً، وِدَاعًا - ه : সন্ধি করা।

(تَفْعِيل) تَوْدِيعًا : বিদায় জানানো।

- فُلَانًا : ছেড়ে দেওয়া।

(وَدَعَ يَدَعُ) (ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।

- مَالًا عِنْدَهُ : আমানত রাখা।

এই مَادَّة থেকে (ثُلَاثِي) مَاضِي ও مَصْدَر কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

مَادَّة : (و ـ د ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : لَمْ أَسْتَأْمِنْ، ضِدّ : لَمْ آخُذْ

الْأَشْعَارُ، (و) الشِّعْرُ : কবিতা, কাব্য।

আরবি ছন্দ শাস্ত্রের নিয়মাবলির বিচারে মানোত্তীর্ণ ও ভাবপূর্ণ ছন্দকে আরবিতে شِعْر ও বাংলায় কবিতা বলে, পক্ষান্তরে ছন্দোবদ্ধ বাক্য ছন্দ-বিচারে বাহ্যিকভাবে ঠিক থাকলেও যদি তা ভাবপূর্ণ না হয় এবং তা কবিতাবোদ্ধার অনুভূতিকে স্পর্শ করতে না পারে তাকে আরবিতে نَظْم ও বাংলায় পদ্য বলা হয়।

(ن) شِعْرًا، شَعْرًا - فُلَانٌ : কবিতা রচনা করা, কবিতা লেখা।

- الرَّجُلَ بِفُلَانٍ : অন্য কারও জন্য কবিতা রচনা করা।

- بِهِ شُعُورًا : উপলব্ধি করা, জানা।

(س) شَعَرًا : চুল বেশি ও লম্বা হওয়া।

(ك) شَعَرًا : কাব্য প্রতিভার অধিকারী হওয়া এবং উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতে সমর্থ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

مَادَّة : (ش ـ ع ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : بَيْتٌ/نَظْم ، ضِدّ : نَثْر

الْأَجْنَبِيَّةُ (نِسْبَة، مُؤَنَّث) : (مذ) الْأَجْنَبِيُّ :

وَالْأَجْنَبُ : (ج) أَجَانِبُ : অনাত্মীয় অথবা এমন আত্মীয় যারা মাহরাম নয়। অপরিচিত। ভিন্দেশী। প্রবাসী। মুসাফির। অবাধ্য।

الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ : অন্য কবির রচিত কবিতা।

(ن) جَنْبًا : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া। পার্শ্বে আঘাত করা।

(ن) جُنُوبًا : দখিনা বায়ু প্রবাহিত হওয়া।

(ن) جَنْبًا، (س) جَنَبًا - إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।

(ن،س،ض) جَنَابَةً - الرَّجُلُ : জুনুবী হওয়া। এরূপ অপবিত্র হওয়া যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।

أَجْنَبَ (إِفْعَال) إِجْنَابًا : জুনুবী হওয়া।

- الرَّجُلُ عَنْهُ : দূরে সরে যাওয়া।

- ه عَنْهُ : দূরে সরিয়ে দেওয়া।

وَتَجَنَّبَ وَتَجَانَبَ - ه : দূরে থাকা।

إِجْتَنَبَ وَتَجَنَّبَ - الرَّجُلُ : জুনুবী হওয়া।

إِسْتَجْنَبَ الرَّجُلُ : জুনুবী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ.

مَادَّة : (ج ـ ن ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : الْغَرِيبَةُ ، ضِدّ : الْقَرِيبَةُ

بَيْتَيْنِ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فَذٌّ : (ج) فُذُوذٌ، أَفْذَاذٌ (تَثْنِيَة) فَذَّانِ، فَذَّيْنِ : একক, একাকী, সঙ্গিহীন, পৃথক।

(ن) فَذًّا : কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেওয়া।

أَفَذَّتِ الشَّاةُ : একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করা।

إِسْتَفَذَّ وَتَفَذَّذَ : কোনো মতামতের ব্যাপারে একগুঁয়েমি করা।

فِي الْحَدِيْثِ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ

مَادَّه : (ف ـ ذ ـ ذ) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلاَثِي

مُرَادِف : اَلْمُنْفَرِدَةُ/اَلْمُنْفَصِلَةُ ، ضِدّ : اَلْمَضْمُوْمَةُ/تَوْأَمَةُ

أَسَّسْتُ : আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি।

(تَفْعِيْل) تَأْسِيْسًا ، (ن) اسا - الدار : ভিত্তি স্থাপন করা।

(تَفَعُّل) تَأَسَّا : ভিত্তি স্থাপিত হওয়া।

أَسٌّ، إِسٌّ، أُسٌّ : (ج) إِسَاسٌ

أَسَسٌ، أَسَاسٌ : (ج) أُسُسٌ أَسَاسٌ : বুনিয়াদ, ভিত্তি।

اَلْأُسُّ : (ج) إِسَاسٌ، أَسَاسٌ : যে কোনো জিনিসের চিহ্ন, নির্দশন। চুলায় অবশিষ্ট ছাই। ভস্ম। হৃদপিণ্ড।

اَلْأَسَّاسُ : চুগলখোর।

فِي الْقُرْآنِ : لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى .

مَادَّه : (ا ـ س ـ س) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : بَنَيْتُ/ أَرْسَيْتُ ، ضِدّ : هَدَمْتُ

بِنْيَةٌ : (ج) بُنًى، بِنًى : ইমারত, বিল্ডিং, ভিত্তি।

اَلْبِنْيَةُ : ছাঁচ, ফর্মা, আকৃতি, স্বভাব।

بِنْيَةُ الْكَلِمَةِ : শব্দের গঠন– আকৃতি ও শব্দমূল।

بُنْيَانٌ : ইমারত।

اَلْبَانِيْ : (ج) بُنَاةٌ : নির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা।

بِنَاءٌ : (ج) أَبْنِيَةٌ، (جع) أَبْنِيَاتٌ : ইমারত।

(ض) بَنْيًا، بِنَاءً، بُنْيَانًا بِنْيَةً، بِنَايَةً : নির্মাণ করা। প্রতিষ্ঠা করা।

– اَلْأَرْضَ : বসতি গড়ে তোলা। বাড়ি-ঘর বানানো।

– عَلٰى أَهْلِهٖ وَبِهَا : বাসর রাত যাপন করা।

– اَلرَّجُلَ : সদ্ব্যবহার করা।

– اَلطَّعَامُ بَدَنَهٗ : পুষ্ট করা।

– اَلْكَلِمَةَ : মাবনী পড়া। মাবনী সাব্যস্ত করা।

– اَلصَّلاَةَ : নামাজের 'বিনা' করা। অর্থাৎ নামাজের মাঝখানের বা শেষের অংশ পূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ

مَادَّه : (ب ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَسَاسٌ، ضِدّ : سَطْحٌ

اَلْمَقَامَةُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْحُلْوَانِيَّةُ (نِسْبَة، مُؤَنَّث) : হুলওয়ান নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত। হুলওয়ানে অবস্থিত। হুলওয়ানের অধিবাসিনী

اَلْمَقَامَةُ الْحُلْوَانِيَّةُ। হুলওয়ান : সম্পর্কিত গল্প [২য় মাকামা]।

حُلْوَانُ : বাগদাদ ও হামাদানের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। এছাড়া মিসরেরও একটি স্থানের নাম হুলওয়ান। এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : لَمْ أُوْدِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ :

এখানে مِنْ অতিরিক্ত اَلْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ সিফাত ও মাউসূফ মিলে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এবং اِلَّا بَيْتَيْنِ الخ হলো مُسْتَثْنٰى অতঃপর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ ও مُسْتَثْنٰى মিলে لَمْ أُوْدِعْهُ-এর مَفْعُوْل بِهٖ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : بِنْيَةَ الْمَقَامَةِ الْحُلْوَانِيَّةِ

এখানে اَلْمَقَامَةُ কে একটি সুউচ্চ প্রাসাদের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّه কে উল্লেখ করে مُشَبَّه بِهٖ কে হযফ করা হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর সুউচ্চ প্রাসাদের জন্য ভিত্তি (بِنْيَة) লাজেম, তাই بِنْيَة-এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : পৃথক দুটি শ্লোকের একটি হলো আবূ উবাদাহ বুহতুরী রচিত। দ্বিতীয় মাকামায় উল্লিখিত উক্ত শ্লোকটি এই :

كَأَنَّمَا تَبَسَّمَ عَنْ لُؤْلُؤٍ ✽ مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحٍ

অপর শ্লোকটি আবুল ফারাজ দিমাশকী রচিত। দ্বিতীয় মাকামায় উল্লিখিত উক্ত শ্লোকটি এই :

فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ ✽

وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْعِنَابِ بِالْبَرَدِ

সংযুক্ত দুটি শ্লোক আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুস সুকারার রচিত। ২৫তম মাকামায় উদ্ধৃত শ্লোক দু'টি এই :

جَاءَ الشِّتَاءُ وَعِنْدِيْ مِنْ حَوَائِجِهٖ ✽

سَبْعٌ إِذَا الْقَطْرُ عَنْ حَاجَاتِنَا حَبَسَا

كن وكيس وكانون وكاس طلا ✽

بعد الكباب وكس ناعم وكسا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَآخَرَيْنِ تَوْأَمَيْنِ ضَمَّنْتُهُمَا خَوَاتِمَ الْمَقَامَةِ الْكَرَجِيَّةِ، وَمَا عَدَا ذٰلِكَ فَخَاطِرِيْ أَبُوْ عُذْرِهِ،	**অনুবাদ :** এবং অপর দু'টি সংযুক্ত শ্লোক — যে দু'টিকে আমি কারাজের গল্পের শেষভাগে সন্নিবেসিত করেছি— ব্যতীত আর কিছু এতে লিপিবদ্ধ করিনি।[১] আর এতদভিন্ন যা রয়েছে আমার ভাব-কল্পনাই তার প্রথম উদ্ভাবক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَآخَرَيْنِ এবং অপর দু'টি تَوْأَمَيْنِ সংযুক্ত শ্লোক ضَمَّنْتُهُمَا যে দু'টিকে আমি সন্নিবেসিত করেছি خَوَاتِمَ শেষভাগ الْمَقَامَةِ الْكَرَجِيَّةِ কারাজের গল্প وَمَا عَدَا ذٰلِكَ আর এতদ্ভিন্ন যা রয়েছে فَخَاطِرِيْ আমার ভাব-কল্পনা أَبُوْ عُذْرِهِ তার প্রথম উদ্ভাবক।

শব্দ বিশ্লেষণ

آخَرَيْنِ : অপর দু'টি।

آخَرُ : (ج) آخَرُوْنَ، آخَرِيْنَ، (تث) آخَرَانِ، آخَرَيْنِ : অপর, অপরজন, অন্য।

(تَفْعِيْل) تَأْخِيْرًا - عَنْهُ : পিছিয়ে দেওয়া, বিলম্বিত করা।

تَأَخَّرَ وَاسْتَأْخَرَ : পেছনে থাকা, পিছিয়ে যাওয়া, পরে হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

مَادَّه : (أ - خ - ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : سِوَاءُ / غَيْرَ، ضِدّ : نَفْس

(تث) تَوْأَمَيْنِ تَوْأَمَانِ، (ج) تُوَامٌ، تَوَائِمُ (و) تَوْأَمٌ : যমজ, যমক, যমল, একসাথে একই গর্ভজাত, সংযুক্ত।

أَتْأَمَتِ الْمَرْأَةُ إِتْآمًا : যমজ সন্তান প্রসব করা।

تَاءَمَ أَخَاهُ : যমজরূপে জন্মগ্রহণ করা।

مِتْئَامٌ : (ج) مَتَائِيْمُ : যে নারী প্রত্যেকবারে যমজ সন্তান জন্ম দেয়।

شِعْرَانِ تَوْأَمَانِ : একই স্থানে উদ্ধৃত ও একসঙ্গে যুক্ত দু'টি শ্লোক।

فِي الْحَدِيْثِ : مُتْئِمٌ أَوْ مُفْرِدٌ

مَادَّه : (ت - ء - م) ، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن

مُرَادِف : مَضْمُوْمَةٌ/مُلْصَقٌ ، ضِدّ : فَذٌّ

ضَمَّنْتُ : আমি সন্নিবেশিত করেছি।

(تَفْعِيْل) تَضْمِيْنًا - الشَّيْءَ الوعاء : কোনো কিছু পাত্রে রাখা।

- الشَّيْءَ : দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা। দায়িত্ব দেওয়া।

- الشَّاعِرُ : অন্য কবির রচিত কবিতার অংশ বা শ্লোক এরূপ ইঙ্গিত সহকারে নিজের কবিতায় উদ্ধৃত করা যে, তা অন্যের রচিত বলে বুঝা যায়।

(تَفَعُّل) تَضَمُّنًا - الشَّيْءَ : ধারণ করা।

- الشَّيْءَ عَنْهُ : অন্যের পক্ষ থেকে নিজের দায়িত্বে নেওয়া।

(س) ضَمْنًا، ضَمَانًا - الشَّيْءَ وَبِهِ : দায়িত্বশীল হওয়া জামিন হওয়া।

- ، : জমা করা, একত্র করা।

ضَمِنَ (س) ضَمْنًا، ضَمَانَةً - الرَّجُلُ : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

ضَمِنٌ : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ يَتَضَمَّنُ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

مَادَّه : (ض - م - ن)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَدْخَلْتُ، ضِدّ : أَفْرَدْتُ

(ج) خَوَاتِمُ (و) خَاتِمَةٌ : আঞ্জাম, পরিণতি, পরিণাম, শেষ ফল, শেষ অবস্থা।

خَاتِمٌ، خَاتَمٌ (ج) خُتُمٌ، خَوَاتِمُ : আংটি। মোহর। শেষ অবস্থা। সর্বশেষ। যার মাধ্যমে কোনো কিছুর পরিসমাপ্তি হয়।

---

১. **কবি পরিচয় :** পৃথক পৃথক দু'টি শ্লোকের একটির রচয়িতা আবুল ফারাজ দিমাশকী। অপরটির রচয়িতা আবূ উবাদাহ বুহতুরী। যথাস্থানে তাঁদের পরিচয় উল্লিখিত হবে। আর সংযুক্ত দু'টি শ্লোকের রচয়িতা ইবনু সুক্কারা। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবুল হাসান। ইবনু সুক্কারা নামে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ, পিতামহের নাম মুহাম্মদ। আলী ইবনুল মাহদীর বংশধর। খ্যাতনামা কবি। বাগদাদের অধিবাসী। চার খণ্ডে তাঁর কাব্যসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক শ্লোক (بَيْتٌ) রয়েছে। ইমাম সা'আলিবী কৃত "ইয়াতীমাতুত দাহর" গ্রন্থে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। নানারকম অভিনব ভাবদ্যোতক কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ৩৮৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ
مَادَّة : (خ . ت . م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : نِهَايَة/ذَيْل ، ضِدّ : مُقَدِّمَة

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْكَرَجِيَّةُ : (مُؤَنَّث ، نِسْبَة) : مذ : اَلْكَرَجِيُّ : কারাজ নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত। কারাজের অধিবাসী।

اَلْمَقَامَةُ الْكَرَجِيَّةُ : কারাজের গল্প, কারাজের কাহিনী [২৫তম মাকামা]।

كَرَج : ইসফাহান ও হামাদান-এর মাঝখানে অবস্থিত একটি শহরের নাম।

مَاعَدَا ذٰلِكَ : এছাড়া যা কিছু রয়েছে।

(فِعْل এবং عَدَا -এখানে مَا : مَوْصُوْلَة)

(ن) عَدْوًا ، عَدَوَانًا ، عُدُوًّا ، تَعْدَاءً ، عَدَاءً : দৌড়ানো।

- اَلْأَمْرَ وَعَنِ الْأَمْرِ : ছেড়ে দেওয়া।

- عَلَيْهِ : আক্রমণ করা।

- فُلَانًا عَنِ الْأَمْرِ : কাউকে কোনো বিষয় থেকে বিরত রাখা।

(ن) عَدْوًا ، عُدُوًّا ، عَدَاءً ، عُدْوَانًا ، عُدْوٰى - عَلَيْهِ : জুলুম করা, অবিচার করা।

كَلِمَةُ اِسْتِثْنَاءٍ হিসাবে مَاعَدَا অথবা কেবল عَدَا কখনো ব্যবহৃত হয়, তখন مَاعَدَا -এর مَا -টি مَصْدَرِيَّة ধর্তব্য হয়।

يُقَالُ : جَاءَ نِى الْقَوْمُ مَا عَدَا زَيْدًا ـ

مَادَّة : (ع . د . و) ، جِنْس : نَاقِص
مُرَادِف : خَلَا ، ضِدّ : مَعَ

خَاطِرٌ : (ج) خَوَاطِرُ : অন্তরে যে কোনো বিষয় বা পরিকল্পনা জাগ্রত হয়। রূপক অর্থে অন্তর। প্রবৃত্তি।

وَقَعَ فِىْ خَاطِرِىْ : আমার অন্তরে এসেছে। আমার মনে পড়েছে। মনে পড়ল।

فُلَانٌ سَرِيْعُ الْخَاطِرِ : অমুক চঞ্চল-স্বভাব।

(ن،ض) خُطُوْرًا - اَلْأَمْرُ لَهُ : কল্পিত হওয়া। ধারণায় আসা।

- تِ الْحَوَادِثُ : বিপর্যয় আসা।

- اَلْأَمْرُ بِبَالِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِيْهِ : কোন বিষয় ভুলে যাওয়ার পর পুনরায় স্মরণে আসা।

أَخْطَرَ الشَّيْءَ فِىْ أَوْ عَلٰى أَوْ بِبَالِهِ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

مَادَّة : (خ . ط . ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : قَلْب/ذِهْن ، ضِدّ : لِسَانٌ

أَبُوْعُذْرٍ : প্রথম উদ্ভাবক। প্রথম প্রস্তুতকারক।

هُوَ أَبُوْعُذْرِ هٰذَا الْكَلَامِ : সে প্রথম এ বক্তব্যদাতা। সে এ বক্তব্যের প্রথম উত্থাপক।

أَبُوْعُذْرِ الْمَرْأَةِ : কোনো নারীর প্রথম স্বামী।

اَلْعُذْرُ : (ج) أَعْذَارٌ : অজুহাত, বিজয়, সাফল্য।

(ض) عُذْرًا ، عُذُرًا ، عُذْرٰى ، مَعْذِرَةً - عَلٰى أَوْ فِىْ مَاصَنَعَ : অভিযোগ থেকে মুক্ত করা। ওজর গ্রহণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَا تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا
مُرَادِف : مُبْدِعٌ ، ضِدّ : مُقَلِّدٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَاعَدَا ذٰلِكَ

"مَا" শব্দটি مَصْدَرِيَّه অথবা مَوْصُوْلَه হতে পারে। যদি مَوْصُوْلَه হয় তাহলে عَدَا শব্দটি فِعْل তার মধ্যে অবস্থিত ضَمِيْر টি ফায়েল। আর ذٰلِكَ তার مَفْعُوْل بِهٖ। অতঃপর ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউলবিহী মিলে صِلَة, তারপর صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে مُبْتَدَأ।

قَوْلُهُ : فَخَاطِرِىْ أَبُوْ عُذْرِهِ الخ

"خَاطِرِىْ" মুবতাদা, আর أَبُوْ عُذْرِهِ মা'তূফ আলাইহি مُقْتَضِبُ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ মা'তূফ। তারপর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে خَبَر এবং مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়ে পুনরায় خَبَر পূর্ববর্তী মুবতাদার।

জ্ঞাতব্য : যদি اِسْم مَوْصُوْل মুবতাদা হয়ে শর্তের مَعْنٰى কে ধারণ করে, কিন্তু শর্তের উপর دَلَالَتْ উদ্দেশ্য নয়, আর সিলা نَكِرَه টা مُبْتَدَأ হয় অথবা ظَرفِيه বা جُمْلَه فِعْلِيَّه হয় তার صِفَت টা جُمْلَه فِعْلِيَّه বা ظَرْفِيَّه হয়, مَوْصُوْفَه তাহলে خَبَر -এর মধ্যে فَاء যুক্ত করা জায়েজ। যদি শর্তের উপর دَلَالَتْ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে خَبَر -এর মধ্যে فَا যুক্ত করা ওয়াজিব। আর যদি শর্তের উপর دَلَالَتْ না করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে خَبَر -এর মধ্যে فَاء যুক্ত করা নিষিদ্ধ। এখানে উপরিউক্ত স্থানে জায়েজ হিসেবে فَاء যুক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمُقْتَضِبُ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَهٰذَا مَعَ اِعْتِرَافِيْ بِأَنَّ الْبَدِيْعَ رَحِمَهُ اللّٰهُ سَبَّاقُ غَايَاتٍ،	**অনুবাদ :** এবং তার মিষ্ট ও তিক্তের বিচয়নকারী। আর এটা আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে যে, বাদী' (র.) হলেন অগ্রজ প্রান্তস্পর্শী

শাব্দিক অনুবাদ : وَمُقْتَضِبُ এবং বিচয়নকারী حُلْوِهِ তার মিষ্ট وَمُرِّهِ ও তার তিক্তের وَهٰذَا আর এটা مَعَ اِعْتِرَافِيْ আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে بِأَنَّ যে الْبَدِيْعَ رَحِمَهُ اللّٰهُ বদী' (র.) হলেন سَبَّاقُ غَايَاتٍ অগ্রজ প্রান্তস্পর্শী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُقْتَضِبٌ : (فا، مذ، اِفْتِعَال، مص : اِقْتِضَابٌ) : বিচয়নকারী। কর্তনকারী। পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রদানকারী।

(اِفْتِعَال) اِقْتِضَابًا - الشَّيْءَ : কর্তন করা।

- الْكَلَامَ : পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রদান করা।

- الدَّابَّةَ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে আরোহণ করা।

- فُلَانًا : কোনো কাজে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে সেই কাজ করানো।

(ض) قَضْبًا - الشَّيْءَ : কর্তন করা।

- الدَّابَّةَ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে আরোহণ করা।

- فُلَانًا : কাউকে ডাল দিয়ে প্রহার করা।

(تَفْعِيْل) تَقْضِيْبًا : টুকরা টুকরা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا . .

مَادَّه : (ق ـ ض ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُقْتَطِفٌ ، ضِدّ : جَامِعٌ

حُلْوٌ : মিষ্ট। সুস্বাদু। প্রীতিকর। সুন্দর।

(ن، ك، س) حَلَاوَةً، حُلْوَانًا، وَاحْلَوْلَى، اِحْلِيْلَاءً : মিষ্ট হওয়া।

حَلَتِ الْفَاكِهَةُ : সুস্বাদু হওয়া।

حَلَا مِنْهُ بِخَيْرٍ : কল্যাণ লাভ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ

مَادَّه : (ح ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : عَذْبٌ ، ضِدّ : مُرٌّ/حَامِضٌ

مُرٌّ : তিক্ত। বিস্বাদ। তিতা। অপ্রীতিকর। অসুন্দর।

(س ـ ن) مَرَارَةً : তিক্ত হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَمْرِيْرًا - الشَّيْءَ : তিক্ত করা।

(اِفْعَال) اِمْرَارًا - الشَّيْءُ : তিক্ত হওয়া।

- الشَّيْءَ : তিক্ত করা। ঘুরানো।

فِي الْقُرْآنِ : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

مَادَّه : (م ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : عَلْقَمٌ ، ضِدّ : حُلْوٌ

مَعَ، مَعْ :

দু'য়ের মাঝে মিলন ও সান্নিধ্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত মোতাবেক اِسْم। শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এক. مُضَاف হয়ে। তখন এটি তারকীবে ظَرْف হয়ে থাকে এবং নিম্নে বর্ণিত তিনটি অর্থের কোনো একটি প্রকাশ করে :

১. একত্রতা ও সঙ্গ। যেমন- اَللّٰهُ مَعَكُمْ

২. একত্র হওয়ার সময়। যেমন- جِئْتُكَ مَعَ الْعَصْرِ

৩. عِنْدَ-এর অর্থে। যেমন : جِئْتُ مِنْ مَعَ الْقَوْمِ

দুই. مُضَاف হওয়া ব্যতিরেকে। তখন عَصًا ও فَتًى-এর মতো نَصْب হবে এবং তারকীবে ظَرْف হবে। যেমন- كُنَّا مَعًا : আমরা একই সময় বের হয়েছি। خَرَجْنَا مَعًا আমরা একই স্থানে ছিলাম। কখনও এ দু'টি উদাহরণের অর্থ হয়, আমরা একত্রে বের হয়েছি এবং আমরা একত্রে ছিলাম"। এমতাবস্থায় مَعًا শব্দটি حَال হিসাবে مَنْصُوْب হবে। فَعَلْنَا جَمِيْعًا ও فَعَلْنَا مَعًا-এর মাঝে পার্থক্য এই যে, مَعًا শব্দটি কাজের সময় কর্তৃবর্গের একত্র উপস্থিতি

বুঝা... ...কারের يَسْتَبِقُ শব্দটি সকলের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে, তাতে সকলের একত্র উপস্থিতিও হতে পারে অথবা পৃথক পৃথকও হতে পারে।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

اِعْتِرَافٌ : । স্বীকারোক্তি।

(اِفْتِعَال) اِعْتِرَافًا - بِ... : স্বীকার করা।

- لِلْأَمْرِ : । ধৈর্য ধারণ করা।

- الشَّيْءَ : । চেনা।

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ

مَادَّه : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : إِقْرَارٌ ، ضِدّ : إِنْكَارٌ

اَلْبَدِيْعُ : এখানে اَلْبَدِيْعُ বলে বদীউ'য-যামান হামাদানীকে বুঝানো হয়েছে। তার পরিচয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

رَحِمَ : । এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

سَبَّاقٌ : । অধিক অগ্রসর, অধিক অগ্রগামী, অগ্রণী, অগ্রজ।

(ن) سَبْقًا - إِلٰى كَذَا : । অগ্রসর হওয়া।

- عَلٰى كَذَا : । প্রবল হওয়া, বিজয়ী হওয়া।

(اِفْعَال) إِسْبَاقًا - الْقَوْمُ إِلَى الْأَمْرِ : । অগ্রসর হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُسَابَقَةٌ : অগ্রসর হওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ

مَادَّه : (س ـ ب ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : قَادِمٌ/ مُتَقَدِّمٌ ، ضِدّ : مُتَخَلِّفٌ

(ج) غَايَاتٌ، غَايٌ، (و) غَايَةٌ : । সীমা, প্রান্ত। ঝাণ্ডা। ফলশ্রুতি।

(تَفْعِيْل) تَغْيِيَةٌ (إِفْعَال) إِغْيَاءٌ - الْغَايَةَ اَىِ الرَّايَةَ : ঝাণ্ডা স্থাপন করা।

أَغْيَا الْفَرَسُ فِىْ سِبَاقِهِ : দৌড় প্রতিযোগিতার সময় ঘোড়ার নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছা।

فِى الْحَدِيْثِ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِى الْغَايَةِ

مَادَّه : (غ ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِفْ : حَدٌّ/عَلَمٌ ، ضِدّ : اِبْتِدَاءٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هٰذَا مَعَ :

هٰذَا এটা اِسْم اِشَارَه তার مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো লেখকের কৃতিত্ব, যা তিনি তার পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। هٰذَا শব্দটি এখানে مُبْتَدَأ হয়েছে আর مَعَ টা উহ্য ثَبَتَ- এর ظَرْف হয়ে خَبَر হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سَبَّاق غَايَاتٍ :

এই ইবারতের মধ্যে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে। কেননা এখানে بَدِيْع (র.) কে দ্রুতগামী ঘোড়ার সঙ্গে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে مُشَبَّه بِهٖ উল্লেখ করে مُشَبَّه কে حَذْف করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا يَغْتَرِفُ إِلَّا مِنْ فُضَالَتِهٖ :

এখানেও اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে। কেননা যোগ্যতা ও জ্ঞানকে فُضَالَة [পানির সাথে] تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং مُشَبَّه بِهٖ উল্লেখ হয়েছে, আর مُشَبَّه উহ্য রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَصَاحِبُ آيَاتٍ، وَأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ بَعْدَهُ لِإِنْشَاءِ مَقَامَةٍ - وَلَوْ أُوتِيَ بَلَاغَةَ قُدَامَةَ - لَا يَغْتَرِفُ إِلَّا مِنْ فُضَالَتِهِ، وَلَا يَسْرِيْ ذٰلِكَ الْمَسْرٰى إِلَّا بِدَلَالَتِهِ.

অনুবাদ : এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী। অথচ তাঁর পরে মাকামা রচনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি– যদিও তাঁকে কুদামার সাহিত্য শক্তি প্রদান করা হয়– তাঁর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত আঁজল ভরতে পারবে না এবং তাঁর পথনির্দেশনা ব্যতীত এ পথে চলতে সক্ষম হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَصَاحِبُ آيَاتٍ এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী وَأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ অথচ পদক্ষেপ গ্রহণকারী بَعْدَهُ তাঁর পরে لِإِنْشَاءِ مَقَامَةٍ মাকামা রচনার জন্য وَلَوْ أُوتِيَ যদিও তাঁকে প্রদান করা হয় بَلَاغَةَ قُدَامَةَ কুদামার সাহিত্য শক্তি لَا يَغْتَرِفُ আঁজল ভরতে পারবে না إِلَّا ব্যতীত مِنْ فُضَالَتِهِ তার উচ্ছিষ্ট وَلَا يَسْرِيْ এবং চলতে সক্ষম হবে না ذٰلِكَ الْمَسْرٰى এ পথে إِلَّا ব্যতীত دَلَالَتِهِ তাঁর পথ নির্দেশনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

صَاحِبٌ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) أَيَاتٌ، آيٌ، (و) آيَةٌ : আলামত, চিহ্ন। নিদর্শন। শিক্ষা।

آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ : সূরার নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ, আয়াত।

آيَةُ الرَّجُلِ : অস্তিত্ব।

خَرَجَ الْقَوْمُ بِآيَتِهِمْ : লোকজন দলবদ্ধভাবে বের হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

مَادَّهُ : (أ - ي - ي)، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : عَلَامَةٌ ، ضِدّ : حَقِيْقَةٌ

اَلْمُتَصَدِّيْ (فا.مذ) : পদক্ষেপ গ্রহণকারী, অভিপ্রায়ী।

(تَفَعُّل) تَصَدِّيًا - لَهُ : পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্রতী হওয়া, প্রয়াসী হওয়া।

- لِلْأَمْرِ : কোনো বিষয়ের প্রতি অভিপ্রায়ী হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَصْدِيَةً - بِيَدَيْهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।

(إِفْعَال) إِصْدَاءً : মৃত্যুবরণ করা।

- الْجَبَلَ : পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি হওয়া।

(ن) صَدْوًا - بِيَدِهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।

(س) صَدًى : অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى

مَادَّهُ : (ص - د - ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَلْمُتَعَرِّضُ ، ضِدّ : اَلْمُعْرِضُ

إِنْشَاءٌ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مَقَامَةٌ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أُوتِيَ : প্রদান করা হয়।

(إِفْعَال) إِيْتَاءً - فُلَانًا الشَّيْءَ : প্রদান করা, দেওয়া।

- إِلَيْهِ الشَّيْءَ : প্রেরণ করা।

(ض) إِتْيَانًا، أَتْيًا : আসা।

- الْمَكَانَ : উপনীত হওয়া।

- الشَّيْءَ : করা।

- الرَّجُلَ : প্রতিদান দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ.

مَادَّهُ : (أ - ت - ى)، جِنْس : مُرَكَّب مَهْمُوْز فَا نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَعْطٰى ، ضِدّ : مَنَعَ

بَلَاغَةٌ : বলিষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা। মনের ভাব প্রকাশের আকর্ষণীয় ক্ষমতা। ভাষার সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা।

(ك) بَلَاغَةً : মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। ভাষা প্রঞ্জল ও সাবলীল হওয়া।

(رَجُلٌ) بَلِيْغٌ : (ج) بُلَغَاءُ : মনের ভাব প্রকাশে আকর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী। বলিষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী।

كَلَامٌ بَلِيْغٌ : সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা। মনোমুগ্ধকর ভাষা।

Free @ www.eilm.weebly.com

(ن) بُلُوغًا - ه : পৌঁছা।

- الثَّمَرُ : ফল পাকা।

- الْغُلَامُ : বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, বালেগ হওয়া, সাবালক হওয়া।

(إفْعَال) إِبْلَاغًا ، (تَفْعِيل) تَبْلِيغًا - ه : পৌঁছানো।

(مُفَاعَلَة) مُبَالَغَة : অতিরঞ্জিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

مَادَّة : (ب - ل - غ) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : فَصَاحَة ، ضِدّ : هَجَانَة

قدامة : এক ব্যক্তির নাম। বাগদাদের অধিবাসী এ মনীষী আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এক প্রবাদ পুরুষ। এছাড়া তিনি মানতেক [যুক্তিবিদ্যা] ও ফালসাফা [দর্শন] শাস্ত্রেও একজন স্বীকৃত সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম ও বংশ পরিক্রমা এই : আবুল ফারাজ কুদামাহ ইবনে জা'ফর ইবনে কুদামাহ ইবনে যিয়াদ বাগদাদী। তিনি প্রথম জীবনে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে আব্বাসী খলীফা মুক্তাফী বিল্লাহ -এর শাসনামলে [২৮৯ হি.-২৯৫ হি. মুতাবেক ৯০২ খৃ.- ৯০৮ খৃ.] ইসলাম গ্রহণ করেন। نَقْدُ النَّثْرِ ও نَقْدُ الشِّعْرِ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৩৩৭ হি. মুতাবেক ৯৪৮ খৃ. সালে ইন্তেকাল করেন।

لَا يَغْتَرِفُ : আঁজল ভরতে পারবে না।

(اِفْتِعَال) اِغْتِرَافًا - الْمَاءَ أَوْ مِنَ الْمَاءِ بِيَدِهِ : পানি দ্বারা আঁজল ভরা।

(ض) غَرْفًا - الشَّيْءَ : কর্তন করা।

(اِنْفِعَال) اِنْغِرَافًا : কর্তিত হওয়া। মুচড়ে যাওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া। মরে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

مَادَّة : (غ - ر - ف) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : لَا يَشْرَبُ ، ضِدّ : لَا يَأْكُلُ

نُضَالَةٌ : (ج) نُضَالَاتٌ : অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট। আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

لَا يَسْرِيْ : চলবে না। চলতে পারবে না।

(ض) سُرًى ، سَرْيَةً ، سُرْيَةً ، سِرَايَةً ، سَرَيَانًا ، مَسْرًى : রাত্রিকালে চলা। রাত্রিকালে সফর করা। [যে কোনো সময়] সফর করা। চলা।

(إفْعَال) إِسْرَاءً : রাত্রিকালে চলা।

- بِهِ : রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

مَادَّة : (س - ر - ى) ، جِنْس نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : يَجْرِيْ/يَسِيْرُ

اَلْمَسْرَى : (ج) مَسَارِيُ : চলার জায়গা। সফরের স্থল। পথ।

مُرَادِف : اَلْمَجْرَى ، ضِدّ : اَلْمَوْقِف

دَلَالَةٌ : দিকনির্দেশনা, পথনির্দেশনা।

دَلَالَةٌ ও دِلَالَةٌ দু'টোই শুদ্ধ। তবে دَلَالَةٌ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ পড়া উত্তম।

(ن) دَلَالَةً ، دِلَالَةً ، دُلُوْلَةً ، دِلِّيْلَى - إِلَى الشَّيْءِ أَوْ عَلَيْهِ : পথ প্রদর্শন করা।

(ض) دَلًّا ، دَلَالًا (س) دَلَلًا : মান-অভিমান করা। কপট বিরুদ্ধাচরণ করা। গর্ব করা। নিজের দান-দাক্ষিণের খোঁটা দেওয়া।

(إفْعَال) إِدْلَالًا - عَلَيْهِ : কারও আন্তরিকতা ও ভালোবাসার প্রতি ভরসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ يَآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

مَادَّة : (د - ل - ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْإِرْشَاد ، ضِدّ : اَلْإِضْلَال

وَلِلّٰهِ دَرُّ الْقَائِلِ :

فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً

بِسُعْدٰى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ

অনুবাদ : নিম্নোক্ত শ্লোক রচনাকারী কবির বক্তব্যের সৌকুমার্য আল্লারই প্রদত্ত :
সুতরাং যদি আমি তার [কপোতীর] পূর্বে সু'দার প্রেমে ক্রন্দন করতাম, তবে আমি লজ্জিত হওয়ার পূর্বে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِلّٰهِ আল্লাহরই প্রদত্ত دَرُّ الْقَائِلِ কবির বক্তব্যের সৌকুমার্য فَلَوْ যদি قَبْلَ مَبْكَاهَا তার ক্রন্দনের পূর্বে بَكَيْتُ আমি ক্রন্দন করতাম صَبَابَةً প্রেমে بِسُعْدٰى সু'দার شَفَيْتُ আমি প্রবোধ দিতে পারতাম النَّفْسَ মনকে قَبْلَ التَّنَدُّمِ লজ্জিত হওয়ার পূর্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

دَرٌّ : দুধ। প্রচুর দুধ। দুধের প্রাচুর্য। রক্ত। আত্মা। কর্ম। বিস্ময় ও প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হয়-

لِلّٰهِ دَرُّهُ : তার সৌকুমার্য আল্লাহরই প্রদত্ত।

دَرَّدَرُّهُ : তার কল্যাণ প্রচুর ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

لَا دَرَّدَرُّهُ : তার কর্ম সফল না হোক।

অভিধানবিদগণের মতে, যখন কোনো মানুষ অধিক পরিমাণে দান-দাক্ষিণ্য করে এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয় তখন বলা হয় لِلّٰهِ دَرُّهُ : তার দান-দাক্ষিণ্যের প্রভূত কল্যাণ আল্লাহরই প্রদত্ত। এখানে দান-দাক্ষিণ্যকে কল্যাণময়তার দিক থেকে দুধের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে।

(ن، ض) دَرًّا -الدَّرُّ : প্রচুর দুধ হওয়া।

- تِ النَّاقَةُ بِلَبَنِهَا : উটনীর প্রচুর দুধ দেওয়া।

مَادَّه : (د . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : لَبَنٌ، ضِدّ : دَم

دَرُّ الْقَائِلِ : বক্তার বক্তব্যের সৌকুমার্য। কবির ভাবের সুকুমারত্ব ও কমনীয়তা, বক্তার বক্তব্যের মর্মস্পর্শী অবদান।

উপরিউক্ত শ্লোক দু'টির রচয়িতা দামেশকের প্রখ্যাত কবি আদী ইবনুর রিকা'। রিকা' তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম যায়দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ : আদী ইবনে যায়দ ইবনে মালিক ইবনে আদী ইবনুর রিকা'। তাঁর উপনাম আবূ দাউদ। তিনি বনূ আমিলা বংশোদ্ভূত কবি জারীরের সমসাময়িক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্লেষাত্মক কাব্য রচয়িতা। কূফার বিখ্যাত অভিধান ও ব্যাকরণবিদ সা'লাব তার কাব্যমালা সংকলন করেন। আনুমানিক ৭১৪ খৃ. মুতাবেক ৯৫ হি. সালের কাছাকাছি সময় তিনি দামেশকে ইনতিকাল করেন। তিনি উমায়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক [শাসনকাল : ৮৬ হি. - ৯৬ হি.]-এর দরবারের রাজ কবিদের অন্যতম ছিলেন। উপরিউক্ত দু'টি শ্লোকের পূর্বস্থ আরও দু'টি শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হলো :

وَمِمَّا شَجَانِيْ أَنَّنِيْ كُنْتُ نَائِمًا
أُعَلَّلُ مِنْ فَرْطِ الْكَرٰى بِالتَّنَسُّمِ
إِلٰى أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ فِيْ غُصْنِ أَيْكَةٍ
تُرَدِّدُ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ

উল্লেখ্য যে, আল্লামা হারীরী ইতঃপূর্বে পৃথক পৃথক দু'টো শ্লোক এবং একসঙ্গে উল্লিখিত দু'টো শ্লোক, মোট চারটি অন্য কবির রচিত শ্লোক তার আল-মাকামাতুল হারিরিয়্যাতে সন্নিবেশিত করার কথা বলেছেন। সে চারটি শ্লোকের দু'টি দ্বিতীয় মাকামা'য় এবং আর দু'টি পঁচিশতম মাকামা'য় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে উল্লিখিত فَلَوْ قَبْلَ (مَبْكَاهَا....) দু'টি শ্লোকও অন্য কবির রচিত। কিন্তু এ দু'টো শ্লোক মাকামাতের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাকামাগুলো রচনা করার পর তার মুখবন্ধ স্বরূপ লেখকের কৈফিয়ত সম্বলিত ভূমিকা লেখার সময় প্রাসঙ্গিকভাবে এ দু'টি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আলোচনায় অন্য কবির কবিতা প্রসঙ্গে এ শ্লোক দু'টির কথা উল্লেখ করার প্রশ্নই উঠে না। শ্লোক দু'টির উল্লেখ করার পূর্বে لِلّٰهِ دَرُّ الْقَائِلِ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ দু'টি শ্লোকও অন্য কবির রচিত।

لَوْ : যদি।

لَوْ হরফটি ৭টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. অতীতকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে। যথা- لَوْ جَاءَنِيْ لَأَكْرَمْتُهُ

২. ভবিষ্যৎকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে। যথা- لَوْ تَلْتَقِيْ أَصْدَانَا بَعْدَ مَوْتِنَا -
কিন্তু এটি فِعْل مُضَارِع কে جَزْم প্রদান করে না।

৩. حَرْف مَصْدَرِي হিসাবে। যথা- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ কিন্তু এটি فِعْل مُضَارِع কে نَصْب দেয় না। এটা সাধারণত ودّ يودّ -এর পরে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও ব্যতিক্রম ব্যবহারও হ'।

৪. تَمَنِّيْ বা আকাঙ্ক্ষার অর্থ জ্ঞাপনার্থে। যথা- لَوْ تَأْتِيْنِيْ فَتُحَدِّثَنِيْ

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

এ সময় তার جَوَابٌ টা فَاء যুক্ত ও مَنْصُوْب হবে।

৫. عَرْض বা অনুরোধ জ্ঞাপনার্থে। যথা–

لَوْ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا

এ সময় তার جَوَابٌ টা فَاء যুক্ত ও مَنْصُوْب হবে।

৬. تَقْلِيْل [স্বল্পতা] বুঝাবার জন্য। যথা–

تَصَدَّقُوْا وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

৭. تَكْثِيْر [আধিক্যতা] বুঝাবার জন্য। যথা– أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَبْلَ : (ظَرْف زَمَان ـ مُعْرَب) : পূর্বে, আগে।

قَبْلَ শব্দটি ظَرْف زَمَان কখনও এটি مُعْرَب হয়। যেমন–

مَاتَ الْخَلِيْفَةُ وَمَاتَ الْوَزِيْرُ قَبْلَهُ وَمَنْ قَبْلَهُ .

কখনও এর مُضَاف إِلَيْه বাক্যে উহ্য থাকে, তবে বক্তার মনে তার প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন এটা بِنى عَلَى الضَّمِّ হয়। যেমন– مَاتَ الْخَلِيْفَةُ وَمَاتَ الْوَزِيْرُ قَبْلُ وَمَنْ قَبْلُ

আর যদি مُضَاف إِلَيْه বাক্যে না থাকে এবং বক্তার মনেও তার প্রতি লক্ষ্য না থাকে তবে তা مُعْرَب হয়। যেমন–

مَاتَ الْخَلِيْفَةُ وَمَاتَ الْوَزِيْرُ قَبْلًا وَمِنْ قَبْلُ .

فِي الْقُرْآنِ : لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

مَادَّة : (ق ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : سَلَفًا/سَابِقًا ، ضِدّ : بَعْدُ

مَبْكَى : (مَصْدَرمِيْمِي) : ক্রন্দন, কান্না।

هَا -এর مَرْجِع পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লিখিত وَرْقَاء [কপোতী]।

مَبْكَى : (ج) مَبَاكٍ (اِسْم ظَرْف) : ক্রন্দনস্থল।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَاءُوْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ

مَادَّة : (ب ـ ك ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : رِنَّة، ضد : ضِحْكٌ

بَكَيْتُ : আমি ক্রন্দন করলাম, ... করতাম।

এর শব্দ মূলের আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ض) بُكَى ، بُكَاءً : ক্রন্দন করা।

صَبَابَةٌ : প্রেম, প্রেমের জ্বালা, ভালোবাসার যাতনা, ভালোবাসা।

(س) صَبَابَةً – إِلَيْهِ : আসক্ত হওয়া, প্রেমে পড়া।

(ن) صَبًّا – الْمَاءَ : পানি ঢেলে দেওয়া, বর্ষণ করা।

صَبٌّ : (ج) صُبُوْنَ : প্রেমিক, আসক্ত।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

مَادَّة : (ص ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : شَوْقٌ/عِشْقٌ ، ضِدّ : كَرَاهَةٌ/ إِعْرَاض

سُعْدَى : কবির কাল্পনিক প্রেমিকার নাম।

شَفَيْتُ : আমি প্রবোধ দিলাম। .... দিতাম।

(ض) شِفَاءً : রোগ নিরাময় করা। রোগমুক্ত করা। সুস্থ করা।

– فُلَانًا : কারও রোগ নিরাময় কামনা করা।

– تِ الشَّمْسُ : সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হওয়া।

– فَى الْمَرِيْضُ : অসুস্থ ব্যক্তি রোগ মুক্ত হওয়া।

– فَى النَّفْسَ : মনকে প্রবোধ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَشَفِّيًا – مِنْ غَيْظِهِ : ক্রোধমুক্ত হওয়া।

– بِهِ : আরোগ্য লাভ করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِشْفَاءً – بِهِ : চিকিৎসা করা। আরোগ্য লাভ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ .

مَادَّة : (ش ـ ف ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : سَلَّيْتُ ، ضِدّ : غَرَّيْتُ

نَفْس : (ج) أَنْفُس، نُفُوْس : প্রাণ। আত্মা। মন। দেহ। ব্যক্তি।

نَفْسُ الشَّيْءِ : আসল বস্তু।

نَفْسُ الْأَمْرِ : বাস্তব বিষয়। বাস্তব অবস্থা। বাস্তব।

এছাড়াও نَفْسٌ শব্দটি ভক্তি, সাহস, সম্মান, ইচ্ছা, অভিমত দোষ-ত্রুটি, শাস্তি, পানি -এসব অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

مَادَّة : (ن ـ ف ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَلْبٌ

تَنَدُّم : লজ্জাবোধ, লজ্জা।

(تَفَعُّل) تَنَدُّمًا : লজ্জিত হওয়া।

(س) نَدَمًا، نَدَامَةً : লজ্জিত হওয়া। অনুতপ্ত হওয়া, দুঃখিত হওয়া।

نَدَّمَهُ : লজ্জিত করা, লজ্জা দেওয়া, অনুতপ্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا نَادِمِيْنَ

مَادَّة : (ن ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْخَجَلُ/التَّحَيُّرُ ، ضِدّ : اَلْوَقْحُ/الْوَقَاحَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا الخ :

এখানে لَوْ শর্ত حَرْف قَبْلَ مَبْكَاهَا মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে ظَرْف مُقَدَّم এর- بَكَيْتُ فِعْل এবং فَا যমীরের مَرْجِع পূর্বের কবিতায় উল্লেখিত وَرْقَاء আর صَبَابَةً بَكَيْتُ মাফউলে লাহু এবং بِسُعْدَى -এর مُتَعَلِّق হলো بَكَيْتُ ফেয়েল তার فَاعِل ـ مَفْعُوْل فِيْه ـ مَفْعُوْل لَهُ এবং مُتَعَلِّق সহ শর্ত এবং شَفَيْتُ الخ জাযা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلٰكِنْ بَكَتْ قَبْلِيْ فَهَيَّجَ لِي الْبُكَا
بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ
وَأَرْجُوْ أَنْ لَا أَكُوْنَ فِيْ هٰذَا الْهَذْرِ الَّذِيْ
أَوْرَدْتُهُ، وَالْمَوْرِدِ الَّذِيْ تَوَرَّدْتُهُ، كَالْبَاحِثِ
عَنْ حَتْفِهٖ بِظِلْفِهٖ،

অনুবাদ : কিন্তু সে আমার পূর্বে ক্রন্দন করল, ফলে তার ক্রন্দন আমার ক্রন্দনকে উদ্বুদ্ধ করল। তাই আমি বললাম, মর্যাদা পূর্বসূরিরই প্রাপ্য। আর আমি আশা করি যে, আমি যে অযথা কথাবার্তার অবতারণা করেছি এবং আমি যে ঘাটে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি তাতে আমি নিজের খুর দ্বারা নিজের মৃত্যু অন্বেষণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ কিন্তু بَكَتْ সে ক্রন্দন করল قَبْلِيْ আমার পূর্বে فَهَيَّجَ ফলে উদ্বুদ্ধ করল لِي الْبُكَا আমার ক্রন্দনকে بُكَاهَا তার ক্রন্দন فَقُلْتُ তাই আমি বললাম اَلْفَضْلُ মর্যাদা لِلْمُتَقَدِّمِ পূর্বসূরিরই প্রাপ্য وَأَرْجُوْ আর আমি আশা করি أَنْ لَا أَكُوْنَ আমি হবো না فِيْ ব্যাপারে هٰذَا এই اَلْهَذْرِ অযথা কথা-বার্তা اَلَّذِيْ যার أَوْرَدْتُهُ আমি অবতারণা করেছি وَالْمَوْرِدِ الَّذِيْ যে ঘাটে تَوَرَّدْتُهُ আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি كَالْبَاحِثِ অন্বেষণকারীর মতো حَتْفِهٖ নিজের মৃত্যু بِظِلْفِهٖ নিজের খুর দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لٰكِنْ : (حَرْفُ الْاِسْتِدْرَاكِ) : কিন্তু, তবে। لٰكِنْ শব্দটি মূলে لَاكِنْ ছিল। লেখ্যরীতিতে اَلِفْ লেখা হয় না, কিন্তু উচ্চারিত হয়। এটি দু'প্রকার–

১. اَلْمُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيْلَةِ [অর্থাৎ لٰكِنَّ -এর কোমলরূপ]। এটি حَرْفِ اِبْتِدَاء , এর কোনো আমল নেই। তখন এটি جُمْلَه فِعْلِيَّه ও جُمْلَه اِسْمِيَّة উভয় প্রকার জুমলার পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

২. গঠনগতভাবে خَفِيْفَة। এরপরে যদি জুমলা আসে তখন এটি কেবল اِسْتِدْرَاك -এর অর্থ প্রকাশ করে। হরফে আত্‌ফ হয় না এবং এর পূর্বে وَاوْ যুক্ত হতে পারে। যেমন– وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظَّالِمِيْنَ কখনো وَاوْ ছাড়াও হয়। যেমন– لٰكِن وَقَائِعُهٗ فِي الْحَرْبِ تَنْتَظِرُ। আর যদি তার পরে مُفْرَد আসে তবে তা দু'টি শর্তে হরফে আত্‌ফ হয়। এক. তার পূর্বে نَفِي বা نَهِي থাকতে হবে। যেমন– مَا قَامَ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو / وَلَا يَقُمْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو দুই. তার পূর্বে وَاوْ যুক্ত হবে না। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহববিদগণের অভিমত। অপর এক দলের মতে এক্ষেত্রে وَاوْ যুক্ত করা আবশ্যক।

فِي الْقُرْاٰنِ : وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

بَكَتْ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

هَيَّجَ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(تَفْعِيْل) تَهْيِيْجًا ـ الشَّيْئَ : উদ্বুদ্ধ করা, উস্কিয়ে দেওয়া, উত্তেজিত করা।

(تَفَعُّل) تَهَيُّجًا ـ الشَّيْئُ : উদ্বুদ্ধ হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

(ض) هَيْجًا، هَيَجَانًا : উদ্বুদ্ধ হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : هَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا

مَادَّه : (ه ـ ى ـ ج)، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : حَرَّكَ/حَرَّضَ ، ضِدّ : هَدَأ

اَلْبُكَا : ক্রন্দন, কান্না। এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قُلْتُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَضْلُ : মর্যাদা। সম্মান। মাহাত্ম্য। গুণ-গরিমা। ফজিলত। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْاٰنِ : ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

مَادَّه : (ف ـ ض ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَحْمَدَةٌ/مَنْقَبَةٌ ، ضِدّ : نَقْصٌ

اَلْمُتَقَدِّمُ : (فا، مذ) : পূর্বসূরি, অগ্রবর্তী, অগ্রজ, পথিকৃত।

تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا، اِقْتَدَمَ اِقْتِدَامًا، اِسْتَقْدَمَ اِسْتِقْدَامًا : অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া।

(س) قُدُوْمًا، مَقْدَمًا، قِدْمَانًا ـ اَلْمَدِيْنَةَ : আগমন করা।

ـ مِنَ السَّفَرِ : সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

ـ اِلَى الْأَمْرِ : ইচ্ছা করা।

(ن، س) قَدْمًا، قُدُوْمًا، (إِفْعَال) إِقْدَامًا ـ عَلٰى قِرْنِهٖ : وَأَقْدَمَ : দুঃসাহস করা, বাহাদুরী করা।

قَدِمَ وَأَقْدَمَ ـ عَلَى الْأَمْرِ : সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া। বীরত্ব প্রদর্শন করা।

أَقْدَمَ يَمِيْنًا : কসম করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

أَقْدَم فُلَانًا : কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া।

(ك) قِدَمًا، قَدَامَةً : পুরাতন হওয়া।

(تَفْعِيل) تَقْدِيمًا : কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া।

- يَمِينًا : কসম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

مَادَّه : (ق ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : سَابِقٌ، ضِدّ : مُتَخَلِّفٌ

أَرْجُو : আমি আশা করি।

(ن) رَجَاءً، رَجْوًا، رَجَاةً، مَرْجَاةً، رَجَاوَةً، رَجَاءَةً : আশান্বিত হওয়া।

- الشَّيْءَ : আশা করা, ভয় করা।

رَجِيَ (س) رَجًا : কথা বলতে যেয়ে থেমে যাওয়া।

رُجِيَ عَلَيْهِ : কথা থেমে যাওয়া।

(تَفْعِيل) تَرْجِيَةً، (تَفَعُّل) تَرَجِّيًا - (اِفْتِعَال) اِرْتِجَاءً : আশা করা, ভয় করা।

(إِفْعَال) إِرْجَاءً - الْأَمْرَ : বিলম্বিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

مَادَّه : (ر ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : أَتَمَنَّى ، ضِدّ : أَيْئَسُ

لَا أَكُوْنَ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْهَذَرُ : অযথা কথাবার্তা। এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أَوْرَدْتُ : আমি অবতারণা করেছি।.... উপস্থিত করেছি।

(إِفْعَال) إِيْرَادًا : ঘাটে আনয়ন করা। উপস্থিত করা।

- اَلْمَاءَ : পানির নিকটে নিয়ে আসা।

- اَلْكَلَامَ : বর্ণনা করা। উপস্থাপনা করা। অবতারণা করা।

- اَلشَّيْءَ : উল্লেখ করা।

- اَلْخَبَرَ : বর্ণনা করা।

(ض) وُرُوْدًا - اَلْمَاءَ : পানির নিকটে আসা। পানিতে অবতীর্ণ হওয়া।

- اَلرَّجُلَ : উপস্থিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ

مَادَّه : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : أَتَيْتُ بِهِ ، ضِدّ : ذَهَبْتُ بِهِ

اَلْمَوْرِدُ : (ج) مَوَارِدُ : ঘাট। পানস্থান। পানির নিকটে। যাওয়ার পথ।

تَوَرَّدْتُ : আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি।

تَوَرَّدَ (تَفَعُّل) تَوَرُّدًا : ঘাটে আসতে বলা।

- اَلْمَاءَ : পানির নিকটে আসা। পানিতে অবতীর্ণ হওয়া।

(خَاصِيَّت تَكَلُّف) : অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ

مُرَادِف : نَزَلْتُ، ضِدّ : صَعِدْتُ

اَلْبَاحِثُ : খননকারী। অন্বেষণকারী। অনুসন্ধানকারী। গবেষক। গবেষণাধর্মী।

(ف) بَحْثًا - فِي الْأَرْضِ : খনন করা। মাটির নিচে কোনো কিছু খোঁজ করা।

- عَنْهُ : অনুসন্ধান করা।

بَحْثٌ : (ج) بُحُوْثٌ ، أَبْحَاثٌ : অনুসন্ধান। পর্যবেক্ষণ। যাচাই। নিরীক্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ

مَادَّه : (ب ـ ح ـ ث) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُفَتِّشُ ، ضِدّ : اَلْإِهْمَالُ

حَتْفٌ : (ج) حُتُوْفٌ : মৃত্যু।

مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ حَتْفَ فِيْهِ : তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

فِي الْحَدِيْثِ : وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوْفِ

مَادَّه : (ح ـ ت ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَوْتُ ، ضِدّ : اَلْحَيٰوةُ

ظِلْفٌ : (ج) أَظْلَافٌ، ظُلُوْفٌ : [গরু, বকরি, হরিণের] খুর। প্রয়োজন। জীবন নির্বাহ সংক্রান্ত সংকট। সংকটময় জীবন।

جَاءُوْا عَلٰى ظِلْفِهِ : তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে।

اَلْفِرْسِنُ : উটের খুর।

اَلْحَافِرُ : ঘোড়ার খুর।

(ن) ظَلْفًا - السَّهْمَ : খুরের উপর পড়া। খুরে আঘাত করা।

- هُ عَنِ الْأَمْرِ : বারণ করা, বিরত রাখা।

(ن،ض) ظَلْفًا - اَلْقَوْمَ : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْتَرَقٍ

مَادَّه : (ظ ـ ل ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَافِرُ، ضِدّ : يَدٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا أَكُوْنَ فِيْ هٰذَا الْهَذَرِ الَّذِيْ الخ : لَا أَكُوْنَ ফে'লে نَاقِص তার মধ্যে ضَمِيْر ইসম الْهَذَرِ শব্দটি مَوْصُوْف আর الَّذِيْ أَوْرَدْتُهُ হলো তার সিফাত এবং الْمَوْرِدِ মাউসূফ, আর الَّذِيْ تَوَرَّدْتُهُ তার সিফাত।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ : كَالْبَاحِثِ عَنْ حَتْفِهِ الخ :

اَلْبَاحِثِ عَنْ حَتْفِهِ মা'তূফ আলাইহি, اَلْجَادِعِ مَارِنَ أَنْفِهِ মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে كَاف بِمَعْنَى مِثْل মুযাফ, كَانَ بِمَعْنَى مِثْل মুযাফের মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে لَا اَكُوْنُ -এর خَبَر। তারপর مَصْدَر -এর تَاوِيْل হয়ে أَرْجُوْ -এর مَفْعُوْل بِه।

বালাগাত

قَوْلُهُ : اَلْبَاحِثِ عَنْ حَتْفِهِ بِظِلْفِهِ :

এটি একটি আরবি ضَرْبُ الْمَثَل [প্রবাদ]। নিজ কর্ম-কাণ্ড দ্বারা যখন কেউ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। এর মূল ঘটনা ছিল এই, একদা জনৈক ব্যক্তি একটি বকরি জবাই করার ইচ্ছায় তাকে প্রস্তুত করল, কিন্তু তার কাছে কোনো ছুরি ছিল না। কিন্তু বকরিটি তার পা দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগল। এতে তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় সেখানে মাটির নিচে চাপা পড়া একটি ছুরি দেখা গেল। তারপর সেই ছুরিটি তুলে নিয়ে তা দ্বারা তাকে জবাই করা হলো তখন লোকেরা বলতে লাগল : (بَحَثَ عَنْ حَتْفِهَا بِظِلْفِهَا) তারপর থেকেই কেউ নিজের কর্ম দোষে মসিবতের সম্মুখীন হলে সে স্থানে এ প্রবাদটির ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে কবি ফারযদাক বলেন–

وَكَانَتْ كَعَنْزِ السُّوْءِ كَانَتْ بِظِلْفِهَا
إِلَى مُدْيَةٍ تَحْتَ الثَّرٰى تَسْتَثِيْرُهَا

এবং কবি আবুল আসওয়াদ বলেন–

فَلَا تَكُ مِثْلَ الَّتِيْ اِسْتَخْرَجَتْ * بِأَظْلَافِهَا مُدْيَةً أَوْ بِفِيْهَا
فَقَامَ إِلَيْهَا بِهَا ذَابِحٌ * وَمَنْ يَدَّعْ يَوْمًا شُعُوْبًا يَجِيْهَا

এখানে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, মাকামা রচনা করার দ্বারা যদি আমার সমালোচনা হয় তবে এর দ্বারা তিনি সেই বকরির মতো নিজের খুর দ্বারা ছুরি তুলে দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার মতো আত্মহননকারী হবেন না বলে তিনি আশা পোষণ করেন।

قَوْلُهُ : اَلْجَادِعِ مَارِنَ أَنْفِهِ بِكَفِّهِ :

এটাও একটি প্রবাদ : যখন কেউ অন্যের ক্ষতি করার জন্য স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে নিজের বিশেষ ক্ষতি করতেও দ্বিধা করে না তখন এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। জাহিলী যুগে ইরাকের তানূখী রাজত্বের তৃতীয় সম্রাটের নাম ছিল জাযীমাতুল আবরাশ [মৃত্যু : আনু. ৩৬৬ হি. পূ., মুতাবিক ২৬৮ খ্রিষ্টাব্দ]। তাঁর সাথে তখনকার আরব বদ্বীপের সম্রাট আমর ইবনুজ জরব (عَمْرُو بْنُ الظَّرْبِ) ইবনে হাসসানের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আমর ইবনুজ জরব নিহত হলে তার মেয়ে নায়েলা মতান্তরে মায়মূনা ওরফে যাব্বা' (زَبَّاء) পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি তার পিতার হত্যাকারী জাযীমাতুল আবরাশের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন। এজন্য কৌশল হিসাবে তিনি জাযীমাতুল আবরাশের নিকট বিবাহ বসার এবং তার নিজের রাজত্বকে জাযীমাতুল আবরাশের রাজত্বের সাথে সংযুক্ত করার সাগ্রহ প্রস্তাব পাঠান। সম্রাট এ নিয়ে তার পরিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করলে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ পরিষদ কাসীর ইবনে সাদ (قَصِيْرُ بْنُ سَعْدٍ) ব্যতীত সকলে এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন। সেমতে সম্রাট কিছু লোকজন নিয়ে 'যাব্বা'র নিকট গেলে যাব্বা' কৌশলে তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর জাযীমাতুল আবরাশের ভাগ্নে আম্‌র ইবনে আদী (عَمْرُ بْنُ عَدِيٍّ) জাযীমাতুল আবরাশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইরাকের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন তিনি জাযীমা'র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাসীর ইবনে সা'দকে যাব্বা'র নিকট প্রেরণ করার পরিকল্পনা করেন। কাসীর ইবনে সা'দ তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কৌশলের অংশ হিসাবে নিজের হাতে নিজের নাক কেটে যাব্বা'র নিকট গমন করেন এবং তার নিকট অভিযোগ করেন যে, জাযীমার ভাগ্নে আমর ইবনে আদী এ বলে আমার নাক কেটে দিয়েছে যে, আমি নাকি জাযীমাকে হত্যার ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করেছি। তাই আমি কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আপনার কাছে আসলাম। যাব্বা' তার কথা শুনে বিশ্বাস করলেন এবং তাকে ব্যবসা করার জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ দিলেন। সে সেগুলো নিয়ে ইরাকে এসে কিছুদিন অতিবাহিত করে আম্‌র ইবনে আদী'র নিকট থেকে আরও বেশ কিছু অর্থ-কড়ি নিয়ে যাব্বার নিকট ফিরে যান এবং তাকে একথা বুঝান যে, এবার ব্যবসায় তার বেশ লাভ হয়েছে। এভাবে তিনি ব্যবসার কাজে দিনরাত লেগে থাকেন। এক পর্যায়ে যখন উপলব্ধি করলেন যে, যাব্বা'র নিকট তিনি পুরোপুরি বিশ্বস্ত হয়েছেন তখন হঠাৎ একদিন ইরাক থেকে এক হাজার উট নিয়ে আসলেন। প্রত্যেক উটের পিঠে এক একটি সিন্দুক ছিল এবং প্রত্যেক সিন্দুকে এক একজন সশস্ত্র সৈনিক লুকিয়ে ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনে আদী। এ বিশাল উটের বহর যাব্বার রাজ প্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হলো এবং সৈন্যেরা বের হয়ে রাজ প্রাসাদের লোকজনকে হত্যা শুরু করল তখন যাব্বা' আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে আম্‌র ইবনে আদীর হাতে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এবং بِيَدِيْ لَا بِيَدِ عَمْرٍو অর্থাৎ "নিজের হাতে মরব, তবু আমরের হাতে মরব না।" এ বলে একটি বিষাক্ত আংটি চুষে আত্মহত্যা করেন। এরপরও আমর ইবনে আদী অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন। এভাবে আমর ইবনে আদী ও কাসীর ইবনে সাদের কৌশলের মাধ্যমে জাযীমা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয়। [আয-যিরিকলী, আল আ'লাম, জাযীমা, কাসীর, যাব্বা শিরো.]

এ ঘটনায় যেহেতু কাসীর নিজের নাক কেটে যাব্বা'কে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল তাই এ থেকে আরবি ভাষায় اَلْجَادِعُ مَارِنَ أَنْفِهِ بِكَفِّهِ প্রবাদটি প্রচলিত হয়। বাংলা ভাষায় একেই বলে "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।" আল্লামা হারীরী উপরিউক্ত দু'টি প্রবাদ উল্লেখ করে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি মাকামাত রচনার জন্য উক্ত প্রবাদ দু'টির বাস্তবপাত্রে পরিণত হবেন না বলে আশাবাদী।

وَالْجَادِعِ مَارِنَ أَنْفِهِ بِكَفِّهِ، فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،

অনুবাদ : এবং নিজের হাতে নিজের নাসিকাগ্র কর্তনকারী ব্যক্তির মতো হব না, যার ফলে আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়, যারা ক্রিয়া-কর্মে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাদের শ্রম পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : الْجَادِعِ [illegible] ব্যক্তি مَارِنَ أَنْفِهِ নিজের নাসিকাগ্র بِكَفِّهِ নিজের হাতে فَأُلْحَقَ যার ফলে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় الْأَخْسَرِيْنَ যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত أَعْمَالًا ক্রিয়াকর্ম الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ যাদের শ্রম পণ্ড হয়ে গেছে فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْجَادِعُ : (فا ، مذ) : কর্তনকারী।

(ف) جَدْعًا - الْأَنْفَ وَمَاشَاكَلَهُ : কর্তন করা।

- فُلَانًا : বন্দী করা, বিরত রাখা।

- الرَّجُلَ عِيَالَهُ : খোরপোষ বন্ধ করে দেওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

مَادَّه : (ج ـ د ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْقَاطِعُ ، ضِدّ : اَلْمُصْلِحُ

مَارِنٌ : (ج) مَوَارِنُ : নাকের ডগা, নাকের নরম অংশ, নাসিকাগ্র।

رُمْحٌ مَارِنٌ : নমনীয় বর্শা।

(ن) مُرُوْنَةً، مُرُوْنًا، مَرَانَةً : কিছুটা কাঠিন্য বজায় রেখে নরম হওয়া।

- يَدُهُ عَلَى الْعَمَلِ : শক্ত হওয়া, কঠোর হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَمْرِيْنًا - عَلَى الْأَمْرِ : অনুশীলন করানো। অভ্যস্ত করা। প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَمَرُّنًا - عَلَى الْأَمْرِ : অনুশীলন করা। অভ্যস্ত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ

مَادَّه : (م ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

أَنْفٌ : (ج) أُنُفٌ ، آنَافٌ ، أُنُوْفٌ : নাক, নাসিকা, নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

أَنْفُ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো বস্তুর প্রথমাংশ।

أَنْفُ الْجَبَلِ : পর্বতের একদিকে বর্ধিত অংশ।

رَغِمَ أَنْفُهُ : সে হেয় প্রতিপন্ন হলো।

حَمِيَ أَنْفُهُ : সে প্রবল ও শক্তিশালী হলো।

(س) أَنَفًا - مِنَ الْعَارِ : আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, অপছন্দ করা।

(ن، ض) أَنْفًا - ه : নাকে আঘাত করা। নাকে ঘুষি দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

مَادَّه : (أ ـ ن ـ ف) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : مَنْخَرٌ، ضِدّ : فَمٌ

كَفٌّ : (ج) أَكُفٌّ ، كُفُوْفٌ ، كُفٌّ : হাত। হাতের তালু [আঙ্গুল সহকারে]। নেয়ামত।

(ن) كَفًّا، كَفَافَةً - عَنِ الْأَمْرِ : বিরত থাকা।

- ه عَنِ الْأَمْرِ : বিরত রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ

مَادَّه : (ك ـ ف ـ ف) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلرَّاحَةُ، ضِدّ : عَضُدٌ

أُلْحِقَ (مَجْهُوْل) : আমাকে অন্তর্ভুক্ত/সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

(اِفْعَال) إِلْحَاقًا - الشَّيْءَ : পৃথক স্থান থেকে এসে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত হওয়া। কোনো কিছুর সাথে পরে এসে সংযুক্ত হওয়া।

- ه بِفُلَانٍ : কারও সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত করে দেওয়া। একত্র করে দেওয়া।

(س) لَحْقًا، لَحَاقًا : কোনো কিছুর সাথে পরে এসে সংযুক্ত হওয়া। পরে এসে মিলিত হওয়া।

(اِفْتِعَال) اِلْتِحَاقًا - بِه : ভর্তি হওয়া। সংযুক্ত হওয়া। মিলিত হওয়া।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تَفْعِيل) تَضْلِيْلاً، تَضْلاَلاً : পথভ্রষ্ট করা। পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করা।

(إِفْعَال) إِضْلاَلاً - الشَّيْءَ : নষ্ট করা। ধ্বংস করা। দাফন করা। অদৃশ্য করা। পথভ্রষ্ট করা। হারিয়ে ফেলা। পথভ্রষ্ট পাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ

مَادَّه : (ض ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلاَثِى

مُرَادِف : خَابَ ، ضِدّ : أَفْلَحَ

سَعْىٌ : শ্রম। চেষ্টা। সাধনা।

(س) سَعْيًا : কাজ করা। চেষ্টা করা, সাধনা করা। চলা। সজোরে হাঁটা, দৌড়ানো।

- إِلَيْهِ : ইচ্ছা করা।

- فِىْ حَاجَةِ الرَّجُلِ : কারো অভাব মোচনের চেষ্টা করা।

(إِفْعَال) إِسْعَاءً : চেষ্টা করানো।

- لِعِيَالِهِ : উপার্জন করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْعَاءً - الرَّجُلَ : সদকা-যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا

مَادَّه : (س ـ ع ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَلْعَمَلُ/اَلْجُهْدُ ، ضِدّ : اَلإِهْمَالُ

اَلْحَيَاةُ : জীবন।

(س) حَيَاةً ، حَيَوَانًا : বেঁচে থাকা।

(تَفْعِيل) تَحِيَّةً : বাঁচিয়ে রাখা। বেঁচে থাকার দোয়া করা। সালাম দেওয়া। অভিবাদন জানানো।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْيَاءً : লজ্জাবোধ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

مَادَّه : (ح ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : عِيْشَةٌ/رُوْحٌ ، ضِدّ : اَلْمَوْتُ

حياة শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. বর্ধন-শক্তি। যেমন– গাছপালা ও জীব-জন্তুর জীবন, এ অর্থে কুরআনের আয়াত–

اِعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

فِى الْقُرْآنِ : وَأَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ .

مَادَّه : (ل ـ ح ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَلْصَقَ ، ضِدّ : أَبْعَدَ

(ج) اَلْأَخْسَرِيْنَ، اَلْأَخْسَرُوْنَ (و) اَلْأَخْسَرُ : অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

خَسِرَ (س) خُسْرًا، خُسُرًا، خَسَرًا، خَسَارًا، خَسَارَةً، خُسْرَانًا : ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

(ض) خَسْرًا، خُسْرَانًا - الْمِيْزَانَ : মাপে কম দেওয়া। হ্রাস করা। কমিয়ে দেওয়া।

- الْمَالَ : নষ্ট করা।

(تَفْعِيل) تَخْسِيْرًا، (إِفْعَال) إِخْسَارًا : ক্ষতিগ্রস্ত করা। পথভ্রষ্ট করা। ধ্বংস করা।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً

مَادَّه : (خ ـ س ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْهَالِكِيْنَ، ضِدّ : اَلْمُتَّقِيْنَ

(ج) أَعْمَالٌ (و) عَمَلٌ : ইচ্ছাকৃত কর্ম [প্রাণীর]।

فِعْلٌ : কর্ম [ভালো হোক বা মন্দ হোক, মানুষের হোক বা অন্য কোনো প্রাণী বা জড় পদার্থের হোক]।

صُنْعٌ : উৎকৃষ্ট কর্ম, ভালো কাজ [মানুষের]।

(س) عَمَلاً : কাজ করা। পরিশ্রম করা।

- لِلْأَمِيْرِ عَلٰى بِلاَدٍ : শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعْمَالاً : গভর্নর বানানো। প্রশাসক নিযুক্ত করা।

- اَلْآلَةَ وَالثَّوْبَ : ব্যবহার করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ.

مَادَّه : (ع ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَفْعَالٌ ، ضِدّ : أَقْوَالٌ

ضَلَّ : পণ্ড হয়েছে। .... হয়ে গেছে।

(س، ض) ضَلاَلاً، ضَلاَلَةً : পথভ্রষ্ট হওয়া। সত্য পথ বা সত্য দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া।

- الشَّيْءُ عَنْهُ : নষ্ট হয়ে যাওয়া। হারিয়ে যাওয়া।

- سَعْيُهُ : সফল না হওয়া। শ্রম পণ্ড হওয়া। ব্যর্থ হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. অনুভূতি শক্তি। এ অর্থে জীব-জন্তু ও মানুষকে حَيَوانٌ বলা হয় এবং এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

৩. বোধ-শক্তি। এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

৪. নিরুদ্বিগ্নতা। এ অর্থে কুরআনের আয়াত–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا . بَلْ أَحْيَاءٌ

৫. পরকালীন জীবন। এ অর্থে কুরআনের আয়াত–

يَالَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

৬. চিরঞ্জীব হওয়া, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে حَىٌّ বলা হয়।

فِى الْقُرْآنِ : اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

اَلدُّنْيَا : (ج) دُنًى (مُذَكَّر : اَلْأَدْنٰى) : অধিক নিকটবর্তী, অধিক নিকটবর্তিনী। ইহজগৎ। পার্থিব জীবন বা জগৎ, ইহজীবন।

دُنْيَا الْأَحْلَامِ : স্বপ্নের জগৎ।

دُنْيَا السُّرُوْرِ : আনন্দের জগৎ বা জীবন।

(ن) دُنُوًّا، دَنَاوَةً – مِنْهُ وَإِلَيْهِ، وَلَهُ : নিকটবর্তী হওয়া।

دَانٍ : (ج) دُنَاةٌ : নিকটবর্তী।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

مَادَّة : (د ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اَلْحَيَاةُ الْمَادِّيَّةُ، ضِدّ : اَلْآخِرَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : فَالْحَقَ بِالْأَخْسَرِيْنَ الخ :

أَعْمَالًا এবং جَزَاء এর- مَحْذُوْف শর্ত فَإِنْ كَانَ كَذٰلِكَ এটা مُمَيَّز হলো مُمَيِّز আর الْأَخْسَرِيْنَ হলো تَمْيِيْز অতঃপর تَمْيِيْز ও الَّذِيْنَ ضَلَّ الخ আর مَوْصُوْف মিলে تَمْيِيْز হলো সিফাত।

قَوْلُهٗ : وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ الخ :

أَخْسَرِيْنَ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে وَاو حَالِيَه এবং পরবর্তী বাক্যটি

سَعْى ও صَنْع ـ عَمَل ـ فِعْل -এর মধ্যে পার্থক্য :

فِعْل : ব্যাপক, জীব, জড়, মানুষ সকলের কাজকে فِعْل বলে, চাই কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক। পক্ষান্তরে প্রাণী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ হয় তাকে سَعْى বা عَمَل বলে। জড় পদার্থের কাজকে ব অনিচ্ছাকৃত কাজকে عَمَل বলা হয় না। আর মানুষের উৎকৃ কাজকে صَنْع বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ، عَلٰى
أَنِّىْ وَإِنْ أَغْمَضَ لِىَ الْفَطِنُ الْمُتَغَابِىْ،
وَنَضَحَ عَنِّى الْمُحِبُّ الْمُحَابِىْ،

অনুবাদ : অথচ তারা ধারণা করছে যে, তারা ভালো কাজ করছে। তা ছাড়া, যদিও মেধাহীনতার ভানকারী ধীসম্পন্ন ব্যক্তি আমার [দোষ ত্রুটির] প্রতি নমনীয় দৃষ্টি দেয় এবং একান্ত আন্তরিক বন্ধু আমার পক্ষ থেকে [শত্রুর আক্রমণ] প্রতিহত করে,

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُمْ অথচ তারা يَحْسَبُوْنَ ধারণা করছে أَنَّهُمْ যে, তারা يُحْسِنُوْنَ ভালো কাজ করছে صُنْعًا ভালো কাজ عَلٰى أَنِّىْ তাছাড়া وَإِنْ যদিও أَغْمَضَ নমনীয় দৃষ্টি দেয় لِىَ আমার প্রতি الْفَطِنُ ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি الْمُتَغَابِىْ মেধাহীনতার ভানকারী وَنَضَحَ এবং প্রতিহত করে عَنِّى আমার পক্ষ থেকে الْمُحِبُّ বন্ধু الْمُحَابِىْ একান্ত আন্তরিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَحْسَبُوْنَ : তারা ধারণা করে, -করছে, -করবে।
(س، ح) حِسْبَانًا، مَحْسَبَةً، مَحْسِبَةً : ধারণা করা, মনে করা।
(س) حَسَبًا : শ্বেত রোগে গায়ের চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া।
(ك) حَسَبًا، حَسَابَةً : বংশীয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত হওয়া।
(ن) حَسْبًا، حِسَابًا، حُسْبَانًا، حِسْبَةً، حِسَابَةً : গণনা করা।
فِى الْقُرْآنِ : يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
مَادَّه : (ح ـ س ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يَظُنُّوْنَ ، ضِدّ : يَعْلَمُوْنَ

يُحْسِنُوْنَ : তারা ভালো কাজ করে, -করছে, -করবে।
أَحْسَنَ (إِفْعَال) إِحْسَانًا : ভালো কাজ করা, নেক কাজ করা। উত্তমভাবে করা।
- الشَّيْءَ : উত্তমভাবে প্রস্তুত করা। ভালো জ্ঞান রাখা।
- الْقِرَاءَةَ : ভালোভাবে পড়তে পারা।
- إِلَيْهِ وَبِهِ : সদ্ব্যবহার করা। অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করা।
(ك، ن) حُسْنًا : সুন্দর হওয়া।
حَسَنٌ : (ج) حِسَانٌ :
حَسِيْنٌ : (ج) حُسَّانٌ، حُسَّانٌ، حَاسِنٌ : (ج) حَاسِنُوْنَ : সুন্দর, কমনীয়, মনোরম, আকর্ষণীয়।
فِى الْقُرْآنِ : لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

صُنْعٌ : ভালো কাজ। উত্তম কাজ। সৎকাজ। আমল। অনুকম্পা। রিজিক।
(ف) صُنْعًا - الشَّيْءَ : কোনো জিনিস তৈরি করা।
- إِلَيْهِ مَعْرُوْفًا : অনুগ্রহ করা।
- بِهِ صَنِيْعًا قَبِيْحًا : মন্দ কাজ করা।
(إِفْعَال) إِصْنَاعًا - الرَّجُلُ : শেখা। ভালোভাবে কাজ করা। অন্যকে সাহায্য করা।
صَنَّعَ (تَفْعِيْل) تَصْنِيْعًا ـ الشَّيْءَ : সুন্দর করা। শোভনীয় করা।
(مُفَاعَلَة) مُصَانَعَةً : নম্রতা করা, নম্র আচরণ করা, ঘুষ দেওয়া।
- الرَّجُلَ : বন্ধু হওয়া।
- عَنِ الشَّيْءِ : প্রতারিত করা।
فِى الْمَثَلِ : مَنْ صَانَعَ بِالْمَالِ لَمْ يَحْتَشِمْ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ : যে ব্যক্তি ঘুষ দানে অর্থ ব্যয় করে সে তার প্রয়োজন অন্বেষণে শঙ্কিত হয় না।
فِى الْقُرْآنِ : صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ
مَادَّه : (ص ـ ن ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : عَمَلٌ/فِعْلٌ ، ضِدّ : بَاطِلٌ

عَلٰى أَنَّ : অধিকন্তু, উপরন্তু, তা ছাড়া।

أَغْمَضَ : নমনীয় দৃষ্টি দিল। -দেয়।
(إِفْعَال) : إِغْمَاضًا - (تَفْعِيْل) تَغْمِيْضًا، عَيْنَهُ : চক্ষু মুদিত করা।
أَغْمَضَتِ الْعَيْنُ فُلَانًا : তাচ্ছিল্য করা।
- عَنِ الشَّيْءِ : ক্ষমা করে দেওয়া। নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা।
- عَلٰى كَذَا : সয়ে নেওয়া। সহ্য করা। সম্মত হওয়া।
- فِى السِّلْعَةِ : পণ্য নিম্নমানের হওয়ার কারণে মূল্য হ্রাস করে দেওয়া।
(ن ، ك) غُمُوْضًا - الْكَلَامُ : দুর্বোধ্য হওয়া।
(إِنْفِعَال) إِنْغِمَاضًا : চক্ষু বন্ধ হওয়া।
(ض ، ن) غُمُوْضَةً -عَنْهُ : নম্র আচরণ করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
مَادَّه : (غ ـ م ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : سَامَحَ/أَغْضٰى ، ضِدّ : شَدَّدَ/عَنَّتَ

Free @www.e-ilm.weebly.com

اَلْفَطِنُ : (ج) فُطُنٌ، فُطُنٌ : ধীসম্পন্ন, মেধাবী, বুদ্ধিমান, চতুর।
(ن) فَطْنًا، فِطْنًا، فُطْنًا - (ك) فِطْنَةً، فَطَانَةً، (س) فُطُونَةً، فَطَانِيَةً، لِلْأَمْرِ وَبِهِ وَإِلَيْهِ : বোঝা, উপলব্ধি করা। অভিজ্ঞ হওয়া।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْحَدِيثِ : فَفَطِنْتُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

مَادَّه : (ف ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلذَّكِيُّ ، ضِدّ : اَلْغَبِيُّ

اَلْمُتَغَابِي : (فا، مذ) : মেধাহীনতার ভানকারী। উদাসীনতার ভানকারী, ঔদাসীন্য প্রদর্শনকারী।

تَغَابَى (تَفَاعُل) تَغَابِيًا - الشَّيْءَ أَوْ عَنِ الشَّيْءِ : ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা, ঔদাসীন্যের ভান করা, মেধাহীনতার ভান করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِغْبَاءً ، ، : নির্বোধ গণ্য করা। নির্বোধ মনে করা।

(تَفَعُّل) تَغَبِّيًا - ، ، : অজানা থাকা। অজ্ঞ থাকা। নির্বোধ। হওয়া।

(س) غَبًا، غَبَاوَةً - الشَّيْءَ وَعَنْهُ : নির্বোধ হওয়া। দুর্বল মেধা হওয়া।

- الشَّيْءُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْهُ : গোপন থাকা।

فِي الْحَدِيثِ : قَلِيلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْغَبَاوَةِ

مُرَادِف : اَلْمُتَجَاهِلُ/اَلْمُتَغَافِلُ، ضِدّ : اَلْمُتَعَاقِلُ

نَضَحَ : : প্রতিহত করল, -করে।

(ف، ض) نَضْحًا-عَنْ نَفْسِهِ : প্রতিহত করা।

نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ : : পানিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া।

- عَطَشَهُ : পিপাসা নিবারণ করা। যতটুকু পানিতে পরিতৃপ্তি হয় তার চেয়ে কম পান করা।

- الْإِنَاءُ : : পাত্র থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া।

(افْتِعَال) اِنْتِضَاحًا - عَلَيْهِ : : পানি ছিটিয়ে দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُنَاضَحَةً -عَنْ كَذَا : : প্রতিহত করা।

فِي الْحَدِيثِ : مَا يَسْقِي مِنَ الزَّرْعِ نَضْحًا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

مَادَّه : (ن ـ ض ـ ح) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : دَفَعَ/ذَبَّ ، ضِدّ : اَقْدَمَ

اَلْمُحِبُّ :(فا، مذ): প্রেমিক। ভালোবাসাপোষণকারী। আসক্ত। বন্ধু।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

مُرَادِف : اَلصَّدِيقُ، ضِدّ : اَلْعَدُوُّ/اَلْمُبْغِضُ

اَلْمُحَابِي : সাহায্যকারী। আকৃষ্ট। অনুরাগী। আন্তরিক।

مُفَاعَلَة) مُحَابَاةً، حِبَاءً - الرَّجُلَ : কাউকে নিজের একান্ত করে নেওয়া। কারও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। আন্তরিক হওয়া। সাহায্য করা।

حَابَى الْقَاضِي زَيْدًا فِي الْحُكْمِ : ন্যায্য রায়ের পরিবর্তে পক্ষপাতদুষ্ট রায় দেওয়া।

(ن) حَبْوًا : নিকটবর্তী হওয়া।

- الْوَلَدُ : : পাছা ছেঁচড়িয়ে চলা।

- تِ السَّفِينَةُ : : চালু হওয়া।

حَبَوْتُ إِلَى الْخَمْسِينَ : আমি পঞ্চাশ বছরে উপনীত হওয়ার কাছাকাছি হয়েছি।

(اِفْتِعَال) اِحْتِبَاءً : : পা ও পিঠ একত্র করে কাপড় দিয়ে বেঁধে বসা।

اَلْحِبَاءُ وَالْحَبْوَةُ : : দান।

اَلْحِبَاءُ : : নারীর মহর।

اَلْحَبْوَةُ : (ج) حُبًى : যে কাপড় দ্বারা পা ও পিঠে একত্র করে বাঁধা হয়।

فِي الْحَدِيثِ : (فِي حَدِيثِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ) : أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْبُوكَ؟

مَادَّه : (ح ـ ب ـ و) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : اَلْمُسْعِفُ/اَلْمُعِينُ، ضِدّ : اَلْمُعْرِضُ/اَلظَّالِمُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : عَلَى أَنِّي وَإِنْ أَغْمَضَ لِيَ الْفَطِنُ الْمُتَغَابِي الخ :

এখানে عَلٰى হরফে জরটি اِسْتِدْرَاك-এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ عَلٰى-এর পূর্বে উল্লিখিত বিষয় অপেক্ষা পরবর্তী বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা শক্তিশালী ও বাস্তবসম্মত। কোনো কোনো নাহববিদের মতে, এরূপ عَلٰى তারকীবের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে পদগত কোনো সম্পর্ক রাখে না। তখন এটি لٰكِنَّ-এর অর্থ প্রকাশ করে এবং حَرْفُ اِبْتِدَاء হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন, কারো কারো মতে, পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এই عَلٰى-এর সম্পর্ক حَاشَا-এর মতো। অর্থাৎ حَاشَا যেমন এক অভিমত অনুযায়ী হরফে জর হিসাবে পূর্ববর্তী বাক্যার্থের ব্যতিক্রমার্থ জ্ঞাপন করে এবং তার সাথে সম্পর্কিত হয় তেমনি এই عَلٰى ও একইরূপ অর্থ জ্ঞাপন করে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। তবে ইমাম ইবনে হাজেবের মতে এটি তার مَجْرُور নিয়ে مُبْتَدَا مَحْذُوف-এর খবর হবে। তখন বাক্য এরকম হবে وَالتَّحْقِيقُ عَلَى أَنَّ ... অর্থাৎ, পরবর্তী কথাটি বাস্তবসম্মত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا أَكَادُ أَخْلُصُ مِنْ غُمْرٍ جَاهِلٍ، أَوْ ذِي غِمْرٍ مُتَجَاهِلٍ، يَضَعُ مِنِّي لِهٰذَا الْوَضْعِ،

অনুবাদ : তবু আমি অনভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি অথবা মূর্খতার ভানকারী নিন্দুক থেকে হয়তো রেহাই পাব না। সে এ রচনার কারণে আমার মর্যাদা খাটো করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَكَادُ أَخْلُصُ তবু আমি হয়তো রেহাই পাব না مِنْ থেকে غُمْرٍ جَاهِلٍ অনভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি أَوْ অথবা ذِي غِمْرٍ مُتَجَاهِلٍ মূর্খতার ভানকারী নিন্দুক يَضَعُ খাটো করবে مِنِّي আমার মর্যাদা لِهٰذَا الْوَضْعِ এ রচনার কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَكَادُ : كَادَ يَكَادُ، كَوْدًا، مَكَادَةً :

কোনো কাজ করার কাছাকাছি হওয়া, কিন্তু না করা। যেমন– كَادَ يَضْرِبُ : সে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু প্রহার করে নি। এটি أَفْعَال مُقَارَبَة -এর একটি। এর خَبَر-এর সাথে أَنْ কমই ব্যবহৃত হয়। كَادَ কখনো ইচ্ছা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : أَكَادُ أُخْفِيهَا : আমি তা গোপন করার ইচ্ছা করেছি। كَادَ কখনও ইবারতে زَائِدَة হয়। যেমন– لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا মানে لَمْ يَرَاهَا : সে দেখে নি।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ .

مَادَّه : (ك ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : لَا أَقْرُبُ ، ضِدّ : لَا أَبْعُدُ

أَخْلُصُ : আমি রেহাই/মুক্তি পাব।

(ن) خُلُوصًا، خَلَاصًا : খাঁটি হওয়া, নিখাদ হওয়া।

- مِنَ الْهَلَاكِ : মুক্তি পাওয়া। নিষ্কৃতি পাওয়া। রেহাই পাওয়া। নিরাপদে থাকা।

- اَلْمَاءُ مِنَ الْكَدِرِ : নির্মল হওয়া।

- إِلَى الْمَكَانِ أَوْ بِالْمَكَانِ : পৌঁছা।

- مِنَ الْقَوْمِ : পৃথক হওয়া।

(س) خَلَصًا : গোশ্‌তের মধ্যে হাঁড়-চূর্ণ বিদ্যমান থাকা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيصًا - مِنْ كَذَا : নিষ্কৃতি দেওয়া, মুক্তি দেওয়া।

- اَلشَّيْءَ : পরিষ্কার করা, নিখাদ করা, সারবত্তা বের করা।

(إِفْعَال) إِخْلَاصًا : নিষ্ঠা সহকারে করা। আন্তরিকভাবে করা।

إِسْتَخْلَصَ (إِسْتِفْعَال) إِسْتِخْلَاصًا : বেছে নেওয়া। খাস করা।

- اَلشَّيْءَ مِنْهُ : হাসিল করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا .

مَادَّه : (خ ـ ل ـ ص) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أَصْفُو، ضِدّ : أُخَالِطُ

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : অনভিজ্ঞ, মূর্খব্যক্তি।

غَمْرٌ : (ج) غُمُورٌ، أَغْمَارٌ : প্রশস্ত কাপড়। অথৈ পানি, তলিয়ে নেওয়া জলরাশি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। মানুষের দল। উদার ব্যক্তি। নম্র-ভদ্র। দানশীল। দ্রুতগামী ঘোড়া। অপ্রকাশিত বিদ্বেষ। প্রচণ্ড অন্ধকার। প্রবল ঘ্রাণ।

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : জাফরান।

غَمَرٌ (ج) غُمُورٌ : হিংসা, বিদ্বেষ।

غِمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : পিপাসা।

غَمَرٌ : (ج) غُمُورٌ : হিংসা, বিদ্বেষ।

غَمَرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : মানুষের দল। অনভিজ্ঞ। মূর্খ।

غَمُرَ (ك) غَمَارَةً، غُمُورَةً - اَلرَّجُلُ : মূর্খ হওয়া।

- اَلْمَاءُ : বৃদ্ধি পাওয়া।

(س) غَمَرًا، غِمْرًا - صَدْرُهُ عَلَيْهِ : কারও প্রতি মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ হওয়া।

(ن) غَمْرًا - بِشَيْءٍ : ঢেকে নেওয়া, আচ্ছাদিত করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَغُرُّكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَغْمَارًا .

مَادَّه : (غ ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلْجَاهِلُ ، ضِدّ : اَلْمُجَرِّبُ/اَلْعَالِمُ

جَاهِلٌ : (ج) جَهَلَةٌ، جُهُلٌ، جُهَّلٌ، جُهَلَاءُ، جُهَّالٌ، جُهَّلٌ : অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নির্বোধ, অভদ্র, মূর্খ।

جَهِلَ (س) جَهْلًا : অজ্ঞ হওয়া, মূর্খ হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

مَادَّة : (ج ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : غُمْرٌ ، ضِدّ : اَلْعَالِمُ/اَلْمُجَرِّبُ

مُتَجَاهِلٌ : (ج) مُتَجَاهِلُوْنَ : অজ্ঞতার ভানকারী. [illegible] ভানকারী।

(تَفَاعُل) **تَجَاهُلًا** : অজ্ঞতার ভান করা, মূর্খতার ভান করা।

مُرَادِف : اَلْمُتَغَابِى، ضِدّ : اَلْمُتَفَاطِنُ

ذِىْ غِمْرٍ : বিদ্বেষী, নিন্দুক, হিংসাপরায়ণ।

فِى الْحَدِيْثِ : وَلَا ذِىْ غِمْرٍ عَلٰى أَخِيْهِ .

يَضَعُ : খাটো করবে।

(ف) وَضْعًا ـ ه : নীচ করা, লাঞ্ছিত করা।

- عُنُقَهُ : ঘাড়ে আঘাত করা।

- اَلْحَدِيْثَ : কথা বানানো। হাদীস জাল করা। প্রক্ষেপণ করা।

- اَلْكِتَابَ : রচনা করা, গ্রন্থনা করা।

- يَدَهُ عَنْ فُلَانٍ : বিরত রাখা।

- عَصَاهُ : অবস্থান করা।

- تِ الْمَرْأَةُ حَمْلَهَا : সন্তান প্রসব করা।

- مِنْ فُلَانٍ : মর্যাদা খাটো করা।

- نَفْسَهُ : নিজেকে অপমানিত করা।

(س) ضَعَةً، وَضِيْعَةً - فِىْ تِجَارَتِهِ : ব্যবসায় গচ্ছা দেওয়া।

(ك) ضَعَةً، وَضَاعَةً : নিকৃষ্ট হওয়া। অপদার্থ হওয়া। হীন হওয়া। নীচ হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّىْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى

مَادَّة : (و ـ ض ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : يُخْزِىْ، ضِدّ : يَرْفَعُ

اَلْوَضْعُ : [এখানে] রচনা করা, রচনা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

বালাগাত

ذِىْ غِمْرٍ مُتَجَاهِلٍ ও غُمْرٍ جَاهِلٍ-এর মধ্যে ১ম غِمْر যদি بِكَسْرِ الْغَيْنِ হয়, তাহলে এখানে جِنَاس مُتَمَاثِل হয়েছে আর যদি بِفَتْحِ الْغَيْنِ বা بِضَمِّ الْغَيْنِ হয় তাহলে এখানে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيُنَدِّدُ بِأَنَّهُ مِنْ مَنَاهِي الشَّرْعِ، وَمَنْ نَقَدَ الْأَشْيَاءَ بِعَيْنِ الْمَعْقُوْلِ، وَأَنْعَمَ النَّظَرَ فِيْ مَبَانِي الْأُصُوْلِ،	**অনুবাদ :** এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে যে, এটা শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বস্তুনিচয়কে যুক্তির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে এবং [সমালোচনার] নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা করে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُنَدِّدُ এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে مِنْ مَنَاهِي الشَّرْعِ শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত وَمَنْ আর যে ব্যক্তি نَقَدَ নিরীক্ষণ করে الْأَشْيَاءَ বস্তু নিচয়কে بِعَيْنِ الْمَعْقُوْلِ যুক্তির দৃষ্টিতে وَأَنْعَمَ النَّظَرَ এবং গবেষণা করে فِيْ مَبَانِي الْأُصُوْلِ নীতিমালার ভিত্তিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُنَدِّدُ : নিন্দা সহকারে প্রচার করে/করবে।

(تَفْعِيْل) تَنْدِيْدًا - بِالشَّيْءِ : কুৎসা রটানো। বদনামি করা। কলঙ্কিত করা।

- بِفُلَانٍ : দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। মন্দ কথা শোনানো।

- صَوْتَهُ : আওয়াজ বুলন্দ করা।

- الْإِبِلَ : উটের পাল'কে বিক্ষিপ্ত করা।

(ض) نَدًّا، نَدِيْدًا، نُدُوْدًا، نِدَادًا - الْبَعِيْرُ : উট অবাধ্য হয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, আয়ত্তের বাইরে যাওয়া।

- تِ الْكَلِمَةُ : কোনো শব্দ কমপ্রচলিত হওয়া, কম ব্যবহৃত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّكُمْ تَنِدُّوْنَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ .

مَادَّه : (ن ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : يَطْعَنُ ، ضِدّ . يُثْنِيْ/يَمْدَحُ

(ج) مَنَاهِيْ، (و) مَنْهِيٌّ (عَنْهُ) : নিষিদ্ধ বিষয়। গর্হিত বিষয় বা কাজ।

(ف) نَهْيًا - عَنْ كَذَا : ধমক দেওয়া, শাসানো। নিষেধ করা।

- اللّٰهُ عَنْ كَذَا : হারাম করে দেওয়া, নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

(اِفْتِعَال) اِنْتِهَاءً - عَنْهُ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।

- إِلَيْهِ : পৌঁছা।

(إِفْعَال) إِنْهَاءً - الشَّيْءَ : পৌঁছানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

مَادَّه : (ن ـ ه ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : مَمْنُوْع ، ضِدّ : مَشْرُوْع

اَلشَّرْعُ : শরিয়ত। জীবন-বিধান। মতো। এক সমান।

বলা হয় : اَلنَّاسُ فِيْ هٰذَا شَرْعٌ وَاحِدٌ : লোকেরা এ ব্যাপারে এক সমান।

(ف) شَرْعًا - لِلْقَوْمِ : আইন প্রণয়ন করা। বিধি-বিধান জারি করা। কার্যকর করা।

- لَهُمُ الطَّرِيْقَ : পথ খুলে দেওয়া। প্রকাশ করে দেওয়া।

- الرَّجُلُ : ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়কে দূরীভূত করা।

- الْبَابَ إِلَى الطَّرِيْقِ : উন্মুক্ত সড়কের দিকে বাড়ির দরওয়াজা বের করা।

- فِي الْمَاءِ : পানিতে অবতরণ করা অথবা আঁজল ভরে পানি পান করা।

- الْوَارِدُ : মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

- الْمَاشِيَةَ : গবাদি পশুকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।

- الْأَمْرَ : কাজ শুরু করা।

- فِي الْأَمْرِ : কাজে ব্যাপৃত হওয়া।

- بِفُلَانٍ : কাউকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।

شَرَعَ (يَضْرِبُ) : (فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ) : সে [প্রহার করতে] শুরু করল।

فِي الْقُرْآنِ : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا .

مَادَّه : (ش ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشَّرِيْعَةُ، ضِدّ : اَلْمَعْصِيَةُ

نَقَدَ : সে নিরীক্ষণ করল, –করে।

وَنَقَدَ (ن) نَقْدًا (تَفْعِيْل) تَنْقِيْدًا - الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا : যাচাই করা। নিরীক্ষণ করা। পরীক্ষা করে দেখা।

نَقَدَ الْكَلَامَ : কোনো কথা বা রচনার ভাষাগত বা অর্থগত দোষ-গুণ প্রকাশ করা।

- فُلَانًا أَوْ لِفُلَانٍ الثَّمَنَ : নগদ প্রদান করা।

- الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَوْ إِلَى الشَّيْءِ : চুপিসারে দৃষ্টি দেওয়া, চুপিসারে তাকানো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْحَدِيْثِ : أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُوْدَةِ
مَادَّه : (ن ـ ق ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : إِخْتَبَرَ/فَتَّشَ، ضِدّ : عَابَ

(ج) الْأَشْيَاءُ : (و) شَيْءٌ : । বস্তু।
يُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَشَايَا، أَشَاوَاتٌ، أَشْيَاوَاتٌ، أَشَاوَى :
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
مَادَّه : (ش ـ ي ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب أَجْوَف يَائِي وَمَهْمُوز لَام
مُرَادِف : مَوْجُوْدٌ ، ضِدّ : مَعْدُوْمٌ .

عَيْنٌ : (ج) أَعْيُنٌ، عُيُوْنٌ، عِيُوْنٌ، أَعْيَانٌ، (جج) أَعْيُنَاتٌ : চক্ষু। দৃষ্টি। শহরবাসী। গৃহের মালিক। বদনজর। এছাড়াও আরও বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(ض) عَيْنًا- الرَّجُلَ : । বদ নজর দেওয়া।
- عَيْنًا، عَيَانًا، عَيَنَانًا - الْمَاءُ أَوِ الدَّمْعُ : পানি বা অশ্রু প্রবাহিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا
مَادَّه : (ع ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : اَلْبَصَرُ، ضِدّ : اَلْعَمٰى

اَلْمَعْقُوْلُ : (ج) مَعْقُوْلَاتٌ : যুক্তিনির্ভর, যুক্তিযুক্ত, যুক্তির অধিগম্য। বোধগম্য। জ্ঞাত, অধিগত। বুঝা হয়েছে এমন। বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি।
عِلْمُ الْمَعْقُوْلَاتِ : । যুক্তিনির্ভর জ্ঞান।
اَلْمَعْقُوْلُ শব্দটি কখনও مَصْدَر مِيْمِي হিসাবে عَقْل অর্থেও ব্যবহৃত হয়।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُوْنَ
مَادَّه : (ع ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُبَرَّرٌ، ضِدّ : غَيْرُ مَعْقُوْلٍ

أَنْعَمَ : । সে গবেষণা করল, -করে।
(إِفْعَال) إِنْعَامًا - النَّظَرَ فِي الْمَسْئَلَةِ : গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। দীর্ঘসময় চিন্তা-ভাবনা করা, গবেষণা করা।
- فِي الْأَمْرِ : । বেশি করা, ভালোভাবে করা।
- اللّٰهُ النِّعْمَةَ عَلَيْهِ : । নেয়ামত দান করা।
(ف، ن، س) نِعْمَةً، مَنْعَمًا - الرَّجُلُ : সুখী হওয়া, স্বচ্ছল হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : فَأَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ وَأَنْعَمَ (أَيْ أَطَالَ الْإِبْرَادَ وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ)
مَادَّه : (ن ـ ع ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَمْعَنَ، ضِدّ : هَزَلَ

اَلنَّظَرُ : । দেখা। দৃষ্টি। বুদ্ধিমত্তা। বিবেচনা। মননশক্তি।
عِلْمُ النَّظَرِ وَالْإِسْتِدْلَالِ : । কালামশাস্ত্র।
فِي هٰذَا الْأَمْرِ نَظَرٌ : । এ বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।
بِالنَّظَرِ إِلَى كَذَا وَنَظَرًا إِلَى كَذَا : ওদিক লক্ষ্য করে, এদিক লক্ষ্য করে, এ দৃষ্টিতে।
(ن، س) نَظَرًا، مَنْظَرًا، مَنْظَرَةً -ه أَوْ إِلَيْهِ : দেখা, গভীরভাবে দেখা।
(ن) نَظَرًا-فِي الْأَمْرِ : । ভাবা, চিন্তা-ভাবনা করা।
- فُلَانًا الدَّيْنَ : । অবকাশ দেওয়া।
(إِفْعَال) إِنْظَارًا - فُلَانًا : । অবকাশ দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ .
مَادَّه : (ن ـ ظ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْبَصَرُ ، ضِدّ : اَلْعُمْيَانُ

(ج) مَبَانِيْ، (و) مَبْنًى : । ইমারত, প্রাসাদ।
مَبْنًى : (مَصْدَر مِيْمِي) : । ভিত্তি।
(ض) بَنْيًا، بِنَاءً، بُنْيَانًا، بِنْيَةً، بِنَايَةً : । প্রতিষ্ঠিত করা।

(ج) اَلْأُصُوْلُ : (و) أَصْلٌ : । মূলনীতি, নিয়ম-নীতি। মূল। প্রাধান্যপ্রাপ্ত।
(ك) أَصَالَةً : ভিত্তিশীল হওয়া। শেকড় গজানো, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া।
- الرَّأْيُ : । উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় হওয়া।
- الْأُسْلُوْبُ : । নতুন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া।
- النَّسَبُ : । সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী হওয়া।
اَلْأُصُوْلُ -এর মধ্যে أَلِف وَلَام মুযাফ ইলাইহি-এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ, أُصُوْلُ النَّقْدِ সমালোচনার নীতিমালা।
فِي الْقُرْآنِ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا
مَادَّه : (أ ـ ص ـ ل)، جِنْس : مَهْمُوْزُ الْفَاءِ
مُرَادِف : اَلْقَوَاعِدُ، ضِدّ : اَلْفُرُوْعُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَظَمَ هٰذِهِ الْمَقَامَاتِ، فِىْ سِلْكِ الْإِفَادَاتِ، وَسَلَكَهَا مَسْلَكَ الْمَوْضُوْعَاتِ، عَنِ الْعَجْمَاوَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، وَلَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ نَبَأَ سَمْعُهُ عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ،

অনুবাদ : সে এই মাকামাগুলোকে উপকারিতার ডোরে গাঁথবে [অর্থাৎ, উপকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করবে] এবং জীব-জন্তু ও জড়পদার্থ সম্পর্কে রচিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে এগুলোকে শামিল করবে। এমন কাউকে শোনা যায় নি, যার কান এসব গল্প-কাহিনী শুনে বিরক্ত হয়েছে [বা ঘৃণাবোধ করেছে]।

শাব্দিক অনুবাদ : نَظَمَ সে গাঁথবে هٰذِهِ الْمَقَامَاتِ এই মাকামাগুলোকে فِىْ سِلْكِ الْإِفَادَاتِ উপকারিতার ডোরে وَسَلَكَهَا এবং এগুলোকে শামিল করবে مَسْلَكَ الْمَوْضُوْعَاتِ রচিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে عَنِ الْعَجْمَاوَاتِ জীব-জন্তু সম্পর্কে وَالْجَمَادَاتِ এবং জড়পদার্থ সম্পর্কে وَلَمْ يُسْمَعْ এবং শোনা যায়নি نَبَأَ سَمْعُهُ যার কান বিরক্ত হয়েছে عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ এসব গল্প-কাহিনী শুনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَظَمَ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْمَقَامَاتُ : এ শব্দের তাহকীকও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

سِلْكٌ : (ج) سُلُوْكٌ ، أَسْلَاكٌ : ডোর, মালা গাঁথার সুতা, অথবা সেলাইয়ের সুতা।

কারো মতে, سِلْكٌ : মালা গাঁথার সুতা, خَيْطٌ : মালা গাঁথার সুতা এবং সেলাইয়ের সুতা, سِمْطٌ : যে সুতায় মণি-মুক্তা ও জওহর বিদ্যমান থাকে।

(ن) سَلْكًا، سُلُوْكًا - الْمَكَانَ أَوْ بِهٖ أَوْ فِيْهِ : প্রবেশ করা।

سَلَكَ وَأَسْلَكَ - الشَّئَ فِى الشَّئِ : দাখিল করা, প্রবিষ্ট করা। অন্তর্ভুক্ত করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ

مَادَّه : (س ـ ل ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْخَيْطُ/اَلسِّمْطُ ، ضِدّ : اَلْحَبْلُ

(ج) اَلْإِفَادَاتُ (و) إِفَادَةٌ : উপকারিতা।

(إِفْعَال) إِفَادَةً : উপকার করা, ফায়দা দেওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِفَادَةً : আহরণ করা। উপকৃত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فِىْ أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَعَلَيْهِ الزَّكٰوةُ

مَادَّه : (ف ـ ى ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اَلنَّفْعُ ، ضِدّ : اَلضَّرَرُ

سَلَكَ : এর তাহকীক উপরে বর্ণিত হয়েছে।

مَسْلَكٌ : (ج) مَسَالِكُ : পথ। পন্থা। অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা করার স্থান। ক্ষেত্র।

(ج) اَلْمَوْضُوْعَاتُ (و) مَوْضُوْعٌ وَمَوْضُوْعَةٌ : রচিত। গঠিত। পাত্রস্থ। রাখা।

(ج) اَلْعَجْمَاوَاتُ : (و) عَجْمَاءُ (مذ) أَعْجَمُ : চতুষ্পদ, জন্তু গবাদি পশু। গাছপালাহীন বালুর টিবি।

فِى الْقُرْاٰنِ : لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ

مَادَّه : (ع ـ ج ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْبَهَائِمُ ، ضِدّ : اَلْجَمَادَاتُ

(ج) اَلْجَمَادَاتُ، جُمُدٌ : (و) جَمَادٌ : জড়পদার্থ, প্রাণহীন বস্তু। ভূমি।

سَنَةٌ جَمَادٌ : বৃষ্টিহীন বছর।

أَرْضٌ جَمَادٌ : যে ভূমিতে বৃষ্টি হয় নি।

نَاقَةٌ جَمَادٌ : ধীরগতি উটনী।

فِعْلٌ جَامِدٌ : রূপান্তরহীন ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।

جَمَادِ لَهٗ (مَبْنِى عَلَى الْكَسْرِ) : কৃপণের প্রতি অভিশাপ। অর্থাৎ, সে সর্বদা এ অবস্থায় থাকুক।

عَيْنٌ جُمَادٰى : অশ্রুহীন চক্ষু।

فِى الْحَدِيْثِ : فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا

مَادَّه : (ج ـ م ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هَامِدٌ ، ضِدّ : اَلْحَيَوَانُ/اَلْبَهِيْمَةُ

Free @ www.e-ilmweebly.com

(و) حِكَايَةٌ، اَلْحِكَايَاتُ : বর্ণনা করা। বর্ণিত কাহিনী। গল্প-কাহিনী।

(ض) حِكَايَةً : বর্ণনা করা।

- فُلَانًا : সদৃশ হওয়া।

- عَلَيْهِ : চোগলখুরি করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنِّيْ حَكَيْتُ رَجُلًا

مَادَّه : (ح ـ ك ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلنَّقْلُ ، ضِد : اَلْإِهْمَالُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَنْ نَقَدَ الْأَشْيَاءَ الخ :

এখানে مَنْ শব্দটি اِسْم مَوْصُوْل مُتَضَمِّنْ مَعْنٰى شَرْطٍ আর أَنْعَمَ النَّظَرَ এবং نَقَدَ الْأَشْيَاءَ الخ উভয় জুমলা نَظْم فِيْ শَرْط হয়ে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه এবং - جَزَاء হলো سِلْكِ الْإِفَادَاتِ الخ

قَوْلُهُ : عَنِ الْعَجْمَاوَاتِ وَالْجَمَادَاتِ :

عَنْ টা مُتَعَلِّق হয়েছে اَلْمَوْضُوْعَاتِ -এর সাথে।

قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ :

وَاو টা اِبْتِدَائِيَه বাক্যের শুরুতে এসেছে। بِمَنْ মুতা'আল্লাক হয়েছে لَمْ يُسْمَعْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ : نَظَمَ هٰذِهِ الْمَقَامَاتِ :

উল্লিখিত ইবারতে মাকামাতকে لُؤْلُؤ [মুক্তার] সাথে تَشْبِيْه দিয়ে مُشَبَّه بِهٖ কে حَذْف করে দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে نَظْم اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه পাওয়া গেছে। আর মুক্তার জন্য نَظْم [গ্রথিত হওয়া] مُنَاسِبْ আর এটা এখানে মুশাব্বাহর জন্য সাবেত করা হয়েছে, তাই نَظَمَ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ : فِيْ سِلْكِ الْإِفَادَاتِ :

এখানেও إِفَادَاتِ কে عِقْد [হার]-এর সাথে تَشْبِيْه দিয়ে مُشَبَّه بِه কে حَذْف করা হয়েছে। অতএব اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه হয়েছে। এবং عِقْد [হার]-এর জন্য ডোর لَازِم এখানে তা مُشَبَّه -এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে তাই سِلْكِ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

لَمْ يُسْمَعْ (مَجْهُوْل) : শোনা যায়নি।

(س) سَمْعًا ، سِمْعًا ، سَمَاعًا ، سَمَاعَةً ، سَمَاعِيَةً ، مَسْمَعًا শোনা, শ্রবণ করা।

- اَللّٰهُ لَهُ : কবুল করা।

- لِفُلَانٍ أَوْ إِلَيْهِ أَوْ إِلٰى حَدِيْثِهِ : কান লাগিয়ে চুপ করে শোনা।

- لَهُ : আনুগত্য করা।

- فُلَانًا يَقُوْلُ : কাউকে কিছু বলতে শোনা।

(اِفْتِعَال) اِسْتِمَاعًا ، (تَفَعُّل) تَسَمُّعًا : উৎকর্ণ হওয়া, কান লাগিয়ে শ্রবণ করা।

(اِفْعَال) إِسْمَاعًا : শুনানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ .

مَادَّه : (س ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَمْ يُصْغِيْ ، ضِد : لَمْ يَتَكَلَّمْ

نَبَأَ : বিরক্ত হয়েছে।

(ف) نَبْأً ، نُبُوْءً ـ الشَّيْءُ : বুলন্দ হওয়া, দূরবর্তী হওয়া।

- سَمْعُهُ عَنْ كَذَا : কোনো কথা শুনে কারও কান বিরক্ত হওয়া।

- عَلَى الْقَوْمِ : প্রকাশ পাওয়া।

(ن) نَبْوًا ، نُبُوَّةً - السَّيْفُ عَنِ الضَّرِيْبَةِ : তরবারি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া।

- الطَّبْعُ - عَنِ الشَّيْءِ : ঘৃণা করা।

- بَصَرُهُ عَنْهُ : কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ

فِي الْحَدِيْثِ : لَاتَفْنٰى أَعَاجِيْبُهُ ، فِيْهِ نَبَأُ مَاكَانَ قَبْلَكُمْ

مَادَّه : (ن ـ ب ـ أ) ، جِنْس : مَهْمُوْزُ اللَّامِ

مُرَادِف : تَبَاعَدَ/نَفَرَ ، ضِد : تَقَارَبَ

سَمْعٌ : (ج) أَسْمَاعٌ ، (جج) : أَسَامِعُ ، أَسَامِيْعُ : কান, কর্ণ।

سَمْعٌ : (مصدر) : শোনা।

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ

مُرَادِف : اَلْأُذُنُ ، ضِد : صُمٌّ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَوْ أَثَّمَ رُوَاتَهَا فِيْ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ. ثُمَّ إِذَا كَانَتِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَبِهَا انْعِقَادُ الْعُقُوْدِ الدِّيْنِيَّاتِ،

অনুবাদ : অথবা কেউ কখনো এগুলোর বর্ণনাকারীদেরকে পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে। অনন্তর যখন কাজ-কর্ম নিয়তের উপর ভিত্তিশীল এবং এরই মাধ্যমে দীনি বিষয়াদি সংঘটিত হয় [অর্থাৎ, দীনি বিষয়াদির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণিত হয়],

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ অথবা أَثَّمَ পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে رُوَاتَهَا তার বর্ণনাকারীদেরকে فِيْ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ কোনো এক সময়ে ثُمَّ إِذَا অনন্তর যখন كَانَتِ الْأَعْمَالُ কাজ-কর্ম হয় بِالنِّيَّاتِ নিয়তের উপর ভিত্তিশীল وَبِهَا এবং এরই মাধ্যমে انْعِقَادُ সংঘটিত হয় الْعُقُوْدِ الدِّيْنِيَّاتِ দীনি বিষয়াদি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَثَّمَ : পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে।

(تَفْعِيْل) تَأْثِيْمًا – الرَّجُلَ : কাউকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা, কারও প্রতি পাপকর্ম আরোপ করা।

(س) إِثْمًا، أَثَمًا، أَثَامًا، مَأْثَمًا : গুনাহ করা।

(ن، ض) أَثْمًا – أَثَمَهُ اللّٰهُ فُلَانًا كَذَا : কাউকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা এবং শাস্তি দেওয়া।

(إِفْعَال) إِيْثَامًا – اَلرَّجُلَ : গুনাহে লিপ্ত করা।

تَأَثَّمَ الرَّجُلَ : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

إِثْمٌ : (ج) آثَامٌ : অবৈধ কাজ। গুনাহ। পাপ।

مَأْثَمٌ وَمَأْثَمَةٌ : অবৈধ কাজ। গুনাহ। পাপ।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

مَادَّة : (أ ـ ث ـ م) ، جِنْس : مَهْمُوْزُ فَاءٌ

مُرَادِف : إِسْتَذْنَبَ

(ج) رُوَاةٌ، (و) رَاوٍ : বর্ণনাকারী। যে ব্যক্তি কোনো কথা কারো কাছে শুনে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করে।

وَقْتٌ : (ج) أَوْقَاتٌ، وُقُوْتٌ : সময়। কালের পরিমাণ। ওয়াক্ত। ঋতু।

أَوْقَاتُ السَّنَةِ : বছরের ঋতুসমূহ।

وَقْتٌ مَوْقُوْتٌ أَوْ مُوَقَّتٌ : নির্দিষ্ট সময়।

مِيْقَاتٌ : (ج) مَوَاقِيْتُ : ওয়াক্ত। সময়। যে ওয়াদার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে অথবা যে স্থানটিকে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

(وَقَتَ يَقِتُ) (ض) وَقْتًا، (تَفْعِيْل) تَوْقِيْتًا – اَلْأَمْرَ : সময় নির্ধারণ করা। কাজের সময় বর্ণনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ .

مَادَّة : (و ـ ق ـ ت) ، جِنْس : مِثَالٌ وَاوِيٌّ، مُرَادِف : حِيْنٌ

(ج) اَلْأَعْمَالُ، (و) عَمَلٌ : কাজ, কর্ম, নেক কাজ, উত্তম কর্ম।

فِي الْقُرْآنِ : لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

(ج) اَلنِّيَّاتُ، (و) نِيَّةٌ : নিয়ত। উদ্দেশ্য। ইচ্ছা।

(ض) نَوَاةً، نِيَّةً، نِيَةً – اَلشَّيْءَ : ইচ্ছা করা। উদ্দেশ্য করা।

– اَللّٰهُ فُلَانًا : হেফাজত করা, রক্ষা করা।

– مِنْ مَكَانٍ إِلٰى أٰخَرَ : স্থানান্তরিত হওয়া।

– اَلنَّوَاةَ : আঁটি ফেলে দেওয়া।

– اَلْمُسَافِرُ : দূর দেশে চলে যাওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

مَادَّة : (ن ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .

مُرَادِف : اَلْإِرَادَةُ ، ضِدّ : اَلْكَرَاهِيَةُ/اَلْجَبْرُ

اِنْعِقَادٌ : সংঘটন।

اِنْعَقَدَ (اِنْفِعَال) اِنْعِقَادًا : সংঘটিত হওয়া। গ্রন্থি পড়া।

– اَلْأَمْرُ لِفُلَانٍ : নিরঙ্কুশ হওয়া।

(ض) عَقْدًا : সংঘটিত করা, গিরা দেওয়া।

(تَفْعِيْل) تَعْقِيْدًا : সুদৃঢ় করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ .

مَادَّة : (ع ـ ق ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِرْتِبَاطٌ ، ضِدّ : اِنْحِلَالٌ

(ج) اَلْعُقُوْدُ : (و) عَقْدٌ : কারবার। বিষয়। লেনদেন। বন্ধন। প্রতিশ্রুতি।

عَقْدُ النِّكَاحِ : বিবাহ।

عَقْدُ الْبَيْعِ : ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার।

فِي الْقُرْآنِ : يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

مَادَّة : (ع ـ ق ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُعَامَلَةُ ، ضِدّ : اَلْمُذَكَّرُ

(ج) اَلدِّيْنِيَّاتُ : (و) دِيْنِيَّةٌ (مؤ)، دِيْنِيٌّ (مذ) : ধর্মীয়। দীনি, দীন সংক্রান্ত। দীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ধর্মীয় বিষয়।

دِيْنٌ : (ج) أَدْيَانٌ : ধর্ম, আদর্শ, মতাদর্শ, দীন, মতবাদ, প্রতিদান। হিসাব। মালিকানা। সামর্থ্য। হুকুম। অবস্থা। অভ্যাস। আচরণ। স্বভাব। চরিত্র। তদবির। বিরুদ্ধাচরণ। পাপ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَأَيُّ حَرَجٍ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ مُلَحًا لِلتَّنْبِيهِ، لَا لِلتَّمْوِيهِ، وَنَحَا بِهَا مَنْحَى التَّهْذِيبِ، لَا الْأَكَاذِيبِ،

অনুবাদ : সুতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি, যে কিছু রসাত্মক গল্প–কাহিনী রচনা করে [শিক্ষার্থীদেরকে] সচেতন করে তোলার জন্য– মন্দকে ভালো দেখাবার জন্য নয়; এবং যে এর দ্বারা চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য রাখে– মিথ্যার বেসাতি নয়?

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَيُّ حَرَجٍ সুতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি عَلَى مَنْ أَنْشَأَ যে রচনা করে مُلَحًا কিছু রসাত্মক গল্প-কাহিনী لِلتَّنْبِيهِ সচেতন করে তোলার জন্য وَنَحَا بِهَا এবং যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাখে مَنْحَى التَّهْذِيبِ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য لَا الْأَكَاذِيبِ মিথ্যার বেসাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيٌّ : أَيٌّ শব্দটি বিভিন্ন রকমে ব্যবহৃত হয়।

১. شَرْط-এর জন্য। তখন أَيٌّ দু'টি فِعْل - কে جَزْم দেয়। যেমন : أَيًّا تَضْرِبْ أَضْرِبْ : যাকে তুমি প্রহার করবে তাকে আমি প্রহার করব।

২. اِسْتِفْهَام-এর জন্য। যেমন : أَيُّكُمْ أَتَى তোমাদের কে এসেছে?

৩. اِسْمُ مَوْصُول রূপে। যেমন : سَلِّمْ عَلَى أَيِّهِمْ أَفْضَلُ : তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে সালাম কর।

৪. পূর্ণতার অর্থ প্রকাশ করার জন্য। তখন نَكِرَة-এর صِفَتْ হয়। যেমন : زَيْدٌ رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ : যায়েদ একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ।

৫. কখনো مُنَادَى مُعَرَّفْ بِاللَّامْ এর পূর্বে তথা يَا হরফে নেদার পর هَا সংযুক্ত হয়ে مُخَاطَبْ-কে সজাগ-সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ

حَرَجٌ : গুনাহ, পাপ, অপরাধ। ঘন বৃক্ষপূর্ণ সংকীর্ণ স্থান। শব বহন করার খাটিয়া। খাটুলি। মর্যাদা।

لَا حَرَجَ عَلَيْكَ : তোমার কোনো অপরাধ বা ত্রুটি নেই।

(س) حَرَجًا - اَلشَّيْءُ : সংকীর্ণ হওয়া।

- اَلرَّجُلُ : গুনাহগার হওয়া।

- تِ الْعَيْنُ : চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া।

- إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

- عَلَيْهِ الشَّيْءُ : হারাম হওয়া।

(ا) حَرَجًا - أَنْيَابُهُ : ক্রোধে দাঁত চিবানো।

- عَلَيْهِ : কোণঠাসা করা, সঙ্কটে ফেলা।

(تَفْعِيل) تَحْرِيجًا : সংকীর্ণ করা।

(في القرآن) : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

(مادة) : (ح ـ ر ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح

(مترادف) : إِثْم ، ضِدّ : طَاعَةٌ

أَنْشَأَ : রচনা করল, -করে।

(إفعال) إِنْشَاءً : রচনা করা। সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) مُلَحٌ : (و) مُلْحَةٌ : চটকদার কথাবার্তা।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَنْبِيهٌ : সতর্কীকরণ।

(تَفْعِيل) تَنْبِيهًا - مِنْ نَوْمِهِ : জাগ্রত করা, সজাগ করা, সচেতন করা।

- عَلَى أَوْ إِلَى الْأَمْرِ : অবহিত করা, স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

- بِاسْمِهِ : প্রসিদ্ধ করে তোলা।

(ن) نُبْهًا - مِنْ نَوْمِهِ : জাগ্রত হওয়া, সজাগ হওয়া, সচেতন হওয়া।

(س) نَبَهًا - لِلْأَمْرِ : বুঝে যাওয়া।

(ن، س، ك) نَبَاهَةً : সম্ভ্রান্ত হওয়া। প্রসিদ্ধ হওয়া।

(تَفَعُّل) تَنَبُّهًا - مِنْ نَوْمِهِ : জাগ্রত হওয়া।

- عَلَى أَوْ لِلْأَمْرِ : অবগত হওয়া। বুঝে যাওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَنْحَى (مَصْدَرمِيْمِى) : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

مُرَادِفٌ : اَلْقَصْدُ ، ضِدٌ : اَلنِّسْيَانُ

اَلتَّهْذِيْبُ : পরিমার্জন করা। সভ্যতা। সংস্কৃতি।

(تَفْعِيْل) تَهْذِيْبًا (ض) هَذْبًا : তাড়াতাড়ি করা।

- اَلشَّجَرَ وَغَيْرَهُ : ডালপালা কেটে ফেলা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। সংশোধন করা।

- اَلرَّجُلَ : চরিত্র সংশোধন করা।

- اَلشِّعْرَ وَالْكِتَابَ : সম্পাদনা করা।

(تَفَعُّلٌ) تَهَذُّبًا : পরিচ্ছন্ন হওয়া। সংশোধিত হওয়া। মার্জিত স্বভাবের অধিকারী হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : فَجَعَلَ يُهَذِّبُ الرُّكُوْعَ وَيُخَفِّفُهُ.

مَادَّةٌ : (ه ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلتَّنْقِيْحُ/اَلْإِصْلَاحُ ، ضِدٌ : اَلْإِفْسَادُ

(ج) اَلْأَكَاذِيْبُ، (و) أُكْذُوْبَةٌ : মিথ্যা। মিথ্যার বেসাতি। মিথ্যার কাসুন্দি।

(ض) كَذِبًا، كِذْبًا، كِذْبَةً، كِذَابًا، كِذَّابًا : মিথ্যা বলা। জেনে শুনে ভুল সংবাদ দেওয়া।

- ت الْعَيْنُ : দৃষ্টিভ্রম হওয়া।

- الرَّأْىُ : সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَكْذِيْبًا - ه : মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

(إِفْعَالٌ) إِكْذَابًا : মিথ্যা বলতে উদ্বুদ্ধ করা। মিথ্যাবাদী পাওয়া। মিথ্যা প্রকাশ করে দেওয়া।

- نَفْسَهُ : নিজে মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করা।

فِى الْقُرْآنِ : مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَأَى

اَلْمَادَّةُ : (ك ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلْمُرَادِفُ : اَلزُّوْرُ ، ضِدٌ : اَلصِّدْقُ

فِى الْحَدِيْثِ : ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَنَبَّهَهُ لِلصَّلَاةِ.

مَادَّةٌ : (ن ـ ب ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْإِيْقَاظُ ، ضِدٌ : اَلتَّغْفِيْلُ

اَلتَّمْوِيْهُ : মন্দকে ভালো দেখানো।

(تَفْعِيْل) تَمْوِيْهًا - اَلْمَكَانَ : কোনো স্থানে পানি থাকা।

- اَلشَّئَ بِمَاءِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا : সোনা বা রূপার নিকেল করা।

- عَلَيْهِ الْأَمْرَ أَوِ الْخَبَرَ : কাউকে কোনো বিষয়ে বাস্তবের বিপরীত কথা শুনানো, মিথ্যা কথা শুনানো। মন্দকে ভালোরূপে দেখানো।

(ن) مَوْهًا، مُؤُوْهًا - اَلْبِئْرُ : কূপে পানি বেশি হওয়া।

- ت السَّفِيْنَةُ : নৌযানে পানি প্রবেশ করা।

ه - الرَّجُلَ مَوْهًا : পানি পান করানো।

- اَلشَّئَ بِالشَّئِ : মিশ্রণ করা।

مَادَّةٌ : (م ـ و ـ ه)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفٌ : اَلزَّخْرَفَةُ ، ضِدٌ : اَلتَّزْيِيْنُ

نَحَا : উদ্দেশ্য রাখল, -রাখে।

(ن) نَحْوًا - إِلَى الشَّئِ : ধাবিত হওয়া, ইচ্ছা করা।

- اَلشَّئَ : ইচ্ছা করা।

- كَذَا عَنْهُ : দূরীভূত করা।

(اِفْعَالٌ) إِنْحَاءً : ঝোঁকা।

(تَفَعُّلٌ) تَنَحِّيًا - عَنْهُ : দূরে সরা, সরে যাওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : أَلَا نُزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى نَحْوِ مِمَّا قَالَ عُمَرُ.

مَادَّةٌ : (ن ـ ح ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِفٌ : قَصَدَ ، ضِدٌ : اَخْطَأَ/نَسِىَ

Free @ www.eilm.weebly.com

وَهَلْ هُوَ فِىْ ذٰلِكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ مَنِ انْتَدَبَ لِتَعْلِيْمٍ، أَوْ هَدٰى إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ شِعْرٌ :

عَلٰى أَنَّنِىْ رَاضٍ بِأَنْ أَحْمِلَ الْهَوٰى
وَأَخْلُصَ مِنْهُ لَا عَلَىَّ وَلَا لِيَا

অনুবাদ : সে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতোই, যে শিক্ষাদানের ডাকে সাড়া দিয়েছে অথবা সরল পথের প্রতি দিক নির্দেশনা করেছে। [শ্লোকের অনুবাদ] আমি এতে রাজি যে, আমি প্রেমের বোঝা বহন করব এবং তা থেকে এভাবে নিষ্কৃতি লাভ করব, যাতে আমার ক্ষতি ও লাভ কোনোটাই না থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهَلْ هُوَ فِىْ ذَالِكَ সে এক্ষেত্রে إِلَّا بِمَنْزِلَةِ ঐ ব্যক্তির মতোই مَنِ যে انْتَدَبَ সাড়া দিয়েছে لِتَعْلِيْمٍ শিক্ষা দানের ডাকে أَوْ অথবা هَدٰى দিক নির্দেশনা করেছে إِلٰى প্রতি صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথের شِعْرٌ শ্লোক عَلٰى أَنَّنِىْ رَاضٍ আমি এতে রাজি আছি بِأَنْ أَحْمِلَ যে আমি বোঝা বহন করব الْهَوٰى প্রেমের وَأَخْلُصَ مِنْهُ এবং তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব لَا عَلَىَّ যাতে আমার ক্ষতি না থাকে وَلَا لِيَا ও লাভ কোনোটাই না থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَلْ : (حَرْفُ اِسْتِفْهَامٍ) : কি। যেমন- هَلْ طَلَعَ النَّهَارُ : দিবস শুরু হয়েছে কি? هَلْ শব্দটির কতিপয় ব্যবহার পদ্ধতি এখানে প্রদত্ত হলো :

১. هَلْ শব্দটি نِسْبَتْ إِيْجَابِيَّةٌ অর্থাৎ, হ্যাঁ বাচক বাক্যের শুরুতে আসে। যেমন : هَلْ قَامَ زَيْدٌ সুতরাং هَلْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ বলা শুদ্ধ নয়। نِسْبَتْ سَلْبِيَّةٌ অর্থাৎ, না বাচক বাক্যে প্রশ্ন করতে হলে هَمْزَه ব্যবহার করতে হয়।

২. هَلْ এরূপ ইসমের পূর্বেও ব্যবহৃত হয় না, যার পরে فِعْل রয়েছে। সুতরাং هَلْ قَامَ زَيْدٌ এবং هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ বলা শুদ্ধ হবে বটে, কিন্তু هَلْ زَيْدٌ قَامَ বলা শুদ্ধ নয়।

৩. هَلْ শব্দটি جُمْلَة شَرْطِيَّة -এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় না। কেননা جُمْلَة شَرْطِيَّة -এর মধ্যে سَلْب ও إِيْجَاب উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং هَلْ إِنْ قَامَ زَيْدٌ تَقُمْ বলা শুদ্ধ নয়।

৪. هَلْ শব্দটি এরূপ বাক্যের শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না, যার শুরুতে إِنْ حَرْف تَحْقِيْق থাকে। কেননা إِنْ হরফটি কোনো সংঘটিত বিষয়কে গুরুত্বসহকারে সপ্রমাণ করার জন্য আসে; আর هَلْ আসে প্রশ্ন করার জন্য। বলা বাহুল্য, এ দু'টির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ কারণে هَلْ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ বলা শুদ্ধ নয়। কিন্তু هَمْزَه যেহেতু اِسْتِفْهَام -এর জন্য মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই তাতে এরূপ ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে।

৫. هَلْ যখন فِعْل مُضَارِعْ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে اِسْتِقْبَال -এর জন্য খাস করে দেয়। এ কারণে هَلْ تَذْهَبُ الْاٰنَ বলা শুদ্ধ নয়।

৬. هَلْ শব্দটি نَفِى -এর ফায়দা দেয়। এ কারণে إِيْجَاب -এর উদ্দেশ্যে তারপরে إِلَّا ব্যবহার করা শুদ্ধ। যেমন- هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

৭. هَلْ -এর পূর্বে حَرْف عَطْف ব্যবহৃত হয়। যেমন- فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ। এছাড়াও هَلْ -এর আরো বিভিন্ন রকমের ব্যবহার রয়েছে।

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنَازِلُ : অবতরণস্থল। গৃহ। মর্যাদা। মান। আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مُرَادِف : اَلْمَكَانَةُ/اَلرُّتْبَةُ

اِنْتَدَبَ : ডাকে সাড়া দিয়েছে।

(اِفْتِعَال) اِنْتِدَابًا : ডাকে সাড়া দেওয়া।

(ن) نَدْبًا - فُلَانًا إِلَى الْأَمْرِ أَوْ لِلْأَمْرِ : ডাকা, আহ্বান করা। উদ্বুদ্ধ করা।

- اَلْمَيِّتَ : মৃতের শোকে কান্নাকাটি করা।

نَدَبَهُ فَانْتَدَبَ : সে তাকে ডাকলো সুতরাং অপরজন ডাকে সাড়া দিল।

فِى الْحَدِيْثِ : اِنْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ ـ

مَادَّة : (ن ـ د ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَجَابَ ، ضِدٌّ : سَكَتَ

تَعْلِيْمٌ : مص : تَفْعِيْل : শিক্ষা দান করা।

هُدٰى : দিকনির্দেশনা করেছে।

(ض) هِدَايَةٌ : দিক নির্দেশনা করা। এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

صِرَاطٌ : (ج) صُرُطٌ : পথ, রাস্তা।
এ শব্দটিকে زِرَاطٌ، سِرَاطٌ এই দুই উচ্চারণেও পড়া যায়।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ .
مَادَّة : (ص ـ ر ـ ط)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلطَّرِيْقُ
مُسْتَقِيْمٌ : সরল, সোজা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقَامَةً : সরল হওয়া, সোজা হওয়া।
- اَلْمَتَاعَ : আসবাবপত্রের মূল্য ধার্য করা।
- اَلشِّعْرُ : কবিতার শ্লোক নিয়ম মাফিক হওয়া।
(اِفْعَال) اِقَامَةً : সোজা করা।
- بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।
- اَلصَّلَاةَ : যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।
(ن) قِيَامًا : দাঁড়ানো।
فِي الْقُرْآنِ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
مَادَّة : (ق ـ و ـ م)، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : مُعْتَدِلٌ/مُسْتَوٍ ، ضِد : مُعْوَجٌ/مُلْتَوٍ
شِعْرٌ : (ج) اَشْعَارٌ : ছন্দ, ভাব ও অলংকারের বিচারে মানোত্তীর্ণ বাক্য। কবিতা।
لَيْتَ شِعْرِيْ فُلَانًا اَوْ عَنْ فُلَانٍ اَوْ لِفُلَانٍ مَاصَنَعَ : যদি আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম যে, সে কি করেছে।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ
عَلٰى اَنَّ : উপরন্তু, অধিকন্তু, এতদসত্ত্বেও।
رَاضٍ : (ج) رَاضُوْنَ، رُضَاةٌ : সন্তুষ্ট, প্রসন্ন, হৃষ্ট, সদয়, সম্মত।
(س) رِضًى، رِضًى، رِضْوَانًا، رُضْوَانًا، مَرْضَاةً - عَنْهُ عَلَيْهِ : عَنْهُ اَوْ عَلَيْهِ : সন্তুষ্ট হওয়া, প্রসন্ন হওয়া, সম্মত হওয়া।
- اَلشَّيْءَ اَوْبِهِ اَوْ فِيْهِ : কোনো কিছু পেয়ে পছন্দ করা। তুষ্ট হওয়া।
(اِفْعَال) اِرْضَاءً : সন্তুষ্ট করা।
فِي الْقُرْآنِ : رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ .
مَادَّة : (ر ـ ض ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ
مُرَادِف : مُرْتَاحٌ ، ضِد : سَاخِطٌ
اَحْمِلُ : আমি বোঝা বহন করব।
(ض) حَمْلًا، حُمْلًا، حُمْلَانًا : বহন করা। ধারণ করা।
- هُ عَلَى الْاَمْرِ : উদ্বুদ্ধ করা। উস্কানি দেওয়া। উত্তেজিত করা।
- عَنْهُ : সয়ে নেওয়া।
- ت الْمَرْاَةُ : অন্তঃসত্ত্বা হওয়া।
- الْقُرْآنَ : মুখস্থ করা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْمَالًا : বাহন চাওয়া।
(اِفْتِعَال) اِحْتِمَالًا : বহন করা।
فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا
فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .
مَادَّة : (ح ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَنْقَلَ ، ضِد : اَتْرَكَ
اَلْهَوَاءُ : প্রেম, ভালোবাসা। খেয়াল-খুশি।
আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى
اَخْلُصُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
عَلَيَّ : আমার উপর। আমার বিপক্ষে। আমার জন্য ক্ষতিকর।
عَلَيَّ এখানে ক্ষতির দিকটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
لِيَا : আমার জন্য। আমার পক্ষে। আমার উপকারার্থে। আমার জন্য উপকারী।
এটি আসলে لِيْ ছিল। শেষে اِشْبَاع -এর আলিফ যুক্ত হয়ে لِيَا হয়েছে। এখানে لِيْ -এর মধ্যে-لَام-টি উপকারের দিকটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে কুরআনের আয়াত : لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : عَلٰى اَنَّنِيْ رَاضٍ الخ :
উক্ত বাক্যে عَلٰى হরফটি اِضْرَاب তথা اِسْتِدْرَاك -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ :
এখানে لَا টা لَا نَفِيْ جِنْس তার اِسْم উহ্য। মূল ইবারত لَا ضَرَرَ مَوْجُوْدٌ لِيْ অতঃপর مَوْجُوْدٌ عَلَيَّ وَلَا نَفْعَ مَوْجُوْدٌ لِيْ এবং - اِسْم لَا হলো ضَرَرَ এবং نَفْعَ আর خَبَر لَا হলো مَوْجُوْدٌ عَلَيَّ

বালাগাত

قَوْلُهُ : اَحْمِلُ الْهَوٰى :
এখানে প্রেমকে বোঝার সাথে تَشْبِيْه দিয়ে مُشَبَّهٌ بِهٖ কে হযফ করা হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর বোঝার জন্য حَمْل [বহন করা] لَازِم সুতরাং এতে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَبِاللّٰهِ أَعْتَضِدُ، فِيْمَا أَعْتَمِدُ، وَأَعْتَصِمُ، مِمَّا يَصِمُ، وَأَسْتَرْشِدُ، إِلَى مَا يُرْشِدُ، فَمَا الْمَفْزَعُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا الْاِسْتِعَانَةُ إِلَّا بِهِ ـ

অনুবাদ : আল্লাহরই কাছে আমি আমার উদ্দিষ্ট বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আমি সে সব বিষয় থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করছি যা কলঙ্কিত করে। আমি সেদিকে দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি যেদিকে তিনি দিক নির্দেশনা করেন। আশ্রয়স্থল তাঁর দিকেই; সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِاللّٰهِ আর আল্লাহর কাছেই أَعْتَضِدُ আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি فِيْمَا أَعْتَمِدُ আমার উদ্দিষ্ট বিষয়ে وَأَعْتَصِمُ এবং আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি مَا يَصِمُ যা কলঙ্কিত করে أَسْتَرْشِدُ আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি إِلَى مَا যেদিকে يُرْشِدُ তিনি দিক নির্দেশনা করেন اَلْمَفْزَعُ আশ্রয়স্থল إِلَّا إِلَيْهِ তাঁর দিকেই اِسْتِعَانَةُ সাহায্য প্রার্থনা إِلَّا بِهِ তাঁরই কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَعْتَضِدُ : আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

(اِفْتِعَالٌ) اِعْتِضَادًا : অন্যের সাহায্যে শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া। সাহায্য প্রার্থনা করা।

اِعْتَضَدَ الشَّيْءَ وَتَعَضَّدَهُ : বগলদাবা করা।

(س) عَضَدًا، وَعُضِدَ (مج، س) عَضَدًا : বাহুতে ব্যথা হওয়া।

(ض) عَضْدًا – الشَّجَرَةَ : কাস্তে দ্বারা গাছ বা ঘাস কাটা। কর্তন করা।

اَلْعَضُدُ : (ج) أَعْضَادٌ : কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত হাতের অংশ। বাহু। সাহায্যকারী।

(ن) عَضْدًا، (مُفَاعَلَةٌ) مُعَاضَدَةً : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا

مَادَّة : (ع ـ ض ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَسْتَعِيْنُ ، ضِدّ : أُعِيْنُ

أَعْتَمِدُ : আমি ভরসা করি/.. নির্ভর করি/.. ইচ্ছা করি।

(اِفْتِعَالٌ) اِعْتِمَادًا – اَلشَّيْءَ أَوْ عَلَيْهِ : নির্ভর করা। ভরসা করা।

– اَلشَّيْءَ : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা, পেতে চাওয়া।

– ہٗ : অনুমোদন করা, কার্যকর করতে নির্দেশ দেওয়া।

(ض) عَمْدًا، (تَفَعُّلٌ) تَعَمُّدًا : ইচ্ছা করা। উদ্দেশ্য করা, পেতে চাওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِعْمَادًا : স্তম্ভ স্থাপন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ

مَادَّة : (ع ـ م ـ د) جِنْس ـ صَحِيْح

مُرَادِف : أَقْصِدُ، ضِدّ : أُخْطِأُ

أَعْتَصِمُ : আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি।

(اِفْتِعَالٌ) اِعْتِصَامًا – بِهٖ : হাত দ্বারা ধরা।

– بِصَاحِبِهٖ : আঁকড়ে থাকা।

– بِاللّٰهِ : আল্লাহর অনুগ্রহে গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

– مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوْهِ : আশ্রয় নেওয়া ও দূরে থাকা।

(ض) عِصْمَةً –الشَّيْءَ : বাধা দেওয়া।

– إِلٰى فُلَانٍ : আশ্রয় নেওয়া।

– مِنَ الْمَكْرُوْهِ أَوِ الْخَطَإِ : হেফাজত করা, রক্ষা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

مَادَّة : (ع ـ ص ـ م)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَمْتَنِعُ/ أَدْفَعُ

يَصِمُ : সে কলঙ্কিত করে।

وَصَمَ يَصِمُ (ض) وَصْمًا – اَلشَّيْءَ : দোষারোপ করা। দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করা। কলঙ্কিত করা। দ্রুত বাঁধা।

– اَلْعُوْدَ وَنَحْوَهٗ : সূক্ষ্ম ফাটল ধরানো।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَصْمَةً : দোষ। কলঙ্ক। শারীরিক দুর্বলতা।

(تَفْعِيل) تَوْصِيْمًا : বেদনাহত করা। যন্ত্রণা দেওয়া।

فِى الْحَدِيْث : إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِى مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةً

مَادَّة : (و ـ ص ـ م) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : يَعِيْبُ ، ضِد : يَمْدَحُ

أَسْتَرْشِدُ : আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِرْشَادًا- هُ : দিকনির্দেশনা প্রার্থনা বা কামনা করা।

- لِأَمْرِهِ : সঠিক পথ পাওয়া।

(تَفْعِيل) تَرْشِيْدًا، (إفعال) إِرْشَادًا - هُ، إِلٰى كَذَا وَعَلَيْهِ أَوْلَهُ : দিকনির্দেশনা করা, পথ প্রদর্শন করা।

- الْقَاضِى الصَّبِىَّ : বিচারক কর্তৃক কোনো ছেলের বুদ্ধিমত্তার রায় দেওয়া।

(ن) رُشْدًا، رَشَادًا، (س) رَشَدًا : হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া। সঠিক পথে চলা।

فِى الْقُرْآنِ : أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ /وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

مَادَّة : (ر ـ ش ـ د)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَسْتَهْدِى ، ضِد : اَسْتَضِلُّ

يُرْشِدُ : এর তাহকীক ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مَفْزَعٌ : وَالْمَفْزَعَةُ : আশ্রয় নেওয়ার স্থান, আশ্রয়স্থল।

فُلَانٌ مَفْزَعٌ أَوْ مَفْزَعَةٌ لِلنَّاسِ : অমুক ব্যক্তি মানুষের আশ্রয়স্থল।

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি وَاحِدْ، جَمْع، مُذَكَّرْ، مُؤَنَّثْ এ সকল ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহৃত হয়।

(ف) فَزَعًا - مِنْهُ : ভয় করা।

(س) فَزَعًا : ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

- إِلَيْهِ : ফরিয়াদ করা, আশ্রয় নেওয়া।

- اَلرَّجُلَ : ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া, সাহায্য করা।

- مِنْ نَوْمِهِ : জগ্রত হওয়া।

(اِفْعَال) إِفْزَاعًا : ভয় দেখানো।

- عَنْهُ : ভীতি দূর করা।

(تَفْعِيل) تَفْزِيْعًا : ভয় দেখানো।

فِى الْقُرْآنِ : فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ۔

مَادَّة : (ف ـ ز ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَلْجَأ، ضِد : مَهْرَبٌ

اَلْاِسْتِعَانَةُ : সাহায্য প্রার্থনা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعَانَةً۔ فُلَانًا أَوْ بِفُلَانٍ : সাহায্য প্রার্থনা করা।

(تَفْعِيل) تَعْوِيْنًا، (إِفْعَال) إِعَانَةً، (مُفَاعَلَة) مُعَاوَنَةً، عَوَانًا - عَلَى الشَّيْئِ : সাহায্য করা।

عَوَّنَتِ الْمَرْأَةُ : প্রৌঢ় বয়সী হওয়া।

أَعَانَهُ مِنْهُ : মুক্তি দেওয়া।

تَعَاوَنَ وَاعْتَوَنَ الْقَوْمُ : পরস্পরে সাহায্য করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

مَادَّة : (ع ـ و ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اِعْتِضَادَ ، ضِد : إِعَانَةً

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلاَ التَّوْفِيْقُ إِلاَّ مِنْهُ، وَلاَ الْمَوْئِلُ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ، وَهُوَ نِعْمَ الْمُعِيْنُ.

অনুবাদ : তৌফিক তাঁর পক্ষ থেকেই; আশ্রয়ের জায়গা তিনিই; তাঁর প্রতিই আমি ভরসা করছি এবং তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করি। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি। তিনিই উত্তম সাহায্যদাতা।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلتَّوْفِيْقُ তৌফিক إِلاَّ مِنْهُ তাঁর পক্ষ থেকেই اَلْمَوْئِلُ আশ্রয়ের জায়গা إِلاَّ هُوَ তিনিই عَلَيْهِ তাঁর প্রতিই تَوَكَّلْتُ আমি ভরসা করেছি وَإِلَيْهِ এবং তাঁর কাছেই نَسْتَعِيْنُ সাহায্য কামনা করি هُوَ তিনি نِعْمَ উত্তম الْمُعِيْنُ সাহায্যদাতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلتَّوْفِيْقُ : তৌফিক।

(تَفْعِيْل) تَوْفِيْقًا - اَلْأَمْرَ : অনুকূল করে দেওয়া।

- هُ اَللّٰهُ : সঠিক করে দেওয়া।

- هُ اَللّٰهُ لِلْخَيْرِ : কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

- بَيْنَ الْقَوْمِ : সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে দেওয়া। মিল স্থাপন করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

اَلْمَوْئِلُ، وَالْوَأْلُ وَالْمَوْأَلَةُ : আশ্রয় নেওয়ার জায়গা, আশ্রয়স্থল। প্রত্যাবর্তনস্থল।

(ض) وَأْلاً، وَئِيْلاً، وَؤُوْلاً - (مفاعلة) وِئَالاً، مُوَاءَلَةً - مِنْ كَذَا : মুক্তি খোঁজ করা, পরিত্রাণ অন্বেষণ করা।

- إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

- إِلَى الْمَكَانِ : অগ্রসর হওয়া।

- فُلاَنًا : আশ্রয়স্থল স্থির করা।

- إِلَى اللّٰهِ : ধাবিত হওয়া, তওবা করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً

مَادَّةٌ : (أ ـ و ـ ل) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوْز فَاء وَاَجْوَف وَاوِي)

مُرَادِفٌ : اَلْمَرْجِعُ/اَلْمَلْجَأُ ، مَهْرَبٌ

تَوَكَّلْتُ : আমি ভরসা করছি।

(تَفَعُّل) تَوَكُّلاً : প্রতিনিধি হওয়া। প্রতিনিধিত্ব করা।

- لَهُ بِالنَّجَاحِ : সাফল্যের জন্য দায়ভার গ্রহণ করা।

- وَاتَّكَلَ عَلَى اللّٰهِ : ভরসা করা। অনুগত ও আদেশানুসারী হওয়া।

اِتَّكَلَ فِيْ أَمْرِهِ عَلَى فُلاَنٍ : আস্থা ও ভরসা করা।

تَوَكَّلَ فِي الْأَمْرِ : নিজের অপারগতা প্রকাশ করা ও অন্যের প্রতি আস্থা পোষণ করা।

وَكَلَ يَكِلُ (ض) وَكْلاً، وُكُوْلاً - إِلَيْهِ الْأَمْرَ : সোপর্দ করা। অর্পণ করা, কারও প্রতি আস্থাশীল হয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

مَادَّةٌ : (و ـ ك ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِفٌ : اِعْتَمَدُّ ، ضِدٌّ : اِسْتَغْنَيْتُ

أُنِيْبُ : আমি প্রত্যাবর্তন করি।

نَابَ نَوْبًا، نَوْبَةً، (إفعال) إِنَابَةً - إِلَى اللّٰهِ : ধাবিত হওয়া, মনোযোগী হওয়া, তওবা করা, মনে-প্রাণে অভিনিবিষ্ট হওয়া।

نَابَ فِي الْأَمْرِ : স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

- إِلَيْهِ : বারবার ফিরে আসা।

أَنَابَهُ فِيْ كَذَا : স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা। স্থলাভিষিক্ত স্থির করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

مَادَّةٌ : (ن ـ و ـ ب) ، جِنْس : اَجْوَفُ وَاوِيّ

مُرَادِفٌ : أَرْجِعُ ، ضِدٌّ : أَذْهَبُ

نَسْتَعِيْنُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

نِعْمَ : (فِعْلُ مَدْحٍ) : উত্তম, উৎকৃষ্ট। تَثْنِيَة এর বলা হয়, نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَنِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ। جَمْع খুব কমই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো এরূপ রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় : نِعْمَا، نِعْمُوْا، نِعْمَتْ، نِعْمَتَا، نِعْمْنَ। কখনও এর শেষে مَا যুক্ত হয়, তখন কোনো قَرِيْنَة থাকলে তার পরে صِلَة -এর প্রয়োজন হয় না। যেমন : دَقَقْتُهُ دَقًّا نِعِمَّا : আমি তা অতি উত্তমভাবে বিচূর্ণ করেছি। উক্ত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمُعِيْنُ : সাহায্যকারী। (افعال) إعَانَةً - فُلاَنًا : সাহায্য করা। فِى الْحَدِيْثِ : وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ مُرَادِفٌ : اَلْمُسَاعِدُ ، ضِدٌّ : اَلْمُفْسِدُ/اَلْمُهْلِكُ	বাক্যটি نِعْمَ مَادَقَّقْتَهُ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে قَرِيْنَةٌ। دَقَّقْتَهُ-এর পূর্বে বিদ্যমান থাকাই একটি نِعِمَّا-অপর এক উদাহরণে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে : إِنْ فَعَلْتَ فَبِهَا وَنِعِمَتْ অর্থাৎ, যদি তুমি কর ভালো এবং সে কর্ম সাধুবাদের উপযুক্ত। এখানে نِعِمَتْ মানে نِعْمَتِ الْفِعْلَةُ। فِى الْقُرْآنِ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

التدريبات

١. الف. ما هو الأدب لغة واصطلاحا وما موضوعه وما غرضه؟

ب. ما هو مكانة المقامات للحريرى فى الأدب العربى .

ج. اكتب شرف الأدب ومنافعه.

د. من تكلم بالعربية اولا.

ه. حرر نبذة من ترجمة الحريرى واذكر وجه تاليف المقامات.

و. لم سمى الأدب أدبا ؟

٢. الف. شكل العبارة وترجمها فصيحة.

قوله : اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء ---- إلى خطط الخطيئات.

ب. أعرب قوله "كما نعوذبك".

ج. اجعل أسماء الجموع فى العبارة المذكورة مفردة والمفردات جموعا.

د. اكتب ما تعلم عن كلمة اللهم.

ه. ما الفرق بين البيان والتبيان والفضل والفضول؟

و. اكتب حل لغات الألفاظ الآتية : أسبغت . اللسن . الهذر . إطراء . مسامح . إزراء . الفاضح .

٣. الف. ترجم العبارة بعد تشكيلها .

قوله : وعزيمة قاهرة ..... ولا معتبة .

ب. علام عطفت عزيمة قاهرة وان تسعدنا وما عاملهما ؟

ج. بم تتعلق حتى وهل تحتمل ان تكون عاطفة؟

د. اكتب حل لغات الألفاظ الآتيه : الهداية . تعضد . غواية . فكاهة . عزيمة . هوى . غوائل .

ه. اكتب التشبيه المودع فى حصائد الألسنة وغوائل الزخرفة.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الف. ترجم فصيحة.

قوله : وبعد فإنه قد جرى ببعض اندية الأدب ...... وإن يدرك الظالع شأو الضليع .

ب. الواو فى قوله :وبعد والفاء فى قوله : فانه قد جرى/ قوله : فلما لم يسعف" لأى معنى؟

ج. علام عطف "وبعد" ولفظة بعد فى أى محل من الإعراب وكيف؟

د. أوضح غرض المصنف بقوله : فلما لم يسعف بالإقالة الخ.

ه. قوله : "فأشار من إشارته حكم" أوضح هذه العبارة : من المراد . بمن" فى قوله : من إشارته حكم .

و. "تلو البديع" فى أى محل من الإعراب؟ وكلمة تلو أى نوع من الأسماء المعربة .

ح. اكتب لغات الكلمات الأتية : أندية . خبت . المقامات . عزى . ضليع . يسعف . ابتدع .

الف. ترجم العبارة فصيحة ثم اكتب وجوه الإعراب للابيات .

قوله : ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صبابة . بسعدى شفيت النفس قبل التندم .... هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ب. اوضح المثالين : "الباحث عن حتفه الخ والجادع مارن الخ" ثم اذكر الواقعة التى أشير إليها فى كل مثال .

ج. أوضح ماذا أراد الحريرى بأيراد قول القائل : فلو قبل مبكاها .... الفضل للمتقدم؟ ثم اعرب ولله درالقائل.

د. الفاء فى قوله : فألحق بالأخسرين/ لأى معنى؟

ه. اية صنعة وجدت فى اقتباس الأيات وما تعريف تلك الصنعة؟

و. اذكر مواد الكلمات الآتيه : المتغابى . المحابى . المناهى . المعانى . العجماوات -

ز. ما لفرق بين جاهل ومتجاهل وما أراد بالعجماوات والجمادات وما الفرق بين الغمر بالفتح والكسر والضم - وما اشتقاقها ؟

الف. شكل وترجم - ثم إذا كانت الأعمال بالنيات ----- وهو نعم المعين.

ب. اكتب لغات الكلمات الاتيه : ملح . منحى . يصم . مفزع .

ج. قوله "لاعلى ولا ليا" فى أى محل من الأعراب؟

الف. اكتب وجوه اعراب الجمل الاتية .

اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت/ أسبلت من العطاء .

اللهم فحقق لناهذه المنية . اللهم فصل عليه .

ب. اكتب أضداد الكلمات التالية : ركدت - خبت - مجهول - طاعة - الظالع - الضليع

ج. ضع كل واحد من الكلمات الآتيه فى جملتين : مقامات . أتلو . بادرة . مضغة .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الأولى الصنعانية

প্রথম মাকামা : সান‘আর গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত গ্রন্থের প্রতি দশটি মাকামার প্রথমটি উপদেশমূলক গল্পরূপে উপস্থাপন করেছেন। সে মতে প্রথম মাকামাটিও একটি উপদেশমূলক গল্প।

এ মাকামার সারসংক্ষেপ হলো, হারিস ইবনে হাম্মাম ইয়ামনের প্রসিদ্ধ শহর সান‘আ ভ্রমণকালে একটি সমাবেশে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে শ্রোতাদের প্রচণ্ড ক্রন্দনরোল শুনতে পান। সেই ক্রন্দনরোলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, জনৈক ব্যক্তি সেখানে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতা শেষ করার পর লোকটি এক পর্যায়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে একটি গিরিগুহায় তাঁর আস্তানায় ফিরে যান। হারিসও চুপিচুপি তাঁর পিছু নেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, সেই বক্তা তাঁর এক শিষ্যসহ উন্নতমানের ময়দার রুটি, বকরির ভুনা গোশত ও নবীযের পাত্র নিয়ে খেতে বসেছেন। হারিস জিজ্ঞেস করলেন, একি! আপনি যে সমাবেশে মানুষকে দুনিয়াবিমুখতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জোরালো বক্তৃতা দিলেন। এখন দেখি, আপনার সামনে এক জমকালো বিলাসী খাবারের আয়োজন! হারিসের এহেন প্রশ্ন শুনে তিনি প্রথমে বেশ ক্ষুব্ধ হন। পরে তাঁর ক্রোধাগ্নি স্তিমিত হলে কবিতা পাঠ করে এভাবে হারিসের প্রশ্নের উত্তর দেন যে, আসলে আমি আমার জীবিকা নির্বাহের একটি অবলম্বন হিসেবে বক্তৃতা ও উপদেশকে পেশা রূপে বেছে নিয়েছি। হারিস তাঁর এ জবাব শুনে বিস্মিত হন এবং তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বক্তা সাহিত্যকুল শিরোমনি আবূ যায়েদ সারূজী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الْأُوْلٰى الصَّنْعَانِيَّةُ

প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প

حَدَّثَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ؛ قَالَ : لَمَّا اقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْاِغْتِرَابِ ، وَأَنْأَتْنِى الْمَتْرَبَةُ عَنِ الْأَتْرَابِ، طَوَّحَتْ بِىْ طَوَائِحُ الزَّمَنِ، إِلٰى صَنْعَاءِ الْيَمَنِ، فَدَخَلْتُهَا خَاوِىَ الْوِفَاضِ ، بَادِىَ الْإِنْفَاضِ ، لَا أَمْلِكُ بُلْغَةً ، وَلَا أَجِدُ فِىْ جِرَابِىْ مُضْغَةً.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন আমি প্রবসনের [বাহন জন্তুর] পিঠে চেপে বসলাম এবং দারিদ্র্য আমাকে বাল্যবন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে দিল, তখন কালের দুর্যোগ আমাকে ইয়ামনের [রাজধানী] সান'আয় নিক্ষেপ করল। তখন আমি থলিশূন্য ও প্রকাশ্য পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করলাম। [আর এমতাবস্থায় যে] আমি সামান্য পাথেয়র অধিকারী ছিলাম না এবং আমি আমার থলিতে এক টুকরো মাংস পাচ্ছিলাম না।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الْأُوْلٰى প্রথম মাকামা الصَّنْعَانِيَّةُ সান'আর গল্প حَدَّثَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন لَمَّا যখন اقْتَعَدْتُ আমি চেপে বসলাম غَارِبَ الْاِغْتِرَابِ প্রবসনের পিঠে وَأَنْأَتْنِىْ এবং আমাকে দূরে সরিয়ে দিল عَنِ الْأَتْرَابِ বাল্যবন্ধুদের থেকে طَوَّحَتْ بِىْ তখন আমাকে নিক্ষেপ করল طَوَائِحُ الزَّمَانِ কালের দুর্যোগ إِلٰى صَنْعَاءِ الْيَمَنِ ইয়ামনের রাজধানী সান'আয় فَدَخَلْتُهَا তখন আমি সেখানে প্রবেশ করলাম خَاوِىَ الْوِفَاضِ থলিশূন্য অবস্থায় بَادِىَ الْإِنْفَاضِ প্রকাশ্য পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় لَا أَمْلِكُ আমি অধিকারী ছিলাম না بُلْغَةً সামান্য পাথেয়র وَلَا أَجِدُ আর আমি পাচ্ছিলাম না فِىْ جِرَابِىْ আমার থলিতে مُضْغَةً এক টুকরা মাংস।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمَقَامَةُ وَالْمَقَامُ : (ج) مَقَامَاتٌ দাঁড়াবার স্থান, মজলিস, বক্তৃতা, গল্প।

اَلْأُوْلٰى (اِسْمُ تَفْضِيْل، مُؤَ. مص: أَوَّل-ن) (ج) أُوَلُ، أُوْلَيَاتٌ : প্রথম, প্রধান।

اَلصَّنْعَانِيَّةُ وَ الصَّنْعَانِىُّ : সান্'আ সংক্রান্ত, সান'আ সম্বন্ধীয়।

اَلْمَقَامَةُ الصَّنْعَانِيَّةُ : সান্'আ সংক্রান্ত গল্প, সান্'আর গল্প।

حَدَّثَ : বর্ণনা করেছে।

(تَفْعِيْل) تَحْدِيْثًا : বর্ণনা করা।

(اِفْعَال) إِحْدَاثًا : আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা।

(ن) حُدُوْثًا : সৃষ্টি হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى .

مَادَّةٌ : (ح . د . ث) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَوٰى

اَلْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : হারীরীর মাকামা গল্পগুলোর রূপকারের কল্পিত নাম। এ কল্পিত নামটি দ্বারা লেখক নিজেকেই বুঝিয়েছেন।

لَمَّا : এ হরফটি যদি فِعْل مَاضِىْ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন শর্তের অর্থ প্রকাশ করে এবং তার পরে দু'টি জুমলা আসে। আর فِعْل مُضَارِعْ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে হরফে নফী। এবং جُمْلَة اِسْمِيَّة -এর পূর্বে আসলে حَرْف اِسْتِثْنَاء হয়।

১. صَنْعَاء নামে দুটি জায়গা রয়েছে– ক. দিমাশকে অবস্থিত একটি গ্রাম খ. ইয়ামনের রাজধানী। এখানে ইয়ামনের রাজধানী صَنْعَاء উদ্দেশ্য। এজন্য ইয়ামনের দিকে اِضَافَت করে صَنْعَاءُ الْيَمَن বলেছেন এবং এই صَنْعَاء -এর প্রাচীন নাম হলো اَزَال যে ব্যক্তি এ শহরটি প্রথম আবাদ করেন তাঁর নাম ছিল সান'আ। তাই তার নামে শহরটির নামকরণ করা হয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে فِعْل مَاضِى -এর পূর্বে এসে حِيْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শর্তের অর্থ প্রকাশ করছে।

اِقْتَعَدْتُ : আমি চেপে বসলাম।

(اِفْتِعَال) اِقْتِعَادًا : বাহনরূপে গ্রহণ করা, চেপে বসা।

(ن) قُعُوْدًا : বসা।

فِى الْقُرْآنِ : يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا .

مَادَّةٌ : (ق ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَكِبْتُ ، ضِد : نَزَلْتُ

غَارِبَ : (ج) غَوَارِبُ : কাঁধ। পিঠ ও ঘাড় অথবা কুঁজ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থান।

يَقُوْلُ الْعَرَبُ : حَبْلُكَ عَلٰى غَارِبِكَ .

مَادَّةٌ : (غ ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ظَهْر/سَنَام

اَلْاِغْتِرَابُ، (اِفْتِعَال) مصـ : দেশ ত্যাগ করা, প্রবসন।

(ن) غُرُوْبًا : অদৃশ্য হওয়া। অস্ত যাওয়া।

غُرْبَةٌ : প্রবাসী হওয়া।

(ك) غَرَابَةً - اَلْكَلَامُ : অস্পষ্ট হওয়া।

- اَلشَّيْئُ : অপরিচিত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ

مَادَّةٌ : (غ ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسَّفَرُ/اَلْغُرَابَةُ ، ضِد : اَلْاِقَامَةُ

أَنْأَتْ : দূরে সরিয়ে দিল।

(اِفْعَال) اِنْئَاءً : দূরে সরিয়ে দেওয়া।

(مَادَّةٌ (ن ـ ء ـ ى)، جِنْس : مُرَكَّب (نَاقِص يَائِى وَمَهْمُوْز عَيْن)

اَلْمَتْرَبَةُ (س) مصـ : দরিদ্র হওয়া।

مَتْرَبَةٌ : দারিদ্র্য।

(مُفَاعَلَة) مُتَارَبَة : বন্ধু হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

مَادَّةٌ : (ت ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَسْكَنَةُ ، ضِد : اَلْغِنٰى

(ج) **أَتْرَابٌ**، (و) تِرْبٌ : সমবয়সী, বাল্যবন্ধু।

فِى الْقُرْآنِ : عُرُبًا اَتْرَابًا .

مَادَّةٌ : (ت ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْاَقْرَان .

طَوَّحَتْ : নিক্ষেপ করল।

(تَفْعِيْل) تَطْوِيْحًا - بِهٖ : নিক্ষেপ করা।

(ن) طَوْحًا : দিশেহারা হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

(اِفْعَال) اِطَاحَةً : নিঃশেষ করা, ধ্বংসের উপক্রম করা।

مَادَّةٌ : (ط ـ و ـ ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : طَرَحَتْ

(ج) **طَوَائِحُ** (خِلَافُ قِيَاسٍ)، (و) مُطِيْحَةٌ : দুর্যোগ, মুসিবত।

قَالَ الشَّاعِرُ نَهْشَلُ بْنُ الْحَرِى

لِيَبْكِ يَزِيْدَ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ *

وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تَطِيْحُ الطَّوَائِحُ

مَادَّةٌ : (ط ـ و ـ ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلنَّوَائِبُ/اَلْحَوَادِثُ

اَلزَّمَنُ : (ج) أَزْمَانٌ، أَزْمُنٌ ـ (ج) أَزْمِنَةٌ، أَزْمُنٌ ـ وَالزَّمَانُ : সময়, কাল।

قَالَ الشَّاعِرُ : اَيَامَنْزِلَى سَلْمٰى سَلَامٌ عَلَيْكُمَا *

هَلِ الْاَزْمُنُ اللَّاتِى مَضَيْنَ رَوَاجِع

مَادَّةٌ : (ز ـ م ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْوَقْتُ/اَلدَّهْرُ

صَنْعَاءُ الْيَمَنِ : ইয়ামনের [রাজধানী] সান'আ।

دَخَلْتُ : আমি প্রবেশ করলাম।

(ن) دُخُوْلًا ، مَدْخَلًا : প্রবেশ করা, ঢুকা।

(اِفْعَال) اِدْخَالًا : প্রবেশ করানো।

مَادَّةٌ : (د ـ خ ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَلَجْتُ، ضِد : خَرَجْتُ

خَاوٍ (خَاوِى) : (فا، مذ) : শূন্য, খালি, অন্তঃসার শূন্য।

(ض، س) خَيًا، خَوَايَةً، خَوَاءً : শূন্য হওয়া, খালি হওয়া, বিরান হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

مَادَّةٌ : (خ ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : اَلْفَارِغُ/اَلْخَالِى، ضِد : اَلْمَمْلُوْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(لَا) أَجِدُ : আমি পাই না।

(ض، ح) وَجْدًا، وُجُوْدًا : পাওয়া, লাভ করা।

عَلَيْهِ : ক্রুদ্ধ হওয়া।

(ض) جِدَةً : সম্পদশালী হওয়া।

(افعال) اِيْجَادًا : সৃষ্টি করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى .

مَادَّةٌ : (و ـ ج ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : نَالَ

جِرَابٌ : (ج)أَجْرِبَةٌ، جُرُبٌ، جُرْبٌ : থলি, জাম্বিল, চামড়ার পাত্র।

مَادَّةٌ : (ج ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمِزْوَدُ/الزِّنْبِيْلُ

مُضْغَةٌ : (ج) مُضَغٌ : মাংসপিণ্ড, গোশতের টুকরা, লোকমা।

ماده : (ج ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لُقْمَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهُ : فَدَخَلْتُهَا خَاوِىَ الْوِفَاضِ الخ :

لَا اَمْلِكُ এরকম ভাবে بَادِىَ الْاِنْفَاضِ এবং خَاوِىَ الْوِفَاضِ دَخَلْتُ এবং لَا اَجِدُ فِىْ جِرَابِىْ مُضْغَةً সবকটি বাক্য بُلْغَةً ফেয়েলের ফায়েল ضَمِيْر مُتَكَلِّم থেকে حَالٌ হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلَهُ : لَمَّا اقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْاِغْتِرَابِ :

এখানে اَلْاِغْتِرَابُ [প্রবসন] কে مَرْكَبٌ [বাহন জন্তু]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهٌ উল্লেখ রয়েছে এবং مُشَبَّهٌ بِهٖ মাহযুফ। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। আর مَرْكَبٌ-এর জন্য غَارِبٌ [পিঠ] لَازِمٌ সুতরাং তার মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে। আর مَرْكَبٌ-এর উপর সওয়ার হওয়া مُنَاسِبٌ তাই اِقْتَعَدْتُ-এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَرْشِيْحِيَّةٌ হয়েছে।

(ج) وِفَاضٌ، وَفَضَاتٌ، (و) وَفْضَةٌ : রাখালের থলি, চামড়া নির্মিত তীরের থলি, তূণ, তূণীর।

فِى الْحَدِيْثِ : اِنَّهُ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَنْ تُوْضَعَ فِى الْاَوْفَاضِ .

مَادَّةٌ : (و ـ ف ـ ض) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اَلْمِزْوَدُ

بَادٍ : (بَادِى) (فا)(ج) بَادُوْنَ ، بُدًى ، بُدًى : প্রকাশ্য, প্রকাশমান, প্রকাশিত।

(افعال) اِبْدَاءً : প্রকাশ করা।

(ن) بُدُوًّا – بَدَاءَةً : প্রকাশ পাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : بَادِىَ الرَّأْيِ .

مَادَّةٌ : (ب ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اَلظَّاهِرُ، ضِد : اَلْخَفِىُّ

اَلْاِنْفَاضُ : (اِفْعَال) مصـ : থলি শূন্য হওয়া।

(ن) نَفْضًا : ঝাড়া, পাথেয় শূন্য হওয়া, নিঃসম্বল হওয়া।

(تفعيل) تَنْفِيْضًا : ঝাড়া দেওয়া, নাড়া দেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : كُنَّا فِىْ سَفَرٍ فَاَنْفَضْنَا .

مَادَّةٌ : (ن ـ ف ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَقْرُ ، ضِد : اَلْغِنٰى .

(لَا) أَمْلِكُ : আমি অধিকারী নই, মালিক নই।

(ض) مِلْكًا : অধিকারী হওয়া, মালিক হওয়া।

(تفعيل) تَمْلِيْكًا : মালিক বানানো।

فِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا .

مَادَّةٌ : (م ـ ل ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَا اَسْتَحِقُّ ، ضِد : لَا احرم

بُلْغَةٌ : প্রয়োজন পূর্ণ হয় এ পরিমাণ বস্তু। যৎসামান্য।

(تفعيل) تَبْلِيْغًا : পৌঁছান।

(ن) بُلُوْغًا : পৌঁছা।

فِى الْحَدِيْثِ : بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً .

مَادَّةٌ : (ب ـ ل ـ غ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : زَادٌ (يَسِيْرَةٌ)

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَطَفِقْتُ أَجُوبُ طُرُقَاتِهَا مِثْلَ الْهَائِمِ ، وَأَجُولُ فِيْ حَوْمَاتِهَا جَوَلَانَ الْحَائِمِ، وَأَرُوْدُ فِيْ مَسَارِحِ لَمْحَاتِيْ، وَمَسَايِحِ غَدَوَاتِيْ وَرَوْحَاتِيْ، كَرِيْمًا أُخْلِقُ لَهُ دِيْبَاجَتِيْ، وَأَبُوْحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِيْ، أَوْ أَدِيْبًا تُفَرِّجُ رُؤْيَتُهُ غُمَّتِيْ، وَتُرْوِيْ رِوَايَتُهُ غُلَّتِيْ،

অনুবাদ : ফলে আমি সান'আর পথে পথে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এবং তার বড় বড় স্থানসমূহে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় ফিরতে লাগলাম। আর আমি আমার দৃষ্টির চারণভূমিতে এবং আমার সকাল-সন্ধ্যার বিচরণ ক্ষেত্রে এমন একজন দানশীল ব্যক্তিকে খোঁজ করছিলাম, যার কাছে আমি আমার চেহারা মলিন করব এবং যার কাছে আমি আমার প্রয়োজন তুলে ধরব। অথবা এমন একজন সাহিত্যিককে [খোঁজ করছিলাম], যার দর্শন আমার দুঃখ দূরীভূত করে দেবে এবং যার বর্ণনা আমার তীব্র পিপাসা নিবারিত করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَطَفِقْتُ أَجُوْبُ ফলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম طُرُقَاتِهَا সানা'আর পথে পথে مِثْلَ الْبَهَائِمِ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় وَأَجُوْلُ এবং ফিরতে লাগলাম فِيْ حَوْمَاتِهَا তার বড় বড় স্থানসমূহে جَوْلَانَ الْحَائِمِ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় وَأَرُوْدُ আর আমি খোঁজ করছিলাম فِيْ مَسَارِحِ لَمْحَاتِيْ আমার দৃষ্টির চারণভূমিতে وَمَسَايِحِ غَدَوَاتِيْ وَرَوْحَاتِيْ এবং আমার সকাল-সন্ধ্যার বিচরণক্ষেত্রে كَرِيْمًا এমন একজন দানশীল ব্যক্তিকে أُخْلِقُ لَهُ যার কাছে আমি মলিন করব دِيْبَاجَتِيْ আমার চেহারা وَأَبُوْحُ إِلَيْهِ এবং যার কাছে আমি তুলে ধরব بِحَاجَتِيْ আমার প্রয়োজন أَوْ أَدِيْبًا অথবা এমন একজন সাহিত্যিককে تُفَرِّجُ দূরীভূত করে দিবে رُؤْيَتُهُ যার দর্শন غُمَّتِيْ আমার দুঃখ وَتُرْوِيْ এবং নিবারিত করবে رِوَايَتُهُ যার বর্ণনা غُلَّتِيْ আমার তীব্র পিপাসা।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَفِقْتُ : শুরু করলাম, করতে লাগলাম।
(س، ض) طَفَقًا : শুরু করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .
مَادَّه : (ط ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَخَذْتُ

(طَفِقْتُ) أَجُوْبُ : অমি ঘুরে বেড়াতে লগলাম।
(ن) جَوْبًا، تَجْوَابًا : অতিক্রম করা, ঘুরে বেড়ানো, কাটা।
(افعال) إِجَابَةً، (اسْتِفْعَال) اِسْتِجَابَةً : কবুল করা, উত্তর দেওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ .
مَادَّه : (ج ـ و ـ ب) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِىْ
مُرَادِف : أَعْبُرُ.

(جج) طُرُقَاتٌ، (ج)طُرُقٌ، أَطْرُقٌ، أَطْرِقَةٌ، (و)طَرِيْقٌ : রাস্তা, পথ।
فِى الْحَدِيْثِ : أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ.
مَادَّه : (ط ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح،
مُرَادِف : سُبُلٌ

مِثْلُ ، مَثَلٌ (ج) أَمْثَالٌ : মতো, সদৃশ, ন্যায়, তুল্য।

اَلْهَائِمُ : (فا، مذ)(ج) هُيَّامٌ، هُيَّمٌ : উদ্ভ্রান্ত, অস্থির।
(ض) هَيْمًا، هِيَامًا : অস্থির হওয়া, উদ্ভ্রান্ত হওয়া।
(اسْتِفْعَال) اِسْتِهْيَامًا، (تَفَعُّل) تَهَيُّمًا : বুদ্ধিভ্রষ্ট করা।
فِى الْقُرْآنِ : اَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ .
مَادَّه : (ه ـ ى ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : خَابِطٌ ، ضِدّ : مُطْمَئِنٌّ

(طَفِقْتَ) أَجُوْلُ : আমি ফিরতে লাগলাম।
(ن) جَوْلًا، جَوْلَةً، جَوْلَانًا : চক্কর দেওয়া, ঘোরাফেরা করা, ভ্রমণ করা।
(اِفْعَال) إِجَالَةً : ঘুরানো।
مَادَّه : (ج ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِىْ
مُرَادِف : أَدُوْرُ/أَطُوْفُ ، ضِدّ : أَسْكُنُ

(ج) حَوْمَاتٌ، (و) حَوْمَةٌ : উল্লেখযোগ্য অংশ , বড় স্থান।
مَادَّه : (ح ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : مُعْظَم/ جَلٌّ

جَوْلَان (ن) مصـ : ঘুরে বেড়ানো, ঘুরাফেরা করা।

اَلْحَائِمُ (فا، مذ) (ج) حَوَّمٌ، (مؤنث) حَائِمَةٌ (ج) حُوَّمٌ، حَوَائِمُ : তৃষ্ণার্ত, পিপাসু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ج) رَوْحَاتٌ، (و) رَوْحَةٌ : । বিকাল, সন্ধ্যা ।
فِي الْحَدِيْثِ : لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .
ماده : (ر - و - ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : مَسَاء، ضِد : غُدُوٌّ
كَرِيْمٌ : (صف، مذ)(ج) كِرَامٌ ، كُرَمَاءُ : । দানশীল, সম্ভ্রান্ত ।
(ك) كَرَمًا، كَرَامَةً : । দানশীল হওয়া, সম্ভ্রান্ত হওয়া, সম্মানিত হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : اِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ .
ماده : (ك - ر - م) ، جنس : صَحِيْح
مُرَادِف : سَخِيٌّ، ضد : بَخِيْلٌ/لَئِيْمٌ
أُخْلِقُ : । আমি মলিন করব ।
(اِفْعَال) اِخْلَاقًا - اَلثَّوْبُ : । পুরানো হওয়া ।
- اَلثَّوْبَ : । পুরানো করা ।
- اَلشَّبَابُ : । যৌবন শেষ হওয়া ।
(ن، س ـ ك) خُلُوْقَةً، خَلَقًا - اَلثَّوْبُ : । পুরানো হওয়া ।
(ن) خَلْقًا، خِلْقَةً : । সৃষ্টি করা ।
(س) خَلَقًا، (ك) خُلُوْقًا، خُلُوْقَةً، خَلَاقَةً : । নরম ও মসৃণ হওয়া ।
خَلُقَ الشَّيْءُ لَهُ : । উপযুক্ত হওয়া ।
خَلُقَ الْغُلَامُ : । চরিত্রবান হওয়া ।
فِي الْحَدِيْثِ : أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ قَالَ الشَّاعِرُ : وَطُوْلُ مَقَامِ
الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُخْلِقٌ لِدِيْبَاجَتَيْهِ فَاغْتَرِبْ تَتَجَدَّدِ
ماده : (خ - ل - ق)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَبْلَى ، ضد : أُجِدُّ
دِيْبَاجَةٌ (ج) دِيْبَاجَاتٌ - وَدِيْبَاجٌ (ج) دَيَابِيْجُ، دَبَابِجُ،
دَبَابِيْجُ : । চেহারা, রেশমী কাপড় ।
أَبُوْحُ : । [তার কাছে] আমি প্রকাশ করব ।
(ن) بَوْحًا - إِلَيْهِ بِهِ : । প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া ।
(اِفْعَال) اِبَاحَةً - اَلسِّرَّ : । প্রকাশ করা ।
- اَلشَّيْءَ : । জায়েজ করা । বৈধ করা ।
فِي الْحَدِيْثِ : اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ بَوَاحًا .
مَادَّةٌ : (ب - و - ح) ، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : اَظْهَرَ ، ضِد : اَخْفَى
حَاجَةٌ : (ج) حَاجٌ، حَاجَاتٌ، حَوَائِجُ، حِوَجٌ : । প্রয়োজন, অভাব ।
فِي الْقُرْآنِ : لِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ .
مَادَّةٌ : (ح - و - ج) ، جِنْس : اجوف
مُرَادِف : فَقْرٌ ، ضِد : غَنِيٌّ

(ن) حَوْمًا، حَوَمَانًا - عَلَى الشَّيْءِ، وَحَوْلَهُ : । চক্কর দেওয়া ।
- الرَّجُلُ : । তৃষ্ণার্ত হওয়া ।
فِي الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ بَهَائِمَنَا الْحَائِمَةَ .
ماده : (ح - و - م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : اَلْعَطْشَانُ
أَرُوْدُ : । আমি খোঁজ করি (করছিলাম) ।
(ن) رَوْدًا (اِفْتِعَال) اِرْتِيَادًا : । সন্ধান করা, খোঁজ করা, চাওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ .
(اِفْعَال) اِرَادَةً : । ইচ্ছা করা, চাওয়া ।
قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَالَ رَائِدُهُمْ اَرْسُوْا نُزَاوِلُهَا
فَحَتْفُ كُلِّ امْرِئٍ يَجْرِيْ بِمِقْدَارٍ
مَادَّةٌ : (ر - و - د) ، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : اَطْلُبُ/اَلْتَمِسُ
(ج) مَسَارِحُ، (و) مَسْرَحٌ : । চারণভূমি ।
(ف) سَرْحًا ـ سُرُوْحًا - اَلْمَاشِيَةَ : গবাদি পশু চরতে যাওয়া, গবাদি পশু চরানো ।
فِي الْقُرْآنِ : وَحِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ .
ماده : (س - ر - ح) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْمَرْعَى
(ج) لَمَحَاتٌ، (و) لَمْحَةٌ : । দৃষ্টি, তড়িৎ দৃষ্টি ।
(ف) لَمْحًا : । দেখা, চমকানো ।
(اِفْعَال) اِلْمَاحًا (اِفْتِعَال) اِلْتِمَاحًا : । হালকা দৃষ্টিতে দেখা ।
فِي الْقُرْآنِ : كَلَمْحِ الْبَصَرِ .
مَادَّةٌ : (ل - م - ح) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : نَظَرٌ
(ج) مَسَايِحُ، (و) مَسِيْحَةٌ : । বিচরণক্ষেত্র ।
(ض) سَيْحًا : । ভ্রমণ করা ।
فِي الْقُرْآنِ : فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ .
مَادَّةٌ : (س - ى - ح) ، جنس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : مَسَالِكُ
(ج) غَدَوَاتٌ، (و) غَدَاةٌ : । সকাল, প্রভাত ।
فِي الْقُرْآنِ : بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ .
مَادَّةٌ : (غ - د - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : اَلْبُكْرَةُ، ضِد : اَلرَّوَاحُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَدِيْبٌ (صف مذ مص : أَدَب-ك) (ج) أُدَبَاءُ : সাহিত্যিক

قَالَ الشَّاعِرُ : لَيْسَ الْيَتِيْمُ قَدْمَاتَ وَالِدُهُ

إِنَّمَا الْيَتِيْمُ يَتِيْمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

مَادَّةٌ : (أ ـ د ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاءٌ

تُفَرِّجُ : দূরীভূত করে দেবে।

(تَفْعِيْل) تَفْرِيْجًا : প্রশস্ত করা। দূরীভূত করা। খোলা।

(ن) فَرْجًا : খোলা। প্রশস্ত করা। দূরীভূত করা। উন্মুক্ত করা।

(تَفَعُّل) تَفَرُّجًا : দূরীভূত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ -

مُرَادِفٌ : تَزِيْلُ ، ضِد : تَبْقِى -

رُؤْيَةٌ (ف) مص : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

رُؤْيَةٌ : দর্শন।

(اِفْعَال) إِرَاءَةً : দেখানো।

مَادَّه : (ر ـ ء ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز عَين و نَاقِص يَائِى)

مُرَادِفٌ : نَظَرٌ ، ضِد : غَضٌّ

غُمَّةٌ : (ج) غُمَمٌ : দুঃখ, বেদনা, বিষাদ।

فِى الْقُرْآنِ : ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً -

مَادَّةٌ : (غ ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : يَسْقِى ، ضِدٌ : تَظْمَاءُ

تُرْوِىْ : পিপাসা নিবারিত করবে।

(اِفْعَال) إِرْوَاءً : পিপাসা নিবারণ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَأَرْوَانَا

مُرَادِفٌ : يَسْقِى ، ضِدٌ : تَظْمَأُ

رِوَايَةٌ (ض) مص : বর্ণনা করা।

رِوَايَةٌ : (ج) رِوَايَاتٌ : বর্ণনা।

غُلَّةٌ : (ج) غُلَلٌ : তীব্র পিপাসা।

(ن) غُلُوْلًا : আত্মসাৎ করা।

غَلَّ (مَحْمُوْل) (س)، غَلَّةً : তীব্র পিপাসার্ত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : مَاكَانَ لِنَبِىٍّ أَنْ يَغُلَّ -

مَادَّةٌ : (غ ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَطَفِقْتُ أَجُوْبُ ...... اَلْهَائِمُ :

طَفِقْتُ ফেয়েলে মুকারাবা ضَمِيْر مُتَكَلِّمْ তার اِسْم আর مِثْلَ الْهَائِمِ হলো তার খবর। আর أَجُوْبُ طُرُقَاتِهَا الخ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাসদার মাহযূফের সিফাত। অতঃপর مَوْصُوْف এবং সিফাত মিলে أَجُوْبُ ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَق -

قوله أَرُوْدُ فِى مَسَارِحِ ..... غُلَّتِى :

أَرُوْدُ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল رَوْحَاتِى ... مَسَارِحِ لَمَحَاتِى মুতাআল্লিক أَرُوْدُ ফেয়েলের সাথে। كَرِيْمًا মাউসূফ أَبُوْحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِى প্রথম صِفَت এবং دِيْبَاجَتِى দ্বিতীয় صِفَت অতঃপর مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে مَعْطُوْف عَلَيْهِ أَدِيْبًا মাউসূফ تُفَرِّجُ رُؤْيَتَهُ غُمَّتِى প্রথম صِفَت আর رِوَايَتَهُ দ্বিতীয় صِفَت তারপর مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে مَعْطُوْف অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف মিলে مَفْعُوْل بِهِ ফেয়েলের -

বালাগাত

قوله : أَجُوْبُ طُرُقَاتِهَا مِثْلَ الْهَائِمِ ..... اَلْحَائِمُ :

حَائِمٌ এবং هَائِمٌ-এর মাঝে جِنَاسٌ مُضَارِعٌ হয়েছে।

قوله أَرُوْدُ فِى مَسَارِحِ لَمَحَاتِى ..... وَرَوْحَاتِى :

لَمَحَاتٌ [দৃষ্টি] কে সওয়ারীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে এখানে مُشَبَّهٌ উল্লেখ আছে এবং مُشَبَّهٌ بِه মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর সওয়ারীর জন্য مَسَارِحُ [চারণভূমি] لَازِمٌ অতএব مُشَبَّهٌ بِه-এর لَازِمٌ কে مُشَبَّهٌ-এর জন্য সাবেত করা হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে অতঃপর مَسَائِحُ এবং مَسَارِحُ-এর মাঝে جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয়েছে غَدَوَاتِى এবং رَوْحَاتِى-এর মাঝে صَنْعَت طِبَاقٌ হয়েছে।

قوله : أَخْلَقَ لَهُ دِيْبَاجَتِى :

এখানে دِيْبَاجَةٌ [চেহারা] কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে কাপড়ের সাথে। এখানে مُشَبَّهٌ উল্লেখ আছে এবং مُشَبَّهٌ بِه মাহযূফ রয়েছে তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। আর কাপড়ের জন্য পুরাতন হওয়া أَخْلَقَ লাযেম তাই أَخْلَقَ-এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

قوله : تُرْوِى رِوَايَتَهُ غُلَّتِى :

এখানে رِوَايَةٌ কে পানির সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে এখানে مُشَبَّهٌ উল্লেখ আছে, আর مُشَبَّهٌ بِه মাহযূফ রয়েছে তাই اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। পানির জন্য পিপাসা নিবারণ করা لَازِمٌ সুতরাং تُرْوِى-এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে। আর غُلَّةٌ-কে সাথে সাহিত্য অন্বেষণকে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে তাই এখানে مُشَبَّهٌ উল্লেখ আছে, আর مُشَبَّهٌ بِه মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَتّٰى أَدَّتْنِىْ خَاتِمَةُ الْمَطَافِ، وَهَدَتْنِىْ فَاتِحَةُ الْأَلْطَافِ، إِلٰى نَادٍ رَحِيْبٍ، مُحْتَوٍ عَلٰى زِحَامٍ وَنَحِيْبٍ، فَوَلَجْتُ غَابَةَ الْجَمْعِ، لِأَسْبُرَ مَجْلَبَةَ الدَّمْعِ، فَرَأَيْتُ فِىْ بُهْرَةِ الْحَلْقَةِ، شَخْصًا شَخْتَ الْخِلْقَةِ ، عَلَيْهِ أُهْبَةُ السِّيَاحَةِ ، وَلَهٗ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ ، وَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهٖ ، وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهٖ.

অনুবাদ : অবশেষে ঘুরাফেরার পরিসমাপ্তি আমাকে পৌছে দিল এবং অনুগ্রহের সূচনা আমার পথ-নির্দেশনা করল এমন এক বিশাল সভার প্রতি, যা ছিল লোকের ভিড় ও ক্রন্দনরোলে পূর্ণ। অতঃপর আমি অশ্রু বিসর্জনের কারণ অন্বেষণের জন্য সেই সমাবেশের ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন আমি সভার মাঝখানে শীর্ণগঠন বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তাঁর কাঁধে রয়েছে সফরের সম্বল [অথবা ইবাদতের সামগ্রী]। তাঁরই এ ক্রন্দন-ধ্বনি। তিনি তাঁর শব্দের রত্নমালা দ্বারা ছন্দ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর ভীতি সঞ্চারক উপদেশ দ্বারা কর্ণকুহর ঝংকৃত করে তুলছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى অবশেষে أَدَّتْنِىْ আমাকে পৌছে দিল خَاتِمَةُ পরিসমাপ্তি الْمَطَافِ ঘুরাফেরার وَهَدَتْنِىْ এবং আমার পথ নির্দেশনা করল فَاتِحَةُ সূচনা الْأَلْطَافِ অনুগ্রহের إِلٰى প্রতি نَادٍ এক সভার رَحِيْبٍ বিশাল مُحْتَوٍ যা ছিল পূর্ণ عَلٰى زِحَامٍ লোকের ভিড় وَنَحِيْبٍ ও ক্রন্দনরোলে فَوَلَجْتُ অতঃপর আমি প্রবেশ করলাম غَابَةَ الْجَمْعِ সমাবেশের ভেতরে لِأَسْبُرَ অন্বেষণের জন্যে مَجْلَبَةَ الدَّمْعِ অশ্রু বিসর্জনের কারণ فَرَأَيْتُ তখন আমি দেখতে পেলাম فِىْ بُهْرَةِ الْحَلْقَةِ সভার মাঝখানে شَخْصًا এক ব্যক্তিকে شَخْتَ الْخِلْقَةِ শীর্ণ গঠন বিশিষ্ট عَلَيْهِ তার কাঁধে রয়েছে أُهْبَةُ সম্বল السِّيَاحَةِ সফরের وَلَهٗ তাঁরই رَنَّةُ النِّيَاحَةِ এ ক্রন্দন ধ্বনি وَهُوَ তিনি يَطْبَعُ সৃষ্টি করেছেন أَسْجَاعَ ছন্দ بِجَوَاهِرِ রত্নমালা দ্বারা لَفْظِهٖ শব্দের وَيَقْرَعُ এবং ঝংকৃত করে তুলছেন الْأَسْمَاعَ কর্ণকুহর بِزَوَاجِرِ وَعْظِهٖ ভীতি সঞ্চারক উপদেশ দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَتّٰى (حَرْفُ جَارٍّ) : অবশেষে, পরিশেষে।
أَدَّتْ : [আমাকে] পৌছে দিল।
(تَفْعِيْل) تَأْدِيَةً (ض) أَدْيًا : আদায় করা, পৌঁছানো
(تَفَعُّل) تَادِيًا – لَهٗ حَقَّهٗ : প্রাপ্য আদায় করা।
– إِلَيْهِ : পৌঁছা।
مَادَّهْ : (ا ـ د ـ ى)، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ
مُرَادِف : أَوْصَلَتْ
خَاتِمَةٌ : (ج) خَوَاتِمُ، خَاتِمَاتٌ : পরিসমাপ্তি, ফলাফল, পরিশিষ্ট।
فِى الْقُرْآنِ : وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.
مَادَّهْ : (خ ـ ت ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اٰخِر/أَقْصٰى ، ضِد : فَاتِحَة
اَلْمَطَافُ : (ن) مصـ : প্রদক্ষিণ করা, ঘুরাফেরা করা।
مَطَافٌ : প্রদক্ষিণের স্থান।
فِى الْقُرْآنِ : فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ.

مَادَّهْ : (ط ـ و ـ ف) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِىْ
مُرَادِف : اَلدَّوَرَانُ ، ضِدّ : اَلسُّكُوْنُ
هَدَتْ : [আমার] পথ নির্দেশনা করল।
(ض) هِدَايَةً – إِلٰى : দিকনির্দেশনা দেওয়া, পথ প্রদর্শন করা।
আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِى الْقُرْآنِ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.
مُرَادِف : أَرْشَدَتْ /دَلَّتْ ، ضِد : اَضَلَّتْ
فَاتِحَةٌ : (ج) فَوَاتِحُ : সূচনা, প্রারম্ভ, ভূমিকা।
(ف) فَتْحًا : খোলা, উন্মুক্ত করা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِفْتَاحًا : সাহায্য প্রার্থনা করা, উন্মোচন কামনা করা।
فِى الْقُرْآنِ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.
مُرَادِف : مُقَدِّمَةٌ ، ضِد : خَاتِمَةٌ
(ج) أَلْطَافٌ، (و) لُطْفٌ : অনুগ্রহ, অনুকম্পা।
(ك) لَطَافَةً : সদয় হওয়া, কোমল আচরণ করা, কোমল হওয়া।
(ن) لُطْفًا : সূক্ষ্ম হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ .

مَادَّةٌ : (ج ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : اَلْمَجْلِسُ/اَلنَّادِي

أَسْبُرُ : আমি যাচাই করি ।

(ن ـ ض) سَبْرًا : যাচাই করা ।

فِي الْحَدِيثِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَسْبُرَهُ .

مُرَادِفٌ : اَخْتَبِرْ

مَجْلَبَةٌ : কোনো কিছু হাসিল করার উপায়, কারণ ।

(ن) جَلْبًا : টেনে আনা ।

فِي الْحَدِيثِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

مُرَادِفٌ : سَبَبٌ

اَلدَّمْعُ : (ج) دُمُوعٌ ، أَدْمُعٌ : অশ্রু, চোখের পানি ।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম ।

(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : দেখা ।

بُهْرَةٌ (ج) بُهَرٌ : মধ্যস্থল, মাঝখান ।

(انفعلال) اِبْهِيرَارًا : মধ্যরাত হওয়া, মধ্যাহ্ন হওয়া ।

(ف) بَهْرًا ـ هُ : বিজয়ী হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ .

مُرَادِفٌ : وَسْط/غَابَةٌ

اَلْحَلْقَةُ : (ج) حَلَقٌ ، حَلَقَاتٌ : বৃত্ত, সভা, মজলিস ।

فِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنِ الْحَلَقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

مَادَّةٌ : (ح ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : اَلْجَمْعُ/النَّادِي/الْمَجْلِسُ

شَخْصٌ : (ج) أَشْخُصٌ ، أَشْخَاصٌ ، شُخُوصٌ : দূর থেকে পরিদৃষ্ট মানুষ বা অন্য কিছুর দেহাবয়ব, ব্যক্তি ।

فِي الْحَدِيثِ : لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ .

مَادَّةٌ : (ش ـ خ ـ ص) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : نَفْس

شَخْتٌ ، (صف ، مذ) : (ج) شِخَاتٌ : ক্ষীণকায়, শীর্ণগঠন বিশিষ্ট ।

(ك) شُخُوتَةً : শীর্ণ দেহের অধিকারী হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : إِنِّي لَأَرَاكَ ضَئِيلًا شَخِيتًا .

ماده : (ش ـ خ ـ ت) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : نَحِيفٌ ، ضِد : سَمِينٌ

اَلْخِلْقَةُ : (ج) خِلَقٌ : প্রকৃতি, গঠন ।

(ن) خَلْقًا : সৃষ্টি করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

مَادَّةٌ : (ش ـ خ ـ ت) ، جِنْس : صَحِيح

فِي الْحَدِيثِ : لَا أَرَى مِنْكَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَعْرِفُهُ .

مَادَّةٌ : (ل ـ ط ـ ف) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : اَلْعَطَاءُ/الرِّفْقُ ، اَلْجَوْرُ

نَادٍ : (ج) أَنْدِيَةٌ ، نَوَادٍ (جج) أَنْدِيَاتٌ : সভা, মজলিস ।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ .

مَادَّةٌ : (ن ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِفٌ : مَجْلِس/مَجْمَعٌ

رَحِيبٌ : (ج) رُحُبٌ : প্রশস্ত, বিশাল, বিশালায়তন ।

(تفعيل) تَرْحِيبًا : অভ্যর্থনা জানানো ।

(س) رَحْبًا (ك) رَحَابَةً : প্রশস্ত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ .

ماده : (ر ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : وَاسِعٌ ، ضِد : ضَيِّقٌ

مُحْتَوٍ (فا ، مذ) : শামিলকারী, অন্তর্ভুক্তকারী ।

(افتعال) اِحْتِوَاءً ، (ض) حَوَايَةً ـ الشَّيْءَ أَوْ عَلَى الشَّيْءِ : অন্তর্ভুক্ত করা, শামিল করা, ধারণ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ .

مَادَّةٌ : (ح ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيف مَقْرُون

مُرَادِفٌ : مُشْتَمِلٌ

زِحَامٌ : লোকের ভিড় ।

زِحَامٌ (ف ، مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ভিড়াভিড়ি করা ।

(تَفَاعُلٌ) تَزَاحُمًا ، (افتعال) اِزْدِحَامًا : ঠেলাঠেলি করা ।

مُرَادِفٌ : حَشْدٌ/زَحْمَةٌ .

نَحِيبٌ : ক্রন্দনরোল ।

نَحِيبٌ (ف،ض) مصـ : চিৎকার করে ক্রন্দন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : بُكَاءٌ ، ضِد : ضَحِك

وَلَجْتُ : আমি প্রবেশ করলাম ।

(ض) وُلُوجًا : প্রবেশ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ .

مَادَّةٌ : (و ـ ل ـ ج) ، جِنْس : مِثَال يَائِى

مُرَادِفٌ : دَخَلَ ، ضِد : خَرَجْتُ

غَابَةٌ (ج) غَابَاتٌ ، غَاب : বাঁশের ঝাড়, নিচুভূমি, জনতার সমাবেশ ।

مَادَّةٌ : (غ ـ ى ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِفٌ : وَسْط/دَاخِل ، ضِد : خَارِج

اَلْجَمْعُ : (ج) جُمُوعٌ : লোকের সমাবেশ, জমায়েত ।

(ف) جَمْعًا : একত্র করা ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : نَحِيْفٌ ، ضِدٌّ : سَمِيْنٌ

أُهْبَةٌ : (ج) أُهَبٌ । পাথেয়, সম্বল, সামগ্রী

مَادَّة : (ا ـ ه ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : زَادٌ

اَلسِّيَاحَةُ : (ض) مصـ : । সফর করা, ইবাদতের জন্য ঘোরা

فِي الْقُرْآنِ : فَسِيْحُوْا فِي الْأَرْضِ

مُرَادِف : اَلسَّفَرُ ، ضِدٌّ : اَلْإِقَامَةُ

رَنَّةٌ : । ধ্বনি, আওয়াজ

رَنَّ (ض) رَنِيْنًا : । উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা

فِي الْحَدِيْثِ : اَقْبَلَتْ اِمْرَأَةٌ أُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ .

مَادَّة : (ر ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : صَوْتُ (الْبُكَاءِ)

نِيَاحَةٌ : । ক্রন্দন

اَلنِّيَاحَةُ (ن) مصـ : । মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা

فِي الْحَدِيْثِ : اَلنِّيَاحَةُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ .

مادہ : (ن ـ و ـ ح) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : اَلْبُكَاءُ

يَطْبَعُ : । সৃষ্টি করছে

(ف) طَبْعًا : । সৃষ্টি করা

ـ عَلٰى : । সীলমোহর মারা

فِي الْقُرْآنِ : بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ .

مَادَّة : (ط ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَخْلُقُ/يَصْنَعُ

(ج) أَسْجَاعٌ ، (و) سَجْعٌ : । অনুপ্রাস বিশিষ্ট বাক্য, ছন্দময়বাক্য

فِي الْحَدِيْثِ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ .

مَادَّة : (س ـ ج ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُقَفّٰى

(ج) جَوَاهِرُ ، (و) جَوْهَرٌ : । রত্ন, জওহর

مَادَّة : (ج ـ و ـ ه ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : لَآلِئُ

لَفْظٌ : (ج) أَلْفَاظٌ : । শব্দ, মানুষের মুখনিসৃত ধ্বনি

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

مَادَّة : (ل ـ ف ـ ظ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كَلِمَةٌ

يَقْرَعُ : । ঝংকৃত করে তুলছে

(ف) قَرْعًا : । করাঘাত করা, ঝংকৃত করে তোলা

(س) قَرَعًا : । খালি হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ .

مَادَّة : (ق ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بصك

(ج) أَسْمَاعٌ ، (و) سَمْعٌ : । কান, কর্ণকুহর, শ্রবণেন্দ্রিয়

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ .

مَادَّة : (س ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

(ج) زَوَاجِرُ ، (و) زَاجِرَةٌ : । শাসানিয়া, ধমকদাতা, ভীতিসঞ্চারক

(ن) زَجْرًا : । ধমক দেওয়া, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া

(اِنْفِعَال) اِنْزِجَارًا : । বিরত থাকা, বিরত হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا .

مَادَّة : (ز ـ ج ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَوَاهٍ

وَعْظٌ : । উপদেশ

وَعْظٌ (ض) مصـ : । উপদেশ দেওয়া

(اِفْتِعَال) اِتِّعَاظًا : । উপদেশ গ্রহণ করা

فِي الْقُرْآنِ : وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ .

ماده : (و ـ ع ـ ظ) ، جِنْس : مِثَال

مُرَادِف : نَصِيْحَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : حَتّٰى أَدَّتْنِيْ خَاتِمَةُ الْمَطَافِ الخ :

حَتّٰى পূর্বে উল্লেখিত أَجُوْلُ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّقٌ । شَخْتَ মুজাফ আর خِلْقَةٌ মুজাফ ইলাইহি। মুজাফ এবং মুজাফ ইলাইহি মিলে شَخْصًا -এর صِفَتٌ -

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ أُهْبَةُ السِّيَاحَةِ :

عَلَيْهِ শীবহে ফেয়েলের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে এবং أُهْبَةُ السِّيَاحَةِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ হয়েছে। মুবতাদা খবর মিলে شَخْصًا -এর সিফাত। এ রকমভাবে وَلَهٗ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ - خَبَرٌ مُقَدَّمٌ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ মিলে আর একটি সিফাত হবে।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : فَوَلَجْتُ غَابَةَ الْجَمْعِ لِأَسْبُرَ مَجْلَبَةَ الدَّمْعِ :

এখানে اَلْجَمْعُ এবং اَلدَّمْعُ-এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَرَأَيْتُ فِيْ ..... شَخْتَ الْخِلْقَةِ :

এ বাক্যের মধ্যে اَلْحِلْيَةُ এবং اَلْخِلْقَةُ -এর মাঝে جِنَاسٌ مُضَارِعٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : عَلَيْهِ أُهْبَةُ السِّيَاحَةِ وَلَهٗ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ :

এ বাক্যমালায় اَلسِّيَاحَةُ এবং اَلنِّيَاحَةُ -এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزُّمَرِ، إِحَاطَةَ الْهَالَةِ بِالْقَمَرِ، وَالْأَكْمَامِ بِالثَّمَرِ، فَدَلَفْتُ إِلَيْهِ لِأَقْتَبِسَ مِنْ فَوَائِدِهِ، وَأَلْتَقِطَ بَعْضَ فَرَائِدِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ خَبَّ فِيْ مَجَالِهِ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُ ارْتِجَالِهِ : أَيُّهَا السَّادِرُ فِيْ غُلَوَائِهِ ،اَلسَّادِلُ ثَوْبَ خُيَلَائِهِ، اَلْجَامِحُ فِيْ جَهَالَاتِهِ، اَلْجَانِحُ إِلٰى خُزَعْبِلَاتِهِ!

অনুবাদ : আর আলোকবৃত্ত কর্তৃক চন্দ্রকে এবং খোসা কর্তৃক ফলকে আবৃত করার মতো বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। অতঃপর তাঁর কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য এবং তাঁর কিছু অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করার জন্য আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে এগুলাম। এরপর যখন তিনি তাঁর ময়দানে দ্রুত চললেন এবং তাঁর অনর্গল কথনের ফেনা ধ্বনি তুলল তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম : হে বাড়াবাড়িতে উদ্ভ্রান্ত [অথবা সীমা লঙ্ঘনে নির্ভীক], অহঙ্কারের বস্ত্র পরিহিত, বিভ্রান্তিতে লাগামহীন [এবং] অসার কথা ও কাজে ধাবিত ব্যক্তি!

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ اَحَاطَتْ بِهِ আর তাকে বেষ্টন করে রেখেছে أَخْلَاطُ الزُّمَرِ বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন إِحَاطَةَ আবৃত করার মতো اَلْهَالَةِ আলোকবৃত্ত কর্তৃক بِالْقَمَرِ চন্দ্রকে وَالْأَكْمَامِ এবং খোসা بِالثَّمَرِ ফলকে فَدَلَفْتُ অতঃপর আমি ধীরে ধীরে এগুলাম إِلَيْهِ তাঁর প্রতি لِاَقْتَبِسَ আহরণ করার জন্য مِنْ فَوَائِدِهِ তার কিছু কল্যাণকর কথা وَأَلْتَقِطَ এবং সংগ্রহ করার জন্য بَعْضَ কিছু فَرَائِدِهِ তাঁর অমূল্য রত্ন فَسَمِعْتُ তখন আমি শুনলাম يَقُوْلُ তাকে বলতে حِيْنَ যখন خَبَّ তিনি দ্রুত চললেন فِيْ مَجَالِسِهِ তার ময়দানে وَهَدَرَتْ এবং ধ্বনি তুলল شَقَاشِقُ ফেনা اِرْتِجَالِهِ তার অনর্গল কথন أَيُّهَا হে السَّادِرُ উদ্ভ্রান্ত فِيْ غُلَوَائِهِ নিজের বাড়াবাড়িতে اَلسَّادِلُ পরিহিত ثَوْبَ বস্ত্র خُيَلَائِهِ আপন অহংকার اَلْجَامِحُ লাগামহীন فِيْ جَهَالَاتِهِ আপন বিভ্রান্তিতে اَلْجَانِحُ ধাবিত ব্যক্তি اِلٰى خُزَعْبِلَاتِهِ নিজের অসার কথা ও কাজে।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدْ) أَحَاطَتْ : বেষ্টন করে রেখেছে।
(اِفْعَالٌ) إِحَاطَةً - بِالشَّيْءِ : ঘিরে নেওয়া, বেষ্টন করা।
(ن) حَوْطًا - حِيْطَةً، حِيَاطَةً : সংরক্ষণ করা, তত্ত্বাবধান করা।
- بِهِ : বেষ্টন করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَحَاطَتْ بِهِمْ خَطِيْئَتُهُمْ .
مَادَّة : (ح ـ و ـ ط) ، جِنْس : أَجْوَف
مُرَادِف : طَوَّقَتْ

(ج) أَخْلَاطٌ، (و) خَلْطٌ : বিভিন্ন রকমের/ শ্রেণির, নানান প্রকারের।
(ض) خَلْطَةً (تفعيل) تَخْلِيْطًا - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ : মিশ্রিত করা, মিলানো।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ .
مَادَّة : (خ ـ ل ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَصْنَافٌ/ أَنْوَاعٌ

(ج) زُمَرٌ، (و) زُمْرَةٌ : দল, শ্রেণি, সঙ্ঘ।

اَلْهَالَةُ : (ج) هَالَاتٌ : চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোকবৃত্ত।
اَلْقَمَرُ : (ج) أَقْمَارٌ : চন্দ্র, চাঁদ।
فِي الْقُرْآنِ : لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ .
مَادَّة : (ق ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْهِلَالُ .

(ج) أَكْمَامٌ، كِمَامٌ، أَكِمَّةٌ، أَكَامِيْمُ، (و) كُمٌّ : মুকুল বা ফলের উপরস্থ খোসা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ .
مَادَّة : (ك ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ
مُرَادِف : غِطَاءُ النَّوْرِ/ وِعَاءُ الطَّلْعِ

اَلثَّمَرُ : (ج) ثِمَارٌ ، ثُمُرٌ ، أَثْمَارٌ : ফল।
فِي الْقُرْآنِ : كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ .
مَادَّة : (ث ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : فَاكِهَةٌ

دَلَفْتُ : আমি ধীরে ধীরে চললাম।
(ض) دَلْفًا ـ دُلُوْفًا : পায়ে শিকল পরিহিত ব্যক্তির ন্যায় ধীরে ধীরে চলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَجَالٌ : (ج) مَجَالَاتٌ : ময়দান, মাঠ, দৌড়াবার জায়গা।
مَادَّةٌ : (ج ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِى
مُرَادِف : مَيْدَانٌ، ضِدّ : دَارٌ

هَدَرَتْ : শব্দ করল, ধ্বনি তুলল।
(ض) هَدْرًا ـ هَدِيرًا (تَفْعِيل) تَهْدِيرًا - اَلْبَعِيرُ : বিড়বিড় করা, ধ্বনি তোলা, শব্দ করা।
أَهْدَرَ (اِفْعَال) اِهْدَارًا - اَلدَّمَ : খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করে দেওয়া।
قَالَ الشَّاعِرُ الْاَخْطَلُ : ذَا هَدَرَتْ شَقَاشِقَهُ وَنَشِبَتْ * لَهُ الْاَظْفَارُ تَرَكَ لَهُ الْهَدَاءَ
مَادَّةٌ : (ه ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : صَوَّتَت ، ضِد : صَمَتَتْ/سَكَنَتْ
(ج) شَقَاشِقُ، (و) شَقْشَقَةٌ : উত্তেজিত অবস্থায় উটের মুখ থেকে নির্গত ফেনা।
مَادَّةٌ : (ش ـ ق ـ ش ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفْ رُبَاعِى
مُرَادِف : اَلْهَدِيرَ۔

اِرْتِجَالٌ (اِفْتِعَال) اِرْتِجَالًا : উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা, অনর্গল কথন, তাৎক্ষণিক বলা।
(تَفَعُّل) تَرَجُّلًا : চিরুনি করা।
(س) رَجْلًا : পায়ে হাঁটা।
فِى الْحَدِيْثِ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِىْ طُهْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ۔
ماده : (ر ـ ج ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : بَدَاهَة۔

اَلسَّادِرُ (فا، مذ) : উদভ্রান্ত
(س) سَدَرًا، سَدَارَةً : হতবুদ্ধি হওয়া, উদভ্রান্ত হওয়া, বেপরোয়া হওয়া।
(ن، ص) سَدْرًا، سُدُوْرًا - اَلشَّعْرَ : চুল ঝুলিয়ে দেওয়া।
- اَلرَّجُلُ فِى الْبِلَادِ : দেশান্তরে গমন করে ফিরে না আসা।
(اِنْفِعَال) اِنْسِدَارًا - اَلشَّعْرُ : চুল ঝুলে পড়া।
- اَلشَّيْئُ : নিচে নামা।
فِى الْحَدِيْث : اَلَّذِىْ يَسْدُرُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهِ۔
مَادَّةٌ : (س ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْهَائِمُ ، ضِد : اَلْمُطْمَئِنُّ۔

غُلَوَاءُ : বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, যৌবনের শুরু, নবযৌবন।
(ن) غُلُوًّا : বাড়াবাড়ি করা, অতিরঞ্জন করা, সীমালঙ্ঘন করা।
- غَلَاءً : মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

اَلْجَيْشُ : অগ্রসর হওয়া।
(تَفَعُّل) تَدَلُّفًا - اِلَيْهِ : চলা, নিকটবর্তী হওয়া।
مَادَّةٌ : (د ـ ل ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِقْتَرَبَتْ/اِبْتَدَرَتْ ، ضِد : بَعُدَتْ

لِأَقْتَبِسَ مِنْ فَوَائِدِهِ : তার কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য।
أَقْتَبِسُ : আমি আহরণ করি/করছি/ করব।
(اِفْتِعَال) اِقْتِبَاسًا، (ض) قَبْسًا - اَلْعِلْمَ : জ্ঞান আহরণ করা।
فِى الْقُرْآنِ : اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ
مَادَّةٌ : (ق ـ ب ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِكْتَسَبَ/آخُذُ
(ج) فَوَائِدُ، (و) فَائِدَةٌ : কল্যাণকর বিষয়/ কথা।
مَادَّةٌ : (ف ـ ى ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف
مُرَادِف : اَلنَّافِعَاتُ ، ضِدّ : اَلْمَضَرَّاتُ

أَلْتَقِطُ : আমি সংগ্রহ করি/ করছি/ করব।
(اِفْتِعَال) اِلْتِقَاطًا، (ن) لَقْطًا : কুড়ানো, সংগ্রহ করা।
فِى الْقُرْآنِ : يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ۔
مَادَّةٌ : (ل ـ ق ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَجْتَنِىْ

بَعْضُ : (ج) اَبْعَاضٌ : অংশ, কিছু, অনেকের মধ্যে অন্যতম।
فِى الْقُرْآنِ : وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ۔
مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : شَيْئٌ
(ج) فَرَائِدُ، (و) فَرِيْدٌ، فَرِيْدَةٌ : এক, একক মুক্তা, অনুপম রত্ন, অমূল্যরত্ন।
فِى الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى
مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : جَوَاهِرُ

سَمِعْتُ : আমি বলতে শুনলাম।
سَمِعَ (س) سَمْعًا، سَمَاعًا : يَقُوْلُ : শোনা, শ্রবণ করা।
خَبَّ : দ্রুত চললেন।
(ن) خَبًّا : দ্রুত চলা।
(س) خَبًّا : প্রতারক হওয়া।
(تَفْعِيل) تَخْبِيْبًا - ه : বঞ্চিত করা, ধোঁকা দেওয়া।
فِى الْحَدِيْثِ : سُئِلَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ فَقَالَ مَادُوْنَ الْخَبَبِ
مَادَّةٌ : (خ ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِى
مُرَادِف : أَسْرَعَ، ضِد : دَلَفَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(مُفَاعَلَةٌ) مُغَالَاةً، غِلَاءً : অতিরঞ্জন করা, মূল্য বৃদ্ধি করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَاتَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ ـ

مَادَّةٌ : (غ ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : اِفْرَاطْ ، ضِدّ : تَفْرِيْطْ/تَقْصِيْر

اَلسَّادِلُ (فا. مذ) : বস্ত্র ঝুলানিয়া, বস্ত্র পরিহিত।

(ن ـ ض) سَدْلًا : লটকানো, ঝুলানো।

(اِنْفِعَال) اِنْسِدَالًا، (تَفَعُّل) تَسَدُّلًا : ঝুলে থাকা।

فِى الْحَدِيْثِ : نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ ـ

مَادَّةٌ : (س ـ د ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْمُسْبِلُ

ثَوْبٌ : (ج) أَثْوَابٌ، ثِيَابٌ، أَثْوُبٌ : বস্ত্র, কাপড়।

فِى الْقُرْآنِ : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ

مَادَّةٌ : (ث ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : اَللِّبَاسُ

خُيَلَاءُ : দম্ভ, অহঙ্কার।

(س) خَيْلًا : ভাবা, ধারণা করা।

(اِفْتِعَال) اِخْتِيَالًا : অহংকার করা।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ ـ

مادة : (خ ـ ى ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : تَكَبُّرٌ ، ضِد : تَوَاضُعٌ

اَلْجَامِحُ (فا. مذ) (ج) جَوَامِحُ : অবাধ্যাচরণকারী, লাগামহীন।

(ف) جَمْحًا، جِمَاحًا، جُمُوْحًا : অবাধ্য হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : لَوَلَّوْا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ـ

مَادَّةٌ : (ج ـ م ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلنَّاشِزُ ، ضِدّ : اَلْمُطِيْعُ

(ج) جَهَالَاتٌ، (و) جَهَالَةٌ : মূর্খতা, বিভ্রান্তি।

فِى الْقُرْآنِ : اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

مُرَادِفْ : اُمِّيَّةٌ ، ضِدّ : عِلْمٌ

اَلْجَانِحُ (فا. مذ) : আকৃষ্ট, ধাবিত, নিমগ্ন।

(ف، ن، ض) جُنُوْحًا : আকৃষ্ট হওয়া। ধাবিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ـ

مَادَّةٌ : (ج ـ ن ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْمَائِلُ/اَلرَّاغِبُ ، ضِدّ : اَلْمُعْرِضُ

(ج) خُزَعْبِلَاتٌ، (و) خُزَعْبِلَةٌ : অসার কথা বা কাজ, রসিকতার বিষয়।

مادة : (خ ـ ز ـ ع ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مرادف : اَلْفُكَاهَةُ/ اَلْمِزَاحُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله : قَدْ أَحَاطَتْ بِهٖ ..... وَالْاَكْمَامِ بِالثَّمَرِ :

উল্লিখিত বাক্যটি شَخْصًا থেকে حَال হয়েছে। اِحَاطَةٌ শব্দটি মুজাফ আর اَلْهَالَةُ মুজাফ ইলাইহি بِالْقَمَرِ তার (اِحَاطَةٌ) সাথে مُتَعَلِّقٌ অতঃপর اِحَاطَةٌ তার মুতাআল্লাক নিয়ে مَفْعُوْل مُطْلَق আর اَلْاَكْمَام শব্দটির পূর্বে اِحَاطَةٌ মাসদার মাহযূফ রয়েছে যা اَلْاَكْمَام-এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর بِالثَّمَرِ জার এবং মাজরূর মিলে اِحَاطَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অতঃপর এটাও اَحَاطَتْ ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَقٌ -

قوله : حِيْنَ خَبَّ ..... اِرْتِجَالِهٖ :

এখানে حِيْن শব্দটি مُضَاف আর خَبَّ فِىْ مَجَالِهٖ এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ হচ্ছে هَدَرَتْ شَقَاشِقُ اِرْتِجَالِهٖ ও مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْهِ মিলে অতঃপর مُضَاف اِلَيْهِ মিলে مَعْطُوْف সহ سَمِعْتُ-এর مَفْعُوْل فِيْهِ -

বালাগাত

قوله : يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهٖ :

এখানে جَوَاهِرِ-এর ইজাফত لَفْظِهٖ-এর দিকে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

قوله : اِحَاطَةَ الْهَالَةِ بِالْقَمَرِ وَالْاَكْمَامِ بِالثَّمَرِ :

এখানে اَلْقَمَرِ এবং اَلثَّمَرِ-এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয়েছে।

قوله : اَقْتَبِسُ مِنْ فَوَائِدِهٖ :

এখানে অগ্নিশিখার সাথে فَوَائِدْ কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে অতএব مُشَبَّهٌ بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। অতএব, এখানে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَة হয়েছে। আর مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর লাযেম اِقْتِبَاس مُشَبَّه-এর জন্য ثَابِتْ করা হয়েছে তাই اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

এখানে اَدَبْ কে فَرَائِدْ-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে তাই مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লেখ্য আছে مُشَبَّهٌ মাহযূফ, অতএব اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قوله : هَدَرَتْ شَقَا شِقُ اِرْتِجَالِهٖ :

বক্তার বক্তব্যের আওয়াজকে উটের আওয়াজের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লেখ আছে, আর مُشَبَّهٌ মাহযূফ। তাই اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.eelm.weebly.com

إِلَامَ تَسْتَمِرُّ عَلٰى غَيِّكَ، وَتَسْتَمْرِئُ مَرْعٰى بَغْيِكَ، وَحَتَّامَ تَتَنَاهٰى فِىْ زَهْوِكَ، وَلَا تَنْتَهِىْ عَنْ لَهْوِكَ، تُبَارِزُ بِمَعْصِيَتِكَ، مَالِكَ نَاصِيَتِكَ ، وَتَجْتَرِئُ بِقُبْحِ سِيْرَتِكَ، عَلٰى عَالِمِ سَرِيْرَتِكَ، وَتَتَوَارٰى عَنْ قَرِيْبِكَ، وَأَنْتَ بِمَرْأٰى رَقِيْبِكَ، وَتَسْتَخْفِىْ مِنْ مَمْلُوْكِكَ، وَمَا تَخْفٰى خَافِيَةٌ عَلٰى مَلِيْكِكَ.

অনুবাদ : কতকাল তুমি তোমার বিভ্রান্তিতে অবিচল থাকবে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণের চারণভূমিকে উপভোগ্য মনে করবে [অথবা তোমার বিরুদ্ধাচরণের তৃণরাজিকে সুস্বাদু মনে করবে?] কখন তুমি তোমার দম্ভের প্রান্তসীমায় পৌছবে এবং তোমার খেলাধুলা থেকে বিরত হবে না? তুমি তোমার অপরাধ দ্বারা তোমার ভাগ্যনিয়ন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করছ এবং তোমার মন্দ চরিত্র দ্বারা তোমার অন্তর্যামীর বিরুদ্ধে দুঃসাহস প্রদর্শন করছ। তুমি তোমার নিকটবর্তী লোক থেকে লুকোচ্ছ, অথচ তুমি তোমার পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির সীমার মধ্যে রয়েছ। তুমি তোমার ভৃত্য থেকে আত্মগোপন করছ, অথচ তোমার প্রভুর কাছে কোনো গোপন বিষয় গোপন নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَامَ কতকাল تَسْتَمِرُّ তুমি অবিচল থাকবে عَلٰى غَيِّكَ তোমার বিভ্রান্তিতে وَتَسْتَمْرِئُ এবং উপভোগ্য মনে করবে مَرْعٰى চারণভূমিকে بَغْيِكَ তোমার বিরুদ্ধাচরণের وَحَتَّامَ কখন تَتَنَاهٰى তুমি প্রান্তসীমায় পৌছবে فِىْ زَهْوِكَ তোমার দম্ভের وَلَا تَنْتَهِىْ এবং তুমি বিরত হবে না عَنْ থেকে لَهْوِكَ তোমার খেলাধুলা تُبَارِزُ তুমি লড়াই করছ بِمَعْصِيَتِكَ তোমার অপরাধ দ্বারা مَالِكَ نَاصِيَتِكَ তোমার ভাগ্যনিয়ন্তার বিরুদ্ধে وَتَجْتَرِئُ এবং তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ عَالِمِ سَرِيْرَتِكَ তোমার অন্তর্যামীর وَتَتَوَارٰى তুমি লুকোচ্ছ عَنْ থেকে قَرِيْبِكَ তোমার নিকটবর্তী লোক وَأَنْتَ অথচ তুমি রয়েছ بِمَرْأٰى দৃষ্টির সীমার মধ্যে رَقِيْبِكَ তোমার পর্যবেক্ষকের وَتَسْتَخْفِىْ তুমি আত্মগোপন করছ مِنْ مَمْلُوْكِكَ তোমার ভৃত্য থেকে وَمَا تَخْفٰى অথচ গোপন নেই خَافِيَةٌ কোনো গোপন বিষয় عَلٰى مَلِيْكِكَ তোমার প্রভুর কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِلَامَ : (إِلٰى حَرْفُ جَرٍّ، بَعْدَهَا مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ) । কতকাল।

تَسْتَمِرُّ : তুমি অবিচল থাকবে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِمْرَارًا : অটল থাকা, অবিচল থাকা।

(ن) مُرُوْرًا : অতিক্রম করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَّرَوْا آيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

مَادَّهْ : (م ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : تَدُوْمُ ، ضِدْ : تَحْدُثُ

غَيٌّ : বিভ্রান্তি।

غَيٌّ (ض) مصـ : বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .

مَادَّهْ : (غ ـ و ـ ى) ، جنس : لفيف مقرون

مُرَادِفْ : اَلضَّلَالَةُ ، ضِدْ : اَلْهِدَايَةُ

تَسْتَمْرِئُ : তুমি উপভোগ্য মনে করবে, সুস্বাদু মনে করবে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِمْرَاءً : সুস্বাদু মনে করা, উপভোগ্য মনে করা।

(س ـ ك) مَرَاءَةً ـ الطَّعَامُ : খাবার সুস্বাদু হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا .

مَادَّهْ : (م ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْزْ لَامْ

مُرَادِفْ : تَسْتَطِيْبُ ، ضِدْ : تَسْتَمِرُّ : [তিক্ত মনে করা]

مَرْعٰى (ج) مَرَاعٍ : চারণভূমি, তৃণ-লতা, ঘাস।

(ف) رَعْيًا ـ اَلْمَاشِيَةَ : চরানো।

ـ اَلْأَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ رِعَايَةً : শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالَّذِىْ أَخْرَجَ الْمَرْعٰى .

مَادَّهْ : (ر ـ ع ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : مَسْرَحٌ

بَغْىٌ (ض) مصـ : বিরুদ্ধাচরণ করা।

بَغْىٌ : বিরুদ্ধাচরণ।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ .

مَادَّهْ : (ب ـ غ ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : اَلطُّغْيَانُ ، ضِدْ : اَلْعَدَالَةُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَتَّامَ (حَتّٰى حَرْفُ جَارٍ. بَعْدَهَا مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةُ) : কখন, কখন পর্যন্ত, কবে নাগাদ।

تَتَنَاهٰى : তুমি প্রান্তসীমায় পৌঁছবে, শেষমাত্রায় পৌঁছবে।

(تَفَاعُلٌ) تَنَاهِيًا : প্রান্তসীমায় পৌঁছা, শেষ সীমায় উপনীত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ه ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : تَبْلُغُ (النِّهَايَةَ) ، ضِدٌّ : تَنْتَهِىْ (عَنْ)

زَهْوٌ (ن) مصـ : অহঙ্কার করা, দম্ভ করা।

زَهْوٌ : দম্ভ, অহঙ্কার।

فِى الْحَدِيْثِ : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى الْعَامِلِ الْمَزْهُوِّ .

مَادَّةٌ : (ز ـ ه ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفٌ : خُيَلَاءُ ، ضِدٌّ : تَوَاضُعٌ

(لَا) تَنْتَهِىْ : তুমি বিরত হবে না।

(اِفْتِعَالٌ) اِنْتِهَاءٌ - عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।

- اِلٰى مَوْضِعِ كَذَا : পৌঁছা।

فِى الْقُرْآنِ : فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ه ـ ى)، جِنْس، نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : تَمْتَنِعُ ، ضِدٌّ : تَشْتَغِلُ

لَهْوٌ (ن) مصـ : খেলা করা।

لَهْوٌ : খেলাধুলা।

(تَفَعُّلٌ) تَلَهِّيًا - بِكَذَا : কোনো কিছুর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের মাধ্যমে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, ব্যাপৃত হওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِلْهَاءٌ : উদাসীন করা।

فِى الْقُرْآنِ : اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ .

مَادَّةٌ : (ل ـ ه ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفٌ : لَعِبٌ ، ضِدٌّ : عَمَلٌ

تَبَارُزٌ : লড়াই করছ, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُبَارَزَةٌ : লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া।

(ن) بَرْزًا بُرُوْزًا : বের হওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِبْرَازًا : বেরা করা, প্রকাশ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ .

مَادَّةٌ : (ب ـ ر ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : تُحَارِبُ

مَعْصِيَةٌ (ج) مَعَاصٍ (مَعَاصِىْ) : অপরাধ, পাপ, গুনাহ।

مَعْصِيَةٌ : নাফরমানি করা, বিরুদ্ধাচরণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى .

مَادَّةٌ : (ع ـ ص ـ ى)، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : خَطِيْئَةٌ ، ضِدٌّ : طَاعَةٌ

مَالِكٌ (فا، مذ) (ج) مُلَّاكٌ، مُلَّكٌ : মালিক, স্বত্বাধিকারী।

(ض) مُلْكًا : মালিক হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَمْلِيْكًا : মালিক বানানো।

فِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا .

مُرَادِفٌ : صَاحِبٌ، ضِدٌّ : عَبْدٌ/ مَمْلُوْكٌ

نَاصِيَةٌ (ج) نَوَاصٍ (نَوَاصِىْ)، نَاصِيَاتٌ : মাথার অগ্রভাগ, মাথার অগ্রভাগের চুল। রূপক অর্থে ভাগ্য।

فِى الْقُرْآنِ : بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ص ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصٌ

مُرَادِفٌ : مُقَدَّمُ الرَّأْسِ .

تَجْتَرِئُ : তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ।

(اِفْتِعَالٌ) اِجْتِرَاءٌ (ك) جُرْأَةٌ - عَلٰى كَذَا : দুঃসাহসী হওয়া, দুঃসাহস প্রদর্শন করা।

فِى الْحَدِيْثِ : لٰكِنَّهٗ اِجْتَرَأَ وَجَبُنَا

مَادَّةٌ : (ج ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْزٌ

مُرَادِفٌ : تَشْجُعُ ، ضِدٌّ : تَجْبُنُ

قُبْحٌ : কথা, কাজ ও আকৃতির মন্দত্ব।

قُبْحٌ (ك) مصـ : মন্দ হওয়া, বিশ্রী হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَقْبِيْحًا : বিশ্রী করা।

فِى الْحَدِيْثِ : فَعِنْدَهٗ اَقُوْلُ وَلَا اُقَبِّحُ .

مَادَّةٌ : (ق ـ ب ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : سَيِّئٌ ، ضِدٌّ : حَسَنٌ

سِيْرَةٌ (ج) سِيَرٌ : অভ্যাস, তরিকা, জীবন যাপনের ধারা, আকৃতি, চরিত্র।

فِى الْقُرْآنِ : سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى .

مَادَّةٌ : (س ـ ى ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : عَادَةٌ .

عَالِمٌ (ج) عُلَمَاءُ، عُلَّامٌ : জ্ঞানী, বিদ্বান, আলিম।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا .

مُرَادِفٌ : عَارِفٌ ، ضِد : جَاهِلٌ

سَرِيْرَةٌ (ج) سَرَائِرُ : । ভেদ, রহস্য, মনের গোপন ভাব, মনোভাব।

فِي الْقُرْآنِ : سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

مَادَّة : (س . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : خَبِيْئَةٌ ، ضِد : عَلَانِيَةٌ

عَالِمُ سَرِيْرَةٍ : । অন্তর্যামী।

تَتَوَارٰى : । তুমি লুকোচ্ছ।

(تَفَاعُل) تَوَارِيًا : । আত্মগোপন করা, লুকিয়ে থাকা।

(تَفْعِيْل) تَوْرِيَةٌ (مُفَاعَلَه) مُوَارَاةٌ : । লুকানো, গোপন করা।

مَادَّة : (و . ر . ی) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : تَسْتَخْفِيْ ، ضِد : تَظْهَرُ

قَرِيْبٌ (صف، مذ) :

(ج) أَقْرِبَاءُ ، قُرَابٰى : । নিকটবর্তী, আত্মীয়-স্বজন।

(ك) قُرْبًا : । নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ .

مَادَّة : (ق . ر . ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَارٌ، ضِد : بَعِيْد

مَرْأٰى (ج) مَرَاءٍ : । দেখার জায়গা, দৃষ্টি-সীমার আওতা, দৃষ্টিসীমা।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَأَنْتَ بِمَرْئً مِنْ سُعَادٍ وَمُسْتَمَعٍ

ماده : (ر . ء . ی)، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوْز عَيْن وَنَاقِص يَائِيْ)

مُرَادِف : مَنْظَر

رَقِيْبٌ (صف، مذ) (ج) رُقَبَاءُ : । পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, প্রহরী।

(ن) رَقْبَةً، رِقَابَةً : । অপেক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

مَادَّة : (ر . ق . ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَارِسٌ، ضِد : غَافِلٌ

تَسْتَخْفِيْ : । তুমি আত্মগোপন করছ, –করতে চাচ্ছ।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْفَاءٌ : । আত্মগোপন করা।

(اِفْعَال) إِخْفَاءٌ : । গোপন করা।

(س) خِفَاءٌ : । গোপন থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ .

مَادَّة : (خ . ف . ی) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : تَتَوَارٰى ، ضِد : تَظْهَرُ/تَبْرُزُ

مَمْلُوْكٌ (مف، مذ) (ج) مَمَالِيْكُ : । ভৃত্য, দাস, ক্রীতদাস।

(ض) مُلْكًا، مَمْلَكَةً : । মালিক হওয়া।

مُرَادِف : عَبْدٌ ، ضِد : حُرٌّ

مَا تَخْفٰى : । গোপন থাকে না, গোপন নেই।

(س) خِفَاءً : । গোপন থাকা।

خَافِيَةٌ (فا، مؤ)(ج) خَوَافٍ (خَوَافِيْ) :
গোপন বিষয়, গোপন তথ্য।

فِي الْقُرْآنِ : وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ .

مُرَادِف : سِرٌّ/سَرِيْرَةٌ ، ضِد : ظَاهِرَةٌ

مَلِيْكٌ (صف، مذ، مص: مُلْكٌ-ض)(ج) مُلَكَاءُ، مُلُوْكٌ :
বাদশাহ, সম্রাট, প্রভু।

فِي الْقُرْآنِ : عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ .

مُرَادِف : سُلْطَانٌ.

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ إِلَامَ تَسْتَمِرُّ :

এখানে اِلَامَ -এর মূল হলো اِلٰى হরফে জর এবং مَا ইসতেফহামিয়্যা। এমনিভাবে حَتَّامَ -এর মূলও حَتّٰى এবং مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ এখানে এভাবে লেখার কারণ হলো, যদি হরফে জরের সাথে مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ যোগ হয়। আর হরফে জারের শেষে يَاءٌ হয় তাহলে উক্ত يَاءٌ কে اَلِفْ আকৃতিতে লেখা হয় আর مَا -এর اَلِفْ কে ফেলে দেওয়া হয়। এ বাক্যটির تَرْكِيْب হলো اِلٰى হরফে জার, আর مَا مَجْرُوْر অতঃপর جَارٌ এবং مَجْرُوْر মিলে تَسْتَمِرُّ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّقْ আর عَلٰى غَيِّكَ ও تَسْتَمِرُّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং تَسْتَمِرُّ ফেয়েল তার فَاعِلْ এবং مُتَعَلِّقْ নিয়ে জুমলায়ে فِعْلِيَّةٌ -

বালাগাত

قَوْلُهٗ : مَرْعٰى بَغْيِكَ :

এখানে اِضَافَةٌ -এর দিকে بَغْى টা اِضَافَتْ এর- مَرْعٰى بَغْيِكَ الْمُشَبَّهُ بِالْمَرْعٰى অর্থাৎ اَلْمُشَبَّهُ بِهٖ اِلَى الْمُشَبَّهِ আর غَيِّكَ এবং بَغْيِكَ -এর মাঝে جِنَاسْ مَرْدُوْف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَتَظُنُّ أَنْ سَتَنْفَعُكَ حَالُكَ، إِذَا أَنَ ارْتِحَالُكَ، أَوْ يُنْقِذُكَ مَالُكَ، حِيْنَ تُوْبِقُكَ أَعْمَالُكَ، أَوْ يُغْنِيْ عَنْكَ نَدَمُكَ، إِذَا زَلَّتْ قَدَمُكَ، أَوْ يَعْطِفُ عَلَيْكَ مَعْشَرُكَ، يَوْمَ يَضُمُّكَ مَحْشَرُكَ، هَلَّا انْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتِدَائِكَ، وَعَجَّلْتَ مُعَالَجَةَ دَائِكَ، وَفَلَلْتَ شَبَاةَ اعْتِدَائِكَ، وَقَدَعْتَ نَفْسَكَ فَهِيَ أَكْبَرُ أَعْدَائِكَ ۔

অনুবাদ : তুমি কি ধারণা করছ যে, যখন তোমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়] অবস্থা তোমার উপকারে আসবে? অথবা যখন তোমার আমল তোমাকে ধ্বংস করবে তখন তোমার ধন-সম্পদ তোমাকে রক্ষা করবে? কিংবা যখন তোমার চরণ স্খলিত হবে তখন তোমার অনুতাপ তোমার উপকার করবে? অথবা যেদিন তোমার পুনরুত্থান তোমাকে [অন্যদের সাথে] মিলিত করবে সেদিন তোমার দলবল তোমার প্রতি অনুগ্রহ করবে? তুমি কেন তোমার হেদায়েতের পথে চলছ না এবং তোমার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করছ না? তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের ধার ভেঙ্গে দিচ্ছ না [অর্থাৎ তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতাকে স্তিমিত করছ না] এবং তুমি তোমার রিপুকে বারণ করছ না [অর্থাৎ দমন করছ না।], অথচ সে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু?

শাব্দিক অনুবাদ : أَتَظُنُّ তুমি কি ধারণা করছ أَنْ যে سَتَنْفَعُكَ তোমার উপকারে আসবে حَالُكَ তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়] অবস্থা أَنَ إِذَا যখন ঘনিয়ে আসবে ارْتِحَالُكَ তোমার বিদায়ের أَوْ অথবা يُنْقِذُكَ তোমাকে রক্ষা করবে مَالُكَ তোমার সম্পদ حِيْنَ যখন تُوْبِقُكَ তোমাকে ধ্বংস করবে أَعْمَالُكَ তোমার আমল أَوْ يُغْنِيْ عَنْكَ কিংবা তোমার উপকার করবে نَدَمُكَ তোমার অনুতাপ إِذَا زَلَّتْ যখন স্খলিত হবে قَدَمُكَ তোমার চরণ أَوْ يَعْطِفُكَ অথবা অনুগ্রহ করবে عَلَيْكَ তোমার প্রতি مَعْشَرُكَ তোমার দলবল يَوْمَ যেদিন يَضُمُّكَ তোমাকে মিলিত করবে مَحْشَرُكَ তোমার পুনরুত্থান هَلَّا انْتَهَجْتَ তুমি কেন চলছ না مَحَجَّةَ পথে اهْتِدَائِكَ তোমার হেদায়েতের وَعَجَّلْتَ এবং দ্রুত করছ না مُعَالَجَةَ চিকিৎসার ব্যবস্থা دَائِكَ তোমার ব্যাধি وَفَلَلْتَ তুমি ভেঙ্গে দিচ্ছ না شَبَاةَ ধার اعْتِدَائِكَ তোমার সীমালঙ্ঘনের وَقَدَعْتَ এবং তুমি বারণ করছ না نَفْسَكَ তোমার রিপুকে فَهِيَ অথচ সে أَكْبَرُ أَعْدَائِكَ তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

শব্দ বিশ্লেষণ

(أَ) تَظُنُّ : তুমি [কি] ধারণা করছ?

(ن) ظَنًّا : মনে করা, ধারণা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

مَادَّه : (ظ ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : تَحْسَبُ ، ضِدّ : تَعْلَمُ

سَتَنْفَعُكَ : তোমার উপকারে আসবে, উপকার করবে।

نَفَعَ (ف) نَفْعًا : উপকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا أَمْلِكُ نَفْسِيْ نَفْعًا وَّضَرًّا ۔

مَادَّه : (ن ـ ف ـ ع)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تُفِيْدُ، ضِدّ : تَضُرُّ

حَالٌ (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি, প্রকৃতি।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া। বছর অতিক্রম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۔

مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي، مُرَادِف : شَأْنٌ

أَنَ : সময় হলো, [-হবে], ঘনিয়ে আসল [-আসবে]।

(ض) أَيْنًا : সময় আসা, সময় হওয়া।

"آنَ يَئِيْنُ" مَقْلُوْبٌ مِنْ "أَنَى يَأْنِي أَنًى"

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ ۔

مَادَّه : (ا ـ ی ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : حَانَ، ضِدّ : قَرُبَ

ارْتِحَال : বিদায়।

ارْتِحَالٌ (اِفْتِعَال) مصـ : বিদায় হওয়া, রওয়ানা হওয়া।

ـ عَنِ الْمَكَانِ : স্থানান্তরিত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : فِيْ تِجَارَةٍ وَلَا رِحْلَةٍ ۔

مَادَّه : (ر ـ ح ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُغَادَرَةٌ، ضِدّ : إِقَامَةٌ ۔

يُنْقِذُ : রক্ষা করবে।

(إِفْعَال) إِنْقَاذًا، (ن) نَقْذًا : মুক্তি দেওয়া, রক্ষা করা।

في القرآن : فأنقذكم منها

مادة : (ن ق ذ) ، جنس : صحيح

مرادف : يخلص/ينجو ، ضد : يحبس

مال (ج) أموال : । ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব

في القرآن : المال والبنون زينة الحيوة الدنيا .

مادة :(م و ل) ، جنس : أجوف واوي، مرادف : ثروة

توبق : । ধ্বংস করবে।

(افعال) إيباقا : । ধ্বংস করা।

(س) وبقا : । ধ্বংস হওয়া।

في القرآن : أو يوبقهن بما كسبوا .

مادة : (و ب ق) ، جنس : مثال واوي

مرادف : تهلك ، ضد : تعصم

(ج) أعمال : (و) عمل : । আমল, কর্ম, কাজ।

(س) عملا : । আমল করা, কাজ করা।

في القرآن : جزاء بما كانوا يعملون .

مادة : (ع م ل) ، جنس : صحيح، مرادف : أفعال

يغني : যথেষ্ট হবে [উপকার করবে]

(افعال) إغناء – عن : । উপকার করা, যথেষ্ট করা।

(س) غناء : । ধনী হওয়া।

في القرآن : ما أغنى عنه ماله وما كسب .

مادة : (غ ن ى) ، جنس : ناقص يائي

مرادف : ينفع ، ضد : يضر

ندم : । লজ্জা, অনুতাপ।

ندم (س) مصـ : । লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া।

في القرآن : فأصبح من النادمين .

مرادف : خجل/حياء، ضد : وقاحة

زلت : । স্খলিত হলো [-হবে]।

(ض ، س) زلا ، زللا : । বিচ্যুত হওয়া, পদস্খলিত হওয়া।

(افعال) إزلالا : । পদস্খলন ঘটানো।

في القرآن : فأزلهما الشيطان .

مادة : (ز ل ل) ، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : زلقت ، ضد : ثبتت

قدم (ج) أقدام : । পদ, চরণ, পা।

(ن) قدوما : । আসা, আগমন করা।

في القرآن : وثبت أقدامنا .

مادة : (ق د م) ، جنس : صحيح، مرادف : رجل

يعطف : । অনুগ্রহ করবে, দয়া করবে।

(ض) عطفا : । অনুগ্রহ করা, দয়া করা।

(تفعل) تعطفا : । সদয় হওয়া।

قال الشاعر : سلام على خير الأنام وسيد
عطوف رؤف من يسمى بأحمد

مادة : (ع ط ف) ، جنس : صحيح

مرادف : يرحم ، ضد : يظلم

معشر (ج) معاشر : । দলবল, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়।

في القرآن : يا معشر الجن والإنس .

مادة : (ع ش ر)، جنس : صحيح

مرادف : يجمع/يقارن ، ضد : يفرق

يوم (ج) أيام، (جع) أياوم : । দিন, কাল, দিবস।

أيام الله : পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও শাস্তিসমূহ।

أيام العرب : । আরব জাতির যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস।

ابن الأيام : । সময়ের প্রয়োজনবোদ্ধা।

ابن اليوم : । যুগস্রষ্টা, যুগপ্রবর্তক।

يوم أيوم : । মাসের শেষ দিন।

يوم أيوم، يوم يوم، يوم ووم، يوم ذو أيام، يوم ذو أياويم/ أياوم/ ذو أياييم : দীর্ঘ কঠিন দিন।

ياوم (مفاعلة) مياومة، يواما : । রোজভিত্তিক কারবার করা।

في القرآن : اليوم أكملت لكم دينكم .

مادة : (ي و م)، جنس : لفيف مقرون

مرادف : نهار، ضد : ليل

يضم : । মিলিত করবে, একত্র করবে।

(ن) ضما : । একত্র করা, মিলিত করা, মিলানো।

(انفعال) انضماما : । মিলিত হওয়া।

في الحديث : لا تضامون في رؤيته .

مادة : (ض م م) ، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : يجمع/يقارن ، ضد : يفرق

محشر (ج) محاشر : । পুনরুত্থান, পুনরুত্থানস্থল।

(ن) حشرا : । একত্র করা।

في القرآن : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر .

مادة : (ح ش ر) ، جنس : صحيح

مرادف : مبعث/حشر

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(هَلَّا) اِنْتَهَجْتَ : তুমি [কেন] পথে চলছ [না]।

(اِفْتِعَال) اِنْتِهَاجًا : পথচলা, স্পষ্ট পথ সন্ধান করা।

(ف) نَهْجًا : স্পষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا .

مَادَّه : (ن . ه . ج) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : سَلَكْتَ

مَحَجَّةٌ (ج) مَحَاجُّ : পথ, রাস্তার মাঝ।

مَادَّه : (ح . ج . ج) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : مِنْهَاجٌ ، طَرِيْقٌ

اِهْتِدَاءٌ : (حَاصِل مَصْدَر) হেদায়েত।

اِهْتِدَاءٌ (اِفْتِعَال) مص : হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া।

مُرَادِف : رُشْدٌ ، ضِدّ : ضَلَالٌ

(هَلَّا) عَجَّلْتَ : দ্রুত ব্যবস্থা করেছ [করছ না]।

(تَفْعِيْل) تَعْجِيْلًا (س) عَجَلًا : তাড়াহুড়া করা, দ্রুত ব্যবস্থা করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ .

مَادَّه : (ع . ج . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَسْرَعْتَ، ضد : أَبْطَأْتَ

مُعَالَجَةٌ (مُفَاعَلَة) مص : চিকিৎসা করা।

مُعَالَجَةٌ : (حَاصِل مَصْدَر) চিকিৎসা।

(تَفَاعُل) تَعَالُجًا : চিকিৎসা গ্রহণ করা।

مَادَّه : (ع . ل . ج) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : مُدَاوَاةٌ

دَاءٌ : (ج) أَدْوَاءٌ : রোগ, ব্যাধি।

فِي الْحَدِيْثِ : فَإِنَّ فِيْ إِحْدٰى جَنَاحَيْهِ دَاءً .

مَادَّه : (د . و . ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (اَجْوَف وَاوِي وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : مَرَضٌ ، ضِدّ : صِحَّةٌ

(هَلَّا) فَلَلْتَ : তুমি ধার ভেঙ্গে দিয়েছ [দিচ্ছ না]।

(ن) فَلًّا : ধার ভেঙ্গে দেওয়া, ভোতা করা।

(اِنْفِعَال)، اِنْفِلَالًا، (تَفَعُّل) تَفَلُّلًا : পরাজিত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : شَجَّكَ أَوْ فَلَّكَ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكَ

مَادَّه : (ف . ل . ل)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي، مُرَادِف : كَسَرْتَ

شَبَاةٌ (ج) شَبًا ، شَبَوَاتٌ : ধার, তীক্ষ্ণতা।

مَادَّه : (ش . ب . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : حِدَّةٌ ، ضِدّ : فَلٌّ

اِعْتِدَاءٌ : (حَاصِل مَصْدَر) সীমালঙ্ঘন।

اِعْتِدَاءٌ (اِفْتِعَال) مص : সীমা লঙ্ঘন করা।

عُدْوَانًا (ج) عَدَاوَةٌ : সীমালঙ্ঘন করা।

(ن) عَدْوًا : দৌড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ .

مَادَّه : (ع . د . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : غُلَوَاءُ/ إِفْرَاطٌ ، ضِدّ : تَفْرِيْطٌ/تَقْصِيْرٌ

(هَلَّا) قَدَعْتَ : বারণ করেছ [করছ না]।

(ف) قَدْعًا : বাধা দেওয়া, বারণ করা।

(س) قَدَعًا : বিরত থাকা।

فِي الْحَدِيْثِ : اِقْدَعُوْا هٰذِهِ النُّفُوْسَ فَإِنَّهَا طُلَعَةٌ .

مَادَّه : (ق . د . ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَنَعْتَ ، ضِدّ : أَذِنْتَ

نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ ، نُفُوْسٌ : প্রাণ, আত্মা, রিপু।

مُرَادِف : شَهْوَةٌ

أَكْبَرُ (ج) أَكَابِرُ ، أَكْبَرُوْنَ : বড়, অপেক্ষাকৃত বড়।

فِي الْقُرْآنِ : قُلِ اللّٰهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ .

مَادَّه : (ك . ب . ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَعْظَمُ ، ضِدّ : أَصْغَرُ

(ج) أَعْدَاءٌ ، (جع) أَعَادٍ (أَعَادِيْ) ، (و) عَدُوٌّ : শত্রু, অরাতি, বৈরী।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

مَادَّه : (ع . د . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : ضِغْفَانٌ ، ضِدّ : أَصْدِقَاءُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلَّا انْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتِدَائِكَ :

هَلَّا হরফে تَحْضِيْض এটি সর্বদা ফেয়েলের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যদি فِعْل مَاضِي -এর পূর্বে বসে তাহলে مُخَاطَب -কে অতীতের কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি فِعْل مُضَارِع -এর পূর্বে আসে তাহলে مُخَاطَب কে ভবিষ্যতের কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় اِنْتَهَجْتَ ফেয়েল বা ফায়েল مَحَجَّةَ শব্দটি مُضَاف আর اِهْتِدَائِكَ হলো مُضَاف اِلَيْه অতঃপর مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে اِنْتَهَجْتَ ফেয়েলের مَفْعُوْل فِيْه -

قَوْلُهُ : فَهِيَ أَكْبَرُ أَعْدَائِكَ :

এখানে فَا، হরফটি تَعْلِيْل [কারণদর্শানের]-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَعْطِفُ مَعْشَرَكَ ..... قَدَمُكَ :

مَحْشَرُ এবং مَعْشَرُ -এর মাঝে جِنَاس مُضَارِع হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَحَجَّةَ اهْتِدَائِكَ .... دَائِكَ :

دَاء এবং اِهْتِدَاء -এর মাঝে جِنَاس نَاقِص হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَلْتَ شَبَاةَ اعْتِدَائِكَ :

এখানে شَبَاةَ -এর اِضَافَت টা اِعْتِدَائِكَ -এর দিকে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَمَا الْحِمَامُ مِيْعَادُكَ!؟ فَمَا إِعْدَادُكَ؟ وَبِالْمَشِيْبِ إِنْذَارُكَ!؟ فَمَا أَعْذَارُكَ؟ وَفِي اللَّحْدِ مَقِيْلُكَ!؟ فَمَا قِيْلُكَ؟ وَإِلَى اللّٰهِ مَصِيْرُكَ!؟ فَمَنْ نَصِيْرُكَ؟ طَالَمَا أَيْقَظَكَ الدَّهْرُ فَتَنَاعَسْتَ، وَجَذَبَكَ الْوَعْظُ فَتَقَاعَسْتَ، وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعِبَرُ فَتَعَامَيْتَ، وَحَصْحَصَ لَكَ الْحَقُّ فَتَمَارَيْتَ ، وَأَذْكَرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَاسَيْتَ، وَأَمْكَنَكَ أَنْ تُوَاسِيَ فَمَا أَسَيْتَ ـ

অনুবাদ : মৃত্যু কি তোমার প্রতিশ্রুত সময় নয়? [অথবা, সাবধান, মৃত্যু তোমার প্রতিশ্রুত সময়,] সুতরাং তোমার কি প্রস্তুতি রয়েছে? চুলের শুভ্রতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় না? [অথবা, চুলের শুভ্রতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে,] সুতরাং তোমার কি অজুহাত রয়েছে? কবরে কি তোমার শয্যা হবে না? [অথবা, কবরে তোমার শয্যা হবে] তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে? আল্লাহর কাছে কি তোমার প্রত্যাবর্তন হবে না? [অথবা, আল্লাহর কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন হবে] তখন তোমার সাহায্যকারী কে হবে? কালাবর্ত তোমাকে বহুবার জাগ্রত করেছে। কিন্তু তুমি তন্দ্রার ভান করে রয়েছ। উপদেশ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ। তোমার সামনে শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ। তোমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অযথা সন্দেহ করেছ। মৃত্যু তোমাকে [পরকালের কথা] স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুমি ভুলে থাকার ভান করেছ। [সৃষ্টির প্রতি] সমবেদনা জ্ঞাপন করা তোমার জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন কর নি।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَا الْحِمَامُ মৃত্যু কি নয় مِيْعَادُكَ তোমার প্রতিশ্রুত সময় فَمَا সুতরাং কি রয়েছে إِعْدَادُكَ তোমার প্রস্তুতি بِالْمَشِيْبِ চুলের শুভ্রতা দ্বারা إِنْذَارُكَ তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা فَمَا সুতরাং কি রয়েছে أَعْذَارُكَ তোমার অজুহাত فِي اللَّحْدِ কবরে কি হবে না مَقِيْلُكَ তোমার শয্যা فَمَا قِيْلُكَ তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে إِلَى اللّٰهِ আল্লাহর কাছে مَصِيْرُكَ তোমার প্রত্যাবর্তন فَمَنْ তখন কে হবে نَصِيْرُكَ তোমার সাহায্যকারী طَالَمَا বহুবার أَيْقَظَكَ জাগ্রত করেছে الدَّهْرُ কালাবর্ত فَتَنَاعَسْتَ কিন্তু তুমি তন্দ্রার ভান করে রয়েছে وَجَذَبَكَ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে الْوَعْظُ উপদেশ فَتَقَاعَسْتَ কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ تَجَلَّتْ উদ্ভাসিত হয়েছে لَكَ তোমার সামনে الْعِبَرُ শিক্ষার উপকরণ فَتَعَامَيْتَ কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ حَصْحَصَ প্রকাশিত হয়েছে لَكَ তোমার কাছে الْحَقُّ সত্য فَتَمَارَيْتَ কিন্তু তুমি অযথা সন্দেহ করেছ وَأَذْكَرَكَ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে الْمَوْتُ মৃত্যু فَتَنَاسَيْتَ কিন্তু তুমি ভুলের ভান করেছ وَأَمْكَنَكَ তোমার জন্য সহজ ছিল أَنْ تُوَاسِيَ সমবেদনা জ্ঞাপন করা فَمَا أَسَيْتَ কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন করনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمَا (حَرْفُ التَّنْبِيْهِ أَوْ هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ مَعَ مَا النَّافِيَةِ) : সাবধান , নয় কি ?

اَلْحِمَامُ : মৃত্যু ।

مَادَّه : (ح ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْمَوْتُ ، ضِدّ : اَلْحَيٰوةُ

مِيْعَادٌ (ج) مَوَاعِيْدُ : প্রতিশ্রুতির সময় বা স্থান, প্রতিশ্রুত সময়।

(ض) وَعْدًا ـ مَوْعِدَةً : প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

مَادَّه : (و ـ ع ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : مَوْعِدٌ/مِيْقَاتٌ

إِعْدَادٌ (إِفْعَال) مصـ : প্রস্তুত করা।

إِعْدَادٌ (حَاصِل مَصْدَر) : প্রস্তুতি।

(ن) عَدًّا : গণনা করা।

(تَفَعُّل) تَعَدُّدًا : সংখ্যায় অধিক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

مُرَادِف : تَهْيِئَةٌ

اَلْمَشِيْبُ : (حَاصِل مَصْدَر) চুলের। শুভ্রতা।

اَلْمَشِيْبُ (ض) مصـ : শুভ্র চুল বিশিষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ـ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ش ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : شَيْخُوخَة ، ضِدّ : شَبَابٌ
إِنْذَارٌ (إِفْعَال) مصـ : ভীতি প্রদর্শন করা।
إِنْذَارٌ : (حَاصِل مَصْدَر) : ভীতিপ্রদর্শন, সতর্কীকরণ।
(ن ـ ض) نَذْرًا ـ نُذُورًا : মান্নত করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .
مَادَّه : (ن ـ ذ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : تَرْهِيبٌ ، ضِدّ : تَبْشِيرٌ
(ج) أَعْذَارٌ ، (و) عُذْرٌ : ওজর, অজুহাত, অক্ষমতা।
إِعْذَارٌ (إِفْعَال) مصـ : ওজর প্রকাশ করা।
فِي الْقُرْآنِ : يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكَ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا .
مُرَادِف : مَعَاذِيرُ
اَللَّحْدُ : (ج) أَلْحَادٌ ، لُحُودٌ : বগলী কবর, কবর।
فِي الْحَدِيثِ : اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .
مَادَّه : (ل ـ ح ـ د) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : قَبْرٌ
مَقِيلٌ : (ظَرْف أَوْ مَصْدَر مِيمِي) : দুপুরে শয়নের জায়গা, শয্যা।
(ض) مَقِيلًا ـ قَيْلُولَةً : দ্বিপ্রহরে শোয়া।
قِيلٌ ، قَوْلٌ (ن) مصـ : কথা বলা।
فِي الْقُرْآنِ : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنُ مُسْتَقَرًّا وَمَقِيلًا .
مَادَّه : (ق ـ ي ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : مَضْجَعٌ
قِيلٌ (حَاصِل مَصْدَر) : কথা, বক্তব্য।
فِي الْقُرْآنِ : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ .
مَادَّه : (ق ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : كَلَامٌ/حَدِيثٌ
مَصِيرٌ : (ج) مَصَائِرُ : পরিণাম, প্রত্যাবর্তন।
مَصِيرٌ (ض) مصـ : প্রত্যাবর্তন করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ .
مَادَّه : (ص ـ ي ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : مَرْجِعٌ ، ضِدّ : مَهْرَبٌ
نَصِيرٌ : (صف ، مذ) (ج) نُصَرَاءُ ، أَنْصَارٌ : সাহায্যকারী।
(ن) نَصْرًا : সাহায্য করা।
فِي الْقُرْآنِ : نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ .
مَادَّه : (ن ـ ص ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : مُعِينٌ ، ضِدّ : مُضِرٌّ/ضَارٌّ

طَالَمَا (طَالَ : فِعْل ، بَعْدَهُ مَا الْكَافَّة أَوِ الْمَصْدَرِيَّة) : বহুবার, অনেকবার।
ـقَظَ : জাগ্রত করল/ করেছে।
(إِفْعَال) إِيقَاظًا : জাগ্রত করা, সজাগ করা।
(س) يَقَظَةً ، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِيقَاظًا : জাগ্রত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ
مَادَّه : (ي ـ ق ـ ظ) ، جِنْس : مِثَال
مُرَادِف : نَبَّهَ ، ضِدّ : أَرْقَدَ
اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُورٌ/ أَدْهُرٌ : যুগ, দীর্ঘকাল।
فِي الْحَدِيثِ : لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ
مَادَّه : (د ـ ه ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : اَلْعَصْرُ
تَنَاعَسْتَ : তুমি তন্দ্রার ভান করেছ।
(تَفَاعُل) تَنَاعُسًا : তন্দ্রার ভান করা, ঘুমের ভান করা।
(ف ـ ن) نَعْسًا : তন্দ্রা যাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَوْ يُغْشِيهِمُ النُّعَاسُ .
مَادَّه : (ن ـ ع ـ س) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : تَنَاوَمْتَ ، ضِدّ : تَيَقَّظْتَ
جَذَبَ : আকৃষ্ট করল/ করেছে।
(ض) جَذْبًا : টানা, আকৃষ্ট করা।
(اِنْفِعَال) اِنْجِذَابًا : আকৃষ্ট হওয়া।
– فِي السَّيْرِ : দ্রুত চলা।
مَادَّه : (ج ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : سَحَبَ/قَادَ
اَلْوَعْظُ : (ض) مصـ : উপদেশ দেওয়া।
اَلْوَعْظُ (حَاصِل مَصْدَر) : উপদেশ।
تَقَاعَسْتَ : তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ।
(تَفَاعُل) تَقَاعُسًا : বক্ষ উঁচু করা।
– عَنِ الْأَمْرِ : পিছু টান দেওয়া।
(إِفْعَال) إِقْعَاسًا : ধনী হওয়া।
(ن) قَعْسًا : বক্ষ উঁচু করে এবং পিঠকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চলা।
مَادَّه : (ق ـ ع ـ س) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : تَأَخَّرْتَ ، ضِدّ : تَقَدَّمْتَ
تَجَلَّتْ : উদ্ভাসিত হয়েছে।
(تَفَعُّل) تَجَلِّيًا : উদ্ভাসিত হওয়া।
(ن) جَلْوًا ، جَلَاءً : উদ্ভাসিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ .

مَادَّه : (ج - ل - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اِنْكَشَفَتْ/ظَهَرَتْ ، ضِدّ : اِسْتَتَرَتْ

(ج) عِبَرٌ (و) اَلْعِبْرَةُ : শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ।

(اِفْتِعَال) اِعْتِبَارًا : উপদেশ গ্রহণ করা।

(ن، س) عَبْرًا : চিন্তিত হওয়া। অশ্রু প্রবাহিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ .

مَادَّه : (ع - ب - ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَوْعِظَةٌ/نَصِيْحَةٌ

تَعَامَيْتَ : তুমি অন্ধ সেজে বসেছ।

(تَفَاعُل) تَعَامِيًا : অন্ধ সাজা।

(س) عُمْيَانًا : অন্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ .

مَادَّه : (ع - م - ی) ، جِنْس : نَاقِص

حَصْحَصَ : প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

(فَعْلَلَة) حَصْحَصَةً : প্রকাশিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ .

مَادَّه : (ح - ص - ح - ص) ، جِنْس : مُضَاعَف رُبَاعِي

مُرَادِف : تَبَيَّنَ ، ضِدّ : خَفِيَ

اَلْحَقُّ : ন্যায়, সত্য, সত্যতা।

اَلْحَقُّ (ج) حُقُوْقٌ : প্রাপ্য, অধিকার।

تَمَارَيْتَ : তুমি অযথা সন্দেহ করেছ।

(تَفَاعُل) تَمَارِيًا : অযথা সন্দেহ করা, পরস্পর ঝগড়া করা।

(ض) مِرَاءً : ঝগড়া করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى .

مُرَادِف : تَوَهَّمْتَ

مَادَّه : (م - ر - ی) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

أَذْكَرَ : স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

(اِفْعَال) إِذْكَارًا : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ

مُرَادِف : ذَكَّرَ ، ضِدّ : أَنْسٰى

اَلْمَوْتُ : মৃত্যু

(ن) مَوْتًا : মৃত্যুবরণ করা।

(اِفْعَال) إِمَاتَةً : মৃত্যু দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ

مَادَّه : (م - و - ت) ، جِنْس : اَجْوَف

مُرَادِف : اَلْحِمَامُ ، ضِدّ : اَلْحَيَاةُ

تَنَاسَيْتَ : তুমি ভুলে থাকার ভান করেছ।

(تَفَاعُل) تَنَاسِيًا : ভুলে থাকার ভান করা।

(س) نِسْيَانًا : ভুলে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى .

مَادَّه : (ن - س - ی) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

أَمْكَنَ : সম্ভব ছিল, সহজ ছিল।

(اِفْعَال) إِمْكَانًا : সহজ হওয়া, সম্ভব হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَمْكِيْنًا : সহজ করা, সুযোগ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى .

مَادَّه : (م - ك - ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَدَرَ ، ضِدّ : عَجَزَ

(أَنْ) تُوَاسِيَ : তোমার সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

(مُفَاعَلَة) مُوَاسَاةً : সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

(مَا) أَسَيْتَ : তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন কর নি।

(س) أَسًى : ভারাক্রান্ত হওয়া, চিন্তিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

مَادَّه : (أ - س - ی) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا ، وَنَاقِص يَائِي)

مُرَادِف : تَعَاطَفَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَمَّا الْحِمَامُ مِيْعَادُكَ الخ :

أَمَّا শব্দটির মধ্যে দুটি বিশ্লেষণ রয়েছে– ১. এটি حَرْف تَنْبِيْه তখন এ বাক্যের অর্থ হবে সাবধান! মৃত্যু তোমার প্রতিশ্রুত সময়। ২. শব্দটি هَمْزَة اِسْتِفْهَام আর مَا শব্দটি نَافِيَه এ সময় এ বাক্যের অর্থ হবে, মৃত্যু কি তোমার প্রতিশ্রুত সময় নয়? উভয় অবস্থাতেই اَلْحِمَامُ শব্দটি مُبْتَدَأ আর مِيْعَادُكَ হলো خَبَر -

বালাগাত

قَوْلُهُ : فِي اللَّحْدِ مَقِيْلُكَ فَمَا قِيْلُكَ :

এখানে مَقِيْلُ এবং قِيْلُ-এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : إِلَى اللّٰهِ مَصِيْرُكَ فَمَنْ نَصِيْرُكَ :

এখানে مَصِيْر এবং نَصِيْر-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَقْظُكَ الدَّهْرُ ..... فَتَقَاعَسْتَ :

এখানে تَنَاعَسْتَ এবং تَقَاعَسْتَ-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

تُوْثِرُ فَلْسًا تُوْعِيْهِ، عَلٰى ذِكْرٍ تَعِيْهِ ، وَتَخْتَارُ قَصْرًا تُعْلِيْهِ، عَلٰى بِرٍّ تُوْلِيْهِ، وَتَرْغَبُ عَنْ هَادٍ تَسْتَهْدِيْهِ، إِلٰى زَادٍ تَسْتَهْدِيْهِ، وَتُغَلِّبُ حُبَّ ثَوْبٍ تَشْتَهِيْهِ، عَلٰى ثَوَابٍ تَشْتَرِيْهِ. يَوَاقِيْتُ الصِّلَاتِ، أَعْلَقُ بِقَلْبِكَ مِنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ، وَمُغَالَاةُ الصَّدُقَاتِ، أَثَرُ عِنْدَكَ مِنْ مُوَالَاةِ الصَّدَقَاتِ.

অনুবাদ : যে পয়সা তুমি সংরক্ষণ করছ তাকে তুমি এমন উপদেশের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ, যা তুমি স্মরণ রাখ। যে প্রাসাদ তুমি সুউচ্চ করছ তাকে তুমি এমন দানের তুলনায় পছন্দ করছ, যা তুমি দিতে পার। তুমি যেই পথ-নির্দেশকের কাছে নির্দেশনা কামনা কর তার থেকে বিমুখ হয়ে তুমি এমন পাথেয়র প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ, যা তুমি উপঢৌকনরূপে পেতে চাও। যে পোশাক তুমি কামনা কর তার আগ্রহকে তুমি এমন ছওয়াবের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছ, যা তুমি অর্জন করতে পার। উপঢৌকনের রত্নরাজি নামাজের সময়ের চেয়ে তোমার অন্তরের সাথে অধিক জড়িত। মাহ্‌রের মোটা অঙ্ক নির্ধারণ তোমার কাছে দানের ধারাবাহিকতার চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য।

শাব্দিক অনুবাদ : تُوْثِرُ তুমি প্রাধান্য দিচ্ছ فَلْسًا পয়সা تُوْعِيْهِ তুমি তাকে সংরক্ষণ করছ عَلٰى ذِكْرٍ এমন উপদেশের উপর تَعِيْهِ যা তুমি স্মরণ রাখ تَخْتَارُ তুমি পছন্দ করছ। قَصْرًا প্রাসাদ تُعْلِيْهِ তুমি তাকে সুউচ্চ করছ عَلٰى بِرٍّ এমন দানের তুলনায় تُوْلِيْهِ যা তুমি দিতে পার وَتَرْغَبُ তুমি মনোযোগ দিচ্ছ عَنْ বিমুখ হয়ে هَادٍ পথনির্দেশক تَسْتَهْدِيْهِ তুমি নির্দেশনা কামনা কর إِلٰى زَادٍ এমন পাথেয়র প্রতি تَسْتَهْدِيْهِ যা তুমি উপঢৌকনরূপে পেতে চাও تُغَلِّبُ তুমি অগ্রাধিকার দিচ্ছ حُبَّ আগ্রহ ثَوْبٍ পোশাক تَشْتَهِيْهِ যা তুমি কামনা কর عَلٰى ثَوَابٍ এমন ছওয়াবের উপর تَشْتَرِيْهِ যা তুমি অর্জন করতে পার يَوَاقِيْتُ রত্নরাজি الصِّلَاتِ উপঢৌকন أَعْلَقُ অধিক জড়িত بِقَلْبِكَ তোমার অন্তরের সাথে مِنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ নামাজের সময়ের চেয়ে مُغَالَاةُ মোটা অঙ্ক নির্ধারণ الصَّدُقَاتِ মাহর أَثَرُ অধিক অগ্রগণ্য مِنْ চেয়ে/হতে مُوَالَاةِ ধারাবাহিকতা الصَّدَقَاتِ দান।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَعِيْ : তুমি স্মরণ রাখ, স্মরণ কর।
(ض) وَعْيًا : মুখস্থ করা, স্মরণ করা, স্মরণ রাখা।
فِي الْقُرْآنِ : وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ .
مُرَادِف : تَحْفَظُ
تَخْتَارُ : তুমি পছন্দ করছ।
(اِفْتِعَال) اِخْتِيَارًا : নির্বাচন করা, পছন্দ করা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخَارَةً : কল্যাণ প্রার্থনা করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهُ .
مَادَّه : (خ ـ ي ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : تَنْتَخِبُ/تَسْتَحْسِنُ ، ضِدّ : تَكْرَهُ
قَصْرٌ : (ج) قُصُوْرٌ : প্রাসাদ, অট্টালিকা।
فِي الْقُرْآنِ : وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْرًا .
مَادَّه : (ق ـ ص ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مَبْنٰى، ضِدّ : كُوْخ
تُعْلِيْ : তুমি সুউচ্চ করছ, বুলন্দ করছ।

تُوْثِرُ : তুমি প্রাধান্য দিচ্ছ।
(اِفْعَال) اِيْثَارًا : প্রাধান্য দেওয়া।
(ن ـ ض) أَثْرًا : বর্ণনা করা।
فِي الْقُرْآنِ : بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا .
مَادَّه : (أ ـ ث ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء
مُرَادِف : تُرَجِّحُ، ضِدّ : تُؤَخِّرُ
فَلْسٌ : (ج) أَفْلُسٌ ، فُلُوْسٌ : পয়সা, অর্থ-কড়ি।
تُوْعِيْ : তুমি সংরক্ষণ করছ।
(اِفْعَال) اِيْعَاءً : সংরক্ষণ করা।
فِي الْحَدِيْثِ : لَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكَ .
مَادَّه : (و ـ ع ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : تَحْمِيْ ، ضِدّ : تُضَيِّعُ
ذِكْرٌ : (ج) أَذْكَارٌ : উপদেশ, যিক্‌র, স্মরণ।
فِي الْقُرْآنِ : فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى .
مُرَادِف : عِبْرَةٌ/مَوْعِظَةٌ

مُرَادِف : أُهْبَةٌ، ضِدّ : عَدَمٌ/ عُدْمٌ/ عُدُمٌ

تَسْتَهْدِيْ : তুমি উপঢৌকন পেতে চাও।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِهْدَاءٌ - الشَّيْءَ : (مِنَ الْهَدِيَّةِ) হাদিয়া চাওয়া, উপঢৌকন চাওয়া।

(اِفْعَال) اِهْدَاءٌ : হাদিয়া দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنِّيْ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ .

مَادَّه : (ه . د . ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَسْتَحِفُ، ضِدّ : تَشْتَرِيْ

تُغَلِّبُ : তুমি অগ্রাধিকার দিচ্ছ, প্রাধান্য দিচ্ছ।

(تَفْعِيْل) تَغْلِيْبًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া।

(ض) غَلَبَةً : বিজয়ী হওয়া, প্রভাবশালী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ .

مَادَّه : (غ . ل . ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تُؤْثِرُ/تُرَجِّحُ ، ضِدّ : تُخَلِّفُ

حُبٌّ (ض) مصـ : আগ্রহ করা, ভালোবাসা।

(اِفْعَال) اِحْبَابًا : ভালোবাসা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ .

مَادَّه : (ح . ب . ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : مَوَدَّةٌ ، ضِدّ : عَدَاوَةٌ

ثَوْبٌ (ج) أَثْوَابٌ، أَثْوُبٌ، ثِيَابٌ : পোশাক, বস্ত্র, পরিধান।

فِي الْقُرْآنِ : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

مَادَّه : (ث . و . ب)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : كِسَاءٌ، ضِدّ : عُرْيَةٌ

تَشْتَهِيْ : তুমি কামনা কর।

(اِفْتِعَال) اِشْتِهَاءٌ : কামনা করা।

(ن، س) شَهْوَةً : তীব্রভাবে আগ্রহ করা।

مُرَادِف : تَتَمَنّٰى، ضِدّ : تَكْرَهُ .

ثَوَابٌ : বিনিময়, পুরস্কার।

فِي الْقُرْآنِ : ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ .

مَادَّه : (ث . و . ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : جَزَاءٌ . ضِدّ : غَرَامَةٌ (مَالِيَّةٌ)

تَشْتَرِيْ : তুমি ক্রয় [অর্জন] করতে পার।

(اِفْتِعَال) اِشْتِرَاءٌ ، (ض) شِرَاءٌ : ক্রয়-বিক্রয় করা, ক্রয় করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا .

مَادَّه : (ش . ر . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَتَسَوَّقُ ، ضِدّ : تَبِيْعُ

(اِفْعَال) إِعْلَاءً : উপরে উঠা, বুলন্দ করা, সুউচ্চ করা।

(ن) عُلُوًّا : বুলন্দ হওয়া, সুউচ্চ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ .

مَادَّه : (ع . ل . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : تَرَفُّعٌ ، ضِدّ : تَضَعُ/تَنْزِلُ

بِرٌّ : দান, অনুদান, সদাচার।

بِرٌّ (ن ، ض) مصـ : আনুগত্য করা, সদাচার করা, সেবা করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ .

مَادَّه : (ب . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : عَطِيَّةٌ، ضِدّ : بُخْلٌ

تُوْلِيْ : দান করতে পার, দিতে পার।

(اِفْعَال) اِيْلَاءً، (مِنَ الْوَلِيِّ) : দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَالَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .

مَادَّه : (و . ل . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : تُعْطِيْ

تَرْغَبُ : তুমি মনোযোগ দিচ্ছ।

- عَنْ : তুমি বিমুখ হচ্ছ।

(س) رَغْبَةً - عَنْ : বিমুখ হওয়া।

- فِيْ أَوْ إِلَى ...... : আকৃষ্ট হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَرْغِيْبًا : উৎসাহিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا .

مَادَّه : (ر . غ . ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَعْرِضُ ، ضِدّ : تَمِيْلُ

هَادٍ : (فا، مذ، مصـ) (ج) هَادُوْنَ، هُدَاةٌ : পথনির্দেশক।

(ض) هِدَايَةً : পথনির্দেশ করা। সঠিক পথে পরিচালিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ .

مَادَّه : (ه . د . ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : مُرْشِدٌ ، ضِدّ : مُضِلٌّ

تَسْتَهْدِيْ : তুমি পথ-নির্দেশনা কামনা করছ।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِهْدَاءً (مِنَ الْهِدَايَةِ) : পথ নির্দেশনা কামনা কর।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

مُرَادِف : تَسْتَرْشِدُ ، ضِدّ : تَسْتَضِلُّ

زَادٌ (ج) أَزْوَادٌ، أَزْوِدَةٌ : পাথেয়, সফরের সম্বল।

(تَفَعُّل) تَزَوُّدًا (ن) زَوْدًا : পাথেয় সংগ্রহ করা।

(اِفْعَال) اِزَادَةً، (تَفْعِيْل) تَزْوِيْدًا : সফরের পাথেয় দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى .

مَادَّه : (ز . و . د) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

(ج) يَوَاقِيْتُ، (و) يَاقُوْتٌ : রত্ন, মণি-মুক্তা।
(ج) صِلَاتٌ، (و) صِلَةٌ : দান, অনুগ্রহ, পুরস্কার, উপঢৌকন।
فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ اِشْتَرَى مِنِّيْ بَعِيْرًا وَأَعْطَانِيْ وَصْلًا مِنْ ذَهَبٍ ـ
مَادَّه : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : اَلْجَائِزُ/اَلْعَطِيَّةُ
أَعْلَقُ (اِسْم تَفْضِيْل، مذ)، (ج) أَعَالِقُ : অধিক জড়িত, অধিক সম্পর্কিত।
(س) عَلَقًا ـ بِالشَّيْءِ : জড়িত হওয়া, আসক্ত হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَعْلِيْقًا : লটকানো, ঝুলানো।
فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ـ
مَادَّه : (ع ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَقْرَبُ، ضِدّ : أَبْعَدُ ـ
قَلْبٌ (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর, হৃদয়।
(تَفْعِيْل) تَقْلِيْبًا، (ض) قَلْبًا : উল্টিয়ে দেওয়া।
(تَفَعُّل) تَقَلُّبًا : উল্টে যাওয়া।
(س) قَلَبًا : উল্টা ঠোট বিশিষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ ـ
مَادَّه : (ق ـ ل ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : فُؤَادٌ، ضِدّ : جَسَدٌ
(ج) مَوَاقِيْتُ، (و) مُوَاقِيْتٌ : সময়, ওয়াক্ত।
فِي الْقُرْآنِ : قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ ـ
مَادَّه : (و ـ ق ـ ت) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
اَلصَّلَاةُ : (ج) صَلَوَاتٌ : নামাজ, সালাত।
فِي الْقُرْآنِ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى ـ
مَادَّه : (ص ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُغَالَاةٌ : (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : মূল্য বৃদ্ধি করা, অধিক মূল্যে ক্রয় করা।
فِي الْقُرْآنِ : لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ ـ
مُرَادِف : اَلزِّيَادَةُ ، ضِدّ : اَلنَّقْصُ/اَلتَّرْخِيْصُ
(ج) صَدُقَاتٌ، (و) اَلصَّدُقَةُ ، اَلصَّدُقَةُ : মাহর।
فِي الْقُرْآنِ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ـ
مَادَّه : (ص ـ د ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُهُوْرٌ، ضِدّ : أُجُوْرٌ
أَثَرُ (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : অধিক অগ্রগণ্য।
(س) أَثَرًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া।
(ن) أَثْرًا : অনুসরণ করা। বর্ণনা করা।
مُوَالَاةٌ : ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা।

مُوَالَاةٌ : (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ধারাবাহিকভাবে করা।
(ض) وِلَايَةً : তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ـ
مَادَّه : (و ـ ل ـ ى)، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : تَتَابُعٌ
(ج) صَدَقَاتٌ، (و) صَدَقَةٌ : দান-খয়রাত, সদকা, অনুদান।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ـ
مَادَّه : (ص ـ د ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : بِرٌّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتَرْغَبُ عَنْ هَادٍ ...... زَادٍ تَسْتَهْدِيْهِ :
উল্লেখিত বাক্যে هَادٍ শব্দটি مَوْصُوْف আর تَسْتَهْدِيْ হলো তার صِفَت তারপর مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে عَنْ হরফের জরের مَجْرُوْر এবং جَار ও مَجْرُوْر মিলে تَرْغَبُ -এর সাথে مُتَعَلِّق। এমনিভাবে زَادٍ শব্দটিও مَوْصُوْف আর تَسْتَهْدِيْهِ তার صِفَت তারপর مَوْصُوْف ও صِفَت মিলে إِلٰى হরফে জরের مَجْرُوْر এবং جَار ও مَجْرُوْر মিলে تَرْغَبُ -এর সাথেই مُتَعَلِّق -

قَوْلُهُ : يَوَاقِيْتُ الصَّلَاتِ أَعْلَقُ الخ :
يَوَاقِيْتُ الصَّلَاتِ শব্দটি مُضَاف এবং مُضَاف إِلَيْه মিলে মুবাতাদা। আর أَعْلَقُ শব্দটি اِسْم تَفْضِيْل শিবহে ফেয়েল. بِقَلْبِكَ হলো তার مُتَعَلِّق أَوَّل আর مِنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ হল مُتَعَلِّق ثَانِي এবং أَعْلَقُ শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল এবং উভয় مُتَعَلِّق মিলে খবর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : تُوْثِرُ فَلْسًا .... تَعِيْهِ :
এখানে تُوْعِيْ এবং تَعِيْ -এর মধ্যে جِنَاس مُكْتَنَف হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَرْغَبُ ...... تَسْتَهْدِيْ :
এ বাক্যের মধ্যে উভয় تَسْتَهْدِيْ -এর মাঝে جِنَاس مُتَمَاثِل হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَغْلِبُ ..... تَشْتَرِيْهِ :
উল্লেখিত বাক্যের মধ্যে تَشْتَهِيْ এবং تَشْتَرِيْ -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَوَاقِيْتُ الصَّلَاتِ .... الصَّلَاةِ :
এখানে يَوَاقِيْتُ এবং مَوَاقِيْتِ -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে এবং صِلَات এবং صَلَاة -এর মধ্যে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَمُغَالَاتِ الصَّدُقَاتِ ..... الصَّدَقَاتِ :
এ বাক্যে صَدُقَات এবং صَدَقَات -এর মধ্যে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَصِحَافُ الْأَلْوَانِ، أَشْهٰى إِلَيْكَ مِنْ صَحَائِفِ الْأَدْيَانِ، وَدُعَابَةُ الْأَقْرَانِ، أَنَسُ لَكَ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، تَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَتَنْتَهِكُ حِمَاهُ، وَتَحْمِي عَنِ النُّكْرِ وَلَا تَتَحَامَاهُ، وَتُزَحْزِحُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ . ثُمَّ أَنْشَدَ :

অনুবাদ : নানা রকমের খাবারের খাঞ্চা তোমার কাছে ধর্মীয় গ্রন্থাবলির চেয়ে অধিক প্রিয়। সাথী-সঙ্গীদের সাথে রসিকতা করা তোমার কাছে কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে অধিক প্রীতিকর। তুমি সৎ কাজের আদেশ কর, অথচ তুমি তার সীমারেখা দলিত কর। তুমি অসৎ কাজ থেকে [মানুষকে] বাধা দাও, অথচ তুমি তা থেকে বেঁচে থাক না। তুমি [মানুষকে] অত্যাচার থেকে দূরে রাখ, অতঃপর তুমি তা কর। তুমি মানুষকে ভয় কর, অথচ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা অধিক শ্রেয়। অতঃপর তিনি শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : صِحَافُ খাবারের খাঞ্চা الْأَلْوَانِ নানা রকমের أَشْهٰى অধিক প্রিয় إِلَيْكَ তোমার কাছে مِنْ থেকে/চেয়ে صَحَائِفِ الْأَدْيَانِ ধর্মীয় গ্রন্থাবলি دُعَابَةُ রসিকতা করা الْأَقْرَانِ সঙ্গী সাথীদের أَنَسُ অধিক প্রীতিকর لَكَ তোমার কাছে مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে تَأْمُرُ তুমি আদেশ কর بِالْعُرْفِ সৎকাজের وَتَنْتَهِكُ অথচ তুমি দলিত কর حِمَاهُ তার সীমারেখা تَحْمِي তুমি মানুষকে বাধা দাও عَنِ النُّكْرِ অসৎ কাজ থেকে وَلَا تَتَحَامَاهُ অথচ তুমি তা থেকে বেঁচে থাক না تُزَحْزِحُ তুমি মানুষকে দূরে রাখ عَنِ الظُّلْمِ অত্যাচার থেকে ثُمَّ تَغْشَاهُ অতঃপর তুমি তা কর تَخْشَى তুমি ভয় কর النَّاسَ মানুষকে وَاللّٰهُ অথচ আল্লাহ তা'আলা أَحَقُّ অধিক শ্রেয় أَنْ تَخْشَاهُ ভয় করা ثُمَّ أَنْشَدَ অতঃপর তিনি শ্লোক আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) صِحَافٌ، (و) صَحْفَةٌ : খাবারের পাত্র, খাঞ্চা।

فِي الْقُرْآنِ : يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ

مَادَّه : (ص ـ ح ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَصْعَةٌ، ضِدّ : كَأْسٌ

(ج) أَلْوَانٌ، (و) لَوْنٌ : রঙ, রকম, প্রকার।

فِي الْحَدِيْثِ : لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ .

مَادَّه : (ل ـ و ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : أَنْوَاعٌ، ضِدّ : وُحْدَانٌ

أَشْهٰى : (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : অধিক প্রিয়, অধিক মনঃপূত।

(ن، س) شَهْوَةً، (اِفْتِعَال) اِشْتِهَاءً : তীব্রভাবে আগ্রহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ .

مُرَادِف : أَطْيَبُ ، ضِدّ : أَكْرَهُ

(ج) صَحَائِفُ، (و) صَحِيْفَةٌ : গ্রন্থ, ধর্মীয় গ্রন্থ, পবিত্র গ্রন্থ।

صَحِيْفَةُ الْوَجْهِ : চেহারার চামড়া।

فِي الْقُرْآنِ : صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى .

مَادَّه : (ص ـ ح ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كِتَابٌ، ضِدّ : رِسَالَةٌ

(ج) أَدْيَانٌ، (و) دِيْنٌ : ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ।

دُعَابَةٌ : রসিকতা, রঙ্গরস।

دُعَابَةً (ف) مصـ : রসিকতা করা, স্ফুর্তি করা।

(مُفَاعَلَة) مُدَاعَبَة : প্রমোদ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ فِيْهِ دُعَابَةٌ

مَادَّه : (د ـ ع ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِزَاحٌ ، ضِدّ : وَقَارٌ

(ج) أَقْرَانٌ، (و) قِرْنٌ : সাথী-সঙ্গী, সমকক্ষ, প্রতিযোগী।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ .

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : الْأَتْرَابُ، ضِدّ : أَخْلَاطٌ

أَنَسُ (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : অধিক প্রীতিকর।

(ض ـ س ـ ك) أَنَسًا : প্রীতিকর হওয়া, অন্তরঙ্গ হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(مُفَاعَلَة) مُؤَانَسَةً : ভালবাসা, সান্ত্বনা দেওয়া।

(اِفْعَال) إِينَاسًا : অন্তরঙ্গ করা, প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا .

مَادَّه : (أ ـ ن ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء

مُرَادِف : أَحَبُّ/أَطْيَبُ ، ضِدّ : أَبْغَضُ/أَنْكَرُ

تِلَاوَةٌ : (حَاصِل مَصْدَر) তেলাওয়াত।

تِلَاوَةٌ : (ن) مصـ । পাঠ করা, তেলাওয়াত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ .

مُرَادِف : قِرَاءَةٌ.

اَلْقُرْآنُ : আল্লাহর কালাম, কুরআন।

قُرْآنٌ : (ف) مصـ । পড়া, পাঠ করা।

(ف) قِرَاءَةً - عَلَيْهِ السَّلَامُ : সালাম পৌছানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ء)، جِنْس : مَهْمُوزُ اللَّام

مُرَادِف : كِتَابٌ/ مُصْحَفٌ، ضِدّ : لَهْوُ الْحَدِيثِ

تَأْمُرُ : তুমি আদেশ কর।

(ن) أَمْرًا : নির্দেশ দেওয়া, আদেশ করা।

(اِفْتِعَال) اِئْتِمَارًا : হুকুম পালন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ.

مَادَّه : (أ ـ م ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء

مُرَادِف : تَحَكَّمُ ، ضِدّ : تَنْهَى

اَلْعُرْفُ : (ج) أَعْرَافٌ، عُرْفٌ : দান, অনুদান, সৎকাজ।

فِي الْقُرْآنِ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

مُرَادِف : اَلْبِرُّ ، ضِدّ : اَلنُّكْرُ

تَنْتَهِكُ : তুমি অপমানিত কর, দলিত কর।

(اِفْتِعَال) اِنْتِهَاكًا : অপমানিত করা, দলিত করা।

(ف) نَهْكًا - ء : প্রভাবিত করা।

مَادَّه (ن ـ ه ـ ك) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : تَهْتِكُ ، ضِدّ : تُعَظِّمُ/تُكَرِّمُ

اَلْحِمَى : সংরক্ষিত চারণভূমি, সংরক্ষিত এলাকা বা তার সীমারেখা।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

مَادَّه : (ح ـ م ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلْمَحْمِيُّ، ضِدّ : مَفْتُوحٌ

تَحْمِي : তুমি বাধা দাও/ বাঁচাও।

(ض) حَمْيًا ـ حِمْيَةً ـ حِمَايَةً : রক্ষা করা, বাধা দেওয়া, রোধ করা, বাঁচানো।

(تَفَعُّل) تَحَمِّيًا، (اِفْتِعَال) اِحْتِمَاءً : ক্ষতিকর বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। বিরত থাকা।

(إِفْعَال) إِحْمَاءً - اَلْحَدِيدَ : অধিক গরম করা।

- اَلْمَكَانَ : সংরক্ষিত এলাকা বানানো।

(س) حَمْيًا (النَّارُ) : উত্তপ্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

مَادَّه : (ح ـ م ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَنْهَى/ تَمْنَعُ ، ضِدّ : تَأْمُرُ/ تَشْتَغِلُ

اَلنُّكْرُ : অসৎকাজ, মন্দ কাজ।

اَلنُّكْرُ (س) مصـ : না চেনা, না জানা।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

مُرَادِف : مُنْكَرٌ، ضِدّ : مَعْرُوفٌ

لَا تَتَحَامَى : তুমি বেঁচে থাক না, বিরত থাক না।

(تَفَاعُل) تَحَامِيًا : বেঁচে থাকা, বিরত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ .

مَادَّه : (ح ـ م ـ ي)، جِنْس نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : لَاتَمْتَنِعُ، ضِدّ : لَا تَشْتَغِلُ

تُزَحْزِحُ : তুমি দূরে রাখ, সরিয়ে রাখ।

(فَعْلَلَة) زَحْزَحَةً - ه : দূরে রাখা, সরিয়ে রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

مَادَّه : (ز ـ ح ـ ز ـ ح) جِنْس : مُضَاعَف رُبَاعِي

مُرَادِف : تُبْعِدُ، ضِدّ : تُقَرِّبُ

اَلظُّلْمُ : জুলুম, অত্যাচার।

اَلظُّلْمُ (ض) مصـ : অত্যাচার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

مَادَّه : (ظ ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : جَوْرٌ/بَغْيٌ ، ضِدّ : عَدْلٌ

Free @ www.eilm.weebly.com

تَغْشَى : তুমি লিপ্ত হও, তুমি কর। [এখানে লিপ্ত হওয়া]।

(س) غَشَيَانًا : ঢেকে রাখা, আবৃত করা।

(س) غَشَيَانًا، (ن) غَشْوًا – فُلَانًا : কারও কাছে গমন করা।

– الْأَمْرَ : কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া।

غَشِيَ (س) غَشْيًا، غُشْيًا، غَشَيَانًا – عَلَيْهِ : বেহুঁশ হওয়া।

(س) غَشَاوَةً – الْأَمْرُ فُلَانًا : কোনো বিষয় কর্তৃক কাউকে লিপ্ত রাখা।

(تَفْعِيْل) تَغْشِيَةً : ঢেকে রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ .

مَادَّه : (غ . ش . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَغْطَى/تُبَاشِرُ ، ضِدّ : تُعْرِضُ

تَخْشَى : তুমি ভয় কর।

(س) خَشْيًا ، خَشْيَةً – ه : ভয় করা।

(تَفْعِيْل) تَخْشِيَةً : ভয় দেখানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

مَادَّه : (خ . ش . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَخَافُ ، ضِدّ : تَأْمَنُ

اَلنَّاسُ (اِسْمُ الْجَمْعِ مِثْلَ قَوْم ، رَهْط ، وَاحِدُهُ إِنْسَانٌ) : মানুষ, মানবজাতি, জিন ও মানব।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللّٰهِ

مَادَّه : (ن . و . س)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلْبَشَرُ، ضِدّ : اَلْحَيَوَانُ

أَحَقُّ (اِسْم تَفْضِيل، مذ) : অধিক শ্রেয়।

(ن) حَقًّا – ه : সত্যতা বা অধিকারে অগ্রণী হওয়া।

(ض) حَقًّا – عَلَيْهِ : অপরিহার্য হওয়া। আবশ্যক হওয়া।

(ن، ض) حَقًّا – الْأَمْرُ : প্রমাণিত ও অবধারিত হওয়া।

الْقُرْآن : لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا

مَادَّه : (ح . ق . ق)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : أَجْدَرُ/ أَلْيَقُ، ضِدّ : أَهْوَنُ

أَنْشَدَ : শ্লোক আবৃত্তি করল।

(اِفْعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

(ن ، ض) نَشْدًا : হারানো বস্তু অনুসন্ধান করা।

فِي الْحَدِيْثِ : سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ .

مَادَّه : (ن . ش . د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَرَأَ/ دَرَسَ، ضِدّ : سَكَتَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَخِمِيْ عَنِ النُّكْرِ وَلَا تَتَحَامَاهُ :

اَلنَّاسِ শব্দটি ذُوالْحَالِ আর ضَمِيْر হলো فَاعِل তাখমী তাখমী হচ্ছে عَنِ النُّكْرِ এবং مَفْعُوْل بِهٖ مَحْذُوْف -এর تَخِمِيْ এবং حَالِيَه টা وَاو আর مُتَعَلِّق - এর সাথে تَخِمِيْ حَال এবং ذُوالْحَالِ অতঃপর حَال জুমলাটি لَا تَتَحَامَاهُ মিলে تَخِمِيْ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

الناس হচ্ছে تَخْشَى ফেয়েল ضَمِيْر হলো ذُوالْحَالِ আর مَفْعُوْل بِه এবং وَاو টা حَالِيَه আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, أَنْ تَخْشَاهُ আর مُضَاف এবং اِسْم تَفْضِيْل শব্দটি أَحَقُّ মাসদারে রূপান্তরিত হয়ে مُضَاف اِلَيْه তারপর مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে খবর। مُبْتَدَأ এবং خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّه হয়ে حَال অতঃপর ذُوالْحَال এবং حَال মিলে تَخْشَى ফেয়েলের فَاعِل এবং تَخْشَى ফেয়েল তার فَاعِل এবং مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّه।

বালাগাত

قَوْلُهُ : ثُمَّ تَغْشَاهُ وَتَخْشَى :

এখানে تَغْشَى এবং تَخْشَى -এর মধ্যে جِنَاس مُضَارِع হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

এ বাক্যের মধ্যে উভয় تَخْشَى -এর মধ্যে صَنْعَتُ رَدِّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَبًّا لِطَالِبِ دُنْيَا ثَنٰى إِلَيْهَا انْصِبَابَهْ
مَا يَسْتَفِيْقُ غَرَامًا بِهَا وَفَرْطَ صَبَابَهْ
وَلَوْ دَرٰى لَكَفَاهُ مِمَّا يَرُوْمُ صُبَابَهْ

ثُمَّ إِنَّهُ لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ، وَغَيَّضَ مُجَاجَتَهُ، وَاعْتَضَدَ شَكْوَتَهُ، وَتَأَبَّطَ هِرَاوَتَهُ، فَلَمَّا رَنَتِ الْجَمَاعَةُ إِلٰى تَحَفُّزِهِ، وَرَأَتْ تَأَهُّبَهُ لِمُزَايَلَةِ مَرْكَزِهِ، أَدْخَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ يَدَهُ فِىْ جَيْبِهِ، فَأَفْعَمَ لَهُ سَجْلًا مِنْ سَيْبِهِ.

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] সেই দুনিয়াদার ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে দুনিয়ার প্রতি তার মনোযোগ ফিরিয়ে দিয়েছে সে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও প্রেমাতিশয্যের কারণে প্রকৃতিস্থ হয় না। যদি সে [দুনিয়ার পরিচয়] জানত, তবে সে যা পেতে ইচ্ছা করছে তার থেকে যৎসামান্যই তার জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর তিনি তাঁর ধুলি সিক্ত করলেন [অর্থাৎ, তিনি তার বক্তব্য বন্ধ করলেন।] এবং তিনি তাঁর মুখের ফেনা শুকিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর পানির মশক কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তাঁর যষ্ঠি বগলদাবা করলেন। অতঃপর যখন লোকজন তার গমনোদ্যোগ প্রত্যক্ষ করল এবং তার স্বস্থান ত্যাগের প্রস্তুতি দেখল তখন তাদের প্রত্যেকেই নিজের জেবে হাত প্রবিষ্ট করল এবং নিজ নিজ দান দ্বারা তার থলি ভর্তি করে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : تَبًّا ধ্বংস হোক لِطَالِبِ دُنْيَا দুনিয়াদার ব্যক্তি ثَنٰى ফিরিয়ে দিয়েছে إِلَيْهَا দুনিয়ার প্রতি انْصِبَابَهْ তার মনেযোগ مَا يَسْتَفِيْقُ যে প্রকৃতিস্থ হয় না غَرَامًا আসক্তি بِهَا দুনিয়ার প্রতি وَفَرْطَ صَبَابَهْ ও প্রেমাতিশয্য لَوْ دَرٰى যদি সে জানত لَكَفَاهُ তবে তার জন্য যথেষ্ট হতো مِمَّا يَرُوْمُ যা সে পেতে ইচ্ছা করছে صُبَابَهْ যৎসামান্যই ثُمَّ অতঃপর إِنَّهُ তিনি لَبَّدَ সিক্ত করলেন عَجَاجَتَهُ তার ধুলি وَغَيَّضَ এবং তিনি শুকিয়ে নিলেন مُجَاجَتَهُ তার মুখের ফেনা وَاعْتَضَدَ এবং তিনি কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিলেন شَكْوَتَهُ তার পানির মশক وَتَأَبَّطَ এবং বগল দাবা করলেন هِرَاوَتَهُ তার লাঠি فَلَمَّا অতঃপর যখন رَنَتِ প্রত্যক্ষ করল الْجَمَاعَةُ লোকজন إِلٰى تَحَفُّزِهِ তার গমনোদ্যোগ وَرَأَتْ এবং দেখল تَأَهُّبَهُ তার প্রস্তুতি أَدْخَلَ প্রবিষ্ট করল كُلٌّ مِنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেই يَدَهُ স্বীয় হাত فِىْ جَيْبِهِ নিজের জেবে فَأَفْعَمَ ভর্তি করে দিল لَهُ سَجْلًا তার থলি مِنْ سَيْبِهِ নিজ দান দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَبًّا (مَفْعُوْل مُطْلَق لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ تَبَّ تَبًّا) : । ধ্বংস হোক।
(ض) تَبًّا، تَبَبًا، تَبَابًا، تَبِيْبًا : । ধ্বংস হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَتْبِيْبًا : । ধ্বংস করা।
فِى الْقُرْآنِ : تَبَّتْ يَدَآ أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ.
مَادَّة : (ت ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : هَلَاكًا ، ضِدّ : سَلَامَةً
طَالِبٌ (فا، مذ)(ج) طَلَبٌ، طُلَّبٌ، طُلَّابٌ ، طَلَبَةٌ : ছাত্র, প্রার্থী, অন্বেষী।
(ن) طَلَبًا : । আবেদন করা। প্রার্থনা করা। অন্বেষণ করা।
فِى الْقُرْآنِ : ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ
فِى الْحَدِيْثِ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُفَتِّش/ تِلْمِيْذٌ/ رَائِدٌ، ضِدّ : قَاعِدٌ/ أُسْتَاذٌ
طَالِبُ دُنْيَا : । দুনিয়াদার, দুনিয়ালোভী।
دُنْيَا : (ج) دُنٰى : । পার্থিব জীবন, ইহকাল, ইহজগৎ।
(س) دَنَاءَةً : । দুর্বল হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا .
مَادَّه : (د ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص
مُرَادِف : اَلْعَالَمُ ، ضِدّ : اَلْآخِرَةُ
ثَنٰى : । ফিরিয়ে দিয়েছে।
(ض) ثَنْيًا : । ফিরিয়ে দেওয়া।
(اِنْفِعَال) اِنْثِنَاءً : । ফিরে যাওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : مُبَالَغَة ، ضِدّ : اِعْتِدَال

صَبَابَةٌ : প্রেম, ভালবাসা।

صَبَابَةٌ (س) مصـ : আসক্ত হওয়া।

قَالَ الْكُمَيْتُ : وَلَسْتَ تَصَبُّ إِلَى الظَّاعِنِيْنَ إِذَا صَدِيْقُكَ لَمْ يَصْبَبِ

مَادَّة : (ص ـ ب ـ ب) جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي .

مُرَادِف : اَلْحُبّ/تَوَقَان

(لَوْ) دَرَى : [যদি] সে জানত।

(ض) دَرْيًا ، دِرَايَةً ، دِرْيَةً : জানা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا .

مَادَّة : (د ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : عَلِمَ، جَهِلَ

كَفَى (ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হল [-হতো]।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

مَادَّة : (ك ـ ف ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اِقْتَنَعَ

(مَا) يَرُوْمُ : [যা] সে পেতে ইচ্ছা করছে।

(ن) رَوْمًا ، مَرَامًا ـ ه : অন্বেষণ করা। কিছু পেতে ইচ্ছা করা।

مَادَّة : (ر ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : يُرِيْدُ/ يَطْلُبُ ، ضِدّ : يَكْرَهُ

صُبَابَةٌ : (ج) صُبَابَاتٌ، صُبَابٌ : পাত্রের অবশিষ্ট পানি, যৎসামান্য।

قَالَ الْأَخْطَلُ : جَادَ الْقِلَالُ لَهُ بِذَاتِ صُبَابَةٍ

مَادَّة : (ص ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : فَضْلَةٌ، ضِدّ : جَمِيْعٌ

لَبَّدَ : সিক্ত করল।

(تَفْعِيل) تَلْبِيْدًا ـ اَلْمَطَرُ الْأَرْضَ : মাটিকে জমিয়ে দেওয়া। সিক্ত করা।

(ن) لُبُوْدًا بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা। আটকে থাকা।

يُقَالُ : لَبَدَ عَجَاجَتَهُ : সে যে কাজে নিরত ছিল তা থেকে বিরত হলো।

مَادَّة : (ل ـ ب ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَوَى

(اِفْعَال) إِثْنَاءً ـ عَلَيْهِ : প্রশংসা করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِثْنَاءً : ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ .

فِي الْحَدِيْثِ : قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ .

مَادَّة : (ث ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : صَرَفَ

اِنْصِبَابٌ : আকর্ষণ, মনোযোগ, অনুরাগ।

(اِنْفِعَال) اِنْصِبَابًا (س) صَبَابَةً : আকৃষ্ট হওয়া, আসক্ত হওয়া।

(ن) صَبًّا : প্রবাহিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا .

مَادَّة : (ص ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلشَّوْقُ/اَلْحُبُّ/اَلْمَيْلَانُ ، ضِدّ : اَلْإِعْرَاض

(مَا) يَسْتَفِيْقُ : সে প্রকৃতিস্থ হয় না।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِفَاقَةً، (اِفْعَال) إِفَاقَةً : আরোগ্য লাভ করা।

ـ مِنْ مَرَضِهِ : সুস্থ হওয়া।

ـ مِنْ نَوْمِهِ : জাগ্রত হওয়া।

ـ مِنْ غَفْلَتِهِ : সচেতন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ .

مَادَّة : (ف ـ و ـ ق) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : يَسْتَرِيْحُ ، ضِدّ : يَغْشَى/يَصْعَقُ

غَرَامٌ : আসক্তি, অন্তরের যাতনাদায়ক ভালোবাসা, ধ্বংস, শাস্তি।

(س) غُرْمًا، غَرَامَةً، مَغْرَمًا ـ الدَّيْنَ : ঋণ পরিশোধ করা।

ـ فِي التِّجَارَةِ : গচ্চা দেওয়া।

(اِفْعَال) إِغْرَامًا، (تَفْعِيْل) تَغْرِيْمًا ـ ه الْمَدْيَنَ : ঋণ পরিশোধ অপরিহার্য করে দেওয়া। দায়গ্রস্ত সাব্যস্ত করা।

أُغْرِمَ بِالشَّيْءِ : কোনো বস্তুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

مَادَّة : (غ ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحِرْصُ ، ضِدّ : اَلْقَنَاعَةُ

فَرْطٌ : আতিশয্য।

فَرَطَ (ن) مصـ : সীমালঙ্ঘন করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

مَادَّة : (ف ـ ر ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

Free @ www.e-ilmweebly.com

في الحديث : أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته ... تأبطها .

مادة : (ء ـ ب ـ ط) ، جنس : مهموز الفاء

هِرَاوَةٌ : (ج) هَرَاوَى، هُرِيٌّ، هِرِيٌّ : দণ্ড, যষ্ঠি, লাঠি ।

(ن) هَرْوًا : লাঠি দ্বারা আঘাত করা ।

في الحديث : خرج صاحب الهراوة ـ أراد به رسول الله ﷺ

مادة : (ه ـ ر ـ و) ، جنس : ناقص واوي

مرادف : العصا

رَنَتْ : অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করল ।

(ن) رُنُوًّا، رَنًا، (تفعّل) تَرَنِّيًا : অপলক দৃষ্টিতে তাকানো ।

(تفعيل) تَرْنِيَةً : গাওয়া ।

قال الشاعر : يا صاحبيّ إنني أرنوكما *
لا تحرماني إنني أرجوكما

مادة : (ر ـ ن ـ و) ، جنس : ناقص واوي

مرادف : نظرت/رأت، ضد : غضّت

الجماعة : (ج) جماعات : সমবেত লোকজন ।

(ف) جمعًا : একত্র করা ।

(إفعال) إجماعًا : একমত হওয়া । একত্র করা ।

في الحديث : يد الله على الجماعة

مادة : (ج ـ م ـ ع)، جنس : صحيح

مرادف : طائفة، ضد : منفرد

تحفّز : গমনোদ্যোগ ।

تحفّز (تفعّل) مصـ : উঠা বা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া ।

(افتعال) احتفازًا : উদ্যত হওয়া, তাড়াহুড়া করা ।

(ض) حفزًا : ধাক্কা দেওয়া ।

مادة : (ح ـ ف ـ ز) ، جنس : صحيح

مرادف : تهيأ

رأت : দেখল ।

(ف) رأيًا ، رؤية : দেখা, প্রত্যক্ষ করা ।

(إفعال) إراءة : দেখানো, প্রদর্শন করা ।

(مفاعلة) مراءاة، رئاء، رياء : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

(تفعيل) ترئية : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

عجاجة : (ج) عجاج : মানুষের হৈচৈ । ধোঁয়া । ধুলি ।

(ض، س) عجًّا : আওয়াজ বুলন্দ করা ।

في الحديث : أفضل الحج العجّ والثجّ العجّ رفع الصوت بالتلبية والثجّ صبّ دم الهدي

يقال : لفّ عجاجته عليه : সে তার প্রতি আক্রমণ করল ।

مادة : (ع ـ ج ـ ج) ، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : غبار، ضد : طين

غيّض : শুকিয়ে নিল ।

(تفعيل) تغييضًا : শুকিয়ে নেওয়া ।

(ض) غيضًا : শুকিয়ে দেওয়া । শুকিয়ে যাওয়া ।

في القرآن : وما تغيض الأرحام وما تزداد

مادة : (غ ـ ي ـ ض) ، جنس : أجوف يائي

مرادف : جفّف ، ضد : بلّل

مجاجة : (ج) مجاج : মুখের ফেনা, থুথু, নির্যাস ।

(ن) مجًّا : থুথু ফেলা ।

في الحديث : أخذ من الدلو حسوة ماء فمجّها في بئر .

مادة : (م ـ ج ـ ج) ، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : ريق

اعتضد : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিল ।

(افتعال) اعتضادًا : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নেওয়া ।

- بفلان : সাহায্য নেওয়া ।

(ن) عضدًا-ه : বাহুতে আঘাত করা । সাহায্য করা ।

في القرآن : سنشدّ عضدك بأخيك

مادة : (ع ـ ض ـ د) ، جنس : صحيح

مرادف : علّق (بالعضد)

شكوة : (ج) شكى، شكوات : মশক, পানি রাখার চর্ম নির্মিত পাত্র ।

في الحديث : كان لعبد الله بن عمر شكوة ينقع فيها زبيبا .

مادة : (ش ـ ك ـ و) ، جنس : ناقص واوي

مرادف : قربة

تأبّط : বগলদাবা করল ।

(تفعّل) تأبّطًا : বগলদাবা করা ।

يقول العرب : تأبّط شرًّا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً

مُرَادِف : أَبْصَرَتْ، ضِدّ : عَمِيَتْ

تَأَهُّبٌ : প্রস্তুতি

تَأَهَّبَ (تفعل) مصـ : প্রস্তুত হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : بِلَا أُهْبَةِ الثَّاوِي الْمُقِيمِ وَلَا السَّفَرِ

مَادَّة : (أ - ه - ب) ، جِنْس : مَهْمُوزُ فَاء

مُرَادِف : تَهَيَّأَ

مُزَايَلَةٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : পরস্পরে পৃথক হওয়া।

(ن) زَوَالًا : দূরীভূত হওয়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا .

مَادَّة : (ز - و - ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : مُفَارَقَةٌ، ضِدّ : مُلَاصَقَةٌ

مَرْكَزٌ : (ج) مَرَاكِزُ : কেন্দ্র, স্থান, প্রধান জায়গা।

(ن) رَكْزًا : গাঁড়া, প্রোথিত করা।

فِي الْحَدِيْثِ : فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

مَادَّة : (ر - ك - ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَقَرٌّ

أَدْخَلَ : প্রবিষ্ট করল।

(افعال) إِدْخَالًا : ঢুকানো, প্রবেশ করানো।

(ن) دُخُولًا : প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

مَادَّة : (د - خ - ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَوْلَجَ ، ضِدّ : أَخْرَجَ

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : সাহায্য, হাত।

جَيْبٌ : (ج) جُيُوبٌ، جِيَابٌ : জেব, পকেট।

فِي الْقُرْآنِ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

مَادَّة : (ج - ي - ب)، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : هِمْيَانٌ

أَفْعَمَ : ভর্তি করে দিল।

(افعال) إِفْعَامًا : ভরে দেওয়া, ভর্তি করে দেওয়া।

(ك) فُعُومَةً : ভরে যাওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حُورِ الْعِيْنِ أَشْرَقَتْ لَأَفْعَمَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رِيْحَ الْمِسْكِ .

مَادَّة : (ف - ع - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَمْلَأَ ، ضـ : أَفْرَغَ

سَجْلٌ : (ج) سِجَالٌ ، سُجُولٌ : পানি ভর্তি বালতি, থলি।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلْحَرْبُ بَيْنَنَا سِجَالٌ

مَادَّة : (س - ج - ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلدَّلْوُ، ضِدّ : غَدِيْرٌ

سَيْبٌ : (ج) سُيُوبٌ : বৃষ্টি। দান-দাক্ষিণ্য।

(ض) سَيْبًا : প্রবাহিত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا .

مَادَّة : (س - ي - ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : عَطَاءٌ، ضِدّ : غَرَامَةٌ (مَالِيَّةٌ)

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَبًّا لِطَالِبِ الخ :

এখানে تَبًّا-এর পূর্বে تَبَّ একটি ফেয়েল مَحْذُوف রয়েছে। আর
تَبًّا তার مَفْعُول مُطْلَق এবং طَالِب دُنْيَا হচ্ছে مُضَاف এবং
صِفَت হলো تَنٰى إِلَيْهَا الخ আর مَوْصُوف মিলে مُضَاف إِلَيْه
অতঃপর مَوْصُوف এবং صِفَت মিলে ل হরফে জরের مَجْرُوْر
এবং جَار ও مَجْرُوْر মিলে تَبَّ-এর সাথে مُتَعَلِّق।

قَوْلُهُ : مَا يَسْتَفِيْقُ غَرَامًا الخ :

غَرَامًا মাসদার بِهَا তার সাথে مُتَعَلِّق অতঃপর يَسْتَفِيْقُ-এর
১ম مَفْعُول لَهٗ এবং فَرْطَ صَبَابَةٌ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি
মিলে ২য় مَفْعُول لَهٗ -

قَوْلُهُ : لَوْ دَرَىٰ الخ :

لَوْ হরফে شَرْط আর دَرَىٰ জুমলা হয়ে شَرْط এবং كَفَا ফেয়েল
হলো তার مَفْعُول بِه আর صَبَابَة হলো مُؤَخَّرْ مَوْصُوف এবং
مِمَّا يَرُوْمُ এটা كَائِنَة-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে صِفَت অতঃপর
مَوْصُوف এবং صِفَت মিলে كَفَا ফেয়েলের فَاعِل এবং كَفَا ফেয়েল
নিজ فَاعِل এবং مَفْعُول بِه সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে جَزَاء -

বালাগাত

قَوْلُهُ : ثُمَّ إِنَّهُ لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ :

এখানে তার বয়ান ও ওয়াজকে দ্রুতগামী ঘোড়ার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লেখ আছে, আর مُشَبَّه بِه مَحْذُوف রয়েছে। তাই اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর দ্রুতগামী ঘোড়ার জন্য ধূলি (عَجَاجَة) হলো لَازِم যা مُشَبَّه-এর জন্য সাবেত করা হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

وَقَالَ : اِصْرِفْ هٰذَا فِىْ نَفَقَتِكَ أَوْ فَرِّقْهُ عَلٰى رُفْقَتِكَ. فَقَبِلَهُ مِنْهُمْ مُغْضِيًا، وَانْثَنٰى عَنْهُمْ مُثْنِيًا، وَجَعَلَ يُوَدِّعُ مَنْ يُشَيِّعُهُ، لِيَخْفٰى عَلَيْهِ مَهْيَعُهُ، وَيُسَرِّبُ مَنْ يَتْبَعُهُ، لِكَىْ يُجْهَلَ مَرْبَعُهُ. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَاتَّبَعْتُهُ مُوَارِيًا عَنْهُ عِيَانِىْ، وَقَفَوْتُ إِثْرَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَانِىْ، حَتّٰى اِنْتَهٰى إِلٰى مَغَارَةٍ، فَانْسَابَ فِيْهَا عَلٰى غَرَارَةٍ.

অনুবাদ : আর বলল, এগুলো আপনি আপনার ব্যয়-খাতে খরচ করুন অথবা আপনার আপনজনদের মধ্যে বিতরণ করুন। তখন তিনি আনত নয়নে তাদের থেকে তা গ্রহণ করলেন এবং [তাদের] প্রশংসা করে তাদের থেকে বিদায় নিলেন। আর যারা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে তিনি বিদায় জানাতে লাগলেন, যাতে তাদের কাছে তার পথ অজ্ঞাত থাকে এবং যারা তাঁর পেছনে চলছে তাদেরকে তিনি পৃথক করতে লাগলেন, যাতে তাঁর আস্তানা অজানা থাকে। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁর থেকে নিজেকে গোপন রেখে তাঁর পেছনে পেছনে চললাম এবং আমি এভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে না দেখেন। অবশেষে তিনি একটি গুহায় পৌছলেন এবং চুপিসারে তাতে দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ আর বলল اِصْرِفْ আপনি খরচ করুন هٰذَا এগুলো فِىْ نَفَقَتِكَ আপনার ব্যয় খাতে أَوْ অথবা فَرِّقْهُ বিতরণ করুন عَلٰى رُفْقَتِكَ আপনার আপনজনদের মধ্যে فَقَبِلَهُ তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন مِنْهُمْ তাদের থেকে مُغْضِيًا আনত নয়নে وَانْثَنٰى এবং বিদায় নিলেন عَنْهُمْ তাদের থেকে مُثْنِيًا প্রশংসা করে وَجَعَلَ يُوَدِّعُ এবং তিনি বিদায় জানাতে লাগলেন مَنْ يُشَيِّعُهُ যারা তাকে এগিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে لِيَخْفٰى যাতে অজ্ঞাত থাকে عَلَيْهِ তাদের কাছে مَهْيَعُهُ তার পথ وَيُسَرِّبُ এবং তিনি পৃথক করতে লাগলেন مَنْ يَتْبَعُهُ যারা তার পেছনে চলছে তাদেরকে لِكَىْ يُجْهَلَ যাতে অজানা থাকে مَرْبَعُهُ তার আস্তানা قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَاتَّبَعْتُهُ আমি তাঁর পেছনে পেছনে চললাম مُوَارِيًا গোপন রেখে عَنْهُ তাঁর থেকে عِيَانِىْ নিজেকে وَقَفَوْتُ এবং আমি এভাবে অনুসরণ করতে লাগলাম مِنْ حَيْثُ যাতে لَا يَرَانِىْ তিনি আমাকে না দেখেন حَتّٰى অবশেষে اِنْتَهٰى তিনি পৌছলেন إِلٰى مَغَارَةٍ একটি গুহায় فَانْسَابَ এবং দ্রুতবেগে প্রবেশ করলেন فِيْهَا তাতে عَلٰى غَرَارَةٍ চুপিসারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِصْرِفْ : আপনি খরচ করুন।

(ضِ) صَرْفًا : ফিরিয়ে দেওয়া, খরচ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ.

مَادَّه : (ص ـ ر ـ ف) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : أَنْفِقْ ، ضِدّ : اَخْزِنْ

نَفَقَةٌ : (ج) نَفَقَاتٌ، نِفَاقٌ، أَنْفَاقٌ : ব্যায়খাত, খরচের খাত।

(اِفْعَال) إِنْفَاقًا : খরচ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

مَادَّه : (ن ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : مَصْرَفٌ/صَرَفٌ

فَرِّقْ : আপনি বিতরণ করুন।

(تَفْعِيْل) تَفْرِيْقًا : পৃথক করা, বিতরণ করা।

(تَفَعُّل) تَفَرُّقًا : পৃথক হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ.

مُرَادِفْ : قَسِّمْ، ضِدّ : اِجْمَعْ

رُفْقَةٌ : (اِسْم جَمْع) (ج) رِفَاقٌ ، رِفَقٌ ، رُفَقٌ ، أَرْفَاقٌ : আপনজন, বন্ধু-বান্ধব।

فِى الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

مَادَّه : (ر ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : صَدِيْقٌ/صَاحِبٌ ، ضِدّ : عَدُوٌّ

قَبِلَ : গ্রহণ করল/ করলেন।

(س) قُبُوْلًا ، قَبُوْلًا : গ্রহণ করা।

(تَفْعِيْل) تَقْبِيْلًا : চুমো দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْعَال) إِقْبَالًا عَلَيْهِ : অভিমুখী হওয়া।
- اِلَيْهِ : গমন করা।
(تَفَعُّل) تَقَبُّلًا - ه : গ্রহণ করা, কবুল করা।
فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
مَادَّه : (ق ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَخَذَ، ضِدّ : تَرَكَ/ رَدَّ

مُغْضِيًا : (حَال) (فا ، مذ) : চক্ষু বন্ধ করে, আনত নয়নে।
قَالَ عَلِيٌّ رض : فَكَمْ أَغْضَى الْجُفُوْنَ عَلَى الْقَذَى
مَادَّه : (غ ـ ض ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : مُتَوَاضِعًا، ضِدّ : مُتَكَبِّرًا

اِنْثَنَى : ফিরে গেলেন, বিদায় নিলেন।
(اِنْفِعَال) اِنْثِنَاءً - عَن .... : ফিরে যাওয়া, বিদায় নেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : اَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ :
مُرَادِف : رَجَعَ

مُثْنِيًا (حَال) (فا ، مذ) : প্রশংসা করে।
(اِفْعَال) اِثْنَاءً : প্রশংসা করা।
فِي الْحَدِيْثِ : لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .
مَادَّه (ث ـ ن ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : حَامِدًا/مَادِحًا، ضِدّ : ذَامًّا

(جَعَلَ) يُوَدِّعُ : বিদায় জানাতে লাগলেন।
(تَفْعِيْل) تَوْدِيْعًا : পরিত্যাগ করা। বিদায় জানানো।
(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
مَادَّه : (و ـ د ـ ع) ، جِنْس : مِثَال
مُرَادِف : يُشَيِّعُ ، ضِدّ : يَسْتَقْبِلُ

يُشَيِّعُ : এগিয়ে দিচ্ছে।
(تَفْعِيْل) تَشْيِيْعًا : এগিয়ে দেওয়া, বিদায় দেওয়া।
(ض) شُيُوْعًا : ছড়িয়ে পড়া।
مَادَّه : (ش ـ ى ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : يُشَايِعُ / يُوَدِّعُ ، ضِدّ : يَسْتَقْبِلُ

(لِ) يَخْفَى : [যাতে] গোপন থাকে, অজ্ঞাত থাকে।
(س) خَفَاءً، خُفْيَةً : গোপন থাকা।

مَهْيَعٌ : (ج) مَهَايِعُ : উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রাস্তা।
هَاعَ (ض) هَيَاعًا - الشَّيْءُ : প্রশস্ত হওয়া। সম্প্রসারিত হওয়া।

قَالَ عَلِيٌّ رض : اِتَّقُوا الْبِدَعَ وَالْتَزِمُوا الْمَهْيَعَ
مَادَّه : (ه ـ ى ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : طَرِيْقٌ/مَحَجَّةٌ

يُسَرِّبُ : পৃথক করতে লাগলেন।
(تَفْعِيْل) تَسْرِيْبًا : পৃথক করা।
(ن) سَرَبًا - الْمَاءُ : পানি প্রবাহিত হওয়া। বের হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا .
مَادَّه : (س ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يُفَرِّقُ

يَتْبَعُ : পেছনে পেছনে চলছে।
(س) تَبَعًا : অনুকরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।
فِي الْحَدِيْثِ : فَأَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .
مَادَّه : (ت ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يَقْفُو ، ضِدّ : يَتَقَدَّمُ

(لِكَيْ) يُجْهَلَ (مج) : [যাতে] অজানা থাকে।
(س) جَهْلًا ـ جَهَالَةً : অজানা থাকা, অজ্ঞাত থাকা।
فِي الْقُرْآنِ : قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ .
مَادَّه : (ج ـ ه ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يُنْكَرُ، ضِدّ : يُعْرَفُ

مَرْبَعٌ : (ج) مَرَابِعُ : আস্তানা, বাসস্থান। বসন্তকালীন বাসস্থান।
(ف) رُبُوْعًا : প্রবেশ করল।
رَبْعًا بِالْمَكَانِ : স্থির হওয়া ও অবস্থান করা।
فِي الْحَدِيْثِ : هَلْ تَرَكَ عُقَيْلٌ مِنْ رَبْعٍ .
مَادَّه : (ر ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مَنْزِلٌ، ضِدّ : مَصِيْفٌ

اِتَّبَعْتُ : আমি পেছনে পেছনে চললাম।
(اِفْتِعَال) اِتِّبَاعًا : অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ . مَادَّه : (ت ـ ب ـ ع)، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : تَبِعْتُ ، ضِدّ : عَصَيْتُ

مُوَارِيًا (حَال) (فا ، مذ) : গোপন রেখে।
(مُفَاعَلَة) مُوَارَاةً : গোপন রাখা।
فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْأَةَ أَخِي .
مَادَّه : (و ـ ر ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : مُخْفِيًا ، ضِدّ : مُظْهِرًا .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عِيَانٌ : (ج) عُيُونٌ ، أَعْيِنَةٌ : । ব্যক্তি, দেহাবয়ব
تَقُولُ : اَلْعِيَانُ أَحَدُ وَسَائِلِ الْمَعْرِفَةِ .
وَفِي الْمَثَلِ : لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ .
مَادَّه : (ع ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : شَخْص، ضِدّ : ظِلّ

قَفَوْتُ : । আমি অনুসরণ করলাম
(ن) قَفْوًا ـ قُفُوًّا ، (اِفْتِعَال) اِقْتِفَاءٌ : । পেছনে চলা, অনুসরণ করা
(تَفْعِيل) تَقْفِيَةٌ : । পেছনে আনা
فِي الْقُرْآنِ : لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
مَادَّه : (ق ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : اِتَّبَعْتُ، ضِدّ : قَفَيْتُ

إِثْرٌ : أَثَرٌ (ج) آثَارٌ، أُثُورٌ : । পায়ের চিহ্ন, পদাঙ্ক
فِي الْقُرْآنِ : فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِهِ
مَادَّه : (أ ـ ث ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ
مُرَادِف : قَدَمٌ

حَيْثُ : । এভাবে যাতে

لَا يَرَانِي : । তিনি আমাকে না দেখেন
(ف) رَأْيًا : । দেখা
(اِفْعَال) إِرَاءَةً : । দেখানো
فِي الْقُرْآنِ : قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي
مَادَّه : (ر ـ ء ـ ى)، جِنْس : مُرَكَّب مَهْمُوزُ الْعَيْنِ وَنَاقِص يَائِي
مُرَادِف : لَا يُبْصِرُنِي

حَتَّى (حَرْف جَارّ) : । অবশেষে

اِنْتَهَى : । তিনি পৌছলেন
(اِفْتِعَال) اِنْتِهَاءٌ : । পৌঁছা
فِي الْقُرْآنِ : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .
مُرَادِف : وَصَلَ .

مَغَارَةٌ : (ج) مَغَاوِرُ ، مَغَارَاتٌ : । গুহা, লুটতরাজ
(ن) غَوْرًا : । পানি নিচে নেমে আসা
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ .
مَادَّه : (غ ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : اَلْغَار، ضِدّ : اَلْمُسْتَوَى

اِنْسَابَ (اِنْفِعَال) (اِنْسِيَابًا) : । দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন
مُرَادِف : دَخَلَ ، ضِدّ : خَرَجَ

غَرَارَةٌ : । শৈশব- কৈশোর, চুপিসার, অনবধানতা
غَرَارَةً (ن، ض) مصدر : অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিশু সুলভ কাজ করা, অনভিজ্ঞ হওয়া। সম্ভ্রান্ত হওয়া।
(اِنْفِعَال) اِغْتِرَارًا : । অজ্ঞাতসারে আসা
فِي الْقُرْآنِ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ
مَادَّه : (غ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : غَفْلَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَقَبِلَ مِنْهُمْ مُغْضِيًا :

قَبِلَ ফেয়েল ضَمِير হলো ذُوالْحَال আর "ه" শব্দটি مَفْعُول بِهٖ এবং مِنْهُمْ টা قَبِلَ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّق। আর مُغْضِيًا হলো حَال অতঃপর ذُوالْحَال এবং حَال মিলে قَبِلَ-এর فَاعِل.

قَوْلُهُ : اِتَّبَعْتُهُ مُوَارِيًا الخ :

اِتَّبَعْتُ ফেয়েল ضَمِير হলো ذُوالْحَال আর "ه" শব্দটি হচ্ছে ১ম مَفْعُول بِهٖ আর مُوَارِيًا হলো حَال - অতঃপর ذُوالْحَال এবং حَال মিলে اِتَّبَعْتُ ফেয়েলের فَاعِل এবং عَنْهُ তার সাথে مُتَعَلِّق আর عِيَانِي শব্দটি مُضَاف إِلَيْهِ এবং مُضَاف মিলে اِتَّبَعْتُ ফেয়েলের ২য় مَفْعُول -

قَوْلُهُ : قَفَوْتُ إِثْرَهُ الخ :

এখানে إِثْرَهُ শব্দটি قَفَوْتُ ফেয়েলের مَفْعُول فِيْهِ আর শব্দটি مُضَاف إِلَيْهِ আর لَايَرَانِي জুমলাটি তার مُضَاف অতঃপর مُضَاف এবং مُضَاف إِلَيْهِ মিলে مِنْ হরফে জারের مَجْرُوْر এবং جَار ও مَجْرُوْر মিলে قَفَوْتُ-এর ১ম مُتَعَلِّق।

قَوْلُهُ : حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَغَارَةٍ :

حَتّٰى শব্দটি إِلٰى أَنْ-এর অর্থে- [অবশেষে] ব্যবহৃত হয়েছে মَغَارَةٍ হলো اِنْتَهٰى-এর সাথে مُتَعَلِّق আর اِنْتَهٰى ফেয়েল তার فَاعِل এবং مُتَعَلِّق মিলে حَتّٰى হরফে জারের مَجْرُوْر তারপর جَار এবং مَجْرُوْر মিলে قَفَوْتُ ফেয়েলের ২য় مُتَعَلِّق।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَأَنْعَمَ لَهُ سَجْلًا مِنْ سَيْبِهِ :

এখানে سَيْب [দান] কে مَاء [বৃষ্টির পানির] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে, এখানে مُشَبَّه উল্লেখ আছে। আর مُشَبَّه بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর سَجْل [বালতি] سَيْب [পানির]-এর জন্য لَازِم অতএব তার মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে।

فَأَمْهَلْتُهُ رَيْثَمَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ هَجَمْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ مُشَافِنًا لِتِلْمِيْذٍ، عَلٰى خُبْزٍ سَمِيْذٍ، وَجَدْيٍ حَنِيْذٍ، وَقُبَالَتَهُمَا خَابِيَةُ نَبِيْذٍ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا هٰذَا! أَيَكُوْنُ ذَاكَ خَبَرُكَ وَهٰذَا مَخْبَرُكَ! فَزَفَرَ زَفْرَةَ الْقَيْظِ، وَكَادَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، وَلَمْ يَزَلْ يُحَمْلِقُ إِلَيَّ، حَتّٰى خِفْتُ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ خَبَتْ نَارُهُ، وَتَوَارٰى أُوَارُهُ، أَنْشَدَ :

অনুবাদ : আমি তাঁকে এ টুকু অবকাশ দিলাম, যাতে তিনি তাঁর জুতো দু'টো খুলে নেন এবং তাঁর পা দু'টো ধুয়ে নেন। তারপর আমি হঠাৎ তাঁর কাছে হাজির হলাম এবং আমি তাঁকে ভুনা ছাগল ছানা [-র গোশ্‌ত] ও ময়দার রুটির দস্তরখানে এক শিষ্যের সাথে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলাম। তাঁদের উভয়ের সামনে রয়েছে নবীযের মটকা। আমি তাঁকে বললাম, এই যে! সেটা কি আপনার বক্তৃতা, আর এটা আপনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা! তখন তিনি গ্রীষ্মকালের অত্যুষ্ণ বায়ুর ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন এবং ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম করলেন; আর আমার প্রতি প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফলে আমি ভয় করলাম যে, তিনি আমার প্রতি আক্রমণ করে বসবেন। অতঃপর যখন তাঁর ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হলো এবং তার স্ফুলিঙ্গ স্তিমিত হলো তখন তিনি [নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَمْهَلْتُهُ আমি তাঁকে অবকাশ দিলাম رَيْثَمَا এটুকু خَلَعَ তিনি খুলে নেন نَعْلَيْهِ তাঁর জুতা দু'টো وَغَسَلَ এবং ধুয়ে নেন رِجْلَيْهِ তাঁর পা দু'টো ثُمَّ তারপর هَجَمْتُ আমি হঠাৎ হাজির হলাম عَلَيْهِ তাঁর কাছে فَوَجَدْتُهُ এবং আমি তাকে পেলাম مُشَافِنًا উপবিষ্ট অবস্থায় لِتِلْمِيْذٍ এক শিষ্যের সাথে عَلٰى সামনে خُبْزٍ রুটি سَمِيْذٍ ময়দা جَدْيٍ ছাগল ছানা حَنِيْذٍ ভুনা وَقُبَالَتَهُمَا তাদের উভয়ের সামনে রয়েছে خَابِيَةُ মটকা نَبِيْذٍ নবীযের [খেজুর ভেজানো পানি] فَقُلْتُ لَهُ আমি তাকে বললাম يَا هٰذَا! এই যে, أَيَكُوْنُ ذَاكَ সেটা কি خَبَرُكَ আপনার বক্তৃতা وَهٰذَا আর এটা مَخْبَرُكَ আপনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা فَزَفَرَ তখন তিনি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন زَفْرَةَ الْقَيْظِ গ্রীষ্মকালের অত্যুষ্ণ বায়ুর ন্যায় وَكَادَ يَتَمَيَّزُ [illegible] ফেটে পড়ার উপক্রম করলেন مِنَ الْغَيْظِ ক্রোধে وَلَمْ يَزَلْ আর রইলেন يُحَمْلِقُ প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে إِلَيَّ আমার প্রতি حَتّٰى خِفْتُ ফলে আমি ভয় করলাম أَنْ يَسْطُوَ যে, তিনি আক্রমণ করে বসবেন عَلَيَّ আমার প্রতি فَلَمَّا অতঃপর যখন أَنْ خَبَتْ নির্বাপিত হলো نَارُهُ তার ক্রোধাগ্নি وَتَوَارٰى এবং স্তিমিত হলো أُوَارُهُ তার স্ফুলিঙ্গ أَنْشَدَ তখন তিনি আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمْهَلْتُ : আমি অবকাশ দিলাম।
(اِفْعَال) اِمْهَالاً، (تَفْعِيْل) تَمْهِيْلاً : সুযোগ/ অবকাশ দেওয়া।
(ف) مَهْلاً، (تَفَعُّل) تَمَهُّلاً : ধীরে সুস্থে কাজ করা।
فِي الْقُرْآنِ : أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .
مَادَّه : (م ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَنْظَرْتُ
رَيْثَمَا (رَيْثَ ، مَا) : এ টুকু, এ পরিমাণ।
رَيْثٌ (ض) مصـ : দেরি করা, বিলম্ব করা।
فِي الْحَدِيْثِ : فَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا رَيْثَمَا .
مَادَّه : (ر ـ ى ـ ث)، جِنْس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : قَدْرَمَا

خَلَعَ : খুললেন [খুলে নেন]।
(ف) خَلْعًا : খুলে ফেলা, খোলা।
(مُفَاعَلَة) مُخَالَعَةً : অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে পৃথক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ .
مَادَّه : (خ ـ ل ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : نَزَعَ ، ضِدّ : لَبِسَ/اِحْتَذٰى.
نَعْل : (ج) نِعَالٌ، أَنْعُلٌ : জুতা, চপ্পল।
فِي الْحَدِيْثِ : اِذَا ابْتَلَتِ النِّعَالُ فَالصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ .
مَادَّه : (ن ـ ع ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : حِذَاءٌ
غَسَلَ : ধুলেন [ধুয়ে নেন]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

جَدْيٌ (ج) أَجْدٍ ، جِدَاءٌ ، جِدْيَانٌ : এক বছরের ছাগল-ছানা।
مَادَّة : (ج ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : جَذَعٌ/ بَهْمَةٌ
حَنِيذٌ :(مف، مذ) : ভুনা গোশ্‌ত, গরম পানি।
فِي الْقُرْآنِ : فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ .
(ض) حَنْذًا : ভুনা করা।
مَادَّة : (ح ـ ن ـ ذ)، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : مَشْوِيٌّ، ضِدّ : مُنْضَجٌ
قُبَالَةَ : সম্মুখে, সামনে, অগ্রে।
مَادَّة : (ق ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : أَمَامَ ، ضِدّ ، خَلْفَ/وَرَاءَ
خَابِيَةٌ ، خَابِئَةٌ : (ج) خَوَابِي ، خَوَابِئُ : মট্‌কা, জালা।
مَادَّة : (خ ـ ب ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : جَرَّةٌ
نَبِيذٌ: (ج) أَنْبِذَةٌ : আঙ্গুর বা খেজুর নিংড়ানো পানীয়। খেজুর ভেজানো পানি।
مَادَّة : (ن ـ ب ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف عَصِيرٌ .
خَبَرٌ: (ج) أَخْبَارٌ، أَخَابِيرُ : সংবাদ, [গৌণ অর্থে] বক্তৃতা, বাহ্যিক অবস্থা।
فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا .
مَادَّة : (خ ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : نَبَأٌ
مَخْبَرٌ : সংবাদ বা পরীক্ষালব্ধ অবগতি, [এখানে] অভ্যন্তরীণ অবস্থা।
زَفَرَ : উষ্ণদীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন।
(ض) زَفْرًا ـ زَفِيرًا : দীর্ঘশ্বাস ছাড়া, উষ্ণশ্বাস ছাড়া।
فِي الْقُرْآنِ : لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ .
مَادَّة : (ز ـ ف ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : تَنَفَّسَ
زَفْرَةٌ :(ج) زَفَرَاتٌ : দীর্ঘশ্বাস, উষ্ণশ্বাস।
مُرَادِف : نَفَسٌ
الْقَيْظُ (ج) أَقْيَاظٌ ، قُيُوظٌ : গরমের তীব্রতা, গ্রীষ্মকাল।
(ض) قَيْظًا : তীব্র গরম পড়া।
مَادَّة : (ق ـ ى ـ ظ) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : الصَّيْفُ/الْحَرُّ (الشَّدِيدُ) ، ضِدّ : الْبَرْدُ
(كَادَ) يَتَمَيَّزُ : ফেটে পড়ার উপক্রম করলেন।
(تفعّل) تَمَيُّزًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া, ফেটে পড়া।
(ض) مَيْزًا ، (تفعيل) تَمْيِيزًا ، (إفعال) إِمَازَةً : পৃথক করা।

(ض) غَسْلًا : ধৌত করা।
(افتعال) إِغْتِسَالًا : গোসল করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .
مَادَّة : (غ ـ س ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : نَظَفَ
رِجْلٌ : (ج) أَرْجُلٌ : পা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .
مَادَّة : (ر ـ ج ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : قَدَمٌ، ضِدّ : رَأْسٌ
هَجَمْتُ : হঠাৎ আমি হাজির হলাম।
(ن) هُجُومًا : অতর্কিতভাবে আসা, হঠাৎ প্রবেশ করা। একে অন্যের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা।
مَادَّة : (ه ـ ج ـ م) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : دَخَلْتُ
وَجَدْتُ : আমি পেলাম।
(ض) وَجْدًا ، وُجُودًا : পাওয়া।
(افعال) إِيجَادًا : সৃষ্টি করা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ .
مَادَّة : (و ـ ج ـ د)، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : أَلْفَيْتُ مد : فَقَدْتُ
مُثَافِنٌ (فا، مذ) : পরস্পরে হাঁটু বরাবর করে উপবিষ্ট। ঘনিষ্ঠ সহচর।
(مُفَاعَلَة) مُثَافَنَةً : পরস্পরে হাঁটু বরাবর করে বসা।
(ض) ثَفْنًا : প্রতিহত করা। প্রহার করা। জড়িয়ে থাকা।
فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ ثَفِنَةِ الْبَعِيرِ .
مَادَّة : (ث ـ ف ـ ن) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : مُصَاحِبًا/مُسْنِدًا (رُكْبَتَيْهِ)
تِلْمِيذٌ :(ج) تَلَامِيذُ ، تَلَامِذَةٌ : ছাত্র,শিষ্য, খাদেম।
قَالَ الشَّاعِرُ لَبِيدٌ :
فَالْمَاءُ يَجْلُو مُتُونَهُنَّ كَمَا * يَجْلُو التَّلَامِيذُ لُؤْلُؤًا قَشِيبًا
مَادَّة : (ل ـ م ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : طَالِبٌ/مُتَعَلِّمٌ
خُبْزٌ :(ج) خُبُوزٌ ، أَخْبَازٌ : রুটি।
فِي الْقُرْآنِ : أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا .
مَادَّة : (خ ـ ب ـ ز) جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : رَغِيفٌ
سَمِيذٌ ، سَمِيدٌ : সাদা আটা, ময়দা।
مَادَّة : (س ـ م ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيح، مُرَادِف : حَوَارِيٌّ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَازَ - الشَّيْءُ : এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া।
(اِفْتِعَال) اِمْتِيَازًا، (اِنْفِعَال) اِنْمِيَازًا، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِمَازَةً : পৃথক হওয়া। বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۔
مَادَّه : (م ۔ ي ۔ ز) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : يَتَفَرَّقُ
اَلْغَيْظُ : তীব্র ক্ষোভ, ক্রোধ।
اَلْغَيْظُ (ض) مصـ : ক্ষুব্ধ করা।
(تَفَعُّل) تَغَيُّظًا (اِفْتِعَال) اِغْتِيَاظًا : ক্ষুব্ধ হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۔
مَادَّه : (غ ۔ ي ۔ ظ) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : اَلْغَضَبُ ، ضِدّ : اَلْاَنَاةُ
لَمْ يَزَلْ : রইল/ রইলেন, থাকল/থাকলেন। ...
يُحَمْلِقُ : বিস্ফারিত নেত্রে তাকালেন। প্রখর দৃষ্টিতে তাকালেন।
(فَعْلَلَة) حَمْلَقَةً : প্রখর দৃষ্টিতে তাকানো।
مَادَّه : (ح ۔ م ۔ ل ۔ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يُمْعِنُ (النَّظَرَ)
خِفْتُ : আমি ভয় করলাম।
(س) خَوْفًا ، مَخَافَةً : আশঙ্কা করা, ভয় করা।
فِي الْقُرْآنِ : أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۔
مَادَّه : (خ ۔ و ۔ ف) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : فَزِعْتُ ، ضِدّ : اَمِنْتُ
يَسْطُوْ : আক্রমণ করবেন।
(ن) سَطْوًا ، سَطْوَةً ، (اِفْعَال) اِسْطَاءً - بِهٖ وَعَلَيْهِ : কাবু করা। আক্রমণ করা।
فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ ۔
مَادَّه : (س ۔ ط ۔ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : يَصُوْلُ
عَلَيَّ : (عَلٰى: حَرْفُ جَارٍّ أُضِيْفَتْ إِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ) : আমার প্রতি।
خَبَتْ : নির্বাপিত হলো।
(ن) خَبْوًا ، خُبُوًّا : নিভে যাওয়া, স্তিমিত হওয়া।
(اِفْعَال) اِخْبَاءً : নিভিয়ে দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ۔
مَادَّه : (خ ۔ ب ۔ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : خَمِدَتْ ، ضِدّ : ذَكَتْ
نَارٌ : (ج) أَنْوُرٌ ، نِيْرَانٌ ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, [এখানে] ক্রোধাগ্নি।

تَوَارٰى : লুপ্ত হলো, স্তিমিত হলো।
(تَفَاعُل) تَوَارِيًا : আত্মগোপন করা, স্তিমিত হওয়া।
(ض، ح) وَرْيًا ، وُرِيًّا ، رِيَةً - الزَّنْدُ : পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি বের করা।
- النَّارُ : অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۔
مَادَّه : (و ۔ ر ۔ ي) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : خَبَا ، ضِدّ : تَلَظّٰى
أُوَارٌ : (ج) أُوُرٌ : গরম, স্ফুলিঙ্গ, পিপাসা, ধোঁয়া।
مَادَّه : (أ ۔ و ۔ ر) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاء وَ اَجْوَف وَاوِي)
مُرَادِف : لَهَبٌ
أَنْشَدَ (اِفْعَال) اِنْشَادًا : আবৃত্তি করল/ করলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : فَأَمْهَلْتُهٗ رَيْثَمَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ :
أَمْهَلْتُ ফেয়েল যমীর ফায়েল "ه" শব্দটি হলো مَفْعُوْل بِهٖ আর رَيْثَ শব্দটি مِقْدَار-এর অর্থে হয়ে مُضَاف আর مَا টা مَصْدَرِيَّه এবং خَلَعَ نَعْلَيْهِ জুমলাটি মাসদারে রূপান্তরিত হয়ে مُضَاف إِلَيْهِ অতঃপর مُضَاف এবং مُضَاف إِلَيْهِ মিলে أَمْهَلْتُ ফেয়েলের مَفْعُوْل فِيْهِ।

قَوْلُهٗ : وَقُبَالَتَهُمَا خَابِيَةُ نَبِيْذٍ :
এখানে وَاو টা حَالِيَه আর قُبَالَتَهُمَا মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে ثَابِت মাহযূফের যরফ হয়ে خَبَر مُقَدَّم আর خَابِيَةُ نَبِيْذٍ হলো مُضَاف এবং مُضَاف إِلَيْهِ মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر অতঃপর مُبْتَدَأ এবং خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّه হয়ে দ্বিতীয় حَال হয়েছে وَجَدْتُ-এর فَاعِل থেকে।

قَوْلُهٗ : يَكُوْنُ ذَاكَ خَبَرَكَ وَهٰذَا مَخْبَرَكَ :
يَكُوْنُ ফেয়েল نَاقِص আর ذَاكَ তার اِسْم আর خَبَرَكَ হলো خَبَر আর
وَاو টা عَاطِفَة এবং هٰذَا হলো يَكُوْنُ-এর ইসম مَخْبَرَكَ হলো খবর।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : ذَاكَ خَبَرَكَ وَهٰذَا مَخْبَرَكَ : এখানে خَبَر এবং مَخْبَر-এর মধ্যে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।
قَوْلُهٗ زَفَرَ زَفْرَةَ الْقَيْظِ الخ : এ বাক্যে মধ্যে قَيْظ এবং غَيْظ-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَبِسْتُ الْخَمِيْصَةَ أَبْغِى الْخَبِيْصَهْ
وَأَنْشَبْتُ شِصِّى فِى كُلِّ شِيْصَهْ
وَصَيَّرْتُ وَعْظِى أُحْبُوْلَةً
أُرِيْغُ الْقَنِيْصَ بِهَا وَالْقَنِيْصَهْ
وَأَلْجَانِى الدَّهْرُ حَتّٰى وَلَجْتُ
بِلُطْفِ احْتِيَالِىْ عَلَى اللَّيْثِ عِيْصَهْ
عَلٰى أَنَّنِىْ لَمْ أَهَبْ صَرْفَهُ
وَلَا نَبَضَتْ لِىَ مِنْهُ فَرِيْصَهْ
وَلَا شَرَعَتْ بِىْ عَلٰى مَوْرِدٍ
يُدَنِّسُ عِرْضِىْ نَفْسٌ حَرِيْصَهْ
وَلَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ فِىْ حُكْمِهِ
لَمَا مَلَّكَ الْحُكْمَ أَهْلَ النَّقِيْصَهْ

অনুবাদ : [শ্লোকগুলোর অনুবাদ] আমি মিষ্টান্ন লাভের উদ্দেশ্যে কালো ডোরাকাটা চাদর পরিধান করেছি এবং সব রকমের মাছের গলায় আমি আমার বড়শি গেঁথে দিয়েছি। আমি আমার ওয়াজকে জাল স্বরূপ বানিয়েছি, তার দ্বারা আমি নর শিকার ও মাদী শিকার অন্বেষণ করি। কাল পরিক্রমা আমাকে বাধ্য করেছে, ফলে আমি আমার সূক্ষ্ম কৌশলে বাঘের উপস্থিতিতে তার ঝোঁপে প্রবেশ করেছি। এতদ্‌সত্ত্বেও [অথবা, এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে] আমি কালাবর্তকে ভয় করি নি এবং তার কারণে আমার বাহুর মাংস প্রকম্পিত হয় নি। এবং লোভী আত্মা আমাকে এমন ঘাটে অবতরণ করায় নি, যা আমার সম্মানকে কলঙ্কিত করতে পারে। যদি যুগ তার বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার করত তবে সে অযোগ্য লোকদেরকে ক্ষমতার অধিকারী করত না [অথবা, অযোগ্য লোকেরা ক্ষমতার অধিকারী হতো না]।

শাব্দিক অনুবাদ : لَبِسْتُ আমি পরিধান করেছি الْخَمِيْصَةَ কালো ডোরাকাটা চাদর أَبْغِى লাভের উদ্দেশ্যে الْخَبِيْصَةَ মিষ্টান্ন وَأَنْشَبْتُ এবং আমি গেঁথে দিয়েছি شِصِّى আমার বড়শি فِى كُلِّ شِيْصَةٍ সব রকমের মাছের মধ্যে অর্থাৎ গলায় صَيَّرْتُ আমি বানিয়েছি وَعْظِى আমার ওয়াজকে أُحْبُوْلَةً জাল স্বরূপ أُرِيْغُ আমি অন্বেষণ করি الْقَنِيْصَ নর শিকার بِهَا তার দ্বারা وَالْقَنِيْصَةَ ও মাদী শিকার وَأَلْجَانِى আমাকে বাধ্য করেছে الدَّهْرُ কালপরিক্রমা حَتّٰى ফলে وَلَجْتُ আমি প্রবেশ করেছি بِلُطْفِ احْتِيَالِىْ আমার সূক্ষ্ম কৌশলে عَلَى اللَّيْثِ বাঘের উপস্থিতিতে عِيْصَةً তার ঝোঁপে عَلٰى أَنَّنِىْ এতদসত্ত্বেও আমি لَمْ أَهَبْ ভয় করিনি صَرْفَهُ কালাবর্তকে وَلَا نَبَضَتْ এবং প্রকম্পিত হয়নি لِىَ আমার مِنْهُ তার কারণে فَرِيْصَةً বাহুর মাংস وَلَا شَرَعَتْ এবং অবতরণ করায়নি بِىْ আমাকে عَلٰى مَوْرِدٍ এমন ঘাটে يُدَنِّسُ যা কলঙ্কিত করতে পারে عِرْضِىْ আমার সম্মানকে نَفْسٌ আত্মা حَرِيْصَةٌ লোভী لَوْ যদি أَنْصَفَ ন্যায্যবিচার করত الدَّهْرُ যুগ فِىْ حُكْمِهِ তার বিচারের ক্ষেত্রে لَمَا مَلَّكَ তবে সে অধিকারী করত না الْحُكْمَ ক্ষমতার أَهْلَ النَّقِيْصَةِ অযোগ্য লোকদেরকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَبِسْتُ : আমি পরিধান করেছি।
(س) لُبْسًا : পরিধান করা।
(افعال) إِلْبَاسًا : আবৃত করা, পরিধান করানো।
فِى الْقُرْآنِ : يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا .
مَادَّه : (ل ـ ب ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : إِكْتَسَيْتُ ، ضِدّ : خَلَعْتُ

اَلْخَمِيْصَةُ : (ج) خَمَائِصُ : কালো ডোরাকাটা চাদর।
مَادَّه : (خ ـ م ـ ص) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : كِسَاءٌ
أَبْغِى : আমি খুঁজি/ চাই/ অন্বেষণ করি।
(ض) بَغْيًا ، بُغَاءً : খোঁজ করা, অন্বেষণ করা।
فِى الْقُرْآنِ : قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِىْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ب ـ غ ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : أَطْلُبُ، ضِد : أَتْرُكُ

اَلْخَبِيْصَةُ، اَلْخَبِيْصُ : খেজুর ও ঘি-এর তৈরি হালুয়া।

(ض) خَبْصًا : মিশ্রিত করা, মেশানো।

مَادَّه : (خ ـ ب ـ ص)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَيْصَةٌ

أَنْشَبْتُ : আমি গেঁথে দিয়েছি।

(اِفْعَال)، إِنْشَابًا (تَفْعِيل) تَنْشِيْبًا – ه : আটকে দেওয়া, গেঁথে দেওয়া।

(س) نَشَبًا نُشُوْبًا، نُشْبَةً : আটকে যাওয়া, বিঁধে যাওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذِ الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا .

مَادَّه : (ن ـ ش ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَكَزَتْ

شِصٌّ : (ج) شُصُوْصٌ : বড়শি, পাকা চোর।

(ض ،س) شُصُوْصًا، شِصَاصًا – الْمَعِيْشَةُ : জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া।

(ن) شَصًّا، (اِفْعَال) إِشْصَاصًا – عَنْ كَذَا : বাধা দেওয়া। সরিয়ে দেওয়া।

– تِ النَّاقَةُ وَالشَّاةُ : বকরি বা উটের দুধ কম হওয়া।

(ض) شَصًّا : দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّ مَاشِيَتَنَا شُصُصٌ .

مَادَّه : (ش ـ ص ـ ص) جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : سِنَّارَةٌ

شِيْصَةٌ، شِيْصٌ (ج) شُيُوْصٌ : এক প্রকার মাছ। এক প্রকার নিম্নমানের খেজুর।

يُقَالُ : اَلنَّخْلُ يَنْبُتُ فِيْهِ التَّمْرُ وَالشِّيْصُ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلْقَوْمِ يُوْجَدُ فِيْهِمُ الْجَيِّدُ وَالرَّدِيُّ وَهُمْ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ

مَادَّه : (ش ـ ى ـ ص)، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

صَيَّرْتُ : আমি বানিয়েছি।

(ض) صَيْرُوْرَةً : হওয়া।

(تَفْعِيل) تَصْيِيْرًا : বানানো।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ .

مَادَّه : (ص ـ ى ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

وَعْظٌ : উপদেশ, ওয়াজ।

وَعَظَ (ض) مصـ : উপদেশ দেওয়া।

أُحْبُوْلَةٌ، أُحْبُوْلٌ : (ج) أَحَابِيْلُ : ফাঁদ, জাল।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ .

مَادَّه : (ح ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : شَبَكَةٌ .

أُرِيْغُ : আমি অন্বেষণ করি/ খুঁজি।

(اِفْعَال) إِرَاغَةً : খোঁজ করা। কৌশল অবলম্বন করা। অন্বেষণ করা।

(ن) رَوْغًا رَوَغَانًا : চুপিসারে কোনো দিকে ধাবিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ .

مَادَّه : (ر ـ و ـ غ) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : أَطْلُبُ/أَبْغِى

اَلْقَنِيْصُ : (ج) قِنَاصٌ : নর শিকার।

اَلْقَنِيْصَةُ (ج) قَنَائِصُ : মাদী শিকার।

(ض) قَنْصًا : শিকার করা।

أَلْجَأَ : বাধ্য করল/করেছে।

(اِفْعَال) إِلْجَاءً : বাধ্য করা।

(ف) لَجَأً، لُجُوْءًا، (س) لَجَأً، (اِفْتِعَال) اِلْتِجَاءً : আশ্রয় নেওয়া।

مَادَّه : (ل ـ ج ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام

مُرَادِف : أَجْبَرَ .

اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُوْرٌ : যুগ, কাল, কালাবর্ত।

وَلَجْتُ : আমি প্রবেশ করেছি।

(ض) وُلُوْجًا، لِجَةً : প্রবেশ করা।

(اِفْعَال) إِيْلَاجًا : প্রবেশ করানো।

فِى الْقُرْآنِ : حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (و ـ ل ـ ج) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : دَخَلْتَ

لُطْفٌ : (ن) مصـ : সূক্ষ্ম হওয়া, ছোট হওয়া।
لُطْفٌ : সূক্ষ্মতা।
(ك) لَطَافَةٌ : পবিত্র হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
مَادَّه : (ل ـ ط ـ ف) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : رِقَّةٌ

اِحْتِيَالٌ : (اِفْتِعَال) مصـ : কৌশল অবলম্বন করা।
(ن) حَوْلًا : পরিবর্তন হওয়া।
- حِيْلَةً : ফন্দি করা।
- حَيْلُولَةً : প্রতিবন্ধক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ.
مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : كِيَاسَةٌ

عَلَى اللَّيْثِ : বাঘের উপস্থিতিতে।
اَللَّيْثُ : (ج) لُيُوثٌ ، مَلْيَثَةٌ : বাঘ, সিংহ।
مَادَّه : (ل ـ ي ـ ث) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : أَسَدٌ ـ ذِئْبٌ

عِيْصٌ : (ج) أَعْيَاصٌ، عِيْصَانٌ : ঘন গাছগাছালি, ঝোঁপ।
مَادَّه : (ع ـ ي ـ ص) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : أَجَمَةٌ

(لَمْ) أَهَبْ : আমি ভয় করি নি।
(س) هَيْبًا، هَيْبَةً ،مَهَابَةً : আতঙ্কিত হওয়া। ভয় করা।
(تَفْعِيل) تَهْيِيبًا، (تَفَعُّل) تَهَيُّبًا - فِي : ভীত করা, আতঙ্কিত করা।
اَلْحَدِيثُ : نَزَعَتْ مِنْهُمْ هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ.
مَادَّه : (ه ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : لَمْ أَخَفْ ، ضِدّ : لَمْ آمَنْ

صَرْفُ (ض) مصـ : সরানো, ফেরানো।
مُرَادِف : اَلْحَادِثَةُ.
صَرْفُ الدَّهْرِ : কালের আপদ, কালাবর্তে সংঘটিত বিষয়।

(لَا) نَبَضَتْ : প্রকম্পিত হয় নি।
(ض) نَبْضًا ، نَبَضَانًا : স্পন্দিত হওয়া, প্রকম্পিত হওয়া।
(ن) نُبُوضًا - اَلْمَاءُ : পানি প্রবাহিত হওয়া।
مَادَّه : (ن ـ ب ـ ض) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : عَدَتْ ـ تَحَرَّكَتْ

فَرِيصَةٌ : (ج) فَرِيصٌ ، فَرَائِصُ : বাহু, কাঁধ বা স্তন ও কাঁধের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড, যা ভয়ের সময় কেঁপে উঠে।
فِي الْحَدِيثِ : جِيءَ بِهِمَا تَرْتَعِدُ فَرِيصَتُهُمَا.
مَادَّه : (ف ـ ر ـ ص) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : اَلْكَتِفُ

(لَا) شَرَعَتْ : [আমাকে] অবতরণ করায় নি?
(ف) شَرْعًا - بِهِ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ : অবতরণ করানো।
فِي الْقُرْآنِ : لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.
مَادَّه : (ش ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : أَدْخَلَتْ/أَنْزَلَتْ

مَوْرِدٌ : (ج) مَوَارِدُ : পানির ঘাট, পানস্থান।

يُدَنِّسُ : কলঙ্কিত করে/ ..করতে পারে।
(تَفْعِيل) تَدْنِيسًا : ময়লা করা, কলঙ্কিত করা।
(س) دَنَسًا : কলঙ্কিত হওয়া, ময়লা হওয়া।
قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا الْمَرْءُ يُدَنِّسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضَهُ * فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ
مَادَّه : (د ـ ن ـ س) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : يُوَسِّخُ/يَشِينُ ، ضِدّ : يَنْقَى

عِرْضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : সদাচার, সম্মান, মর্যাদা।
فِي الْحَدِيثِ : أَنَّ إِعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا.
مَادَّه : (ع ـ ر ـ ض) ، جِنْس : صَحِيح

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ ، نُفُوسٌ : আত্মা, প্রাণ, মন।

حَرِيْصَةٌ :(ج) حِرَاصٌ، حَرَائِصُ : লোভী, লোলুপ।

فِى الْقُرْآنِ : حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ -

مَادَّه : (ح - ر - ص) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَامِعَةٌ ، ضِد : قَانِعَةٌ

(لَوْ) أَنْصَفَ : [যদি] ন্যায্য বিচার করত।

(اِفْعَال) اِنْصَافًا : ন্যায়বিচার করা, ন্যায্য বিচার করা।

(ن - ض) اِنْصَفًا : অর্ধেক হওয়া, বরাবর হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : وَلَوْ أَنَّ اَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

مَادَّه : (ن - ص - ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَعْدَلَ/عَدَلَ ، ضِد : ظَلَمَ

اَلدَّهْرُ : (ج) أَدْهُرٌ، دُهُورٌ : কাল, যুগ, কালাবর্ত।

(ف) دَهْرًا - اَلْقَوْمَ وبِالْقَوْمِ : কোনো বিষয় এসে উপনীত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ

مَادَّه : (د - ه - ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعَصْرُ .

حُكْمٌ :(ج) أَحْكَامٌ : নির্দেশ, ফয়সালা, বিচার।

فِى الْقُرْآنِ : اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ -

مَادَّه : (ح - ك - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَضَاءٌ

(لَمَا) مَلَكَ : অধিকারী করত না।

(تَفْعِيْل) تَمْلِيْكًا : মালিক বানানো। অধিকারী বানানো।

(لَمَا) مَلَكَ : অধিকারী হতো না।

(ض) مِلْكًا، مَمْلِكَةً : মালিক হওয়া। অধিকারী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا مَادَّه (م - ل - ك)، جِنْس : صَحِيْح مُرَادِف : حَازَ، ضد : فَقَدَ

اَلْحُكْمُ (ج) أَحْكَامٌ : ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত, ফয়সালা।

مُرَادِف : اِمَارَةٌ

أَهْلٌ (ج) أَهْلُونَ، أَهَالٍ، أَهَالٍ، أَهْلَاتٌ، أَهَلَاتٌ : পরিবার, আত্মীয়, অধিকারী, কোনো গুণে গুণান্বিত, অনুসারী।

فِى الْقُرْآنِ : هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ -

مَادَّه : (ا - ه - ل) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء

مُرَادِف : اٰلٌ/أُسْرَةٌ/ذُوْ

نَقِيْصَةٌ : (ج) نَقَائِصُ : দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক।

(ن) نَقْصًا : হ্রাস পাওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

مَادَّه : (ن - ق - ص) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشَّيْنُ

أَهْلُ النَّقِيْصَةِ : অযোগ্য, ত্রুটিযুক্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : أَبْغِى الْخَبِيْصَةَ :

এ জুমলাটি لَبِسْتُ ফেয়েলের ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهٗ : لَمَا مَلَّكَ الْحُكْمَ أَهْلَ النَّقِيْصَةِ :

যদি مَلَّكَ বাবে تَفْعِيْل-এর থেকে নেওয়া হয় তাহলে أَهْلَ النَّقِيْصَةِ আর مَفْعُول بِه ১ম তার اَلْحُكْمَ ২য় مَفْعُول بِه হবে এবং ضَمِيْر هُوَ তার ফায়েল হবে। আর যদি أَهْلُ النَّقِيْصَةِ بَاب ضَرَبَ থেকে নেওয়া হয় তাহলে হবে مَلَكَ-এর ফায়েল, আর اَلْحُكْمَ হবে مَفْعُول بِه -

বালাগাত

قَوْلُهٗ : لَبِسْتُ الْخَمِيْصَةَ أَبْغِى الْخَبِيْصَةَ :

এখানে خَمِيْصَة এবং خَبِيْصَة-এর মধ্যে جِنَاس مُضَارِع হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَنْشَبْتُ شِصِّى فِى كُلِّ شَبِيْصَةٍ :

এ বাক্যের মধ্যে شِصّ এবং شَبِيْصَة- এর মধ্যে جِنَاس مُكْتَنَف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أُرِيْغُ الْقَنِيْصَ بِهَا وَالْقَنِيْصَةَ :

এখানে اَلْقَنِيْصَ এবং اَلْقَنِيْصَةَ- এর মাঝে جِنَاس مُطَرَّف হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

ثُمَّ قَالَ لِي: أُدْنُ فَكُلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ، وَقُلْ . فَالْتَفَتُّ إِلَى تِلْمِيذِهِ، وَقُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَنْ يُسْتَدْفَعُ بِهِ الْأَذَى، لِتُخْبِرَنِّي مَنْ ذَا؟ فَقَالَ : هٰذَا أَبُو زَيْدٍ السَّرُوجِيُّ ، سِرَاجُ الْغُرَبَاءِ وَتَاجُ الْأُدَبَاءِ. فَانْصَرَفْتُ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُ ، وَقَضَيْتُ الْعَجَبَ مِمَّا رَأَيْتُ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, নিকটে আস এবং খাও ; আর যদি তুমি [উঠে যেতে] চাও তবে উঠে যাও। এবং [যা ইচ্ছা হয়] বল। তখন আমি তাঁর শিষ্যের দিকে ফিরে তাকালাম এবং বললাম, আমি তোমাকে সেই সত্তার কসম দিচ্ছি, যার সাহায্যে দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করা হয়। তুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে, ইনি কে? উত্তরে সে বলল, ইনি আবূ যায়দ সারূজী, ভবঘুরেদের [প্রবাসীদের] প্রদীপ, সাহিত্যিককুল শিরোমুকুট। অতঃপর আমি যেখান থেকে এলাম সেখানে ফিরে গেলাম এবং আমি যা দেখলাম তাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর قَالَ তিনি বললেন لِي আমাকে أُدْنُ নিকটে আস فَكُلْ এবং খাও وَإِنْ شِئْتَ আর যদি তুমি চাও فَقُمْ তবে উঠে যাও وَقُلْ এবং বল فَالْتَفَتُّ তখন আমি ফিরে তাকালাম إِلَى تِلْمِيذِهِ তার শিষ্যের দিকে وَقُلْتُ এবং আমি বললাম عَزَمْتُ عَلَيْكَ আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি بِمَنْ সেই সত্তার يُسْتَدْفَعُ দূরীভূত করা হয় بِهِ যার সাহায্যে الْأَذَى দুঃখ-কষ্ট لِتُخْبِرَنِّي তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে مَنْ ذَا ইনি কে? فَقَالَ উত্তরে সে বলল هٰذَا ইনি أَبُوزَيْدٍ السَّرُوجِيُّ আবূ যায়দ সারূজী سِرَاجُ الْغُرَبَاءِ ভবঘুরেদের প্রদীপ تَاجُ الْأُدَبَاءِ সাহিত্যিককুল শিরোমুকুট فَانْصَرَفْتُ অতঃপর আমি সেখানে ফিরে গেলাম مِنْ حَيْثُ যেখান থেকে أَتَيْتُ এলাম وَقَضَيْتُ الْعَجَبَ এবং অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম مِمَّا رَأَيْتُ যা দেখলাম তাতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُمْ : দাঁড়াও, উঠে যাও।

(ن) قِيَامًا : উঠে যাওয়া, দাঁড়ানো, সোজা হওয়া।

- إِلَى : প্রস্তুত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأٰتُوا الزَّكٰوةَ .

مَادَّه : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي،

مُرَادِف : إِذْهَبْ

قُلْ : বল।

(ن) قَوْلًا ، مَقَالًا : বলা।

اِلْتَفَتُّ : আমি ফিরে তাকালাম।

(اِفْتِعَال) اِلْتِفَاتًا : ফিরে তাকানো, লক্ষ্য করা।

(ض) لَفْتًا (الْكَلَام) : বেপরোয়াভাবে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا .

مَادَّه : (ل ـ ف ـ ت) ، جِنْس : صَحِيح،

مُرَادِف : نَظَرْتُ

أُدْنُ : নিকটে আস, নিকটবর্তী হও।

(ن) دُنُوًّا : নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى .

مَادَّه : (د ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي،

مُرَادِف : أُقْرُبْ

كُلْ : আহার কর, খাও।

(ن) أَكْلًا ، مَأْكَلًا : আহার করা, খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

مَادَّه : (أ ـ ك ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء،

مُرَادِف : إِطْعَمْ

(إِنْ) شِئْتَ : [যদি] তুমি চাও।

(ف) شَيْئًا ، مَشِيْئَةً : চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

مَادَّه : (ش ـ ي ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (أَجْوَف يَائِي وَمَهْمُوز لَام)

مُرَادِف : قَصَدْتَ

Free @ www.eilm.weebly.com

تِلْمِيْذٌ : (ج) تَلَامِيْذُ : ছাত্র। শিষ্য।

عَزَمْتُ : আমি কসম দিলাম [দিচ্ছি]।

(ض) عَزْمًا (عَلٰى) : শপথ দেওয়া, সংকল্প করা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

(اِفْتِعَال) اِعْتِزَامًا، (تَفَعُّل) تَعَزُّمًا : সংকল্প করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.

مَادَّه : (ع - ز - م) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : أَقْسَمْتُ

يَسْتَدْفِعُ (مج) : দূরীভূত করা হয়।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِدْفَاعًا : দূরীভূত করা।

- اِلٰى : দেওয়া, পরিশোধ করা।

(ف) اَدْفَعًا : প্রতিহত করা, ধাক্কা দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ.

مَادَّه : (د - ف - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُزَالُ ، ضِدّ : يُقَرِّرُ

اَلْاَذٰى ، اَلْاَذِيَّةُ ، اَلْاَذَاةُ : কষ্ট, দুঃখ।

(س) اَذًى، اَذَاةً، (تَفَعُّل) تَاَذِّيًا : কষ্ট পাওয়া।

(اِفْعَال) اِيْذَاءً : কষ্ট দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ.

مَادَّه : (أ - ذ - ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاء وَنَاقِص يَائِى)

مُرَادِف : اَلضَّرَرُ

لَتُخْبِرَنَّ (لَام تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد خَفِيْفَة) :
তুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে।

(اِفْعَال) اِخْبَارًا : সংবাদ দেওয়া।

(ن) خُبْرًا، (اِفْتِعَال) اِخْتِبَارًا : পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

فِى الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا.

مَادَّه : (خ - ب - ر) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : لَتُنَبِّأُ

سِرَاجٌ : (ج) سُرُجٌ : প্রদীপ, বাতি।

مَادَّه : (س - ر - ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِصْبَاحٌ

(ج) غُرَبَاءُ (و) غَرِيْبٌ : ভবঘুরে, প্রবাসী, মুসাফির।

فِى الْحَدِيْثِ : بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا . سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ

مَادَّه : (غ - ر - ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُسَافِرُ ، ضِدّ : اَلْمُقِيْمُ

تَاجٌ : (ج) اَتْوَاجٌ، تِيْجَانٌ : তাজ, মুকুট, শাহী টুপি।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ.

مَادَّه : (ت - ى - ج)، جِنْس : اَجْوَف يَائِى، مُرَادِف : اِكْلِيْلٌ

(ج) اُدَبَاءُ، اَدِيْبٌ (صف، مذ : সাহিত্যিক।

(ك) اَدَبًا : শিষ্ট হওয়া। সাহিত্যিক হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

مَادَّه : (ا - د - ب) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : بَلِيْغٌ/فَصِيْحٌ

اِنْصَرَفْتُ : আমি ফিরে গেলাম।

(اِنْفِعَال) اِنْصِرَافًا : ফিরে যাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ.

مَادَّه : (ص - ر - ف)، جِنْس : صَحِيْح.

مُرَادِف : رَجَعْتُ/اِنْثَنَيْتُ

مِنْ حَيْثُ اَتَيْتُ : যেখান থেকে এলাম।

اَتَيْتُ : আমি এলাম।

(ض) اِتْيَانًا : আসা।

فِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ.

مَادَّه : (أ - ت - ى)

جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاء - نَاقِص يَائِى)

مُرَادِف : جَاءَ ، ضِدّ : ذَهَبَ

قَضَيْتُ : আমি পূরণ করলাম।

(ض) قَضَاءً (الْحَاجَةَ) : পূরণ করা।

- الْعَجَبَ : অবাক হওয়া।

- الدَّيْنَ : পরিশোধ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ -

مَادَّه : (ق - ض - ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَتْمَمْتُ

اَلْعَجَبُ : বিস্ময়, আশ্চর্য।

(س) عَجَبًا مِنَ الْاَمْرِ وَلَهٗ : আশ্চর্যান্বিত হওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعْجَابًا - مِنْهُ : আশ্চর্যান্বিত হওয়া।

(اِفْعَال) اِعْجَابًا : (تَفْعِيْل) تَعْجِيْبًا : আশ্চর্যান্বিত করা।

(تَفَعُّل) تَعَجُّبًا مِنْهُ : আশ্চর্যান্বিত হওয়া।

مَادَّه : (ع - ج - ب) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْغَرَابَةُ

رَاَيْتُ : আমি দেখলাম।

(ف) رُؤْيَةً : দেখা।

قَضَيْتُ الْعَجَبَ مِنْ ... : অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম।

Free @ www.e-ilmweebly.com

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : وَاِنْ شِئْتَ فَقُمْ وَقُلْ :

اِنْ হরফে شَرْط আর شِئْتَ ফেয়েল مَا ফায়েল اَلْقِيَامَ তার
مَفْعُوْل بِهٖ مَحْذُوْف অতঃপর ফেয়েল তার فَاعِل এবং مَفْعُوْل
بِهٖ মিলে شَرْط আর قُمْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল। ফেয়েল তার
ফায়েলসহ جُمْلَه فِعْلِيَّه اِنْشَائِيَّه হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْه আর
قُلْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল, ফেয়েল তার فَاعِل সহ قَوْل আর
مِنْ عُيُوْنِيْ مَاشِئْتَ হলো مَفْعُوْل بِهٖ مَحْذُوْف অতঃপর
مَقُوْلَه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়ে مَعْطُوْف এর
مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে جَزَاء -

বালাগাত

قَوْلُهٗ: فَكُلْ .... وَقُلْ :

এখানে كُلْ এবং قُلْ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

اَلتَّدْرِيْبَاتُ

١. الف. شَكِّلْ وَتَرْجِمْ :
حَدَّثَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : لَمَّا اقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْاِغْتِرَابِ وَأَنْأَتْنِي الْمَتْرَبَةُ عَنِ الْأَتْرَابِ ...... لَا أَمْلِكُ بُلْغَةً وَلَا أَجِدُ فِيْ جِرَابِيْ مُضْغَةً ----- أَبُوْحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِيْ.
ب. أُذْكُرِ الْإِسْتِعَارَةَ الْمُوْدَعَةَ فِي الْعِبَارَةِ الْمَرْسُوْمَةِ.
ج. اَلْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ مَنْ هُوَ؟
د. صَنْعَاءُ عَاصِمَةُ أَيِّ مَمْلَكَةٍ اَلْيَوْمَ/مَا الْمُرَادُ؟ بِالصَّنْعَاءِ.

٢. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ بَعْدَ تَشْكِيْلِهَا - فَوَلَجْتُ غَابَةَ الْجَمْعِ لِأَسْبُرَ مَجْلَبَةَ الدَّمْعِ .... إِلَامَ تَسْتَمِرُّ عَلَى غَيِّكَ وَتَسْتَمْرِئُ مَرْعَى بَغْيِكَ .
ب. اُكْتُبْ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةَ : فَوَائِدُ . فَرَائِدُ . شَقَاشِقُ . جَهَالَاتٌ . خُزَعْبَلَاتٌ . زَوَاجِرُ .
ج. حَرِّرْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَهِ وَأَجْنَاسَهَا مَعَ مَعَانِيْهَا : اِلْتَقَطَ . خَبَّ . مَجَالٌ . اِرْتِجَالٌ . اَلْجَامِعُ . غَيٌّ . مَرْعٰى .
د. عَيِّنْ مِصْدَاقَ الضَّمِيْرِ الْمَرْفُوْعِ فِيْ رَئِيْتُ وَمِصْدَاقَ شَخْصًا .
ه. "عَلٰى أَنَّنِيْ لَمْ أَهَبْ صَرْفَهُ" مِنْ أَيَّةِ مَقَامَةٍ هٰذَا الْمِصْرَعُ وَمَا مَعْنَاهُ؟ بَيِّنْ مُتَفَكِّرًا .

٣. الف. شَكِّلْ وَتَرْجِمْ : هَلَّا انْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتِدَائِكَ ...... فَمَا أَسْيَتَ.
ب. أُذْكُرْ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوْعِ وَجُمُوْعَ الْمُفْرَادَتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ.
ج. اُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ (أَيْ ثَمَانِيَةٍ شِئْتَ) : تَفُوْتُ . رَثَّ . هَجَمْتُ . نَعْلٌ . سَمِيْرٌ . حَنِيْذٌ . مُنَافِنٌ . قَبَالَةٌ . زَفَرَ . اَلْغَيْظُ . خِفْتُ . يَسْطُوْ .
د. اُكْتُبْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ : تُوْبِقُ . مَخْشَرَتٌ . تِلْمِيْزٌ . أَعْدَاءٌ . عَجَّلْتَ . تُؤْثِرُ . اَلْحِمَامُ . كَرَمًا .

٤. الف. شَكِّلِ الْعِبَارَةَ وَتَرْجِمْهَا : ثُمَّ أَنَّهُ لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ .... فَلَمَّا أَنْ خَبَتْ نَارُهُ تَوَارٰى أُوَارُهُ ..... أَنْشَدَ : لَبِسْتُ الْخَمِيْصَةَ ....
ب. قَوْلُهُ أَنْشَدَ : لَبِسْتُ --- أَكْمِلِ الْأَشْعَارَ ثُمَّ تَرْجِمْهَا وَاشْرَحْهَا.
ج. لِمَنْ هٰذِهِ الْأَبْيَاتِ اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ؟
د. حَوِّلِ النَّظْمَ إِلَى النَّثْرِ .
(ه) حَرِّرْ وُجُوْهَ الْإِعْرَابِ لِلْبَيْتِ الثَّانِيْ؟
(و) أَوْضِحِ التَّشْبِيْهَ فِيْ قَوْلِهِ : لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الثانية الحلوانية

দ্বিতীয় মাকামা : হুলওয়ানের গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

আল্লামা হারীরী এ মাকামায় অভিনব উপমা-উৎপ্রেক্ষা সম্বলিত ছয়টি কাব্যশ্লোক উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে এভাবে কাহিনী সাজিয়েছেন যে, ইরাকের হুলওয়ান শহরে আবূ যায়েদ সারূজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের বেশ অন্তরঙ্গ সাহিত্য-আড্ডা জমে উঠে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবূ যায়েদ সারূজী অভাব-অনটনের শিকার হয়ে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে ইরাক ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যান। একদিন তিনি সেখানকার লেখক-সাহিত্যিকদের আড্ডাস্থল এক গ্রন্থাগারে হাজির হন। তিনি সেখানে দেখতে পান, অতি সাধারণ বেশে একজন ঘনশ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে মজলিসের পেছনে এসে বসেন। এক পর্যায়ে লোকটি তাঁর পাশে অধ্যয়নরত জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে গ্রন্থটি পাঠ করছেন তার নাম কি? লোকটি উত্তরে বললেন, কবি আবূ উবাদা বুহতুরীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। লোকটি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি রস উপভোগ করার মতো কোনো কাব্যশ্লোক আপনি পেয়েছেন? পাঠক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলে তিনি বললেন, একি আর তেমন উল্লেখযোগ্য? এর চেয়েও তো উৎকৃষ্ট শ্লোক রয়েছে। এ বলে তিনি দু'টি কাব্যশ্লোক শোনালেন। উপস্থিত লোকজন তার শ্লোক দু'টি শুনে পছন্দ করেন এবং শ্লোকগুলো কার রচিত, তা জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, এগুলো আমার রচিত। উপস্থিত লোকজন তাঁর এ দাবিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল। সুতরাং তাদের একজন প্রশ্ন করল যে, যদি আপনি সত্যিই উপরিউক্ত কবিতার রচয়িতা হয়ে থাকেন, তবে আমি একটি নতুন কাব্যশ্লোক পেশ করছি। আপনি তার অনুকরণে শ্লোক রচনা করে দেখান। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো শ্লোক শুনিয়ে তার উত্তর দিলেন। এতে উপস্থিত লোকজন তাঁর উৎপন্নমতি কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করল। তিনি তাদের মুগ্ধতা লক্ষ্য করে আরও দুটো শ্লোক তাদেরকে শোনান। এতে উপস্থিত জনতা তার প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হলো। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি এসব কাণ্ড দেখে একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম, এ বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা লোকটি আমার সেই পূর্ব পরিচিত আবূ যায়েদ সারূজী। তার চুল-দাড়ি শুভ্র হয়ে যাওয়ায় তাকে আমার চিনতে বিলম্ব হয়েছে। তাঁর এত দ্রুত চুল-দাড়ি শুভ্র হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি একটি কবিতায় এ বলে তার উত্তর দেন যে, দুঃখ-দুর্দশার ক্রমাঘাত আমার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الثَّانِيَةُ الْحُلْوَانِيَّةُ

দ্বিতীয় মাকামা : হুলওয়ানের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ : كَلِفْتُ مُذْ مِيطَتْ عَنِّي التَّمَائِمُ، وَنِيطَتْ بِيَ الْعَمَائِمُ، بِأَنْ أَغْشَى مَعَانَ الْأَدَبِ، وَأُنْضِيَ إِلَيْهِ رِكَابَ الطَّلَبِ، لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُوْنُ لِيْ زِيْنَةً بَيْنَ الْأَنَامِ، وَمُزْنَةً عِنْدَ الْأُوَامِ، وَكُنْتُ لِفَرْطِ اللَّهَجِ بِاقْتِبَاسِهِ، وَالطَّمَعِ فِيْ تَقَمُّصِ لِبَاسِهِ، أُبَاحِثُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ،

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন থেকে আমার তাবিজ-কবজ খুলে নেওয়া হলো এবং আমাকে পাগড়ি পরানো হলো তখন থেকে আমি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করতে এবং এদুদ্দেশ্যে [জ্ঞান] অন্বেষণের বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে [অর্থাৎ, অধিক সফর করতে] ভীষণ আগ্রহী হয়েছি, যাতে আমি তার সাথে এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি, যা সৃষ্টি-সমাজে আমার জন্য ভূষণ হবে এবং পিপাসার সময় বারিবহ মেঘ স্বরূপ হবে। আর আমি সাহিত্যের আলো আহরণের জন্য আগ্রহাতিশয্যে এবং সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি লোভের কারণে ছোট-বড় সবার সাথে [সাহিত্য-নিয়ে] আলোচনা করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الثَّانِيَةُ দ্বিতীয় মাকামা اَلْحُلْوَانِيَّةُ হুলওয়ানের গল্প حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন كَلِفْتُ ভীষণ আগ্রহী হয়েছি مُذْ যখন থেকে مِيطَتْ খুলে নেওয়া হলো عَنِّي আমার থেকে التَّمَائِمُ তাবিজ-কবজ وَنِيطَتْ এবং পরানো হলো بِيَ আমাকে الْعَمَائِمُ পাগড়ি بِأَنْ أَغْشَى আমি প্রবেশ করতে مَعَانَ الْأَدَبِ সাহিত্যের আসরে وَأُنْضِيَ এবং বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে إِلَيْهِ এদুদ্দেশ্যে رِكَابَ الطَّلَبِ অন্বেষণের বাহন জন্তুকে لِأَعْلَقَ যাতে আমি এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি مِنْهُ তার সাথে بِمَا يَكُوْنُ যা হবে لِيْ আমার জন্য زِيْنَةً ভূষণ بَيْنَ الْأَنَامِ সৃষ্টি-সমাজে مُزْنَةً বারিবহ মেঘ عِنْدَ সময় الْأُوَامِ পিপাসা لِفَرْطِ اللَّهَجِ আগ্রহাতিশয্যে بِاقْتِبَاسِهِ সাহিত্যের আলো আহরণের জন্য وَالطَّمَعِ এবং লোভের কারণে فِيْ تَقَمُّصِ لِبَاسِهِ সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি وَكُنْتُ أُبَاحِثُ আর আমি আলোচনা করতাম كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ বড় ছোট সবার সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَكَى : বর্ণনা করল [করেন]।

(ض) حِكَايَةً : বর্ণনা করা।

(مُفَاعَلَه) مُحَاكَاةً : অনুকরণ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَا سَرَّنِيْ أَنِّيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا .

مَادَّه : (ح ـ ك ـ ى) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : رَوٰى

كَلِفْتُ : আমি ভীষণ আগ্রহী হয়েছি

(س) كَلَفًا : আসক্ত হওয়া, ভীষণ আগ্রহী হওয়া।

(تَفَعُّل) تَكَلُّفًا : কঠিন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : أَرَاكَ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ .

مَادَّه : (ك ـ ل ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح .

مُرَادِف : تُقْتُ ، ضِدّ : كَرِهْتُ

مُذْ : যখন থেকে।

مِيطَتْ (مج) : সরিয়ে নেওয়া/ খুলে নেওয়া হলো।

(ض) مَيْطًا ، مَيَاطَانًا : দূর করা। দূর হওয়া।

(اِفْعَال) إِمَاطَةً : পৃথক হওয়া। পৃথক করা।

فِي الْحَدِيْثِ : أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ .

مَادَّه : (م ـ ى ـ ط) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : أُزَالَتْ ، ضِد : أُثْبِتَتْ

(ج) اَلتَّمَائِمُ ، (و) تَمِيْمَةٌ : তাবিজ-কবজ।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلتَّمَائِمُ وَالرُّقٰى وَالتِّوَلَةُ مِنَ الشِّرْكِ .

مَادَّه : (ت ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْأَحْرَازُ

نِيْطَتْ (مج) : । ঝুলানো হলো, পরানো হলো।

(ن) نَوْطًا ـ نِيَاطًا (إفعال) إِنَاطَةً : । লটকানো, ঝুলানো, পরানো।

مَادَّه : (ن ـ و ـ ط)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي، مُرَادِف : عُلِّقَتْ

(ج) اَلْعَمَائِمُ، (و) عِمَامَةٌ : । পাগড়ী, উষ্ণীষ।

فِي الْحَدِيْثِ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(أَنْ) أَغْشَى : । গমন /প্রবেশ করব [-করতে]।

(س) غَشَيَانًا : । আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, প্রবেশ করা, আসা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِغْشَاءً : । আবৃত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ.

مَادَّه : (غ ـ ش ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَدْخَل ، ضِدّ : أَخْرَجَ

مَغَانٍ : । মঞ্জিল, মজলিস, আসর।

قَالَ الشَّاعِرُ الْمُعْتَرِيْ : مَغَانٍ مَنْ أَحْبَبْتَنَا مَغَانٍ تُجِيْبُ الصَّاهِلَاتِ بِهِ الْقِيَان

مَادَّه : (م ـ غ ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْمَنْزِلُ

اَلْأَدَبُ (ج) آدَابٌ : । সাহিত্য, শিষ্টাচার।

(أَنْ) أُنْضِيَ : । বাহনজন্তু দুর্বল করব [-করতে]।

(اِفْعَال) إِنْضَاءً ـ اَلْبَعِيْرَ وَالرِّكَابَ : । শীর্ণ করা, দুর্বল করা।

ـ الثَّوْبَ : । জীর্ণ করা।

(ن) نَضْوًا، (اِفْتِعَال) اِنْتِضَاءً : । টানা।

ـ الثَّوْبَ : । [কাপড়] খুলে ফেলা।

فِي الْحَدِيْثِ : قَالَ عَلِيٌّ (رض) كَلِمَاتٍ لَوْ رَحَلْتُمْ فِيْهِنَّ/ اَلْمَطِيَّ لَأَنْضَيْتُمُوْهُنَّ

مَادَّه : (ن ـ ض ـ و) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : أَهْزَلَ ، ضِدّ : أَقْوٰى

(ج) رِكَابٌ، (و) رَاحِلَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :
বাহনজন্তু, বাহনের উট।

এ শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে :

১. কেউ বলেন এটা إِسْم جَمْع তার কোনো وَاحِد নেই।

২. কেউ বলেন, এটা جَمْع তবে তার وَاحِد কি এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

ক. এর وَاحِد হচ্ছে رُكَيْبَةٌ

খ. কেউ কেউ বলেন, তার وَاحِد হচ্ছে [ভিন্ন শব্দমূল থেকে] رَاحِلَة তবে এর جَمْع আসে। رُكُبٌ، رِكَابَاتٌ، رَكَائِبُ

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ.

مَادَّه : (ر ـ ك ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْإِبِل/مَرْكَب

طَلَبٌ : । অন্বেষণ।

اَلطَّلَبُ (ن) مصـ : । অন্বেষণ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ب)، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْبُغْيَةُ

أَعْلَقُ : । আমি আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ব [পড়ি]।

(س) عُلُوْقًا ، عَلَقًا ، عِلْقًا (اِفْتِعَال) اِعْتِلَاقًا ـ مِنْهُ : জড়িয়ে পড়া, জড়িত হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَعْلِيْقًا : । ঝুলানো, লটকানো।

فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

مَادَّه : (ع ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِتَّصَلَ / اِشْتَرَكَ ، ضِدّ : اِفْتَرَقَ

يَكُوْنُ : । হয়, হবে।

(ن) كَوْنًا : । হওয়া।

زِيْنَةٌ : । সাজ-সজ্জা, ভূষণ, শোভা, অলঙ্কার।

(ض) زِيْنَةً، (تَفْعِيْل) تَزْيِيْنًا : । শোভিত করা, সজ্জিত করা।

(تَفَعُّل) تَزَيُّنًا : । সুশোভিত হওয়া, সুসজ্জিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَتِهِ.

مَادَّه : (ز ـ ى ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : حُسْنٌ ، ضِدّ : شَيْنٌ

بَيْنَ : । মধ্যে, মাঝে।

اَلْأَنَامُ : । মাখলুক, সৃষ্টি জগৎ, সৃষ্টি সমাজ।

مُزْنَةٌ (ج) مُزْنٌ : । মেঘ, বারিবহ মেঘ, সফেদ মেঘ।

فِي الْحَدِيْثِ : مَا تَقُوْلُوْنَ هٰذِهِ قَالُوا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوْا وَالْمُزْنُ.

مَادَّه : (م ـ ز ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسَّحَابُ/اَلْعِنَانُ

عِنْدَ : (ظَرْف زَمَان وَمَكَان)। নিকটে, সময়।

اَلْأُوَامُ (ج) أُوَم : । পিপাসা, পিপাসার তীব্রতা।

(ن) أَوْمًا : । পিপাসায় কাতর হওয়া, তীব্র পিপাসিত হওয়া।

مَادَّه : (أ ـ و ـ ه)، جِنْس : مُرَكَّب مَهْمُوْز فَا، أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلْعَطَشُ ، ضِدّ : اَلرِّيُّ

(كُنْتُ) .. أُبَاحِثُ : । আলোচনা করতাম।

(مُفَاعَلَة) مُبَاحَثَةً : । আলোচনা করা।

فَرْطٌ : । অতিশয়তা, আতিশয্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَرْطٌ (ن) مص : মাত্রা অতিক্রম করা।

اَللَّهَجُ : আসক্তি, আগ্রহ।

(س) لَهَجًا - بِهِ : আসক্ত/আগ্রহী হওয়া।

(اِفْعَال) اِلْهَاجًا : আসক্ত করা।

مَادَّه : (ل . ه . ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحُبُّ/اَلرَّغْبَةُ ، ضِدّ : اَلْبُغْضُ

اِقْتِبَاسٌ (اِفْتِعَال)مص : আলো আহরণ করা।

اَلطَّمَعُ : লোভ, লিপ্সা।

اَلطَّمَعُ : (س) - فِيْ وَبِهِ : লোভ করা।

(اِفْعَال) اِطْمَاعًا : লোভ দেখানো।

فِي الْقُرْاٰنِ : اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ .

مَادَّه : (ط . م . ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحِرْصُ ، ضِدّ : اَلْقَنَاعَةُ

تَقَمُّصٌ (تَفَعُّل) مص : জামা পরিধান করা, পরিচ্ছদ/সাজ গ্রহণ করা।

(تَفْعِيْل) تَقْمِيْصًا : জামা পরিধান করানো।

فِي الْقُرْاٰنِ : اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ .

مَادَّه : (ق . م . ص) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَلَبُّسٌ ، ضِدّ : اَلنَّزْعُ/اَلْخَلْعُ

لِبَاسٌ :(ج) لُبُسٌ ، اَلْبِسَةٌ : পোশাক, পরিচ্ছদ, সাজ।

فِي الْقُرْاٰنِ : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى خَيْرٌ .

مَادَّه : (ل . ب . س) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : ثَوْبٌ

أُبَاحِثُ : আলোচনা করি/ করছি/ করব।

(مُفَاعَلَه) مُبَاحَثَةً : আলোচনা করা।

- عَنْ : অনুসন্ধান করা।

(ف) بَحْثًا - فِيْ : খনন করা।

فِي الْقُرْاٰنِ : فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ .

مَادَّه : (ب . ح . ث) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أُسَائِلُ . أُذَاكِرُ

(مَنْ) جَلَّ : [যে] বড়/ মর্যাদাশীল হয়েছে।

(ض) جَلَالًا ، جَلَالَةً : বড় হওয়া, মর্যাদাশীল হওয়া।

(اِفْعَال) اِجْلَالًا : সম্মানিত করা।

فِي الْقُرْاٰنِ : وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

مَادَّه : (ج . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : عَظُمَ ، ضِدّ : قَلَّ/حَقُرَ

(مَنْ) قَلَّ : [যে/ যা] ছোট/কম হয়েছে।

(ض) قُلًّا - قِلَّةً : হ্রাস পাওয়া, কম হওয়া, ছোট হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَقْلِيْلًا : কম করা, হ্রাস করা।

فِي الْقُرْاٰنِ : اِذْكُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ .

مَادَّه : (ق . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثلاثى

مُرَادِف : حَقُرَ ، ضِدّ : عَظُمَ/جَلَّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : كَلِفْتُ مُذْ مِيْطَتْ عَنِّي التَّمَائِمُ وَنِيْطَتْ بِيَ الْعَمَائِمُ بِاَنْ اَغْشٰى الخ .

مُفْرَد শব্দটি যদি مُذْ ফায়েল। ضَمِيْر مُتَكَلِّم ফেয়েল, كَلِفْتُ -এর পূর্বে আসে তাহলে তা দু' ভাবে ব্যবহার হয়।

ক. مَا -কে جَرّ দেয়। যথা- حَرْف جَرّ হিসাবে তার পরবর্তী اِسْم رَأَيْتُ مُذْ يَوْمَيْنِ

খ. اِسْم ظَرْف হিসাবে ব্যবহার হয় এবং তার পরবর্তী اِسْم مَا ফেয়েলে مَحْذُوْف -এর فَاعِل হিসাবে مَرْفُوْع হয়। যথা- رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَانِ আর যদি جُمْلَه -এর পূর্বে مُذْ শব্দটি আসে তাহলে এটা اسم ظرف এবং পরবর্তী جُمْلَه -এর দিকে مُضَاف হবে। আর পরবর্তী জুমলা مُضَاف اِلَيْه হবে। যথা- এখানে مُذْ مِيْطَتْ عَنِّي التَّمَائِمُ অতএব এখানে نِيْطَتْ بِيَ الْعَمَائِمُ বাক্যটা مَعْطُوف عَلَيْه তার পরে উল্লিখিত বাক্যটি مَعْطُوف অতঃপর مَعْطُوف عَلَيْه ও مَعْطُوف মিলে مُذْ-এর مُضَاف اِلَيْه মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে كلفت ফেয়েলের ظَرْف زَمَان -

قَوْلُهٗ : بِاَنْ اَغْشٰى :

مَعَانٍ এখানে مُتَعَلِّق হবে كَلِفْتُ -এর সাথে, আর بِاَنْ اَغْشٰى الْاُدَبَ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে اَغْشٰى ফেয়েলের مَفْعُوْل فِيْه -

বালাগাত

قَوْلُهٗ : مِيْطَتْ عَنِّي التَّمَائِمُ وَنِيْطَتْ بِيَ الْعَمَائِمُ :

اَلْعَمَائِمُ ও اَلتَّمَائِمُ এবং نِيْطَتْ ও مِيْطَتْ -এর মাঝে এখানে -এর মধ্যে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : مَا يَكُوْنُ لِيْ زِيْنَةً بَيْنَ الْاَنَامِ :

এখানে اَدَب কে زِيْنَة [অলংকারের] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّه بِه উল্লেখ আছে, আর مُشَبَّه মাহযূফ। তাই اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে।

قَوْلُهٗ : مُزْنَةً عِنْدَ الْاُوَامِ :

এ বাক্যে مُزْنَة [মেঘ]-এর সাথে اَدَب কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَأَسْتَسْقِي الْوَبْلَ وَالطَّلَّ، وَأَتَعَلَّلُ بِعَسٰى وَلَعَلَّ، فَلَمَّا حَلَلْتُ حُلْوَانَ ، وَقَدْ بَلَوْتُ الْإِخْوَانَ ، وَسَبَرْتُ الْأَوْزَانَ ، وَخَبَرْتُ مَاشَانَ وَزَانَ ، أَلْفَيْتُ بِهَا أَبَا زَيْدٍ السَّرُوْجِيَّ ، يَتَقَلَّبُ فِيْ قَوَالِبِ الْاِنْتِسَابِ ، وَيَخْبِطُ فِيْ أَسَالِيْبِ الْاِكْتِسَابِ ، فَيَدَّعِيْ تَارَةً أَنَّهُ مِنْ آلِ سَاسَانَ، وَيَعْتَزِيْ مَرَّةً إِلٰى أَقْيَالِ غَسَّانَ

অনুবাদ : এবং আমি [সাহিত্যের] প্রবল বৃষ্টি ও হালকা বৃষ্টি কামনা করতাম। আর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রবোধ লাভ করতাম। অতঃপর যখন আমি হুলওয়ানে উপনীত হলাম এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে পরীক্ষা করলাম, আর [মানুষের] পরিমাপ অনুমান করলাম এবং ভালো-মন্দ যাচাই করে দেখলাম তখন সেখানে আবূ যায়েদ সারুজীকে দেখতে পেলাম। সে বংশ বর্ণনার ছাঁচে যথেচ্ছা পরিবর্তন করছে এবং জীবিকা উপার্জনের কৌশলের ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়ে ঘুরছে। সুতরাং সে একবার দাবি করছে যে, সে সাসানী বংশোদ্ভূত। আবার সে গাসসানী রাজ পরিবারের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَسْتَسْقِيْ এবং আমি [সাহিত্যের] বৃষ্টি কামনা করতাম الْوَبْلَ প্রবল বৃষ্টি وَالطَّلَّ ও হালকা বৃষ্টি وَاَتَعَلَّلُ আর প্রবোধ লাভ করতাম بِعَسٰى وَلَعَلَّ আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে فَلَمَّا অতঃপর যখন حَلَلْتُ উপনীত হলাম حُلْوَانَ হুলওয়ানে وَقَدْ بَلَوْتُ এবং পরীক্ষা করলাম الْإِخْوَانَ বন্ধু-বান্ধবদের وَسَبَرْتُ আর অনুমান করলাম الْأَوْزَانَ পরিমাপ وَخَبَرْتُ এবং আমি যাচাই করে দেখলাম مَاشَانَ وَزَانَ যা ভালো-মন্দ রয়েছে أَلْفَيْتُ আমি দেখতে পেলাম بِهَا সেখানে أَبَا زَيْدٍ السَّرُوْجِيَّ আবূ যায়দ সারুজীকে يَتَقَلَّبُ সে যথেচ্ছা পরিবর্তন করছে فِيْ قَوَالِبِ ছাঁচে الْاِنْتِسَابِ বংশ বর্ণনা وَيَخْبِطُ এবং দিশেহারা হয়ে ঘুরছে فِيْ أَسَالِيْبِ কৌশলের ক্ষেত্রে الْاِكْتِسَابِ জীবিকা উপার্জন فَيَدَّعِيْ সে দাবি করছে تَارَةً একবার أَنَّهُ যে, সে مِنْ آلِ سَاسَانَ সাসানী বংশোদ্ভূত وَيَعْتَزِيْ مَرَّةً আবার সে পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে إِلٰى أَقْيَالِ غَسَّانَ গাসসানী রাজপরিবারের।

শব্দ বিশ্লেষণ

(كُنْتُ) أَسْتَسْقِيْ : আমি পানি/ বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْقَاءً : পানি বা বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

(س) سَقْيًا : পান করানো।

(اِفْعَال) اِسْقَاءً : পানি পান করতে দেওয়া। পান করানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ/ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا .

فِي الْحَدِيْثِ : خَرَجَ يَسْتَسْقِيْ فَقَلَّبَ رِدَاءَهٗ .

مَادَّه : (س ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اِسْتَمْطَرَ

اَلْوَبْلُ ، اَلْوَابِلُ : প্রবল বৃষ্টি, বড় বড় ফোটার বৃষ্টি।

(ض) وَبْلًا : প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ .

مَادَّه : (و ـ ب ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : اَلدِّيْمَةُ ، ضِدّ : طَلٌّ

اَلطَّلُّ (ج) طِلَالٌ ، طِلَلٌ : হাল্‌কা বৃষ্টি, সিক্ততা, আর্দ্রতা।

(ن) طَلًّا – السَّمَاءُ : হালকা বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ .

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلرَّذَاذُ ، ضِدّ : اَلْوَبْلُ

(كُنْتُ) أَتَعَلَّلُ : আমি ব্যস্ত থাকতাম, প্রবোধ লাভ করতাম।

(اِنْفِعَال) اِعْتِلَالًا : সান্ত্বনা লাভ করা।

(تَفْعِيْل) تَعْلِيْلًا : বারবার পান করানো। প্রবোধ লাভ করা, মশগুল হওয়া, ব্যস্ত হওয়া।

(ض) عَلًّا : অসুস্থ হওয়া।

– عَلًّا ، عَلَلًا : পুনরায় বা বারবার পান করা।

– ، : পুনরায় বা বারবার পান করানো।

(اِفْعَال) اِعْلَالًا : অসুস্থ করা।

قَالَ الْجَرِيْرُ : تَعَلَّلُ وَهِيَ سَاغِبَةٌ بَنِيْهَا

مَادَّه : (ع ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : أَتَشَاغَلُ/ أَتَلَهّٰى ـ

عَسٰى وَلَعَلَّ : আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

عَسٰى : (فِعْل مُقَارَبَة) আশা, আকাঙ্ক্ষা, সত্বর, অচিরেই।

فِى الْقُرْآنِ : عَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

مَادَّه : (ع ـ س ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : لَعَلَّ

لَعَلَّ : حَرْف تَرَجِّىْ : আশা, আকাঙ্ক্ষা।

فِى الْقُرْآنِ : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

مَادَّه : (ع ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : لَيْتَ/عَسٰى

(لَمَّا) حَلَلْتُ : [যখন] আমি উপনীত হলাম।

(ن،ض) حَلًّا ، حُلُوْلًا : অবতরণ করা, উপনীত হওয়া।

ـ حَلَالًا : বৈধ হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَحْلِيْلًا : বৈধ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَا تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ

مَادَّه : (ح ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : نَزَلْتُ ، ضِدّ : اِرْتَحَلْتُ

حُلْوَانُ : ইরাকের একটি শহরের নাম।

বাগদাদ ও হামদানের মাঝে অবস্থিত ইরাকের একটি শহরের নাম। হুলওয়ান ইবনে ইমরান এ শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তার নামেই শহরটির নামকরণ হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়।

(قَدْ) بَلَوْتُ : আমি পরীক্ষা করলাম।

(ن) بَلْوًا ـ بَلَاءً ، (اِفْتِعَال) اِبْتِلَاءً : পরীক্ষা করা।

(س) بَلِىَ ، بَلَاءً : জীর্ণ হওয়া, পুরাতন হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ

مَادَّه : (ب ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اِخْتَبَرْتُ / جَرَّبْتُ/ اِمْتَحَنْتُ

(ج) إِخْوَانٌ، أُخْوَةٌ، أَخَاءٌ (و) أَخٌ : ভাই, সাথী, বন্ধু, সহোদর।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ

مَادَّه : (أ ـ خ ـ و)، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا، وَنَاقِص وَاوِى)

مُرَادِف : اَلْأَصْحَابُ/ اَلْأَشِقَّاءُ ، ضِدّ : اَلْأَعْدَاءُ

سَبَرْتُ : (ن) سَبْرًا : অনুমান করলাম।

(ج) أَوْزَانٌ، (و) وَزْنٌ : ওজন, পরিমাপ।

فِى الْقُرْآنِ : اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ـ

مَادَّه : (و ـ ز ـ ن) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اَلْأَقْدَارُ

خَبَرْتُ : যাচাই করে দেখলাম।

(ن) خُبْرًا ـ خِبْرَةً، (اِفْتِعَال) اِخْتِبَارًا : অবগত হওয়া, জানা, পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ـ

مَادَّه : (خ ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَرَفْتُ ، ضِدّ : جَهِلْتُ

(مَا) شَانَ : [যা] কলঙ্কিত করে, [মন্দ]।

(ض) شَيْنًا : দোষারোপ করা, দোষ উন্মোচন করা, কলঙ্কিত করা।

مَادَّه : (ش ـ ى ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : عَابَ ، ضِدّ : زَانَ

(مَا) زَانَ : [যা] সুসজ্জিত/ সুন্দর করে, [ভালো]।

(ض) زَيْنًا : সজ্জিত করা, সুন্দর করা।

(تَفَعُّل) تَزَيُّنًا : সজ্জিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ ـ

مَادَّه : (ز ـ ى ـ ن)، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : حَلّٰى ، ضِدّ : شَانَ

أَلْفَيْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম।

(اِفْعَال) إِلْفَاءً : পাওয়া।

(ن) لَفْوًا ـ فُلَانًا حَقَّهٗ : কারও প্রাপ্য হ্রাস করা।

(تَفَاعُل) تَلَافِيًا : সংশোধন করা।

فِى الْقُرْآنِ : أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ـ

مَادَّه : (ل ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : وَجَدْتُ ، ضِدّ : فَقَدْتُ/عَدِمْتُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْاِكْتِسَابُ (اِفْتِعَال) مصـ : উপার্জন করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .

مَادَّه : (ك ـ س ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَصَادُ

يَدَّعِى : সে দাবি করছে।

(اِنْفِعَال) اِدِّعَاءً : দাবি করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ .

مَادَّه : (د ـ ع ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : يُطَالِبُ

تَارَةً :(ج) تَارَاتٌ ، تِيَرٌ ، تِئَرٌ : একবার, কখনও।

فِى الْقُرْآنِ : مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى .

مَادَّه : (ت ـ ى ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : مَرَّةً، ضِدّ : دَوَامًا

اَلْآلُ : পরিবার-পরিজন, বংশ।

سَاسَانُ : পারস্য রাজবংশ।

مَادَّه : (س ـ و ـ س) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

يَعْتَزِى : ...পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

(اِفْتِعَال) اِعْتِزَاءً : সম্পৃক্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, পরিচয় দেওয়া,

(ن) عَزْوًا : সম্পৃক্ত করা।

مَادَّه : (ع ـ ز ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : يَنْتَسِبُ

مَرَّةً : (ج) مَرٌّ، مِرَارٌ، مِرَرٌ، مُرُوْرٌ، مَرَّاتٌ : একবার, কখনো।

فِى الْقُرْآنِ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ .

مَادَّه : (م ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : تَارَةً ، ضِدّ : دَائِمًا

(ج) أَقْيَالٌ قُيُوْلٌ، (و) قَيْلٌ : সমাজপতি, হিময়ারী সম্রাটদের উপাধি।

مَادَّه : (ق ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

يَتَقَلَّبُ : সে যথেচ্ছা পরিবর্তন করছে।

(تَفَعُّل) تَقَلُّبًا : আবর্তিত হওয়া।

– فِى الْأُمُوْرِ : নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা।

– عَلٰى فِرَاشِهٖ : বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ .

مَادَّه : (ق ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَتَنَوَّعُ / يَتَصَرَّفُ ، ضِدّ : يُثَبِّتُ

(ج) قَوَالِبُ، (و) قَالِبٌ : ছাঁচ, ফর্মা।

فِى الْحَدِيْثِ : كَانَ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَلْبَسْنَ الْقَوَالِبَ

مَادَّه : (ق ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِقْيَاسٌ/ مِصْيَاغٌ

اَلْاِنْتِسَابُ (اِفْتِعَال) مصـ : বংশধারা বর্ণনা করা।

–اِلٰى : পরিচয় দেওয়া, পরিচিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا .

مَادَّه : (ن ـ س ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْاِعْتِزَاءُ

يَتَخَبَّطُ : দিশেহারা হয়ে ঘুরছে।

(ض) خَبْطًا، (تَفَعُّل) تَخَبُّطًا : দিশেহারা হয়ে ঘুরা।

–الشَّيْطَانُ : অপ্রকৃতিস্থ করা।

(اِفْتِعَال) اِخْتِبَاطًا : উসিলা ব্যতীত কারো নিকট প্রার্থনা করা।

فِى الْقُرْآنِ : يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .

قَالَ الشَّاعِرُ : وَلْيَبْكِ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ
وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ

مَادَّه : (خ ـ ب ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَعْمَهُ

(ج) أَسَالِيْبُ، (و) أُسْلُوْبٌ : পন্থা, ধারা, কৌশল।

يُقَالُ : أَخَذَ فُلَانٌ فِىْ أَسَالِيْبَ مِنَ الْقَوْلِ/ «وَاِنَّ أَنْفَهٗ لَفِىْ أُسْلُوْبٍ» اِذَا كَانَ مُتَكَبِّرًا

مَادَّه : (س ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طُرُقٌ/ وُجُوْهٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفْ : مُلُوْكٌ

غَسَّانَ : হিময়ারের রাজবংশ, শামের রাজবংশ।

مَادَّهْ : (غ ـ س ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أُبَاحِثُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ :

জিল্লা ওয়াক্বাল্লা জَلَّ وَقَلَّ হলো شব্দার্থ مُضَافْ كُلَّ আর مَنْ ইসমে মাউসূল مُضَاف অতঃপর صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে كُلَّ -এর مُضَاف إِلَيْهِ অতঃপর أُبَاحِثُ ফেয়েলের مفعول به

قَوْلُهُ : لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُوْنُ لِيْ زِيْنَةً بَيْنَ الْأَنَامِ :

مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে مُزَيَّنَةٌ ও زِيْنَةً শব্দ দুটি يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকেসের খবর, তার মধ্যকার ضَمِيْر হলো يَكُوْنُ ইসম। بَيْنَ الْأَنَامِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ظَرْف -এর

قَوْلُهُ : أَتَعَلَّلُ بِعَسٰى وَلَعَلَّ :

এখানে عَسٰى ফেয়েল হলেও তা "تَمَنِّى" ইসমের অর্থে بَاء حَرْف টাও "تَرَجِّىْ" -এর অর্থে অতঃপর উভয়টাই لَعَلَّ مَجْرُوْر ও جَارّ মিলে أَتَعَلَّلُ -এর مَجْرُوْر হয়েছে। جَرّ -ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَخَبَرْتُ مَاشَانَ وَزَانَ :

وَاو হালিয়া خَبَرْتُ ফেয়েল মা'ফায়েল, مَا ইসমে মাউসূল شَانَ ও زَانَ উভয়টা صِلَه অতঃপর مَوْصُوْل ও صِلَه মিলে خَبَرْتُ ফেয়েলের مَفْعُوْل بِه।

قَوْلُهُ : فَيَدَّعِىْ تَارَةً أَنَّهُ .... إِلٰى أَقْيَالِ غَسَّانَ :

يَدَّعِىْ ফেয়েলের يَدَّعِىْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল تَارَةً শব্দটি ، مَفْعُوْل فِيْه হিসাবে مَنْصُوْب আর أَنَّهُ -এর মধ্যে ইসমে أَنَّ এবং مِنْ آلِ سَاسَانَ এটা ثَابِتٌ -এর সাথে يَعْتَزِىْ -এর মতো تَارَةً শব্দটি مَرَّةً ـ خَبَرأَنَّ হয়ে مُتَعَلِّق ফেয়েলের مَفْعُوْل فِيْه হিসাবে مَنْصُوْب।

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَكُنْتُ لِفَرْطِ اللَّهْجِ بِاقْتِبَاسِه :

এখানে أَدَب কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে نُوْر [আলো]-এর সাথে। مُشَبَّه উল্লেখ আছে مُشَبَّه بِه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে إِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। نُوْر-এর জন্য إِقْتِبَاس [আহরণ করা] مُنَاسِب এখানে তা مُشَبَّه-এর জন্য إِسْتِعَارَة করা হয়েছে সুতরাং إِقْتِبَاس -এর মধ্যে ثَابِتٌ تَرْشِيْحِيَّه হয়েছে।

قَوْلُهُ : جَلَّ وَقَلَّ :

قَلَّ ও جَلَّ -এর মাঝে صَنْعَت طِبَاق হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَسْتَسْقِى الْوَبْلَ وَالطَّلَّ :

এখানে বড় أَدِيْب [সাহিত্যিক] কে وَبْل -এর সাথে আর ছোট أَدِيْب কে طَلّ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّه بِه উল্লেখ আছে। مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং উভয় জায়গায় إِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَيَبْرُزُ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعَرَاءِ، وَيَلْبَسُ حِيْنًا كِبْرَ الْكُبَرَاءِ، بَيْدَ أَنَّهُ مَعَ تَلَوُّنِ حَالِهِ، وَتَبَيُّنِ مُحَالِهِ، يَتَحَلَّى بِرُوَاءٍ وَ رِوَايَةٍ، وَمُدَارَاةٍ وَ دِرَايَةٍ، وَبَلَاغَةٍ رَائِعَةٍ، وَ بَدِيْهَةٍ مُطَاوِعَةٍ، وَآدَابٍ بَارِعَةٍ، وَقَدَمٍ لِأَعْلَامِ الْعُلُوْمِ فَارِعَةٍ، فَكَانَ لِمَحَاسِنِ آلَاتِهِ، يَلْبَسُ عَلَى عِلَّاتِهِ، وَلِسَعَةِ رِوَايَتِهِ، يُصْبِي إِلَى رُؤْيَتِهِ.

অনুবাদ : কখনও সে কবিদের পোশাকে আত্মপ্রকাশ করছে। আর কখনও বিত্তশালীদের অহংকারকে পরিধানরূপে গ্রহণ করছে। তবে তার অবস্থা বৈচিত্র্য ও তার অযথা কথা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই লোকটি তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য, কথার বর্ণনা, সৌহার্দ্য, সূক্ষ্ম জ্ঞান বিমুগ্ধকর সাহিত্যালঙ্কার, স্বেচ্ছাধীন উৎপন্নমতিত্ব, সুউচ্চ গুণ-গরিমা ও নানা জ্ঞানের উঁচু পর্বতমালায় আরোহণকারী চরণ [ইত্যাদি ভূষণ] দ্বারা ভূষিত হয়। সুতরাং জ্ঞান-গরিমার সৌন্দর্যের কারণে তার দোষ-ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেত এবং তার জ্ঞানালোচনার ব্যাপকতার কারণে তার দর্শনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতো।

শাব্দিক অনুবাদ : يَبْرُزُ সে আত্মপ্রকাশ করছে طَوْرًا কখনও فِي شِعَارِ الشُّعَرَاءِ কবিদের পোশাকে وَيَلْبَسُ আর পরিধানরূপে গ্রহণ করছে حِيْنًا কখনো كِبْرَ الْكُبَرَاءِ বিত্তশালীদের অহঙ্কারকে بَيْدَ أَنَّهُ তবে সেই লোকটি مَعَ সত্ত্বেও تَلَوُّنِ حَالِهِ তার অবস্থা বৈচিত্র্য وَتَبَيُّنِ مُحَالِهِ ও তার অযথা কথা প্রকাশ পাওয়া يَتَحَلَّى সে ভূষিত হয় بِرُوَاءٍ চেহারার ঔজ্জ্বল্য رِوَايَةٍ কথার বর্ণনা مُدَارَاةٍ সৌহার্দ্য دِرَايَةٍ সূক্ষ্ম জ্ঞান بَلَاغَةٍ সাহিত্যালঙ্কার رَائِعَةٍ বিমুগ্ধকর بَدِيْهَةٍ উৎপন্নমতিত্ব مُطَاوِعَةٍ স্বেচ্ছাধীন آدَابٍ গুণ-গরিমা بَارِعَةٍ সুউচ্চ قَدَمٍ চরণ لِأَعْلَامٍ উঁচু-পর্বতমালায় الْعُلُوْمِ নানা জ্ঞান فَارِعَةٍ আরোহণকারী فَكَانَ সুতরাং لِمَحَاسِنِ সৌন্দর্যের কারণে آلَاتِهِ জ্ঞান গরিমা يَلْبَسُ ঢাকা পড়ে যেত عَلَى عِلَّاتِهِ তার দোষত্রুটি لِسَعَةِ ব্যাপকতার কারণে رِوَايَتِهِ জ্ঞানালোচনার يُصْبِي আকর্ষণ সৃষ্টি হতো إِلَى প্রতি رُؤْيَتِهِ তার দর্শনের।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَبْرُزُ : আত্মপ্রকাশ করছে।

(ن) بُرُوْزًا : প্রকাশিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ -

مَادَّه : (ب ـ ر ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَظْهَرُ ، ضِدّ : يَخْفِيْ

طَوْرٌ : (ج) أَطْوَارٌ : অবস্থা, পালা, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا -

مَادَّه : (ط ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : حِيْنًا/تَارَةً ، ضِدّ : دَائِمًا

شِعَارٌ : (ج) أَشْعِرَةٌ، شُعُرٌ : গায়ের সাথে লেগে থাকা বস্ত্র। পোশাক, প্রতীক।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ -

مَادَّه : (ش ـ ع ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ثِيَاب

(ج) شُعَرَاءُ، (و) شَاعِرٌ : কবি, কবিতা রচনাকারী।

يَلْبَسُ : পোশাক পরিধান করছে, আবরণরূপে গ্রহণ করছে।

لَبِسَ (س) لُبْسًا : পোশাক পরিধান করা।

حِيْنٌ (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِيْنُ : সময়, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ -

مَادَّه : (ح ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : مَرَّةً/تَارَةً ، ضِدّ : دَائِمًا

كِبْرٌ : অহঙ্কার, দম্ভ, গর্ব।

مَادَّه : (ك ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَكَبُّرٌ ، ضِدّ : تَوَاضُعٌ

(ج) كُبَرَاءُ، كِبَارٌ، (و) كَبِيْرٌ : বড়, সমাজপতি, বিত্তশালী।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ -

فِى الْقُرْآنِ : يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ -

مَادَّه : (ح ـ ل ـ ى) ، جِنْس : لَفِيف مَقْرُون

مُرَادِف : يَتَزَيَّنُ

رُوَاءٌ : । সৌন্দর্য, চেহারার ঔজ্জ্বল্য

رَيًّا، رِيًّا، رُوًى - الشَّجَرُ : । সবুজশ্যামল হওয়া

مَادَّه : (ر ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيف مَقْرُون

مُرَادِف : اَلزِّيْنَةُ ، ضِدّ : اَلْقَبَاحَةُ

رِوَايَةٌ : । বর্ণনা

رِوَايَةٌ (ض) مصـ : । বর্ণনা করা

مُدَارَةٌ : । সৌহার্দ্য

مُدَارَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ)مصـ : । পরস্পর বিনম্র ব্যবহার করা

(ف) دَرَأً - بِهٖ : । প্রতিহত করা

دِرَايَةٌ : । সূক্ষ্ম জ্ঞান

دِرَايَةٌ (ض)مصـ : । কষ্ট করে জানা, কৌশলে জানা

(اِفْعَال) إِدْرَاءٌ : । জানানো

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا .

مَادَّه : (د ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : عِلْمٌ

بَلَاغَةٌ : । সাহিত্যালঙ্কার

بَلَاغَةٌ (ك) مصـ : । সুসাহিত্যিক হওয়া

فِى الْقُرْآنِ : هٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ

مَادَّه : (ب ـ ل ـ غ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : فَصَاحَةٌ ، ضِدّ : خَطَأٌ

رَائِعَةٌ (فا ، مؤ) (ج) رَوَائِعُ ، رُوَّعٌ : । মনোমুগ্ধকর, বিমুগ্ধকর

(ن) رَوْعًا مِنْهُ : । ভয় পাওয়া

- ، الْأَمْرُ : । মুগ্ধ করা

(اِفْعَال) إِرَاعَةٌ : । ভয় দেখানো । মুগ্ধ করা

فِى الْقُرْآنِ : فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ .

مَادَّه : (ر ـ و ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : مُعْجِبَةٌ ، ضِدّ : مُنْكَرَةٌ

مَادَّه : (ك ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعُظَمَاءُ ، ضِدّ : اَلصُّغَرَاءُ

بَيْدَ (أَنَّ) : । তবে, কিন্তু, তবু

فِى الْحَدِيْثِ : نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا .

مَادَّه : (ب ـ ى ـ د) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : غَيْرَ/ضِدّ

مَعْ ، مَعَ : । সাথে, সঙ্গে, সত্ত্বেও

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَخَفْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

تَلَوُّنٌ : । বৈচিত্র্য

تَلَوُّنٌ (تَفَعُّل) مصـ : । রঙীন হওয়া, বৈচিত্র্যময় হওয়া

(تَفْعِيْل) تَلْوِيْنًا : । রং করা

فِى الْحَدِيْثِ : اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ .

مَادَّه : (ل ـ و ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : تَنَوُّعٌ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : । কাদা মাটি অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি

فِىْ حَدِيْثِ الْكَوْثَرِ : وَحَالُهُ الْمِسْكُ أَىْ طِيْنَتُهُ

مَادَّه : (ح ـ و ـ ل)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : كَيْنَةٌ

تَبَيُّنٌ (تَفَعُّل)مصـ : । প্রকাশ পাওয়া

فِى الْقُرْآنِ : قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَّه : (ب ـ ى ـ ن)، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : ظُهُوْرٌ ، ضِدّ : خَفَاءٌ

مُحَالٌ : । অযথা কথা, বক্র, কঠিন, অসম্ভব

اَلْمُحَالُ : هُوَ الْكَلَامُ الْمَعْدُوْلُ عَنْ وَجْهِهٖ

مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : بَاطِلٌ/كِذْبٌ ، ض : مُمْكِنٌ.صِدْقٌ

يَتَحَلّٰى : । ভূষিত হয়

(تَفَعُّل) تَحَلِّيًا : । অলংকার পরা, ভূষিত হওয়া, সজ্জিত হওয়া

(ض) حَلْيًا، (تَفْعِيْل) تَحْلِيَةً : । সজ্জিত করা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

مُرَادِف : اَلزِّيْنَةُ ، ضِدّ : قُبْحٌ

آلَةٌ : (ج) آلٌ ، آلَاتٌ : হাতিয়ার, [এখানে] মানুষকে মুগ্ধ করার কাজে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত গুণাবলি।

قَالَ الرَّاجِزُ : قَدْ أَرْكَبُ الْآلَةَ بَعْدَ الْآلَةِ

مَادَّه : (ا ـ و ـ ل) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فا ، وَ اَجْوَف وَاوِى)

مُرَادِف : عِدَّةٌ/آدَابٌ

(كَانَ) يُلْبَسُ : ঢেকে দেওয়া হতো, ঢাকা পড়ে যেত।

(اِفْعَال) اِلْبَاسًا : আবৃত করা, ঢাকা, পরিধান করা।

فِى الْقُرْآنِ : يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا .

مُرَادِف : يُغَطِّى ، ضِدّ : يُكْشَفُ

(ج) عِلَّاتٌ، عِلَلٌ، (جج) أَعْلَالٌ، (و) عِلَّةٌ : দোষ-ত্রুটি।

قَالَ الشَّاعِرُ : قَالَ لِىْ كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ : عَلِيْلٌ
سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلٌ

مَادَّه : (ع ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : عُيُوْبٌ/أَمْرَاضٌ ، ضِدّ : مَحَاسِنُ

سَعَةٌ : ব্যাপকতা।

سَعَةٌ (س،ح)مصـ : প্রশস্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَوْسِعَةً : প্রশস্ত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا .

مَادَّه : (و ـ س ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

رِوَايَةٌ (ض) مصـ : বর্ণনা করা, [এখানে] জ্ঞানালোচনা।

(كَانَ) يُصْبِى : আকর্ষণ সৃষ্টি করা হতো, ...সৃষ্টি হতো।

(اِفْعَال) اِصْبَاءً : আকর্ষণ সৃষ্টি করা, আকৃষ্ট করা।

(ن) صَبَاءً : শিশু সুলভ কাজ করা।

(س) صَبَاءً - اِلَيْهِ : আগ্রহী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ .

مَادَّه : (ص ـ ب ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : يُمَالُ ، ضِدّ : يُعْرَضُ

رُؤْيَةٌ (ف) مصـ : দেখা, দর্শন করা।

بَدِيْهَةٌ (ج) بَدَائِهُ : উৎপন্নমতিত্ব।

(ف) بَدَاهَةً : উপস্থিত জবাব দেওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়া।

مَادَّه : (ب ـ د ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِرْتِجَالٌ

مُطَاوِعَةٌ (فا ، مؤ) : স্বেচ্ছাধীন, অনুগত।

(مُفَاعَلَة) مُطَاوَعَةً : অনুকরণ করা।

(ن) طَوْعًا : অনুগত হওয়া, স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا .

مَادَّه : (ط ـ و ـ ع) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

(ج) أَدَابٌ، (و) أَدَبٌ : গুণ-গরিমা।

بَارِعَةٌ (فا ، مؤ) : সুউচ্চ, মাত্রাপূর্ণ।

(ن ـ س ـ ك) بَرَاعَةً : জ্ঞান-গরিমা বা গুণে পূর্ণ হওয়া/ অগ্রগামী হওয়া।

(تَفَعُّل) تَبَرُّعًا : দান করা, সদকা করা।

مَادَّه : (ب ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : فَائِقَةٌ ، ضِدّ : نَازِلَةٌ .

قَدَمٌ : (ج) أَقْدَامٌ ، قُدَّامٌ : পা, চরণ।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ .

مَادَّه : (ق ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

(ج) أَعْلَامٌ، (و) عَلَمٌ : উঁচু পর্বত, ঝাণ্ডা, নেতা, চিহ্ন।

مَادَّه : (ع ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جِبَالٌ

(ج) عُلُوْمٌ، (و) عِلْمٌ : ইলম, জ্ঞান।

فَارِعَةٌ (فا ، مؤ) (ج) فَوَارِعُ : [পর্বতে] আরোহণকারী। উঁচু অংশ।

(ف) فَرْعًا - الْجَبَلَ : আরোহণ করা।

(تَفْعِيْل) تَفْرِيْعًا - الْأَرْضَ : প্রদক্ষিণ করা।

- الْمَسَائِلَ : মূলনীতি থেকে উপবিধি বের করা।

(ج) مَحَاسِنُ،(و) حُسْنٌ (وَالْجَمْعُ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ) : সুন্দর গুণাবলি, সৌন্দর্য।

فِى الْقُرْآنِ : وَيُحْسِنُوْنَ صُنْعًا .

مَادَّه : (ح ـ س ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : بَيْدَ أَنَّهُ مَعَ تَلَوُّنِ حَالِهٖ :

بَيْدَ এটা غَيْرَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং غَيْرَ -এর মতোই সর্বদা اِضَافَتْ -এর সাথেই ব্যবহৃত হয়। তবে তার মাঝে এবং غَيْرَ -এর মাঝে তিনটি পার্থক্য আছে–

১. لَفْظ بَيْدَ -এর مُضَافْ اِلَيْهِ সর্বদা إِنَّ مَعَ الْاِسْمِ وَالْخَبَرِ مُضَافْ اِلَيْهِ হওয়া জরুরি, তবে غَيْرَ -এর -এর জন্য এটা জরুরি নয়; বরং এটাও হতে পারে এবং অন্যটাও হতে পারে।

২. لَفْظ غَيْرَ কখনও اِسْتِثْنَاءْ -এর জন্য আসে, আবার কখনও صِفَتْ -এর জন্য আসে কিন্তু لَفْظ بَيْدَ শুধুমাত্র اِسْتِثْنَاءْ -এর জন্য আসে صِفَتْ -এর জন্য আসে না।

৩. لَفْظ غَيْرَ مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ ও مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু لَفْظُ بَيْدَ শুধু مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এখানে بَيْدَ মুযাফ আর أَنَّهُ الخ মুযাফ ইলাইহি। মুজাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُسْتَثْنٰى আর يَلْبَسُ كِبَرَ تَلَوُّنُ الْكُبَرَاءِ ইত্যাদি হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ। আর حَالِهٖ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর تَبَيُّنِ مَحَالِه মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَعْطُوْف অতঃপর مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে مَعَ -এর مُضَاف اِلَيْهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে يَتَحَلّٰى ফেয়েলের ظَرْف।

قَوْلُهُ : وَقَدَم لِأَعْلَامِ الْعُلُوْمِ فَارِعَةً :

لِاَعْلَامِ الْعُلُوْمِ জার ও মাজরুর মিলে مُتَعَلِّقْ মাউসূফ, قَدَمْ হয়েছে فَارِعَةً -এর সাথে। فَارِعَةً শব্দটি قَدَم মُقَدَّ -এর صِفَتْ।

قَوْلُهُ : فَكَانَ لِمَحَاسِنِ آلَاتِهٖ يَلْبَسُ الخ :

لِمَحَاسِنِ آلَتِهٖ -এর مُتَعَلِّقْ হলো يَلْبَسُ -এর সাথে। আর كَانَ -এর সম্পর্ক يَلْبَسُ -এর সাথে। অর্থাৎ, মূলত এখানে فِعْل -এর রূপ হলো كَانَ يَلْبَسُ। لِسَعَةِ رِوَايَتِهٖ -এর مُتَعَلِّقْ হচ্ছে يُصْبِىْ -এর সাথে। আর لِخَلَابَةِ -এর مُتَعَلِّقْ হলো يَرْغَب -এর সাথে। এবং عَارِضَتِهٖ -এর مُتَعَلِّقْ হবে يَسْتَعِفُ -এর সাথে। لِعَزَّوِيَةِ اِبْرَادِهٖ

বালাগাত

قَوْلُهُ : تَلَوُّنُ حَالِهٖ ، وَتَبَيُّنِ مَحَالِه :

উল্লেখিত ইবারতে حَال ও مَحَال -এর মাঝে جِنَاسْ مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : قدم لِأَعْلَامِ الْعُلُوْمِ فَارِعَةً :

এখানে যদি أَعْلَام -এর অর্থ সুউচ্চ পর্বত নেওয়া হয় তাহলে এখানে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ اِلَى الْمُشَبَّهِ হবে। কেননা علوم কে اعلام [পর্বত]-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যদি পর্বত চূড়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَه হয়েছে, কেননা তখন عُلُوْمْ কে পর্বতের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। আর এখানে مُشَبَّهْ بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। আর পর্বতের জন্য চূড়া لَازِمْ এখানে তা عُلُوْم -এর জন্য সাবেত করা হয়েছে। অতএব أَعْلَامْ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةْ تَخْيِيْلِيَّهْ হয়েছে। আর পর্বতে আরোহণ করা اِسْتِعَارَةْ تَرْشِيْحِيَّهْ সুতরাং فَارِعَةْ -এর মধ্যে مُنَاسِبْ হয়েছে।

قَوْلُهُ : لِحَاسِنِ آلَتِهٖ :

এখানে উৎকৃষ্ট গুণাবলি এবং গুণগরিমাকে آلَاتْ [হাতিয়ারের] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّهْ بِهٖ উল্লেখ আছে, مُشَبَّهْ মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةْ مُصَرَّحَهْ হয়েছে।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

لِخلابَةِ عارِضَتِهِ، يُرْغَبُ عَنْ مُعَارَضَتِهِ ،
ولِعذُوبَةِ إيْرادِهِ، يُسْعِفُ بِمُرادِهِ. فَتَعَلَّقْتُ
بِأَهْدابِهِ، لِخَصَائِصِ آدابِهِ، وَنَافَسْتُ فِي
مُصَافَاتِهِ، لِنَفائِسِ صِفَاتِهِ، شِعْر:

فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُو هُمُوْمِي، وَأَجْتَلِي
زَمَانِي طَلْقَ الْوَجْهِ، مُلْتَمِعَ الضِّيَا
أَرَى قُرْبَهُ قُرْبَى، وَمَغْنَاهُ غُنْيَةً
وَرُؤْيَتَهُ رِيًّا، وَمَحْيَاهُ لِي حَيَا

অনুবাদ : তার বাগ্মিতার খলচাতুরীর কারণে তার বিরোধিতায় পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করা হতো এবং তার উপস্থাপনার মাধুর্যের কারণে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হতো। অতএব আমি তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে তার আঁচল জড়িয়ে ধরলাম এবং তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহী হলাম। [শ্লোকের অনুবাদ] : অতএব আমি তার মাধ্যমে আমার দুর্ভাবনার মরচে দূরীভূত করতাম এবং আমি আমার জীবনকালকে দীপ্তবদন ও আলোকোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করতাম। আমি তার সান্নিধ্যকে বন্ধুত্ব এবং তার গৃহকে নির্ভর, তার দর্শনকে তৃপ্তি এবং তার জীবনকে আমার জন্য [জীবন-] বারি মনে করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : لِخَلَابَةِ খলচাতুরির কারণে عَارِضَتِهِ তার বাগ্মিতার يُرْغَبُ পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করা হতো عَنْ مُعَارَضَتِهِ তার বিরোধিতায় وَلِعَذُوْبَةِ এবং মাধুর্যের কারণে إِيْرَادِهِ তার উপস্থাপনার يُسْعِفُ পূর্ণ করা হতো بِمُرَادِهِ তার উদ্দেশ্য فَتَعَلَّقْتُ অতএব আমি জড়িয়ে ধরলাম بِأَهْدَابِهِ তার আচল لِخَصَائِصِ آدَابِهِ তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে وَنَافَسْتُ এবং আগ্রহী হলাম فِيْ مُصَافَاتِهِ তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য لِنَفَائِسِ صِفَاتِهِ তাঁর উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে شِعْر শ্লোক/কবিতা فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُوْ অতএব আমি তার মাধ্যমে দূরীভূত করতাম هُمُوْمِيْ আমার দুর্ভাবনার মরচে وَأَجْتَلِيْ এবং আমি প্রত্যক্ষ করতাম زَمَانِيْ আমার জীবনকাল طَلْقَ الْوَجْهِ দীপ্ত বদন مُلْتَمِعَ الضِّيَاءِ আলোকোজ্জ্বল أَرٰى আমি মনে করতাম قُرْبَهُ তার সান্নিধ্য قُرْبٰى বন্ধুত্ব وَمَغْنَاهُ এবং তার গৃহ غُنْيَةً নির্ভর وَرُؤْيَتَهُ এবং তার দর্শন رِيًّا তৃপ্তি وَمَحْيَاهُ এবং তার জীবন لِيْ আমার জন্য حَيًّا বারি।

শব্দ বিশ্লেষণ

خِلَابَةً : খলতা, খলচাতুরী।
(ن)خَلْبًا، خِلَابَةً، (مُفَاعَلَة) مُخَالَبَةً : নরম কথায় আকৃষ্ট করা।
فِي الْحَدِيْثِ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ـ
مَادَّة : (خ ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِفْ : خِدَاعٌ ، ضِدْ : صَلَاحٌ
عَارِضَةً : (ج) عَوَارِضُ : বাগ্মিতা, বক্তব্যের স্বচ্ছ উপস্থাপন।
(ض) عَرْضًا : প্রদর্শন করা।
(مُفَاعَلَةٌ) مُعَارَضَةً : বিরোধিতা করা।
(افْعَالٌ) إِعْرَاضًا : উপেক্ষা করা, বিমুখ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ
مُرَادِفْ : إِيْرَادُ/اللَّسَنِ ـ
(كَانَ) يُرْغَبُ ـ (مج) ـ عَنْ ... : পরাঙ্মুখতা/ বিমুখতা প্রদর্শন করা হতো।
(س)رَغْبًا، رَغْبَةً ـإِلَى : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া।
ـ عَنْ ... : বিমুখ হওয়া, বিমুখতা প্রদর্শন করা।

(تَفْعِيْل) تَرْغِيْبًا : উৎসাহিত করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ
مَادَّة : (ر ـ غ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِفْ : يُعْرِضُ ، ضِد : يَشْغَلُ
مُعَارَضَةً : বিরোধিতা।
مُعَارَضَةً (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : বিরোধিতা করা।
مُرَادِفْ : مُقَابَلَةٌ/مُنَاقَضَةٌ، ضد : مُوَافَقَةٌ/مُطَاوَعَةٌ
عُذُوبَةً : মাধুর্য।
عُذُوْبَةً (ك) مصـ : সুস্বাদু ও মাধুর্যপূর্ণ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : مَاءٌ عَذْبٌ فُرَاتٌ ـ
مَادَّة : (ع ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِفْ : طَيِّبٌ/حُلْوٌ ، ضِد : تَفَاهَةٌ/مُرٌّ
إِيْرَادٌ : উপস্থাপনা।
إِيْرَادُ (إِفْعَالٌ) مصـ : উপস্থাপন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : هٰذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ

مَادَّة : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال،

مُرَادِف : عَرَض

(كَانَ) يُسْعِفُ (مج) : । পূর্ণ করা হতো ।

(إِفْعَال) إِسْعَافًا – بِهِ : । পূর্ণ করা, সাহায্য করা

فِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُسْعِفُنِي مَا أَسْعَفَهَا

مَادَّة : (س ـ ع ـ ف) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : يُسَاعِدُ/يَمْلَأُ ، ضِدّ : يُعَارِضُ/يُفْرِغُ

مُرَادٌ (مف، مذ) : । উদ্দেশ্য, লক্ষ্য

(إِفْعَال) إِرَادَةً : । ইচ্ছা করা

(ن) رَوْدًا : । কোনো কিছুর তালাশে ঘোরা

فِي الْقُرْآنِ : فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ .

مَادَّة : (ر ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : مَطْلُوب/غَرَض

تَعَلَّقْتُ । জড়িয়ে গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম

(تَفَعُّل) تَعَلُّقًا – بِهِ : । জড়িয়ে পড়া, জড়িত হওয়া

(س) عَلَقًا، عُلُوقًا – بِ : । আসক্ত হওয়া, আটকে যাওয়া

(تَفْعِيل) تَعْلِيقًا : । ঝুলানো

في الحديث : من تعلق شيئا وكل إليه بمعنى علقه

ماده : (ع ـ ل ـ ق) ، جنس : صحيح

مرادف : تلبست ، ضد : تفرقت

(جج) أهداب،(ج) هدب(و) هدبة : । কাপড়ের ঝালর, আঁচল

في الحديث : ما معه إلا كهدبة الثوب .

ماده : (ه ـ د ـ ب) ، جنس : صحيح، مرادف : طرف

(ج) خصائص، خاصيات، (و) خاصية : । বৈশিষ্ট্য, বিশেষ গুণ

في القرآن : يختص برحمته من يشاء .

ماده : (خ ـ ص ـ ص)، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : ميزة/امتياز .

(ج)أداب، (و) أداب : । গুণ-গরিমা

في الحديث : أدبني ربي فأحسن تأديبي

نافست : । আগ্রহী হলাম

(مفاعله) منافسة : । ভালো কাজে আগ্রহী হওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা

(ك) نفاسة : । উৎকৃষ্ট হওয়া

(تفعيل) تنفيسا عنه : । দূরীভূত করা

في القرآن : وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

ماده : (ن ـ ف ـ س) ، جنس : صحيح

مرادف : رغبت ، ضد : أعرضت

مُصَافَاةٌ : । নিখাদ বন্ধুত্ব

مُصَافَاةٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : । নিখাদভাবে ভালোবাসা

(تَفْعِيل) تَصْفِيَةً : । স্বচ্ছ করা

(ن) صَفَاءً : । স্বচ্ছ হওয়া

(اِفْتِعَال) اِصْطِفَاءً : । মনোনীত করা । নির্বাচন করা

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ .

مَادَّة : (ص ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مَادِف : مَوَدَّة ، ضِد : الْعَدَاوَة .

(ج) نَفَائِسُ، (و) نَفِيسٌ ، نَفِيسَةٌ : । উৎকৃষ্ট

مَادَّة : (ن ـ ف ـ س) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أَحْسَنُ/جَيِّدٌ ، ضِد : أَقْبَح

(ج) صِفَاتٌ، (و) صِفَةٌ : । গুণাবলি

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .

مَادَّة : (و ـ ص ـ ف) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : نَعْت ، ضِد : قُبْح

(كُنْتُ) أَجْلُو : । দূরীভূত করতাম

(ن) جَلَاءً : । স্পষ্ট হওয়া । প্রকাশিত হওয়া

– الْأَمْرَ : । স্পষ্ট করা । প্রকাশ করা

– عَنْهُ الْهَمَّ : । দূরীভূত করা

– السَّيْفَ : । মরচে দূর করা

(إِفْعَال) إِجْلَاءً – عَنْ بَلَدِهِ : । দেশান্তরিত করা

(اِفْتِعَال) اِجْتِلَاءً – الشَّيْءَ : । প্রত্যক্ষ করা

فِي الْقُرْآنِ : لَا يُجَلِّيهَا إِلَّا لِوَقْتِهَا .

مَادَّة : (ج ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : أَزِيلُ/أَكْشِفُ ، ضِد : أُخْفِي/أَسْتُرُ

(ج) هُمُومٌ ،(و) هَمٌّ : । দুর্ভাবনা, চিন্তা

(ن) هَمًّا، مَهَمَّةً – الْأَمْرُ فُلَانًا : । চিন্তিত করা

– هَمًّا – بِالشَّيْءِ : । সংকল্প করা । চাওয়া, ইচ্ছা করা

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا .

مَادَّة : (ه ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : الْأَحْزَانُ ، ضِد : الْأَمَانُ

(كُنْتُ) أَجْتَلِي : । আমি প্রত্যক্ষ করতাম

(اِفْتِعَال) اِجْتِلَاءً : । প্রত্যক্ষ করা

مُرَادِف : أَنْظُرُ

زَمَانٌ : (ج) أَزْمِنَةٌ ، أَزْمَانٌ ، أَزْمُنٌ : [জীবন]-কাল

طَلْقٌ :(صف، مذ) (ج) أَطْلَاقٌ : । দীপ্ত, দীপ্তিময়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

طَلَاقَةٌ – : সহাস্য বদন হওয়া

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ .

مَادَّه : مُنْبَسِطٌ/مُسْتَفِرٌ ، ضِد : عَابِسٌ

اَلْوَجْهُ (ج) أَوْجُهٌ ، وُجُوْهٌ : চেহারা, বদন।

فِي الْقُرْآنِ : وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

مَادَّه : (و ـ ج ـ ه) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : مَظْهَر/طَلْعَةٌ

مُلْتَمِعٌ : (فا ، مذ) : আলোকোজ্জ্বল।

(اِفْتِعَال) اِلْتِمَاعًا (ف) لُمُوْعًا : চমকানো, আলোকিত হওয়া।

(اِفْعَال) اِلْمَاعًا : ছোঁ মারা, মেরে নেওয়া।

مَادَّه : (ل ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُشْرِقٌ/مُضِيْئٌ ، ضِد : مُظْلِمٌ

اَلضِّيَا : (بِالْقَصْرِ) ، اَلضِّيَاءُ (بِالْمَدِّ) : আলো।

اَلضِّيَاءُ (ن) مص : আলোকিত হওয়া।

(اِفْعَال) إِضَاءَةً (لَازِم وَ مُتَعَد) : আলোকিত হওয়া। আলোকিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .

مَادَّه : (ض ـ و ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (اَجْوَف وَاوِى وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : اَلنُّوْرُ ، ضِد : اَلظَّلَامُ

(كُنْتَ) أَرَى (ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً (مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ) : আমি মনে করতাম।

قُرْبٌ : নৈকট্য, সান্নিধ্য।

قُرْبٌ (ك) مص : নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صُحْبَةٌ/تَقَرُّبٌ ، ضِد : عَدَاوَةٌ

قُرْبَى : আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى .

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَسَبًا/عَلَاقَةٌ ، ضِد : عَدَاوَةٌ

مَغْنَى : (ج) مَغَانٍ : মঞ্জিল, গৃহ, ঘর।

(س) غِنًى ، مَغْنًى - بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا .

ماده : (غ ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مَنْزِل

غُنْيَةٌ : যথেষ্টতা, ধনাঢ্যতা, নির্ভর, ভরসা, স্বচ্ছলতা।

رُؤْيَةٌ : দর্শন।

رُؤْيَةٌ (ف) مص : দেখা।

رِيٌّ : (حَاصِل مَصْدَر) : পরিতৃপ্তি, সুখ-সমৃদ্ধি।

رِيٌّ (س) مص : পরিতৃপ্ত হওয়া।

(اِنْفِعَال) تَرَوِّيًا : পানি পান করে, পরিতৃপ্ত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا .

مَادَّه : (ر ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : سَقْى/إِرْتِوَاء ، ضِد : اَلْعَطَشُ

مَحْيَا : (ج) مَحَايَ : জীবন, লজ্জার স্থল।

(اِفْعَال) إِحْيَاءً : জীবিত করা।

(س) حَيَاةً : জীবিত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي .

مَادَّه : (ح ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : حَيَاةٌ ، ضِد : مَمَاتٌ

حَيَا : লজ্জা-শরম, বৃষ্টি, বারি, সজীবতা।

مَادَّه : (ح ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .

مُرَادِف : حَيَاةٌ ، ضِد : مَمَاتٌ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : اِجْتَلَى زَمَانِي طَلْقَ الْوَجْهِ مُلْتَمِعَ الضِّيَاءِ :

زَمَانِي মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে اِجْتَلَى ফেয়েলের মাফউল আর ذُوالْحَال এবং طَلْقَ الْوَجْهِ مُلْتَمِعَ الضِّيَاءِ এ দু'টি زَمَانِي মাফউল থেকে حَال হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ فَتَعَلَّقَتْ بِأَهْدَابِهِ لِخَصَائِصِ آدَابِهِ :

এখানে أَهْدَابٌ ও آدَابٌ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُو هُمُوْمِي :

যদি أَجْلُو-এর অর্থ মরচে দূর করা হয় তাহলে এখানে هُمُوْم কে سَيْف [তলোয়ারের] সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে। তাই اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হবে। আর তার জন্য جَلَاء কে ثَابِت করা হয়েছে যা مُشَبَّه بِه -এর مُنَاسِب অতএব أَجْلُو -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَحْيَاهُ لِي حَيَا :

حَيَا ও مَحْيَا -এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ بُرْهَةً ، يُنْشِئُ لِي كُلَّ يَوْمٍ نُزْهَةً ، وَيَدْرَأُ عَنْ قَلْبِي شُبْهَةً، إِلَى أَنْ جَدَحَتْ لَهُ يَدُ الْإِمْلَاقِ كَأْسَ الْفِرَاقِ، وَأَغْرَاهُ عَدَمُ الْعِرَاقِ بِتَطْلِيقِ الْعِرَاقِ ، وَلَفَظَتْهُ مَعَاوِزُ الْإِرْفَاقِ إِلَى مَفَاوِزِ الْآفَاقِ، وَنَظَمَهُ فِي سِلْكِ الرِّفَاقِ خُفُوقُ رَايَةِ الْإِخْفَاقِ، فَشَحَذَ لِلرِّحْلَةِ غِرَارَ عَزْمَتِهِ، وَظَعَنَ يَقْتَادُ الْقَلْبَ بِأَزِمَّتِهِ ـ

অনুবাদ : আমরা এভাবে একটা সময় কাটালাম যে, প্রতিদিন সে আমার জন্য একটা আনন্দের যোগান দিত এবং আমার অন্তর থেকে সংশয় দূরীভূত করত। অবশেষে অভাবের হাত তার জন্য বিচ্ছেদের পেয়ালা [পানীয়] প্রস্তুত করে দিল এবং মাংসহীন হাঁড়ের অবিদ্যমানতা তাকে ইরাক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করল। সদয় ব্যবহারের অনুপস্থিতি তাকে নানা দিক-দিগন্তের বিয়াবানে নিক্ষেপ করল এবং ব্যর্থতার ঝাণ্ডা-সঞ্চালন তাকে পরিব্রাজক-দলের ডোরে গেঁথে দিল। ফলে সে স্বস্থান ত্যাগের জন্য তার সংকল্পের ধারে শান দিল এবং [আমার] অন্তর তার লাগাম দ্বারা টেনে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করল :

শাব্দিক অনুবাদ : لَبِثْنَا আমরা কাটালাম عَلَى ذٰلِكَ এভাবে بُرْهَةً একটা সময় يُنْشِئُ সে যোগান দিত لِي আমার জন্য كُلَّ يَوْمٍ প্রতিদিন نُزْهَةً আনন্দ وَيَدْرَأُ এবং দূরীভূত করত عَنْ قَلْبِي আমার অন্তর থেকে شُبْهَةً সংশয় إِلَى أَنْ অবশেষে جَدَحَتْ প্রস্তুত করে দিল لَهُ তার জন্য يَدُ الْإِمْلَاقِ অভাবের হাত كَأْسَ الْفِرَاقِ বিচ্ছেদের পেয়ালা وَأَغْرَاهُ এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করল عَدَمُ অবিদ্যমানতা الْعِرَاقِ মাংসহীন হাঁড় بِتَطْلِيقِ ছাড়তে الْعِرَاقِ ইরাক وَلَفَظَتْهُ এবং তাকে নিক্ষেপ করল مَعَاوِزُ অনুপস্থিতি الْإِرْفَاقِ সদয় ব্যবহার إِلَى مَفَاوِزِ বিয়াবানে الْآفَاقِ দিক দিগন্তে وَنَظَمَهُ এবং তাকে গেঁথে দিল فِي سِلْكِ ডোরে الرِّفَاقِ পরিব্রাজক দল خُفُوقُ সঞ্চালন رَايَةِ ঝাণ্ডা الْإِخْفَاقِ ব্যর্থতা فَشَحَذَ ফলে সে শান দিল لِلرِّحْلَةِ স্বস্থান ত্যাগের غِرَارَ ধারে عَزْمَتِهِ তার সংকল্প وَظَعَنَ এবং বিদায় গ্রহণ করল يَقْتَادُ টেনে নিয়ে الْقَلْبَ [আমার] অন্তর بِأَزِمَّتِهِ তার লাগাম দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَبِثْنَا : আমরা থাকলাম / অবস্থান করলাম / কাটালাম।

(س) لُبْثًا، (تفعّل) تَلَبُّثًا : অবস্থান করা।

(افعال) إِلْبَاثًا، (تفعيل) تَلْبِيثًا : অবস্থান করানো।

فِي الْقُرْآنِ : كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ـ

مَادَّة : (ل ـ ب ـ ث) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : مَكَثْنَا ، ضِد : ذَهَبْنَا ـ

بُرْهَةً : (ج) بُرَهٌ، بُرْهَاتٌ : কালের একটি অংশ, কাল।

يُقَال : أَقَمْتُ عِنْدَهُ بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ

مَادَّة : (ب ـ ر ـ ه) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : زَمَانٌ/مُدَّةٌ

يُنْشِئُ : সে সৃষ্টি করত/ যোগান দিত।

(افعال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা, তৈরি করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ/ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

مَادَّة : (ن ـ ش ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوزُ اللَّامِ

مُرَادِف : يَخْلُقُ ، ضِد : يُهْلِكُ

كُلَّ : প্রতি।

يَوْمٌ (ج) أَيَّامٌ : দিন, প্রত্যহ।

نُزْهَةً : (ج) نُزَهٌ : প্রমোদ ভ্রমণ, আনন্দ।

(س ـ ك) نَزَاهَةً : মন্দ থেকে দূরে থাকা।

(تفعّل) تَنَزُّهًا : আনন্দ ভ্রমণে বের হওয়া।

(تفعيل) تَنْزِيهًا : পবিত্রতা বর্ণনা করা।

فِي الْحَدِيثِ : فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ

مَادَّة : (ن ـ ز ـ ه) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : سُرُورٌ/ فَرْحَةٌ ، ضِد : حُزْنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَدْرَأُ : । সে দূরীভূত করে [করত]।

(ف) دَرْأً ـ دَرَاءَةً : । প্রতিহত করা, দূরীভূত করা।

فِي الْحَدِيْثِ : اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

مَادَّةٌ : (د ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوز لَام

مُرَادِفٌ : يَجْلُو/يَدْفَعُ

قَلْبٌ : (ج) قُلُوْبٌ : । অন্তর, হৃদয়।

شُبْهَةٌ :(ج) شُبَهٌ ، شُبُهَاتٌ । সন্দেহ, সংশয়, সাদৃশ্য।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى

مَادَّةٌ : (ش ـ ب ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : رَيْبٌ ، ضِدّ : طَمَانِيْنَةٌ

إِلَى أَنْ : । অবশেষে।

جَدَحَتْ : । মিশ্রিত করল, প্রস্তুত করে দিল।

(ف) جَدْحًا ، (تَفْعِيْل) تَجْدِيْحًا :
মেশানো, মিশ্রিত করা [এখানে প্রস্তুত করা]।

فِي الْحَدِيْثِ : اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ـ

مَادَّةٌ : (ج ـ د ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : مَزَجَتْ/تَهَيَّأَتْ ، ضِدّ : نَشَرَتْ

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ ، (جع) أَيَادٍ : । হাত, শক্তি, ক্ষমতা।

إِمْلَاقٌ : । অভাব।

إِمْلَاقٌ (إِفْعَال)مصـ : । অভাবী হওয়া।

(س) مَلَقًا ، (تَفَعُّل) تَمَلُّقًا : । চাটুকারিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ـ

مَادَّةٌ : (م ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلْفَقْرُ ، ضِدّ : اَلْغِنَى

كَأْسٌ : (ج) كُؤُوْسٌ ، أَكْؤُسٌ كَأْسَاتٌ ، كِيَاسٌ :
পানীয় ভরা পেয়ালা।

فِي الْقُرْآنِ : بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ بَيْضَاءَ

مَادَّةٌ : (ك ـ ء ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوز عَيْن

مُرَادِفٌ : قَدَحٌ

اَلْفِرَاقُ : । বিচ্ছেদ, বিরহ।

اَلْفِرَاقُ(مُفَاعَلَةٌ) مصـ : । পৃথক হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَفْرِيْقًا : । পৃথক করা, বিচ্ছেদ করা।

(تَفَعُّل) تَفَرُّقًا : । বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ـ

مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : فِرْقَةٌ ، ضِدّ : وَصْل/صِلَة

أَغْرَى : । উদ্বুদ্ধ করল।

(إِفْعَال) إِغْرَاءٌ : । উদ্বুদ্ধ করা।

ـ اَلْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمْ : । শত্রুতা সৃষ্টি করা।

(س) غَرَاءٌ ـ بِكَذَا : । অধিক আগ্রহী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَيْنَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ـ

مَادَّةٌ : (غ ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِفٌ : حَرَّضَ ، ضِد : أَسْكَنَ

عَدَمٌ : । অবিদ্যমানতা।

عَدَم، عدم، (س) مصـ : । বিনাস করা।

فِي الْحَدِيْثِ : اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ـ

مَادَّةٌ : (ع ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلْفِقْدَانُ ، ضِدّ : وُجُوْدٌ

(ج) اَلْعُرَاقُ ، (و) عِرْقٌ : । মাংসহীন হাঁড়।

এ শব্দটির অর্থ নিয়ে ভাষাবিদদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম খলীল বলেন, এর অর্থ গোস্তবিহীন হাঁড়। আবূ জায়েদ ও ইবনে কুতাইবা বলেন, এর মানে গোস্তযুক্ত হাঁড়। আবূ ওবাইদা, ইবনুল আনবারী ও ইমাম আসমায়ী বলেন, এর অর্থ গোস্তের টুকরা।

فِي الْحَدِيْثِ : فَجَعَلْتُ لَا أُكُلُ الْعُرَاقَ وَلَا أَضَعُهُ/وَقَالَ الشَّاعِرُ : ع حَمْرَاءُ تَبْرِيُ اللَّحْمَ عَنْ عُرَاقِهَا ـ

مَادَّةٌ : (ع ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : مُضْغَةٌ/عِظَامٌ

تَطْلِيْقٌ (تَفْعِيْل) مصـ : । ছেড়ে দেওয়া, ছাড়া, ত্যাগ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ

مَادَّةٌ : (ط ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : تَرْكٌ ، ضِدّ : أَخْذٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّهْ : (أ ـ ف ـ ق) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَا ـ

مُرَادِفْ : اَلْأَقْطَارُ ـ

نَظَمَ (ض) نَظْمًا ، نِظَامًا : [মালা] গেঁথে দিল।

فِى اَلْحَدِيْثِ : وَآيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٖ ـ

مُرَادِفْ : سَلَكَ ـ

سِلْكٌ : (ج) سُلُوْكٌ ، أَسْلَاكٌ : মালার সুতা, ডোর।

فِى اَلْحَدِيْثِ : كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ ـ

مَادَّهْ : (س ـ ل ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْخَيْطُ

(ج) رِفَاقٌ، رُفَقٌ، أَرْفَاقٌ، (و) رُفْقَةٌ ، رُفَاقَةٌ : সফর সঙ্গীদের দল, পরিব্রাজকের দল।

فِى اَلْحَدِيْثِ : لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ ـ

مَادَّهْ : (ر ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : زَمِيْلٌ

خُفُوْقٌ : সঞ্চলন।

خُفُوْقٌ (ن ، ض) : কম্পিত হওয়া, নড়া, সঞ্চলিত হওয়া।

(اِفْعَالٌ) إِخْفَاقًا : বঞ্চিত হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

فِى اَلْحَدِيْثِ : كَانُوْا يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى يُخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ـ

مَادَّهْ : (خ ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْحَرَكَةُ ، ضِدّ : اَلسُّكُوْنُ

رَايَةٌ : (ج) رَايَاتٌ، رَايٌ : ঝাণ্ডা, পতাকা।

(اِفْعَالٌ) إِرْيَاءً ـ اَلرَّايَةَ : ঝাণ্ডা স্থাপন করা।

(تَفْعِيْل) تَرْيِيَةً ـ اَلرَّايَةَ : ঝাণ্ডা বানানো।

مَادَّهْ : (ر ـ ى ـ ى) ، لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِفْ : لِوَاءٌ

اَلْإِخْفَاقُ : ব্যর্থতা।

اَلْإِخْفَاقُ (اِفْعَالٌ) مصـ : অস্থির হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

مُرَادِفْ : اَلْخَيْبَةُ ، ضِدّ : اَلظَّفَرُ/اَلْفَلَاحُ

شَحَذَ : শান দিল, ধার দিল।

(ف) شَحْذًا : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া, তীক্ষ্ণ করা, ধার দেওয়া, শান দেওয়া।

اَلْعِرَاقُ : ইরাক।

ইরাক : প্রসিদ্ধ আরব মুসলিম রাষ্ট্র। কূফা, বসরা, মৌসুল ও বাগদাদ তার প্রধান প্রধান নগরী। বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। ইতিহাসের অনেক রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের নীরব সাক্ষী। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রভূমি। আব্বাসী খেলাফতের শেষ নিদর্শনস্থল। ইরাক শব্দের অর্থ কারও মতে উপকূল। দজলা ও ফোরাতের তীরে অবতীর্ণ হওয়ায় এ নামকরণ করা হয়েছে। কারও মতে, এর মানে সমান ইরাকের ভূমি সমতল হওয়ায় তাদের মতে এ নাম রাখা হয়েছে। কেউ অবশ্য অন্য মতও পোষণ করেন।

لَفَظَتْ : নিক্ষেপ করল।

(ض ـ س) لَفْظًا : নিক্ষেপ করা, ফেলে দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَلَفُّظًا : উচ্চারণ করা, কথা বলা।

فِى اَلْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ

مَادَّهْ : (ل ـ ف ـ ظ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : رَمَتْ

(ج) مَعَاوِزُ، (و) مِعْوَزٌ : অভাব, সংকট, অনুপস্থিতি।

(س) عَوَزًا : দারিদ্র্য হওয়া, অভাব গ্রস্ত হওয়া।

مَادَّهْ : (ع ـ و ـ ز) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفْ : ضَيِّقٌ ، ضِدّ : اَلْخَفْضُ

اَلْإِرْفَاقُ (اِفْعَالٌ)مصـ : সদয় ব্যবহার করা, উপকার করা।

(ن ـ س ـ ك) رِفْقًا ـ بِهٖ وَلَهٗ وَعَلَيْهِ : সদয় আচরণ করা, কোমল আচরণ করা।

فِى اَلْحَدِيْثِ : مَاكَانَ الرِّفْقُ فِىْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهٗ ـ

مَادَّهْ : (ر ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْإِعَانَةُ/اَلنَّفْعُ ، ضِدّ : اَلْإِضْرَارُ

(ج) مَفَاوِزُ، مَفَازَاتٌ، (و) مَفَازَةٌ : বিয়াবান, মুক্তি, সাফল্য, ধ্বংস।

فِى اَلْقُرْآنِ : فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ـ

مَادَّهْ : (ف ـ و ـ ز) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفْ : اَلصَّحْرَاءُ ، ضِدّ : اَلْعُمْرَانُ

(ج) آفَاقٌ، (و) أُفُقٌ ، أُفْقٌ : দিক, দিগন্ত।

فِى اَلْقُرْآنِ : سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ ـ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تَفَعُّلْ) تَشَحُّذًا - الرَّجُل : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া।

- : সরিয়ে দেওয়া, ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া।

فِى الْحَدِيْث : هَلُمِّى الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيْهَا .

مَادَّهْ : (ش ـ ح ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : حد

اَلرِّحْلَةُ (ج) رِحَلَاتٌ : স্বস্থান ত্যাগ করা, রওয়ানা হওয়া, সফর, ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ।

(ف) رَحْلًا، (اِفْتِعَالْ) اِرْتِحَالًا : স্থান ত্যাগ করা, রওয়ানা হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ .

مَادَّهْ : (ر ـ ح ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلسَّفَرُ/اَلظَّعْنُ ، ضِدْ : اَلْاِقَامَةُ

غِرَارٌ : (ج) أَغِرَّةٌ : ধার, ফলক, ফলা।

مَادَّهْ : (غ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : حَدٌ

عَزْمَةٌ (ض) مصـ : দৃঢ় ইচ্ছা করা, সংকল্প করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

مَادَّهْ : (ع ـ ز ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْعَزِيْمَةُ/قَرَارٌ .

ظَعَنَ : রওয়ানা হলো, বিদায় গ্রহণ করল।

(ف) ظَعْنًا، ظُعُوْنًا : স্থান ত্যাগ করা, রওয়ানা হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

مَادَّهْ : (ظ ـ ع ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : رَحَلَ ، ضِدْ : أَقَامَ

يَقْتَادُ : টেনে নেয়, [টেনে নিয়ে]।

(اِفْتِعَالْ) اِقْتِيَادًا : টেনে নেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِىْ يَمُوْتُوْنَ بِأَرْضٍ اِلَّا قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

مَادَّهْ : (ق ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : لِتوق .

اَلْقَلْبُ (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

(ج) أَزِمَّةٌ، (و) زِمَامٌ : লাগাম, বাগডোর, রশি।

يُقَالُ : هُوَ يَصْرِفُ أَزِمَّةَ الْأُمُوْرِ/ أَلْقَوْا فِىْ يَدِهٖ زِمَامَ الْأَمْرِ

مَادَّهْ : (ز ـ م ـ م)، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : لِجَامٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : نَظَمَهٗ فِىْ سِلْكِ الرِّفَاقِ خُفُوْقَ رَايَةِ الْإِخْفَاقِ :

فِىْ سِلْكِ الرِّفَاقِ টা نَظْم -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর خُفُوْقَ মুযাফ- رَايَةِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, اَلْاِخْفَاقُ মুযাফ ইলাইহি অতঃপর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে نَظْم -এর ফায়েল।

قَوْلُهٗ : إِلٰى أَنْ جَحَتْ لَهٗ يَدُ الْاِمْلَاقِ :

إِلٰى -এর مُتَعَلِّقْ হলো لَبِثْنَا আর يَدُ الْاِمْلَاقِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে جَدَحَتْ -এর ফায়েল। كَأْسَ اَفْرَاقٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَفْعُوْل بِهٖ -

বালাগাত

قَوْلُهٗ : أَغْرَاهُ عَدَمُ الْعُرَاقِ بِتَطْلِيْقِ الْعِرَاقِ :

عُرَاقٌ এবং عِرَاقٌ -এর মাঝে جِنَاسْ مُحَرَّفْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : لَفَظَتْهُ مَعًا وِزَالْإِرْفَاقِ إِلٰى مَفَاوِزَ الْآفَاقِ :

مَفَاوِزْ ও مَعَاوِزْ -এর মধ্যে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : نَظَمَهٗ فِىْ سِلْكِ الرِّفَاقِ خُفُوْقَ رَايَةِ الْاِخْفَاقِ :

এ বাক্যের মধ্যে رِفَاقٌ [সাথী] কে لُؤْلُؤْ [মুক্তা]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ আছে, مُشَبَّهْ بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةْ مَكْنِيَّةْ হয়েছে। نَظْم -এর মধ্যে لؤلؤ [মুক্তা]-এর জন্য গাঁথা مُنَاسِبْ অতএব لَازِمْ হয়েছে এবং মুক্তার জন্য ডোর اِسْتِعَارَةْ تَرْشِيْحِيَّةْ সুতরাং سِلْك -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةْ تَخْيِيْلِيَّةْ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَمَا رَاقَنِى مَنْ لَاقَنِى بَعْدَ بُعْدِهِ
وَلَا شَاقَنِى مَنْ سَاقَنِى لِوِصَالِهِ
وَلَا لَاحَ لِى مُذْ نَدَّ نِدٌّ لِفَضْلِهِ
وَلَا ذُوْ خِلَالٍ حَازَ مِثْلَ خِلَالِهِ

وَاسْتَسَرَّ عَنِّى حِيْنًا، لَا أَعْرِفُ لَهُ عَرِيْنًا، وَلَا أَجِدُ عَنْهُ مُبِيْنًا، فَلَمَّا أُبْتُ مِنْ غُرْبَتِى، إِلَى مَنْبِتِ شُعْبَتِى، حَضَرْتُ دَارَ كُتُبِهَا الَّتِى هِىَ مُنْتَدَى الْمُتَأَدِّبِيْنَ، وَمُلْتَقَى الْقَاطِنِيْنَ مِنْهُمْ وَالْمُتَغَرِّبِيْنَ،

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] তার বিরহের পর যে-ই আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, কেউ আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি এবং যে-ই তার সান্নিধ্যের জন্য আমাকে আহবান করেছে, আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে গুণ-গরিমায় তার কোনো সমকক্ষ আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে নি এবং কোনো গুণাবলির অধিকারী তার মতো গুণাবলির অধিকারী হয় নি। সে আমার থেকে কিছুকাল এভাবে আত্মগোপন করে রইল যে, আমি তার আবাসস্থল চিনতাম না এবং তার সম্পর্কে কোনো সংবাদদাতা পেতাম না। অতঃপর যখন আমি অমার প্রবাস থেকে আমার শাখা উদ্গত হওয়ার স্থান [অর্থাৎ, আমার নিজ দেশ]-এ প্রত্যাবর্তন করলাম তখন আমি সাহিত্যিকদের মিলনায়তন এবং স্থানীয় ও প্রবাসী সাহিত্যামোদীদের সাক্ষাৎনিকেতন [অর্থাৎ,] তথাকার গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَمَا رَاقَنِى কেউ আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি مَنْ لَاقَنِى যে-ই আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে بَعْدَ بُعْدِهِ তার বিরহের পর وَلَا شَاقَنِى এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি مَنْ سَاقَنِى যে-ই আমাকে আহ্বান করেছে لِوِصَالِهِ তার সান্নিধ্যের জন্য وَلَا لَاحَ لِى এবং আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি مُذْ نَدَّ তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে نِدٌّ কোনো সমকক্ষ لِفَضْلِهِ তার গুন-গরিমায় وَلَا ذُوْ خِلَالٍ কোনো গুণাবলির অধিকারী حَازَ অধিকারী হয়নি مِثْلَ মতো خِلَالِهِ তার গুণাবলির وَاسْتَسَرَّ সে এভাবে আত্মগোপন করে রইল عَنِّى আমার থেকে حِيْنًا কিছুকাল لَا أَعْرِفُ আমি চিনতাম না لَهُ তার عَرِيْنًا আবাসস্থল وَلَا أَجِدُ এবং পেতাম না عَنْهُ তার সম্পর্কে مُبِيْنًا কোনো সংবাদদাতা فَلَمَّا অতঃপর যখন أُبْتُ আমি প্রত্যাবর্তন করলাম مِنْ غُرْبَتِى আমার প্রবাস থেকে إِلَى مَنْبِتِ উদগত হওয়ার স্থানে شُعْبَتِى আমার শাখা حَضَرْتُ উপস্থিত হলাম دَارَ كُتُبِهَا তথাকার গ্রন্থাগারে الَّتِى هِىَ যা ছিল مُنْتَدَى মিলনায়তন الْمُتَأَدِّبِيْنَ সাহিত্যিকদের مُلْتَقَى সাক্ষাৎ- নিকেতন الْقَاطِنِيْنَ স্থানীয় مِنْهُمْ তাদের وَالْمُتَغَرِّبِيْنَ ও প্রবাসী সাহিত্যামোদীদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

(مَا) رَاقَ : মুগ্ধ করে নি [করতে পারে নি]।

(ن) رَوْقًا - ءً : মুগ্ধ করা, আনন্দিত করা।

(إِفْعَال) إِرَاقَةً - الْمَاءِ : প্রস্রাব করা। প্রবাহিত করা।

-الدَّمِ : রক্ত ঝরানো।

قَالَ الشَّاعِرُ : رَاقَتْ عَلَى الْبِيْضِ الْحِسَانِ بِحُسْنِهَا وَبَهَائِهَا

مَادَّهْ : (ر ـ و ـ ق) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : يَجْذِبُ.

(مَنْ) لَاقَ : [যে-ই] সম্পৃক্ত হয়েছে।

(ض) لَيْقًا ـ لِيَاقَةً : উপযুক্ত হওয়া, শোভা পাওয়া, সম্পৃক্ত হওয়া।

(إِفْعَال) إِلَاقَةً : কালি ব্যবহারোপযোগী করা।

يُقَالُ : مَا لَاقَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا وَلَا عَاقَتْ

مَادَّهْ : (ل ـ ى ـ ق) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِىْ

مُرَادِفْ : لَصِقَ (ب)/صَحِبَ ، ضِدّ : إِفْتَرَقَ

بُعْدٌ : বিচ্ছেদ, বিরহ।

بَعُدَ (ك) مصـ : দূরবর্তী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّةٌ : (ب ـ ع ـ د)، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : فِرَاق، ضِدّ : وِصَال

(لَا) شَاقَ : উদ্বুদ্ধ করে নি, [-করতে পারে নি]।

(ن) شَوْقًا : উদ্বুদ্ধ করা, আকৃষ্ট করা।

(تَفْعِيل) تَشْوِيقًا : আকৃষ্ট করা।

(اِفْتِعَال) اِشْتِيَاقًا : আগ্রহ প্রকাশ করা।

قَالَ الشَّاعِرُ : ذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ.

مَادَّة : (ش ـ و ـ ق)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : حَثَّ، ضِد : كر

(مَنْ) سَاقَ : [যে-ই] হাঁকিয়ে নিয়েছে [আহবান করেছে]।

(ن) سَوْقًا : হাঁকিয়ে নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

مَادَّة : (س ـ و ـ ق)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : جَرَّ، ضِد : تَرَكَ :

وِصَال : সান্নিধ্য।

وِصَالٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া।

(ن) وَصْلًا، صِلَةً : মিলিত হওয়া।

- وُصُولًا : পৌঁছা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ.

مَادَّة : (و ـ ص ـ ل)، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : صُحْبَة، ضِد : قَطْع

(لَا) لَاحَ : প্রকাশ পায় নি, আত্মপ্রকাশ করে নি।

(ن) لَوْحًا : প্রকাশ পাওয়া, আত্মপ্রকাশ করা।

(تَفْعِيل) تَلْوِيحًا : দূর থেকে ইশারা করা।

فِي الْقُرْآنِ : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

مَادَّة : (ل ـ و ـ ح)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : ظَهَرَ، ضِد : اِخْتَفَى

(مُذْ) نَدَّ : অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

(ض) نَدًّا، نِدَادًا : অদৃশ্য হওয়া, পলায়ন করা, বিরল হওয়া।

(اِفْعَال) إِنْدَادًا، (تَفْعِيل) تَنْدِيدًا : বিচ্ছিন্ন করা, বিক্ষিপ্ত করা।

فِي الْحَدِيثِ : نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ.

مرادف : فَرَّ، ضِد : ثَبَتَ

نِدّ : (ج) أَنْدَاد : সমকক্ষ, সমান, সমতুল্য।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا.

مَادَّة : (ن ـ د ـ د)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : مِثْل/مُمَاثِل، ضِد : ضَاد/مُتَضَاد

فَضْل : গুণ-গরিমা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى.

ذُو خِلَالٍ : গুণাবলির অধিকারী।

(ج) خِلَال، خِلَل، (و) خَلَّة : অভ্যাস, গুণ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ.

مَادَّة : (خ ـ ل ـ ل)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْخَصْلَة، ضِد : شَيْن

(لَا) حَازَ : একত্র করে নি, [অধিকারী হয় নি]।

(ن) حَوْزًا، حِيَازَةً، (اِفْتِعَال) اِحْتِيَازًا : একত্র করা, জমা করা।

(تَفَعُّل) تَحَوُّزًا : পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ.

مَادَّة : (ح ـ و ـ ز)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : جَمَعَ/حَصَلَ، ضِد : عَدَ/نَفَى

مِثْلُ خِلَالِهِ : তার গুণাবলির মতো।

اِسْتَسَرَّ : আত্মগোপন করে রইল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْرَارًا : আত্মগোপন করা, অদৃশ্য হওয়া।

(اِفْعَال) إِسْرَارًا : চুপিসারে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

مَادَّة : (س ـ ر ـ ر)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اِخْتَفَى/غَابَ، ضِد : لَاحَ

حِين : (ج) أَحْيَان، (جج) أَحَايِين : কাল, যুগ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

(لَا) أَعْرِفُ : আমি চিনি না, [-চিনতাম না]।

(ض) عِرْفَةً، عِرْفَانًا : চেনা, জানা।

فِى الْقُرْآنِ : يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ .

مَادَّة : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَعْلَم ، ضِد : اَجْهَل

عَرِيْنَ : (ج) عُرَنَ ۔ ঘরের আঙ্গিনা, ঝোপ, আবাসস্থল।

قَالَ الطِّرِمَّاحُ : كَلَوْنِ سَرَاةِ ثُعْبَانِ الْعَرِيْنِ

مَادَّة : (ع ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَيْصَةً

(لَا) أَجِدُ : আমি পাই না [-পেতাম না]।

(ض) وُجُوْدًا ۔ পাওয়া।

مُبِيْنَ (فا ، مذ) : স্পষ্টকারী, সুস্পষ্ট, সংবাদদাতা।

بَانَ (افعال) إِبَانَةً : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

مَادَّة (ب ـ ى ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : مُظْهِر / ظَاهِر ، ضِد : مُخْف / خَفِىّ

(لَمَّا) أُبْتُ : [যখন] আমি প্রত্যাবর্তন করলাম।

(ن) أَوْبًا ، مَآبًا : প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা।

(تفعّل) تَأَوُّبًا : প্রত্যাবর্তন করা।

- إِلَى اللّٰهِ : তওবা করা।

فِى الْحَدِيْثِ : اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

مَادَّة : (أ ـ و ـ ب) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاء اَجْوَف وَاوِى)

مُرَادِف : رَجَعْتُ ، ضِد : أَقَمْتُ

غُرْبَةً : প্রবাস।

غُرْبَةً (ن) مصد : প্রবাসী হওয়া।

مَنْبِتٌ : (ج) مَنَابِتُ : উদ্‌গত হওয়ার স্থান, উৎপন্নস্থল।

(ن) نَبَاتًا : উৎপন্ন হওয়া।

(افعال) إِنْبَاتًا : উৎপাদন/উৎপন্ন করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَنْبَتَ اللّٰهُ نَبَاتًا حَسَنًا .

مَادَّة : (ن ـ ب ـ ت) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْغُصْنَ

شُعْبَةً : (ج) شُعَبَ ، شِعَابَ : শাখা, দল।

حَضَرْتُ : আমি উপস্থিত হলাম

(ن ، س) حُضُوْرًا : উপস্থিত হওয়া।

(افعال) إِحْضَارًا : উপস্থিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ .

مَادَّة : (ح ـ ض ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جِئْتُ ، ضِد : غِبْتُ

دَارَ (ج) دُوْرَ ، دِيَارَ ، أَدْوُرَ ، أَدْوُر : গৃহ, বাড়ি, আগার।

(ج) كُتُبَ ، كُتْبَ ، (و) كِتَابَ : বই, গ্রন্থ, চিঠি, কিতাব।

دَارُ الْكُتُبِ : গ্রন্থাগার।

مُنْتَدَى : মজলিস, মাহফিল, [এখানে] মিলনায়তন।

مَادَّة : (ن ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مَجْلِس/مُلْتَقَى

(ج) اَلْمُتَادِّبِيْنَ (فا ، مذ ، مصد : تأدب - تفعّل) (و) مُتَأَدِّبٌ : সাহিত্যিক, শিষ্টাচারী।

مَادَّة : (ا ـ د ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْأَدِيْبُ .

مُلْتَقَى (اسم ظرف) : সাক্ষাৎনিকেতন, মিলনায়তন।

(س) لِقَاءً : সাক্ষাৎ করা।

(افتعال) اِلْتِقَاءً : মিলিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا .

مَادَّة : (ل ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مُجْتَمَع

(ج) اَلْقَاطِنِيْنَ (فا ، مذ)(و) قَاطِنٌ : স্থানীয়, অধিবাসী।

(ن) قُطُوْنًا : বসবাস করা, অবস্থান করা।

(تفعيل) تَقْطِيْنًا : বসবাস করানো।

فِى الْحَدِيْثِ : نَحْنُ قَطِيْنُ اللّٰهِ .

مَادَّة : (ق ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسَّاكِنِيْن

(ج) اَلْمُتَغَرِّبِيْنَ (فا ، مذ)(و) مُتَغَرِّبٌ : প্রবাসী।

(ن) غُرْبَةً ،(تفعّل) تَغَرُّبًا : প্রবাসী হওয়া।

مُرَادِف : اَلْمُسَافِرِيْنَ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَدَخَلَ ذُوْلِحْيَةٍ كَثَّةٍ ، وَهَيْئَةٍ رَثَّةٍ، فَسَلَّمَ عَلَى الْجُلَّاسِ، وَجَلَسَ فِىْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَذَ يُبْدِى مَا فِىْ وِطَابِهِ، وَيُعْجِبُ الْحَاضِرِيْنَ بِفَصْلِ خِطَابِهِ، فَقَالَ لِمَنْ يَلِيْهِ : مَا الْكِتَابُ الَّذِىْ تَنْظُرُ فِيْهِ؟ فَقَالَ : دِيْوَانُ أَبِىْ عُبَادَةَ، اَلْمَشْهُوْدُ لَهُ بِالْإِجَادَةِ، فَقَالَ : هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فِيْ مَا لَمَحْتَهُ، عَلَى بَدِيْعٍ اِسْتَمْلَحْتَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، قَوْلُهُ :

অনুবাদ : ইত্যবসরে ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত ও জীর্ণ-শীর্ণ আকৃতির এক ব্যক্তি [সেখানে] প্রবেশ করল। অতঃপর সে উপবিষ্টদের সালাম করল এবং মানুষের সর্বশেষ সারিতে বসে গেল। এরপর তার থলিতে যা কিছু ছিল তা সে প্রকাশ করতে লাগল এবং তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত লোকদেরকে মুগ্ধ করতে লাগল। অতঃপর যে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে বলল, যে কিতাবটি তুমি দেখছ তার নাম কি ? সে বলল, কবি আবূ উবাদার[১] কাব্যসমগ্র, যা উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত। তখন সে বলল, তুমি যা দেখেছ তাতে এমন কোনো অভিনব কিছু কি পেয়েছ, যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার ? উত্তরে সে বলল, হাঁ, কবির এই উক্তি :

শাব্দিক অনুবাদ : فَدَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল ذُوْلِحْيَةٍ শ্মশ্রুমণ্ডিত كَثَّةٍ ঘন وَهَيْئَةٍ আকৃতি رَثَّةٍ জীর্ণ-শীর্ণ فَسَلَّمَ অতঃপর সে সালাম করল عَلَى الْجُلَّاسِ উপবিষ্টদের প্রতি وَجَلَسَ এবং বসে গেল فِىْ أُخْرَيَاتِ সর্বশেষ সারিতে النَّاسِ মানুষ ثُمَّ এরপর أَخَذَ يُبْدِىْ প্রকাশ করতে লাগল مَا যা কিছু ছিল فِىْ وِطَابِهِ তার থলিতে يُعْجِبُ মুগ্ধ করতে লাগল الْحَاضِرِيْنَ উপস্থিত লোকদেরকে بِفَصْلِ خِطَابِهِ তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা فَقَالَ অতঃপর বলল لِمَنْ يَلِيْهِ যে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে কি اَلْكِتَابُ الَّذِىْ تَنْظُرُ فِيْهِ যে কিতাবটি তুমি দেখছ فَقَالَ সে বলল دِيْوَانُ أَبِىْ عُبَادَةَ আবূ উবাদার কাব্য সামগ্রী اَلْمَشْهُوْدُ لَهُ যা স্বীকৃত بِالْإِجَادَةِ উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে فَقَالَ তখন সে বলল هَلْ عَثَرْتَ لَهُ তুমি তাতে কি পেয়েছ? فِىْ مَا لَمَحْتَهُ যা দেখেছ তাতে عَلَى بَدِيْعٍ এমন কোনো অভিনব কিছু اِسْتَمْلَحْتَهُ যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার فَقَالَ উত্তরে সে বলল نَعَمْ হ্যাঁ قَوْلُهُ কবির এই উক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

دَخَلَ : প্রবেশ করল।

(ن) دُخُوْلاً : প্রবেশ করা।

ذُوْلِحْيَةٍ : শ্মশ্রুমণ্ডিত।

فِى الْقُرْآنِ : يَا ابْنَ أُمِّىْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ .

مَادَّهْ : (ل ـ ح ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

لِحْيَةٌ : (ج) لِحًى، لُحًى : দাড়ি, শ্মশ্রু।

كَثَّةٌ، كَثٌّ (ج) كِثَاثٌ : ঘন।

كَثُّ اللِّحْيَةِ : ঘনশ্মশ্রুমণ্ডিত।

(س ، ض) كَثًّا، كَثَاثَةً : ঘন হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثُّ اللِّحْيَةِ .

مَادَّهْ : (ك ـ ث ـ ث) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : كَثِيْفٌ

هَيْئَةٌ : (ج) هَيْئَاتٌ : আকার-আকৃতি, অবস্থা।

فِى الْحَدِيْثِ : وَفِىْ يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعْنَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا .

مَادَّهْ : (ه ـ ى ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (اَجْوَفْ وَمَهْمُوْز لَامْ)

مُرَادِفْ : صُوْرَةٌ/شَكْلٌ

رَثَّةٌ : (ج) رِثَاثٌ : জীর্ণ-শীর্ণ

(ض) رَثَاثَةً : জীর্ণ-শীর্ণ হওয়া।

(اِفْتِعَال) اِرْتِثَاثًا : আহত হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দান থেকে নিয়ে যাওয়া।

(اِفْعَال) إِرْثَاثًا : জীর্ণ-শীর্ণ হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : فَجَمَعْتُ الرِّثَاثَ إِلَى السَّائِبِ

مَادَّهْ (ر ـ ث ـ ث)، جِنْس، مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : اَلْخَلَقُ/ اَلْخَسِيْسُ/ اَلْبَالِيْ

ضِد : اَلْجَدِيْدُ/ اَلنَّفِيْسُ / اَلْجَيِّدُ

سَلَّمَ : সালাম করল।

(تَفْعِيْل) تَسْلِيْمًا ، سَلَامًا : সালাম করা।

فِي الْقُرْآنِ : صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

مَادَّة : (س ـ ل ـ م)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَيِّ

(ج) جُلَّاس ، جُلُوْس، (و) جَالِس

(ج) جُلَّاس، جُلَسَاء، (و) جَلِيْس : উপবিষ্ট।

جَلَسَ (ض) جُلُوْسًا : উপবেশন করা, বসা।

(اِفْعَال) اِجْلَاسًا : বসানো।

فِي الْقُرْآنِ : تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ .

مَادَّة : (ج ـ ل ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَعَدَ ، ضِد : قَامَ

(ج) أُخْرَيَات، (و) أُخْرٰى : শেষভাগ, সর্বশেষ।

مَادَّة : (أ ـ خ ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

اَلنَّاسُ (اِسْمُ جَمْعٍ مِثْلُ قَوْمٍ وَرَهْطٍ) (و) إِنْسَان : মানুষ।

أُخْرَيَاتُ النَّاسِ : মানুষের সর্বশেষ সারি।

أَخَذَ (ن) أَخْذًا : ধরা, ধারণ করা।

(أَخَذَ) يُبْدِيْ : প্রকাশ করতে লাগল।

(اِفْعَال) إِبْدَاءً : প্রকাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ .

مَادَّة : (ب ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : يُظْهِر ، ضِد : يُخْفِي

(ج) وِطَاب أَوْطُب، أَوْطَاب، (جع) أَوَاطِب، (و) وَطْب : দুধের মশক, [এখানে] থলি।

قَالَ امْرَأُ الْقَيْسِ : فَأَفْلَتَهُنَّ عِلْبَاءٌ جَرِيْضًا وَلَوْ أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الْوِطَابُ

مَادَّة : (و ـ ط ـ ب) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : قِرْبَة

(أَخَذَ) يُعْجِبُ : মুগ্ধ করতে লাগল।

(اِفْعَال) اِعْجَابًا : অবাক করা, মুগ্ধ করা, বিস্মিত করা।

(س) عَجَبًا ، (تَفَعُّل) تَعَجُّبًا : বিস্মিত হওয়া। অবাক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

مَادَّة : (ع ـ ج ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَرُوْقُ ، ضِد : يَسُوْءُ

(ج) حَاضِرُوْنَ (حَاضِرِيْنَ)، حُضَّر، حُضَّار، حُضُوْر، حَضَرَة ، (و) حَاضِر : উপস্থিত।

فِي الْحَدِيْثِ : وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

فَصْل: (ج)فُصُوْل : সত্য ও অসত্যের ফয়সালা, বিভাজক, সীমা।

فِي الْقُرْآنِ : هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُوْنَ .

اَلْخِطَاب : বক্তব্য, সম্বোধন।

اَلْخِطَابُ (مُفَاعَلَة) مصـ : পরস্পরে কথোপকথন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا .

فَصْلَ الْخِطَابِ : সত্যও অসত্যের বিভাজক, সিদ্ধান্ত, আম্মাবাদ।

فِي الْقُرْآنِ : وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ .

مَادَّة : (خ ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُحَاضَرَة

يَلِيْ : নিকটে অবস্থান করছে।

(ض ـ س) وَلْيًا : নিকটবর্তী হওয়া।

– وِلَايَةً : দায়িত্ববান হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَوْلِيَةً : দায়িত্ব অর্পণ করা।

فِي الْحَدِيْثِ : كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

مَادَّة : (و ـ ل ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : يَقْرُبُ/يَدْنُو/يَلْصَقُ ، ضِد : يَبْعُدُ

كِتَاب (ج) كُتُب ، كُتْب : বই, গ্রন্থ, কিতাব, চিঠি।

تَنْظُرُ : তুমি দেখছ, তুমি পড়ছ।

(ن) نَظْرًا : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

مَادَّة : (ن ـ ظ ـ ر)، جِنْس، صَحِيْح

مُرَادِف : تَبْصُرُ

دِيْوَان (ج) دَوَاوِيْن، دَيَاوِيْن : গ্রন্থসমগ্র, কাব্যসমগ্র। রচনাসমগ্র, রেজিষ্টার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْحَدِيْثِ : لَايَجْمَعُهُمْ دِيْوَانُ حَافِظٍ

مَادَّةٌ : (د ـ ى ـ و) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : مَجْمُوْعَةُ الشِّعْرِ/ قَائِمَة ـ

أَبُوْ عُبَادَةَ (وَلِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الْبُحْتُرِى) : এক বিশিষ্ট আরবি কবির উপনাম।[১]

اَلْمَشْهُوْدُ لَهُ : স্বীকৃত, সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সমর্থিত।

(س) شَهَادَةً : সাক্ষ্য দেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়া, হাজির হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : شَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ ـ

مَادَّةٌ : (ش ـ ه ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُسْلَّم/مُعْتَرَف

اَلْإِجَادَةُ (إِفْعَالٌ)مصـ : উৎকৃষ্টরূপে করা, সুন্দর করা।

(ن) جَوْدَةً : সুন্দর হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ

مَادَّةٌ : (ج ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلْاِمْتِيَاز/اَلْحَسَن ، ضِد : اَلتَّقْبِيْح

عَثَرْتَ : তুমি অবগত হয়েছ/ পেয়েছ।

(ن) عَثْرًا ، عَثِيْرًا ، عِثَارًا : পড়ে যাওয়া। পদস্খলিত হওয়া।

عَثْرًا ، عُثُوْرًا – عَلَى السِّرِّ : অবগত হওয়া।

(افْعَال) اِعْثَارًا ، (تَفْعِيْل) تَعْثِيْرًا- ه : পদস্খলিত করা। অবহিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ـ

مَادَّةٌ : (ع ـ ث ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِطَّلَعْتَ ، ضِد : جَهِلْتَ

لَمَحْتَ : তুমি দৃষ্টি দিয়েছ, দেখেছ।

(ف) لَمْحًا :(افْتِعَال) اِلْتِمَاحًا :

(افْعَال) اِلْمَاحًا : লোক চক্ষু থেকে বেঁচে থেকে তাকানো।

فِى الْقُرْآنِ : كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ـ

مَادَّةٌ : (ل ـ م ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَأَيْتَ/نَظَرْتَ

بَدِيْعٌ (فا ، مذ) : অভিনব বস্তু, অনুপম বস্তু।

(ف) بَدَاعَةً ، بِدْعًا ، بُدُوْعًا : অনুপম হওয়া। অভিনব হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

مَادَّةٌ : (ب ـ د ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَدِيْد

اِسْتَمْلَحْتَ : লাবণ্যময়/রসাত্মক গণ্য করতে পার।

(اسْتِفْعَال) اِسْتِمْلَاحًا : লাবণ্যময় মনে করা, রসাত্মক গণ্য করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

مَادَّةٌ : (م ـ ل ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتَحْسَنْتَ ، ضِد : اِسْتَقْبَحْتَ

نَعَمْ : হ্যাঁ, সম্মতি ও ইতিবাচক উত্তর।

فِى الْقُرْآنِ : قَالَ : نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : دِيْوَانُ أَبِى عُبَادَةَ الْمَشْهُوْدِ لَهُ بِالْإِجَادَةِ :

مَوْصُوْف دِيْوَانُ أَبِى عُبَادَةَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে আর اَلْمَشْهُوْدِ শিবহে ফেয়েল لَهُ এবং بِالْإِجَادَةِ তার সাথে مُتَعَلِّق অতঃপর সিফাত ও মাওসূফ মিলে هٰذَا উহ্য মুবতাদা -এর খবর।

قَوْلُهُ : عَلٰى بَدِيْعٍ اِسْتَمْلَحْتَهُ :

بَدِيْعٍ মাউসূফ আর اِسْتَمْلَحْتَهُ হলো সিফাত।

বালাগাত

قَوْلُهُ : ذُوْ لِحْيَةٍ كَثَّةٍ الخ :

এখানে كَثَّةٍ এবং رَثَّةٍ-এর মধ্যে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ : يُبْدِىْ مَا فِىْ وِطَابِهِ الخ :

এ বাক্যের মধ্যে وِطَابٌ এবং خِطَابٌ -এর মাঝে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে।

১. আরবি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি আবূ উবাদা ওয়ালীদ ইবনে উবায়দ আল-বুহতুরী ২০৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। ২৮৪ হিজরিতে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুগশ্রেষ্ঠ কবি ইন্তেকাল করেন। দীওয়ানুল বুহতুরী নামে দুই খণ্ডে তাঁর কাব্যসমগ্র পাওয়া যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَأَنَّمَا تَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ
مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحٍ

فَإِنَّهُ أَبْدَعَ فِي التَّشْبِيهِ الْمُودَعِ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ : يَا لَلْعَجَبِ! وَلِضَيْعَةِ الْأَدَبِ! لَقَدِ اسْتَسْمَنْتَ يَا هٰذَا! ذَا وَرَمٍ ، وَنَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ. أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَيْتِ النَّدْرِ ، الْجَامِعِ مُشْتَبَهَاتِ الثَّغْرِ! وَأَنْشَدَ :

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِثَغْرٍ رَاقَ مَبْسِمُهُ
وَزَانَهُ شَنَبٌ نَاهِيكَ مِنْ شَنَبٍ

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] "যেন সে [প্রিয়া] বিন্যস্ত মুক্তামালা কিংবা শিলাদানা অথবা বাবুনা পুষ্প দ্বারা মুচকি হাসে।" কেননা কবি এই শ্লোকে ব্যবহৃত উপমার ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে সে লোকটি তাকে বলল, হায়রে আশ্চর্য! হায়রে সাহিত্যের অবনতি! হে জনাব! আপনি শোথরোগীকে মোটা-তাজা মনে করেছেন এবং ইন্ধন ব্যতীত [অগ্নিতে] ফুৎকার দিয়েছেন [অর্থাৎ, যা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তার প্রশংসা করে অযথা কাজ করেছেন]। আপনি দাঁতের উপমানসমূহের একত্রস্থল সেই দুর্লভ শ্লোক থেকে কত দূরে পড়ে আছেন। এবং সে আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] "আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত সেই দাঁতের জন্য, যার মুচকি হাসি [আমাকে] মুগ্ধ করেছে এবং যার সৌন্দর্য বর্ধন করেছে এমন ঔজ্জ্বল্য, যা তোমাকে অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্যের [প্রতি তাকানো] থেকে বারণ করে।

শাব্দিক অনুবাদ : كَأَنَّمَا যেন تَبْسِمُ মুচকি হাসে عَنْ لُؤْلُؤٍ মুক্তামালা দ্বারা مُنَضَّدٍ বিন্যস্ত أَوْ بَرَدٍ কিংবা শিলাদানা أَوْ أَقَاحٍ অথবা বাবুনা পুষ্প দ্বারা فَإِنَّهُ কেননা তিনি أَبْدَعَ নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন فِي التَّشْبِيهِ উপমার ক্ষেত্রে الْمُودَعِ فِيهِ এই শ্লোকে ব্যবহৃত فَقَالَ لَهُ উত্তরে সে লোকটি তাকে বলল يَا لَلْعَجَبِ হায়রে আশ্চর্য لِضَيْعَةِ الْأَدَبِ হায়রে সাহিত্যের অবনতি لَقَدِ اسْتَسْمَنْتَ আপনি মোটা তাজা মনে করেছেন يَا هٰذَا হে জনাব ذَا وَرَمٍ শোথরোগীকে وَنَفَخْتَ এবং ফুৎকার দিয়েছেন فِي غَيْرِ ضَرَمٍ ইন্ধন ব্যতীত أَيْنَ أَنْتَ আপনি কত দূরে পড়ে আছেন عَنْ থেকে الْبَيْتِ শ্লোক النَّدْرِ দুর্লভ الْجَامِعِ একত্রস্থল مُشْتَبَهَاتِ উপমানসমূহ الثَّغْرِ দাঁত وَأَنْشَدَ এবং সে আবৃত্তি করল نَفْسِي আমার প্রাণ الْفِدَاءُ উৎসর্গীকৃত لِثَغْرٍ সেই দাঁতের জন্য رَاقَ মুগ্ধ করেছে مَبْسِمُهُ যার মুচকি হাসি وَزَانَهُ এবং যার সৌন্দর্য বর্ধন করেছে شَنَبٌ এমন ঔজ্জ্বল্য نَاهِيكَ যা তোমাকে বারণ করে مِنْ شَنَبٍ অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্য থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَأَنَّمَا : যেন, উপমা ও সাদৃশ্যদ্যোতক অব্যয়।

تَبْسِمُ : সে [স্ত্রী লিঙ্গে] মুচকি হাসে।

(ض) بَسْمًا، (اِفْتِعَال) اِبْتِسَامًا، (تَفَعُّل) تَبَسُّمًا : মুচকি হাসা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا .

مُرَادِف : تَضْحَكُ ، ضِدّ : تَبْكِي .

لُؤْلُؤٌ : (ج) لَآلِئ : মুক্তা, মতি, মণি।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ .

مَادَّة : (ل ـ ء ـ ل ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّبْ مَهْمُوز وَمُضَاعَف رُبَاعِي

مُرَادِف : (دُرَّة/جَوْهَر)

مُنَضَّدٌ (مف، مذ) : বিন্যাস্ত, স্তরস্তর বিশিষ্ট।

(ض) نَضْدًا، (تَفْعِيل) تَنْضِيدًا : বিন্যাস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ .

مَادَّة : (ن ـ ض ـ د) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : مُرَتَّبٌ، ضِدّ : مُنْتَشِرٌ/ مَنْثُورٌ

بَرَدٌ :(بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ) : শিলা, বৃষ্টির সাথে পতিত বরফের টুকরা।

بَرْدٌ : (بِسُكُونِ الرَّاءِ) : ঠাণ্ডা, শীত।

فِي الْقُرْآنِ : وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ .

مَادَّة : (ب ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : ثَلْجٌ

(ج) أَقَاحٌ. أَقَاحِيُّ. (و) اَلْأُقْحُوَانُ : বাবুনা পুষ্প।

مَادَّه : (ق ـ ح ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِيْ

أَبْدَعَ (إِفْعَال) إِبْدَاعًا : নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে/ করেছেন।

(افْعَال) إِبْدَاعًا : অভিনব আকৃতিতে সৃষ্টি করা, নতুনত্ব সৃষ্টি করা।

اَلتَّشْبِيْهُ (تَفْعِيْل) مصـ : উপমা দেওয়া।

تَشْبِيْهٌ : উপমা।

(مُفَاعَلَة) مُشَابَهَةً : সাদৃশ্য হওয়া।

مَادَّه : (ش ـ ب ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّمْثِيْل

اَلْمُوْدَعُ (مف، مذ) : গচ্ছিত, অন্যের নিকট সংরক্ষিত, [এখানে] ব্যবহৃত।

(أَفْعَال) إِيْدَاعًا : আমানত রাখা, গচ্ছা রাখা।

(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।

مَادَّه : (و ـ د ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيْ

مُرَادِف : اَلْمُتَضَمِّنُ/اَلْمَوْضُوْعُ

اَلْعَجَبُ : আশ্চর্য।

ضِيْعَةٌ : অবনতি, ধ্বংস।

(ض) ضَيْعَةً : অবনতি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া।

(افْعَال) إِضَاعَةً : নষ্ট করা, ধ্বংস করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ .

مَادَّه : (ض ـ ي ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِيْ

مُرَادِف : هَلَاكٌ/فَسَادٌ ، ضِد : صَلَاحٌ

اَلْأَدَبُ (ج) آدَابٌ : সাহিত্য।

اِسْتَسْمَنْتَ : মোটা-তাজা মনে করেছ/করেছেন।

(اسْتِفْعَال) اِسْتِسْمَانًا : মোটা তাজা মনে করা।

(س) سِمَنًا : মোটাতাজা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ .

مَادَّه : (س ـ م ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

يَا هٰذَا : হে জনাব।

وَرَمٌ : (ج) أَوْرَامٌ : শোথ রোগ।

وَرَمٌ (ح) مصـ : শরীর ফুলে যাওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ .

مَادَّه : (و ـ ر ـ م) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيْ

مُرَادِف : دمل

نَفَخْتَ : ফুৎকার দিয়েছ/দিয়েছেন।

(ف) نَفْخًا : ফুৎকার দেওয়া।

(افْتِعَال) اِنْتِفَاخًا ، (تَفَعُّل) تَنَفُّخًا : ফুলে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ .

مَادَّه : (ن ـ ف ـ خ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَفَث

ضَرَمٌ : ক্রোধ, আগুন, ইন্ধন।

(س) ضَرَمًا : প্রজ্বলিত হওয়া।

مَادَّه : (ض ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَقُوْدٌ

اَلْبَيْتُ (ج) أَبْيَاتٌ ، بُيُوْتٌ : শ্লোক।

اَلنَّدْرُ (ن) مصـ : দুর্লভ হওয়া।

اَلنَّدْرُ (صف) : দুর্লভ।

(ك) نُدْرًا : অদ্ভুত হওয়া, অভিনব হওয়া।

مَادَّه : (ن ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْغَرِيْبُ ، ضِد : اَلْمَعْرُوْفُ

اَلْجَامِعُ : (ج) جَوَامِعُ : সমন্বয়ক, একত্রকারী, একাধার, একত্রস্থল।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ .

مَادَّه : (ج ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلضَّامُّ/اَلْمُطْبِقُ ، ضِد : اَلْفَارِقُ

(ج) مُشَبَّهَاتٌ (بِهَا) ، (و) مُشَبَّهٌ بِهٖ : উপমান।

اَلثَّغْرُ : (ج) ثُغُوْرٌ : দাঁত, মুখের সামনের দাঁত, মুখ।

مَادَّه : (ث ـ غ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسِّنُّ

أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।

(إِفْعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

نَفْسٌ : (ج) أَنْفُسٌ ، نُفُوْسٌ : প্রাণ, আত্মা, রিপু।

اَلْفِدَاءُ (ض) مصـ : উৎসর্গ করা।

بِمَعْنَى اِسْمِ مَفْعُوْلٍ : উৎসর্গীকৃত।

(مُفَاعَلَة) مُفَادَاةً ، (تَفَاعُل) تَفَادِيًا : মুক্তিপণ আদায় করা, মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ .

مَادَّه : (ف ـ د ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِيْ

مُرَادِف : إِيْثَار/تَضْحِيَة

رَاقَ (ن) رَوْقًا : মুগ্ধ করেছে।

مَبْسِمٌ (ج) مَبَاسِمُ : মুচকি হাসি, মুচকি হাসির স্থল অর্থাৎ মুখ।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا .

مَادَّه : (ب ـ س ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِبْتِسَامٌ ، ضِد : بُكَاءٌ

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

زَانَ (ض) زَيْنًا : সজ্জিত করেছে, সৌন্দর্য বর্ধন করেছে।

شَنَبَ (س) مصـ : উজ্জ্বল হওয়া, নির্মল হওয়া।

شَنَبٌ : ঔজ্জ্বল্য।

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : سَأَلْتُ رُوبَةَ عَنِ الشَّنَبِ مَا هُوَ؟ فَأَخَذَ حَبَّةَ رُمَّانٍ فَأَوْمَأَ إِلَى بِصِيْصِهَا.

مَادَّةٌ : (ش ـ ن ـ ب) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : بَرْقٌ/وَمِيْضٌ

نَاهٍ (نَاهِيْ) (ج) نُهَاةٌ : বারণকারী, যে বারণ করে।

فِي الْحَدِيْثِ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.

مَادَّةٌ : (ن ـ ہ ـ ی) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِيٌّ

مُرَادِفٌ : كَافِيْكَ/مَانِعُكَ

شَنَبٌ (نَكِرَةٌ مُكَرَّرَةٌ يُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْأُوْلَى) : অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كَأَنَّمَا تَبَسَّمَ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُنَضَّدٍ الخ :

إِسْمٌ جَامِدٌ যদি تَشْبِيْه -এর জন্য হয় তাহলে তার খবর كَأَنَّ হওয়া শর্ত। আর تَحْقِيْق -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে كَأَنَّ হলো كَافَّةٌ এবং مَا হলো حَرْف مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْل আর لُؤْلُؤٌ مُنَضَّدٌ শব্দটি تَبَسَّمَ ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর مَعْطُوْفٌ -এর صِفَتْ অতঃপর مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলে مَعْطُوْفٌ। এর পরে উল্লিখিত أَوْ أَقَاحٍ এবং أَوْ بَرَدٍ শব্দ দুটো عَلَيْهِ তারপর مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف مَعْطُوْف মিলে مَجْرُوْر হরফে জার ও মাজরূর মিলে تَبَسَّمَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : فِي التَّشْبِيْهِ الْمُوْدَعِ فِيْهِ :

اَلْمُوْدَعِ فِيْهِ এটা اَلتَّشْبِيْه -এর صِفَتْ।

قَوْلُهُ : يَالَلْعَجَبِ وَلِضَيْعَةِ الْأَدَبِ :

يَا হরফে নেদা এখানে اِسْتِغَاثَة -এর অর্থে। لِلْعَجَبِ -এর لَام টি مَكْسُوْر ও হতে পারে مَفْتُوْح ও হতে পারে। যদি لَام জের বিশিষ্ট হয় তাহলে اَلْعَجَب শব্দটি مُسْتَغَاثٌ لَهُ আর مُسْتَغَاثٌ মাহযূফ হবে, এ সময় تَقْدِيْرِيْ عِبَارَتْ হবে يَا قَوْمِ احْضُرُوْا لِلْعَجَبِ [হে লোকেরা তোমরা আশ্চর্যের সাহায্যে এগিয়ে আস] আর যদি لَام টি জবর বিশিষ্ট হয় তাহলে اَلْعَجَب হবে مُسْتَغَاثٌ তখন تَقْدِيْرِيْ عِبَارَتْ হবে يَا عَجَبُ أَحْضُرْ فَإِنَّ هٰذَا وَقْتُكَ [হে আশ্চর্য! সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আস, কেননা। এখন তোমার খুব দরকার] এখানে অর্থ হবে হায়রে আশ্চর্য। لِضَيْعَةِ الْأَدَبِ -এর মধ্যেও উল্লিখিত বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبَيْتِ النَّذْرِ :

أَيْنَ ইসমে জরফ مَوْجُوْد তার মুতা'আল্লাক اَلْبَيْتُ শব্দটি اَلْجَامِعُ مُشْتَبِهَات ও اَلنَّذْر তার পরে উল্লিখিত مَوْصُوْف مِنَ الشُّغْر হলো صِفَتْ অতঃপর مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলে مَجْرُوْر ও جَارّ এরপর। مجرور -এর حَرْف جَرّ মিলে ظَرْف ও مَوْجُوْد তার مُتَعَلِّق -এর সাথে অতঃপর مَوْجُوْد مُتَعَلِّق মিলে خَبَر مُقَدَّم আর أَنْتَ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّر

قَوْلُهُ : نَفْسِي الْفِدَاءُ لِثَغْرٍ الخ :

ثَغْر শব্দটি مَوْصُوْف আর رَاقَ ফেয়েল مَبْسِمُهُ তার ফায়েল نَقِيٌّ মাফউল মাহযূফ। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউল মিলে ثَغْر -এর ১ম সিফাত। زَانَهُ شَنَبٌ হলো ثَغْر -এর ২য় সিফাত ১ম شَنَبٌ মাওসূফ مِنْ شَنَبٍ نَاهِيْكَ তার صِفَتْ, মাওসূফ সিফাত মিলে زَانَهُ -এর فَاعِل

বালাগাত

قَوْلُهُ : كَأَنَّمَا تَبَسَّمَ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُنَضَّدٍ :

এখানে كَأَنَّ যদি تَشْبِيْه -এর জন্য হয় তাহলে مَبْسِم [মুচকি হাসি] مُشَبَّهْ আর لُؤْلُؤ হলো مُشَبَّهْ بِهِ এ সময় এখানে কোন اِسْتِعَارَة হবে না। আর كَأَنَّ যদি تَحْقِيْق -এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে لُؤْلُؤ ও مُنَضَّد এবং بَرَد ও اَقَاح -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে এখানে مُشَبَّهْ بِهِ উল্লেখ আছে এবং مُشَبَّهْ মাহযূফ। তাই اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে। এই জায়গায় প্রথমে দাঁতকে বিন্যস্ততার ক্ষেত্রে لُؤْلُؤ مُنَضَّد -এর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন, শীতলতার ক্ষেত্রে بَرَد -এর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন, কিন্তু শিলাদানা যেহেতু একেবারে সাদা আর এটা দাঁতের ক্ষেত্রে দূষণীয়। তাই পুনরায় তাকে اَقَاح -এর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন। কেননা বাবুনা পুষ্পের সাদাটা একটু হরিদ্রাভ, যা দাঁতের উৎকৃষ্ট রং।

قَوْلُهُ : اِسْتَسْمَنْتَ ذَاوَرَمٍ :

এখানে অযোগ্যকে ذَاوَرَم শোথরোগীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَفْتَرُّ عَنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ وَعَنْ بَرَدٍ
وَعَنْ أَقَاحٍ وَعَنْ طَلْعٍ وَعَنْ حَبَبٍ

فَاسْتَجَادَهُ مَنْ حَضَرَ وَاسْتَحْلَاهُ ، وَاسْتَعَادَهُ مِنْهُ ، وَاسْتَمْلَاهُ. وَسُئِلَ : لِمَنْ هٰذَا الْبَيْتُ ؟ وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيِّتٌ ؟ فَقَالَ : أَيْمُ اللّٰهِ! لَلْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَلِلصِّدْقِ حَقِيقٌ بِأَنْ يُسْتَمَعَ ، إِنَّهُ- يَا قَوْمُ! -لَنَجِيُّكُمْ مُذُ الْيَوْمِ. قَالَ : فَكَأَنَّ الْجَمَاعَةَ ارْتَابَتْ بِعَزْوَتِهِ ، وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ.

অনুবাদ : সে [প্রেমাস্পদ] তরতাজা মুক্তামালা, শিলাদানা, বাবুনা পুষ্প, মুকুল ও বুদ্বুদ দ্বারা মুচকি হাসে।" অতঃপর যারা উপস্থিত ছিল তারা উক্ত শ্লোককে উৎকৃষ্ট মনে করল এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল। তার কাছে সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল এবং তার কাছ থেকে শ্লোকদ্বয় লিখিয়ে নিতে চাইল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই শ্লোকের রচয়িতা কে? এর রচয়িতা জীবিত আছে, না কি মৃত? সে বলল, আল্লাহর কসম! অবশ্যই সত্য পথ অনুসরণ করা অধিক শ্রেয় এবং সত্য কথা মনোযোগ সহকারে শোনার উপযুক্ত। হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় সে আজ তোমাদের সাথে কথায় লিপ্ত। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর লোকজন যেন [উক্ত শ্লোক দুটি] তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল এবং তার দাবি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল।

শাব্দিক অনুবাদ : يَفْتَرُّ সে মুচকি হাসে عَنْ لُؤْلُؤٍ মুক্তামালা দ্বারা رَطْبٍ তরতাজা عَنْ بَرَدٍ শিলাদানা দ্বারা وَعَنْ أَقَاحٍ বাবুনা পুষ্প দ্বারা عَنْ طَلْعٍ মুকুল দ্বারা عَنْ حَبَبٍ বুদবুদ দ্বারা فَاسْتَجَادَهُ অতঃপর উৎকৃষ্ট মনে করল উক্ত শ্লোককে مَنْ حَضَرَ যারা উপস্থিত ছিল তারা وَاسْتَحْلَاهُ এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল اِسْتَعَادَهُ সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল مِنْهُ তার কাছে وَاسْتَمْلَاهُ এবং তার কাছ থেকে শ্লোকদ্বয় লিখিয়ে নিতে চাইল وَسُئِلَ এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো لِمَنْ هٰذَا الْبَيْتُ এই শ্লোকের রচয়িতা কে? هَلْ কি حَيٌّ জীবিত قَائِلُهُ -এর রচয়িতা أَوْ নাকি مَيِّتٌ মৃত فَقَالَ অতঃপর সে বলল أَيْمُ اللّٰهِ আল্লাহর কসম! لَلْحَقُّ অবশ্যই সত্যপথ أَحَقُّ অধিক শ্রেয় أَنْ يُتَّبَعَ অনুসরণ করা وَلِلصِّدْقِ এবং সত্য কথা حَقِيقٌ উপযুক্ত بِأَنْ يُسْتَمَعَ মনোযোগ সহকারে শোনার সাথে কথায় লিপ্ত مُذُ الْيَوْمِ আজ قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَكَأَنَّ অতঃপর যেন الْجَمَاعَةَ লোকজন اِرْتَابَتْ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল بِعَزْوَتِهِ তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে وَأَبَتْ এবং অস্বীকার করল تَصْدِيقَ বিশ্বাস করা دَعْوَتِهِ তার দাবি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَفْتَرُّ : সে মুচকি হাসে।
(اِفْتِعَالٌ) اِفْتِرَارًا : চমকানো, মুচকি হাঁসা, ঘ্রাণ লওয়া।
(ض) فَرًّا/فِرَارًا : পলায়ন করা।
مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِي
مُرَادِفٌ : يَتَبَسَّمُ/يَضْحَكُ ، ضِدٌّ : يَبْكِي -
لُؤْلُؤٌ : (ج) لَآلِي : মুক্তা, মতি, মণি।
رَطْبٌ :(ج) رَطْبٌ : তরতাজা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -
مَادَّةٌ : (ر ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : طَرِيٌّ ، ضِدٌّ : يَابِسٌ
بَرَدٌ : শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা।
(ج) أَقَاحٍ ، (و) أُقْحُوَانٌ : বাবুনা পুষ্প।
طَلْعٌ : মুকুল, কলি।
(ن) طُلُوعًا : উদিত হওয়া, মকুল ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ -
مَادَّةٌ : (ط ـ ل ـ ع) ، جِنْس : صَحِيحٌ
مُرَادِفٌ : نُورٌ/وَلِيعٌ
حَبَبٌ : বুদ্বুদ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ طَرَفَةُ : وَإِذَا تَضْحَكُ تُبْدِيْ حَبَبًا كَرُضَابِ الْمِسْكِ بِالْمَاءِ الْخَصِرِ.

مَادَّهْ : (ح ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَفْ

مُرَادِفْ : فَقَاعَةٌ

اِسْتَجَادَ : । উৎকৃষ্ট মনে করল

(اِسْتِفْعَالْ) اِسْتِجَادَةٌ : । উৎকৃষ্ট মনে করা

مَادَّهْ : (ج ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : اِسْتَحْسَنَ ، ضِدْ : اِسْتَقْبَحَ

(مَنْ) حَضَرَ : । যে/যারা উপস্থিত ছিল

(ن) حُضُوْرًا : । উপস্থিত হওয়া

اِسْتَحْلَى : । মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল

(اِسْتِفْعَالْ) اِسْتِحْلَاءٌ : । মাধুর্যপূর্ণ মনে করা, সুমিষ্ট মনে করা

مَادَّهْ : (ح ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : اِسْتَعْذَبَ

اِسْتَعَادَ : । পুনরাবৃত্তি কামনা করল

(اِسْتِفْعَالْ) اِسْتِعَادَةٌ : । পুনরাবৃত্তি কামনা করা

اِسْتَمْلَى : । লিখিয়ে নিতে চাইল

(اِسْتِفْعَالْ) اِسْتِمْلَاءٌ : । লিখিয়ে নিতে চাওয়া

(اِفْعَالْ) إِمْلَاءٌ : । লেখানো

مَادَّهْ : (م ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ

مُرَادِفْ : اُكْتُتِبَ/استكتب

سُئِلَ (مج) : । তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো

(ف) سُؤَالًا : । প্রার্থনা করা, জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا .

مَادَّهْ : (س ـ ء ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوْزْ عَيْن

مُرَادِفْ : اِسْتَفْسَرَ

بَيْتٌ : (ج) بُيُوْتٌ ، أَبْيَاتٌ : । গৃহ, শ্লোক

حَيٌّ :(ج) أَحْيَاءٌ : । জীবিত, জীবনী শক্তিসম্পন্ন

فِي الْقُرْآنِ : بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

مَادَّهْ : (ح ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .

مُرَادِفْ : رُوْحِيْ ، ضِدْ : مَيِّتٌ

قَائِلٌ (فا ، مذ) (ج) قُوَّلٌ ، قِيْلٌ ، قَالَةٌ .

قَوُوْلٌ : । বক্তা, কথক, রচয়িতা

(ن) قَوْلًا : । কথা বলা

مَيِّتٌ (ج) أَمْوَاتٌ ، مَوْتَى ، مَيِّتُوْنَ : । মৃত, জীবনী শক্তি রহিত

(ن) مَوْتًا : । মৃত্যুবরণ করা

(اِفْعَالْ) إِمَاتَةٌ : । মৃত্যু দান করা

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ .

مَادَّهْ : (م ـ و ـ ت) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : جِيْفَةٌ ، ضِدْ : حَيٌّ

أَيْمُ اللّٰهِ (بِمَعْنَى أَيْمَنُ اللّٰهِ) : ।[শপথ বাক্য] আল্লাহর শপথ

اَلْحَقُّ : । সত্য, সত্যপথ

(ن ـ ض) حَقًّا : । অপরিহার্য হওয়া, সত্য হওয়া, সঠিক হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ .

مَادَّهْ : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفْ : صِدْقٌ ، ضِدْ : اَلْبَاطِلُ

أَحَقُّ (اسم تَفْضِيْل ، مذ) : । অধিক শ্রেয়

فِي الْقُرْآنِ : لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا .

مُرَادِفْ : أَلْيَقُ/أَجْدَرُ

(أَنْ) يُتَّبَعَ (مج) : । অনুসরণ করা হবে

(اِفْتِعَالْ) اِتِّبَاعًا : । অনুকরণ করা, অনুসরণ করা

فِي الْقُرْآنِ : اِتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا .

مُرَادِفْ : يُقَلِّدُ/يَحْتَذِيْ

اَلصِّدْقُ : । সত্য কথা

اَلصِّدْقُ (ن) مصـ : । সত্য কথা বলা

فِي الْحَدِيْثِ : اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ .

مُرَادِفْ : يُقَلِّدُ/يَحْتَذِيْ

حَقِيْقٌ (صف مذ) (ج) أَحِقَّاءُ : । উপযুক্ত, যোগ্য

فِي الْقُرْآنِ : حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ .

مَادَّهْ : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفْ : جَدِيْرٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(أَنْ) يُسْتَمَعَ (مج) : । শোনা হবে, শোনা

(إفْتِعَال) اِسْتِمَاعًا : । মনোযোগ দিয়ে শোনা

فِى الْقُرْآنِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ـ

مَادَّهٗ : (س ـ م ـ ع) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَصْغٰى (إِلَيْه)

قَوْم : (ج) أَقْوَام، أَقَاوِم، أَقَائِم ، أَقَاوِيْم : । নিকট আত্মীয়, এক দাদার সন্তান, আপন সম্প্রদায়।

نَجِيٌّ :(صف، مذ) : কারও ব্যক্তিগত গোনপীয়তা সম্পর্কে অবগত, আলাপচারী, কথায় লিপ্ত।

(ن) نَجْوًا (مُفَاعَلَة) مُنَاجَاةً : । গোপন রহস্য বলা, চুপিসারে কথা বলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَخَلَصُوا نَجِيًّا ـ

مَادَّهٗ : (ن ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : مُنَاج

اَلْجَمَاعَةُ :(ج) جَمَاعَاتٌ : । লোকজন, দল, সমবেত জনতা।

مَادَّهٗ : (ج ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَاضِرُوْن/اَلْقَوْم

اِرْتَابَتْ : । সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল।

(إفْتِعَال) اِرْتِيَابًا ، (ض) رَيْبًا، رِيْبَةً : সন্দেহ পোষণ করা, সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, সন্দেহ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ

مَادَّهٗ : (ر ـ ى ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : تَشَكَّكَتْ/تَرَدَّدَتْ ، ضِد : اِطْمَئَنَّتْ

عَزْوَةً (ن) مصـ : । তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া।

مَادَّهٗ : (ع ـ ز ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : نِسْبَةً ـ

أَبَتْ : । অস্বীকার করল।

(ن، ض) إِبَاءً، إِبَاءَةً، (تفعل) تَأَبِّيًا : । অপছন্দ করা, অস্বীকার করা

فِى الْقُرْآنِ : أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

مَادَّهٗ : (أ ـ ب ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مهموز فاء وناقص يائى)

مُرَادِف : أَنْكَرَتْ ، ضِد : أَقَرَّتْ

تَصْدِيْق (تَفْعِيْل) مصـ : । বিশ্বাস করা।

مُرَادِف : تَوْثِيْق

دَعْوَةً (ن) مصـ : । ডাকা, দাবি করা।

(افتعال) اِدِّعَاءً : । দাবি করা।

فِى الْقُرْآنِ : أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ـ

مَادَّهٗ : (د ـ ع ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اَلْاِدِّعَاءُ ـ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : فَقَالَ أَيْمُ اللّٰهِ لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ الخ :

أَيْمُ اللّٰهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা قَسَمِىْ খবর মাহযূফ। لِلْحَقِّ أَحَقُّ الخ হলো جَوَابُ قَسَمٍ এবং مُقْسَمٌ بِهٖ কেননা قَاعِدَةٌ আছে যখন قَائِمٌ مَقَامَ خَبَرٍ মুবতাদা হয় এবং مُقْسَمٌ খবর হয় তাহলে جَوَابُ قَسَمٍ কে খবরের قَائِمٌ مَقَامَ করে خَبَرٌ কে হযফ করা ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ : إِنَّهٗ يَاقَوْمَ لَنَجِيُّكُمْ مُذِ الْيَوْمَ :

এখানে ইবারতের মধ্যে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে মূল ইবারত হবে। يَا قَوْمَ إِنَّهٗ لَنَجِيُّكُمْ مُذِ الْيَوْمَ -

يَا হরফে নিদা قَوْمِ মুনাদা। মূলত ছিল قَوْمِىْ অধিক ব্যবহারের কারণে ى পড়ে গিয়েছে। হরফে নিদা ও মুনাদা মিলে নিদা, إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল ہٗ হলো إِنَّ -এর ইসম نَجِيٌّ সীগায়ে সিফাত كُمْ মাফউল مُذِ الْيَوْمَ মুতা'আল্লিক نَجِيُّكُمْ -এর সাথে। অতঃপর شِبْه جُمْلَة হয়ে إِنَّ -এর খবর। ইসিম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে جَوَابُ نِدَا নিদা ও জওয়াবে নিদা মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَتَوَجَّسَ مَا هَجَسَ فِىْ أَفْكَارِهِمْ ، وَفَطِنَ لِمَا بَطَنَ مِنِ اسْتِنْكَارِهِمْ ، وَحَاذَرَ أَنْ يَفْرُطَ إِلَيْهِ ذَمٌّ ، فَقَرَأَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، ثُمَّ قَالَ : يَا رُوَاةَ الْقَرِيْضِ، وَأُسَاةَ الْقَوْلِ الْمَرِيْضِ! إِنَّ خُلَاصَةَ الْجَوْهَرِ تَظْهَرُ بِالسَّبْكِ، وَيَدَ الْحَقِّ تَصْدَعُ رِدَاءَ الشَّكِّ ، وَقَدْ قِيْلَ فِىْ مَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ : عِنْدَ الْاِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ.

অনুবাদ : তখন তাদের চিন্তাধারায় যা উদিত হলো তা সে অনুভব করল এবং তাদের যে অস্বীকারের ভাব লুকিয়ে ছিল তা সে বুঝে নিল। এবং সে ভয় করল যে, তার প্রতি নিন্দার ঝড় বইবে। সুতরাং সে পাঠ করল : إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপের কারণ]। অতঃপর সে বলল, হে কবিতার বর্ণনাকারীগণ এবং রুগ্‌ণ কথার চিকিৎসকগণ! নিশ্চয়ই খাঁটি জওহর গলানোর দ্বারাই প্রকাশ পায় এবং সত্যের হাত সন্দেহের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অবশ্য অতীতকালে বলা হয়েছে : "পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত হয় অথবা লাঞ্ছিত হয়।"

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَوَجَّسَ তখন সে অনুভব করল مَاهَجَسَ যা উদিত হলো فِىْ أَفْكَارِهِمْ তাদের চিন্তাধারায় وَفَطِنَ এবং তা সে বুঝে নিল لِمَا بَطَنَ যে ভাব লুকিয়ে ছিল مِنِ اسْتِنْكَارِهِمْ অস্বীকারের وَحَاذَرَ এবং সে ভয় করল أَنْ يَفْرُطَ ঝড় বইবে إِلَيْهِ তার প্রতি ذَمٌّ নিন্দার فَقَرَأَ তখন সে পাঠ করল إِنَّ নিশ্চয়ই بَعْضَ الظَّنِّ কোনো কোনো ধারণা إِثْمٌ পাপের কারণ ثُمَّ قَالَ অতঃপর সে বলল يَا رُوَاةَ হে বর্ণনাকারীগণ الْقَرِيْضِ কবিতার وَأُسَاةَ চিকিৎসকগণ الْقَوْلِ الْمَرِيْضِ রুগ্‌ণ কথার إِنَّ নিশ্চয়ই خُلَاصَةَ الْجَوْهَرِ খাঁটি জওহর تَظْهَرُ প্রকাশ পায় بِالسَّبْكِ গলানো দ্বারাই وَيَدَ الْحَقِّ এবং সত্যের হাত تَصْدَعُ ছিন্নভিন্ন করে দেয় رِدَاءَ চাদরকে الشَّكِّ সন্দেহের وَقَدْ قِيْلَ অবশ্য বলা হয়েছে فِىْ مَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ অতীতকালে عِنْدَ الْاِمْتِحَانِ পরীক্ষার সময় يُكْرَمُ الرَّجُلُ মানুষ সম্মানিত হয় أَوْ يُهَانُ অথবা লাঞ্ছিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) أَفْكَارٌ، (و) فِكْرٌ : চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাধারা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ .

مَادَّة : (ف ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَأَمُّل/اِنْظَار .

فَطِنَ : বুঝে নিল।

(ن ، س ، ك) فَطْنًا ، فِطَانَةً : বুঝা, উপলব্ধি করা।

مُرَادِف : شَعُرَ/فَهِمَ

(مَا) بَطَنَ : [যা] লুকিয়ে ছিল।

(ن) بَطْنًا ـ بُطُوْنًا : গোপন হওয়া, লুকিয়ে থাকা।

(إفْعَال) إِبْطَانًا : গোপন করা।

(س) بَطْنًا : পেটুক হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

تَوَجَّسَ : অনুভব করল।

(تَفَعُّل) تَوَجُّسًا ، (إفْعَال) إِيْجَاسًا : উপলব্ধি করা, অনুভব করা।

(ض) وَجْسًا : শঙ্কিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً .

مَادَّة : (و ـ ج ـ س) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : أَحَسَّ

(مَا) هَجَسَ : [যা] মনে উদিত হলো।

(ن ، ض) هَجْسًا : অন্তরে জাগা, মনে উদিত হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُهَاجَسَةً : চুপিসারে কথা বলা।

مَادَّة : (ه ـ ج ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَطَرَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِثْمٌ : (ج) آثَامٌ : । গুনাহর কাজ, গুনাহ, অপরাধ, পাপ, [এখানে] পাপের কারণ।

مَادَّة : (إ ـ ث ـ م) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء

مُرَادِف : ذَنْبٌ ، ضِدّ : طَاعَةٌ/عِبَادَةٌ

(ج) رُوَاةٌ، رَاوُوْنَ،(و) رَاوٍ (فا، مذ) : । বর্ণনাকারী।

(ض) رِوَايَةً : । বর্ণনা করা।

مَادَّة : (ر ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن ـ

مُرَادِف : نَاقِلٌ

اَلْقَرِيْضُ (صف، مذ) : । কবিতা, শে'র, শ্লোক।

(ض) قَرْضًا، (تفعيل) تَقْرِيْضًا : । কর্তন করা।

(إفعال) إِقْرَاضًا : । ঋণ দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : مَنْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ

مَادَّة : (ق ـ ر ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشِّعْرُ

(ج) أُسَاةٌ ، إِسَاءٌ ، (و) آسٍ (أَسِيٌّ) : । চিকিৎসক, ডাক্তার।

(ض) أَسًا : । চিন্তিত হওয়া।

(ن) أَسْوًا : । চিকিৎসা করা।

مادة : (أ ـ س ـ و) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز فَاء وناقص واوى)

مُرَادِف : أَطِبَّاءُ

اَلْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ، (جع) أَقَاوِيْلُ : । কথা, বাণী।

اَلْقَوْلُ (ن) مصـ : । কথা বলা।

اَلْمَرِيْضُ (صف، مذ)(ج) مَرْضَى : । রুগ্ণ অসুস্থ, দুর্বল।

(س) مَرَضًا : । অসুস্থ হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ـ

مَادَّة : (م ـ ر ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلضَّعِيْفُ ، ضِدّ : اَلصَّحِيْحُ

خُلَاصَةٌ : । খাঁটি, নির্ভেজাল, সারমর্ম।

(إفعال) إِخْلَاصًا : । খাঁটি করা।

(ن) خُلُوْصًا : । খাঁটি হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ ـ

مَادَّة : (خ ـ ل ـ ص) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَصِيْلٌ/أَصْفَى ـ

اَلْجَوْهَرُ : (ج) جَوَاهِرُ : । জওহর, মূল্যবান রত্নবিশেষ, মৌল ধাতু।

مَادَّة : (ب ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَفِيٌّ ، ضِدّ : ظَاهِر

اِسْتِنْكَار (اِسْتِفْعَال) مصـ : । অস্বীকার করা।

اِسْتِنْكَار : । অস্বীকারের ভাব।

مَادَّة : (ن ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : إِبَاءٌ ، ضِدّ : إِقْرَارٌ

حَاذَرَ : । সে ভয় করল, করতে থাকল।

(مُفَاعَلَة) مُحَاذَرَةً، (س) حَذَرًا : । ভয় করা।

(تفعيل) تَحْذِيْرًا : । ভীতি প্রদর্শন করা, ভয় দেখানো।

فِى الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ـ

مَادَّة : (ح ـ ذ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَافَ ، ضِدّ : أَمِنَ

يَفْرُطُ : । অধিক হবে, [এখানে] ঝড় বইবে।

(ن) فُرُوْطًا ، فَرْطًا : । অগ্রসর হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : عَسَى أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا ـ

مَادَّة : (ف ـ ر ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَسْبِقُ

ذَمٌّ (ن) مصـ : । নিন্দা করা।

ذَمٌّ :(ج) ذُمُوْمٌ : । নিন্দা।

مَادَّة : (ذ ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : فُضُوْحٌ ، ضِدّ : مَدْحٌ

قَرَأَ : । সে পাঠ করল।

— الشَّىْءَ : । একত্র করা।

(ن ـ ف) قِرَاءَةً : । পাঠ করা।

بَعْضٌ :(ج) أَبْعَاضٌ : । অংশ, কোনো কোনো, কোনো এক।

مَادَّة : (ب ـ ع ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَائِفَةٌ/فَرْدٌ

ظَنٌّ : (ج) ظُنُوْنٌ : । ধারণা।

اَلظَّنُّ (ن) مصـ : । দৃঢ় বিশ্বাস করা, ধারণা করা।

فِى الْقُرْآنِ : اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ ـ

مَادَّة : (ظ ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : وَهْمٌ ، ضِدّ : يَقِيْنٌ ـ

Free @ www.e-ilmweebly.com

مَادَّةٌ : (ج ـ و ـ هـ ـ ر) ، جِنْس اَجْوَف وَاوِىّ

مُرَادِف : لُؤْلُؤٌ

تَظْهَرُ : প্রকাশ পায়।

(ف) ظُهُورًا : প্রকাশ পাওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِظْهَارًا : প্রকাশ করা।

مُرَادِف : تَبْرُزُ/تَبَيَّنَ ، ضِدّ : تَخْفٰى

اَلسَّبْكُ (ن ، ض)مصـ : গলানো, গলিয়ে ছাঁচে ঢালা।

- اَلْكَلَامَ : পরিমার্জিত করা।

(اِنْفِعَالٌ) اِنْسِبَاكًا : বিগলিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (س ـ ب ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّذْوِيْبُ/اَلْاِذَابَةُ

يَدٌ : (ج) اَيْدٍ (جج) اَيَادٍ : হাত, শক্তি, ক্ষমতা।

اَلْحَقُّ : সত্য।

تَصْدَعُ : ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

(ف) صَدْعًا : ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, ফেড়ে দেওয়া।

- عَنْ : বাধা দেওয়া।

- اَلْاَمْرَ : প্রকাশ করা।

(تَفَعُّلٌ) تَصَدُّعًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِى الْقُرْاٰنِ : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

مَادَّةٌ : (ص ـ د ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَشُقُّ

رِدَاءٌ : (ج) اَرْدِيَةٌ : চাদর, আবরণ, পর্দা।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ .

مَادَّةٌ : (ر ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِىْ

مُرَادِف : حِجَابٌ .

اَلشَّكُّ : (ج) شُكُوْكٌ : সন্দেহ।

اَلشَّكُّ (ن) مصـ : সন্দেহ করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : هُمْ فِىْ شَكٍّ مُرِيْبٍ .

مَادَّةٌ : (ش ـ ك ـ ك) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : رَيْبٌ ، ضِدّ : يَقِيْنٌ

(قد) قِيْلَ (مج) : বলা হয়েছে, অবশ্য বলা হয়েছে।

(مَا) غَبَرَ : [যা] অতীত হয়েছে।

(ن) غُبُورًا : অতিবাহিত হওয়া, অতীত হওয়া, ধুলাযুক্ত হওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِغْبَارًا : ধুলা উড়ানো।

(اِفْعِلَالٌ) اِغْبِرَارًا : ধূলিময় হওয়া।

فِى الْقُرْاٰنِ : اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ .

مَادَّةٌ : (غ ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَضٰى

اَلزَّمَانُ (ج) اَزْمِنَةٌ : কাল, সময়।

عِنْدَ : নিকটে, কাছে, সময়ে, মুহূর্তে।

اَلْاِمْتِحَانِ (اِفْتِعَالٌ) مصـ : পরীক্ষা করা।

اَلْاِمْتِحَانُ : পরীক্ষা।

(ف) مَحْنًا : যাচাই করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى .

مَادَّةٌ : (م ـ ح ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْاِخْتِبَارُ .

يُكْرَمُ (مج) : সম্মান করা হয়, সম্মানিত হয়।

(اِفْعَالٌ) اِكْرَامًا : সম্মান করা।

(ك) كَرَامَةً : সম্মানিত হওয়া।

فِى الْقُرْاٰنِ : كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ .

مَادَّةٌ : (ك ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُعَظِّمُ ، ضِدّ : يُهَانُ .

اَلرَّجُلُ (ج) رِجَالٌ ، رَجْلَةٌ ، اَرَاجِلُ : পুরুষ মানুষ।

يُهَانُ (مج) : লাঞ্ছিত করা হয়, লাঞ্ছিত হয়।

(اِفْعَالٌ) اِهَانَةً : লাঞ্ছিত করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

مَادَّةٌ : (هـ ـ و ـ ن)، جِنْس : اَجْوَف وَاوِىْ

مُرَادِف : يُذَلُّ

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَا رُوَاةَ الْقَرِيْضِ وَاُسَاةَ الْقَوْلِ الْمَرِيْضِ :

اَلْقَرِيْضِ এবং اَلْمَرِيْضِ -এর মধ্যে جِنَاسٌ مُحَرَّفٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَدُ الْحَقِّ تَصْدَعُ رِدَاءَ الشَّكِّ :

رِدَاءُ الشَّكِّ -এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَهَا أَنَا قَدْ عَرَضْتُ خَبِيئَتِي لِلِاخْتِبَارِ، عَرَضْتُ حَقِيبَتِي عَلَى الِاعْتِبَارِ، فَابْتَدَرَ أَحَدُ مَنْ حَضَرَ، وَقَالَ: أَعْرِفُ بَيْتًا لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ، وَلَا سَمَحَتْ قَرِيحَةٌ بِمِثَالِهِ، فَإِنْ آثَرْتَ اخْتِلَابَ الْقُلُوبِ، فَانْظِمْ عَلَى هٰذَا الْأُسْلُوبِ، وَأَنْشَدَ:

فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسٍ، وَسَقَتْ
وَرْدًا، وَعَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ

অনুবাদ : জেনে রাখ, আমি আমার অভ্যন্তর পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করলাম এবং আমি অমার জাম্বিল [ঝুড়ি] যাচাইয়ের জন্য সামনে রাখলাম। অতঃপর যারা উপস্থিত ছিল তাদের একজন অগ্রসর হয়ে বলল, আমি এমন একটি শ্লোক জানি, যার ধাঁচে কোনো কবিতা রচিত হয় নি এবং কোনো প্রতিভা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম হয় নি। যদি আপনি [মানুষের] অন্তর আকৃষ্ট করতে আগ্রহী হন তবে এই পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করুন এবং সে আবৃত্তি করল[১] : [শ্লোকের অনুবাদ] "অতঃপর সে নার্গিস ফুল থেকে মুক্তা বর্ষণ করল এবং গোলাপ ফুলকে সিঞ্চিত করল, আর কুলের উপর শিলাদানা দ্বারা কামড় বসাল।"

শাব্দিক অনুবাদ : هَا জেনে রাখ أَنَا قَدْ عَرَضْتُ আমি উপস্থাপন করলাম خَبِيئَتِي আমার অভ্যন্তর لِلِاخْتِبَارِ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে عَرَضْتُ আমি সামনে রাখলাম حَقِيبَتِي আমার জাম্বিল [ঝুড়ি] عَلَى الِاعْتِبَارِ যাচাইয়ের জন্য فَابْتَدَرَ অতঃপর অগ্রসর হলো أَحَدُ একজন مَنْ حَضَرَ যারা উপস্থিত ছিল وَقَالَ এবং বলল أَعْرِفُ আমি জানি بَيْتًا এমন একটি শ্লোক لَمْ يُنْسَجْ কোনো কবিতা রচিত হয়নি عَلَى مِنْوَالِهِ যার ধাঁচে وَلَا سَمَحَتْ এবং সক্ষম হয়নি قَرِيحَةٌ কোনো প্রতিভা بِمِثَالِهِ তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে فَإِنْ آثَرْتَ যদি আপনি আগ্রহী হন اِخْتِلَابَ আকৃষ্ট করতে الْقُلُوبِ অন্তর فَانْظِمْ তবে কবিতা রচনা করুন عَلَى هٰذَا الْأُسْلُوبِ এই পদ্ধতিতে فَأَمْطَرَتْ অতঃপর সে বর্ষণ করল لُؤْلُؤًا মুক্তা مِنْ نَرْجِسٍ নার্গিস ফুল থেকে وَسَقَتْ এবং সিঞ্চিত করল وَرْدًا গোলাপ ফুলকে وَعَضَّتْ আর কামড় বসাল عَلَى الْعُنَّابِ কুলের উপর بِالْبَرَدِ শিলাদানা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَا (حَرْفُ التَّنْبِيهِ) : জেনে রাখ, সাবধান।

قَدْ عَرَضْتُ : আমি উপস্থাপন করলাম।

(تَفْعِيل) تَعْرِيضًا - لَهُ : উপস্থাপন করা।

(اِفْعَال) إِعْرَاضًا : বিমুখ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.

مَادَّة : (ع ـ ر ـ ض) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : قَدَّمْتُ.

خَبِيئَةٌ : (ج) خَبَايَا : অভ্যন্তরীণ বিষয়, [এখানে] অভ্যন্তর।

(ف) خَبَاءً : গোপন করা, লুকানো।

(اِفْتِعَال) اِخْتِبَاءً : আড়াল হওয়া, আত্মগোপন করা।

مَادَّة : (خ ـ ب ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوز

مُرَادِف : مَكْتُوم/بَاطِن ، ضِد : ظَاهِر

اَلْاِخْتِبَارُ (اِفْتِعَال) مصـ : পরীক্ষা করা।

اَلْاِخْتِبَارُ : পরীক্ষা।

ماده : (خ ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلْاِمْتِحَانُ

১. এ শ্লোকটির রচয়িতার নাম : মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-গাসসানী আদ-দিমাশকী। উপনাম : আবুল ফারাজ। উপাধি আল-ওয়া'ওয়া (اَلْوَأْوَاء)। তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল ও গভীর ভাবদ্যোতক। উপমা-উৎপ্রেক্ষাসহ কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন প্রথিতযশা। তার জন্ম সাল অজ্ঞাত। তিনি আনুমানিক ৩৮৫ হিজরি মুতাবিক ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্রও প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো টীকাকার তার নাম যিয়াদ দিমাশকী বলে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عَرَضْتُ (ض)عَرْضاً- عَلٰى... : সামনে রাখলাম, পেশ করলাম।

حَقِيْبَةٌ : (ج) حَقَائِبُ : জাম্বিল, ঝুড়ি, থলি।

مَادَّةٌ : (ح ـ ق ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وِعَاء/وِفَاض

اَلْاِعْتِبَارُ (اِفْتِعَالٌ) مص : : যাচাই করা।

اَلْاِعْتِبَارُ : যাচাই।

(ن) عُبُوْرًا : : অতিক্রম করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْاَبْصَارِ.

مَادَّةٌ : (ع ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْاِمْتِحَانُ.

اِبْتَدَرَ : অগ্রসর হলো।

(اِفْتِعَالٌ) اِبْتِدَارًا، (ن) بُدُوْرًا، (مُفَاعَلَة) مُبَادَرَةً، بِدَارًا : অগ্রসর হওয়া, দ্রুত যাওয়া।

مَادَّةٌ : (ب ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَقَدَّمَ/اِسْتَبَقَ

أَحَدٌ : (ج) آحَادٌ : : একজন, একক, একা।

(مَنْ) حَضَرَ : : [যারা] উপস্থিত ছিল

(ن) حُضُوْرًا : : উপস্থিত হওয়া।

أَعْرِفُ : আমি জানি।

(ض) عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : : জানা।

فِى الْقُرْآنِ : يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ.

مُرَادِف : أَعْلَمُ ، ضِد : أَجْهَلُ

بَيْتٌ : (ج) أَبْيَاتٌ ، بُيُوْتٌ : : গৃহ, কামরা, শ্লোক, ছন্দ।

لَمْ يُنْسَجْ (مج) : : বুনা হয় নি, রচিত হয় নি।

(ن ـ ض) نَسْجًا : : বুনন করা, বোনা।

- اَلشِّعْرَ : : কবিতা রচনা করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِنْتِسَاجًا : : বুনন করা, বোনা।

مَادَّةٌ : (ن ـ س ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَمْ يُصْنَعْ/لَمْ يُحَكْ (الحياكة)

مِنْوَالٌ :(ج) مَنَاوِيْلُ : : তাঁতে কাপড় জড়াবার বেলন, ধাঁচ।

مَادَّةٌ : (ن ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : طِرَازٌ

(لَا) سَمَحَتْ : : বখশিশ করতে পারে নি, পেশ করতে পারেনি।

(ف) سَمَحًا - بِ : : বখশিশ করা।

- لِ : : দান করা।

مَادَّةٌ : (س ـ م ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَعْطَتْ ، ضِد : مَنَعَتْ

قَرِيْحَةٌ : (ج) قَرَائِحُ : : প্রতিভা, স্বভাব।

مِثَالٌ : (ج) أَمْثِلَةٌ، مُثُلٌ، مُثْلٌ : : উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নজির।

فِى الْقُرْآنِ : لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ.

مَادَّةٌ : (م ـ ث ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَظِيْرٌ

أَثَرْتَ : : অগ্রাধিকার দেন।

(اِفْعَالٌ) اِيْثَارًا : : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া, পছন্দ করা।

فِى الْقُرْآنِ : بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا :

مَادَّةٌ : (أ ـ ث ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاءٌ

مُرَادِف : فَضَّلْتَ/اخترت

اِخْتِلَابٌ (اِفْتِعَالٌ)مص : : আকৃষ্ট করা।

(ن ـ ض) خَلْبًا : : মুগ্ধ করা।

مُرَادِف : اَلْاِمَالَةُ.

(ج) قُلُوْبٌ، (و) قَلْبٌ : : অন্তর, হৃদয়, মন।

أَنْظِمُ : : আপনি কবিতা রচনা করুন।

(ض) نَظْمًا : : গাঁথা, রচনা করা।

أُسْلُوْبٌ : (ج) أَسَالِيْبُ : : পদ্ধতি,ধাঁচ, ধরন।

مَادَّةٌ : (س ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طِرَازٌ/مِنْوَالٌ

أَنْشَدَ : : আবৃত্তি করল।

(اِفْعَالٌ) اِنْشَادًا : : আবৃত্তি করা।

أَمْطَرَتْ : : সে বর্ষণ করল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْعَالٌ) إِمْطَارًا : । বৃষ্টি বর্ষণ করা

(ن) مُطُورًا : । গমন করা

فِى الْقُرْآنِ : فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ـ

مَادَّة : (م ـ ط ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هَطَلَتْ

لُؤْلُؤٌ : (ج) لَآلِئ । মুক্তা, মতি, মণি, [এখানে- অশ্রু উদ্দেশ্য]।

نَرْجِسٌ : । নার্গিস ফুল, [এখানে- চক্ষু উদ্দেশ্য]।

হলুদ বর্ণের এক প্রকারের ফুল, যার উপর একটি পাতা আবৃত থাকে, ফলে ফুলটি সহজে দৃষ্টিত আসে না, নার্গিস ফুল।

قَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ : وَسِنَانٌ قَدْ خَدَعَ النُّعَاسَ جَفْنَهُ فَحَكَى بِمُقْلَةِ ذَبُوْلِ النَّرْجِسِ ـ

مَادَّة : (ن ـ ر ـ ج ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

سَقَتْ : । পানি পান করাল, সিঞ্চিত করল।

(ض) سَقْيًا : । তৃষ্ণা নিবারণ করা, সিঞ্চিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ـ

مَادَّة : (س ـ ق ـ ى) ، جِنْس: نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : أَشْرَبَتْ/أَرْوَتْ

وَرْدٌ : (ج) وُرُوْدٌ : । গোলাপ, [এখানে-গণ্ডদেশ উদ্দেশ্য]।

فِى الْقُرْآنِ : فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ـ

مَادَّة : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

عَضَّتْ : । কামড় দিল, কামড় বসাল।

فِى الْحَدِيْثِ : عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ـ

مَادَّة : (ع ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : قَرَضَ/لَدَغَ

عُنَّابٌ : । কালসে লালবর্ণের বিলেতী কুল, বরই, বদরী। [এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য]

مَادَّة : (ع ـ ن ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

بَرَدٌ : । শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা, [এখানে-দাঁত উদ্দেশ্য]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، حَتّٰى أَنْشَدَ فَأَغْرَبَ :

سَأَلْتُهَا حِيْنَ زَارَتْ نَضْوَ بُرْقُعِهَا الْ
قَانِيْ وَإِيْدَاعَ سَمْعِيْ أَطْيَبَ الْخَبَرِ
فَزَحْزَحَتْ شَفَقًا غَشّٰى سَنَا قَمَرٍ
وَسَاقَطَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ خَاتَمٍ عَطِرٍ

فَحَارَ الْحَاضِرُوْنَ لِبَدَاهَتِهٖ ، وَاعْتَرَفُوْا بِنَزَاهَتِهٖ ، فَلَمَّا أَنَسَ اسْتِئْنَاسَهُمْ بِكَلَامِهٖ ، وَانْصِبَابَهُمْ إِلٰى شِعْبِ إِكْرَامِهٖ ، أَطْرَقَ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ .

অনুবাদ : অতঃপর সে দৃষ্টিপাত পরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম সময় অপেক্ষা করল। তারপর সে আবৃত্তি করল এবং একটি অভিনব কবিতা আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] "যখন সে [প্রিয়া] সাক্ষাৎ করতে এলো তখন আমি তাকে তার লাল বোরকা [ওড়না] খুলে ফেলার জন্য এবং আমার কানে উত্তম সংবাদ পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করলাম। অতঃপর সে লাল দিগন্ত রেখা সরিয়ে ফেলল, যা চাঁদের আলোকে ঢেকে রেখেছিল এবং সে আতরমাখা অঙ্গুরি [মুখ] থেকে মুক্তামালা [বাণী] ঝরালো। অতঃপর উপস্থিত জনতা তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে হতভম্ব হলো এবং তার অপবাদমুক্তির কথা স্বীকার করল। এরপর যখন সে তার কথার প্রতি তাদের আকর্ষণ ও তার সম্মানের ঘাঁটির [অথবা নানা প্রকার সম্মানের প্রতি তাদের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করল তখন সে চোখের পলকপাত পরিমাণ মাথা নিচু করল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمْ يَكُنْ সে অপেক্ষা করেনি إِلَّا তবে كَلَمْحِ الْبَصَرِ দৃষ্টিপাত পরিমাণ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ অথবা তার চেয়ে কম সময় حَتّٰى أَنْشَدَ তারপর সে আবৃত্তি করল فَأَغْرَبَ এবং একটি অভিনব কবিতা سَأَلْتُهَا আমি তাকে অনুরোধ করলাম حِيْنَ زَارَتْ যখন সে সাক্ষাৎ করতে এলো نَضْوَ খুলে ফেলা بُرْقُعِهَا তার বোরকা اَلْقَانِيْ গাঢ় লাল وَإِيْدَاعَ এবং পরিবেশন করার জন্য سَمْعِيْ আমার কান أَطْيَبَ উত্তম الْخَبَرِ সংবাদ فَزَحْزَحَتْ অতঃপর সে সরিয়ে ফেলল شَفَقًا লাল দিগন্ত রেখা غَشّٰى ঢেকে রাখল سَنَا قَمَرٍ চাঁদের আলো وَسَاقَطَتْ এবং সে ঝরালো لُؤْلُؤًا মুক্তামালা مِنْ থেকে خَاتَمٍ অঙ্গুরি عَطِرٍ আতর মাখা فَحَارَ হতভম্ব হলো اَلْحَاضِرُوْنَ উপস্থিত জনতা لِبَدَاهَتِهٖ তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে وَاعْتَرَفُوْا এবং স্বীকার করল بِنَزَاهَتِهٖ তার অপবাদ মুক্তির فَلَمَّا أَنَسَ এরপর যখন সে প্রত্যক্ষ করল اِسْتِئْنَاسَهُمْ তাদের আকর্ষণ بِكَلَامِهٖ তার কথার প্রতি اِنْصِبَابَهُمْ তাদের আগ্রহ إِلٰى প্রতি شِعْبِ ঘাঁটি إِكْرَامِهٖ তার সম্মানের أَطْرَقَ তখন সে মাথা নিচু করল كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ চোখের পলকপাত পরিমাণ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَمْحٌ : দৃষ্টিপাত।
لَمَحَ (ف) مص : দৃষ্টিপাত করা।
مُرَادِفٌ : نَظَرٌ
اَلْبَصَرُ (ج) أَبْصَارٌ : দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু।
فِي الْقُرْآنِ : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ .
مَادَّةٌ : (ب ـ ص ـ ر) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ
مُرَادِفٌ : اَلْعَيْنُ
أَقْرَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْلٍ ، مذ) : অপেক্ষাকৃত, অধিক নিকটবর্তী, [এখানে] অপেক্ষাকৃত কম সময়।

(س ـ ك) قُرْبًا ، قُرْبَانًا : নিকটবর্তী হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .
مادہ : (ق ـ ر ـ ب) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ
مُرَادِفٌ : أَدْنٰى ، ضِدٌّ : أَبْعَدُ
أَغْرَبَ (إِفْعَالٌ) إِغْرَابًا : অভিনব কাজ [কবিতা আবৃত্তি] করল।
مُرَادِفٌ : أَبْدَعَ
سَأَلْتُ : আমি অনুরোধ করলাম।
(ف) سُؤَالًا : আবেদন করা, প্রার্থনা করা, জিজ্ঞাসা করা।
فِي الْقُرْآنِ : لَا تَسْئَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّةٌ : (س ـ ء ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوز عَيْن

مُرَادِف : اَلْتَمَسْتُ

حِيْنٌ : (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِيْنُ : সময়, মুহূর্ত, [যখন]।

زَارَتْ : সাক্ষাৎ করতে এলো।

(ن) زَوْرًا ، زِيَارَةً : জিয়ারত করা, সাক্ষাৎ করা।

(تفعيل) تَزْوِيْرًا : জালিয়াতি করা।

فِي الْحَدِيْثِ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ، أَلَا فَزُوْرُوْهَا .

مَادَّةٌ : (ز ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : لَقِيْتُ

نَضْوٌ : (ن) مصـ : অনাবৃত করা, বসন খুলে ফেলা।

(إفعال) إِنْضَاءً : দুর্বল করা, জীর্ণ শীর্ণ করা।

مَادَّةٌ : (ن ـ ض ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : كَشْفٌ/خَلْعٌ ، ضِد : لَبْسٌ/تَغْطِيَةٌ

بُرْقُعٌ : (ج) بَرَاقِعُ : বোরকা, বুরকা, হেজাব।

مَادَّةٌ : (ب ـ ر ـ ق ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حِجَابٌ

اَلْقَانِيْ (فا، مذ) : গাঢ় লাল, তীব্র লালবর্ণ।

(ن) قَنْوًا – اَلشَّيْءَ : রং গাঢ় লাল হওয়া।

– اَلْمَالَ : জমা করা।

مَادَّةٌ : (ق ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اَلْأَحْمَرُ

إِيْدَاعٌ (افعال) مصـ : আমানত রাখা, [এখানে] পরিবেশন করা।

(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।

مَادَّةٌ : (و ـ د ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : أَمَانَةٌ/تَقْدِيْمٌ .

سَمْعٌ : (ج) أَسْمَاعٌ ، أَسْمُعٌ (جج) أَسَامِعُ ، أَسَامِيْعُ
কান, শ্রবণেন্দ্রিয়।

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .

مَادَّةٌ : (س ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أذن (إليه)

أَطْيَبُ (اسم تفضيل، مذ) (ج) أَطَايِبُ : উত্তম, উৎকৃষ্ট।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ .

مَادَّةٌ : (ط ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : خَيْرٌ

اَلْخَبَرُ (ج) أَخْبَارٌ ، أَخَابِيْرُ : সংবাদ, সন্দেশ।

زَحْزَحَتْ : সে সরিয়ে ফেলল।

(فعللة) زَحْزَحَةً : সরিয়ে ফেলা, দূরে সরিয়ে নেওয়া, দূর করা।

(تفعلل) : দূরে সরা, হটা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ .

مَادَّةٌ : (ز ـ ح ـ ز ـ ح) ، جِنْس : مُضَاعَف رُبَاعِي

مُرَادِف : أَزَالَتْ ، ضِد : أَثْبَتَتْ

شَفَقٌ : (ج) أَشْفَاقٌ : লাল দিগন্ত রেখা।
[এখানে লাল বোরকা অর্থাৎ, লাল ওড়না উদ্দেশ্য]।

مَادَّةٌ : (ش ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

غَشّٰى (تفعيل) تَغْشِيَةً : ঢেকে রাখল [রেখেছিল]।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا غَشِيَهُمْ فِي الظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ .

مَادَّةٌ : (غ ـ ش ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

سنا : বিদ্যুতের ঝলকানি, [এখানে আলো, রশ্মি]।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ .

مَادَّةٌ : (س ـ ن ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : ضَوْءٌ

قَمَرٌ : (ج) أَقْمَارٌ : চাঁদ।

فِي الْقُرْآنِ : اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

مَادَّةٌ : (ق ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هِلَالٌ

سَنَا قَمَرٍ : চন্দ্র রশ্মি, [এখানে- চেহারার দীপ্তি উদ্দেশ্য]।

سَاقَطَتْ : [একাধারে] ঝরালো।

(مفاعلة) مُسَاقَطَةً، سِقَاطًا : [লাগাতার] ঝরানো।

(إفعال) إِسْقَاطًا : ফেলে দেওয়া।

(ن) سُقُوْطًا : পড়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

مَادَّةٌ : (س ـ ق ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَطْر

خَاتَمٌ : (ج) خَوَاتِمُ : আংটি, অঙ্গুরি, [এখানে মুখ উদ্দেশ্য]।

فِي الْقُرْآنِ : وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّةٌ : (خ ـ ت ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

عَطِرٌ (صف، مذ) : আতর মাখা, সুগন্ধিময়।

(س) عَطَرًا، (تَفَعُّل) تَعَطُّرًا : সুগন্ধিময় হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَعْطِيْرًا : সুগন্ধযুক্ত করা, সুগন্ধিময় করা।

فِي الْحَدِيْث : وَهِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ.

مَادَّةٌ : (ع ـ ط ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَيِّبٌ/مُتَطَيِّبٌ

حَارَ : হতভম্ব হলো।

(س) حَيْرًا ، حَيْرَةً، حَيَرَانًا : কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

- الرَّجُلُ : দিশেহারা হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَحْيِيْرًا : হতভম্ব করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ.

مادة : (ح ـ ي ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : بُهِتَ

(ج) حَاضِرُوْنَ، حُضُرٌ، حِضَارٌ، (و) حَاضِرٌ : উপস্থিত জনতা।

بَدَاهَةٌ : উৎপন্নমতিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

بَدَاهَةً (ف) مصـ : তৎক্ষণাৎ জওয়াব দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ب ـ د ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِرْتِجَالٌ.

اِعْتَرَفُوْا : তারা স্বীকার করল।

(اِفْتِعَال) اِعْتِرَافًا : স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ.

مادة : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَقَرُّوْا ، ضد : أَنْكَرُوْا

نَزَاهَةٌ : নিষ্কলুষতা, অপবাদমুক্তি।

نَزَاهَةً (س ، ك) مصـ : নিষ্কলুষ হওয়া।

(تَفَعُّل) تَنَزُّهًا : পবিত্র হওয়া, নিষ্কলুষ হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَنْزِيْهًا : পবিত্র করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা।

مادة : (ن ـ ز ـ ه) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صَفَاءٌ/نَظَافَةٌ

(لَمَّا) آنَسَ : [যখন] প্রত্যক্ষ করল।

(إِفْعَال) إِينَاسًا : অনুভব করা, প্রত্যক্ষ করা।

(س ـ ك) إِنْسًا - إِلَيْهِ وَبِهِ : অন্তরঙ্গ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

ماده : (أ ـ ن ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوز

مُرَادِف : توجس/أبصر

اِسْتِئْنَاسٌ : আকর্ষণ।

اِسْتِئْنَاسٌ (استفعال) مصـ : আকৃষ্ট হওয়া।

مَادَّةٌ : (أ ـ ن ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوز

مُرَادِف : اِجْتِذَابٌ.

كَلَامٌ : কথা, আলোচনা, বাক্য।

اِنْصِبَابٌ (اِنْفِعَال) مصـ : আগ্রহী হওয়া।

اِنْصِبَابٌ : আগ্রহ।

شِعْبٌ (ج) شِعَابٌ : ঘাটি, গিরিপথ।

(ج) شُعَبٌ، (و) شُعْبَةٌ : শাখা, নানা প্রকার।

ماده : (ش ـ ع ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَخْفَرٌ

إِكْرَامٌ : সম্মান।

إِكْرَامٌ (إِفْعَال) مصـ : সম্মান করা।

أَطْرَقَ : মাথা নিচু করল।

(إِفْعَال) إِطْرَاقًا : মাথা নিচু করা, দৃষ্টি আনত করা।

(ن) طُرُوْقًا : রাত্রে আসা।

كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :

أَطْرِقْ كَرَى أَطْرِقْ كَرَى * إِنَّ النَّعَامَةَ فِي الْقُرَى.

ماده : (ط ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : غَضَّ

طَرْفَةٌ : একবার পলকপাত করা।

(ض) طَرْفَةً : পলকপাত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ.

مَادَّةٌ : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَظْرَةٌ

عَيْنٌ : (ج) عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ ، أَعْيَانٌ : চোখ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا.

ماده : (ع ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اَلْبَصَرُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهُ : فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ :

মূল ইবারত ছিল فَلَمْ يَكُنِ التَّاخِيْرُ شَيْئًا إِلَّا مِثْلَ لَمْحِ الْبَصَرِ এখানে لَمْ يَكُنْ ফেলে নাকেস اَلتَّاخِيْرُ তার ইসম شَيْئًا মুছতাছনা মিনহু مِثْلَ لَمْحِ الْبَصَرِ মুরাক্কাবে اِضَافِيٌّ হয়ে মুছতাছনা। মুছতাছনা ও মুছতাছনা মিনহু মিলে لَمْ يَكُنْ -এর খবর। ضَمِيْر هُوَ -এর مَرْجِعْ হলো (اَلتَّاخِيْرُ) মুবতাদা। أَقْرَبُ মূলত ছিল أَقْرَبُ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ এটা খবর।

قَوْلَهُ : سَالَتْهَا حِيْنَ زَارَتْ نَضْوَ بُرْقُعِهَا الخ :

سَالَتْ ফেয়েল বা ফায়েল هَا [প্রেমিকা] ১ম মাফউলে বিহী حِيْنَ মুযাফ زَارَتْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর مُرَكَّبْ بُرْقُعِهَا হয়ে نَضْوَ এবং مَفْعُوْل فِيْه মুযাফ اِضَافِيْ মাউসূফ اَلْقَانِيْ সিফাত। সিফাত ও মাউসূফ মিলে মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর مُرَكَّبْ اِضَافِيْ হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْه أَطْيَبُ আর اِيْدَاعِ মাসদারে মুযাফ سَمْعِيْ মুযাফ ইলাইহি مَفْعُوْل। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে اِيْدَاعِ -এর اَلْخَبَرُ مَفْعُوْل بِه ও مُضَاف اِلَيْه সহ তারপর اِيْدَاعِ তার مَفْعُوْل بِه মিলে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه অতঃপর مَعْطُوْف سَالَتْ ফেয়েলের দ্বিতীয় مَفْعُوْل بِه।

বালাগাত

قَوْلَهُ : فَامْطَرَتْ لُؤْلُؤًا :

এখানে অশ্রুকে لُؤْلُؤ -এর সাথে, সুন্দর চক্ষুকে نَرْجِسْ -এর সাথে, আকর্ষণীয় গণ্ডদেশকে وَرْدٌ -এর সাথে, মেহেদীযুক্ত আঙ্গুলের মাথাকে عِنَابْ -এর সাথে এবং স্বচ্ছ দাঁত কে بَرَدٌ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِه গুলো উল্লেখ আছে এবং مُشَبَّه গুলো মাহযূফ রয়েছে। অতএব উল্লেখিত ৫টি اِسْتِعَارَة প্রত্যেকটিই اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلَهُ : كَلَمْحِ الْبَصَرِ "

এখানে صَنْعَتْ اِقْتِبَاس হয়েছে। কেননা এটা কুরআনের এক আয়াত।

قَوْلَهُ : أَقْرَبُ وَأَغْرَبُ :

এখানে مُنَاسَبَتْ لَفْظِيَّة تَامَّة হয়েছে।

قَوْلَهُ : زَحْزَحَتْ شَفَقًا الخ :

এখানে লাল ওড়নাকে شَفَقًا -এর সাথে, উজ্জ্বল চেহারাকে قَمَرْ -এর সাথে, সাজানো ও মাধুর্যপূর্ণ কথাকে মুক্তার সাথে এবং ছোট আকর্ষণীয় মুখকে خَاتَمْ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এখানে আল্লামা হারীরী তাঁর শ্লোক দুটো উল্লিখিত আবুল ফারাজ-এর কবিতা فَامْطَرَتْ الخ -এর মোকাবিলায় উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কবিতার উপর প্রাধান্যও হাসিল করেছেন এবং সকলের প্রশংসার পাত্রও হয়েছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এটা কিভাবে সম্ভব হলো? কেননা আবুল ফারাজের কবিতায় تَشْبِيْه হলো ৫টি, আর হারিরীর কবিতায় চারটি। এ প্রশ্নের জবাব হলো, সাহিত্যিকদের নিকট اِسْتِعَارَة ও تَشْبِيْه বেশি হওয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের মানদণ্ড নয়। বরং উপস্থাপন উৎকৃষ্ট হওয়াই সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের মানদণ্ড। এখানে আবুল ফারাজের কবিতায় এ দুটোর অভাব রয়েছে এবং হারীরির কবিতায় তা পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেছে। কারণ এখানে হারীরী (র.) প্রথমে ভূমিকা হিসাবে একটি শ্লোক আবৃত্তি করেছেন এবং তাতেও প্রেমিকার প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তাকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বস্তুর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন, কিন্তু আবুল ফারাজ তা করেননি। অতএব হারীরির উপস্থাপনই উৎকৃষ্ট বলতে হবে।

এমনিভাবে আবুল ফারাজ এর শ্লোকটি হলো বিরহের সময় প্রেমিকার অবস্থার বর্ণনার সম্পর্কে আর বিরহের সময় ও দুঃখের সময় মেহেদী ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং এখানে মেহদীযুক্ত আংগুলের মাথাকে عِنَابْ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়াটা যথাযথ হয়নি। কিন্তু হারীরীর কবিতায় এ ত্রুটি নেই। এছাড়াও হারীরীর اِسْتِعَارَة গুলোর মান আবুল ফারাজের اِسْتِعَارَة -এর মানের চেয়ে উন্নত। তাই আবুল ফারজের কবিতার মোকাবিলায় হারীরী যে প্রতিযোগিতামূলক কবিতা পেশ করেছেন এতে হারীরী সফল হয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ قَالَ : دُوْنَكُمْ بَيْتَيْنِ أُخْرَيْنِ، وَأَنْشَدَ :

وَأَقْبَلَتْ يَوْمَ جَدَّ الْبَيْنُ فِيْ حُلَلٍ
سُوْدٍ تَعَضُّ بَنَانَ النَّادِمِ الْحَصِرِ
فَلَاحَ لَيْلٌ عَلٰى صُبْحٍ أَقَلَّهُمَا
غُصْنٌ، وَضَرَّسَتِ الْبِلَّوْرَ بِالدُّرَرِ

فَحِيْنَئِذٍ اِسْتَسْنَى الْقَوْمُ قِيْمَتَهُ، وَاسْتَغْزَرُوْا دِيْمَتَهُ، وَأَجْمَلُوْا عِشْرَتَهُ، وَجَمَّلُوْا قِشْرَتَهُ.

অনুবাদ : অতঃপর বলল : নিন আপনারা, আরও দুটি শ্লোক; এবং আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] "এবং সে [প্রিয়া] বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন কালো পোশাকে নির্বাক লজ্জাশীলের মতো আঙ্গুলের মাথা কাটতে কাটতে এগিয়ে এলো। তখন ভোরের উপর রাত্রি ছেয়ে গেল। উভয়কে একটি মগডাল বহন করল এবং সে মুক্তামালা দ্বারা বেলোয়ার [কাচ] কাটগ।" অতএব তখন লোকেরা তার মর্যাদা উঁচু মনে করল এবং তার [জ্ঞান] বৃষ্টির প্রাবল্য উপলব্ধি করল। তারা তাকে উত্তম সান্নিধ্য দান করল এবং তার উত্তম পোষাকের ব্যবস্থা করল।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ قَالَ অতঃপর বলল دُوْنَكُمْ নিন আপনারা بَيْتَيْنِ أُخْرَيْنِ আরও দুটি শ্লোক وَأَنْشَدَ এবং আবৃত্তি করল أَقْبَلَتْ সে এগিয়ে এলো يَوْمَ جَدَّ الْبَيْنُ বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন فِيْ حُلَلٍ পোশাকে سُوْدٍ কালো تَعَضُّ কাটতে কাটতে بَنَانَ আঙ্গুলের মাথা النَّادِمِ লজ্জাশীল الْحَصِرِ নির্বাক فَلَاحَ তখন ছেয়ে গেল لَيْلٌ রাত্রি عَلٰى صُبْحٍ ভোরের উপর أَقَلَّهُمَا উভয়কে বহন করল غُصْنٌ মগডাল وَضَرَّسَتِ এবং সে কাটল الْبِلَّوْرَ কাচ بِالدُّرَرِ মুক্তামালা দ্বারা فَحِيْنَئِذٍ অতএব তখন اِسْتَسْنَى উঁচু মনে করল الْقَوْمُ লোকেরা قِيْمَتَهُ তার মর্যাদা وَاسْتَغْزَرُوْا এবং প্রাবল্য উপলব্ধি করল دِيْمَتَهُ তার [জ্ঞান] বৃষ্টির أَجْمَلُوْا عِشْرَتَهُ তারা তাকে উত্তম সান্নিধ্য দান করল وَجَمَّلُوْا قِشْرَتَهُ এবং তারা ব্যবস্থা করল তার উত্তম পোশাকের।

শব্দ বিশ্লেষণ

دُوْنَكُمْ ، دُوْنَكَ (اسم فعل بمعنى خُذْ) : নাও তোমরা, নিন আপনারা।

بَيْتَيْنِ أُخْرَيْنِ : আরও দুটি শ্লোক।

أَقْبَلَتْ : সে এগিয়ে এলো।

(إِفْعَال) إِقْبَالًا : এগিয়ে যাওয়া, সম্মুখীন হওয়া, অগ্রসর হওয়া।

(س) قَبُوْلًا، (تَفَعُّل) تَقَبُّلًا : গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

ماده : (ق ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تقدم ، ضِد : تخلف

(يَوْم) جَدَّ : [যেদিন] সংঘটিত হলো, সংঘটিত হওয়ার দিন।

(ض) جِدًّا : সংঘটিত হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

ماده : (ج ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مرادف : ثبت/تحقق

اَلْبَيْنُ : বিচ্ছেদ, মিলন, সম্পর্ক।

اَلْبَيْنُ (ض) مصـ : পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

مَادَّة : (ب ـ ى ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اَلْفِرَاق

(ج) حُلَلٌ، حِلَالٌ، (و) حُلَّةٌ : নতুন বস্ত্র, পরিধেয় কাপড়ের জোড়া, পোশাক।

فِي الْحَدِيْثِ : خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحِيَّةِ اَلْكَبْشُ الْأَقْرَن

ماده : (ح ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْأَثْوَاب

(ج) سُوْدٌ ، سُوْدَانٌ، (و) أَسْوَدُ (صف، مذ، مصـ: سور-س): কালো, কৃষ্ণবর্ণ।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّةٌ : (س ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : حَالِكٌ ، ضِدّ : بِيْضٌ

تَعَضُّ : কামড়ায়/ কামড়াচ্ছে [দাঁত দ্বারা কাটতে কাটতে]।

(س) عَضًّا : কামড়ে ধরা।

فِي الْحَدِيْثِ : وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

مَادَّةٌ : (ع ـ ض ـ ض)، جِنْس : مُضَاعَفْ

مُرَادِفْ : تَسْتَمْسِكُ/ تَلْزَقُ/ تَلْزَمُ

بَنَانٌ : আঙ্গুলের গিরা, আঙ্গুলের মাথা, আঙ্গুল।

فِي الْقُرْآنِ : وَاضْرِبُوْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

مَادَّةٌ : (ب ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفْ : اَلْأَصَابِعُ

اَلنَّادِمُ (ج) نَادِمُوْنَ ، ندام : লজ্জাশীল, লজ্জিত, অনুতপ্ত।

(س) نَدَمًا : লজ্জিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا نَادِمِيْنَ

مَادَّةٌ : (ن ـ د ـ م)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْخَجِلُ

اَلْحَصِرُ (اَلْحَصُوْرُ، اَلْحَصِيْرُ) (صف، مذ، مص:حصر ـ س) : নির্বাক, বাকহীন।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْجَاؤُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ

مَادَّةٌ : (ح ـ ص ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْأَخْرَسُ ، ضِدّ : اَلنَّاطِقُ

لَاحَ : প্রকাশ পেল, [এখানে-ছেয়ে গেল]।

فِي الْحَدِيْثِ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُوْنَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوْحُ .

مَادَّةٌ : (ل ـ و ـ ح) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : ظَهَرَ .

لَيْلٌ : (ج) لَيَالٍ (لَيَالِيْ)، لَيَائِلُ : রাত, রজনী [এখানে মাথার চুল উদ্দেশ্য]।

فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا .

ماده : (ل ـ ى ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِيْ

ضِدّ : نَهَارٌ

صُبْحٌ : (ج) أَصْبَاحٌ : প্রভাত, ভোর [এখানে-চেহারা উদ্দেশ্য]।

فِي الْقُرْآنِ : وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

مَادَّةٌ : (ص ـ ب ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : بُكْرَةٌ ، ضد : مَسَاءٌ

أَقَلَّ : বহন করল, উত্তোলন করল।

(إفعال) إِقْلَالاً : বহন করা, কম করা, উত্তোলন করা।

فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً

ماده : (ق ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفْ : حَمَلَ/رَفَعَ

غُصْنٌ : (ج) غُصُوْنٌ، أَغْصَانٌ، غُصَنَةٌ : শাখা, ডাল, মগডাল।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَاقَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ .

مَادَّةٌ : (غ ـ ص ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : فَرْعٌ، ضِدّ : أَصْلٌ

ضَرَسَتْ : চোয়ালের গোড়ার দাঁত দ্বারা কাটতে লাগল।

(تفعيل) تَضْرِيْسًا ، (ض) ضَرْسًا ، (مُفَاعَلَة) مُضَارَسَةً : চোয়ালের দাঁত দ্বারা কাটা, যাচাই করা।

فِي الْحَدِيْثِ : يَأْكُلُ أَبْوَايَ الْحِمْضَ وَأُضْرَسُ أَنَا

ماده : (ض ـ ر ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : عَضَّتْ

اَلْبِلَّوْرُ : এক প্রকার কাঁচ, একপ্রকার সাদা নির্মল ধাতব বস্তু, বেলোয়ার, [এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য]।

ماده : (ب ـ ل ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : زُجَاجٌ

(ج) دُرَرٌ، دُرَّاتٌ (و) اَلدُّرُّ : মুক্তা, মতি, মণি, [এখানে- দাঁত উদ্দেশ্য]।

مَادَّةٌ : (د ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفْ : لُؤْلُؤٌ

حِيْنَئِذٍ (حِيْنَ مضاف، ئِذٍ مضاف إليه) : তখন।

اِسْتَسْنٰى : উঁচু মনে করল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْنَاءٌ : উঁচু মনে করা।

(س) سَنَاءٌ : উঁচু হওয়া, উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : بَشِّرُوْا أُمَّتِيْ بِالسَّنَاءِ

ماده : (س ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : اِسْتَعْظَمَ ، ضِدّ : اِسْتَنْقَصَ

اَلْقَوْمُ : (ج) أَقْوَامٌ، أَقَاوِمُ، أَقَائِمُ، أَقَاوِيْمُ : লোকজন, লোকেরা।

قِيْمَةٌ (ج) قِيَمٌ : মর্যাদা, মূল্য, মান।

مَادَّةٌ : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : ثَمَنٌ

اِسْتَغْزَرُوْا : প্রাবল্য উপলব্ধি করল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِغْزَارًا : প্রাবল্য উপলব্ধি করা, বেশি মনে করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَقْبَلَتْ يَوْمَ جَدِّ الْبَيْنِ الخ :

أَقْبَلَتْ ফেয়েল ضَمِيْر জুলহাল يَوْم মুযাফ। جَدّ ফেয়েল اَلْبَيْن ফায়েল فِعْل ও فَاعِل মিলে مُضَاف إلَيْه আর مَوْصُوْف ও صِفَت মিলে حُلَل মাউসূফ سُوْد সিফাত। অতঃপর تَعَضّ এবং مَجْرُوْر -এর فِيْ حَرْف جَرّ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল بَنَانَ النَّادِمِ الْحَصِرِ মাফউলে বিহি। অতঃপর جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে حَال তারপর ذُوالْحَال ও حَال মিলে أَقْبَلَتْ -এর ফায়েল।

বালাগাত

قَوْلُهُ فَلَاحَ لَيْلٌ عَلٰى صُبْحٍ أَقَلَّهُمَا غُصْنٌ :

এখানে তার [প্রেমিকার] চুলকে لَيْل -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লেখ ও مُشَبَّهٌ মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে এবং [প্রেমিকার] শুভ্র চেহারাকে صُبْح -এর সাথে এবং তার আকর্ষণীয় গঠনকে غُصْن -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উভয়স্থানেই اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : ضَرَسَتِ الْبِلَّوْرُ بِالدُّرَرِ :

এখানে [প্রেমিকার] স্বচ্ছ আঙ্গুলের মাথাকে بِلَّوْر -এর সাথে আর নির্মল দাঁতসমূহকে دُرَر -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও উভয় জায়গায় اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আল্লামা হারিরী আবুল ফারজের কবিতার মোকাবিলা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে যে দুটো কবিতা উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি أَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسٍ -এর মোকাবিলা করেছেন, وَرْدًا -এর سَاقَطَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ خَاتَمِ عِطْرٍ -এর দ্বারা, আর عَضَّتْ عَلٰى মোকাবিলা করেছেন قَمَرٍ سَنَا -এর দ্বারা, কিন্তু الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ -এর মোকাবিলা তিনি উক্ত কবিতাদ্বয়ে করেন নি। যার কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তিনি এর সামঞ্জস্যপূর্ণ تَشْبِيْه সহ মোকাবিলা করার জন্যই তাৎক্ষণিক এ কবিতা দুটো আবৃত্তি করেছেন। এখানে ضَرَسَتِ الْبِلَّوْرُ بِالدُّرَرِ দ্বারা তিনি عَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ -এর চমৎকার মোকাবিলা করছেন এবং এমনভাবে এখানে تَشْبِيْه উল্লেখ করেছেন, যা বিরহের বেলায় পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ বিরহের সময় দুঃখ প্রকাশ করার জন্য কালো পোশাক পরা হয় এখানে প্রেমিকা তাই করেছে। এমনিভাবে বিরহের শোক প্রকাশের জন্য মেহেদী ব্যবহার না করার কারণে আঙ্গুলের মাথা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে পড়েছে।

(ك) غَزَارَة : প্রচুর হওয়া।

قَالَ بَعْضُ التَّابِعِيْنَ : اَلْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهٖ

مَادَّة : (غ ـ ز ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتَكْثَرُوْا ، ضِدّ : اِسْتَقَلُّوْا ـ

دِيْمَةٌ : (ج) دِيَمٌ ، دُيُوْمٌ : বিদ্যুতের ঝলকানি ও বজ্রপাতহীন অবিরাম বৃষ্টি। [এখানে-কাব্য প্রতিভা উদ্দেশ্য]।

قَالَ الشَّاعِرُ : فَسَقٰى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا
صَوْبُ الرَّبِيْعِ وَدِيْمَةٌ تَهْمِيْ

مَادَّة : (د ـ ي ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِيْ

مُرَادِف : اَلْوَبْلُ

أَجْمَلُوْا : তারা উত্তম কাজ করল।

(إِفْعَال) إِجْمَالًا : উত্তম কাজ করা।

(تَفْعِيْل) تَجْمِيْلًا : সজ্জিত করা, সুন্দর করা, উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ك) جَمَالًا، (تَفَعُّل) تَجَمُّلًا : সজ্জিত হওয়া, সুন্দর হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ـ

مَادَّة : (ج ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَحْسَنُوْا ، ضِدّ : أَسَاءُوْا

عِشْرَةٌ : সঙ্গ, সান্নিধ্য, মেলামেশা।

(مُفَاعَلَة) مُعَاشَرَةً : মেলামেশা করা, সঙ্গ দেওয়া।

(تَفَاعُل) تَعَاشُرًا : মিলেমিশে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

مَادَّة : (ع ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : صُحْبَة

جَمَلُوْا : তারা উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

(تَفْعِيْل) تَجْمِيْلًا : সুন্দর বানানো।

ـ الشَّحْمَ : গলানো।

ـ الْجَيْشَ : দীর্ঘ সময় আটকে রাখা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا وَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا

مَادَّة : (ج ـ م ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : زَيَّنُوْا، ضِدّ : قَبَّحُوْا

قِشْرَةٌ (ج) قُشُوْرٌ : ছাল, বাকল, চামড়া [এখানে- পোশাক]।

مَادَّة : (ق ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لِحَاء/بَشَرَة ـ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ الْمُخْبِرُ بِهٰذِهِ الْحِكَايَةِ : فَلَمَّا رَأَيْتُ تَلَهُّبَ جَزْوَتِهِ، وَتَأَلُّقَ جَلْوَتِهِ، أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِيْ تَوَسُّمِهِ، وَسَرَّحْتُ الطَّرْفَ فِيْ مِيْسَمِهِ، فَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوْجِيُّ، وَقَدْ أَقْمَرَ لَيْلُهُ الدَّجُوْجِيُّ ، فَهَنَّأْتُ نَفْسِيْ بِمَوْرِدِهِ ، وَابْتَدَرْتُ اِسْتِلَامَ يَدِهِ، وَقُلْتُ لَهُ : مَا الَّذِيْ أَحَالَ صِفَتَكَ ، حَتّٰى جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَ ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ شَيَّبَ لِحْيَتَكَ، حَتّٰى أَنْكَرْتُ حِلْيَتَكَ؟ فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ :

অনুবাদ : এই কাহিনীর বিবরণদাতা বলেন : অতঃপর যখন আমি তার জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রজ্বলন এবং তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করলাম, তখন আমি তাকে চেনার জন্য গভীর দৃষ্টি দিলাম এবং তার পরিচয়ের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। হঠাৎ দেখি তিনি আমাদের শায়খ সারুজী। এমতাবস্থায় যে, তাঁর অন্ধকার রাত্রি চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে [অর্থাৎ তার কালো চুল সাদা হয়ে গেছে]। অতএব আমি তার আগমনের কারণে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তার হস্ত চুম্বন করার জন্য দ্রুত এগুলাম। আর তাকে বললাম, কিসে আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে যার ফলে আমি আপনার পরিচয় ভুলে গেছি? এবং কোন বস্তু আপনার শ্মশ্রু শুভ্র করে দিয়েছে, যার ফলে আমি আপনার গঠন প্রকৃতি অপরিচিত মনে করেছি ? অতঃপর তিনি [নিম্নোক্ত কবিতা] বলতে বলতে রচনা করেন :

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ বলেন الْمُخْبِرُ বিবরণদাতা هٰذِهِ الْحِكَايَةِ এই কাহিনী فَلَمَّا رَأَيْتُ অতঃপর যখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম تَلَهُّبَ প্রজ্বলন جَزْوَتِهِ তার জ্বলন্ত অঙ্গারের وَتَأَلُّقَ ঔজ্জ্বল্য جَلْوَتِهِ তার চেহারার أَمْعَنْتُ النَّظَرَ তখন আমি গভীর দৃষ্টি দিলাম فِيْ تَوَسُّمِهِ তাকে চেনার জন্য وَسَرَّحْتُ الطَّرْفَ এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম فِيْ مِيْسَمِهِ তার পরিচয়ের জন্য فَإِذَا هُوَ হঠাৎ দেখি তিনি شَيْخُنَا السَّرُوْجِيُّ আমাদের শায়খ সারুজী وَقَدْ أَقْمَرَ এমতাবস্থায় যে, চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে لَيْلُهُ الدَّجُوْجِيُّ তার অন্ধকার রাত্রি فَهَنَّأْتُ অতএব আমি ধন্যবাদ দিলাম نَفْسِيْ নিজেকে بِمَوْرِدِهِ তার আগমনের কারণে وَابْتَدَرْتُ এবং আমি দ্রুত এগুলাম اِسْتِلَامَ يَدِهِ তার হস্ত চুম্বন করার জন্য وَقُلْتُ لَهُ আর তাকে বললাম مَا الَّذِيْ কিসে أَحَالَ পরিবর্তন করে দিয়েছে صِفَتَكَ আপনার অবস্থা حَتّٰى جَهِلْتُ যার ফলে আমি ভুলে গেছি مَعْرِفَتَكَ আপনার পরিচয় أَيُّ شَيْءٍ কোন বস্তু شَيَّبَ শুভ্র করে দিয়েছে لِحْيَتَكَ আপনার শ্মশ্রু حَتّٰى যার ফলে أَنْكَرْتُ আমি অপরিচিত মনে করেছি حِلْيَتَكَ আপনার গঠন প্রকৃতি فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ অতঃপর তিনি বলতে বলতে রচনা করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُخْبِرُ (فا، مذ) : । সংবাদদাতা, বিবরণদাতা।

(اِفْعَالٌ) اِخْبَارًا : । সংবাদ দেওয়া। ঘটনার বিবরণ দেওয়া।

مَادَّةٌ : (خ ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلرَّاوِيْ

حِكَايَةٌ : (ج) حِكَايَاتٌ : । কাহিনী, গল্প।

اَلْحِكَايَةُ (ض) مصـ : । বর্ণনা করা।

(لَمَّا) رَأَيْتُ : । [যখন] আমি দেখলাম।

(ف) رُؤْيَةً، رَأْيًا : । দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

تَلَهُّبٌ : । প্রজ্বলন।

تَلَهُّبٌ (تَفَعُّلٌ) مصـ : । প্রজ্বলিত হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَلْهِيْبًا : । প্রজ্বলিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ .

مَادَّةٌ : (ل ـ ه ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اِشْتِعَالٌ/تَلَظِّي ، ضِدٌّ : اَلْخُمُوْدُ

جَذْوَةٌ (ج) جِذًى ، جَذًى ، جِذَاءٌ : । জ্বলন্ত অঙ্গার।

فِي الْقُرْآنِ : اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ .

مَادَّةٌ : (ج ـ ذ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِيٌّ

مُرَادِفٌ : جَمْرَةٌ/لَهَبٌ

تَأَلُّقٌ : । ঝলকানি, ঔজ্জ্বল্য।

تَأَلُّقٌ (تفعّل) مصـ (ض) اَلْقًا (اِفْتِعَالٌ) اِئْتِلَاقًا : । ঝলকানো।

قَالَ الشَّاعِرُ الْحَلْوَانِيُّ الْقِيْرَاوَانِيُّ :

لرب باكية رأت فى لمتى * وَخْذَ الْمَشِيْب تألقت ضحكاته

مَادَّةٌ : (ا ـ ل ـ ق) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِفٌ : لَمَعَانٌ

Free @ www.e-ilmweebly.com

شَيْخٌ (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَانٌ : বৃদ্ধ, সম্মানিত ব্যক্তি।

(ض) شَيْخًا، شَيْخُوْخَةً : বৃদ্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

مَادَّه : (ش ـ ي ـ خ)، جِنْس : اَجْوَف يَائِي، مُرَادِف : هَرَمٌ

أَقْمَرَ : চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে।

(اِفْعَال) اِقْمَارًا : চন্দ্রালোকিত হওয়া।

(س) قَمَرًا : অধিক শুভ্র হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُقَامَرَةً، قِمَارًا، (ض) قَمْرًا : জুয়া খেলা।

مَادَّه : (ق ـ م ـ ر) ، جِنْس صَحِيْح

لَيْلٌ : (ج) لَيَالٍ، (لَيَالِيُّ) : রাত্রি, রজনী।

اَلدَّجُوْجِيُّ (ج) دَيَاجِيْجُ : অন্ধকার রাত্রি।

مَادَّه : (د ـ ج ـ ج) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْمُظْلِمُ

هَنَّأْتُ : আমি ধন্যবাদ দিলাম।

(تَفْعِيْل) تَهْنِئَةً : স্বাগতম জানানো, ধন্যবাদ জানানো।

(س) هَنَاءً : আনন্দিত হওয়া, খুশি হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا .

مَادَّه : (ه ـ ن ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام

مُرَادِف : شَكَرْتُ/بَرَكْتُ ، ضِد : عَزَيْتُ

نَفْسٌ . (ج) نُفُوْسٌ ، أَنْفُسٌ : প্রাণ, আত্মা, নিজ।

فِي الْقُرْآنِ : فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

مُرَادِف : ذَاتٌ / رُوْحٌ

مَوْرِدٌ (ج) مَوَارِدُ : গমনস্থল, গমন, আগমন।

فِي الْقُرْآنِ : وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ

مُرَادِف : مَنْزِلٌ

اِبْتَدَرْتُ : আমি দ্রুত এগুলাম।

(اِفْتِعَال) اِبْتِدَارًا : অগ্রসর হওয়া।

(ن) بُدُوْرًا، (مُفَاعَلَة) مُبَادَرَةً : দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ الْفِتَنِ .

مَادَّه : (ب ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَقَدَّمْتُ ، ضِد : تَأَخَّرْتُ

اِسْتِلَامٌ (اِفْتِعَال) مص : স্পর্শ করা, চুম্বন করা।

(س) سَلَامَةً : নিরাপদ থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

مَادَّه : (س ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَقْبِيْلٌ

جِلْوَةٌ (ن) مص : : প্রসাধিত চেহারার নেকাব উন্মোচন।
নেকাব উন্মোচিত চেহারা। [এখানে-গর্বিত ব্যক্তির বদন-দীপ্তি উদ্দেশ্য]।

اَلْعَرُوْسَ - : কনেকে বরের নিকট সাজিয়ে পাঠানো।

مَادَّه : (ج ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي، مُرَادِف : بَرِيْقٌ

أَمْعَنْتُ : গভীর দৃষ্টি দিলাম।

(اِفْعَال) إِمْعَانًا - اَلنَّظَرَ : গভীর দৃষ্টি দেওয়া।

فِي الْأَمْرِ : গভীরে পৌঁছা।

(ف) مَعْنًا - بِالْحَقِّ : প্রাপ্য অস্বীকার করা/ স্বীকার করা। বিপরীতার্থক।

فِي الْحَدِيْثِ : وَأَمْعَنْتُمْ فِي كَذَا .

مَادَّه : (م ـ ع ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بَالَغْتُ/أَدَمْتُ (النَّظَر)

اَلنَّظَرُ : (ج) أَنْظَارٌ : দৃষ্টি, অবলোকন।

(ن) نَظَرًا : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ

مَادَّه : (ن ـ ظ ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْإِبْصَارُ

تَوَسُّمٌ (تَفَعُّل) مص : : অভিজ্ঞতার আলোকে জানা, চেনা।
পরিচয় লাভ করা, চিহ্নিত করা, চিহ্নের মাধ্যম চেনা।

(ض) وَسْمًا : চিহ্নিত করা।

فِي الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

مَادَّه : (و ـ س ـ م) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : نَعَوْتُ

سَرَّحْتُ الطَّرْفَ : দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম/ ফেললাম।

سَرَّحْتُ : ছেড়ে দিলাম, নিক্ষেপ করলাম।

(تَفْعِيْل) تَسْرِيْحًا : ছেড়ে দেওয়া, নিক্ষেপ করা।

(ف) سَرْحًا : বিচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ .

مَادَّه : (س ـ ر ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَرْسَلْتُ/رَمَيْتُ

اَلطَّرْفُ : (ج) أَطْرَافٌ : চোখ, দৃষ্টি, কেনারা।

فِي الْقُرْآنِ : وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ

مَادَّه : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلنَّظَرُ/اَلْعَيْنُ

مِيْسَمٌ (ج) مَيَاسِمُ : চিহ্নিত করার যন্ত্র, চিহ্ন, পরিচয়।

مَادَّه : (و ـ س ـ م) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : عَلَامَةٌ

Free @ www.eilm.weebly.com

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।
أَحَالَ : পরিবর্তন করে দিয়েছে।
(إِفْعَال) إِحَالَةً : পরিবর্তন করা।
- عَلَى الْآخَرِ : অন্যের উপর ন্যস্ত করা।
(ن) حَوْلًا : পরিবর্তন হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ .
مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي، مُرَادِف : غَيَّرَ
صِفَةٌ : গুণ, অবস্থা।
صِفَةً (ض) مصـ : বর্ণনা করা, প্রশংসা করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ
مَادَّه : (و ـ ص ـ ف) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي، مُرَادِف : حَالٌ
جَهِلْتُ : আমি ভুলে গেছি।
(س) جَهْلًا ، جَهَالَةً : অজ্ঞ হওয়া, ভুলে যাওয়া, অজ্ঞাত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ
مَادَّه : (ج ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : نَسِيْتُ ، ضِدّ : عَلِمْتُ
مَعْرِفَةٌ : পরিচয়, অবগতি।
مَعْرِفَةً (ض) مصـ : চেনা, জানা।
فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ .
مَادَّه : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : مَيَّسَمَ
أَيٌّ : কোন বস্তু, কিসে।

أَيٌّ শব্দটির কয়েক রকম ব্যবহার রয়েছে :

১. شَرْط -এর জন্য। তখন তা দু'টি فِعْل -কে جَزْم দেয়। যেমন : أَيًّا تَضْرِبْ أَضْرِبْ
২. اِسْتِفْهَام -এর জন্য। যেমন : أَيُّكُمْ أَتَى
৩. اِسْم مَوْصُوْل রূপে। যেমন : سَلِّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ
৪. كَمَال -এর অর্থ প্রকাশার্থে। যেমন : زَيْدٌ رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ
৫. تَنْبِيْه -এর জন্য। [مُنَادَى مُعَرَّف بِاللَّام -এর পূর্বে এবং يَاء حَرْف نِدَا -এর পর।] যেমন : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
شَيْءٌ (ج) أَشْيَاءُ، (جج) أَشَاوِيُّ، أَشْيَاوَاتٌ، أَشَاوَاتٌ، أَشَايَا : বস্তু, জিনিস।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
شَيَّبَ : শুভ্র করে দিয়েছে।
(تَفْعِيْل) تَشْيِيْبًا (إِفْعَال) إِشَابَةً : বৃদ্ধ বানানো, শুভ্র করা।
(ض) شَيْبَةً : শুভ্র হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
مَادَّه : (ش ـ ى ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي، مُرَادِف : أَشَاخَ
لِحْيَةٌ (ج) لُحًى ، لِحًى : দাড়ি, শ্মশ্রু।
فِي الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ
نَكِرْتُ : আমি অপরিচিত মনে করছি।
(إِفْعَال) إِنْكَارًا : অপরিচিত মনে করা। চিনতে না পারা।
حِلْيَةٌ : (ج) حِلًى ، حُلًى : গহনা, গঠন-প্রকৃতি।
أَنْشَأَ (إِفْعَال) إِنْشَاءً : রচনা করল, সৃষ্টি করল।
فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ .
يَقُوْلُ (ن) قَوْلًا : বলেন, বলছেন, বলবেন।
فِي الْقُرْآنِ : يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوْجِيُّ وَقَدْ أَقْمَرَ لَيْلُهُ الدَّجُوْجِيُّ :

إِذَا এখানে مُفَاجَاتِيَه পূর্বে বলা হয়েছে, إِذَا مُفَاجَاتِيَه প্রবেশ করে إِسْمِيَّه -এর শুরুতে এবং তার খবর অনেক সময় مَحْذُوْف থাকে। কিন্তু এখানে তার খবর شَيْخُنَا السَّرُوْجِيُّ উল্লেখ রয়েছে, এখানে هُوَ مُبْتَدَأ আর شَيْخُنَا السَّرُوْجِيُّ খবর। وَقَدْ أَقْمَرَ لَيْلُهُ -এর وَاو টা حَالِيَه এবং বাক্যটি حَال হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত هُوَ যমীরটি যুলহাল কেননা إِذَا مُفَاجَاتِيَه -এর অর্থ হচ্ছে فَاجَأَنِيْ আর هُوَ যমীর যদিও মুবতাদা, তবে এটা فَاجَأَ -এর فَاعِل مَعْنَوِي -

قوله : مَا الَّذِيْ أَحَالَ صِفَتَكَ حَتّٰى جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَ :

مَا এখানে أَيُّ شَيْءٍ -এর অর্থে হয়ে মুবতাদা। اَلَّذِيْ ইসমে মাউসূল أَحَالَ صِفَتَكَ الخ সিলাহ। حَتّٰى جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَ এটা أَحَالَ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّق অতঃপর صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

বালাগাত

قوله فَلَمَّا رَأَيْتُ تَلَهُّبَ جَذْوَتِهِ وَتَأَلُّقَ جَلْوَتِهِ :

এখানে جَلْوَة ও جَذْوَة -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قوله تَأَلُّقَ جَلْوَتِهِ :

এখানে আবূ যায়েদ সারুজীকে সজ্জিত কনের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। আর সজ্জিত কনের জন্য جَلْوَة লাজেম। অতএব جَلْوَة -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে।

قوله أَيُّ شَيْءٍ شَيَّبَ لِحْيَتَكَ حَتّٰى أَنْكَرْتُ حِلْيَتَكَ :

এখানে حِلْيَة এবং لِحْيَة -এর মাঝে جِنَاس قَلْب হয়েছে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقْعُ الشَّوَائِبِ شَيَّبْ * وَالدَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلَّبْ
إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ * فِي غَدٍ يَتَغَلَّبْ
فَلَا تَثِقْ بِوَمِيضٍ * مِنْ بَرْقِهِ فَهُوَ خُلَّبْ
وَاصْبِرْ إِذَا هُوَ أَضْرٰى * بِكَ الْخُطُوبَ، وَأَلَّبْ
فَمَا عَلَى التِّبْرِ عَارٌ * فِي النَّارِ حِيْنَ يُقَلَّبْ
ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ، وَمُسْتَصْحِبًا الْقُلُوبَ مَعَهُ ـ

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] "বিপদ-আপদের আগমন [আমার কেশদাম] শুভ্র করে দিয়েছে এবং যুগ মানুষের সাথে অধিক পরিবর্তনশীল। যদি সে কোনো দিন কোনোব্যক্তির অনুগত হয় তবে সে পরদিন সজোর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব তুমি তার বিদ্যুতের আলোকচ্ছটার প্রতি ভরসা করো না। কেননা সে প্রতারক মেঘ। যখন সে তোমার প্রতি বিপদ-আপদকে উসকিয়ে দেয় এবং একত্র করে তখন তুমি ধৈর্য ধারণ কর। কেননা স্বর্ণের জন্য কোনো লজ্জা নেই, যখন তাকে অগ্নিতে উলট-পালট করা হয়। অতঃপর তিনি তার স্থান ত্যাগ করে এবং তার সাথে [মানুষের] হৃদয়সমূহ নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقْعُ আগমন الشَّوَائِبِ বিপদ-আপদ شَيَّبْ শুভ্র করে দিয়েছে الدَّهْرُ যুগ بِالنَّاسِ মানুষের জন্য قُلَّبْ অধিক আবর্তনশীল إِنْ دَانَ যদি অনুগত হয় يَوْمًا কোনো দিন لِشَخْصٍ কোনো ব্যক্তির فِي غَدٍ পরদিন يَتَغَلَّبْ সে সজোর প্রভাব বিস্তার করে فَلَاتَثِقْ অতএব তুমি ভরসা করো না بِوَمِيضٍ আলোকচ্ছটার প্রতি مِنْ بَرْقِهِ তার বিদ্যুতের فَهُوَ خُلَّبْ কেননা সে প্রতারক وَاصْبِرْ তুমি ধৈর্যধারণ কর إِذَا هُوَ أَضْرٰى যখন সে উসকিয়ে দেয় بِكَ তোমার প্রতি الْخُطُوبَ বিপদ-আপদকে وَأَلَّبْ এবং একত্র করে فَمَا কেননা নেই عَلَى التِّبْرِ স্বর্ণের জন্য عَارٌ লজ্জা فِي النَّارِ অগ্নিতে حِيْنَ যখন يُقَلَّبْ উলট-পালট করা হয় ثُمَّ نَهَضَ অতঃপর তিনি উঠে গেলেন مُفَارِقًا ত্যাগ করে مَوْضِعَهُ তার স্থান وَمُسْتَصْحِبًا এবং সাথে নিয়ে الْقُلُوبَ হৃদয়সমূহ مَعَهُ তার সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَقْعٌ (ف) مصـ : পতিত হওয়া, [এখানে-আগমন করা]।
(إِفْعَال) إِيقَاعًا : পতিত করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ـ
مَادَّه : (و ـ ق ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : سُقُوط/إِتْيَان

(ج) اَلشَّوَائِبُ، (و) شَائِبَةٌ : বিপদ-আপদ।
مَادَّه : (ش ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : اَلْحَوَادِثُ

شَيَّبَ : শুভ্র করে দিয়েছে।
(تَفْعِيل) تَشْيِيبًا : শুভ্র করে দেওয়া।

اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُورٌ : কাল, যুগ।
فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ
مَادَّه : (د ـ ه ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : اَلْقَرْنُ/الْوَقْتُ

اَلنَّاسُ (اِسْمُ جَمْعٍ مِثْلَ قَوْمٍ وَرَهْطٍ)، (و) إِنْسَانٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) : মানুষ।
قُلَّبٌ (صف، مذ) : অধিক আবর্তনশীল, অধিক পরিবর্তনশীল।
(ض) قَلْبًا ـ اَلشَّيْءَ : পরিবর্তন করা।
مُرَادِف : مُتَصَرِّفٌ

(إِنْ) دَانَ : [যদি] সে ঋণ দেয়।
(ض) دَيْنًا : ঋণ দেওয়া।
(إِسْتِفْعَال) إِسْتِدَانَةً : ঋণ নেওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ ـ
مَادَّه : (د ـ ي ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : أَقْرَضَ

يَوْمٌ (ج) أَيَّامٌ (جع) أَيَاوِيمُ : দিন।
شَخْصٌ (ج) شُخُوصٌ ، أَشْخَاصٌ ، أَشْخُصٌ : ব্যক্তি।
غَدٌ : আগামীকাল, পরবর্তীকাল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَضْرٰى : [যখন] উসকিয়ে দেয়।

(إفعال) إِضْرَاءً : উসকিয়ে দেওয়া, আসক্ত করা।

(س) ضَرِىَ - بِالشَّئِ : লোভী হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَا شِيَةٍ أَوْ ضَارٍ .

مَادَّه : (ض ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : أَغْرٰى ، ضِد : هَدَأَ

(ح) اَلْخُطُوْب، (و) خَطْبٌ : দূরাবস্থা, বিপদ-আপদ।

فِى الْقُرْآنِ : فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ .

مَادَّه : (خ ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشَّوَائِبُ/اَلشَّدَائِدُ

أَلَبَّ : একত্র করল [করে]।

(تفعيل) تَأْلِيْبًا، (ن ـ ض) أَلْبًا : সমবেত করা, একত্র করা।

مَادَّه : (ا ـ ل ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : جَمَعَ

(ج) اَلتِّبْرُ، (و) تِبْرَةٌ : কাঁচা সোনা, অপরিশোধিত স্বর্ণ।

تَبَارٌ : ধ্বংস।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا .

مَادَّه : (ت ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلذَّهَبُ

عَارٌ : (ج) أَعْيَارٌ : দোষ, লজ্জাজনক কথা বা কাজ।

مَادَّه : (ع ـ ى ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : عَيْبٌ

اَلنَّارُ (ج) أَنْوُرٌ ، نِيْرَانٌ ، نِيْرَةٌ : অগ্নি।

فِى الْقُرْآنِ : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

حِيْنٌ (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِيْنُ : সময় [যখন]।

يُقَلِّبُ (مع) : উলট-পালট করা হয়।

(تفعيل) تَقْلِيْبًا : পরিবর্তন করা, উলট-পালট করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ

نَهَضَ : উঠে [চলে] গেলেন।

(إفعال) إِنْهَاضًا : জাগ্রত করা, দাঁড় করানো, উত্থিত করা।

(ف) نَهْضًا ـ نُهُوْضًا : উঠা।

فِى الْحَدِيْثِ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْهَضُ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ .

مَادَّه : (ن ـ ه ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَامَ

يَتَغَلَّبُ : প্রভাব বিস্তার করে, মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায়।

(تفعّل) تَغَلُّبًا : প্রভাব বিস্তার করা।

(تفعّل) تَغَلُّبًا، (ض) غَلَبَةً : বিজয়ী হওয়া, প্রভাব বিস্তার করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ

مَادَّه : (غ ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَقْهَرُ

لَاتَثِقْ : ভরসা করো না।

(ح) ثِقَةً، وُثُوْقًا : নির্ভরশীল হওয়া, ভরসা করা।

(تفعيل) تَوْثِيْقًا : দৃঢ় ও মজবুত করা।

(استفعال) إِسْتِيْثَاقًا : প্রতিশ্রুতি নেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا .

مَادَّه : (و ـ ث ـ ق)، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : لَا تَعْتَمِدْ

وَمِيْضٌ : ঝলকানি, আলোকচ্ছটা।

وَمِيْضٌ (ض) مص : আস্তে চমকানো, ঝলকানো।

(افعال) إِيْمَاضًا - اَلْبَرْقُ : আস্তে চমকানো।

- اَلرَّجُلُ : ইঙ্গিত করা। মুচকি হাসা। কোনাচোখে তাকানো।

مَادَّه : (و ـ م ـ ض) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : لَمْعَانٌ

بَرْقٌ : (ج) بُرُوْقٌ : বিদ্যুৎ; তড়িৎ।

فِى الْقُرْآنِ : يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ .

مَادَّه : (ب ـ ر ـ ق) جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : كَهْرَبَاءُ .

خُلَّبٌ (صف، مذ، مص : خَلْبٌ-ن) : প্রতারক, বৃষ্টিহীন মেঘ।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

مَادَّه : (خ ـ ل ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَادِعٌ ، ضِد : صَالِحٌ

إِصْبِرْ : তুমি ধৈর্য ধারণ কর।

(ض) صَبْرًا، (استفعال) إِصْطِبَارًا : ধৈর্যধারণ করা।

(افعال) إِصْبَارًا، (تفعيل) تَصْبِيْرًا : ধৈর্যধারণ করতে বলা।

فِى الْقُرْآنِ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

مَادَّه : (ص ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَعِزَّ ، ضِد : أَجْزَعْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُفَارِقٌ (فا. مذ) : পৃথক, ভিন্ন, [এখানে-ত্যাগ করে]।

(مُفَاعَلَة) مُفَارَقَة : ত্যাগ করা, ছাড়া, পৃথক হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ .

مَادَّه : (ف ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُبَايِنًا/مُنْفَصِلًا

مَوْضِعٌ (اِسْم ظَرْف (ج) مَوَاضِعُ : স্থান, কোনো কিছু রাখার জায়গা।

(ف) وَضْعًا : রাখা।

فِى الْقُرْآنِ : يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ .

مَادَّه : (و ـ ض ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : مَجْلِسٌ/مَكَانٌ

مُسْتَصْحِبٌ (فا. مذ) : সঙ্গী গ্রহণকারী, [এখানে সাথে নিয়ে]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِصْحَابًا : সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। সাথী বানানো, সঙ্গ প্রার্থনা করা।

(س) صُحْبَةٌ : সঙ্গ দেওয়া, সাথী হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عدولٌ .

مُرَادِف : مُسْتَرْفِقًا .

(ج) اَلْقُلُوْبُ، (و) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

فِى الْقُرْآنِ : كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقْعُ الشَّوَائِبِ شَيَّبَ :

وَقْعُ الشَّوَائِبِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা شَيَّبَ মূলত ছিল شَيَّبَنِى অতঃপর ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউল মিলে খবর।

قَوْلُهُ وَالدَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلَّبٌ :

اَلدَّهْرُ মুবতাদা بِالنَّاسِ মুতা'আল্লিক হয়েছে قُلَّب -এর সাথে অতঃপর খবর।

قَوْلُهُ اِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ فَفِى غَدٍ يَتَغَلَّبُ :

اِنْ হরফে শর্ত لِشَخْصٍ دَانَ يَوْمًا জুমলায়ে فَعْلِيَه হয়ে শর্ত فِى غَدٍ মুতা'আল্লিক হয়েছে يَتَغَلَّبُ-এর সাথে। তারপর جَزَا -।

قَوْلُهُ اِصْبِرْ اِذَا هُوَ اَضْرٰى بِكَ الْخُطُوْبَ وَاَلَّبَ :

اَضْرٰى মুবতাদা هُوَ মুযাফ اِذَا ফায়েল ضَمِيْر ফেয়েল اِصْبِرْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল بِكَ মুতা'আল্লিক اَلْخُطُوْبَ মাফউলে বিহী। অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং اَلَّبَ জুমলা হয়ে مَعْطُوْف তারপর مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে اِصْبِرْ ফেয়েলের ظَرْف زَمَان -

قَوْلُهُ : فَمَا عَلَى التِّبْرِ عَارٌ فِى النَّارِ حِيْنَ يُقَلَّبُ :

مَا শব্দটি مَا مُشَبَّه بِلَيْسَ মূল ইবারত হবে-

مَا عَارٌ ثَابِتًا عَلَى التِّبْرِ حِيْنَ يُقَلَّبُ فِى النَّارِ

এখানে عَارٌ শব্দটি مَا -এর اِسْم আর حِيْنَ يُقَلَّبُ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ثَابِتًا -এর ظَرْف আর عَلَى التِّبْرِ ও ثَابِتًا -এর সাথ মুতা'আল্লিক। অতঃপর مَا -এর খবর।

قَوْلُهُ : ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ :

حال ১ম مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ যুলহাল ضَمِيْر ফেয়েল نَهَضَ এবং ২য় حَال مُسْتَصْحِبًا অতঃপর نَهَضَ-এর ফায়েল।

বালাগাত

قَوْلُهُ وَالدَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلَّبٌ الخ :

এখানে যুগ (دَهْر) কে একটি বহুরূপী মানুষের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। বহুরূপী মানুষ যেমন এক এক সময় এক একরূপ ধারণ করে তেমনি যুগও কারও প্রতি কখনও অনুকূল হলেও পরক্ষণে প্রতিকূল হয়ে তার প্রতি বিরূপ প্রভাব খাটায়। এখানে مُشَبَّه উল্লেখ আর مُشَبَّه بِه উহ্য, রয়েছে, সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। বহুরূপী মানুষের জন্য যেহেতু নিজের রূপ ও অবস্থান পরিবর্তন করা لَازِم যা এখানে مُشَبَّه অর্থাৎ دَهْر -এর জন্য ثَابِت করা হয়েছে, তাই دَهْر -এর দিকে পরিবর্তনের নিসবত করার মধ্যে استعارة تخييلية হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَاتَثِقْ بِوَمِيْضٍ مِنْ بَرْقِهِ فَهُوَ خُلَّبٌ :

এখানে دَهْر [যুগ] কে মেঘের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَه হয়েছে। আর মেঘের জন্য বিজলীর ঝলকানি مُنَاسِب অতএব وَمِيْضٍ مِنْ بَرْقِهِ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّه হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّدْرِيْبَاتُ

١. الف. زَيِّنِ الْعِبَارَاتِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْهَا : وَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ بُرْهَةً ...... خُفُوْقَ رَايَةِ الْإِخْفَاقِ.

ب. اُذْكُرْ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوْعِ وَجُمُوْعَ الْمُفْرَدَاتِ فِى الْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ.

ج. اُذْكُرْ مَوَادَّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ مَعَ بَيَانِ أَبْوَابِهَا ١. يُنْشِئُنِى ٢. إِغْرَا ٣. بَدَأَ.

٢. الف. تَرْجِمِ الْبَيْتَيْنِ مُوَضَّحَةً : فَمَارَاقَنِى مَنْ لَاقَنِى بَعْدَ بُعْدِهٖ ....

ب. اَلْبَيْتَانِ لِمَنْ وَمِنْ اَيِّ مَقَامَةٍ هُمَا .

ج. اُذْكُرْ أَبْوَابَ الْأَفْعَالِ فِى الْبَيْتَيْنِ وَمَوَادَّهَا وَمَعَانِيَهَا .

د. اُذْكُرْ صِيَغَ التَّانِيْثِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الْبَيْتَيْنِ .

٣. الف. تَرْجِمِ الْأَبْيَاتِ مُوَضَّحَةً : كَأَنَّمَا تَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ * مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحٍ.

نَفْسِى الْفِدَاءُ لِثَغْرٍ رَاقَ مَبْسِمُهٗ * وَزَانَهٗ شَنَبٌ نَاهِيْكَ مِنْ شَنَبٍ

يَفْتَرُّ عَنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ وَعَنْ بَرَدٍ * وَعَنْ أَقَاحٍ وَعَنْ طَلْعٍ وَعَنْ حَبَبٍ

ب. لِمَنْ هٰذِهِ الْأَبْيَاتُ؟ اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ أَحْوَالِهٖ .

ج. بَيِّنِ التَّشْبِيْهَاتِ فِى الْأَبْيَاتِ السَّابِقَةِ.

د. فِىْ أَيِّ مُنَاسَبَةٍ ذَكَرَ الْحَرِيْرِىُّ الْبَيْتَيْنِ الْأَخِيْرَيْنِ؟ وَمَاذَا أَرَادَ بِهِمَا ؟

ه. اِسْتَخْرِجِ الْأَفْعَالَ وَالْأَسْمَاءَ الْمُشْتَقَّاتِ مِنَ الْأَبْيَاتِ ثُمَّ اذْكُرْ أَبْوَابَهَا .

٤. الف. تَرْجِمِ الْبَيْتَيْنِ فَصِيْحَةً : سَأَلْتُهَا حِيْنَ زَارَتْ نَضْوَ بُرْقُعِهَا ... عَطِرٍ

ب. لِأَيِّ غَرَضٍ أَنْشَدَ الشَّاعِرُ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهَلْ ظَفَرَ بِهٖ أَمْ لَا ؟ وَكَيْفَ؟ اُكْتُبْ مُوَضَّحًا .

ج. أَوْضِحْ أَرْكَانَ التَّشْبِيْهِ فِى الْأَبْيَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ -

د. اُكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : جَذْوَةٌ. تَأَلُّقٌ. مِبْسَمٌ. اِبْتَدَرْتُ. اَلشَّوَائِبُ. شَيَّبَ. أَنْشَأَ. قَلَّبَ. أَنْكَرْتُ. يَتَغَلَّبُ.

٥. الف. اُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ ثُمَّ ضَعْ أَيَّ سِتٍّ فِىْ جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ ...

مُرَادٌ. نُزْهَةٌ. اَلْفَرَقُ. اَلْإِمْلَاقُ. اِجْتَلٰى. يُصْبِى. يَرْغَبُ. بَيْدَ. اَلْاِنْتِسَابُ. حَلَلْتُ. أُبَاحِثُ.

ب. اُكْتُبْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ : تَقَتْ. اغْشٰى. أَنْضٰى. اَلطَّمَعُ. أَتَعَلَّلُ. يَلْبَسُ. مَحَاسِنُ. عَزُوْبَةٌ. خَلَابَةٌ. نَافَسْتُ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الثالثة الدينارية

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

তৃতীয় মাকামায় আল্লামা হারীরী কবিতায় অতি উৎকৃষ্টভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করেছেন এবং তার কুৎসাও বর্ণনা করেছেন। স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনা করা এ মাকামার মূল বিষয়বস্তু। কাহিনীটিকে তিনি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর কতিপয় বন্ধুর সাথে একটি কাব্যচর্চার মজলিসে বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে জীর্ণ পোশাক পরিহিত একজন খোঁড়া ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরে। হারিস ইবনে হাম্মাম তার ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে লোকটিকে বলেন যে, যদি তুমি কবিতায় এর প্রশংসা করতে পার তবে এটি তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি তৎক্ষণাৎ এগারটা শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করে। এরপর হারিস আরও একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে তাকে বলেন, যদি তুমি এর কুৎসা বর্ণনা করতে পার তবে এটিও তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি আবারও তৎক্ষণাৎ নয়টি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার কুৎসা বর্ণনা করে। এভাবে সে দু'টি স্বর্ণমুদ্রাই পেয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম তার আচরণ দেখে অনুমান করে ফেলেন যে, এ লোকটি সম্ভবত আবূ যায়েদ সারূজী। খোঁড়াপনার ভান করা তার অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল মাত্র। তখন হারিস তাকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাঁট। এরপর আবূ যায়েদ সারূজী তিনটি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর এ আচরণের ব্যাখ্যা দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الثَّالِثَةُ الدِّيْنَارِيَّةُ

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রা গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ؛ قَالَ : نَظَمَنِي وَأَخْدَانًا لِي نَادٍ، لَمْ يَخِبْ فِيهِ مُنَادٍ، وَلَا كَبَا قَدْحُ زِنَادٍ، وَلَا ذَكَتْ نَارُ عِنَادٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَجَاذَبُ أَطْرَافَ الْأَنَاشِيْدِ، وَنَتَوَارَدُ طُرَفَ الْأَسَانِيْدِ، إِذْ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ عَلَيْهِ سَمَلٌ، وَفِي مِشْيَتِهِ قَزَلٌ، فَقَالَ : يَا أَخَايِرَ الذَّخَائِرِ، وَبَشَائِرَ الْعَشَائِرِ! عِمُوا صَبَاحًا، وَانْعَمُوا اصْطِبَاحًا .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এমন একটি মজলিস আমাকে ও আমার কতিপয় বন্ধুকে একত্র করল, যেখানে কোনো আহবানকারী [ভিক্ষুক] বঞ্চিত হয় নি এবং পাথরের ঘর্ষণ অগ্নিহীন হয় নি, এবং বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় নি। একদা আমরা সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে টানাটানি [তর্ক-বিতর্ক] করছি এবং নানা রকম অভিনব ঘটনা প্রবাহে অবতরণ করছি; হঠাৎ আমাদের সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল, যার গায়ে রয়েছে জীর্ণ বস্ত্র, আর চলনে রয়েছে খোঁড়াপনা। অতঃপর সে বলল, হে ধন ভাণ্ডারসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ ও স্ব স্ব গোত্রের শুভ বার্তার মূর্ত প্রতীকগণ! তোমাদের প্রভাত শুভ হোক এবং তোমাদের ভোরের পানীয় গ্রহণ সুখময় হোক।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الثَّالِثَةُ তৃতীয় মাকামা الدِّيْنَارِيَّةُ স্বর্ণমুদ্রার গল্প رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন نَظَمَنِي আমাকে একত্র করল وَأَخْدَانًا لِي এবং আমার কতিপয় বন্ধুকে نَادٍ এমন একটি মজলিস لَمْ يَخِبْ বঞ্চিত হয়নি فِيهِ যেখানে مُنَادٍ কোনো আহ্বানকারী وَلَا كَبَا এবং অগ্নিহীন হয়নি قَدْحُ زِنَادٍ পাথরের ঘর্ষণ وَلَا ذَكَتْ এবং প্রজ্বলিত হয়নি نَارُ عِنَادٍ বিদ্রোহের অগ্নি فَبَيْنَا نَحْنُ একদা আমরা نَتَجَاذَبُ টানাটানি করছি أَطْرَافَ বিভিন্ন দিক الْأَنَاشِيْدِ সঙ্গীতের وَنَتَوَارَدُ এবং আমরা অবতরণ করছি طُرَفَ অভিনব الْأَسَانِيْدِ ঘটনা প্রবাহ إِذْ হঠাৎ وَقَفَ দাঁড়াল بِنَا আমাদের সম্মুখে شَخْصٌ এক ব্যক্তি عَلَيْهِ তার গায়ে রয়েছে سَمَلٌ জীর্ণ বস্ত্র وَفِي مِشْيَتِهِ আর তার চলনে রয়েছে قَزَلٌ খোড়াপনা فَقَالَ অতঃপর সে বলল يَا হে أَخَايِرَ الذَّخَائِرِ ধনভাণ্ডারসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ بَشَائِرَ الْعَشَائِرِ স্ব স্ব গোত্রের শুভবার্তার মূর্ত প্রতীকগণ عِمُوا صَبَاحًا তোমাদের প্রভাত শুভ হোক وَانْعَمُوا এবং তোমাদের সুখময় হোক اِصْطِبَاحًا ভোরের পানীয় গ্রহণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَادٍ : (ج) أَنْدِيَةٌ ، نَوَادٍ ، (جج) أَنْدِيَاتٌ ।: মজলিস

مُرَادِفٌ : أَصْحَابٌ/رُفَقَاءُ ، ضِدٌّ : أَعْدَاءُ

فِي الْقُرْآنِ : وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

مَادَّه : (ن ـ د ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِفٌ : يَجْلِسُ

لَمْ يَخِبْ : । বঞ্চিত হয়নি।

(ض) خَيْبَةً : । ব্যর্থ হওয়া, বঞ্চিত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَخْيِيبًا ، (إِفْعَال) إِخَابَةً ـ : । বঞ্চিত করা।

نَظَمَ (ض) نَظْمًا : । গ্রথিত করল, একত্র করল।

(ض) نَظْمًا : । সমবেত করা, গ্রথিত করা, একত্র করা।

ـ الشِّعْرَ : । রচনা করা।

مَادَّه : (ن ـ ظ ـ م) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : جَمَعَ ، ضِدٌّ : فَرَّقَ

(ج) أَخْدَانٌ ، خُدَنَاءُ ، (و) خِدْنٌ : । বন্ধু, সঙ্গী।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

مَادَّه : (خ ـ د ـ ن) ، جِنْس : صَحِيح

تَجَاذَبَ : পরস্পর টানাটানি করছি।

(تفاعل) تَجَاذُبًا : পরস্পর টানাটানি করা।

(ض) جَذْبًا، (افتعال) اِجْتِذَابًا : টানা।

مَادَّه : (ج ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَتَنَزَّعُ/نَجُرُّ

(ج) أَطْرَافٌ، (و) طَرَفٌ : দিক, কেনারা।

فِي الْقُرْآنِ : أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ ..... وَطَرَفَيِ النَّهَارِ .

مَادَّه : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلنَّاحِيَةُ .

(ج) أَنَاشِيْدُ، (و) أُنْشُوْدَةٌ : সঙ্গীত, গান।

مَادَّه : (ن ـ ش ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : أَغَانِيّ .

نَتَوَارَدُ : আমরা অবতরণ করছি।

(تفاعل) تَوَارُدًا : অবতরণ করা।

مَادَّه : (و ـ ر ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي، مُرَادِف : نَتَنَازَلُ

(ج) طُرَفٌ، (و) طُرْفَةٌ : অনুপম, অভিনব, অপূর্ব।

(ك) طَرَافَةً : নতুন হওয়া। উৎকৃষ্ট হওয়া।

مَادَّه : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : غَرَائِبُ

(ج) أَسَانِيْدُ،(و) إِسْنَادٌ : সূত্রপরম্পরা [এখানে- ঘটনাপ্রবাহ]।

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ .

مَادَّه : (س ـ ن ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْأَخْبَارُ

وَقَفَ : [চলতে চলতে এসে] দাঁড়াল।

(ض) وُقُوْفًا : দাঁড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ .

مَادَّه : (و ـ ق ـ ف) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : قَامَ/سَكَنَ

بِنَا (أَيْ أَمَامَنَا) : আমাদের সম্মুখে।

شَخْصٌ : (ج) أَشْخُصٌ، شُخُوْصٌ، أَشْخَاصٌ : এক ব্যক্তি।

سَمَلٌ : (ج) أَسْمَالٌ : পুরনো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র।

(ن) سُمُوْلًا، (ك) سَمَالَةً،(افعال) إِسْمَالًا ـ اَلثَّوْبُ : পুরাতন হওয়া, জীর্ণ হওয়া।

مَادَّه : (س ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بِذْلَةٌ/خَلَقٌ ، ضِدّ : جَدِيْدٌ

مِشْيَةٌ (فِعْلَةٌ لِلنَّوْعِ) : চলার বা হাঁটার ধরন।

(ض) مَشْيًا : চলা।

فِي الْقُرْآنِ : كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ

مُنَادٍ : আহবানকারী, [এখানে- ভিক্ষুক]।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِيْ .

مَادَّه : (ن ـ د ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلسَّائِلُ

لَا كَبَا : অগ্নিহীন হয় নি।

(ن) كَبْوًا، كُبُوًّا ـ الزَّنْدُ : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া।

ـ لِوَجْهِهٖ : উপুড় হয়ে পড়া।

(افعال) إِكْبَاءً ـ وَجْهَهٗ : বিবর্ণ করা।

ـ الزَّنْدُ : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া। ধূম্রল হওয়া।

كَبْوَةٌ : হোঁচট, ধাক্কা।

يُقَالُ : لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ وَلِكُلِّ سَيْفٍ نَبْوَةٌ .

مَادَّه : (ك ـ ب ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : خَبَا ، ضِدّ : ذَكَا

قَدْحٌ (ف) مصـ : চকমকিতে আঘাত করা, ঘর্ষণ করা।

قَدْحٌ : ঘর্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا .

مَادَّه : (ق ـ د ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : دَلْكٌ

(ج) زِنَادٌ، أَزْنُدٌ، أَزْنَادٌ، زُنُوْدٌ، (و) زَنْدٌ : আগুন জ্বালানোর পাথর।

مَادَّه : (ز ـ ن ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعُوْدُ الْأَعْلٰى/حَدِيْدَةُ النَّارِ .

لَا ذَكَتْ : প্রজ্বলিত হয়নি।

(ن) ذَكَاءً ـ ذُكُوًّا : প্রজ্বলিত হওয়া।

ـ ذَكْوَةً : জবাই করা।

(س ـ ك) ذَكَاءً : মেধাবী হওয়া।

(افعال) إِذْكَاءً : প্রজ্বলিত করা।

فِي الْحَدِيْثِ : ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهٖ .

مَادَّه : (ذ ـ ك ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اِشْتَعَلَ

نَارٌ : (ج) أَنْوُرٌ ، نِيْرَانٌ ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, বহ্নি।

عِنَادٌ : বিদ্রোহ।

عِنَادٌ(ن) مصـ : বিদ্রোহ করা, বিরোধিতা করা।

(مفاعلة) مُعَانَدَةٌ : বিচ্যুত হওয়া, বিদ্রোহ করা, বিরোধিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ .

مَادَّه : (ع ـ ن ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خِلَافٌ/بَغَاوَةٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

مَادَّه : (م ـ ش ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : سَيْر

قَزَلٌ : খোঁড়াপনা, খোঁড়ামি।

(س) قَزَلاً : খোঁড়া হওয়া।

(ض) قَزْلاً : খোঁড়া সাজা।

مَادَّه : (ق ـ ز ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَرَجٌ ، ضِدّ : اَلْمَشْيُ

(ج) أَخَايِرُ، (و) أَخْيَرُ : উৎকৃষ্ট, উত্তম।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلٰى .

مُرَادِف : خَيْرٌ ، ضِدّ : شَرٌّ

(ج) اَلذَّخَائِرُ، (و) ذَخِيْرَةٌ : ধনভাণ্ডার, কোষাগার।

فِى الْحَدِيْثِ : وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَ ذُخْرًا .

مَادَّه : (ذ ـ خ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَزَائِنُ

(ج) بَشَائِرُ، (و) بِشَارَةٌ : শুভবার্তা, সুসংবাদ।

فِى الْقُرْآنِ : لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ .

مَادَّه : (ب ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طُوْبٰى

(ج) عَشَائِرُ، عَشِيْرَاتٌ،(و)عَشِيْرَةٌ : গোত্র, আত্মীয়-স্বজন।

مَادَّه : (ع ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْقَبَائِلُ

عِمُوْا : তোমাদের [প্রভাত] সুখকর হোক।

(ض، ح) وَعْمًا : শুভ হওয়া। সুখকর হওয়া।

مَادَّه : (و ـ ع ـ م) ، جِنْس : مِثَال

مُرَادِف : اِسْعَدُوْا/بَارِكُوْا ، ضِدّ : اِشْقَوْا

صَبَاحٌ : প্রভাত, ভোর।

أَنْعِمُوْا : তোমরা সুখী হও।

(اِفْعَال) إِنْعَامًا : সুখী হওয়া।

(اِفْعَال) إِنْعَامًا : নেয়ামত দান করা।

– اَلصَّبَاحُ : প্রাতঃকাল কল্যাণকর হওয়া।

(ن ـ س ـ ف) نَعْمَةٌ : প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হওয়া।

– اَلْعَيْشُ : স্বচ্ছল হওয়া, সুখী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ .

مَادَّه :(ن ـ ع ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَمَتَّعُوْا/طَابُوْا

اِصْطِبَاحٌ (اِفْتِعَال) مص : ভোরবেলায় পানীয় পান করা।

(ف) صَبَاحًا : সকালে আসা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

مَادَّه : (ص ـ ب ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : شُرْبٌ (فِى الصَّبَاحِ)

اَنْعِمُوْا اِصْطِبَاحًا : তোমাদের ভোরের পানীয় গ্রহণ সুখময় হোক।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ نَظَمَنِى وَأَخْدَانًا لِى نَادٍ لَمْ يَخِبْ فِيْهِ الخ :

عَطْف এর উপর يَا مُتَكَلِّم শব্দটি أَخْدَانًا ফেয়েল نَظَم হয়েছে। অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে نَظَم-এর مَفْعُوْل بِه আর نَادٍ শব্দটি مَوْصُوْف এবং পরবর্তী জুমলাগুলো তার صِفَت অতঃপর نَظَم ফেয়েলের فَاعِل এবং হলো لِى সাথে مُتَعَلِّق হয়ে كَائِنًا-এর أَخْدَانًا-صِفَت -

قَوْلُهُ : فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَجَاذَبُ أَطْرَافَ الْأَنَاشِيْدِ :

এটা بَيْنَا মূলত ছিল بَيْنَ তার শেষে اَلِف টি زَائِدَه মুفاجاتিয়ে مُفَاجَاتِيَه তারকীবের মধ্যে ظَرْف زَمَان এর- نَتَجَاذَبُ তবে [হঠাৎ]-এর অর্থে ব্যবহৃত। أَطْرَافَ الْأَنَاشِيْدِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نَتَجَاذَبُ-এর مَفْعُوْل بِه আর نَحْنُ মুবতাদা نَتَرَادُ ও نَتَجَاذَبُ জুমলা হয়ে খবর।

قَوْلُهُ : إِذْ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ :

إِذْ শব্দটি এখানে مُفَاجَاة-এর অর্থে হয়ে مُضَاف আর وَقَفَ ও مُضَاف অতঃপর مُضَاف إِلَيْه জুমলাটি بِنَا شَخْصٌ - ظَرْف زَمَان এর- نَتَجَاذَبُ মিলে مُضَاف إِلَيْه

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَادٍ لَمْ يَخِبْ فِيْهِ مُنَادٍ :

نَادٍ ও مُنَادٍ-এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا كَبَا قَدْحُ زِنَادٍ وَلَا زَكَتْ نَارُ عِنَادٍ :

زِنَاد ও عِنَاد-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ عِمُوْا صَبَاحًا وَأَنْعِمُوْا اِصْطِبَاحًا :

এখানে صَبَاحًا ও اِصْطِبَاحًا শব্দ দুটো تَمْيِيْز হিসাবে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَا أَخَايِرَ الذَّخَائِرِ وَبَشَائِرَ الْعَشَائِرِ :

এখানে أَخَايِر ও ذَخَائِر-এর মধ্যে এবং عَشَائِر ও بَشَائِر-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَانْظُرُوْا إِلٰى مَنْ كَانَ ذَانَدِيٍّ وَنَدًى، وَجِدَةٍ وَجَدًى، وَعَقَارٍ وَقُرًى، وَمَقَارٍ وَ قِرًى، فَمَا زَالَ بِهٖ قُطُوْبُ الْخُطُوْبِ، وَحُرُوْبُ الْكُرُوْبِ، وَشَرَرُ شَرِّ الْحَسُوْدِ، وَانْتِيَابُ النُّوَبِ السُّوْدِ، حَتّٰى صَفِرَتِ الرَّاحَةُ، وَقَرِعَتِ السَّاحَةُ، وَغَارَ الْمَنْبَعُ، وَنَبَا الْمَرْبَعُ، وَأَقْوَى الْمَجْمَعُ، وَأَقَضَّ الْمَضْجَعُ، وَاسْتَحَالَتِ الْحَالُ، وَأَعْوَلَ الْعِيَالُ.

অনুবাদ : তোমরা সেই লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ছিল মজলিসী [বা মজলিসের অধিকর্তা], দানশীল, ধনী, বদান্য, জমিদার, জনপদের অধিপতি, খাঞ্চার মালিক ও আতিথেয়তাপরায়ণ। অতঃপর তার উপর একাধারে চলতে থাকল বিপদ-আপদের ভ্রূকুটি, দুঃখ-দুর্দশার ঘাত-প্রতিঘাত, নিন্দুকের অনিষ্টের স্ফুলিঙ্গ ও কালো বিপদের পালা পরিবর্তন। ফলে [তার] হস্ত শূন্য হয়ে গেল, আঙ্গিনা বিরান হয়ে গেল, ঝর্না শুকিয়ে গেল, আবাসস্থল প্রতিকূল হয়ে উঠল, মজলিস শূন্য হলো, বিছানা কঙ্করাকীর্ণ হলো, অবস্থা পরিবর্তিত হলো, ছেলেপুলেরা চিৎকার জুড়ে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَانْظُرُوْا তোমরা দৃষ্টিপাত কর إِلٰى مَنْ كَانَ সেই লোকটির প্রতি যে ছিল ذَانَدِيٍّ মজলিসী ذَانَدًى দানশীল ذَاجِدَةٍ ধনী ذَاجَدًى বদান্য ذَاعَقَارٍ জমিদার ذَاقُرًى জনপদের অধিপতি ذَامَقَارٍ খাঞ্চার মালিক ذَاقِرًى আতিথেয়তাপরায়ণ فَمَازَالَ অতঃপর একাধারে চলতে থাকল بِهٖ তার উপর قُطُوْبُ ভ্রুকুটি الْخُطُوْبِ বিপদ-আপদ حُرُوْبُ ঘাত প্রতিঘাত الْكُرُوْبِ দুঃখ-দুর্দশা شَرَرُ স্ফুলিঙ্গ شَرِّ অনিষ্ট الْحَسُوْدِ নিন্দুক انْتِيَابُ পালা পরিবর্তন النُّوَبِ বিপদ السُّوْدِ কালো حَتّٰى ফলে صَفِرَتِ শূন্য হয়ে গেল الرَّاحَةُ হস্ত قَرِعَتِ বিরাণ হয়ে গেল السَّاحَةُ আঙ্গিনা غَارَ শুকিয়ে গেল الْمَنْبَعُ ঝর্না نَبَا প্রতিকূল হয়ে উঠল الْمَرْبَعُ আবাসস্থল أَقْوٰى শূন্য হলো الْمَجْمَعُ মজলিস أَقَضَّ কঙ্করাকীর্ণ হলো الْمَضْجَعُ বিছানা اسْتَحَالَتِ পরিবর্তিত হলো الْحَالُ অবস্থা أَعْوَلَ চিৎকার জুড়ে দিল الْعِيَالُ ছেলেপুলেরা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اُنْظُرُوْا : তোমরা দৃষ্টিপাত কর।

(ن) نَظْرًا – إِلٰى : তাকানো, দৃষ্টিপাত করা।

(اِفْتِعَال) اِنْتِظَارًا : অপেক্ষা করা।

فِى الْقُرْآنِ : اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ .

مَادَّه : (ن ـ ظ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِلْمَحُوْا

نَدِيٌّ : (ج) أَنْدِيَةٌ ، أَنْدَاءٌ : মজলিস, সভা।

ذُوْ نَدِيٍّ : মজলিসী বা মজলিসের অধিকর্তা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ .

مَادَّه : (ن ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مَجْلِس

نَدٰى : দান।

نَدٰى : (ج) أَنْدَاءٌ ـ أَنْدِيَةٌ : আর্দ্রতা, বৃষ্টি, কুয়াশা, দান, কল্যাণ।

(س) نَدِىَ ـ نَدَاوَةً : সিক্ত হওয়া।

(ن) نَدَوًا : সমবেত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ .

مَادَّه : (ن ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : كَرَم/سَمِع ، ضِدّ : شُحٌّ

جِدَةٌ : ধনাঢ্যতা, ধন-সম্পদ।

(ض) وِجْدَانًا : পাওয়া।

(ض) جِدَةً : সম্পদশালী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى .

مَادَّه : (و ـ ج ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اَلْغِنٰى ، ضِدّ : اَلْفَقْرُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ .

مَادَّه : (ح ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْقِتَالُ ، ضِدّ : اَلسِّلْمُ

(ج) اَلْكُرُوْبُ، (و) كَرْبٌ : । দুঃখ-দুর্দশা

فِي الْقُرْآنِ : فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ .

مَادَّه : (ك ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْهُمُوْمُ ، ضِدّ : اَلْفَرَجُ/اَلْأَمَانُ

(ج) شَرَرٌ، (و) شَرَارَةٌ : । স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

مَادَّه : (ش ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

شَرٌّ : (ج) شُرُوْرٌ : । মন্দত্ব, অনিষ্ট, অকল্যাণ

شَرٌّ (صف، مذ) (ج) شِرَارٌ، أَشْرَارٌ، أَشِرَّاءُ । মন্দ, খারাপ

شَرٌّ ، شَرَارَةٌ (ض، ن، س) مص : । মন্দ হওয়া, খারাপ হওয়া

مَادَّه : (ش ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : فَاحِش/سَيِّئٌ ، ضِدّ

اَلْحَسُوْدُ (صف، مذ، مؤ)(ج) حُسَّدٌ : । নিন্দুক, হিংসুক

(ن ـ ض) حَسَدًا : । হিংসা করা

(تفاعل) تَحَاسُدًا : । হিংসা করা, একে অন্যকে হিংসা করা

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

مَادَّه : (ح ـ س ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حِقْدٌ ، ضِدّ : اَلرَّأْفَةُ/اَلْمَحَبَّةُ

اِنْتِيَابٌ : । পালা বদল

اِنْتِيَابٌ (اِفْتِعَال) مص : । পালাক্রমে আসা, পালা পরিবর্তন করা

(ن) نَوْبًا، نِيَابَةً । স্থলাভিষিক্ত হওয়া

- إِلَى : । বার বার আসা

(إفعال) إِنَابَةً : । স্থলাভিষিক্ত করা

- إِلَى : । অভিমুখী হওয়া, তওবা করা

فِي الْحَدِيْثِ : كُنَّا نَتَنَاوَبُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

مَادَّه : (ن ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلدَّوَرَانُ .

(ج) نُوَبٌ، (و) نَوْبَةٌ : । বিপদ, মসিবত

مَادَّه : (ن ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

جَدًى : । ব্যাপক বৃষ্টি, দান, অনুগ্রহ

(ن) جَدْوًا : । দান করা

(إفعال) إِجْدَاءً : । দান করা। দান পাওয়া

مَادَّه : (ج ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : عَطِيَّةٌ .

عَقَارٌ : । জমি, স্থাবর সম্পত্তি

مَادَّه : (ع ـ ق ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْأَرْضُ

(ج) قُرًى، (و) قَرْيَةٌ : । জনপদ, গ্রাম

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا .

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ی) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلْبَادِيَةُ ، ضِدّ : اَلْمِصْرُ

مَقَارٌ : مَقْرًى . مَقْرَاةٌ (ج) : যে বড় পাত্রে মেহমানের সামনে খাবার পেশ করা হয়। খাঞ্চা।

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ی) جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : جِفَانٌ

قِرًى (ض)مص : । আপ্যায়ন করা, আতিথেয়তা করা

قِرًى : । আতিথ্যের খাবার

(استفعال) اِسْتِقْرَاءً : । আতিথ্য প্রার্থনা করা

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ی) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلضِّيَافَةُ

مَا زَالَ بِهِ : । তার উপর একাধারে চলতে থাকল

قُطُوْبٌ : চেহারার মালিন্য, ভ্রুকুটি

(ض) قُطُوْبًا : । চেহারা মলিন করা, ভ্রুকুঞ্চিত করা

مَادَّه : (ق ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عُبُوْسًا ، ضِدّ : سُرُوْرًا

(ج)خُطُوْبٌ، (و)خَطْبٌ : । বড় বিষয়, [এখানে-বিপদ-আপদ]

فِي الْقُرْآنِ : فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ .

مَادَّه : (خ ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشَّدَائِدُ ، ضِدّ : اَلْأَمَانُ

(ج) حُرُوْبٌ ، (و)حَرْبٌ : । লড়াই, যুদ্ধ, [এখানে- ঘাত-প্রতিঘাত]

(مفاعلة) مُحَارَبَةً : । লড়াই করা, যুদ্ধ করা

Free @ www.eilm.weebly.com

مُرَادِف : اَلنَّوَازِلُ/اَلْحَوَادِثُ

(ج) سُوْدٌ ،(و ،مؤ) سَوْدَاءُ ، (مذ) أَسْوَدُ :। কালো, কৃষ্ণবর্ণ

(س) سَوَادًا : । কালো হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۔

مَادَّه : (س - و - د) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : حَالِكٌ ، ضِدّ : بَيْضٌ

صَفِرَتْ : । শূন্য হয়ে গেল

(س) صَفَرًا : । শূন্য হওয়া, খালি হওয়া

(افعال) إِصْفَارًا : । শূন্য হওয়া/ করা

يَقُوْلُ الْعَرَبُ : تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَرْعِ الْفِنَاءِ وَصَفَرِ الْاِنَاءِ

مَادَّه : (ص - ف - ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَلَتْ ، ضِدّ : مَلَئَتْ

اَلرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ ، رَاحَاتٌ : । হস্ততালু, হস্ত

يُقَالُ : تَرَكْتُهُ عَلٰى أَنْقٰى مِنَ الرَّاحَةِ

مَادَّه : (ر - و - ح) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : كَفٌّ

قَرِعَتْ : । বিরান হয়ে গেল

(س) قَرَعًا ، قَرْعًا : । পরাজিত হওয়া। বিরান হওয়া, খালি হওয়া

(ف) قَرْعًا : । করাঘাত করা, আঘাত করা

فِي الْقُرْآنِ : اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ۔

مَادَّه : (ق - ر - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَلَتْ ، ضِدّ : مَلَئَتْ

اَلسَّاحَةُ : (ج) سَاحٌ ، سُوْحٌ ، سَاحَاتٌ : । আঙ্গিনা

فِي الْقُرْآنِ : بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

مَادَّه : (س - ي - ح) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : فِنَاءٌ/رَحْبَةٌ

غَارَ : । পানির স্তর নিচে নেমে গেল, শুকিয়ে গেল

(ن) غَوْرًا : । পানি স্তর নিচে নেমে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া

(افعال) إِغَارَةً : । আক্রমণ করা, লুণ্ঠন করা

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَرَئَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ۔

مَادَّه : (غ - و - ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : جَفَّ

مَنْبَعٌ : (ج) مَنَابِعُ ، مَنَابِيْعُ : । ঝর্না, ঝর্নার উৎসস্থল

(ن - س - ك) نُبُوْعًا ، نَبْعًا : । পানি উৎসারিত হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا

مَادَّه : (ن - ب - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْعَيْنُ/اَلْمَنْهَلُ

نَبَا : । প্রতিকূল হয়ে উঠল

(ن) نُبُوًّا : । দূরবর্তী হওয়া, প্রতিকূল হওয়া

(افعال) إِنْبَاءً - السَّيْفَ : । তলোয়ার ভোঁতা করা

مَادَّه : (ن - ب - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : ضَادَّ : وَافَقَ

اَلْمَرْبَعُ : (ج) مَرَابِعُ : । আবাসস্থল, গৃহ

(ف) رَبْعًا - بِالْمَكَانِ : । অবস্থান করা

مَادَّه : (ر - ب - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَنْزِلُ

أَقْوٰى : । খালি হলো, জনশূন্য হলো

(افعال) إِقْوَاءً : । জনশূন্য হওয়া। ক্ষুধার্ত হওয়া

(س) قِيًّا ، قَوَايَةً - الدَّارُ : । বাড়ি জনশূন্য হওয়া

- قُوًى : । অধিক ক্ষুধার্ত হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : مَتَاعًا لِلْمُقْوِيْنَ ۔

مَادَّه : (ق - و - ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن ۔

مُرَادِف : خَلَا ، ضِدّ : مَلَأَ

اَلْمَجْمَعُ : (ج) مَجَامِعُ ، مَجَامِيْعُ : । মজলিস, সভা

قَالَ الشَّاعِرُ : أُولٰئِكَ اٰبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

مَادَّه : (ج - م - ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَجْلِسٌ

أَقَضَّ : । কঙ্করাকীর্ণ হলো, শক্ত হলো

(افعال) إِقْضَاضًا : ধূলি মলিন ও অমসৃণ হওয়া, শক্ত হওয়া, কঙ্করাকীর্ণ হওয়া।

(ض) قَضِيْضًا : । শব্দ করা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) قَضَضًا : কঙ্করময় হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ أَبُوْ ذِئْبٍ : أَمْ مَا لِجَنْبِكَ لَا يُلَائِمُ مَضْجَعًا إِلَّا أُقِضَّ عَلَيْهِ ذَاكَ الْمَضْجَعُ

مَادَّه : (ق ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : خَشِنَ ، ضِدّ : لَانَ

اَلْمَضْجَعُ : (ج) مَضَاجِعُ : বিছানা, শয্যা।

فِى الْقُرْآنِ : تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .

مَادَّه : (ض ـ ج ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَقِيْلٌ

اِسْتَحَالَتْ : পরিবর্তিত হলো।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحَالَةً : পরিবর্তন হওয়া।

مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : تَغَيَّرَتْ ، ضِدّ : ثَبَتَتْ

اَلْحَالُ : (ج) أَحْوَالٌ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকার-আকৃতি।

أَعْوَلَ : চিৎকার জুড়ে দিল।

(اِفْعَال) اِعْوَالًا : চিৎকার করা, চিৎকার করে কাঁদা।

- عَلٰى : অভিমান করা।

(ن) عَوْلًا : অবিচার করা।

مَادَّه : (ع ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : صَاحَ

(ج) عِيَالٌ، عَيَائِلُ، (و) عَيِّلٌ : ছেলেপুলে, সন্তান-সন্ততি।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ .

مَادَّه : (ع ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : أَهْلٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أُنْظُرُوْا إِلٰى مَنْ كَانَ ذَا نَدِيٍّ وَنَدًى الخ :

এখানে كَانَ ফেয়েলে নাকেস, আর ضَمِيْر তার اِسْم এবং ذَا মুযাফ قِرًى نَدِيٍّ থেকে قِرًى পর্যন্ত শব্দগুলো مَعْطُوْف عَلَيْه ও مُضَاف مُضَاف اِلَيْه হয়ে ذَا -এর مَعْطُوْف অতঃপর مُضَاف ও اِسْم তার خَبَر মিলে كَانَ -এর খবর। كَانَ তার مُضَاف اِلَيْه নিয়ে জুমলা হয়ে مَنْ ইসমে মাউসূলের صِلَه অতঃপর صِلَه এবং مَوْصُوْل মিলে مَجْرُوْر হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ نَدِيٍّ وَنَدًى ..... قُرًى وَمَقَارِوَ قِرًى :

এখানে نَدِيٍّ ও نَدًى -এর মাঝে এবং قُرًى ও قِرًى -এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهُ : قُطُوْبُ الْخُطُوْبِ :

قُطُوْب ও خُطُوْب-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : حُرُوْبُ الْكُرُوْبِ :

حُرُوْب ও كُرُوْب -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : شَرِّ الْحَسُوْدِ وَانْتِيَابُ النُّوَبِ السُّوْدِ :

حَسُوْد এবং سُوْد -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَخَلَتِ الْمَرَابِطُ، وَرَحِمَ الْغَابِطُ، وَأَوْدَى النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، وَرَثَى لَنَا الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ، وَآلَ بِنَا الدَّهْرُ الْمُوْقِعُ، وَالْفَقْرُ الْمُدْقِعُ، إِلَى أَنِ احْتَذَيْنَا الْوَجَى، وَاغْتَذَيْنَا الشَّجَى، وَاسْتَبْطَنَّا الْجَوَى، وَطَوَيْنَا الْأَحْشَاءَ عَلَى الطَّوَى، وَاكْتَحَلْنَا السُّهَادَ، وَاسْتَوْطَنَّا الْوِهَادَ، وَاسْتَوْطَأْنَا الْقَتَادَ، وَتَنَاسَيْنَا الْأَقْتَادَ.

অনুবাদ : আস্তাবল উজাড় হলো, ঈর্ষাকারী দয়ার্দ্র হলো, সরব ও নীরব সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, নিন্দুক এবং বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু আমাদের জন্য শোক প্রকাশ করল এবং ধ্বংসকারী যুগ ও ভূমিসাৎকারী দৈন্য আমাদের উপর আবর্তিত হলো। ফলে আমরা নগ্নপদতাকে জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম, গলার হাড়কে খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম, ক্ষুধার জ্বালাকে আমরা পেটে চেপে রাখলাম এবং অন্ত্ররাজিকে ক্ষুধার উপর চাপিয়ে দিলাম, অনিদ্রাকে সুরমারূপে গ্রহণ করলাম এবং গুহাকে আবাসস্থল বানালাম, কণ্টকময় বৃক্ষকে নরম অনুভব করলাম এবং হাওদার কাষ্ঠাদির কথা ভুলে গেলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : خَلَتِ উজাড় হলো الْمَرَابِطُ আস্তাবল رَحِمَ দয়ার্দ্র হলো الْغَابِطُ ঈর্ষাকারী أَوْدَى ধ্বংস হয়ে গেল النَّاطِقُ সরব সম্পদ الصَّامِتُ নীরব সম্পদ رَثَى শোক প্রকাশ করল لَنَا আমাদের জন্য الْحَاسِدُ নিন্দুক الشَّامِتُ বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু آلَ আবর্তিত হলো بِنَا আমাদের উপর الدَّهْرُ যুগ الْمُوْقِعُ ধ্বংসকারী الْفَقْرُ দৈন্য الْمُدْقِعُ ভূমিসাৎকারী إِلَى أَنِ احْتَذَيْنَا ফলে আমরা জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম الْوَجَى নগ্নপদতা وَاغْتَذَيْنَا খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম الشَّجَى গলার হাড় وَاسْتَبْطَنَّا আমরা পেটে চেপে রাখলাম الْجَوَى ক্ষুধার জ্বালা وَطَوَيْنَا এবং চাপিয়ে দিলাম الْأَحْشَاءَ অন্ত্ররাজি عَلَى الطَّوَى ক্ষুধার উপর اكْتَحَلْنَا সুরমারূপে গ্রহণ করলাম السُّهَادَ অনিদ্রা اِسْتَوْطَنَّا আবাসস্থল বানালাম الْوِهَادَ গুহা اِسْتَوْطَأْنَا নরম অনুভব করলাম الْقَتَادَ কণ্টকময় বৃক্ষ وَتَنَاسَيْنَا এবং আমরা ভুলে গেলাম الْأَقْتَادَ হাওদার কাষ্ঠাদির কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَتْ : খালি হলো, উজাড় হলো।

(ن) خَلْوًا، خَلَاءً : একাকী হওয়া। অতিবাহিত হওয়া। শূন্য হওয়া। উজাড় হওয়া।

(إِفْعَال) إِخْلَاءً : শূন্য করা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيَةً : মুক্ত করা, ত্যাগ করা।

(تَفَعُّل) تَخَلِّيًا : নির্জনে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ.

مَادَّه : (خ ـ ل ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : فَرَغَتْ/أَقْوَتْ ، ضِدّ : مَلَئَتْ

(ج) اَلْمَرَابِطُ، (و) مَرْبِطٌ : আস্তাবল, গোহাল।

(ن ، ض) رَبْطًا : বাঁধা। দৃঢ় করা।

(مُفَاعَلَة) مُرَابَطَةً، رِبَاطًا : সীমান্ত প্রহরায় থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

مَادَّه : (ر ـ ب ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : إِصْطَبْلٌ

رَحِمَ : দয়ার্দ্র হলো, দয়া করল।

(س) رَحْمًا ، رَحْمَةً : দয়া করা।

اَلْغَابِطُ (فا ، مذ) (ج) غُبَّط : ঈর্ষাকারী, ঈর্ষান্বিত।

(ض ـ س) غَبْطًا، غِبْطَةً : ঈর্ষা করা।

(اِفْتِعَال) اِغْتِبَاطًا : স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : يَغْبِطُ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخَرُوْنَ.

مَادَّه : (غ ـ ب ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَسَادٌ

أَوْدَى : ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস করল।

(اِفْعَال) إِيْدَاءً : ধ্বংস হওয়া। ধ্বংস করা।

(ض) وَدْيًا ، دِيَةً - اَلْقَاتِلَ : রক্তপণ দেওয়া।

مَادَّه : (و ـ د ـ ى)، جِنْس : مُرَكَّب (مِثَال وَاوِي وَنَاقِص يَائِي)

Free @ www.eilm.weebly.com

مُرَادِف : هَلَكَ ، ضِدّ : سَلِمَ/صَحَّ

اَلنَّاطِقُ (فا ، مذ) : ভাষাজ্ঞ, [এখানে- সরব প্রাণী]।

(ض) نُطْقًا : কথা বলা।

(اِفْعَال) اِنْطَاقًا : সবাক করা, কথা বলানো।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

مَادَّه : (ن ـ ط ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُتَكَلِّمٌ ، ضِدّ : صَامِتٌ

اَلصَّامِتُ (فا ، مذ) : নীরব সম্পদ [এখানে স্বর্ণ-রূপা উদ্দেশ্য]।

(ن) صَمْتًا ، صُمُوْتًا : চুপ থাকা, নির্বাক হওয়া, নীরব হওয়া।

(اِفْعَال) اِصْمَاتًا ، (تَفْعِيْل) تَصْمِيْتًا : চুপ থাকা। চুপ করানো।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ صَمَتَ نَجَا .

مَادَّه : (ص ـ م ـ ت) ، جِنْس : صَحِيْح ، مُرَادِف : اَلسَّاكِتُ

رَثٰى : শোক প্রকাশ করল।

(ن ، ض) رِثَاءً : দুঃখবোধ করা, শোক প্রকাশ করা।

(تَفْعِيْل) تَرْثِيَةً : মৃতের শোকে কাঁদা এবং তার গুণগান বর্ণনা করা।

مَادَّه : (ر ـ ث ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَشْفَقَ

اَلْحَاسِدُ (فا ، مذ)(ج) حَسَدَةٌ ، حُسَّدٌ ، حُسَّادٌ ، নিন্দুক, হিংসুক।

(ن ، ض) حَسَدًا : হিংসা করা।

اَلشَّامِتُ (فا ، مذ) (ج) شُمَّاتٌ : বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু।

(س) شَمَاتًا ، شَمَاتَةً : কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা।

(تَفْعِيْل) تَشْمِيْتًا : হাঁচির উত্তর দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ .

مَادَّه : (ش ـ م ـ ت) ، جِنْس : صَحِيْح ، مُرَادِف : اَلسَّارُّ

آلَ : ফিরে এলো, আবর্তিত হলো।

(ن) اَوْلًا : ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা।

(تَفْعِيْل) تَاْوِيْلًا - اِلٰى : ফিরিয়ে দেওয়া।

- اَلْكَلَامَ : ব্যাখ্যা করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ وَلَا آلَ .

مَادَّه : (أ ـ و ـ ل) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا ، وَاَجْوَف وَاوِي)

مُرَادِف : رَجَعَ ، ضِدّ : ذَهَبَ

اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُوْرٌ ، اَدْهُرٌ : যুগ, কাল।

اَلْمُوْقِعُ (فا ، مذ) : ধ্বংসকারী, ধ্বংসাত্মক।

(اِفْعَال) اِيْقَاعًا : পতিত করা, ধ্বংস করা।

(ف) وُقُوْعًا : পতিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً .

مَادَّه : (و ـ ق ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي وَاوِي

مُرَادِف : اَلْمُهْلِكُ .

اَلْفَقْرُ : দৈন্য, অভাব।

اَلْمُدْقِعُ (فا ، مذ) : ভূমিসাৎকারী।

(اِفْعَال) اِدْقَاعًا : ভূমিসাৎ করা, অপদস্থ করা।

(س) دَقْعًا : নাজেহাল হওয়া।

مَادَّه : (د ـ ق ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُذِلُّ ، ضِدّ : اَلْمُعِزُّ

اِلٰى اَنْ : ফলে, অবশেষে, পরিশেষে।

اِحْتَذَيْنَا : আমরা জুতা পরিধান করলাম, জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম।

(اِفْتِعَال) اِحْتِذَاءً : অনুসরণ করা, জুতা পরিধান করা।

(ن) حَذْوًا : অনুসরণ করা, জুতা বানানো।

(مُفَاعَلَة) مُحَاذَاةً : বরাবরে অবস্থান করা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِيْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ .

مَادَّه : (ح ـ ذ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اِنْتَعَلْنَا ، ضِدّ : اِحْتَفَيْنَا .

اَلْوَجٰى : নগ্নপদতা।

اَلْوَجٰى (س) مصد : নগ্ন পা হওয়া।

(اِفْعَال) اِيْجَاءً : দূরে সরানো।

مَادَّه : (و ـ ج ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : اَلْحَفْوُ/اَلْاِحْتِفَاءُ ، ضِدّ : اَلْاِحْتِذَاءُ .

اِغْتَذَيْنَا : আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম।

(اِفْتِعَال) اِغْتِذَاءً ، (تَفَعُّل) تَغَذِّيًا : খাদ্যরূপে গ্রহণ করা, আহার্য বানানো।

مَادَّه : (غ ـ ذ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اَطْعَمْنَا .

اَلشَّجٰى : গলায় আঁটকে যাওয়া হাড়।

مَادَّه : (ش ـ ج ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي وَاوِي

اِسْتَبْطَنَّا : আমরা পেটে চেপে রাখলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِبْطَانًا : ভিতরে প্রবেশ করানো, পেটে চেপে রাখা।

(س) بَطَنًا : বড় পেটবিশিষ্ট হওয়া।

مَادَّه : (ب ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلْجَوٰى : ক্ষুধা/ প্রেম/দুঃখের জ্বালা।

(س) جَوًى : প্রেম/দুঃখের জ্বালায় আক্রান্ত হওয়া।

(اِفْتِعَال) اِجْتِوَاءً : অপছন্দ করা, প্রতিকূল হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ : فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ .
مَادَّه : (ج . و . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن
مُرَادِف : حَرَاقَة

طَوَيْنَا : চাপিয়ে দিলাম, ভাঁজ করে রাখলাম।
(ض) طَيًّا : ভাঁজ করা, গোপন করা।
فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ .
مَادَّه : (ط . و . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .
مُرَادِف : لَفَفْنَا ، ضِد : نَشَرْنَا .

(ج) الْأَحْشَاءُ ، (و) حَشًى : অন্ত্ররাজি, নাড়ি-ভুঁড়ি।
(اِفْتِعَال) اِحْتِشَاءٌ - مِنَ الطَّعَامِ : খাবার খেয়ে তৃপ্ত হওয়া।
مَادَّه : (ح . ش . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : اَلْأَمْعَاءُ

اَلطَّوٰى : ক্ষুধা।
اَلطَّوٰى (س) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।
(اِنْفِعَال) اِنْطِوَاءٌ : ভাঁজ হওয়া।
مَادَّه : (ط . و . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن
مُرَادِف : اَلْجُوْعُ ، ضِد : اَلشِّبْعُ

اِكْتَحَلْنَا : আমরা সুরমারূপে গ্রহণ করলাম।
(اِفْتِعَال) اِكْتِحَالًا ، (تَفَعُّل) تَكَحُّلًا : চোখে সুরমা লাগানো।
(ف،ن) كَحْلًا : সুরমা লাগনো।
فِي الْحَدِيْثِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثَلَاثًا بِالْأَثْمِدِ .
مَادَّه : (ك . ح . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلسُّهَادُ : রাত্রি জাগরণ, অনিদ্রা।
(س) سَهَدًا ، (تَفَعُّل) تَسَهُّدًا : জাগ্রত থাকা, অনিদ্রাগ্রস্ত হওয়া।
قَالَ الشَّاعِرُ : مَالِعَيْنِيْ كَحِلَتْ بِالسُّهَادِ
وَلِجَنْبِيْ نَابِيًا عَنْ وِسَادِيْ
مَادَّه : (س . ه . د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْيَقْظَةُ/السَّهْرُ ، ضِد : اَلنَّوْمُ

اِسْتَوْطَنَّا : আবাসস্থল বানালাম।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْطَانًا : আবাস্থল বানানো।
(ن) وَطْنًا ، (اِفْعَال) اِيْطَانًا - بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।
مَادَّه : (و . ط . ن) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : اِسْتَكَنَّا/تَوَطَّنَّا

(ج) وِهَادٌ ، أَوْهُدٌ ، وُهْدٌ ، (و) وَهْدَةٌ : গুহা, গর্ত।
مَادَّه : (و . ه . د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : اَلْغَارُ/الْحُفْرَةُ

اِسْتَوْطَأْنَا : নরম অনুভব করলাম।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْطَاءً : নরম অনুভব করা।
(ك) وَطَاءَةً : কোমল হওয়া, নরম হওয়া।
(س) وَطْأً : পদদলিত করা।
مَادَّه : (و . ط . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : اِسْتَلَانَ ، ضِد : اِسْتَخْشَنَ

اَلْقَتَادُ : এক প্রকার কণ্টকময় বৃক্ষ, বাবলা কাঁটা বা তার বৃক্ষ।
مَادَّه : (ق . ت . د) ، جِنْس : صَحِيْح

تَنَاسَيْنَا : আমরা ভুলে গেলাম।
(تَفَاعُل) تَنَاسِيًا : ভুলে যাওয়া, পরস্পর ভুলে যাওয়া।
(س) نِسْيَانًا : ভুলে যাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى .
مَادَّه : (ن . س . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : سَهَيْنَا .

(ج) أَقْتَادٌ ، قُتُوْدٌ ، (و) قَتَدٌ : হাওদার কাষ্ঠ।
مَادَّه : (ق . ت . د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : خَشَبُ (الرَّحْلِ)

বাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : إِلٰى أَنِ احْتَذَيْنَا الخ :
এখানে إِلٰى -এর مُتَعَلِّق মাহযূফ। মূল ইবারত হলো دُمْتُ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالَةِ إِلٰى أَنْ الخ তাহলে دُمْتُ ফেয়েল مَعَ ফায়েল متعلق আর عَلٰى هٰذِهِ الْحَالَةِ ১ম متعلق আর إِلٰى أَنْ الخ ২য় مُتَعَلِّق।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : آلَ بِنَا الدَّهْرُ الْمُوْقِعُ وَالْفَقْرُ الْمُدْقِعُ :
اَلْمُدْقِعُ এবং اَلْمُوْقِعُ -এর মাঝ جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِحْتَذَيْنَا الْوَجٰى اِغْتَذَيْنَا الشَّجٰى :
এখানে اَلشَّجٰى এবং اَلْوَجٰى -এর মাঝে جِنَاس مُرَصَّع হয়েছে। আর اِغْتَذَيْنَا الشَّجٰى -এর মধ্যে দুঃখ-দুর্দশাকে اَلشَّجٰى-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লেখ আছে এবং مُشَبَّه بِهٖ মাহযূফ রয়েছে তাই اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِسْتَبْطَنَّا الْجَوٰى وَطَوَيْنَا الْأَحْشَاءَ عَلَى الطَّوٰى :
جَوٰى এবং طَوٰى -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَاسْتَطَبْنَا الْحَيْنَ الْمُجْتَاحَ، وَاسْتَبْطَأْنَا الْيَوْمَ الْمُتَاحَ، فَهَلْ مِنْ حُرٍّ آسٍ، وَسَمْحٍ مُوَاسٍ، فَوَالَّذِيْ اِسْتَخْرَجَنِيْ مِنْ قَيْلَةَ لَقَدْ أَمْسَيْتُ أَخَا عَيْلَةٍ. لَا أَمْلِكُ بِيْتَ لَيْلَةٍ. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ: فَأَوَيْتُ لِمَفَاقِرِهِ، وَلَوَيْتُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ فِقَرِهِ فَأَبْرَزْتُ دِيْنَارًا، وَقُلْتُ لَهُ اخْتِبَارًا: إِنْ مَدَحْتَهُ نَظْمًا، فَهُوَ لَكَ حَتْمًا.

অনুবাদ : বিলয়কারী মৃত্যুকে আমরা ভালো মনে করলাম, অথচ আমরা নির্ধারিত দিন [অর্থাৎ, মৃত্যু]-কে বিলম্বিত দেখতে পেলাম। অতএব, আছে কি কোনো সমব্যথী অভিজাত ব্যক্তি কিংবা কোনো সাহায্যকারী সুহৃদ ব্যক্তি? সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে কায়লা [বিনতে আরকাম] -এর বংশে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই আমি এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় সন্ধ্যাকালে উপনীত হয়েছি যে, আমি একটি রাত্রি যাপন করার মতো খাবারের মালিক নই। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি তার দারিদ্র্যের কারণে দয়ার্দ্র হলাম এবং আমি তার বাক্যাবলির অর্থ উদ্‌ঘাটনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। সুতরাং আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম এবং তাকে পরীক্ষা স্বরূপ বললাম, যদি তুমি পদ্যে এই স্বর্ণ মুদ্রার প্রশংসা করতে পার তবে এটা নিশ্চিত তোমার।

শাব্দিক অনুবাদ : اِسْتَطَبْنَا আমরা ভালো মনে করলাম الْحَيْنَ মৃত্যু الْمُجْتَاحَ বিলয়কারী اسْتَبْطَأْنَا অথচ আমরা বিলম্বিত দেখতে পেলাম الْيَوْمَ দিন الْمُتَاحَ নির্ধারিত فَهَلْ অতএব আছে কি مِنْ حُرٍّ কোনো অভিজাত ব্যক্তি آسٍ সমব্যথী أَوْ কিংবা কোনো সুহৃদ ব্যক্তি مُوَاسٍ সাহায্যকারী فَوَالَّذِيْ সেই সত্তার শপথ اِسْتَخْرَجَنِيْ আমাকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ قَيْلَةَ কায়লা -এর বংশে لَقَدْ أَمْسَيْتُ নিশ্চয়ই আমি সন্ধ্যাকালে উপনীত হয়েছি أَخَا عَيْلَةٍ দারিদ্র্যাবস্থায় لَا أَمْلِكُ আমি মালিক নই بِيْتَ لَيْلَةٍ রাত যাপন করার মতো খাবারের قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَأَوَيْتُ অতঃপর আমি দয়ার্দ্র হলাম لِمَفَاقِرِهِ তার দারিদ্র্যের কারণে وَلَوَيْتُ এবং আমি আকৃষ্ট হলাম إِلَى প্রতি اسْتِنْبَاطِ উদঘাটন فِقَرِهِ তার বাক্যাবলি فَأَبْرَزْتُ সুতরাং আমি বের করলাম دِيْنَارًا একটি স্বর্ণমুদ্রা وَقُلْتُ لَهُ এবং তাকে বললাম اخْتِبَارًا পরীক্ষা স্বরূপ إِنْ যদি مَدَحْتَهُ তুমি এই স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করতে পার نَظْمًا কাব্যে فَهُوَ لَكَ তবে এটা তোমার حَتْمًا নিশ্চিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَطَبْنَا : আমরা ভালো মনে করলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطَابَةً : সুস্বাদু মনে করা, উৎকৃষ্ট মনে করা, ভালো মনে করা।

(ض) طَيِّبًا : উৎকৃষ্ট হওয়া, সুস্বাদু হওয়া।

مَادَّه : (ط ـ ى ـ ب) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اِسْتَحْسَن

حَيْنٌ : ধ্বংস, মৃত্যু।

حَيْنٌ (ض) مصـ : ধ্বংস হওয়া।

(اِفْعَال) اِحَانَةً : ধ্বংস করা।

مَادَّه : (ح ـ ى ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اَلْمَوْتُ ، ضِدّ : اَلْحَيَاةُ

اَلْمُجْتَاحُ (فا مذ) : নির্মূলকারী, বিলয়কারী।

(اِفْتِعَال) اِجْتِيَاحًا ، (ض) جَوْحًا ، (اِفْعَال) اِجَاحَةً : ধ্বংস করা, নির্মূল করা, মূল উৎপটন করা।

مَادَّه : (ج ـ و ـ ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : مُهْلِكٌ/اَلْمُسْتَأْصِلُ

اِسْتَبْطَأْنَا : বিলম্বিত দেখতে পেলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِبْطَاءً : বিলম্বিত মনে করা।

(اِفْعَال) اِبْطَاءً ، (ك) بُطُوْءً : বিলম্ব করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَنْ بَطَأَ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ .

مَادَّه : (ب ـ ط ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لام

مُرَادِف : اِسْتَأْخَرْنَا ، ضِدّ : اِسْتَسْرَعْنَا

اَلْيَوْمُ (ج) أَيَّامٌ : দিন, দিবস।

اَلْمُتَاحُ (مف ـ مذ) : নির্ধারিত।

(اِفْعَال) اِتَاحَةً : নির্ধারণ করা, প্রস্তুত করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

[illegible] : রাত্রি যাপন করার মতো খাবার।

(ض) بَيْتُوتَةً : রাত্রি যাপন করা।

مَادَّه : (ب ـ ى ـ ت) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : قُوتٌ .

لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত্রি, রজনী।

أَوَيْتُ : দয়ার্দ্র হলাম, অনুগ্রহশীল হলাম।

- إِلٰى : আশ্রয় নেওয়া।

(ض) أَوِيَةً - لَهُ : দয়া করা।

فِى الْقُرْآنِ : أَوْ آوِىْ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

مَادَّه : (ا ـ و ـ ى)، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز فَا ، وَلَفِيْف مَقْرُوْن)

مُرَادِف : أَشْفَقْتُ ، ضِدّ : ظَلَمْتُ

(ج) مَفَاقِرُ (عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ) ، (و) فَقْرٌ : দারিদ্র্য, অভাব।

(ك) فَقْرًا ـ فَقَارَةً : অভাবী হওয়া, দরিদ্র হওয়া, নিঃস্ব হওয়া।

- إِلٰى : মুখাপেক্ষী হওয়া।

(اِنْفِعَال) اِفْتِقَارًا : দরিদ্র হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ .

مَادَّه : (ف ـ ق ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : إِمْلَاقٌ/عَيْلَةٌ ، ضِدّ : اَلْغِنٰى

لَوَيْتُ : আকৃষ্ট হলাম, আকৃষ্ট করলাম।

(ض) لَيًّا ، لَيَانًا : ফিরে চাওয়া, ধাবিত হওয়া, দয়ার্দ্র হওয়া।

- بِهِ : উপেক্ষা করা।

(تَفْعِيْل) تَلْوِيَةً : মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া।

- عَنْهُ : গড়িমসি করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى أَحَدٍ .

مَادَّه : (ل ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِف : مِلْتُ ، ضِدّ : أَعْرَضْتُ

اِسْتِنْبَاطٌ : উদঘাটন করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْبَاطًا : উদঘাটন করা, আবিষ্কার করা, উদ্ভাবন করা।

(ض) نَبْطًا - اَلْبِئْرَ : কূপ থেকে পানি বের করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ .

مَادَّه : (ن ـ ب ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتِخْرَاجٌ/اِبْدَاعٌ

(ج) فِقَرٌ ، (و) فِقْرَةٌ : বাক্যাবলি, বাক্য।

(ض) تَيْحًا : নির্ধারিত হওয়া, প্রস্তুত হওয়া।

مَادَّه : (ت ـ ى ـ ح) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اَلْمُقَدَّرُ

حُرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

مَادَّه : (ح ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْمُعْتَقُ/اَلْكَرِيْمُ ، ضِدّ : اَلْعَبْدُ/اَللَّئِيْمُ

آسٍ (فا ، مذ) (ج) أُسَاةٌ : সমব্যথী।

(ن) أَسْوًا : চিকিৎসা করা। সান্ত্বনা দেওয়া। সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

(مُفَاعَلَة) مُوَاسَاةً : আর্থিক সাহায্য করা।

مَادَّه : (أ ـ س ـ و)، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز فَا ، وَنَاقِص وَاوِى)

مُرَادِف : طَبِيْبٌ/مُتَعَاطِفٌ

سَمْحٌ (صف ، مذ) (ج) سِمَاحٌ : সুহৃদ, উদার।

(ف) سَمْحًا : দান করা।

مُرَادِف : كَرِيْمٌ ، ضِدّ : بَخِيْلٌ

مُوَاسٍ (فا ، مذ) : সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, সাহায্যকারী।

مُرَادِف : نَاصِرٌ/مُعِيْنٌ

اِسْتَخْرَجَ : বের করছেন, [এখানে- সৃষ্টি করেছেন]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْرَاجًا : বের করা, নির্গত করা।

(اِفْعَال) إِخْرَاجًا : বের করা।

(ن) خُرُوْجًا : বের হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : رَبِّ أَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ .

مَادَّه : (خ ـ ر ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَلَقَ ، ضِدّ : أَمَاتَ

قَيْلَةُ (بِنْتُ الْأَرْقَمِ) : আওস ও খাযরাজ গোত্রের মাতা।

(لَقَدْ) أَمْسَيْتُ : আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।

(اِفْعَال) إِمْسَاءً : সন্ধ্যায় উপনীত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ .

مَادَّه : (م ـ س ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : صِرْتُ ، ضِدّ : أَصْبَحْتُ

أَخُوْ عَيْلَةٍ (بِمَعْنٰى صَاحِبُ عَيْلَةٍ) : দরিদ্র, অভাবী।

مُرَادِف : اَلْفَقْرُ ، ضِدّ : اَلْغِنٰى

عَيْلَةٌ : দারিদ্র্য, অভাব।

لَا أَمْلِكُ : আমি মালিক নই।

(ض) مِلْكًا : মালিক হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ف . ق . ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْكَلَام

أَبْرَزْتُ : আমি বের করলাম।

(اِفْعَال) إِبْرَازًا : প্রকাশ করা, বের করা।

(ن) بُرَازًا : প্রকাশ পাওয়া, বের হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

مَادَّه : (ب . ر . ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَظْهَرْتُ ، ضِدّ : أَبْطَنْتُ/أَخْفَيْتُ

دِيْنَارٌ : (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا .

مَادَّه : (د . ن . ر) ، جِنْس : صَحِيْح

اِخْتِبَارٌ (اِفْتِعَال)مصـ : : পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

(إِنْ) مَدَحْتَ : : [যদি] তুমি প্রশংসা করতে পার।

(ف) مَدْحًا : : প্রশংসা করা, গুণ কীর্তন করা।

(تَفَاعُل) تَمَادُحًا : : পরস্পর প্রশংসা করা।

قَالَ الشَّاعِرُ : كَرِيْمٌ مَتٰى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى مَعِيْ
وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْ .

مَادَّه : (م . د . ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَمِدْتُ

نَظْمٌ : : পদ্য,শ্লোক, ছন্দ।

نَظْمٌ (ض) مصـ : : পদ্য রচনা করা।

فَهُوَ لَكَ : : তবে এটা তোমার।

حَتْمٌ : : নিশ্চিত।

حَتْمٌ (ض) مصـ : : অবধারিত হওয়া, নিশ্চিত হওয়া।

(تَفَعُّل) تَحَتُّمًا : : অপরিহার্য হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, বাধ্যতামূলক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا .

مَادَّه : (ح . ت . م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَاجِبًا/حَقًّا

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَهَلْ مِنْ حُرٍّ آسٍ وَسَمْحٍ مُوَاسٍ :

هَلْ এসেছে اِسْتِفْهَام -এর জন্য। আর مِنْ অতিরিক্ত। آسٍ এবং حُرٍّ মাউসূফ ও সিফাত মিলে مَعْطُوْف عَلَيْه আর مَعْطُوْف مَوْصُوْف এবং صِفَت ও سَمْحٍ مُوَاسٍ মিলে مَعْطُوْف অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে মুবতাদা। আর مَوْجُوْد উহ্য খবর। তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه إِسْتِفْهَامِيَّة إِنْشَائِيَّه -

قَوْلُهُ : فَوَالَّذِيْ اِسْتَخْرَجَنِيْ مِنْ قَيْلَةَ لَقَدْ أَمْسَيْتُ أَخَا عَيْلَةٍ لَا أَمْلِكُ بَيْتَ لَيْلَةٍ :

وَاو কসমের জন্য اَلَّذِيْ اِسْتَخْرَجَنِيْ مِنْ قَيْلَةَ এটা صِلَة مُقْسَم এবং حَرْف قَسَم তারপর مُقْسَم মিলে مَوْصُوْل ও ضَمِيْر মিলে قَسَم আর لَقَدْ أَمْسَيْتُ ফেয়েলে নাকেস لَا أَمْلِكُ بَيْتَ لَيْلَةٍ খবরে নাকেস। أَخَا عَيْلَةٍ যুলহাল হাল। অতঃপর ذُوالْحَالِ ও حَال মিলে ইসমে নাকেস। ফেয়েল নাকেস তার اِسْم ও خَبَر নিয়ে جُمْلَة হয়ে কসম ও জওয়াবে কসম মিলে جُمْلَة قَسْمِيَّة।

قَوْلُهُ : قُلْتُ لَهُ اخْتِبَارًا إِنْ مَدَحْتَهُ نَظْمًا فَهُوَ لَكَ حَتْمًا :

قُلْتُ ফেয়েল, যমীর ফায়েল আর لَهُ মুতা'আল্লিক, اِخْتِبَار হলো تَمْيِيْز অতঃপর مُمَيَّز ও تَمْيِيْز মিল قُلْتُ -এর ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে কাওল إِنْ হরফে শর্ত مَدَحْتَ ফেয়েল বা ফায়েল, যমীর مَفْعُوْل بِه আর نَظْمًا শব্দটি مَدْحًا মাসদার মাহযূফের সিফাত। সিফাত ও মাউসূফ মিলে مَفْعُوْل مُطْلَق অতঃপর مَدَحْتَ ফেয়েল তার ফায়েল مَفْعُوْل بِه ও مَفْعُوْل مطلق নিয়ে শর্ত। فَهُوَ لَكَ حَتْمًا -এর মধ্যে فَاء جَزَائِيَه আর هُوَ মুবতাদা। حَتْمًا ফেয়েলে মাহযূফের مَفْعُوْل مُطْلَق। মূল ইবারত হলো "اِحْتَمَ لَكَ حَتْمًا"। لَكَ হলো اِحْتَمَ -এর সাথে مُتَعَلِّق। অতঃপর اِحْتَمَ لَكَ حَتْمًا খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جَزَاء হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة।

বালাগাত

قَوْلُهُ : قَيْلَة . عَيْلَة . لَيْلَة :

এ শব্দগুলোর মাঝে পরস্পর جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَوَيْتُ لِمَفَاقِرِهِ وَلَوَيْتُ الخ :

لَوَيْتُ এবং أَوَيْتُ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَانْبَرٰى يُنْشِدُ فِى الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ انْتِحَالٍ :

أَكْرِمْ بِهٖ أَصْفَرَ، رَاقَتْ صُفْرَتُهْ

جَوَّابَ آفَاقٍ تَرَامَتْ سَفْرَتُهْ

مَا ثُورَةً سُمْعَتُهْ وَشُهْرَتُهْ

قَدْ أُوْدِعَتْ سِرَّ الْغِنٰى أَسِرَّتُهْ

وَقَارَنَتْ نُجْحَ الْمَسَاعِىْ خَطْرَتُهْ

وَحُبِّبَتْ إِلَى الْأَنَامِ غُرَّتُهْ

كَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوْبِ نُقْرَتُهْ

بِهٖ يَصُوْلُ مَنْ حَوَتْهُ صُرَّتُهْ

অনুবাদ : সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ কুম্ভিলকবৃত্তি ব্যতিরেকে কবিতা আবৃত্তি করে এগিয়ে এলো : [কবিতার অনুবাদ] কতই না সম্মানিত এই হলুদ স্বর্ণমুদ্রা যার হলুদ বর্ণ [দর্শকদেরকে] মুগ্ধ করেছে। এই স্বর্ণমুদ্রা দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত, যার সফর সুদূর প্রসারিত। যার সুনাম ও সুখ্যাতি ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত। তার কারুকার্যে ধনাঢ্যতার রহস্য নিহিত রাখা হয়েছে। প্রচেষ্টার সফলতার সাথে এর সঞ্চলন জড়িত রয়েছে এবং তার বদন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টির কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে যেন তার গলিত ধাতু অন্তরেরই একটি অংশ। যার থলি তাকে [স্বর্ণ মুদ্রাকে] জমা করেছে সে এই স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যেই আক্রমণ করে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَانْبَرٰى সে এগিয়ে এলো يُنْشِدُ কবিতা আবৃত্তি করে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ مِنْ غَيْرِ ব্যতিরেকে اِنْتِحَالٍ কুম্ভিলকবৃত্তি أَكْرِمْ بِهٖ কতই না সম্মানিত أَصْفَرَ হলুদ স্বর্ণমুদ্রা رَاقَتْ মুগ্ধ করেছে صُفْرَتُهْ যার হলুদ বর্ণ جَوَّابَ বিস্তৃত آفَاقٍ দিগন্তজুড়ে تَرَامَتْ সুদূর প্রসারিত سَفْرَتُهْ যার সফর مَاثُوْرَةً ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত سُمْعَتُهْ যার সুনাম شُهْرَتُهْ সুখ্যাতি قَدْ أُوْدِعَتْ নিহিত রাখা হয়েছে سِرَّ الْغِنٰى ধনাঢ্যতার রহস্য أَسِرَّتُهْ তার কারুকার্যে وَقَارَنَتْ জড়িত রয়েছে نُجْحَ সফলতার الْمَسَاعِىْ প্রচেষ্টা خَطْرَتُهْ এর সঞ্চলন وَحُبِّبَتْ এবং প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে إِلَى الْأَنَامِ সমগ্র সৃষ্টির কাছে غُرَّتُهْ তার বদন-দীপ্তি كَأَنَّمَا যেন مِنَ الْقُلُوْبِ অন্তরের একটি অংশ نُقْرَتُهْ তার গলিত ধাতু بِهٖ স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যেই يَصُوْلُ আক্রমণ করে مَنْ যার حَوَتْهُ তাকে জমা করেছে صُرَّتُهْ তার থলি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِنْبَرٰى : । এগিয়ে এল।

(اِنْفِعَال) اِنْبِرَاءً : । এগিয়ে আসা, সম্মুখীন হওয়া।

(ض) بَرْيًا : । শীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَه) مُبَارَاةً : । প্রতিযোগিতা করা।

مَادَّه : (ب ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : تَقَدَّمَ ، ضِدّ : تَخَلَّفَ

يُنْشِدُ : । কবিতা আবৃত্তি করছে [করে]।

(اِفْعَال) اِنْشَادًا : । আবৃত্তি করা।

(ن، ض) نَشْدًا : । হারানো জিনিস তালাশ করা।

فِى الْحَالِ : । তৎক্ষণাৎ, তখনই।

اِنْتِحَالٍ (اِفْتِعَال) مصـ : অন্যের রচনা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, কুম্ভিলকবৃত্তি।

(ف) نَحْلًا : । কারো কথা নিজের নামে চালানো। দান করা।

مَادَّه : (ن ـ ح ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

أَكْرِمْ بِهٖ (فِعْلُ التَّعَجُّبِ) : । কতই না সম্মানিত।

أَصْفَرُ : । হলুদবর্ণ।

(اِفْعِلَال) اِصْفِرَارًا : । হলুদবর্ণ হওয়া।

مَادَّه : (ص ـ ف ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

رَاقَتْ : । মুগ্ধ করল/ করেছে।

(ن) رَوْقًا : । মুগ্ধ করা।

صُفْرَةٌ : । হলুদ রং, হলুদ বর্ণ।

جَوَّابٌ (مب) : । বিচরণশীল, বিস্তৃত।

(ن) جَوْبًا : । বিচরণ করা, অতিক্রম করা, ভ্রমণ করা, কর্তন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(إفعال) إجابة : উত্তর দেওয়া।

ماده : (ج - و - ب) ، جنس : أجوف واوى

مرادف : قطاع .

فى القرآن : وثمود الذين جابوا الصخر بالواد .

(ج) آفاق، (و) أفق : দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

فى القرآن : وهو بالأفق الأعلى .

مادة : (ا - ف - ق) ، جنس : مهموز فاء

مرادف : أطراف/جهات

ترامت : সুদূর প্রসারিত হয়েছে।

(تفاعل) تراميا : পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা।

(ض) رميا : নিক্ষেপ করা। [এখানে সুদূর প্রসারী হওয়া]

فى القرآن : ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .

ماده : (ر - م - ى) ، جنس : ناقص يائى

سفرة : সফর, ভ্রমণ।

(مفاعلة) مسافرة، (ض) سفرا : ভ্রমণ করা।

فى القرآن : وإن كنتم مرضى أو على سفر .

مادة : (س - ف - ر) ، جنس : صحيح

مرادف : رحلة

مأثورة (مف، مؤ) : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত, আলোচিত।

(ن ، ض) أثرا : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত হওয়া, আলোচনা করা, বর্ণনা করা।

مادة : (أ - ث - ر) ، جنس : مهموز فاء

مرادف : منقولة/محدثة

سمعة : সুনাম।

فى الحديث : إنما فعل سمعة ورياء .

ماده : (س - م - ع) ، جنس : صحيح

مرادف : صيت/شهرة ، ضد : خزى/فضيحة

شهرة : প্রসিদ্ধি, সুখ্যাতি।

(ف) شهرا। (تفعيل) تشهيرا : প্রসিদ্ধ করা।

(افتعال) اشتهارا : প্রসিদ্ধ হওয়া। প্রসিদ্ধ করা।

مادة : (ش - ه - ر) ، جنس : صحيح

مرادف : ثناء/سمعة ، ضد: عار/خزى

(قد) أودعت (مج) : নিহিত রাখা হয়েছে।

(إفعال) إيداعا : নিহিত রাখা, আমানত রাখা।

مرادف : ضمنت

سر (ج) أسرار : রহস্য, তাৎপর্য।

مادة : (س - ر - ر) ، جنس : مضاعف ثلاثى

مرادف : خبيئة .

الغنى : ধনাঢ্যতা।

الغنى (س) مصـ : ধনী হওয়া।

(إفعال) إغناء - عنه : উপকার করা।

فى القرآن : ما أغنى عنه ماله وما كسب .

مادة : (غ - ن - ى) ، جنس : ناقص يائى

(ج) أسرة، (و) سرار ، سرر : হস্ততালুর রেখা, [এখানে- কারুকার্য]।

فى الحديث : تبرق أسارير وجهه .

مرادف : خطوط/نقوش .

قارنت : জড়িত রয়েছে।

(مفاعلة) مقارنة، قرانا : সঙ্গী হওয়া, মিলিত হওয়া, জড়িত থাকা।

(ض) قرنا : সংযুক্ত করা, বাঁধা।

فى القرآن : مقرنين فى الأصفاد .

مادة : (ق - ر - ن) ، جنس : صحيح

مرادف : صاحبت ، ضد : فارقت

نجح : সফলতা।

نجح (ف) مصـ : সফল হওয়া।

(تفعيل) تنجيحا : সফল করা।

فى الحديث : اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين .

مادة : (ن - ج - ح) ، جنس : صحيح

مرادف : ظفر/أفلح ، ضد : خاب

(ج) المساعى، (و) مسعى : চেষ্টা-সাধনা, প্রচেষ্টা।

(ف) سعيا : চেষ্টা করা।

فى القرآن : الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا .

مادة : (س ع - ى) ، جنس : ناقص يائى

مرادف : مجهود .

خطرة : সঞ্চলন।

خطرة (ض) : সঞ্চলিত হওয়া, নড়াচড়া করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ن ـ ض) خُطُوْرًا : মনে উদিত হওয়া।

مَادَّة : (خ ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَرَكَة

حُبِّبَتْ (مج) : প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

(تَفْعِيْل) تَحْبِيْبًا : প্রিয়পাত্র বানানো, প্রিয় করে দেওয়া।

(ض) حُبًّا، (اِفْعَال) إِحْبَابًا : ভালোবাসা।

مَادَّة : (ح ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِف : وُدِّدَتْ.

اَلْأَنَام : মাখলুক, সৃষ্টি জগৎ।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.

مَادَّة : (ا ـ ن ـ م) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَا،

مُرَادِف : اَلْخَلْق

غُرَّة : (ج) غُرَر : বদন-দীপ্তি।

فِي الْحَدِيْث : غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْء

ماده : (غ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِف : وَجْهه

(ج) اَلْقُلُوْب، (و) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

نَقْرَة (ج) نُقَرٌ ـ نِقَارٌ : স্বর্ণ বা রৌপ্যখণ্ড, গলিতধাতু।

مَادَّة : (ن ـ ق ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسَّبِيْكَة

يَصُوْلُ : আক্রমণ করে।

(ن) صَوْلًا : হামলা করা, আক্রমণ করা।

(تَفَاعُل) تَصَاوُلًا : একে অন্যের উপর আক্রমণ করা।

مُرَادِف : يَسْطُوْ :

حَوَتْ : জমা করেছে, সঞ্চয় করেছে।

(ض) حَوَايَةً : সঞ্চয় করা, জমা করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ.

مُرَادِف : جَمَعَت

صُرَّة : (ج) صُرَر : থলি।

مَادَّة : (ص ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِف : جِرَابٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَانْبَرَى يَنْشُدُ فِي الْحَالِ :

اَنْبَرَى বাক্যটি يَنْشُدُ فِي الْحَالِ ফেয়েলের ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَكْرِمْ بِهِ أَصْفَرَ رَاقَتْ صُفْرَتَهُ الخ :

اَكْرِمْ بِهِ ক্রিয়াটি اَفْعَلْ تَعَجُّبْ ইমাম সীবাওয়াইহ-এর মতে, যদিও اَكْرِمْ আমরের সীগাহ, কিন্তু তা مَاضِي -এর অর্থে। অতএব اَكْرِمْ অর্থ- اَكْرَمَ আর بِهِ -এর মধ্যে بَ অতিরিক্ত আর ضَمِيْر টা ফায়েল হয়ে مُبْدَلْ مِنْهُ আর ইমাম আখফাশের মতে, নিকট اَكْرِمْ আমরের সীগাহ নিজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে اَنْتَ ضَمِيْر ফায়েল এবং بِهِ -এর بَاء অতিরিক্ত বা تَعْدِيَة -এর জন্য। আর مَبْدَلْ مِنْهُ মাফউলে বিহী হয়ে ضَمِيْر مَجْرُوْر।

رَامَتْ এবং جَوَاب آفَاقِ ও رَاقَتْ صُفْرَتَهُ أَصْفَرَ মাউসূফ سُفْرَتَهُ সিফাত। অতঃপর সিফাত ও মাউসূফ মিলে بَدَل -

قَوْلُهُ : مَأْثُوْرَةٌ سُمْعَتُهُ وَشُهْرَتُهُ :

مَأْثُوْرَةٌ শিবহে ফেয়েল سُمْعَتُهُ এবং شُهْرَتُهُ শব্দ দু'টি مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف মিলে شِبْه فِعْل -এর নায়েবে ফায়েল। অতঃপর شِبْه جُمْلَة হয়ে هُوَ মুবতাদা মাহযূফের খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة।

قَوْلُهُ : قَدْ أُوْدِعَتْ سِرَّ الْغِنٰى :

قَدْ أُوْدِعَتْ ফেয়েলে মাজহুল أُسْرَتُهُ তার نَائِبِ فَاعِل আর سِرَّ الْغِنٰى হলো مَفْعُوْل بِهِ তবে এখানে قَلْب হয়েছে। سِرَّ الْغِنٰى ফায়েল হওয়া দরকার ছিল। আর أُسْرَتُهُ মাফউলে বিহী।

قَوْلُهُ : وَقَارَنَتْ نَجْعَ الْمَسَاعِيْ خَطْرَتُهُ :

قَارَنَتْ ফেয়েল نَجْعَ الْمَسَاعِيْ মাফউলে বিহী خَطْرَتُهُ ফায়েল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَإِنْ تَفَانَتْ تَوَانَتْ عِتْرَتُهُ
يَا حَبَّذَا نُضَارُهُ، وَنَضْرَتُهُ
وَحَبَّذَا مَغْنَاتُهُ وَنُصْرَتُهُ
كَمْ آمِرٍ بِهِ اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتُهُ
وَمُتْرَفٍ لَوْلَاهُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ
وَجَيْشِ هَمٍّ هَزَمَتْهُ كَرَّتُهُ
وَبَدْرِتَمٍّ أَنْزَلَتْهُ بَدْرَتُهُ
وَمُسْتَشِيطٍ تَتَلَظَّى جَمْرَتُهُ
أَسَرَّ نَجْوَاهُ فَلَانَتْ شِرَّتُهُ
وَكَمْ أَسِيرٍ أَسْلَمَتْهُ أُسْرَتُهُ

অনুবাদ : যদিও তার পরিবার-পরিজন বিলীন হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় তবু হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]! তার খাঁটি সোনা ও তার ঔজ্জ্বল্য অতি উত্তম। তার স্বনির্ভরতা ও তার সহায়তা অতি প্রশংসনীয়। অনেক শাসনকর্তা আছে, যার শাসন ক্ষমতা তার দ্বারা বহাল রয়েছে। যথেচ্ছা ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে যে, যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে তার আক্ষেপ স্থায়ী হতো। বহু দুর্ভাবনার বাহিনীকে তার পাঁয়তারা বদল পরাজিত করেছে। বহু পূর্ণচন্দ্রকে হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার থলি নিচে নামিয়ে দিয়েছে। অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি, যার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, সে তার সাথে [অর্থাৎ, স্বর্ণমুদ্রা বা তার মন্ত্রণাদাতার সাথে] গোপন আলাপ করল, অমনিই তার ক্রোধের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে গেল। আর এমন অনেক বন্দী, যাকে তার পরিবার-পরিজন সমর্পণ করে গেছে–

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ تَفَانَتْ যদিও বিলীন হয়ে যায় أَوْ تَوَانَتْ অথবা দুর্বল হয়ে যায় عِتْرَتُهُ তার পরিবার يَا হে حَبَّذَا অতি উত্তম نُضَارُهُ তার খাঁটি সোনা وَنَضْرَتُهُ ও তার ঔজ্জ্বল্য وَحَبَّذَا অতি প্রশংসনীয় مَغْنَاتُهُ তার স্বনির্ভরতা وَنُصْرَتُهُ ও তার সহায়তা كَمْ آمِرٍ অনেক শাসনকর্তা রয়েছে بِهِ তার দ্বারা اِسْتَتَبَّتْ বহাল রয়েছে إِمْرَتُهُ যার শাসন ক্ষমতা وَمُتْرَفٍ যথেচ্ছা ভোগ বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে لَوْلَاهُ যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত دَامَتْ তবে স্থায়ী হতো حَسْرَتُهُ তার আক্ষেপ وَجَيْشِ هَمٍّ বহু দুর্ভাবনার বাহিনী هَزَمَتْهُ পরাজিত করেছে كَرَّتُهُ তার পাঁয়তারা বদল وَبَدْرِتَمٍّ বহু পূর্ণ চন্দ্র أَنْزَلَتْهُ নিচে নামিয়ে দিয়েছে بَدْرَتُهُ তার হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলি وَمُسْتَشِيطٍ এবং অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি تَتَلَظَّى প্রজ্বলিত হচ্ছে جَمْرَتُهُ যার ক্রোধাগ্নি أَسَرَّ نَجْوَاهُ সে তার সাথে গোপন আলাপ করল فَلَانَتْ অমনিই স্তমিত হয়ে গেল شِرَّتُهُ তার ক্রোধের তীব্রতা وَكَمْ أَسِيرٍ আর এমন অনেক বন্দী أَسْلَمَتْهُ যাকে সমর্পণ করে গেছে أُسْرَتُهُ তার পরিবার-পরিজন।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَإِنْ تَفَانَتْ : । যদিও বিলীন হয়ে যায়
(تَفَاعُلْ) تَفَانِيًا، (س) فِنَاءً : । নিঃশেষ হওয়া, বিলীন হওয়া, ধ্বংস হওয়া
فِي الْقُرْآنِ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .
مَادَّةْ : (ف ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ
مُرَادِفْ : هَلَكَتْ ، ضِدْ : بَقِيَتْ
تَوَانَتْ : । দুর্বল হয়ে গেল [-যায়]
(تَفَاعُلْ) تَوَانِيًا، (ض ـ س) وَنْيًا : । দুর্বল/নিস্তেজ হওয়া
مَادَّةْ : (و ـ ن ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِفْ : ضَعُفَتْ/إِفْتَرَتْ ، ضِدْ : قَوِيَتْ
عِتْرَةٌ : । পবিরার-পরিজন
فِي الْحَدِيْثِ : إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ .
مَادَّةْ : (ع ـ ت ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : أَهْلٌ/آلٌ/قَرَابَةٌ
يَا (حَرْفُ النِّدَاءِ وَالْمُنَادٰى مَحْذُوْف) : । হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]
حَبَّذَا (حَبَّ فِعْلُ الْمَدْحِ وَذَا فَاعِلُهُ) : । অতি উত্তম এটা
نُضَارٌ وَنَضْرَةٌ : مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ لِحَبَّذَا
نُضَارٌ : । খাঁটি সোনা
مَادَّةْ : (ن ـ ض ـ ر) جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِفْ : ذَهَبٌ
نَضْرَةٌ : । ঔজ্জ্বল্য
(ن ـ س ـ ك) نَضْرَةً : । সজীব হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া
(تَفْعِيْل) تَنْضِيْرًا : । সজীব/ উজ্জ্বল করা
فِي الْحَدِيْثِ : نَضَّرَ اللّٰهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ .
مَادَّةْ : (ن ـ ض ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِفْ : اَلْبَهْجَةُ .

حَسْرَةٌ : (ج) حَسَرَاتٌ । আক্ষেপ, অনুতাপ ।
فِي الْقُرْآنِ : يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ .
مَادَّة : (ح . س . ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : الْأَسَفُ/النَّدَامَةُ
جَيْشٌ : (ج) جُيُوْشٌ : বাহিনী, সেনাবাহিনী ।
مَادَّة : (ج . ى . ش)، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِيْ، مُرَادِف : جُنْدٌ
هَمٌّ : (ج) هُمُوْمٌ : দুঃখ-চিন্তা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ।
(ن) هَمًّا، هُمُوْمًا فُلَانًا : চিন্তিত করা, উদ্বিগ্ন করা, দুঃখিত করা ।
- بِالشَّيْءِ : ইচ্ছা করা ।
(انفعال) اِهْتِمَامًا : চিন্তিত/ দুঃখিত হওয়া ।
مَادَّة : (ه . م . م)، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ، مُرَادِف : حزن
هَزَمَتْ : পরাজিত করেছে ।
(ض) هَزْمًا : পরাজিত করা ।
(انفعال) اِنْهِزَامًا : পরাজিত হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ .
مَادَّة : (ه . ز . م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : قَهَرَتْ/غَلَبَتْ ، ضِد : نَصَرَتْ
كَرَّةٌ : (ج) كَرَّاتٌ : পাঁয়তারা বদল ।
كَرًّا (ن) مصـ : পাঁয়তারা বদল করা ।
পুনরায় আক্রমণ করা, ফিরিয়ে দেওয়া ।
(تفعّل) تَكَرُّرًا : বারবার হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً .
مَادَّة : (ك . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ
مُرَادِف : رَجْعَةٌ
بَدْرٌ : (ج) بُدُوْرٌ : চতুর্দশী চন্দ্র, চন্দ্র ।
مَادَّة : (ب . د . ر) ، جِنْس : صَحِيْح
تِمٌّ (بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا) : পূর্ণ, সম্পূর্ণ ।
(ض) تَمَامًا : পরিপূর্ণ হওয়া ।
(إفعال) إِتْمَامًا : পরিপূর্ণ করা ।
مَادَّة : (ت . م . م) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ
مُرَادِف : كَامِلٌ ، ضِد : نَاقِصٌ
أَنْزَلَتْ : নিচে নামিয়ে দিয়েছে ।
(إفعال) إِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, নিচে নামানো ।
(ض) نُزُوْلًا : অবতীর্ণ হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .
مَادَّة : (ن . ز . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مَغْنَاةٌ : স্বনির্ভরতা, অমুখাপেক্ষিতা ।
فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ .
مُرَادِف : اَلْكِفَايَةُ/الْغِنَى
نُصْرَةٌ : সহায়তা, সহযোগিতা, সাহায্য ।
(ن) نُصْرَةً : সাহায্য করা ।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْصَارًا : সাহায্য চাওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ .
مَادَّة : (ن . ص . ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْمُسَاعَدَةُ ، ضِد : اَلضَّرَرُ
أَمِرٌ : (فا ، مذ) : হুকুমদাতা, শাসনকর্তা ।
(ن) أَمْرًا : নির্দেশ দেওয়া । হুকুম দেওয়া ।
مُرَادِف : حَاكِمٌ
اِسْتَتَبَّتْ : বহাল রয়েছে, ঠিক রয়েছে ।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِتْبَابًا : অব্যাহত থাকা, বহাল থাকা ।
(تَفْعِيْل) تَتْبِيْبًا : ধ্বংসের বদদোয়া করা । ধ্বংস করা ।
(ض) تَبًّا، تَبَبًا، تَبَابًا، تَبِيْبًا : ধ্বংস হওয়া/-করা ।
قَالَ الشَّاعِرُ : على مستتب كالمجرة تعمل .
مَادَّة : (ت . ب . ب) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ
مُرَادِف : اِسْتَقَامَتْ ، ضد : زَالَتْ
إِمْرَةٌ : শাসন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ।
إِمْرَةً (ن ، س ، ك) مصـ : শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ।
فِي الْحَدِيْثِ : لَا تَسْئَلِ الْإِمَارَةَ .
مَادَّة : (أ . م . ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز،
مُرَادِف : إِمَارَةٌ/وِلَايَةٌ
مُتْرَفٌ (مف، مذ) : যথেচ্ছা ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন বিত্তশালী ।
(إِفْعَال) إِتْرَافًا، (تَفْعِيْل) تَتْرِيْفًا - ه :
স্বেচ্ছাচারী/ অবাধ্য বানিয়ে দেওয়া ।
(س) تَرَفًا، (تَفَعُّل) تَتَرُّفًا : ভোগবিলাসী হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ .
مَادَّة : (ت . ر . ف) ، جِنْس : صَحِيْح،
مُرَادِف : مُتَنَعِّمٌ
دَامَتْ : স্থায়ী হতো ।
(ن) دَوْمًا ، دَوَامًا : স্থায়ী হওয়া, সর্বদা থাকা ।
(إِفْعَال) إِدَامَةً : স্থায়ী করা, সর্বদা রাখা ।
مَادَّة : (د . و . م) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ
مُرَادِف : مَابَرِحَ/مَازَالَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

شَرَّةٌ : তেজস্বিতা, তীব্রতা।

أَسِيْرٌ (صف، مذ) (ج) أُسَرَاءُ، أَسْرَى : أُسَارَى : বন্দী, কয়েদী।

(ض) أَسْرًا : বন্দী করা, কয়েদ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تُفْدُوهُمْ -

مَادَّةٌ : (أ - س - ر) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء

مُرَادِف : مَحْبُوسٌ/سَجِيْنٌ ، ضِد : مُطْلَقٌ/حُرٌّ

أَسْلَمَتْ (إِفْعَال) إِسْلَامًا : সমর্পণ করে গেছে।

(إِفْعَال) إِسْلَامًا : সমর্পণ করা, সোপর্দ করা।

- لَهُ : অনুগত হওয়া, মুসলমান হওয়া।

(س) سَلَامَةً : নিরাপদ থাকা।

فِي الْحَدِيْثِ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ -

مَادَّةٌ : (س - ل - م) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : فَوَّضَتْ

أُسْرَةٌ : (ج) أُسَرٌ : পরিবার-পরিজন।

مَادَّةٌ : (أ - س - ر) ، جِنْس : مَهْمُوز، مُرَادِف : عِتْرَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَفَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ عِتْرَتُهُ :

এটা পূর্বের مَصْرَعٌ -এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ মূল ইবারত হবে يَصُوْلُ مِنْ حَوْتِهِ صَرَّتِهِ وَإِنْ تَفَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ عِتْرَتُهُ بِهِ এখানে إِنْ تَفَانَتْ الخ হলো شَرْط مُؤَخَّر আর بِهِ يَصُوْلُ الخ হলো جَزَاء مُقَدَّم -

قَوْلُهُ : يَاحَبَّذَا نُضَارُهُ وَنَضْرَتُهُ :

يَا হরফে নেদার مُنَادَى মাহযূফ অর্থাৎ يَاقَوْمُ আর حَبَّذَا -এর মধ্যে حَبَّ ফেয়েলে مَدْح আর ذَا ফায়েলে مَدْح এবং ফেয়েল ও ফায়েলে مَدْح মিলে خَبَر مُقَدَّم আর نُضَارُهُ وَنَضْرَتُهُ হলো مَخْصُوص بِالْمَدْحِ। অতঃপর مُبْتَدَأ مُؤَخَّر।

قَوْلُهُ : كَمْ آمِرٍ بِهِ اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتُهُ :

এখানে كَمْ শব্দটি كَمْ خَبَرِيَّة যার অর্থ হবে অনেক বা বহু আর আর হচ্ছে তার مُمَيِّز অতঃপর مُمَيِّز এবং تَمْيِيْز মিলে أَمْرٍ হচ্ছে তার تَمْيِيْز মুবতাদা। আর بِهِ اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتُهُ জুমালা হয়ে খবর।

قَوْلُهُ : وَمُتْرَفٍ لَوْلَاهُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ :

এখানে و শব্দটি رب -এর অর্থে হয়ে حَرْف جَرّ আর مُتْرَف তার مَجْرُوْر -

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَفَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ :

এখানে تَوَانَتْ ও تَفَانَتْ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

مُرَادِف : أَوْرَدَتْ ، ضِد : رَفَعَتْ

بَدْرَةٌ : (ج) بُدُوْرٌ ، بِدَرٌ ، بَدَرَاتٌ : হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলি।

مُسْتَشِيْطٌ (فا، مذ) : অগ্নিশর্মা ব্যক্তি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِشَاطَةً (ض) شَيْطًا : উত্তেজিত হওয়া, অগ্নিশর্মা হওয়া, প্রজ্বলিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (ش - ي - ط) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : مُتَلَهِّبٌ/غَضْبَانٌ

تَتَلَظَّى : প্রজ্বলিত হচ্ছে।

(تَفَعُّل) تَلَظِّيًا : প্রজ্বলিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَلْظِيَةً : প্রজ্বলিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى -

مَادَّةٌ : (ل - ظ - ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَلَهَّبَ ، ضِد : تَخَمَّدَ

جَمْرَةٌ : (ج) جَمْرٌ : প্রজ্বলিত অগ্নি, জ্বলন্ত অঙ্গার।

فِي الْحَدِيْثِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

مَادَّةٌ : (ج - م - ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَلَهَّبَ ، ضِد : تَخَمَّدَ

أَسَرَّ : (إِفْعَال) إِسْرَارًا : গোপন আলাপ করল।

(إِفْعَال) إِسْرَارًا : গোপন আলাপ করা, গোপন করা। খুশি করা।

(ن) سُرُوْرًا : মুগ্ধ করা, খুশি করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْرَارًا - عَنْهُ : আড়াল হওয়ার, অদৃশ্য হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

مَادَّةٌ : (س - ر - ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف نَاجَى/أَخْفَى ، ضِد : جَهَرَ

اَلنَّجْوَى : গোপন বিষয়, রহস্য।

(ن) نَجْوًا، نَجَاةً : মুক্তি লাভ করা।

- فُلَانًا : মুক্তি দেওয়া, রেহাই দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُنَاجَاةً : গোপন রহস্য জানানো, চুপিসারে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ -

مَادَّةٌ : (ن - ج - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي، مُرَادِف : سِرٌّ

لَانَتْ : নরম হয়ে গেল, স্তিমিত হয়ে গেল।

(ض) لِيْنًا ، لَيَانًا : নরম হওয়া, স্তিমিত হওয়া।

(إِفْعَال) إِلَانَةً : নরম করা, স্তিমিত করা।

مَادَّةٌ : (ل - ي - ن) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : تَوَانَتْ/نَعِمَتْ ، ضِد : خَشُنَتْ/صَلُبَتْ

Free @ www.eilm.weebly.com

أَنْقَذَهُ حَتّٰى صَفَتْ مَسَرَّتُهُ
وَحَقِّ مَوْلًى أَبْدَعَتْهُ فِطْرَتُهُ
لَوْلَا التُّقٰى لَقُلْتُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ

ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، بَعْدَ مَا أَنْشَدَهُ، وَقَالَ : أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ، وَسَحَّ خَالٌ إِذَا رَعَدَ. فَنَبَذْتُ الدِّيْنَارَ إِلَيْهِ، وَقُلْتُ : خُذْهُ غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُ فِيْ فِيْهِ ، وَقَالَ : بَارِكِ اللّٰهُمَّ فِيْهِ.

অনুবাদ : তাকে এই স্বর্ণমুদ্রা পরিত্রাণ দিয়েছে। ফলে তার আনন্দ নির্মল হয়েছে। সেই প্রভুর শপথ, যার সৃজনশীলতা তাকে অভিনব রূপ দান করেছে, যদি আল্লাহভীতি না থাকত তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম, তার [অর্থাৎ, স্বর্ণ মুদ্রার] শক্তিই মহান।

অতঃপর সে উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর তার হাত সম্প্রসারিত করল এবং বলল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যা ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে এবং মেঘ যখন গর্জন করে তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে। তখন আমি স্বর্ণমুদ্রাটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম এবং বললাম, তুমি অনাক্ষিপ্তরূপে তা গ্রহণ কর। সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি তার মুখের ভিতর রাখল এবং বলল, হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : أَنْقَذَهُ তাকে [এই স্বর্ণমুদ্রা] পরিত্রাণ দিয়েছে حَتّٰى ফলে صَفَتْ নির্মল হয়েছে مَسَرَّتُهُ তার আনন্দ وَحَقِّ مَوْلًى সেই প্রভুর শপথ أَبْدَعَتْهُ তাকে অভিনব রূপ দান করেছেন فِطْرَتُهُ তার সৃজনশীলতা لَوْلَا التُّقٰى যদি আল্লাহ ভীতি না থাকত لَقُلْتُ তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম جَلَّتْ মহান হয়েছে قُدْرَتُهُ তার শক্তি ثُمَّ অতঃপর بَسَطَ সম্প্রসারিত করল يَدَهُ তার হাত بَعْدَمَا أَنْشَدَهُ কবিতা আবৃত্তি করার পর وَقَالَ এবং বলল أَنْجَزَ পূর্ণ করে حُرٌّ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি مَا যা وَعَدَ ওয়াদা করে وَسَحَّ বর্ষণ করে خَالٌ মেঘ إِذَا رَعَدَ যখন গর্জন করে فَنَبَذْتُ তখন আমি ছুঁড়ে দিলাম الدِّيْنَارَ স্বর্ণমুদ্রাটি إِلَيْهِ তার দিকে وَقُلْتُ এবং বললাম خُذْهُ তুমি তা গ্রহণ কর غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ অনাক্ষিপ্তরূপে فَوَضَعَهُ সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি রাখল فِيْ فِيْهِ তার মুখের ভিতর وَقَالَ এবং বলল بَارِكِ اللّٰهُمَّ فِيْهِ হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنْقَذَ : পরিত্রাণ দিয়েছে।
(إِفْعَال) إِنْقَاذًا، (ن) نَقْذًا : নিষ্কৃতি দেওয়া।
(س) نَقِذًا : রক্ষা পাওয়া, মুক্তি লাভ করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا .
مَادَّهْ : (ن ـ ق ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَنْجٰى/أَخْلَصَ ، ضِد : أَسَرَّ
صَفَتْ : পরিষ্কার হয়েছে, নির্মল হয়েছে।
(ن) صَفَاءً : স্বচ্ছ হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, নির্মল হওয়া।
(مُفَاعَلَة) مُصَافَاةً، (تَفَاعُل) تَصَافِيًا : আন্তরিকভাবে ভালোবাসা, অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।
مَادَّهْ : (ص ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى
مُرَادِف : خَلَصَتْ/جَلَتْ ، ضِد : كَدَرَتْ
مَسَرَّةٌ (ن) مصد : আনন্দ দেওয়া, মুগ্ধ করা।
مَسَرَّةٌ : আনন্দ, স্ফূর্তি।
اَلْقُرْآن : تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ
ماده : (س ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : فَرَحٌ ، ضِد : حُزْنٌ
حَقّ : (ج) حُقُوْقٌ : সঠিক প্রাপ্য, অধিকার, সত্য।
(ن ـ ض) حَقًّا : সত্য প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া।
(اِنْفعَال) اِحْقَاقًا : সত্য বলা, অপরিহার্য করা।
فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ .
مَادَّهْ : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : اِسْتِحْقَاقٌ .
مَوْلًى : প্রভু, মালিক, মুনিব, স্বাধীন, কৃতদাস।
فِي الْقُرْآنِ : ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ .
مَادَّهْ : (و ـ ل ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق
مُرَادِف : اَلْمَالِكُ/اَلْوَلِيُّ/اَلرَّبُّ ، ضِد : عَبْدٌ/ غُلَامٌ
وَحَقِّ مَوْلًى : মালিকের হকের কসম।
أَبْدَعَتْ : অভিনব রূপ দান করেছে।
(إِفْعَال) إِبْدَاعًا : অভিনব রূপ দান করা। অনুপম রূপে সৃষ্টি করা।
فِطْرَةٌ : সৃজনশীলতা, সৃষ্টি-সূচনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ن ض) فِطْرَةً : উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা, সূচনা করা।

مُرَادِف : اَلْخِلْقَةُ .

اَلتُّقٰى : ভীতি।

اَلتُّقٰى (ض) مصـ : ভয় করা।

(اِفْتِعَال) اِتِّقَاءً : মুত্তাকী হওয়া, পরহেজগার হওয়া, ভয় করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ .

مَادَّة : (و ـ ق ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : اَلْخَوْفُ/اَلْخَشْيَةُ ، ضِد : اَلْجُرْاَةُ/اَلْاَمْنُ

جَلَّتْ : মহৎ বা মহান হয়েছে।

(اِفْعَال) اِجْلَالاً : সম্মান করা।

(ض) جَلَالاً : মহৎ বা মহান হওয়া।

مَادَّة : (ج ـ ل ـ ل)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى، مُرَادِف : عَظُمَتْ

قُدْرَةٌ : শক্তি, সামর্থ্য।

قُدْرَةٌ (ض) مصـ : শক্তি-সামর্থ্য রাখা।

(تَفْعِيْل) تَقْدِيْرًا : নির্ধারণ করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

مَادَّة : (ق ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتِطَاعَة ، ضِد : عَجْز

بَسَطَ : সম্প্রসারিত করল।

(ن) بَسْطًا : সম্প্রসারিত করা।

(اِنفعال) اِنْبِسَاطًا، (تَفَعُّل) تَبَسُّطًا : প্রসারিত হওয়া, অকপট হওয়া।

فِى الْقُرْاٰنِ : اَللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ .

مادة : (ب ـ س ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِمْتَدَّ ، ضد : قَبَضَ

يَدٌ : (ج) اَيْدٍ، (جع) اَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

بَعْدَمَا اَنْشَدَهٗ : উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর।

اَنْجَزَ : ওয়াদা পূর্ণ করল [করে]।

(اِفْعَال) اِنْجَازًا : প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ওয়াদা পূরণ করা।

(ن) نَجْزًا : প্রয়োজন মিটানো।

قَالَ عِيْسَى بْنُ دَاْبٍ : حَلَاوَةُ الْفَضْلِ بِوَعْدٍ يُنْجِزُ لَاخَيْرَ فِى الْعُرْفِ كَنَهْبٍ يُنْهَز

مَادَّة : (ن ـ ج ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَوْفٰى ، ضِد : اَخْلَفَ

حُرٌّ : (ج) اَحْرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

وَعَدَ : ওয়াদা করল [করে]।

(ض) وَعْدًا، عِدَةً : ওয়াদা করা।

(اِفْعَال) اِيْعَادًا : ধমক দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

فِى الْقُرْاٰنِ : وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ .

مَادَّة : (و ـ ع ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى، مُرَادِف : عَهْد

سَحَّ : বর্ষণ করল [-করে]।

(ن) سَحًّا، سُحُوْحًا : প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হওয়া।

(تَفَعُّل) تَسَحُّحًا : অবিরামভাবে বর্ষিত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى لَايُغِيْضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

مَادَّة : (س ـ ح ـ ح) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : هَطَلَ/اَمْطَرَ

خَالٌ : (ج) خِيْلَانٌ : মেঘ।

(س) خَيْلاً، خَيْلَةً، خَيْلَانًا : ধারণা করা।

مَادَّة : (خ ـ ى ـ ل)، جِنْس : اَجْوَف يَائِى، مُرَادِف : سَحَابٌ

رَعَدَ : গর্জন করল [করে]।

(ن ـ ف) ، رَعْدًا ، رُعُوْدًا : গর্জন করা, ডাকা, ধমক দেওয়া।

(اِفْعَال) اِرْعَادًا، (اِفْتِعَال) اِرْتِعَادًا : প্রকম্পিত হওয়া/-করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ

ماده : (ر ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : صَعَق

نَبَذْتُ : নিক্ষেপ করলাম, ছুঁড়ে দিলাম।

(ض) نَبْذًا : নিক্ষেপ করা, ছুঁড়ে মারা।

(مُفَاعَلَة) مُنَابَذَةً، (تَفَاعُل) تَنَابُذًا : শত্রুতাবশত পৃথক হওয়া।

فِى الْحَدِيْث : فَنَبَذَ خَاتَمَهٗ فَنَبَذَ النَّاس خواتيمهم .

ماده : (ن ـ ب ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَمَيْتُ/طَرَحْتُ/اَلْقَيْتُ

اَلدِّيْنَارُ : (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা।

خُذْ : তুমি গ্রহণ কর।

(ن) اَخْذًا : ধরা। গ্রহণ করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ .

مَادَّة : (أ ـ خ ـ ذ)، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء، مُرَادِف : تَمَسَّكَ

غَيْرَ مَا سُوْفٍ عَلَيْهِ : অনাক্ষিপ্তরূপে।

اَسِفَ (س) اَسَفًا : আক্ষেপ করা।

فِى الْقُرْاٰنِ : فَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا .

مَادَّة : (أ ـ س ـ ف) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : مَحْسُوْرٌ عَلَيْهِ/مَحْزُوْنٌ

وَضَعَ : সে রাখল।

(ف) وَضْعًا : গঠন করা। রাখা।

مُرَادِف : اَلْقٰى

فِىْ فِيْهِ : তার মুখের মধ্যে।

فِى الْقُرْاٰنِ : اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ

ماده : (ف ـ و ـ ه) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى، مُرَادِف : فَمٌ

بَارِكْ : তুমি বরকত দাও।

(مُفَاعَلَة) مُبَارَكَةً : বরকত দেওয়া।

اَللّٰهُمَّ : হে আল্লাহ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ شَمَّرَ لِلْاِنْثِنَاءِ، بَعْدَ تَوْفِيَةِ الثَّنَاءِ، فَنَشَأَتْ لِيْ مِنْ فُكَاهَتِهِ نَشْوَةُ غَرَامٍ، سَهَّلَتْ عَلَيَّ اِئْتِنَافَ اغْتِرَامٍ ، فَجَرَّدْتُ لَهُ دِيْنَارًا أُخَرَ، وَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِيْ أَنْ تَذُمَّهُ، ثُمَّ تَضُمَّهُ؟ فَأَنْشَدَ مُرْتَجِلًا، وَشَدَا عَجِلًا : اَلْأَشْعَارُ :

تَبًّا لَهُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقٍ

أَصْفَرَ ذِيْ وَجْهَيْنِ كَالْمُنَافِقِ

অনুবাদ : অতঃপর সে পূর্ণ প্রশংসা করে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু [ততক্ষণে] তার রসিকতার কারণে আমার মধ্যে [তার প্রতি] এমন ভালোবাসার ঘোর সৃষ্টি হয়ে গেল, যা আমার জন্য নতুন করে দণ্ডগ্রস্ত হওয়া সহজ করে দিল। সুতরাং আমি তার জন্য আর একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম এবং তাকে বললাম, তোমার কি এতে আগ্রহ আছে যে, তুমি এ স্বর্ণমুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা করবে, অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নেবে? তখন সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে আবৃত্তি করল এবং দ্রুত গেয়ে উঠল : [কবিতার অনুবাদ]–ধ্বংস হোক সেই প্রতারক, প্রবঞ্চক, মুনাফিকের ন্যায় দু'মুখো হলুদবর্ণ স্বর্ণমুদ্রাটির।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর شَمَّرَ সে প্রস্তুত হলো لِلْاِنْثِنَاءِ প্রত্যাবর্তনের জন্য بَعْدَ تَوْفِيَةِ الثَّنَاءِ পূর্ণ প্রশংসা করার পর فَنَشَأَتْ لِيْ আমার জন্য সৃষ্টি হয়ে গেল مِنْ فُكَاهَتِهِ তার রসিকতার কারণে نَشْوَةُ ঘোর, নেশা غَرَامٍ ভালোবাসা سَهَّلَتْ সহজ করে দিল عَلَيَّ আমার জন্য اِئْتِنَافَ নতুন করা اغْتِرَامٍ দণ্ডগ্রস্ত হওয়া فَجَرَّدْتُ সুতরাং আমি বের করলাম لَهُ তার জন্য دِيْنَارًا أُخَرَ আরেকটি স্বর্ণমুদ্রা وَقُلْتُ لَهُ এবং তাকে বললাম هَلْ لَكَ فِيْ তোমার কি এতে আগ্রহ আছে যে, أَنْ تَذُمَّهُ তুমি এ স্বর্ণ মুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা করবে ثُمَّ تَضُمَّهُ অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নিবে فَأَنْشَدَ তখন সে আবৃত্তি করল مُرْتَجِلًا প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে وَشَدَا এবং গেয়ে উঠল عَجِلًا দ্রুত اَلْأَشْعَارُ কবিতা تَبًّا لَهُ ধ্বংস হোক مِنْ خَادِعٍ সেই প্রতারক مُمَاذِقٍ প্রবঞ্চক أَصْفَرَ হলুদ বর্ণ মুদ্রা ذِيْ وَجْهَيْنِ দু'মুখো كَالْمُنَافِقِ মুনাফিকের ন্যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

شَمَّرَ : প্রস্তুত হল।

(تفعيل) تَشْمِيْرًا : : কাপড় উঠানো, হাতা গোছানো, ক্ষিপ্ত হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : তৎপর হওয়া।

- لِلْأَمْرِ : প্রস্তুত হওয়া।

اَلْاِنْثِنَاءُ (انفعال) مصـ : : প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাবর্তন।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا أَنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ.

مَادَّة : (ث ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : اَلرُّجُوْعُ

تَوْفِيَةٌ (تفعيل) مصـ : : পূর্ণ করা।

اَلثَّنَاءُ (ج) أَثْنِيَةٌ : : প্রশংসা।

(ض) ثَنْيًا – الشَّيْءَ : : ঘুরিয়ে/ ফিরিয়ে দেওয়া। ভাঁজ করা।

- الرَّجُلَ : : বিরত রাখা।

(إفعال) إِثْنَاءً : : প্রশংসা করা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ .

مُرَادِف : اَلْحَمْدُ/اَلْمَدْحُ ، ضِد : اَلذَّمُّ

نَشَأَتْ : : সৃষ্টি হলো, সৃষ্টি হয়ে গেল।

(ف) نَشْأً : : তৈরি হওয়া, সৃষ্টি হওয়া।

(إفعال) إِنْشَاءً : : রচনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلٰى

مادة : (ن ـ ش ـ ء) جِنْس مَهْمُوْز اللَّامِ

مُرَادِف : حَدَثَتْ .

فُكَاهَةٌ : : রসিকতা, খোশগল্প।

(س) فَكْهًا، فُكَاهَةً : : প্রফুল্ল ও রসিক হওয়া।

- مِنْهُ : : বিস্মিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ

مادة : (ف ـ ك ـ ه)، جِنْس : صَحِيْح

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَذُمَّ : তুমি কুৎসা বর্ণনা করবে।

(ن) ذَمًّا : নিন্দা করা, কুৎসা বর্ণনা করা।

(تَفْعِيل) تَذْمِيمًا : অধিক নিন্দা ও সমালোচনা করা।

قَالَ الزَّاهِرُ بْنُ عِمْرَانَ : إِنَّ الْمَوْنَةَ وَالْحِسَابَ كِلَاهُمَا
قُرِنَا بِهٰذَا الدِّرْهَمِ الْمَذْمُومِ

مَادَّهْ : (ذ ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : تَعِيْبُ ، ضِدّ : تَمْدَحُ

تَضُمَّ : তুমি মিলিত করবে, মিলিয়ে নেবে।

(ن) ضَمًّا : মিলানো, মিলিত করা।

(اِنْفِعَالْ) اِنْضِمَامًا : মিলিত হওয়া।

مَادَّهْ : (ض ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : تَلْحَقُ ، ضِدّ : تَفْرِقُ

أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।

(اِفْعَالْ) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

مُرْتَجِلًا (حَال) (فا ، مذ) : প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে।

(اِفْتِعَالْ) اِرْتِجَالًا : উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা।

مَادَّهْ : (ر ـ ج ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : بَدِيْهًا ـ

شَدَا : গাইল, গেয়ে উঠল।

(ن) شَدْوًا : অনুসরণ করা, আবৃত্তি করা, গাওয়া।

(اِفْعَالْ) إِشْدَاءً : সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া।

مَادَّهْ : (ش ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : أَنْشَدَ

عَجِلًا (حَال) (صف ، مذ) : দ্রুত করে, তড়িঘড়ি করে।

(س) عَجَلًا ، عَجَلَةً : তড়িঘড়ি করা।

فِى الْقُرْآنِ : أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ

مَادَّهْ : (ع ـ ج ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : سَرِيْعًا ، ضِدّ : بَطِيْئًا ـ

(ج) اَلْأَشْعَارُ (و) شِعْرٌ : কবিতা।

تَبًّا (مَفْعُوْل مُطْلَق لِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ أَىْ تَبَّ تَبًّا) : ধ্বংস হোক।

(ن) تَبًّا ، تَبَابًا : ধ্বংস হওয়া, ধ্বংস করা।

فِى الْقُرْآنِ : تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ ـ

مُرَادِفْ : هَلَاكًا ـ

خَادِعٌ (فا ، مذ) : প্রতারক।

مُرَادِفْ : مُزَاحٌ ، ضِدّ : جِدٌّ

نَشْوَةً : নেশা, ঘোর।

(س) نَشْوَةً ، (اِفْتِعَالْ) اِنْتِشَاءً : নেশাগ্রস্ত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَنْشِيَةً ، (تَفَعُّلْ) تَنَشِّيًا : নেশাগ্রস্ত। হওয়া।

مَادَّهْ : (ن ـ ش ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : سُكْرً

غَرَامٌ : প্রেম, ভালোবাসা।

(س) غُرْمًا ، غَرَامَةً – الدَّيْنَ : কারো ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

مَادَّهْ : (غ ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : عِشْقٌ

سَهَّلَتْ : সহজ করে দিল।

(تَفْعِيل) تَسْهِيْلًا : সহজ করা।

(ك) سُهُوْلَةً ، سَهَالَةً – اَلْأَمْرَ : সহজ হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ

مادہ : (س ـ ہ ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : يَسَّرَتْ ، ضد : صَعَّبَتْ

اِئْتِنَافُ (اِفْتِعَالْ) مصـ : নতুন করে করা, সূচনা করা।

مَادَّهْ : (أ ـ ن ـ ف) ، جِنْس : مَهْمُوْزْ فاء

مُرَادِفْ : اِسْتِيْنَافٌ/اِبْتِدَا

اِغْتِرَامُ (اِفْتِعَالْ) مصـ : দণ্ডগ্রস্ত হওয়া, গচ্ছাপ্রাপ্ত হওয়া।

(س) غَرَامَةً : লোকসান দেওয়া, জরিমানা আদায় করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ـ

مَادَّهْ : (غ ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : غُرْمٌ ، ضِدّ : غُنْمٌ

جَرَّدْتُ : আমি বের করলাম, পৃথক করলাম।

(تَفْعِيل) تَجْرِيْدًا : পৃথক করা, উন্মুক্ত করা বিবস্ত্র করা।

(تَفَعُّلْ) تَجَرُّدًا : বিবস্ত্র হওয়া।

مَادّہ : (ج ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : أَخْرَجْتُ ، ضِدّ : أَدْخَلْتُ

دِيْنَارٌ : (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা।

أُخَرُ : অন্য একটি, আর একটি, অপরটি।

هَلْ لَكَ (أَىْ هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ فِىْ ...) : তোমার কি এতে আগ্রহ আছে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ف) خَدْعًا(مُفَاعَلَةٌ) مُخَادَعَةً، خِدَاعًا : ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা।

(إفْعَال) اِنْخِدَاعًا : প্রতারিত হওয়া, ধোকা খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ـ

مَادَّة : (خ ـ د ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَاكِرٌ

مُمَاذِقٌ (فا، مذ) : ভেজাল আন্তরিকতা পোষণকারী, প্রবঞ্চক।

(مُفَاعَلَةٌ) مُمَاذَقَةً : কৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

(ن) مَذْقًا : ভেজাল মেশানো।

ضِد : مُخْلِص

أَصْفَرُ (صف، مذ)(ج) صُفْرٌ : হলুদবর্ণ।

(تَفْعِيْل) تَصْفِيْرًا ـ الشَّيْ : হলুদরঙ করা।

ـ لِلدَّابَّةِ : শিস দেওয়া।

ـ الْبَيْتَ : শূন্য করা।

(س) صَفَرًا، صُفُوْرًا ـ اَلْإِنَاءُ : পাত্র শূন্য হওয়া।

(ض) صَفِيْرًا : শিস দেওয়া।

مُرَادِف : ذُوْصُفْرَةٍ

ذِيْ وَجْهَيْنِ : দু'মুখো।

وَجْهٌ : (ج) أَوْجُهٌ ، وُجُوْهٌ ، أُجُوْهٌ : চেহারা, মুখ।

فِي الْقُرْآنِ : فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ـ

مَادَّة : (و ـ ج ـ ه) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيْ

مُرَادِف : مُحَيًّا ـ

اَلْمُنَافِقُ (فا، مذ) : মুনাফিক, কপট, তঞ্চক।

(مُفَاعَلَةٌ) نِفَاقًا : প্রতারণা করা, মুনাফেকি করা।

(ن ، س) نَفَقًا : নিঃশেষ হওয়া,হ্রাস পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ـ

مَادَّة : (ن ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُمَاذِقُ ، ضِدٌ : اَلْمُؤْمِنُ/اَلْمُخْلِص

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : خُذْهُ غَيْرَ مَأْسُوْفٍ عَلَيْهِ :

خُذْ ফেয়েলে আমর ضَمِيْرٌ ফায়েল, যুলহাল غَيْرَ مَأْسُوْفٍ عَلَيْهِ হাল, ذُوالْحَال ও حَال মিলে مَفْعُوْل بِه তারপর ফেয়েল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ إِنْشَائِيَّةٌ -

قَوْلُهُ : فَنَشَأَتْ لِيْ مِنْ فُكَاهَتِهِ نَشْوَةُ غَرَامٍ سَهَّلَتْ عَلَى الخ :

نَشَأَتْ ফেয়েল لِيْ ১ম مُتَعَلِّق আর مِنْ فُكَاهَتِهِ ২য় مُتَعَلِّق এবং نَشْوَةُ غَرَامٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَوْصُوْف আর سَهَّلَتْ عَلَى হলো صِفَت সিফাত ও মাউসূফ মিলে نَشَأَتْ-এর ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ।

قَوْلُهُ : هَلْ لَكَ مِنْ أَنْ تَذُمَّهُ ثُمَّ تَضُمَّهُ :

মূল ইবারত এভাবে هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ فِيْ أَنْ تَذُمَّهُ الخ

هَلْ হরফে اِسْتِفْهَام আর رَغْبَةٌ মাসদার فِيْ হরফে জার تَضُمَّ এবং تَذُمَّ ফেয়েল দু'টি আপন আপন ফায়েল নিয়ে মাসদারে রূপান্তরিত মা'তূফ ও মা'তুফ আলাইহি। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তুফ মিলে فِيْ হরফে জারের مَجْرُوْر তারপর جَار এবং مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে رَغْبَةٌ-এর সাথে অতঃপর মুবতাদা। لَكَ হলো খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ إِنْشَائِيَّةٌ -

قَوْلُهُ : فَأَنْشَدَ مُرْتَجِلًا :

أَنْشَدَ ফেয়েল ضَمِيْرٌ জুলহাল مُرْتَجِلًا হাল ذُوالْحَال ও حَال মিলে ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ-

قَوْلُهُ : تَبًّا لَهُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقٍ الخ :

মূল ইবারাত হলো تَبَّ تَبًّا الخ

تَبَّ ফেয়েল। تَبًّا মাসদার مَفْعُوْل مُطْلَق অতঃপর لَهُ-এর যমীরটি لَفْظًا মাজরূর হলেও مَحَلًّا মারফূ তথা ফায়েল।

مِنْ خَادِعٍ-এর مِنْ বায়ানিয়্যা। لَهُ-এর যমীর মাজরূরের বায়ান। كَالْمُنَافِقِ ، ذِيْ وَجْهَيْنِ ، أَصْفَرَ ، مُمَاذِقٍ ، دِيْنَار মাউসূফ মাহযূফের সিফাত। خَادِعٌ এ শব্দগুলো مَوْصُوْف ও صِفَت মিলে مِنْ বায়ানিয়ার মাজরূর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فِيْ فِيْهِ :

فِيْ ও فِيْهِ-এর মধ্যে جِنَاس مُطَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَنْ تَذُمَّهُ ثُمَّ تَضُمَّهُ :

تَذُمَّ ও تَضُمَّ-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَبْدُوْ بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ
زِيْنَةِ مَعْشُوْقٍ، وَلَوْنِ عَاشِقِ
وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِى الْحَقَائِقِ
يَدْعُوْ إِلَى ارْتِكَابِ سُخْطِ الْخَالِقِ
لَوْلَاهُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِيْنُ سَارِقِ
وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فَاسِقِ
وَلَا اشْمَأَزَّتْ بَاخِلٌ مِنْ طَارِقِ
وَلَا شَكَا الْمَمْطُوْلُ مَطْلَ الْعَائِقِ

অনুবাদ : সে আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে প্রেমাস্পদের সাজ-সজ্জা ও প্রেমিকের বর্ণ এ দু'টি গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাত্ত্বিকদের মতে, তার ভালোবাসা সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আহবান করে। যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে চোরের ডান হাত কাটা যেত না এবং পাপাচারী থেকে অত্যাচার প্রকাশ পেত না। এবং কোনো কৃপণ রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথির কারণে বিরক্ত হতো না। আর টালবাহানার শিকার [ঋণদাতা] ব্যক্তি অস্বীকারকারী [ঋণী] ব্যক্তির টালবাহানার অভিযোগ করত না।

শাব্দিক অনুবাদ : يَبْدُوْ সে আত্মপ্রকাশ করে بِوَصْفَيْنِ দুটি গুণ নিয়ে لِعَيْنِ الْوَامِقِ আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে زِيْنَةِ সাজসজ্জা مَعْشُوْقٍ প্রেমাস্পদ لَوْنِ বর্ণ عَاشِقِ প্রেমিক حُبُّهُ তার ভালোবাসা عِنْدَ ذَوِى الْحَقَائِقِ তাত্ত্বিকদের মতে يَدْعُوْ আহ্বান করে إِلَى প্রতি ارْتِكَابِ লিপ্ত হওয়া سُخْطِ অসন্তুষ্টি الْخَالِقِ সৃষ্টিকর্তা لَوْلَاهُ যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত لَمْ تُقْطَعْ কাটা যেত না يَمِيْنُ ডান হাত سَارِقٍ চোর وَلَا بَدَتْ আর প্রকাশ পেত না مَظْلِمَةٌ অত্যাচার مِنْ فَاسِقٍ পাপাচারী থেকে وَلَا اشْمَأَزَّتْ এবং বিরক্ত হতো না بَاخِلٌ কোনো কৃপণ مِنْ طَارِقٍ রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথির কারণে وَلَا شَكَا আর অভিযোগ করত না الْمَمْطُوْلُ টালবাহানার শিকার ব্যক্তি مَطْلَ টালবাহানা الْعَائِقِ অস্বীকারকারী ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَبْدُوْ : সে আত্মপ্রকাশ করে।
(ن) بُدُوًّا : আত্মপ্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।
(إِفْعَالٌ) إِبْدَاءً : প্রকাশ করা।
فِى الْحَدِيْثِ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ .
مَادَّهْ : (ب ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىّ
مُرَادِفْ : يَظْهَرُ
بِوَصْفَيْنِ : দুটি গুণ নিয়ে, দুটি গুণসহকারে।
وَصْف : (ج) أَوْصَافٌ : গুণ।
مَادَّهْ : (و ـ ص ـ ف) ، جِنْس : مِثَالْ وَاوِىّ
مُرَادِفْ : خَصْلَةٌ
عَيْنٌ : (ج) عُيُوْنٌ ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, দৃষ্টি।
وَامِقٌ (فا ، مذ) : আগ্রহী, আসক্ত।
(ض) وَمْقًا ، مِقَةً : ভালোবাসা।
(تَفَعُّلٌ) تَوَمُّقًا : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
مَادَّهْ : (و ـ م ـ ق) ، جِنْس : مِثَالْ وَاوِىّ
مُرَادِفْ : اَلْعَاشِقُ/اَلْمُحِبُّ ، ضِدّ : اَلْمُعْرِضُ/الْعَدُوُّ
زِيْنَةٌ : সাজ-সজ্জা।
مَعْشُوْقٌ (مف ، مذ) : প্রেমাস্পদ।
(س) عِشْقًا : ভালোবাসা, প্রেম করা।
قَالَ الْأَخْطَلُ : وَمَعْشُوْقٍ يَرْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ
تَرَى وَجْهَهُ أَبَدًا كَلَامًا
مَادَه : (ع ـ ش ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِفْ : مَحْبُوْبٌ
لَوْنٌ : (ج) أَلْوَانٌ : রঙ, বর্ণ, প্রকার।
عَاشِقٌ (فا ، مذ) (ج) عُشَّاقٌ : প্রেমিক, আসক্ত।

يَمِيْنٌ : (ج) أَيْمَانٌ : ডান হাত।

في القرآن : مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ .

مادة : (ي ـ م ـ ن) ، جِنْس : مِثَال يَائِي

سَارِقٌ (فا، مذ) (ج) سَرَقَةٌ : । চোর।

(ض) سَرِقَةٌ : । চুরি করা।

في القرآن : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .

مادة : (س ـ ر ـ ق) ، جنس : صَحِيْح

مرادف : لِصٌّ

لا يبدو : । প্রকাশ পায় নি [পেত না]।

(ن) بُدُوًّا : । প্রকাশ পাওয়া।

مَظْلِمَةٌ : (ج) مَظَالِمُ : । জুলুম, অবিচার, অত্যাচার।

(ض) ظُلْمًا : । জুলুম করা, অন্যায় করা।

في القرآن : لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا .

مادة : (ظ ـ ل ـ م) ، جنس : صَحِيْح

مرادف : جَوْرٌ ، ضد : عَدْلٌ

فَاسِقٌ (فا، مذ) (ج) فَسَقَةٌ ، فُسَّاقٌ : । পাপাচারী।

(ن ـ ض ـ س) فِسْقًا ، فُسُوْقًا : পাপচারী হওয়া, পাপিষ্ঠ হওয়া, ফাসেক হওয়া।

في القرآن : وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ .

مادة : (ف ـ س ـ ق) ، جنس : صَحِيْح

مرادف : آثِمٌ/ظَالِمٌ ، ضد : مُطِيْعٌ/عَادِلٌ

لَا اشْمَأَزَّتْ : । বিরক্ত হয় নি [হতো না]।

(إفعلال) اِشْمِئْزَازًا : । অপছন্দ করা, সঙ্কোচ বোধ করা, বিরক্ত হওয়া।

(ن) شَمْزًا : । দূরে সরা।

في القرآن : إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

مادة : (ش ـ م ـ ز) ، جنس : صَحِيْح

مرادف : اِنْزَعَجَ/تَضَايَقَ ، ضد : اِبْتَهَجَ

بَاخِلٌ (فا، مذ) (ج) بُخَّالٌ : । কৃপণ।

(س ـ ك) بُخْلًا : । কৃপণতা করা, কৃপণ হওয়া।

مُرَادِفٌ : حَبِيْبٌ/وَامِقٌ

حُبٌّ (ض) مصـ : । ভালোবাসা।

عِنْدَ (ظرف) : । নিকটে।

ذَوِي الْحَقَائِقِ : । তত্ত্বজ্ঞানীগণ, তাত্ত্বিক সম্প্রদায়।

مُرَادِفٌ : أَهْلُ الْعِلْمِ وَالرُّشْدِ .

(ج) اَلْحَقَائِقُ ، (و) حَقِيْقَةٌ : । তত্ত্ব, তাৎপর্য।

مَادَّة : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : نَظَرِيَّةٌ/مَعْنًى

يَدْعُوْ (ن) دَعْوَى : । আহ্বান করে।

اِرْتِكَابٌ (افتعال) مصـ : । লিপ্ত হওয়া।

(س) رُكُوْبًا : । সওয়ার হওয়া, আরোহণ করা।

مَادَّة : (ر ـ ك ـ ب) ، جِنْس: صَحِيْح

مُرَادِفٌ : إِشْتِغَالٌ

سَخَطٌ ، سُخْطٌ (س) مصـ : । অসন্তুষ্ট হওয়া।

سَخَطٌ : । অসন্তুষ্টি।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ .

مَادَّة : (س ـ خ ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : غَضَبٌ ، ضِدّ : رِضَاءٌ

اَلْخَالِقُ (فا، مذ) : । সৃষ্টিকর্তা।

(ن) خَلْقًا : । সৃষ্টি করা।

فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا .

ماده : (خ ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : فَاطِرٌ

لَوْلَاهُ (اي الدِّيْنَار) : । যদি তা [অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা] না থাকত।

لَمْ تُقْطَعْ : । কাটা যায় নি, [কাটা যেত না]।

(ف) قَطْعًا : । অতিক্রম করা, ছিন্ন করা, টুকরা করা।

(تفعيل) تَقْطِيْعًا : । টুকরা টুকরা করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا .

ماده : (ق ـ ط ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : لَمْ تُقَصَّ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفعَالٌ) اِبْخَالاً : কৃপণ পাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ .

مَادَّهْ : (ب ـ خ ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : شَحِيْح ، ضِدّ : سَخِىٌّ

طَارِقٌ (فا، مذ) (ج) طُرَّاقٌ، أَطْرَاقٌ :

রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথি।

(ن) طُرُوْقًا : রাত্রে আগমন করা।

مَادَّهْ : (ط ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : وَارِدٌ (بِاللَّيْلِ)/ قَاصِدٌ (بِاللَّيْلِ)

لَا شَكَا : অভিযোগ করে নি [করত না]।

(ن) شِكَايَةً، (اِفْتِعَالٌ) اِشْتِكَاءً : অভিযোগ করা, অসুস্থ হওয়া।

(اِفعَالٌ) اِشْكَاءً : অভিযোগ গ্রহণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ .

مَادَّهْ : (ش ـ ك ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : اتهم

اَلْمَمْطُوْلُ (مف، مذ) : যে ব্যক্তি টালবাহানার শিকার।

مَطْلٌ (ن) مصـ : টালবাহানা করা।

مَطْلٌ : টালবাহানা।

فِى الْحَدِيْثِ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ .

مَادَّه : (م ـ ط ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : مُسَوِّفٌ

اَلْعَائِقُ (فا، مذ، مصـ) : অস্বীকারকারী।

(ن) عَوْقًا، (اِفعَالٌ) إِعْوَاقًا، (تَفعِيْلٌ) تَعْوِيْقًا :

বিরত রাখা, অস্বীকার করা।

فِى الْقُرْآنِ : قَدْيَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ .

مَادَّهْ : (ع ـ و ـ ق) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : اَلْمُنْكِر/اَلْحَابِسُ ، ضِدّ : اَلْمُقِرُّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : يَبْدُوْ بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ الخ :

এখানে يَبْدُوْ ফেয়েল ضَمِيْر হচ্ছে ذُوالْحَالِ যার مَرْجِعْ হলো دِيْنَارٌ।

ب হরফে জর لِعَيْنِ الْوَامِقِ মুবদালে মিনহু وَصْفَيْنِ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক يَبْدُوْ ফেয়েলের সাথে زِيْنَةٌ بَدَل থেকে وَصْفَيْنِ এটা لَوْنُ عَاشِقٍ এবং مَعْشُوْقٍ হয়েছে। مُبْدَلْ مِنْه এবং بَدَل মিলে ب হরফে জারের মাজরূর। جَارْ এবং مَجْرُوْر মিলে مُتَّصِلًا শিবহে ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ অতঃপর ذُوالْحَالْ এবং حَالْ মিলে ফায়েল। يَبْدُوْ ফেয়েল তার ফায়েল মুতাআল্লিকসহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

অথবা زِيْنَةُ مَعْشُوْقٍ وَلَوْن عَاشِقٍ এটা মুবতাদা মাহযূফের খবর অর্থাৎ أَحَدُهُمَا زِيْنَةُ مَعْشُوْقٍ وَثَانِيْهِمَا لَوْنُ عَاشِقٍ এ সময় وَصْفَيْنِ আর মুবদাল মিনহু হবে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَلَا أَسْتَعِيذُ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقٍ
وَشَرُّمَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ
أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ
إِلَّا إِذَا فَرَّ فِرَارَ الْآبِقِ
وَاهًا لِمَنْ يَقْذِفُهُ مِنْ حَالِقٍ
وَمَنْ إِذَا نَاجَاهُ نَجْوَى الْوَامِقِ
قَالَ لَهُ قَوْلَ الْمُحِقِّ الصَّادِقِ
لَا رَأْيَ فِي وَصْلِكَ لِي فَفَارِقِ

অনুবাদ : এবং অশুভ দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী হিংসুক থেকে আশ্রয় কামনা করা হতো না এবং তার মধ্যে যতগুলো স্বভাবজাত অভ্যাস রয়েছে তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গুণ এই যে, সে কষ্টের সময় [অথবা থলিতে থাকা অবস্থায়] তোমার কোনো উপকারে আসে না। হ্যাঁ, [তবে উপকারে আসে] যখন সে পলায়নকারী ভৃত্যের মতো পলায়ন করে। ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তাকে [অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রাকে] সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, আর ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তার সাথে একান্ত আন্তরিক বন্ধুর মতো যখন গোপন আলোচনা করে, তখন তাকে সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদীর মতো বলে দেয় যে, তোমার সাথে মিলনের ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছা নেই সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا أَسْتَعِيذُ এবং আশ্রয় কামনা করা হতো না مِنْ থেকে حَسُودٍ হিংসুক رَاشِقٍ দৃষ্টিবান নিক্ষেপকারী وَشَرُّ এবং সর্বনিকৃষ্ট গুণ مَافِيهِ তার মধ্যে যতগুলো রয়েছে الْخَلَائِقِ স্বভাবজাত অভ্যাস أَنْ لَيْسَ يُغْنِي কোনো উপকারে আসে না عَنْكَ তোমার فِي الْمَضَائِقِ কষ্টের সময় إِلَّا তবে/হ্যাঁ إِذَا فَرَّ যখন সে পলায়ন করে فِرَارَ الْآبِقِ পলায়নকারী ভৃত্যের মতো وَاهًا لِمَنْ ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে يَقْذِفُهُ যে তাকে নিক্ষেপ করে مِنْ حَالِقٍ সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে وَمَنْ আর ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে إِذَا نَاجَاهُ যখন গোপন আলোচনা করে نَجْوَى الْوَامِقِ একান্ত আন্তরিক বন্ধুর মতো قَالَ لَهُ তখন তাকে বলে দেয় قَوْلَ الْمُحِقِّ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কথা الصَّادِقِ সত্যবাদী لَا رَأْيَ কোনো ইচ্ছা নেই فِي وَصْلِكَ তোমার সাথে মিলনের ব্যাপারে لِي আমার فَفَارِقِ সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَسْتَعِيذُ (مع) : আশ্রয় কামনা করা হয় নি [-হতো না]।
(إِسْتِفْعَال) إِسْتِعَاذَةً : আশ্রয় কামনা করা/চাওয়া।
مُرَادِفٌ : اَلتَّجِيُّ
حَسُودٌ (مب، مذ) : অতিশয় হিংসুক, নিন্দুক।
رَاشِقٌ (فا، مذ) : দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী।
(ن) رَشْقًا : তীর ছোঁড়া, দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করা।
- بَصَرِه : তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো।
(مُفَاعَلَة) مُرَاشَقَةً : পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা।
فِي الْحَدِيثِ : فَرَشَقُوا هُمْ رَشْقًا ـ
مَادَّة : (ر ـ ش ـ ق) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِفٌ : اَلْعَايِنُ
شَرٌّ : (ج) شِرَارٌ ، أَشْرَارٌ : সর্বনিকৃষ্ট, সব চেয়ে মন্দ।
(ج) خَلَائِقُ، (و) خَلِيقَةٌ : স্বভাবজাত অভ্যাস, চরিত্র।
لَيْسَ يُغْنِيْ : উপকারে আসে না।

(إِفْعَال) إِغْنَاءً : উপকার করা।
مُرَادِفٌ : يَنْفَعُ ، ضِد : يَضُرُّ
(ج) اَلْمَضَائِقُ، (و) مَضِيقٌ : কষ্ট, সংকট অথবা সংকীর্ণস্থান, থলি।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ـ
مَادَّة : (ض ـ ي ـ ق) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِفٌ : عِشْرَةً/عِنْدَ ، ضِد : رُخَاءً/سَعَةً
فَرَّ : পলায়ন করল [-করে]।
فِرَارٌ : পলায়ন।
فِرَارٌ (ض) مص : পলায়ন করা।
(إِنْفِعَال) إِنْفِرَارًا : ছেদন করা।
فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْأُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
مَادَّة : (ف ـ ر ـ ر) ، جِنْس مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِفٌ : أَبَقَ/هَرَبَ
اَلْآبِقُ (فا، مذ) (ج) إِبَاقٌ، أُبَّقٌ : পলায়নকারী [ভৃত্য]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ن ـ ض ـ س) أَبْقًا إِبَاقًا : পলায়ন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ

مَادَّةٌ : (أ ـ ب ـ ق) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : فَارٌّ/هَارِبٌ

وَاهًا : ধন্যবাদ। কতইনা চমৎকার, বাহ্! কি চমৎকার, হায় আক্ষেপ।

مَادَّةٌ : (و ـ ه ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : عَجَبًا

يَقْذِفُ : নিক্ষেপ করে।

(ض) قَذْفًا : নিক্ষেপ করা।

ـ هُ بِكَذَا : অপবাদ দেওয়া।

(تفاعل) تَقَاذُفًا : পরস্পর নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ـ

مَادَّةٌ : (ق ـ ذ ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَطْرَحُ/يَرْمِي

حَالِقٌ (فا ، مذ) (ج) حَلَقَةٌ : বৃক্ষলতাহীন সুউচ্চ পর্বত।

(ض) حَلْقًا : মুণ্ডানো, চাঁছা।

مَادَّةٌ : (ح ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عِلْم

نَاجَى (مفاعلة) مُنَاجَاةً : গোপন আলোচনা করল [-করে]।

نَجْوَى : গোপন বিষয়, গোপন পরামর্শ।

مُرَادِف : أَسَرَّ ، ضِدّ : أَفْصَحَ

اَلْوَامِقُ (فا ، مذ ، مصـ : وَمَقَ-ض) : আসক্ত, আগ্রহী, অনুরাগী, [একান্ত আন্তরিক]।

اَلْمُحِقُّ (فا ، مذ) : সত্যনিষ্ঠ।

مَادَّةٌ : (ح ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : صَادِقٌ ، ضِدّ : مُبْطِل/بَاطِل

اَلصَّادِقُ (فا ، مذ ، مصـ : صَدَقَ-ن) : সত্যবাদী।

مُرَادِف : اَلْمُحِقُّ ، ضِدّ : كَاذِبٌ

رَأْيٌ (ج) آرَاءٌ ، آرَاءٌ : অভিমত, ইচ্ছা।

مَادَّةٌ : (ر ـ ء ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوْز عَيْن وَنَاقِص يَائِي)

مُرَادِف : عَزْمٌ/ إِرَادَةٌ

وَصْلٌ : মিলন।

وَصْلٌ (ض) مصـ : মিলিত হওয়া।

(افعال) إِيْصَالًا : পৌঁছানো, মিলিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ـ

مادة : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيٌّ

مُرَادِف : اِنْضِمَام/اِلْتِقَاءٌ ، ضِدّ : فِرَاق

فَارِقْ (مُفَاعَلة) مُفَارَقَةً : তুমি পৃথক হয়ে যাও।

(مُفَاعَلة) مُفَارَقَةً، فِرَاقًا : পৃথক হওয়া।

(تفعيل) تَفْرِيْقًا ، (ن ـ ض) فَرْقًا : পৃথক করা।

مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِنْفَصَلَ ، ضِدّ : اِلْتَصَقَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : شَرُّ مَا فِيْهِ إِلَّا إِذَا فَرَّ فِرَارَ الْأَبَقِ :

شَرّ মুজাফ مَا শব্দটি مَوْصُوْلَه আর فِيْهِ এবং مِنَ الْخَلَائِقِ উভয়টা جَار এবং مَجْرُوْر মিলে يُوْجَد ফেয়েলে মাহযূফের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে صِلَة, অতঃপর مَوْصُوْل এবং صِلَة মিলে মুবতাদা।

لَيْسَ ফেয়েল নাকেস ضَمِيْر তার মধ্যে اِسْمُ نَاقِص আর يُغْنِيْ ফেয়েল ضَمِيْر ফায়েল عَنْكَ তার اول مُتَعَلِّق আর فِي الْمُضَائِقِ ২য় مُتَعَلِّق এবং إِلَّا হরফে ইসতেছনা وَقْتًا মুছতাছনা মিনহু মাহযূফ। আর إِذَا শব্দটি وَقْت-এর অর্থে হয়ে مُضَاف, আর পরবর্তী জুমলা مُضَاف إِلَيْه অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُسْتَثْنَى আর مُسْتَثْنَى مِنْهُ এবং مُسْتَثْنَى মিলে يُغْنِيْ ফেয়েলের مَفْعُوْل فِيْهِ। অতঃপর জুমলা তাম হয়ে لَيْسَ-এর খবর। আর شَرُّ مَا فِيْهِ لَيْسَ يُغْنِيْ الخ জুমলাটি মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ : وَاهًا لِمَنْ الخ :

وَاهًا শব্দটি طَابَ ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَق مِنْ غَيْرِ لَفْظِ আর لِمَنْ الخ এটা طَابَ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّق হবে।

قَوْلُهُ : مَنْ إِذَا نَاجَاهُ ...... فَفَارِقْ :

إِذَا ইসমে শর্ত আর نَجْوَ الْوَامِقِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نَاجَى ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَق। অতঃপর জুমলা হয়ে شَرْط, আর قَوْلَ الْمُحِقِّ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে قَالَ ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَق আর قَالَ ফেয়েল তার ফায়েল ও مُتَعَلِّق মিলে জুমলা হয়ে قَوْل। আর لَا رَأْيَ فِيْ وَصْلِكَ الخ জুমলাটি مَقُوْلَة, অতঃপর قَوْل এবং مَقُوْلَة মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়ে جَزَاء।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَغْزَرَ وَبْلَكَ! فَقَالَ: وَالشَّرْطُ أَمْلَكُ، فَنَفَحْتُهُ بِالدِّيْنَارِ الثَّانِيْ، وَقُلْتُ لَهُ: عَوِّذْهُمَا بِالْمَثَانِيْ، فَأَلْقَاهُ فِيْ فَمِهِ، وَقَرَنَهُ بِتَوْأَمِهِ، وَانْكَفَأَ يَحْمَدُ مَغْدَاهُ، وَيَمْدَحُ النَّادِيَ وَنَدَاهُ. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ: فَنَاجَانِيْ قَلْبِيْ بِأَنَّهُ أَبُوْ زَيْدٍ، وَأَنَّ تَعَارُجَهُ لِكَيْدٍ، فَاسْتَعَدْتُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ عَرَفْتُ بِوَشْيِكَ، فَاسْتَقِمْ فِيْ مَشْيِكَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ هَمَّامٍ، فَحُيِّيْتَ بِإِكْرَامٍ وَحَيِيْتَ بَيْنَ كِرَامٍ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি তাকে বললাম, কতই না অধিক তোমার [সাহিত্য প্রতিভার] প্রবল বর্ষণ! তখন সে বলল, [কৃত] শর্ত অধিক পূরণযোগ্য। অতঃপর আমি তাকে দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রাটি দিয়ে দিলাম এবং তাকে বললাম, তুমি উভয় স্বর্ণমুদ্রা সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা সংরক্ষণ কর [অর্থাৎ আল্লাহামদুলিল্লাহ পড়]। তখন সে উক্ত স্বর্ণমুদ্রাটি তার মুখের ভেতরে রাখল এবং তাকে তার জমজের সাথে মিলিয়ে রাখল এবং সে তার প্রভাতে উপনীত হওয়ার প্রশংসা করে এবং মজলিস ও দানের গুণকীর্তন করে ফিরে গেল। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমার অন্তর আমাকে চুপিসারে বলল, নিশ্চয়ই সে আবূ যায়দ; এবং তার খোঁড়াপনা অবশ্যই কৌশল মাত্র। তখন আমি তাকে ফিরতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, তোমার চমকপ্রদ কথাবার্তার মাধ্যমে তোমার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেছে; সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাঁট। অতঃপর সে বলল, তুমি যদি ইবনে হাম্মাম হও তবে তোমাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ এবং তুমি সম্ভ্রান্ত লোক মাঝে দীর্ঘজীবী হও।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقُلْتُ لَهُ অতঃপর আমি তাকে বললাম مَا أَغْزَرَ কতইনা অধিক وَبْلَكَ তোমার প্রবল বর্ষণ فَقَالَ তখন সে বলল وَالشَّرْطُ শর্ত أَمْلَكُ অধিক পূরণযোগ্য فَنَفَحْتُهُ অতঃপর আমি তাকে দিয়ে দিলাম بِالدِّيْنَارِ الثَّانِيْ দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রাটি وَقُلْتُ لَهُ এবং তাকে বললাম عَوِّذْهُمَا তুমি উভয় স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণ কর بِالْمَثَانِيْ সূরায়ে ফাতেহা দ্বারা فَأَلْقَاهُ তখন সে স্বর্ণমুদ্রাটি রাখল فِيْ فَمِهِ তার মুখে وَقَرَنَهُ এবং তাকে মিলিয়ে রাখল بِتَوْأَمِهِ তার জমজের সাথে وَانْكَفَأَ এবং ফিরে গেল يَحْمَدُ সে প্রশংসা করে مَغْدَاهُ তার প্রভাতে উপনীত হওয়া وَيَمْدَحُ এবং গুণকীর্তন করে النَّادِيَ মজলিস وَنَدَاهُ ও তার দান قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিছ ইবনে হাম্মাম বলেন فَنَاجَانِيْ আমাকে চুপিসারে বলল قَلْبِيْ আমার অন্তর بِأَنَّهُ নিশ্চয়ই সে أَبُوْ زَيْدٍ আবূ যায়দ وَأَنَّ تَعَارُجَهُ আর তার খোঁড়াপনা لِكَيْدٍ অবশ্যই কৌশলমাত্র فَاسْتَعَدْتُهُ আমি তাকে ফিরতে অনুরোধ করলাম وَقُلْتُ لَهُ এবং তাকে বললাম قَدْ عَرَفْتَ তোমার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেছে بِوَشْيِكَ তোমার চমকপ্রদ কথাবার্তার মাধ্যমে فَاسْتَقِمْ فِيْ مَشْيِكَ সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাঁট فَقَالَ অতঃপর সে বলল إِنْ كُنْتَ যদি তুমি হও اِبْنَ هَمَّامٍ ইবনে হাম্মাম فَحُيِّيْتَ তবে তোমাকে ধন্যবাদ بِإِكْرَامٍ সশ্রদ্ধ وَحَيِيْتَ এবং তুমি দীর্ঘজীবী হও بَيْنَ كِرَامٍ সম্ভ্রান্ত লোকদের মাঝে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَا أَغْزَرَ (فِعْلُ التَّعَجُّبِ) : কতই না অধিক।
(ك) غَزْرًا، غَزَارَةً : প্রচুর হওয়া, অধিক হওয়া।
مَادَّة : (غ ـ ز ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مَا أَكْثَرَ ، ضِدّ : مَا أَقَلَّ
وَبْلٌ : প্রবল বৃষ্টি, প্রবল বর্ষণ।
اَلشَّرْطُ : (ج) شُرُوْطٌ : শর্ত।
اَلشَّرْطُ : (ج) أَشْرَاطٌ : নীচ, তুচ্ছ।

اَلشَّرَطُ : (ج) أَشْرَاطٌ : আলামত, নিদর্শন।
(ن ـ ض) شَرْطًا، (افْتِعَال) اِشْتِرَاطًا : শর্তারোপ করা।
فِي الْحَدِيْثِ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.
مادّه : (ش ـ ر ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح
أَمْلَكُ (اسم تفضيل،مذ) : অধিক পূরণযোগ্য।
(ض) مَلْكًا، مَمْلَكَةً : মালিক হওয়া। নিয়ন্ত্রক হওয়া।
مُرَادِف : أَحَقُّ/أَلْزَمُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَفَحْتُ : আমি দিয়ে দিলাম।

(ف) نَفْحًا - هُ بِكَذَا : দান করা।

- الرِّيْحُ : প্রবাহিত হওয়া।

- الطِّيْبُ : ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়া।

مَادَّةٌ : (ن ـ ف ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : أَعْطَيْتُ ـ

اَلدِّيْنَارُ : (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা।

اَلثَّانِيْ (فا، مذ) : দ্বিতীয়।

(ض) ثَنْيًا : দ্বিতীয় হওয়া।

عَوِّذْ : তুমি সংরক্ষণ কর।

(تفعيل) تَعْوِيْذًا : রক্ষা করা।

فِى الْقُرْآنِ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

ماده : (ع ـ و ـ ذ)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : أَعِذْ

(ج) اَلْمَثَانِيْ، (و) مَثْنٰى : সূরা ফাতিহা।

مَثَانِيْ সূরা ফাতিহার একটি নাম। সূরাটি মক্কায় একবার, আবার মদীনায় একবার অর্থাৎ, দু'বার নাজিল হওয়ার কারণে অথবা নামাজে বারবার পঠিত হওয়ার কারণে مَثَانِيْ বলা হয়।

أَلْقٰى : সে ফেলে দিল [রাখল]।

(افعال) إِلْقَاءً : ফেলে দেওয়া, নিক্ষেপ করা।

(س) لِقَاءً : সাক্ষাৎ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ـ

ماده : (ل ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : طَرَحَ

فَمٌ : (ج) أَفْوَاهٌ ، أَفْمَامٌ : মুখ, মুখগহবর।

قَرَنَ : সে মিলিয়ে রাখল।

(ض) قَرْنًا : মিলানো।

(إفتعال) إِقْتِرَانًا : মিলিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ

ماده : (ق ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : وَصَلَ ، ضِد : فَارَقَ

تَوْأَمٌ : (ج) تَوَائِمُ ، تُوَّامٌ : জমজ।

(مفاعلة) مُتَاءَمَةً - أَخَاهُ : জমজ জন্ম হওয়া।

اِنْكَفَأَ : সে ফিরে গেল।

(انفعال) اِنْكِفَاءً : ফিরে যাওয়া, পরাজিত হওয়া।

(ف) كَفْأً : ফিরে যাওয়া।

- الرَّجُلَ : বিতাড়িত করা।

مَادَّةٌ : (ك ـ ف ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام

مُرَادِف : رَجَعَ

يَحْمَدُ : সে প্রশংসা করে ....।

(س) حَمْدًا : প্রশংসা করা।

مَغْدٰى (مصدر ميمى) : প্রভাতে উপনীত হওয়া। প্রভাতে আগমন করা।

(تفعّل) تَغَدِّيًا : সকালের খাবার খাওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا

مَادَّةٌ : (غ ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِيْ

مُرَادِف : بُكْرَةٌ ، ضِد : عَشِيَّةٌ

يَمْدَحُ : গুণকীর্তন করে ...।

(ف) مَدْحًا : গুণকীর্তন করা।

اَلنَّادِيْ (فا، مذ) (ج) أَنْدِيَةٌ، نَوَادٍ، أَنْدَاءٌ : মজলিস, সভা।

(ن) نَدْوًا - اَلْقَوْمُ : সমবেত হওয়া। মজলিসে উপস্থিত হওয়া।

- اَلْقَوْمَ : মজলিসে একত্র করা।

- اَلرَّجُلَ : দান করা। পৃথক হওয়া।

نَدٰى : দান-দাক্ষিণ্য, বখশিশ।

(س) نَدًى، نَدَاوَةً - الشَّيْئُ : সিক্ত হওয়া।

نَاجٰى : চুপিসারে বলল।

(مفاعلة) مُنَاجَاةً : চুপে চুপে কথা বলা।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

تَعَارَجَ : খোঁড়াপনা।

تَعَارُجٌ (تفاعل) مصـ : খোঁড়ামির ভান করা, খুঁড়িয়ে চলা।

(ن ـ ض) ، عُرُوْجًا : চড়া, আরোহণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ـ

ماده : (ع ـ ر ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَزَلَ (مُتَكَلِّفًا)

كَيْدٌ : কৌশল, ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি।

(ض) كَيْدًا - ه : ষড়যন্ত্র/ কৌশল অবলম্বন করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَأَكِيْدُ كَيْدًا ـ

مَادَّةٌ : (ك ـ ي ـ د) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : مَكَرَ/إِحْتِيَالٌ ، ضِد : صَلَاحٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اِسْتَعَدْتُ : আমি ফিরতে অনুরোধ করলাম।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعَادَةً : ফিরে আসার অনুরোধ করা, ফিরে আনতে চাওয়া।

(ن) عَوْدًا : ফিরে আসা।

(اِفْعَالٌ) إِعَادَةً : ফিরিয়ে দেওয়া। ফিরিয়ে আনা।

فِى الْقُرْآنِ : هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ .

مَادَّةٌ : (ع ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىٌّ

مُرَادِفٌ : اِسْتَرْجَعْتَ

(قَدْ)عُرِفْتَ (مج) : তুমি পরিচিত হয়ে গেছ, তোমার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেছে।

(ض) عَرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : চেনা। জানা।

وَشْيٌ : কাপড়ের উপর কৃত কারুকার্য, [এখানে-চমকপ্রদ কথাবার্তা]।

(ض) وَشْيًا، شِيَةً – الثَّوْب : কারুকার্য করা।

(تَفْعِيْل) تَوْشِيَةً – اَلْكَلَام : মিথ্যা বলা।

فِى الْقُرْآنِ : مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيْهَا :

مَادَّةٌ : (و ـ ش ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِفٌ : تَمْوِيْهَ/زَخْرَفَةً

اِسْتَقِمْ : তুমি সোজা হও।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِقَامَةً : সোজা হওয়া, স্থির হওয়া।

(ن) قِيَامًا : দণ্ডায়মান হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اِسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ .

مَادَّةٌ : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىٌّ

مُرَادِفٌ : اِسْتَعْدِلْ ، ضِدّ : اَعْوَجُ

مَشْى (ض) مَشْيًا، (تَفَعُّلٌ) تَمَشِّيًا : চলা, হাঁটা।

وَفِى الْقُرْآنِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ .

مَادَّةٌ : (م ـ ش ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : سَيْرٌ

حُيِّيْتَ (مج) : তুমি ধন্যবাদার্হ হও, তোমাকে ধন্যবাদ।

(تَفْعِيْل) تَحِيَّةً : সালাম জানানো, ধন্যবাদ জানানো।

(س) حَيًّا، حَيَاةً : দীর্ঘজীবি হওয়া, বেঁচে থাকা।

فِى الْقُرْآنِ : إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا .

مَادَّةٌ : (ح ـ ى ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِفٌ : سَلَّمْتَ

إِكْرَامٌ : শ্রদ্ধা, সম্মান।

إِكْرَامٌ (إفعال) مصد : সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা।

حُيِّيْتَ (س) حَيَاةٌ (دُعَائِيَّةٌ) : তুমি বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও।

(ج) كِرَامٌ، كُرَمَاءُ، (و) كَرِيْمٌ : সম্ভ্রান্ত লোক, অভিজাত লোক।

(ك) كِرَامَةً : সম্ভ্রান্ত/ অভিজাত/ সম্মানিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

مادة : (ك ـ ر ـ م)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : حُرٌّ ، ضِدّ : لَئِيْمٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : مَا أَغْزَرَ وَبْلَكَ :

এ বাক্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. سِيْبَوَيْهٖ -এর নিকট مَا مَوْصُوْفَه যার অর্থ شَيْئٌ عَظِيْمٌ অর্থ এটা تركيب -এর মধ্যে মুবতাদা أَغْزَرَ وَبْلَكَ খবর।

২. ইমাম اَخْفَش -এর নিকট مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ এবং أَغْزَرَ وَبْلَكَ হলো তার صِلَةٌ অতঃপর مَوْصُوْل এবং صِلَةٌ মিলে মুবতাদা। আর شَيْئٌ عَظِيْمٌ মাহযূফ হলো খবর।

৩. ইমাম فَرَّاءُ -এর মতে, مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ যার অর্থ أَىُّ شَيْئٍ আর এটা তারকীবে মুবতাদা এবং أَغْزَرَ وَبْلَكَ খবর।

قَوْلُهٗ : اِنْكَفَاءً .... نَدَاهُ :

এখানে يَمْدَحُ النَّادِىَ الخ এবং يَحْمَدُ مَغْدَاهُ উভয় জুমলা اِنْكَفَاءً ফেয়েলের ضَمِيْرٌ থেকে حَال হয়েছে।

বালাগাত

এখানে সাহিত্য প্রতিভাকে وبل [ভারি বর্ষণ] -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লেখ আর مُشَبَّهٌ মাহযূফ। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ পাওয়া গেছে।

قَوْلُهٗ : فَنَفَحْتُهٗ بِالدِّيْنَارِ الثَّانِىْ ... بِالْمَثَانِىْ :

ثَانِىْ এবং مَثَانِىْ -এর মাঝে جِنَاسْ مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِنْكَفَاءً يَحْمَدُ مَغْدَاهُ وَيَمْدَحُ النَّادِىْ :

يَحْمَدُ এবং يَمْدَحُ -এর মাঝে جِنَاسْ قَلْب হয়েছে।

قَوْلُهٗ : قَدْ عُرِفْتَ بِوَشْيِكَ فَاسْتَقِمْ فِىْ مَشْيِكَ :

وَشْيك এবং مَشْيك -এর মধ্যে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقُلْتُ : أَنَا الْحَارِثُ، فَكَيْفَ حَالُكَ وَالْحَوَادِثُ ؟ فَقَالَ : أَتَقَلَّبُ فِى الْحَالَيْنِ : بُؤْسٍ وَ رَخَاءٍ ، وَأَنْقَلِبُ مَعَ الرِّيْحَيْنِ : زَعْزَعٍ وَرُخَاءٍ ـ فَقُلْتُ : كَيْفَ ادَّعَيْتَ الْقَزَلَ ، وَمَا مِثْلُكَ مِنْ هَزَلَ! فَاسْتَسَرَّ بِشْرُهُ الَّذِى كَانَ تَجَلَّى ، ثُمَّ أَنْشَدَ حِيْنَ وَلَّى :

تَعَارَجْتُ لَا رَغْبَةً فِى الْعَرَجِ
وَلٰكِنْ لِأَقْرَعَ بَابَ الْفَرَجِ
وَأُلْقِىَ حَبْلِى عَلٰى غَارِبِى
وَأَسْلُكَ مَسْلَكَ مَنْ قَدْ مَرَجَ
فَإِنْ لَامَنِى الْقَوْمُ قُلْتُ اعْذِرُوا
فَلَيْسَ عَلٰى أَعْرَجٍ مِنْ حَرَجٍ

অনুবাদ : উত্তরে আমি বললাম, আমি হারিস। তবে দুঃখ-দুর্দশার মাঝে তোমার অবস্থা কি ? তখন সে বলল, আমি কষ্ট ও স্বচ্ছলতা এই দুই অবস্থার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছি এবং ঝঞ্ঝা বায়ু ও মৃদু সমীরণ এই দুই বায়ুর মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি। অতঃপর আমি বললাম, কি করে তুমি খোঁড়াপনার দাবি করলে? অথচ তোমার মতো মানুষ তো অভিনয় করে না। তখন তার বদন-দীপ্তি অদৃশ্য [মলিন] হয়ে গেল, যা ফকফক করছিল। অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] আমি খোঁড়া সেজেছি খোঁড়াপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয়; বরং স্বচ্ছলতার দুয়ারে কড়া নাড়াবার জন্য। এবং যাতে আমি আমার পিঠে রশি ফেলে ইচ্ছামতো চলতে পারি [অথবা আমার পিঠে আমার রশি ফেলে দেওয়া হয়।] এবং আমি তাদের পথ অনুসরণ করতে পারি, যারা [ভালোকে মন্দের সাথে] মিশ্রণ করেছে। অতএব যদি জনগণ আমাকে ভর্ৎসনা করে তবে আমি বলব, তোমরা আমার ওজর গ্রহণ কর। কেননা খোঁড়ার জন্য কোনো অসুবিধা নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقُلْتُ উত্তরে আমি বললাম أَنَا الْحَارِثُ আমি হারিস فَكَيْفَ حَالُكَ তবে তোমার অবস্থা কি? وَالْحَوَادِثُ দুঃখ-দুর্দশার মাঝে فَقَالَ তখন সে বলল أَتَقَلَّبُ আমি আবর্তিত হচ্ছি فِى الْحَالَيْنِ দুই অবস্থার মধ্যে بُؤْسٍ কষ্ট وَرَخَاءٍ ও মৃদু সমীরণ وَرُخَاءٍ এবং স্বচ্ছলতা وَأَنْقَلِبُ এবং ঘুরপাক খাচ্ছি مَعَ الرِّيْحَيْنِ দুই বায়ুর মাঝে زَعْزَعٍ ঝঞ্ঝাবায়ু فَقُلْتُ অতঃপর আমি বললাম كَيْفَ কি করে ادَّعَيْتَ তুমি দাবি করলে الْقَزَلَ খোঁড়াপনার وَمَا অথচ নয়/করে না مِثْلُكَ তোমার মতো মানুষ مِنْ যারা هَزَلَ অভিনয় করে فَاسْتَسَرَّ তখন অদৃশ্য হয়ে গেল بِشْرُهُ তার বদন দীপ্তি الَّذِى كَانَ تَجَلَّى যা ফকফক করছিল ثُمَّ أَنْشَدَ অতঃপর সে আবৃত্তি করল حِيْنَ وَلَّى ফিরে যেতে যেতে تَعَارَجْتُ আমি খোঁড়া সেজেছি لَا رَغْبَةً আগ্রহী হয়ে নয় فِى الْعَرَجِ খোঁড়াপনার প্রতি وَلٰكِنْ বরং لِأَقْرَعَ কড়া নাড়াবার জন্য بَابَ الْفَرَجِ স্বচ্ছলতার দুয়ার أُلْقِىَ যাতে আমি ফেলি حَبْلِى আমার রশি غَارِبِى আমার পিঠে وَأَسْلُكَ এবং আমি চলতে পারি/অনুসরণ করতে পারি مَسْلَكَ পথ مَنْ যারা قَدْ مَرَجَ মিশ্রণ করেছে فَإِنْ অতএব যদি لَامَنِى আমাকে ভর্ৎসনা করে الْقَوْمُ জনগণ قُلْتُ আমি বলব اعْذِرُوا তোমরা আমার ওজর গ্রহণ কর فَلَيْسَ কেননা নেই عَلٰى أَعْرَجٍ খোঁড়ার জন্য مِنْ حَرَجٍ কোনো অসুবিধা।

শব্দ বিশ্লেষণ

بُؤْسٌ : । কষ্ট
بُؤْسٌ (س) مصـ : । অতিশয় অভাবী হওয়া।
(افتعال) اِبْتِئَاسًا : । বিষণ্ন হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ .
مَادَّهْ : (ب . ء . س) ، جِنْس : مَهْمُوز عَيْن
مُرَادِف : شِدَّةٌ/ضَيْق ، ضِدٌ : رُخَاءٌ

كَيْفَ : । কিরূপ? কেমন?
حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ، أَحْوِلَةٌ : । অবস্থা।
(ج) حَوَادِثُ، حَادِثَاتٌ (و) حَادِثَةٌ : । দুর্দশা, দুরাবস্থা, দুর্যোগ।
أَتَقَلَّبُ : । আমি আবর্তিত হচ্ছি।
(تفعّل) تَقَلُّبًا : । আবর্তিত হওয়া।

Free @ www.eilmweebly.com

كَانَ تَجَلَّى : ফকফক করেছিল [করছিল]।

(تَفَعُّل) تَجَلِّيًا : উদ্ভাসিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

مُرَادِف : ظَهَرَ ، ضِدّ : اِسْتَتَرَ

أَنْشَدَ : সে আবৃত্তি করল।

(إِفْعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

حِيْنَ وَلَّى : যখন সে ফিরে গেল [ফিরে যেতে যেতে]।

(تَفْعِيل) تَوْلِيَةً : অভিভাবক নিযুক্ত করা। ফিরে যাওয়া। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ .

مَادَّة : (و ـ ل ـ ى)، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : أَدْبَرَ/رَجَعَ، ضِدّ : أَقَامَ.

تَعَارَجْتُ (تَفَاعُل) تَعَارُجًا : আমি খোঁড়া সেজেছি।

رَغْبَة : আগ্রহ, অনুরাগ।

رَغِبَ(س)مصـ - فِي ... : আগ্রহ/ অনুরাগ করা।

مُرَادِف : شَوْق/تَوْق ، ضِدّ : إِعْرَاض

اَلْعَرَجُ (س) مصـ : খোঁড়া হওয়া।

اَلْعَرَج : খোঁড়াপনা।

مُرَادِف : اَلْقَزَل.

(لَا) أَقْرَعُ : কড়া নাড়াবার জন্য।

(ف) قَرْعًا : কড়া নাড়ানো।

بَاب : (ج) أَبْوَاب ، بِيْبَان : দরজা, দুয়ার।

فِي الْقُرْآنِ : لَاتَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ .

مَادَّة : (ب ـ و ـ ب)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي، مُرَادِف : مَدْخَل

اَلْفَرَج : স্বচ্ছলতা।

اَلْفَرَجُ (س) مصـ : উন্মুক্ত হওয়া।

(ض) فَرْجًا : উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা।

(تَفَعُّل) تَفَرُّجًا : দূরীভূত হওয়া। উন্মুক্ত হওয়া।

فِي الْحَدِيْث : وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا

مَادَّة : (ف ـ ر ـ ج)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلرَّخَاء ، ضِدّ : اَلضِّيْق

أُلْقِي : [যাতে] আমি ফেলতে পারি।

(إِفْعَال) إِلْقَاء : ফেলা, নিক্ষেপ করা।

(س) لِقَاء : সাক্ষাৎ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ .

مَادَّة : (ل ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَسْرَعَ ، ضِدّ : أَعْقَدَ/أَعْلَقَ

حَبْل : (ج) حِبَال ، أَحْبُل ، أَحْبَال : রশি, রজ্জু।

رَخَاء : স্বচ্ছলতা।

فِي الْحَدِيْث : أُذْكُرِ اللّٰهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْكَ فِي الشِّدَّةِ .

مَادَّة : (ر ـ خ ـ ى/ر ـ خ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي/يَائِي

مُرَادِف : سَعَة ، ضِدّ : بُؤْس

أَنْقَلِبُ : আমি ঘুরপাক খাচ্ছি।

(تث) اَلرَّيْحَيْنِ (اَلرَّيْحَانِ)، (ج أَرْوَاح، رِيَاح، (و) رِيْح : বায়ু, বাতাস।

(اِنْفِعَال) اِنْقِلَابًا : ঘুরপাক খাওয়া। পরিবর্তিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ .

مَادَّة : (ر ـ ى ـ ح) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اَلْهَوَاء

زَعْزَع : (ج) زَعَازِع : ঝঞ্ঝা বায়ু।

(فَعْلَلَة) زَعْزَعَة : ভীষণভাবে নাড়া দেওয়া।

مَادَّة : (ز ـ ع ـ ز ـ ع) ، جِنْس : مُضَاعَف يَائِي

مُرَادِف : عَاصِف ، ضِدّ : رُخَاء

رُخَاء : মৃদু সমীরণ।

فِي الْقُرْآنِ : تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً .

مَادَّة : (ر ـ خ ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : لَيِّنَة ، ضِدّ : زَعْزَع

اِدَّعَيْتَ : তুমি দাবি করলে।

(اِفْتِعَال) اِدِّعَاء : দাবি করা।

اَلْقَزَل : খোঁড়াপনা।

اَلْقَزَلُ (س) مصـ : খোঁড়া হওয়া।

مَا هَزَلَ : রসিকতা করে না, অভিনয় করে না।

(ن،ض) هَزْلًا : রসিকতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ .

مَادَّة : (ه ـ ز ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

اِسْتَتَرَ : অদৃশ্য হয়ে গেল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِتَارًا : অদৃশ্য হওয়া।

مُرَادِف : اِسْتَخْفَى ، ضِدّ : ظَهَرَ/تَجَلَّى

بِشْر : বদন-দীপ্তি, চেহারার ঔজ্জ্বল্য।

(ض ـ ش) ، بَشْرًا، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِبْشَارًا : খুশি হওয়া।

(إِفْعَال) إِبْشَارًا (تَفْعِيل) تَبْشِيْرًا : সুসংবাদ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : بَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا .

مَادَّة : (ب ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بَشَاشَة ، ضِدّ : عُبُوْسَة

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ۔
مَادَّه : (ح ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلرِّشَاءُ
غَارِبٌ : (ج) غَوَارِبُ : পিঠের অগ্রভাগ, পিঠ।
يُقَال : حَبْلُكَ عَلٰى غَارِبِكَ
مُرَادِف : اَلرِّشَاءُ
أَسْلُكُ : [যাতে] আমি চলতে পারি।
(ن) سَلْكًا ۔ سُلُوْكًا : চলা
ـ اَلْمَكَانَ : প্রবেশ করা।
(اِنْفِعَال) اِنْسِلَاكًا ـ فِي الشَّيْءِ : প্রবেশ করা।
فِي الْقُرْآنِ : كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۔
مَادَّه : (س ـ ل ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَمْشِيْ/أَدْخُلُ
مَسْلَكٌ : (ج) مَسَالِكُ : পথ।
مُرَادِف : طَرِيْقٌ
قَدْ مَرَجَ : মিশ্রণ করেছে।
(ن) مَرْجًا : মেশানো। নষ্ট করা।
ـ اَلْكِذْبَ : মিথ্যা চর্চায় লিপ্ত হওয়া।
(س) مَرَجًا : গোলযোগপূর্ণ হওয়া, নষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۔
مَادَّه : (م ـ ر ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : خَلَطَ
لَامَ : ভর্ৎসনা করল [করে]।
(ن) لَوْمًا ، مَلَامَةً : তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِلَامَةً : খারাপ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : لَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۔
مَادَّه : (ل ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي
اِعْذِرُوْا : (ض) عُذْرًا : তোমরা [আমার] ওজর গ্রহণ কর।
أَعْرَجُ (صف، مذ) : খোঁড়া।
(س) عَرَجًا : খোঁড়া হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ۔
حَرَجٌ : পাপ, অসুবিধা।
حَرِجَ (س)مصـ : পাপাচারী হওয়া। সংকটময় হওয়া।
(اِفْعَال) اِحْرَاجًا : সংকটে ফেলা।
(تَفْعِيْل) تَحْرِيْجًا : বিরক্ত করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۔
مَادَّه : (ح ـ ر ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : بَأْس/اِثْم

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : فَكَيْفَ حَالُكَ وَالْحَوَادِثُ :
كَيْفَ শব্দটির পর اِسْم হলে তা خَبَر হিসাবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়। আর যদি فِعْل হয় তাহলে مَفْعُوْل مُطْلَق অথবা حَال হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়।

এখানে كَيْفَ-এর পরে اِسْم রয়েছে, অতএব كَيْفَ এ জায়গায় خَبَر مُقَدَّم আর حَالُكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَعْطُوْف عَلَيْه আর اَلْحَوَادِثُ শব্দটি مَعْطُوْف অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে : مُبْتَدَأ مُؤَخَّر।

অথবা বাক্যটি মূলত এরূপ ধরা যেতে পারে। فَكَيْفَ يَكُوْنُ حَالُكَ وَالْحَوَادِثُ তখন তারকীব এরকম হবে : كَيْفَ শব্দটি يَكُوْنُ-এর খবর মুকাদ্দাম। حَالُكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে يَكُوْنُ-এর ইসম। وَاو হরফটি مَعَ-এর অর্থে হবে। اَلْحَوَادِثَ মাফউলে মা'আহু। অথবা ذَالِكَ মা'তূফ আলাইহি, وَاو হরফে আতফ এবং اَلْحَادِثُ মা'তূফ। উভয়টি মিলে يَكُوْنُ-এর ইসম। اَلْحَوَادِثُ মাফউলে মা'আহু। অথবা حَالُكَ মা'তূফ আলাইহি, وَاو হরফে আতফ এবং اَلْحَادِثُ মা'তূফ। উভয়টি মিলে يَكُوْنُ-এর ইসম।

قَوْلُهٗ : تَقَلُّبُ فِي الْعَالَمِيْنَ بُؤْسٍ وَرَخَاءٍ :
بُؤْس এবং رَخَاء এখানে اَلْعَالَمِيْنَ থেকে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهٗ : كَيْفَ ادَّعَيْتَ الْقَزَلَ .... هَزَلَ :
এখানে كَيْفَ শব্দটি حَال مُقَدَّم আর اِدَّعَيْتَ-এর মধ্যে ضَمِيْر مِثْلُكَ مَامُشَابِهَةٌ بِلَيْسَ আর ذُوالْحَال হলো এবং مُخَاطَب خَبَر ও اِسْم অতঃপর خَبَر তার مَنْ هَزَلَ আর اِسْم হলো তার মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّه হয়ে ২য় حَال।

قَوْلُهٗ : لَيْسَ ...... مِنْ حَرَجٍ :
لَيْسَ ফেয়েলে নাকেস এবং عَلَى الْعَرَجِ হলো جَار এবং مَجْرُوْر মিলে ثَابِتًا-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبَر لَيْسَ مُقَدَّم আর مِنْ শব্দটি زَائِدَه এবং حَرَجٍ হলো اِسْم لَيْسَ مُؤَخَّر।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : رَخَاءٍ ..... رُخَاءٍ :
এখানে رَخَاء এবং رُخَاء-এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِدَّعَيْتَ الْقَزَلَ ..... هَزَلَ :
قَزَل এবং هَزَل-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهٗ : تَعَارَجْتَ ..... مِنْ حَرَجٍ :
এখানে عَرَج ـ فَرَج ـ مَرَج এবং حَرَج-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّدْرِيْبَاتُ

١. الف. شَكِّلِ الْعِبَارَةَ ثُمَّ تَرْجِمْهَا فَصِيْحَةً : قَالَ نَظَمَنِىْ وَأَخْدَانًا لِىْ نَادٍ ...... اَلْحَاسِدَ وَالشَّامِتَ.

ب. ضَعِ الْكَلِمَاتِ فِىْ جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ أَىَّ أَرْبَعٍ شِئْتَ : اَلْمَقَامَةَ . بَكَتْ . يُحْسِنُوْنَ . اَلصِّدْقُ . شَفَيْتُ . خَاتَمٌ

ج. ضَعْ مُشْتَقَّاتِ أَحَدِ الْمَصَادِرِ الْآتِيَةِ فِىْ أَرْبَعِ جُمَلٍ : اَلْبُكَاءُ. اَلْإِحْسَانُ. اَلتَّوْفِيْقُ. اَلظَّنُّ.

٢. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً : رَثَى لَنَا الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ ...... لَا أَمْلِكُ بِيْتَ لَيْلَةٍ.

٣. الف. أُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَه مَعَ مَعَانِيْهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِىْ جُمْلَةٍ.

ب. أُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيْهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِىْ جُمْلَةٍ : اِحْتَذَيْنَا. اَلْجُوْعُ. اَلسُّهَادُ. اٰسٍ. مُوَاسٍ. اَلْحِيْنُ. اِسْتَبْطَأْنَا.

د. أُكْتُبْ جُمُوْعَ الْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَاتِ وَمُفْرَدَاتِ الْجُمُوْعِ فِى الْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ ثُمَّ ضَعْ كُلَّ اِسْمٍ فِىْ جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ

٤. الف. تَرْجِمْ فَصِيْحَةً وَأَوْضِحْ مَعَانِى الْأَشْعَارِ : وَقَارَنَتْ نُجْحَ الْمَسَاعِىْ خَطْرَتُهُ .... كَمْ آمِرٍ بِهِ اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتُهُ .

ب. إِلَامَ تَرْجِعُ الضَّمَائِرُ فِىْ حَوَتْهُ. وَصُرَّتُهُ. وَنَصْرَتُهُ .

ج. عَيِّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ ثُمَّ اسْتَعْمِلْهَا فِىْ جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ فِىْ بَابٍ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ هٰهُنَا.

تَبًّا لَهُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقٍ ...... سُخْطِ الْخَالِقِ.

٥. الف. تَرْجِمِ الْأَبْيَاتِ فَصِيْحَةً.

ب. عَيِّنْ مَرْجِعَ الضَّمِيْرِ فِىْ لَهُ .

ج. "مِنْ" لِأَيِّ مَعْنًى هٰهُنَا .

د. "كَالْمُنَافِقِ" هٰذَا مُشَبَّهٌ بِهِ فَمَا هُوَ الْمُشَبَّهُ وَمَا وَجْهُ الشِّبْهِ.

ه. مَاهُوَ لَوْنُ عَاشِقٍ وَمَا سَبَبُ تَلَوُّنِهِ بِهٰذَا اللَّوْنِ.

و. زِيْنَةِ مَعْشُوْقٍ فِىْ أَيِّ مَحَلٍّ مِنَ الْإِعْرَابِ.

ز. أَعْرِبِ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ.

٦. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ فَنَاجَانِىْ قَلْبِىْ بِأَنَّهُ أَبُوْ زَيْدٍ وَأَنَّ تَعَارُجَهُ لِكَيْدٍ فَاسْتَعَدْتُهُ ...... فَاسْتَسَرَّ بِشْرُهُ الَّذِىْ كَانَ تَجَلّٰى.

ب. أُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيْهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِىْ جُمْلَةٍ (أَيَّةَ ثَمَانِيَةٍ شِئْتَ) قَالَ نَاجَنِىْ. كَيْدٌ. اِسْتَعَدْتُ. عَرَفْتُ. جَنَيْتُ. حَالٌ. اَلْحَوَادِثُ. مَشْى. إِكْرَامٌ.

د. أُكْتُبْ مَعْنَى الْوَشْىِ وَجَمْعَهُ ثُمَّ اذْكُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْوَشْىِ هٰهُنَا.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الرابعة الدمياطية
চতুর্থ মাকামা : দিময়াতের গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

চতুর্থ মাকামায় আল্লামা হারীরী দু'জন ব্যক্তির একটি সাহিত্যপূর্ণ কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন। তাদের একজনের আচার-আচরণ অপরজনের আচার-আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন ভালো কাজ করেন, অপরের উপকার করেন। অপরের মন্দ আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন অপরজন অপরের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন আর মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করেন। কাহিনীটি আল্লামা হারীরী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তার সাথীদের নিয়ে সফর করে শেষ রাতে এক জায়গায় অবস্থান করেন। কাফেলার লোকজন সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। সবার ঘুমিয়ে পড়ার পর দু'জনের কথোপকথনের আওয়াজ শোনা গেল। কথার আওয়াজ শুনে হারিস ইবনে হাম্মাম তা শুনতে চেষ্টা করেন। তিনি শুনতে পান, একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছেন, জনগণের সাথে আপনার আচরণ কি রকম? অপরজন অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় উত্তর দেন যে, আমি মানুষের মন্দ আচরণের জবাবে সদাচরণ করি। তিনি তার কথা সমাপ্ত করার পর প্রথমজন বলেন, আমার আচরণ সমানে সমান। আমি মানুষের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করি এবং মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করি। এ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তাঁদের রাত শেষ হয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম উভয়ের সাহিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাদের পরিচয় নেওয়ার জন্য গিয়ে দেখেন, আলাপকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন আবূ যায়েদ সারূজী, আর অপর ব্যক্তি সারূজীর ছেলে। তারা উভয়ে আর্থিক দৈন্যদশার শিকার। এজন্য হারিস ইবনে হাম্মাম তাদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য বিত্তবানদের নিকট আবেদন করেন। কাফেলার লোকেরা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সবার আর্থিক সাহায্য হাতিয়ে নেওয়ার পর আবূ যায়েদ সারূজী গোসল করার ভাওতা দিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদে গিয়ে পালিয়ে যায়। কাফেলার লোকেরা তাদের ফিরে আসার জন্য অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে তারা বুঝতে পারল যে, লোকটি ধোঁকা দিয়েছে। হারিস তার হাওদা বাঁধতে গিয়ে দেখেন হাওদার কাঠের উপর তিনটি শ্লোক লেখা রয়েছে। তাতে তাদের প্রতি হারিসের উপকার ও তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الرَّابِعَةُ الدِّمْيَاطِيَّةُ

চতুর্থ মাকামা : দিময়াতের গল্প

أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ : ظَعَنْتُ إِلٰى دِمْيَاطَ، عَامَ هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ ، أَنَا يَوْمَئِذٍ مَرْمُوقُ الرَّخَاءِ، مَوْمُوقُ الْإِخَاءِ، أَسْحَبُ مَطَارِفَ الثَّرَاءِ، وَأَجْتَلِي مَعَارِفَ السَّرَّاءِ ، فَرَافَقْتُ صَحْبًا قَدْ شَقُّوا عَصَا الشِّقَاقِ، وَارْتَضَعُوا أَفَاوِيقَ الْوِفَاقِ، حَتّٰى لَاحُوا كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ فِي الْاِسْتِوَاءِ ، وَكَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي الْتِئَامِ الْأَهْوَاءِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি গোলযোগ ও বিভক্তির [দুর্ভিক্ষের] বছর দিময়াতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তখন আমি ছিলাম স্বচ্ছলতার কারণে কাঙ্ক্ষিত [এবং] ভ্রাতৃত্বের জন্য অভীষ্ট ব্যক্তি। আমি ধনাঢ্যতার চাদর টেনে বেড়াতাম, আর আনন্দের বদন-দীপ্তি প্রত্যক্ষ করতাম। সুতরাং আমি এমন কিছু সাথীর সফর-সঙ্গী হলাম, যারা বিভেদের লাঠি ভেঙ্গে ফেলেছে এবং ঐক্যের দুগ্ধ পান করেছে। ফলে তারা সমতার ক্ষেত্রে চিরুনীর দন্তরাজির মতো এবং মনোবাসনার মিলনের ক্ষেত্রে একাত্মার মতো আত্মপ্রকাশ করেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الرَّابِعَةُ চতুর্থ মাকামা اَلدِّمْيَاطِيَّةُ দিময়াতের গল্প أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন ظَعَنْتُ আমি রওয়ানা হলাম إِلٰى دِمْيَاطَ দিময়াতের উদ্দেশ্যে عَامَ বছর هِيَاطٍ গোলযোগ وَمِيَاطٍ ও বিভক্তি وَأَنَا يَوْمَئِذٍ আর তখন আমি ছিলাম مَرْمُوقُ কাঙ্ক্ষিত الرَّخَاءِ স্বচ্ছলতা مَوْمُوقُ অভিষ্ট ব্যক্তি الْإِخَاءِ ভ্রাতৃত্ব أَسْحَبُ আমি টেনে বেড়াতাম مَطَارِفَ চাদর الثَّرَاءِ ধনাঢ্যতা وَأَجْتَلِي আর প্রত্যক্ষ করতাম مَعَارِفَ বদন-দীপ্তি السَّرَّاءِ আনন্দ فَرَافَقْتُ সুতরাং আমি সফর-সঙ্গী করলাম صَحْبًا এমন কিছু সাথীকে قَدْ شَقُّوا যারা ভেঙ্গে ফেলেছে عَصَا লাঠি الشِّقَاقِ বিভেদ وَارْتَضَعُوا এবং দুগ্ধ পান করেছে أَفَاوِيقَ الْوِفَاقِ ঐক্যের দুগ্ধ حَتّٰى ফলে لَاحُوا তারা আত্মপ্রকাশ করেছে كَأَسْنَانِ দন্তরাজির মতো الْمُشْطِ চিরুনী فِي الْاِسْتِوَاءِ সমতার ক্ষেত্রে كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ একাত্মার মতো فِي الْتِئَامِ মিলনের ক্ষেত্রে الْأَهْوَاءِ মনোবাসনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَخْبَرَ (إِفْعَال) إِخْبَارًا : । বর্ণনা করলেন [করেন]।

ظَعَنْتُ : । আমি রওয়ানা হলাম।

(ف) ظَعْنًا – إِلٰى : । প্রবেশ করা, [উদ্দেশ্যে] রওয়ানা হওয়া।

– مِنْ : । বের হওয়া, [থেকে] রওয়ানা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ .

مَادَّه : (ظ . ع . ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَحَلْتُ (مِنْ) ، ضِدّ : أَقَمْتُ

دِمْيَاطُ : । ভূমধ্য সাগরের উপকূলে অবস্থিত মিসরের একটি শহরের নাম।

عَامٌ : (ج) أَعْوَامٌ : । বছর, দিন।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ .

مَادَّه : (ع . و . م) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : سَنَةٌ

هِيَاطٌ : । হৈ হুল্লোড়, গোলযোগ, উন্নতি, নৈকট্য।

(مُفَاعَلَه) هِيَاطًا، (ض) هَيْطًا : । হৈচৈ করা, গোলযোগ করা।

يَقُولُ الْعَرَبُ : أَصْبَحُوا فِي هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ .

مَادَّه : (ه . ي . ط) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : صِيَاحٌ/ضَجَّ ، ضِدّ : سُكُوْنَةٌ/صَمْتٌ

مِيَاطٌ : বিভক্তি, দূরত্ব, অবনতি, হুমকি, দমন।
(ض) مَيْطًا مَيَطَانًا - هُ أَوْ بِهِ : পৃথক করা। দূরে সরানো।
- عَنْ كَذَا : দূরবর্তী হওয়া। পৃথক হওয়া।
(اِفْعَال) إِمَاطَةً : পৃথক হওয়া, দূরে সরা।
- هُ أَوْ بِهِ : পৃথক করা। দূরে সরানো।
- الرَّجُلُ عَلَى فُلَانٍ : জুলুম করা।
فِي الْحَدِيْثِ : إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ .
مَادَّه : (م ـ ى ـ ط) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : زَجْر/دِفَاع/خِلَاف ، ضِدّ : وِفَاق/وِصَال
يَوْمَئِذٍ : তখন, সে সময়।
مَرْمُوْقٌ (مف، مذ) : লক্ষ্যপাত্র, লক্ষ্যবস্তু, কাঙ্ক্ষিত।
(ن) رَمْقًا ، (تَفْعِيْل) تَرْمِيْقًا : দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা। পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকানো।
مَادَّه : (ر ـ م ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مَنْظُوْر (إِلَيْهِ)
اَلرَّخَاءُ : স্বচ্ছলতা।
اَلرَّخَاءُ (ن، ف، س، ك) مصـ : স্বচ্ছল হওয়া।
مَادَّه : (ر ـ خ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : فَرَجٌ ، ضِدّ : ضَيْقٌ
مَوْمُوْقٌ (مف، مذ) : প্রিয়, কাম্য, অভীষ্ট।
(تَفَعُّل) تَوَمُّقًا : বন্ধুত্ব করা।
(حَسِبَ) وَمْقًا ، مِقَةً - هُ : ভালোবাসা।
مَادَّه : (و ـ م ـ ق) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : مَحْبُوْب ، ضِدّ : مَكْرُوْه
اَلْإِخَاءُ : ভ্রাতৃত্ব।
اَلْإِخَاءُ (مُفَاعَلَة) مصـ : ভাই বা বন্ধু হওয়া।
مَادَّه : (أ ـ خ ـ و) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاء وَنَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : اَلْإِخْوَةُ .
أَسْحَبُ : আমি মাটিতে হেঁচড়িয়ে টানি, [টেনে বেড়াতাম]।
(ف) سَحْبًا : টেনে বেড়ানো, হেঁচড়ানো, টানাটানি করা।
فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ .
مَادَّه : (س ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : أَجُرُّ
(ج) مَطَارِفُ، (و) مِطْرَفٌ : নকশি করা চাদর।
مَادَّه : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : رِدَاءٌ
اَلثَّرَاءُ : ধনাঢ্যতা।

اَلثَّرَاءُ (ن) مصـ : ধনী হওয়া।
(اِفْعَال) إِثْرَاءً : অধিক সম্পদশালী হওয়া।
مَادَّه : (ث ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : اَلْغِنَى ، ضِدّ : اَلْفَقْرُ
أَجْتَلِي (اِفْتِعَال) إِجْتِلَاءً : আমি প্রত্যক্ষ করি [করতাম]।
(ج) مَعَارِفُ، (و) مَعْرِفٌ : বদন-দীপ্তি।
مَادَّه : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : وُجُوْهٌ .
اَلسَّرَاءُ : (ج) أَسِرَّاءُ : আনন্দ, স্ফূর্তি।
مَادَّه : (س ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : اَلْمَسَرَّةُ/اَلرَّغْدُ ، ضِدّ : اَلضَّرَاءُ
رَافَقْتُ : আমি সফরসঙ্গী হলাম।
(مُفَاعَلَه) مُرَافَقَةً - هُ : কারও সফরসঙ্গী হওয়া।
(ن، س، ك) رِفْقًا، مَرْفَقًا، بِرْفَقًا - بِهِ وَلَهُ وَعَلَيْهِ : সদয় আচরণ করা।
(ن) رَفْقًا - هُ : সাহায্য করা, উপকার করা।
(ك) رَفَاقَةً : সঙ্গী হওয়া।
(ج) صَحْبٌ، (و) صَاحِبٌ : সাথী-সঙ্গী, সহচর, বন্ধু।
فِي الْحَدِيْثِ : أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مَادَّه : (ص ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
قَدْ شَقُّوْا : তারা ভেঙ্গে ফেলেছে।
(ن) شَقًّا : ভেঙ্গে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা, ফেড়ে ফেলা।
(ن) شَقَاءً مَشَقَّةً - اَلْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।
(مُفَاعَلَه) مُشَاقَّةً، شِقَاقًا - هُ : শত্রুতা করা। বিরোধিতা করা।
(تَفَاعُل) تَشَاقًّا : পরস্পরে বিরোধিতা করা।
فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا .
مَادَّه : (ش ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : كَسْرٌ ، ضِدّ : جَمْعٌ
اَلْعَصَا (ج) عِصِيٌّ : লাঠি, ছড়ি, যষ্টি।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هِيَ عَصَايَ .
مَادَّه : (ع ـ ص ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي، مُرَادِف : هَرَاوَةٌ
اَلشِّقَاقُ : বিভেদ।
اَلشِّقَاقُ (مُفَاعَلَة) مصـ : শত্রুতা করা, বিরোধিতা করা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .
مُرَادِف : اَلْخِلَافُ ، ضِدّ : اَلْوِفَاقُ .
اِرْتَضَعُوْا : স্তন্য/ দুগ্ধ পান করেছে।
(اِفْتِعَال) اِرْتِضَاعًا ، (ف ـ س) رِضَاعَةً : স্তন্যপান করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

(اِفْعَال) إِرْضَاعًا : । স্তন্য দান করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

مَادَّه : (ر ـ ض ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

(جج) أَفَاوِيْقُ (ج) فِيَقٌ ، فِيَقٌ ، فِيقَاتٌ ، أَفْوَاقٌ ، (و) فِيْقَةٌ :

দুইবার দোহনের মাঝে ওলানে যে দুধ জমা হয়।

يَقُوْلُ الْعَرَبُ : أَرْضِعْنِى أَفَاوِيْقَ بِرِّهِ .

مَادَّه : (ف ـ ى ـ ق) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : اَللَّبَنُ

اَلْوِفَاقُ : । ঐক্য।

اَلْوِفَاقُ (مُفَاعَلَة) - فِى أَوْ عَلَى الشَّىْءِ : । অনুকূল হওয়া।

- بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : । সংযুক্ত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا تَوْفِيْقِىْ إِلَّا بِاللّٰهِ .

مَادَّه : (و ـ ف ـ ق) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اَلْاِتِّحَادُ/اَلْاِتِّفَاقُ ، ضِدّ : شِقَاقٌ

لَاحُوْا : । তারা আত্মপ্রকাশ করেছে।

(ن) لَوْحًا : । উদিত হওয়া। আত্মপ্রকাশ করা।

(تَفَعُّل) تَلَوُّحًا : । স্পষ্ট হওয়া। প্রকাশ পাওয়া।

مَادَّه : (ل ـ و ـ ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : ظَهَرُوْا ، ضِدّ : خَفِىَ

(ج) أَسْنَانٌ ، أَسِنَّةٌ ، أُسُنٌّ ، (و) سِنٌّ : । দাঁত, দন্ত।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ .

مَادَّه : (س ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : نَابٌ

مُشْطٌ : (ج) أَمْشَاطٌ ، مِشَاطٌ : । চিরুনী, কাঁকুই।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ طِبٌّ فِى مُشْطٍ أَوْ مُشَاطَةٍ .

مَادَّه : (م ـ ش ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلْاِسْتِوَاءُ : । সমতা।

اَلْاِسْتِوَاءُ (اِسْتِفْعَال) مصـ : । সমান হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَسْوِيَةً : । সঠিক করা, সোজা করা, বরাবর করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَوِىْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ .

مَادَّه : (س ـ و ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (اَجْوَف وَاوِى وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : اَلْاِعْتِدَالُ ، ضِدّ : تَفَاوُتٌ

اَلنَّفْسُ : (ج) نُفُوْسٌ ، أَنْفُسٌ : । আত্মা, প্রাণ।

اَلْوَاحِدَةُ ، اَلْوَاحِدُ : । এক।

(ض) وَحْدًا ، وَحْدَةً : । একাকী হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَوْحِيْدًا : । একক স্থির করা।

(اِفْعَال) إِيْحَادًا : । একাকী ছেড়ে দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

مَادَّه : (و ـ ح ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : مُنْفَرِدَةٌ ، ضِدّ : مُجْتَمِعَة

اَلْتِئَامُ : । মিলন।

اَلْتِئَامُ (اِفْتِعَال) مصـ : । যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া।

مَادَّه : (ل ـ ء ـ م) ، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن

مُرَادِف : اِجْتِمَاعٌ ، ضِدّ : اِفْتِرَاقٌ

(ج) اَلْأَهْوَاءُ ، (و) هَوًى : । মনোবাসনা, খেয়াল-খুশি।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى .

مَادَّه : (ه ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .

مُرَادِف : مَطْلَبٌ/غَرَضٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَرْمُوْقُ الرَّخَاءِ وَمَوْمُوْقُ الْإِخَاءِ :

এই বাক্যটি طَعَنْتُ ফেয়েলের ضَمِيْر مُتَكَلِّم থেকে حَال হয়েছে এবং أَسْحَبُ مَطَارِفَ الثَّرَاءِ জুমলাটিও।

قَوْلُهُ : قَدْ شَقُّوْا عَصَا الشِّقَاقِ :

এ জুমলাটি এবং তার পরবর্তী বাক্যটি صَحْبًا -এর صِفَت হয়েছে।

قَوْلُهُ : حَتّٰى لَاحُوْا كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ :

এখানে حَتّٰى -এর مُتَعَلِّق হলো اِرْتَضَعُوْا ফেয়েল।

বালাগাত

قَوْلُهُ : دِمْيَاطَ إِلٰى عَامٍ هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ :

এখানে مِيَاط এবং دِمْيَاط -এর মাঝে جِنَاس مُرْدُوْف আর مِيَاط এবং هِيَاط -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَرْمُوْقُ الرَّخَاءِ مَوْمُوْقُ الْإِخَاءِ :

এ বাক্যে اَلْإِخَاء ও اَلرَّخَاء -এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف এবং مَوْمُوْق ও مَرْمُوْق -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَسْحَبُ مَطَارِفَ الثَّرَاءِ وَأَجْتَلِىْ مَعَارِفَ الخ :

مَطَارِف এবং مَعَارِف -এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَفَاوِيْقَ الْوِفَاقِ :

ঐক্য (وِفَاق) কে দুধ (أَفَاوِيْق) -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানে إِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَكُنَّا مَعَ ذٰلِكَ نَسِيْرُ النَّجَاءَ، وَلَا نَرْحَلُ إِلَّا كُلَّ هَوْجَاءَ، وَإِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، أَوْ وَرَدْنَا مَنْهَلًا، اِخْتَلَسْنَا اللُّبْثَ، وَلَمْ نُطِلِ الْمُكْثَ، فَعَنَّ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ، فِيْ لَيْلَةٍ فَتِيَّةِ الشَّبَابِ، غُدَافِيَّةِ الْإِهَابِ، فَأَسْرَيْنَا إِلٰى أَنْ نَضَا اللَّيْلُ شَبَابَهُ، وَسَلَتِ الصُّبْحُ خِضَابَهُ، فَحِيْنَ مَلِلْنَا السُّرٰى، وَمِلْنَا إِلَى الْكَرٰى، صَادَفْنَا أَرْضًا مُخْضَلَّةَ الرُّبَا، مُعْتَلَّةَ الصَّبَا.

অনুবাদ : এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দ্রুত সফর করতাম এবং দ্রুতগামিনী উষ্ট্রী ব্যতীত হাওদা বাঁধতাম না। যখন আমরা কোনো মনযিলে উপনীত হতাম অথবা কোনো পানস্থানে অবতরণ করতাম সেখানে কিছু সময় থামতাম এবং অবস্থান বিলম্বিত করতাম না। অতঃপর কাকের পালকের মতো কালো নবযৌবনা এক রাত্রিতে [অর্থাৎ, গভীর রাতে] আমাদের বাহনজন্তু ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই আমরা রাত্রি তার যৌবন সরিয়ে ফেলা এবং প্রভাত তার খেজাব বিদূরিত করা পর্যন্ত রাত্রিকালে সফর করলাম। অতঃপর যখন আমরা নৈশ-ভ্রমণে বিরক্ত হয়ে গেলাম এবং তন্দ্রার প্রতি আবিষ্ট হলাম তখন আমরা প্রভাতের মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট একটি সজীব উঁচু ভূমি পেলাম

শাব্দিক অনুবাদ : وَكُنَّا আমরা مَعَ ذٰلِكَ এতদসত্ত্বেও نَسِيْرُ সফর করতাম النَّجَاءِ দ্রুত لَا نَرْحَلُ আমরা হাওদা বাঁধতাম না إِلَّا ব্যতীত هَوْجَاءَ দ্রুতগামিনী উটনী وَإِذَا نَزَلْنَا যখন আমরা উপনীত হতাম مَنْزِلًا কোনো স্থানে أَوْ অথবা وَرَدْنَا অবতরণ করতাম مَنْهَلًا কোনো পানস্থানে اِخْتَلَسْنَا আমরা লুফে নিতাম اللُّبْثَ। অবস্থান করা [অর্থাৎ সেখানে কিছু সময় থামতাম] وَلَمْ نُطِلِ এবং বিলম্বিত করতাম না الْمُكْثَ। অবস্থান فَعَنَّ অতঃপর প্রয়োজন দেখা দিল لَنَا আমাদের إِعْمَالُ। ব্যবহার করা الرِّكَابِ। বাহনজন্তু فِيْ لَيْلَةٍ এক রাত্রিতে فَتِيَّةِ الشَّبَابِ নবযৌবনা غُدَافِيَّةِ الْإِهَابِ কাকের পালকের মতো কালো فَأَسْرَيْنَا তাই আমরা রাত্রিকালে সফর করলাম إِلٰى أَنْ পর্যন্ত نَضَا সরিয়ে ফেলা اللَّيْلُ। রাত্রি شَبَابَهُ তার যৌবন وَسَلَتِ এবং বিদূরিত করা الصُّبْحُ। প্রভাত خِضَابَهُ তার খেজাব/কলপ فَحِيْنَ অতঃপর যখন مَلِلْنَا আমরা বিরক্ত হয়ে গেলাম السُّرٰى। নৈশ ভ্রমণে وَمِلْنَا এবং আবিষ্ট হলাম إِلَى الْكَرٰى তন্দ্রার প্রতি صَادَفْنَا তখন আমরা পেলাম أَرْضًا ভূমি مُخْضَلَّةَ এক সবুজ-শ্যামল الرُّبَا। উঁচু ভূমি مُعْتَلَّةَ মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট الصَّبَا। প্রভাতের পূবালী মৃদু বায়ু।

শব্দ বিশ্লেষণ

كُنَّا نَسِيْرُ : । আমরা সফর করতাম।
(ض) سَيْرًا : । চলা, সফর করা, ভ্রমণ করা।
(اِفْعَال) إِسَارَةً، (تَفْعِيْل) تَسْيِيْرًا : । চালানো।
فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
مَادَّه : (س ـ ى ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى
مُرَادِف : نَنْطَلِقُ ، ضِدّ : نَمْكُثُ
اَلنَّجَاءُ (ن) مصـ : । দ্রুত চলা।
(ن) نَجْوًا ، نَجَاةً - مِنْ كَذَا : । মুক্তি পাওয়া।
قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا أَخَذْتَ النَّهْبَ فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ.
مَادَّه : (ن ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى
مُرَادِف : اَلسَّعْيُ

كُنَّا لَا نَرْحَلُ : । আমরা হাওদা বাঁধতাম না।
(ف) رَحْلًا : । সওয়ার হওয়া, হাওদা বাঁধা।
- عَنِ الْمَكَانِ : । স্থান ত্যাগ করা।
- إِلَى الْمَكَانِ : । অভিমুখী হওয়া।
(اِنْتِعَال) اِرْتِحَالًا : । রওয়ানা হওয়া।
مَادَّه : (ر ـ ح ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : لَاتَشُدُّ (الرِّحَالَ)
اَلْهَوْجَاءُ : (ج) هُوْجٌ : । দ্রুতগামিনী উষ্ট্রী।
مَادَّه : (ه ـ و ـ ج) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : نَاقَةٌ (سَرِيْعَةٌ)
كُنَّا نَزَلْنَا : । আমরা উপনীত হতাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عَنَّ (ن ، ض) عَنًّا ، عُنُونًا : সামনে এলো। প্রকাশ পেল। দেখা দিল।

(اِفْتِعَال) اِعْتِنَانًا : সামনে আসা। দেখা দেওয়া। প্রকাশ পাওয়া।

عَنِ الشَّيْءِ - : উপেক্ষা করা, মুখ ফিরানো।

قَالَ الشَّاعِرُ : فَعَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَى دُوَارٍ فِي مُلَاءٍ مُذَيَّلٍ .

مَادَّه : (ع ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : عَرَضَ/ظَهَرَ

إِعْمَالٌ (اِنْفَعَال) مصـ : ব্যবহার করা।

مُرَادِف : اِسْتِعْمَالٌ/اِسْتِخْدَامٌ

رِكَابٌ (ج) رُكُبٌ ، رَكَائِبُ ، رِكَابَاتٌ : উট। বাহনজন্তু।

(ج) رِكَابٌ ، (و) رَاحِلَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) : উট। বাহনজন্তু।

لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلٌ ، لَيْلَاتٌ : রাত, রজনী।

فَتِيَّةٌ (صف، مؤ) (ج) فَتِيَّاتٌ : নবযৌবনা।

س) فَتَى ، (تَفَعُّل) تَفَتِّيًا : যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .

مَادَّه : (ف ـ ت ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : حَدِيثَةٌ/شَابَّةٌ

اَلشَّبَابُ : যৌবন।

اَلشَّبَابُ (ض) مصـ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

غُدَافِيَّةٌ ، غُدَافِيٌّ : কালো কাক সদৃশ, কালো কাকের মতো।

مَادَّه : (غ ـ د ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : غُرَابِيَّةٌ

اَلْإِهَابُ (ج) أُهُبٌ ، أَهَبٌ ، أَهِبَةٌ : চামড়া, বাকল [এখানে- পালক]।

فِي الْحَدِيثِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

مَادَّه : (أ ـ ه ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوز فَا .

مُرَادِف : جِلْدٌ

أَسْرَيْنَا : আমরা রাত্রিকালে সফর করলাম।

(اِفْعَال) إِسْرَاءٌ ، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِرَاءٌ ، (ض) سَرًى : নৈশ ভ্রমণ করা, রাত্রিকালে সফর করা।

(ض) نُزُولًا : উপনীত হওয়া।

مَنْزِلٌ (ج) مَنَازِلُ : উপনীত হওয়ার জায়গা, ঘর, মনযিল।

كُنَّا وَرَدْنَا : আমরা অবতরণ করতাম।

(ض) وُرُودًا : অবতরণ করা।

مَنْهَلٌ : (ج) مَنَاهِلُ : পথের ধারে অবস্থিত। পানস্থান, পানির ঘাট।

(ن) نَهْلًا ، مَنْهَلًا (مِنَ الْأَضْدَادِ) : তৃষ্ণার্ত হওয়া। প্রথমবার পান করা।

مَادَّه : (ن ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَوْرِدٌ

كُنَّا اِخْتَلَسْنَا : আমরা লুফে নিতাম। ছোঁ মেরে নিতাম।

(اِفْتِعَال) اِخْتِلَاسًا : ছোঁ মেরে নেওয়া। লুফে নেওয়া।

(ض) خَلْسًا ، خِلِّيْسَى - الشَّيْءَ : ছোঁ মেরে নেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُخَالَسَةً : জলদি করা।

مَادَّه : (خ ـ ل ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِخْتَطَفْنَا/اِسْتَرَقْنَا

اَللَّبْثُ (س) ، مصـ : অবস্থান করা, থামা।

(اِفْعَال) إِلْبَاثًا (تَفْعِيل) تَلْبِيثًا : অবস্থান করানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ .

مَادَّه : (ل ـ ب ـ ث) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَكْثُ/اَلْإِقَامَةُ ، ضِدّ : اَلسَّيْرُ

(كُنَّا) لَمْ نُطِلْ : আমরা বিলম্বিত করতাম না।

(اِفْعَال) إِطَالَةً : দীর্ঘায়িত করা, বিলম্বিত করা, লম্বা করা।

(ن) طُوْلًا : লম্বা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ .

مَادَّه : (ط ـ و ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : لَمْ نُمِدَّ ، ضِدّ : لَمْ نُقَصِّرْ

اَلْمَكْثُ (ن) مصـ : অবস্থান করা, থামা।

(اِفْعَال) إِمْكَاثًا : থামানো, অবস্থান করানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ .

مَادَّه : (م ـ ك ـ ث) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَللَّبْثُ ، ضِدّ : اَلسَّيْرُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .
مَادَّه : (س - ر - ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : سِرْنَا (بِاللَّيْلِ)
أَنْ نَضَا (أَنْ مَصْدَرِيَّة) : : সরিয়ে দেওয়া, খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা।
(ن) نَضْوًا : : উন্মুক্ত করা। খুলে ফেলা। সরিয়ে দেওয়া।
اللَّيْلُ : (ج) لَيَالٍ (لَيَالِي)، لَيَائِلُ। রাত, রজনী।
(أَنْ) سَلَتَ (أَنْ مَصْدَرِيَّة) : : বিদূরিত করা, সরিয়ে দেওয়া।
(ض) سَلْتًا : : সরিয়ে দেওয়া। বিদূরিত করা।
(ض) سَلْتًا، (اِفْتِعَال) اِسْتِلَاتًا - اَلْقَصْعَةَ : আঙ্গুল দিয়ে পাত্র চাটা।
مَادَّه : (س - ل - ت) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَزَالَ ، ضِدّ : أَثْبَتَ
اَلصُّبْحُ : (ج) أَصْبَاحٌ : : প্রভাত, ভোর, প্রত্যূষ, ঊষা।
خِضَابٌ : : রঙ, কলপ, [চুল কালো করার রঙ]।
(اِفْتِعَال) اِخْتِضَابًا، (تَفَعُّل) تَخَضُّبًا : : মেহেদী রঞ্জিত হওয়া।
(ض) خِضَابًا (تَفْعِيْل) تَخْضِيْبًا : : কলপ লাগানো।
فِي الْحَدِيْثِ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ
مَادَّه : (خ - ض - ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مَلِلْنَا : : আমরা বিরক্ত হলাম [...হয়ে গেলাম]।
(س) مَلَلًا، مَلَالًا : : অতিষ্ঠ হওয়া, বিরক্ত হওয়া।
(اِفْعَال) إِمْلَالًا - عَلَيْهِ الْأَمْرَ : : বিরক্ত করা।
- اَلْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : : লিখানো।
وَمِنْهُ : أَمْلَى إِمْلَاءً - اَلْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : : লেখানো।
فِي الْحَدِيْثِ : فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .
مَادَّه : (م - ل - ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : سَئِمْنَا ، ضِدّ : فَرِحْنَا
اَلسُّرَى (ض) مصـ : : রাত্রিকালে সফর করা, নৈশ ভ্রমণ।
مِلْنَا : : আমরা আবিষ্ট হলাম।
(ض) مَيْلًا، مَيَلَانًا : : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ .
مَادَّه : (م - ى - ل)، جِنْس : أَجْوَف

اَلْكَرَى : : তন্দ্রা।
اَلْكَرَى (س) مصـ : : তন্দ্রা আসা।
(إِفْعَال) إِكْرَاءً : : ভাড়া দেওয়া।
(اِفْتِعَال) اِكْتِرَاءً : : ভাড়া নেওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكَرَى عَرَّسَ .
مَادَّه : (ك - ر - ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : نُعَاس/تَهْوِيْم ، ضِدّ : اَلسَّهَرُ
صَادَفْنَا : : আমরা পেলাম।
(مُفَاعَلَه) مُصَادَفَةً : : পাওয়া, লাভ করা।
(ن، ض) صَدْفًا : : বিমুখ হওয়া, বাধা দেওয়া, সরে যাওয়া।
(إِفْعَال) إِصْدَافًا : : সরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ آيَاتِنَا .
مَادَّه : (ص - د - ف) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : وَجَدْنَا .
أَرْض : (ج) أَرْضُوْنَ، أَرَاضٍ ، أَرَاضٍ : : ভূমি, জমি, পৃথিবী।
مُخْضَلَّةٌ (فا، مؤ) : : সজীব।
(اِفْعِلَال) اِخْضِلَالًا، (إِفْعَال) إِخْضَالًا، (س) خَضَلًا : সিক্ত হওয়া। সজীব হওয়া।
مَادَّه : (خ - ض - ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُبْتَلَّة/مُخْضَرَّة ، ضِدّ : مُخْصَبَة
(ج) اَلرُّبَا، اَلرُّبَى، (و) رَبْوَةٌ : : উঁচু ভূমি।
فِي الْقُرْآنِ : كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ .
مَادَّه : (ر - ب - ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : اَلْكُدَى
مُعْتَلَّةٌ (فا، مؤ) : : মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট।
(اِفْتِعَال) اِعْتِلَالًا : মৃদু আবহাওয়া বিশিষ্ট হওয়া, মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট হওয়া। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া।
(إِفْعَال) إِعْلَالًا - ه اللّٰهُ : : ব্যাধিগ্রস্ত করা, অসুস্থ করা।
عَلَّ (مع) (ض) عِلَّةً : : অসুস্থ হওয়া।
مَادَّه : (ع - ل - ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : لَيِّنَة ، ضِدّ : مُزَعْزِعَة
اَلصَّبَا : (ج) صَبَوَاتٌ، أَصْبَاءٌ : : প্রভাতের পূবালী মৃদু বায়ু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ن) صَبْوًا : । আকৃষ্ট হওয়া ।

قَالَ الشَّاعِرُ : نَسِيْمُ الصَّبَاجَاءَتْ بِرِيَّا الْقَرَنْفَلِ

مَادَّه : (ص . ب . و) ، ضِدّ : مَزْعَةٌ

مُرَادِف : قَبُولٌ، ضِدّ : دَبُوْرٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كُنَّا نَسِيْرُ النَّجَاءِ :

مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مِنْ এর- نَسِيْرُ শব্দটি এখানে النَّجَاءِ غَيْرِ لَفْظِهِ

قَوْلُهُ : لَا نَرْحَلُ إِلَّا كُلَّ هَوْجَاءَ :

এখানে لَا نَرْحَلُ مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغٌ হয়েছে, মূল ইবারত ছিল رِكَابًا إِلَّا كُلَّ هَوْجَاءَ

قَوْلُهُ : وَعَنَّ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ ..... غُدَافِيَّةِ الْإِهَابِ :

অত্র বাক্যে عَنْ -এর মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে إِعْمَالُ الرِّكَابِ ফায়েল غُدَافِيَّةِ الْإِهَابِ এবং فَتِيَّةِ الشَّبَابِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে لَيْلَة -এর صِفَت অতঃপর صِفَت ও مَوْصُوْف মিলে فِيْ হরফে জারের مَجْرُوْر ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : حَتّٰى لَاحُوْا كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ الخ :

উল্লিখিত বাক্যে صَحْب হলো مُشَبَّه আর كَاف হরফে তাশবীহ أَسْنَانِ الْمُشْطِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُشَبَّه بِه আর وَجْهُ الشِّبْهِ হলো فِى الْاِسْتِوَاءِ

قَوْلُهُ : كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِى الْتِئَامِ الْهَوَاءِ :

এখানে صَحْب হচ্ছে مُشَبَّه আর كَاف হরফে তাশবীহ اَلنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ মাউসূফ ও সিফাত মিলে مُشَبَّه بِه এবং وَجْهُ الشِّبْهِ হলো فِى الْتِئَامِ الْهَوَاءِ

قَوْلُهُ : سَلَتِ الصُّبْحُ :

এখানে ভোরের অন্ধকারকে خِضَاب [কলপ]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে, এখানে شِبْه بِه উল্লেখ আছে, এবং مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

فَتَخَيَّرْنَاهَا مُنَاخًا لِلْعِيسِ ، وَمَحَطًّا لِلتَّعْرِيسِ. فَلَمَّا حَلَّهَا الْخَلِيطُ ، وَهَدَأَ بِهَا الْأَطِيطُ وَالْغَطِيطُ ، سَمِعْتُ صَيِّتًا مِنَ الرِّجَالِ، يَقُولُ لِسَمِيرِهِ فِي الرِّحَالِ : كَيْفَ حُكْمُ سِيرَتِكَ، مَعَ جِيلِكَ وَجِيرَتِكَ؟ فَقَالَ أَرْعَى الْجَارَ، وَلَوْ جَارَ، وَأَبْذُلُ الْوِصَالَ، لِمَنْ صَالَ ، وَأَحْتَمِلُ الْخَلِيطَ، وَلَوْ أَبْدَى التَّخْلِيطَ، وَأَوَدُّ الْحَمِيمَ، وَلَوْ جَرَّعَنِي الْحَمِيمَ -

অনুবাদ : অতঃপর সে স্থানকে আমরা উট থামাবার স্থান এবং শেষ রাত্রি যাপনের জায়গা হিসাবে মনোনীত করলাম। অতঃপর যখন সফর সঙ্গী সেখানে অবতরণ করল এবং সেখানে উটের আওয়াজ ও [মানুষের] নাক ডাকা থেমে গেল তখন আমি একজন উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট পুরুষ ব্যক্তিকে তার রাত্রিতে গল্প করার সাথীকে হাওদায় বসে বলতে শুনলাম, তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিবেশীদের সাথে তোমার আচরণ কি রকম? উত্তরে সে বলল, আমি প্রতিবেশীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখি, যদিও সে অবিচার করে। যে ব্যক্তি [আমার উপর] আক্রমণ করে তাকে আমি আমার সান্নিধ্য দান করি। আমি সাথীকে [অর্থাৎ সাথীর পীড়ন] সহ্য করি, যদিও সে কৃত্রিমতা প্রকাশ করে। আমি বন্ধুকে ভালোবাসি, যদিও সে আমাকে গরম পানি গিলায়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَخَيَّرْنَاهَا অতঃপর আমরা সে স্থানকে মনোনীত করলাম مُنَاخًا لِلْعِيسِ উট থামাবার স্থান وَمَحَطًّا এবং জায়গা হিসেবে لِلتَّعْرِيسِ শেষ রাত্রি যাপনের فَلَمَّا حَلَّهَا অতঃপর যখন সেখানে অবতরণ করল الْخَلِيطُ সফরসঙ্গী وَهَدَأَ بِهَا এবং সেখানে থেমে গেল الْأَطِيطُ উটের আওয়াজ وَالْغَطِيطُ এবং [মানুষের] নাক ডাকা سَمِعْتُ তখন আমি শুনলাম صَيِّتًا উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে مِنَ الرِّجَالِ পুরুষ يَقُولُ বলতে لِسَمِيرِهِ তার রাত্রিতে গল্প করার সাথীকে فِي الرِّحَالِ হাওদায় বসে كَيْفَ حُكْمُ কি রকম [বিধান] سِيرَتِكَ তোমার আচরণ مَعَ جِيلِكَ তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গের সাথে وَجِيرَتِكَ ও তোমার প্রতিবেশীদের সাথে فَقَالَ উত্তরে সে বলল أَرْعَى আমি লক্ষ্য রাখি الْجَارَ প্রতিবেশী وَلَوْ جَارَ যদিও সে অবিচার করে وَأَبْذُلُ আমি দান করি الْوِصَالَ সান্নিধ্য لِمَنْ তাকে যে ব্যক্তি صَالَ আক্রমণ করে وَأَحْتَمِلُ আমি সহ্য করি الْخَلِيطَ সাথী وَلَوْ أَبْدَى যদিও সে প্রকাশ করে التَّخْلِيطَ কৃত্রিমতা وَأَوَدُّ আমি ভালোবাসি الْحَمِيمَ বন্ধু وَلَوْ جَرَّعَنِي যদিও সে আমাকে গিলায় الْحَمِيمَ গরম পানি।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَخَيَّرْنَا : আমরা মনোনীত করলাম।

(تَفَعُّل) تَخَيُّرًا، (اِفْتِعَال) اِخْتِيَارًا : নির্বাচন করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا -

مَادَّه : (خ ـ ی ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اِصْطَفَيْنَا -

مُنَاخٌ (اِسْم ظَرْف) : উট বসার বা বসানোর জায়গা, অবস্থানস্থল।

(اِفْعَال) إِنَاخَةً : উট বসানো।

- بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।

مَادَّه : (ن ـ و ـ خ) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : مَبْرَكٌ/مَنْزِلٌ

(ج) اَلْعِيسُ،(و) أَعْيَسُ : মেটে রঙ বা ঈষৎ হরিদ্রাভ কালো রঙের উট।

مَادَّه : (ع ـ ی ـ س) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اَلْإِبِلُ

مَحَطٌّ، مَحَطَّةٌ : (ج) مَحَاطٌّ ، مَحَطَّاتٌ : থামার জায়গা, উপনীত হওয়ার স্থান।

(ن) حَطًّا - فُلَانٌ : নামা, অবতরণ করা।

- الشَّيْءَ : নামানো, অবতীর্ণ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূল্য হ্রাস পাওয়া। : السِّعْرُ -

السِّعْرُ : মূল্য হ্রাস করা।

فِى الْقُرْآنِ : قُوْلُوْا حِطَّةٌ .

مَادَّه : (ح ـ ط ـ ط) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : مَنْزِلٌ/مَوْرِدٌ

اَلتَّعْرِيْسُ (تَفْعِيْل) مصـ : বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে সফর বিরতি দিয়ে কোথাও অবস্থান করা।

(ن) عَرْسًا : প্রফুল্ল থাকা।

فِى الْحَدِيْثِ : اِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلٰى ظَهْرِ الطَّرِيْقِ .

مَادَّه : (ع ـ ر ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلنُّزُوْلُ (فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ)

حَلَّ : অবতরণ করল।

(ن) حَلًّا ، حُلُوْلًا : অবতরণ করা।

اَلْخَلِيْطُ : (ج) خُلَطَاءُ، خُلُطٌ : অংশীদার, সহচর [এখানে- সফরসঙ্গী]।

(ض) خَلْطًا، (تَفْعِيْل) تَخْلِيْطًا - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ : মিশ্রিত করা।

(اِفْعَال) اِخْلَاطًا - الْفَرَسُ : দৌড়ে ত্রুটি করা।

(مُفَاعَلَة) مُخَالَطَةً، خِلَاطًا : মিলিত হওয়া। সাথে থাকা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

مَادَّه : (خ ـ ل ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلرُّفْقَةُ/الصَّحْبُ

هَدَأَ : নীরব-নিথর হয়ে গেল, থেমে গেল, শান্ত হয়ে গেল, স্থির হয়ে গেল।

(ف) هَدْأً ـ هُدُوْءً : শান্ত হওয়া, নীরব হওয়া, স্থির হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَهْدِئَةً ،(اِفْعَال) اِهْدَاءً : স্থির করা, শান্ত করা, চুপ করানো।

يُقَالُ : تَسَاقَطُوْا اِلٰى بَلَدِ كَذَا فَهَدَ اَوَافِيْهِ :

مَادَّه : (ه ـ د ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام

مُرَادِف : سَكَنَ/صَمَتَ ، ضِدّ : صَاتَ/صَاحَ

اَلْاَطِيْطُ : উটের আওয়াজ।

اَلْاَطِيْطُ (ض)مصـ : আওয়াজ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : فَجَعَلَنِىْ فِىْ صَهِيْلٍ وَّاَطِيْطٍ .

مَادَّه : (أ ـ ط ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا ، وَنَاقِص يَائِى)

مُرَادِف : صَوْتُ (الْاِبِلِ)

اَلْغَطِيْطُ : নাক ডাকার শব্দ।

اَلْغَطِيْطُ (ض)مصـ : ঘুমন্ত ব্যক্তির নাক ডাকা।

(ن ـ ض) غَطًّا، (اِفْعَال) اِغْطَاطًا : পানিতে ডুবানো, নিমজ্জিত করা।

فِى الْحَدِيْثِ : اِنَّهُ نَامَ حَتّٰى سَمِعَ غَطِيْطَهُ .

مَادَّه : (غ ـ ط ـ ط) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : صَوْتُ (النَّائِمِ)

سَمِعْتُ : আমি শুনলাম।

(س) سَمْعًا ، سَمَاعًا ، سَمَاعَةً : শোনা।

صَيِّتٌ : উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(ن) صَوْتًا : শব্দ করা, আওয়াজ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : كَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلًا صَيِّتًا .

مَادَّه : (ص ـ و ـ ت) ، جنس : اجوف واوى

مُرَادِف : جَهِيْرُ (الصَّوْتِ)

(ج) رِجَالٌ، رَجَلَةٌ ، اَرَاجِلُ ، رِجَالَاتٌ، (و) رَجُلٌ : পুরুষ।

(ن) رَجْلًا - الْفَصِيْلَ : উষ্ট্রী শাবককে মায়ের দুধ পান করতে মুক্ত করে দেওয়া।

- الشَّاةَ : বকরির পা বেঁধে দেওয়া।

- ه : পায়ে আঘাত করা।

(س) رَجَلًا : পায়ে হাঁটা।

- الشَّعْرُ : চুল কোঁকড়ানো হওয়া।

سَمِيْرٌ (صف، مذ) (ج) سُمَرَاءُ : রাত্রির গল্পকার, রাত্রিতে গল্প করার সাথী।

(ن) سَمَرًا ، سُمُوْرًا : রাতে গল্প করা।

(س ـ ك)، سُمْرَةً، (اِفْعِلَال) اِسْمِرَارًا : বাদামী বর্ণ হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : نَهٰى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

مَادَّه : (س ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رَفِيْقٌ (فِىْ حَدِيْثِ اللَّيْلِ) .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَبْذُلُ : আমি দান করি, ব্যয় করি।

(ض) بَذْلًا : দান করা। ব্যয় করা।

اَلْوِصَالُ : সান্নিধ্য, সংসর্গ।

اَلْوِصَالُ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : সম্পর্ক রাখা।

صَالَ (ن) صَوْلًا، صِيَالًا صَوَلَانًا : আক্রমণ করল [করে]।

أَحْتَمِلُ : আমি সহ্য করি, বহন করি।

(اِفْتِعَال) اِحْتِمَالًا : সহ্য করা। বহন করা।

مُرَادِف : أَصْبِرُ

اَلْخَلِيطُ (يَقَعُ لِلْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى خُلَطَاءٍ وَخُلُطٍ) : সাথী।

أَبْدَى : সে প্রকাশ করল [করে]।

(اِفْعَال) إِبْدَاءً : প্রকাশ করা।

اَلتَّخْلِيطُ : কৃত্রিমতা।

اَلتَّخْلِيطُ (تَفْعِيل) مصـ : ভেজাল করা, কৃত্রিম করা।

(ض) خَلْطًا : মিশ্রণ করা।

(اِفْتِعَال) اِخْتِلَاطًا : মিশে যাওয়া, মিশ্রিত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَخْلِيطًا : কৃত্রিম করা, ভেজাল করা।

- فِي الْكَلَامِ : বাজে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا .

مَادَّه : (خ ـ ل ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّلْبِيْسُ ، ضِدّ : اَلْإِخْلَاصُ

أَوَدُّ : (س) وُدًّا ، وَدَادًا : আমি ভালোবাসি, আগ্রহ করি।

(س) وُدًّا، وَدَادًا، مَوَدَّةً : ভালোবাসা, মহব্বত করা।

(مُفَاعَلَه) وِدَادًا، مُوَادَّةً : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ .

مَادَّه : (و ـ د ـ د)، جِنْس: مُرَكَّب (مِثَال وَاوِي وَ مُضَاعَف ثُلَاثِي)

مُرَادِف : أَحَبُّ ، ضِدّ : أَبْغَضُ

اَلْحَمِيْمُ : (ج) أَحِمَّاءُ : নিকটাত্মীয়, একান্ত আন্তরিক ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ .

مَادَّه : (ح ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

(ج) رِحَالٌ، أَرْحُلٌ، (و) رَحْلٌ : হাওদা। মনযিল। অবস্থানস্থল।

(ف) رَحْلًا، رَحِيْلًا، تَرْحَالًا - عَنِ الْمَكَانِ : ছেড়ে যাওয়া।

- إِلَى الْمَكَانِ : গমন করা।

- اَلْبَعِيْرَ : হাওদা/ বাধা।

كَيْفَ : কেমন, কি রকম।

حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : ফয়সালা, নির্দেশ, বিধান।

سِيْرَةٌ : (ج) سِيَرٌ : অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন-চরিত।

فِي الْقُرْآنِ : سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلَى .

مَادَّه : (س ـ ي ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : عَادَةٌ

جِيْلٌ : (ج) أَجْيَالٌ، جِيْلَانٌ : প্রজন্ম, সমকালীন ব্যক্তিবর্গ।

مَادَّه : (ج ـ ي ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : مُعَاصِرٌ

(ج) جِيْرَةٌ، (و) جَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّيْ جَارٌ لَكُمْ .

مَادَّه : (ج ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : جِيْرَانٌ .

أَرْعَى : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি।

(ف) رَعْيًا، رِعَايَةً - اَلْجَارَ : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

- اَلْمَاشِيَةَ : গবাধিপশু চলানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا .

مَادَّه : (ر ـ ع ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَحْفَظُ

جَارٌ : (ج) جِيْرَانٌ، جِيْرَةٌ، جِوَارٌ، أَجْوَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।

جَارَ (ن) جَوْرًا : সে অবিচার করল [করে]।

(ن) جَوْرًا - عَلَى فُلَانٍ : অবিচার করা, জুলুম করা।

(اِفْعَال) إِجَارَةً : আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা।

- عَنْ كَذَا : সরিয়ে দেওয়া। বিচ্যুত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهَا جَائِرٌ .

مَادَّه : (ج ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : ظُلْمٌ/تَعَدِّيْ ، ضِدّ : عَدْلٌ

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ : أَرْعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارَ :

جَزَاء টা মُقَدَّم [যাদের মতানুসারে جَزَاء এটা أَرْعَى الْجَارَ মُقَدَّم হওয়া জায়েজ] অথবা دَالٌّ عَلَى الْجَزَاءِ [যাদের মতে جَزَاء টা মُقَدَّم হওয়া নাজায়েজ] হরফে শর্ত لَوْ জুমলা جَار হয়ে شَرْط আর ২য় মতানুসারে رَعَى الْجَار জাযা মাহযূফ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : هَذَا بِهَا الْأَطِيْطُ وَالْغَطِيْطُ :

أَطِيْطُ এবং غَطِيْطُ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : سَمِعْتُ صَيِّتًا مِنَ الرِّجَالِ .... فِى الرِّحَالِ :

اَلرِّجَال এবং اَلرِّحَال -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَرْعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارَ :

اَلْجَار ও جَار -এর মাঝে جِنَاس مُسْتَوْفى হয়েছে।

قَوْلُهُ اَبْذُلُ الْوِصَالَ لِمَنْ صَالَ :

اَلْوِصَال এবং صَالَ -এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَحْتَمِلُ الْخَلِيْطَ وَلَوْ أَبْدَى التَّخْلِيْطَ :

এখানে اَلْخَلِيْط এবং اَلتَّخْلِيْط -এর মধ্যে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَوَدُّ الْحَمِيْمَ وَلَوْ جَرَّعَنِى الْحَمِيْمَ :

এখানে উভয় اَلْحَمِيْم -এর মাঝে جِنَاس مُتَمَاثِل হয়েছে। এবং ২য় اَلْحَمِيْم -এর মধ্যে إِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে। কেননা এখানে মন্দ আচরণকে গরম পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে। مُشَبَّه بِه উল্লেখিত مُشَبَّه উহ্য রয়েছে।

مُرَادِف : اَلصَّدِيْق (اَلْخَلِص) ، ضِدّ : عَدُوٌّ

جَرَّعَ : সে গিলাল গিলায়।

(تَفْعِيْل) تَجْرِيْعًا - اَلْمَاءَ : পানি এক এক ঢোক করে পান করানো, গিলানো। গলাধঃকরণ করানো।

(س) جَرْعًا ،(ف) جَرْعًا ، (تَفَعُّل) تَجَرُّعًا ، (اِفْتِعَال) اِجْتِرَاعًا : এক সাথে গলধঃকরণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ .

مَادَّه : (ج ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : سَقَانِى .

اَلْحَمِيْمُ : (ج) حَمَائِمُ । গরম পানি।

(ن) حَمًّا : গরম করা, উত্তপ্ত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا .

مَادَّه : (ح ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْمَاءُ الْحَارُّ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : سَمِعْتُ صَيِّتًا ...... فِى الرِّحَالِ :

এখানে يَقُوْلُ لِسَمِيْرِهِ বাক্যটি صَيِّتًا থেকে حَال হয়েছে। অতঃপর سَمِعْتُ জুমলাটি لَمَّا حَلَّهَا الْخَلِيْطُ الخ -এর جَوَاب -

قَوْلُهُ : كَيْفَ حُكْمُ سِيْرَتِكَ ...... وَجِيْرَتِكَ :

এই বাক্যে كَيْفَ শব্দটি خَبَر مُقَدَّم আর حُكْمُ শব্দটি مُضَاف এবং سِيْرَتِكَ মুযাফ ইলাইহি। আর مَعَ جِيْلِكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে سِيْرَة -এর ظَرْف। অতঃপর حُكْم শব্দটি তার مُضَاف إِلَيْه কে নিয়ে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة خَبَرِيَّة إِنْشَائِيَّة।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَأُفَضِّلُ الشَّفِيْقَ، عَلَى الشَّقِيْقِ، وَأَفِي لِلْعَشِيْرِ، وَإِنْ لَمْ يُكَافِئْ بِالْعُشَيْرِ، وَأَسْتَقِلُّ الْجَزِيْلَ، لِلنَّزِيْلِ، وَأَغْمُرُ الزَّمِيْلَ بِالْجَمِيْلِ، وَأُنْزِلُ سَمِيْرِيْ، مَنْزِلَةَ أَمِيْرِيْ، وَأُحِلُّ أَنِيْسِيْ، مَحَلَّ رَئِيْسِيْ، وَأُوْدِعُ مَعَارِفِيْ، عَوَارِفِيْ، وَأُوْلِيْ مُرَافِقِيْ، مَرَافِقِيْ،

অনুবাদ : আমি সুহৃদ বন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের উপর অগ্রাধিকার দেই। আমি আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে আদায় করি, যদিও সে এক দশমাংশ প্রতিদান না দেয়। আমি অতিথির জন্য [কৃত] অধিক আতিথেয়তাকে কম মনে করি। আমি সফরসঙ্গীকে সৎব্যবহার দ্বারা ঢেকে নিই। আমি আমার রাত্রির গল্পকরার সাথীকে আমার নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করি। আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমার মনিবের স্থানে উপনীত করি। আমি আমার পরিচিতদের কাছে আমার দান-দাক্ষিণ্য আমানত রাখি। [অর্থাৎ, তাদেরকে অামি বখশিশ করি]। আমি আমার সহচরকে আমার কল্যাণ দান করি।

শাব্দিক অনুবাদ : أُفَضِّلُ আমি অগ্রাধিকার দেই الشَّفِيْقَ সুহৃদ বন্ধুকে عَلَى الشَّقِيْقِ সহোদর ভাইয়ের উপর أَفِي আমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করি لِلْعَشِيْرِ আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য وَإِنْ لَمْ يُكَافِئْ যদিও সে প্রতিদান না দেয় بِالْعُشَيْرِ এক দশমাংশ وَأَسْتَقِلُّ আমি কম মনে করি الْجَزِيْلَ অধিক আতিথেয়তাকে لِلنَّزِيْلِ অতিথির জন্য أَغْمُرُ আমি ঢেকে দেই الزَّمِيْلَ সফরসঙ্গীকে بِالْجَمِيْلِ সৎ ব্যবহার দ্বারা أُنْزِلُ আমি অধিষ্ঠিত করি سَمِيْرِيْ আমার রাত্রির গল্পকার সাথীকে مَنْزِلَةَ মর্যাদা أَمِيْرِيْ আমার নেতা أُحِلُّ আমি উপনীত করি أَنِيْسِيْ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে مَحَلَّ স্থান رَئِيْسِيْ আমার মনিব وَأُوْدِعُ আমি আমানত রাখি مَعَارِفِيْ আমার পরিচিতদের কাছে عَوَارِفِيْ আমার দান-দাক্ষিণ্য أُوْلِيْ আমি দান করি مُرَافِقِيْ আমার সহচরকে مَرَافِقِيْ আমার কল্যাণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُفَضِّلُ : আমি অগ্রাধিকার দেই।

(تَفْعِيْل) تَفْضِيْلًا : অগ্রাধিকার দেওয়া।

اَلشَّفِيْقُ (صف، مذ) (ج) شُفَقَاءُ : সুহৃদ বন্ধু, হিতৈষী বন্ধু।

(س) شَفَقًا (إفْعَال) إِشْفَاقًا : দয়া করা। শঙ্কাবোধ করা।

فِي الْقُرآنِ : وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

مَادَّه : (ش ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُحِبُّ ، ضِد : عَدُوٌّ

اَلشَّقِيْقُ (صف، مذ) (ج) أَشِقَّاءُ :

কোনো বস্তুর সমান দুই ভাগের একভাগ, সহোদর ভাই।

(ن) شَقًّا : চিরা, বিদীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَة) مُشَاقَّةً ـ ٥ : শত্রুতা করা। বিরুদ্ধাচরণ করা।

فِي الْقُرآنِ : ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

مَادَّه : (ش ـ ق ـ ق) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْأَخُ

أَفِيْ : আমি পূর্ণ করি, পরিপূর্ণভাবে আদায় করি।

(ض) وَفَاءً : পূর্ণ করা, পরিপূর্ণভাবে আদায় করা।

(إفْعَال) إِيْفَاءً : পূর্ণ করা।

اَلْعَشِيْرُ (صف) (ج) عُشَرَاءُ : গোত্র, নিকটাত্মীয়, বন্ধু, স্বামী, স্ত্রী।

(مُفَاعَلَة) مُعَاشَرَةً ـ ٥ : মিলেমিশে অবস্থান করা।

فِي الْقُرآنِ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ .

مَادَّه : (ع ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلرَّفِيْقُ/اَلْقَرِيْبُ

لَمْ يُكَافِئْ : প্রতিদান দেয় নি [দেয় না]।

(مُفَاعَلَة) مُكَافَاةً، كِفَاءً : মোকাবিলা করা। সদৃশ হওয়া। প্রতিদান দেওয়া।

(إفْعَال) إِكْفَاءً ـ اَلْإِنَاءَ : উল্টে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِنْفِعَال) اِنْكِفَاءً : বিক্ষিপ্ত হওয়া। ফিরে আসা। পরাজিত হওয়া।

- إِلَى كَذَا : ঝুঁকে পড়া।

- اَلْكَوْنَ : পরিবর্তিত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُوْرِ .

مَادَّه : (ك ـ ف ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْزُ اللَّامِ

مُرَادِف : لَمْ يُجَاز

اَلْعَشِيْرُ (صف، مذ) (ج) أَعْشِرَاءُ : এক দশমাংশ।

(ن، ض) عَشْرًا، (تَفْعِيل) تَعْشِيْرًا : দশটির মধ্যে একটি বা এক দশমাংশ গ্রহণ করা। নয়ের পর দশ পূর্ণ করা। দশম হওয়া।

أَسْتَقِلُّ : আমি কম মনে করি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقْلَالًا : কম মনে করা।

(اِفْعَال) اِقْلَالًا - اَلشَّيْءَ : বহন করা। উঁচু করা। হ্রাস করা।

(ض) قَلًّا، قُلًّا، قِلَّةً : কম হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ .

مُرَادِف : اَسْتَنْقِصُ ، ضِدّ : اَسْتَكْثِرُ

اَلْجَزِيْلُ : (ج) أَجْزَالٌ، جِزَالٌ (أَيِ الْعَطَاءُ الْجَزِيْلُ) : প্রচুর দান, [এখানে অধিক আতিথেয়তা উদ্দেশ্য]।

اَلنَّزِيْلُ (صف، مذ) (ج) نُزَلَاءُ : অভ্যাগত, অতিথি, উপনীত।

(ض) نُزُوْلًا : অবতীর্ণ হওয়া। উপনীত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيْمٍ .

مَادَّه : (ن ـ ز ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلضَّيْفُ

أَغْمُرُ : আমি ঢেকে নিই।

(ن) غَمْرًا : নিমজ্জিত করা। আচ্ছাদিত করা, ঢেকে নেওয়া।

(س) غَمَرًا - صَدْرُهُ عَلَى فُلَانٍ : বিদ্বেষপূর্ণ হওয়া।

مَادَّه : (غ ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَغْطِى/اَسْتُرُ ، ضِدّ : اَنْزِعُ/اَظْهَرُ

اَلزَّمِيْلُ : (ج) زُمَلَاءُ : বাহনজন্তুতে আরোহী দুজনের একজন। সফরসঙ্গী, সমপেশাজীবী।

(تَفَعُّل) تَزَمُّلًا، (اِفْتِعَال) اِزْمِلًا : কাপড় জড়ানো।

(تَفْعِيل) تَزْمِيْلًا : আবৃত করা। গোপন করা।

فِى الْحَدِيْثِ : زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى .

مَادَّه : (ز ـ م ـ ل)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلرَّفِيْقُ/اَلرَّدِيْفُ

اَلْجَمِيْلُ : (ج) جُمَلَاءُ : সুন্দর, কমনীয়। সদ্ব্যবহার।

(تَفْعِيل) تَجْمِيْلًا : সুন্দর করা।

(ك) جَمَالًا : সুন্দর হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ .

مَادَّه : (ج ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَسَنُ ، ضِدّ : اَلْقَبِيْحُ

أُنْزِلُ (اِفْعَال) اِنْزَالًا : আমি অবতীর্ণ করি, অধিষ্ঠিত করি।

سَمِيْرٌ :(ج) سُمَرَاءُ : রাত্রিবেলায় গল্প করার সাথী।

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنَازِلُ : মর্যাদা, অবতরণস্থল, বাড়ি।

أَمِيْرٌ : (ج) أُمَرَاءُ : নেতা, রাজা, শাসনকর্তা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

مَادَّه : (أ ـ م ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : اَلْحَاكِمُ ، ضِدّ : مَأْمُوْر

أُحِلُّ : আমি উপনীত করি।

(اِفْعَال) اِحْلَالًا : উপনীত করা। স্থান দেওয়া।

أَنِيْسٌ : (ج) أُنَسَاءُ : অন্তরঙ্গ বন্ধু।

قَالَ الشَّاعِرُ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ :

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ * إِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَإِلَّا الْعِيْسُ

مَادَّه : (ا ـ ن ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَداف : حَمِيْمٌ ، ضِدّ : عَدُوٌّ

مَحَلٌّ : (ج) مَحَالٌّ : স্থান, জায়গা।

رَئِيْسٌ : (ج) رُؤَسَاءُ : মনিব, নেতা, প্রধান।

مَادَّه : (ر ـ ء ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن

مُرَادِف : سَيِّدٌ ، ضِدّ : خَادِمٌ

أُوْدِعُ : আমি আমানত রাখি, [অপরের নিকট] গচ্ছিত রাখি।

(اِفْعَال) اِيْدَاعًا : গচ্ছিত রাখা, আমানত রাখা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

مَادَّہ : (و ـ د ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِی

مُرَادِف : اِئْتَمِنْ ، ضِدّ : اَخُوْنُ

(ج) مَعَارِفُ، (و) مَعْرَفٌ : পরিচিত ব্যক্তি, পরিচিত জন।

مُرَادِف : مَألُوْفٌ ، ضِدّ : غَرِيْبٌ/مَجْهُوْلٌ

(ج) عَوَارِفُ، (و) عَارِفَةٌ : দান-দাক্ষিণ্য, বখশিশ।

مَادَّہ : (ع ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هِبَةٌ/عَطِيَّةٌ ، ضِدّ : ضَنٌّ

أُولِىْ : আমি দান করি, অনুগ্রহ করি।

(اِفْعَال) اِيْلَاءٌ : অনুগ্রহ করা, দান করা।

(ح) وِلَايَةٌ : অভিভাবক হওয়া। সাহায্য করা।

فِى الْحَدِيْثِ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً ـ

مَادَّہ : (و ـ ل ـ ی) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق ـ

مُرَادِف : أُعْطِىْ ، ضِدّ : أَضُنُّ

مُرَافِقٌ (فا، مذ) : সফরসঙ্গী, সহচর।

(مُفَاعَلَة) مُرَافَقَةٌ : সফরসঙ্গী হওয়া। সহচর হওয়া।

مَادَّہ : (ر ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلرَّفِيْقُ

(ج) مَرَافِقُ، (و) مَرْفِقٌ : উপকৃত হওয়ার বস্তু, কল্যাণ।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ :

مَادَّہ : (ر ـ ف ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَعُوْنَةُ/اَلنَّفْعُ ، ضِدّ : اَلضَّرَرُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أُفَضِّلُ الشَّفِيْقَ عَلَى الشَّقِيْقِ :

الشَّقِيْق এবং الشَّفِيْق-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَأَفِىْ بِالْعَشِيْرِ وَإِنْ لَمْ يُكَافِئْ بِالْعُشَيْرِ :

اَلْعُشَيْر এবং اَلْعَشِيْر-এর মাঝে جِنَاس مُتَمَاثِل হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَأَسْتَقِلُّ الْجَزِيْلَ لِلنَّزِيْلِ :

اَلْجَزِيْل এবং اَلنَّزِيْل-এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَأَغْمُرُ الزَّمِيْلَ بِالْجَمِيْلِ :

اَلزَّمِيْل ও اَلْجَمِيْل-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ أُنْزِلُ سَمِيْرِىْ مَنْزِلَةَ أَمِيْرِىْ :

سَمِيْر এবং أَمِيْر-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : أُولِىْ مُرَافِقِىْ مَرَافِقِىْ :

এখানে مُرَافِقِى এবং مَرَافِقِى-এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَأُلِيْنُ مَقَالِىْ، لِلْقَالِىْ، وَأُدِيْمُ تَسْآلِىْ، عَنِ السَّالِىْ، وَأَرْضٰى مِنَ الْوَفَاءِ، بِاللَّفَاءِ، وَأَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ، بِأَقَلِّ الْأَجْزَاءِ، وَلَا أَتَظَلَّمُ، حِيْنَ أُظْلَمُ، وَلَا أَنْقَمُ، وَلَوْ لَدَغَنِى الْأَرْقَمُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَيْلَكَ - يَابُنَىَّ! - إِنَّمَا يُضَنُّ بِالضَّنِيْنِ، وَيُنَافَسُ فِى الثَّمِيْنِ، لٰكِنْ أَنَا لَا آتِىْ، غَيْرَ الْمُوَاتِىْ، وَلَا أَسِمُ الْعَاتِىْ، بِمُرَاعَاتِىْ،

অনুবাদ : আমি শত্রুর সাথে নম্র ব্যবহার করি। আমি ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের সর্বদা খোঁজ-খবর নিই। আমি সম্পূর্ণ প্রাপ্যের পরিবর্তে সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমি সবচেয়ে কম অংশ প্রতিদানে তুষ্ট থাকি। আমি জুলুমের অভিযোগ করি না, যখন জুলুমের শিকার হই। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না, যদিও গোখরা সাপ আমাকে দংশন করে। অতঃপর তার সাথী তাকে বলল, আক্ষেপ তোমার জন্য, হে বৎস! কৃপণের সাথেই কেবল কৃপণতা করা হয় এবং মূল্যবান বস্তুর প্রতিই আগ্রহ করা হয়। তবে আমি অনুগত লোক ব্যতীত [কারো প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য] অগ্রসর হই না এবং আমি দাম্ভিককে আমার সহমর্মিতার জন্য চিহ্নিত করি না।

শাব্দিক অনুবাদ : أُلِيْنُ مَقَالِىْ আমি নম্র ব্যবহার করি لِلْقَالِىْ শত্রুর সাথে أُدِيْمُ تَسْآلِىْ আমি সর্বদা খোঁজ-খবর নেই عَنِ السَّالِىْ ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের أَرْضٰى আমি সন্তুষ্ট থাকি مِنَ الْوَفَاءِ সম্পূর্ণ প্রাপ্যের পরিবর্তে بِاللَّفَاءِ সামান্যতেই أَقْنَعُ আমি সন্তুষ্ট থাকি مِنَ الْجَزَاءِ প্রতিদানে بِأَقَلِّ الْأَجْزَاءِ সবচেয়ে কম অংশে وَلَا أَتَظَلَّمُ আমি জুলুমের অভিযোগ করি না حِيْنَ أُظْلَمُ যখন জুলুমের শিকার হই وَلَا أَنْقَمُ আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না وَلَوْ لَدَغَنِى যদিও আমাকে দংশন করে الْأَرْقَمُ গোখরা সাপ فَقَالَ لَهُ অতঃপর তাকে বলল صَاحِبُهُ তার সাথী وَيْلَكَ আক্ষেপ তোমার জন্য يَابُنَىَّ হে আমার বৎস إِنَّمَا يُضَنُّ কেবল কৃপণতা করা হয় بِالضَّنِيْنِ কৃপণের সাথেই يُنَافَسُ আগ্রহ করা হয় فِى الثَّمِيْنِ মূল্যবান বস্তুর প্রতিই لٰكِنْ তবে أَنَالَا آتِىْ আমি অগ্রসর হই না غَيْرَ ব্যতীত الْمُوَاتِىْ অনুগত লোক لَا أَسِمُ আমি চিহ্নিত করি না الْعَاتِىْ দাম্ভিক بِمُرَاعَاتِىْ আমার সহমর্মিতার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُلِيْنُ : আমি নরম [নম্র] করি।
(اِفْعَال) اِلَانَةً : কোমল করা, নরম করা।
(ض) لِيْنًا، لِيْنَةً : কোমল হওয়া, নরম হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ .
مَادَّه : (ل ـ ى ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى
مُرَادِف : اَلْاَطِف ، ضِدّ : اُغْلِظُ
مَقَالٌ (حَاصِل مَصْدَر) : কথাবার্তা, মৌখিক ব্যবহার।
مَقَالٌ (ن) مصـ : কথা বলা। বলা।
فِى الْقُرْآنِ : مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا
مَادَّه : (ق ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : قَوْلٌ
اَلْقَالِىْ (فا ـ مذ) (ج) قُلَاةٌ : শত্রু, বিদ্বেষপোষণকারী।
(ن ـ ض) قِلًى، قَلَاءٌ : বিদ্বেষ পোষণ করা, শত্রুতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى .
مَادَّه : (ق ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى
مُرَادِف : اَلْمُبْغِضُ ، ضِدّ : اَلْمُحِبُّ
أُدِيْمُ : আমি সর্বদা করি।
(اِفْعَال) اِدَامَةً : দীর্ঘস্থায়ী করা, সর্বদা করা।
(ن) دَوَامًا : সর্বদা হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।
مَادَّه : (د ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : أُبْقِى
تَسْآلٌ (ف) مصـ : তলব করা। খোঁজ-খবর নেওয়া। চাওয়া। আবেদন করা। প্রশ্ন করা।
اَلسَّالِىْ (فا ـ مذ) : বিস্মৃতকারী, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি।
(ن) سَلْوًا، سُلُوًّا، (س) سُلِيًّا - الشَّيْءَ وَعَنْهُ : ভুলে যাওয়া। সান্ত্বনা পাওয়া। নিশ্চিন্ত হওয়া।

مَادَّه : (س ـ ل ـ و/ى)، جِنْس : نَاقِص وَاوِى/ يَائِى
مُرَادِف : اَلتَّنَاسِى
أَرْضَى : আমি সন্তুষ্ট থাকি।
(س) رِضًى، رِضْوَانًا : সন্তুষ্ট হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
مَادَّه : (ر ـ ض ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِى
مُرَادِف : اِخْتَارَ
اَلْوَفَاءُ : সম্পূর্ণ প্রাপ্য।
اَلْوَفَاءُ (ض) مصد : পূর্ণ করা।
فِى الْقُرْآنِ : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ .
مَادَّه : (و ـ ف ـ ى) ، جِنْس : لَفِيف مَفْرُوق
مُرَادِف : اَلتَّمَامُ ، ضِدّ : اَللَّفَاءُ/اَلنُّقْصَانُ
اَللَّفَاءُ : মাটি, তুচ্ছ জিনিস, সামান্য বস্তু।
(ف) لَفْأً - الْعُودَ : ছিলা, ছাল উঠানো।
- ه حَقَّهُ : প্রাপ্যের চেয়ে কম দেওয়া।
(س) لَفَأً - الشَّئُ : অবশিষ্ট থাকা। বাকি থাকা।
(افعال) اِلْفَاءً - الشَّئَ : বাকি রাখা।
فِى الْحَدِيْثِ : فَرَضِيْتُ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ
مَادَّه : (ل ـ ف ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوز لَام
مُرَادِف : اَلْخَسِيْسُ/اَلنُّقْصَانُ ، ضِدّ : اَلْوَفَاءُ/اَلتَّامُّ
أَقْنَعُ : আমি অল্পে তুষ্ট থাকি।
(ف) قَنْعًا، قَنَاعَةً : অল্পে তুষ্ট থাকা।
(تفعيل) تَقْنِيْعًا : তুষ্ট করা।
فِى الْقُرْآنِ : أَطْعِمُوا الْقَانِعَ .
مَادَّه : (ق ـ ن ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَرْضَى ، ضِدّ : أَطْمَعُ
اَلْجَزَاءُ : প্রতিদান।
اَلْجَزَاءُ (ض) مصد - ه بِكَذَا وَعَلَى كَذَا : বিনিময় দেওয়া।
(افعال) اِجْزَاءً عَنْهُ (مفاعله) مُجَازَاةً : যথেষ্ট হওয়া। প্রতিদান দেওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا .
مَادَّه : (ج ـ ز ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى
مُرَادِف : اَلْمُكَافَاةُ .
أَقَلُّ (اسم تفضيل، مذ) : অপেক্ষাকৃত কম, সবচেয়ে কম।
(ض) قِلًّا، قِلَّةً : কম হওয়া।
- الرَّجُلُ : কম সম্পদশালী হওয়া।
- الْجِسْمُ : ক্ষীণকায় হওয়া, ছোট হওয়া।
- الشَّئَ : উঁচু করা। বহন করা।
(افعال) اِقْلَالًا - الشَّئَ : কম করা। উঁচু করা। বহন করা।
(ج) اَلْأَجْزَاءُ، (و) جُزْءٌ : কোনো জিনিসের একাংশ, অংশ।
فِى الْقُرْآنِ : وَلَهَا جُزْءٌ مَّقْسُومٌ
مَادَّه : (ج ـ ز ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوز لَام
مُرَادِف : اَلْأَنْصِبَاءُ
لَا أَتَظَلَّمُ : আমি জুলুমের অভিযোগ করি না।
(تفعّل) تَظَلُّمًا مِنْهُ : জুলুমের অভিযোগ করা।
- ه حَقَّهُ : প্রাপ্য কম দেওয়া।
- الرَّجُلُ : জুলুমের উপর সবর করা।
(ض) ظُلْمًا : অত্যাচার করা।
(س) ظَلَمًا، (افعال) اِظْلَامًا - اللَّيْلُ : রাত অন্ধকার হওয়া।
اِظْلَامًا - اللَّيْلَ : অন্ধকার করা।
- الرَّجُلُ : অন্ধকারে প্রবেশ করা। মজলুম হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
مَادَّه : (ظ ـ ل ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَشْكُو (الظُّلْمَ)
أُظْلَمُ (مج) : আমি জুলুমের শিকার হই।
(ض) ظُلْمًا، مَظْلَمَةً : জুলুম করা।
لَا أَنْتَقِمُ : আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না।
(ض ـ س) نَقْمًا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া।
- الْأَمْرَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ مِنْ فُلَانٍ : দোষারোপ করা। অত্যন্ত অপছন্দ করা।
(افتعال) اِنْتِقَامًا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوا بِاللّٰهِ
مَادَّه : (ن ـ ق ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِقْتَصَّ/أَثَارَ
لَدَغَ : দংশন করল [করে]।
(ف) لَدْغًا : দংশন করা।
- بِكَلِمَتِهِ : ভর্ৎসনা করা। কষ্টদায়ক কথা বলা।
فِى الْحَدِيْثِ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِى جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .
مَادَّه : (ل ـ د ـ غ) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : لَسَعَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْأَرْقَمُ : (ج) أَرَاقِمُ । গোখরা সাপ, সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের সাপ।

مَادَّه : (ر ـ ق ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْأَفْعٰى

صَاحِبٌ (ج) صَحْبٌ، أَصْحَابٌ، صِحَابَةٌ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ : সাথী, সহচর।

وَيْكَ (كَلِمَةُ التَّحَسُّرِ وَ التَّنَدُّمِ وَالتَّعَجُّبِ) : আক্ষেপ তোমার জন্য।

(يَا) بُنَيَّ (تَصْغِيْرُ اِبْنٍ) : [হে] আমার বৎস।

يَضَنُّ (مج) : কার্পণ্য করা হয়।

(ض ـ س) ضَنًّا، ضِنَّةً : কৃপণতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ .

مَادَّه :(ض ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : يُبْخَلُ ، ضِدّ : يُسْمَحُ

اَلضَّنِيْنُ (صف، مذ) (ج) أَضْنَاءُ : অতিশয় কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ।

مُرَادِف : بَخِيْلٌ ، ضِدّ : سَخِىٌّ

يُنَافَسُ (مج) : [প্রতিযোগিতামূলক] আগ্রহ করা হয়।

(مُفَاعَلَه) مُنَافَسَةً : প্রতিযোগিতা করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, আগ্রহ করা।

(ك) نَفَاسَةً : উৎকৃষ্ট হওয়া।

(س) نَفَسًا – بِالشَّيْءِ : কৃপণতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَفِىْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ .

مَادَّه : (ن ـ ف ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُرْغَبُ/يُنَازَعُ ، ضِدّ : يُعْرَضُ

اَلثَّمِيْنُ (صف، مذ) (ج) ثِمَانٌ : মূল্যবান, দামী।

(ك) ثَمَانَةً – الشَّيْءُ : মূল্যবান হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُثَامَنَةً – فِى السِّلْعَةِ : দরদাম করা।

فِى الْحَدِيْثِ : ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ .

مَادَّه : (ث ـ م ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَيِّمٌ ، ضِدّ : رَخِيْصٌ

لَا آتِىْ : আমি আসি না, অগ্রসর হই না।

(اِفْعَال) إِيْتَاءً : দেওয়া।

(ض) إِتْيَانًا : আসা।

فِى الْقُرْآنِ : يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ .

مَادَّه : (أ ـ ت ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا، نَاقِص يَائِى)

مُرَادِف : لَا أَجِئُ ، ضِدّ : لَا أَذْهَبُ .

اَلْمُوَاتِىْ (فا، مذ) : অনুগত, মুওয়াফিক।

(مُفَاعَلَه) مُوَاتَاةً، وِتَاءً : একমত হওয়া, অনুগত হওয়া।

مَادَّه : (و ـ ت ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (مِثَال وَاوِى وَمَهْمُوْزُ اللَّامِ)

مُرَادِف : اَلْمُوَافِقُ ، ضِدّ : اَلْمُخَالِفُ

لَا أَسِمُ : আমি চিহ্নিত করি না।

(ض) وَسْمًا، سِمَةً : চিহ্নিত করা।

(تَفَعُّل) تَوَسُّمًا : পর্যবেক্ষণ করা। পরিচয় লাভ করা।

مَادَّه : (و ـ س ـ م) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : أُعَيِّنُ

اَلْعَاتِىْ (فا، مذ) (ج) عُتَاةٌ، عُتِىٌّ : দাম্ভিক, অহংকারী।

(ن) عُتُوًّا : সীমালঙ্ঘন করা, অহংকার করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا .

مَادَّه : (ع ـ ت ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اَلْمُتَكَبِّرُ/اَلْعَنِيْدُ ، ضِدّ : اَلْمُتَوَاضِعُ/اَلْمُوَاتِىْ

مُرَاعَاةٌ : সহমর্মিতা।

مُرَاعَاةٌ (مُفَاعَلَة مص) : অপরের অধিকার সংরক্ষণ করা।

مُرَادِف : مُحَافَظَةٌ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : أَلِيْنُ مَقَالِىْ لِلْقَالِىْ :

এই বাক্যের মধ্যে مَقَالِى এবং قَالِى -এর মাঝে جِنَاس مُرَدُّوْف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أُدِيْمُ تَسَالِىْ عَنِ السَّالِىْ :

এখানেও تَسَالِى এবং سَالِى -এর মধ্যে جِنَاس مُرَدُّوْف হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَرْضٰى مِنَ الْوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ :

وَفَاء এবং لَفَاء -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهٗ : أَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ بِأَقَلِّ الْأَجْزَاءِ :

এখানে اَلْجَزَا এবং اَلْأَجْزَا -এর মাঝে جِنَاس مُرَدُّوْف হয়েছে।

وَلَا أُصَافِيْ، مَنْ يَأْبَى إِنْصَافِيْ، وَلَا أُوَاخِيْ مَنْ يُلْغِي الْأَوَاخِيْ، وَلَا أُمَالِيْ، مَنْ يُخَيِّبُ أَمَالِيْ، وَلَا أُبَالِيْ، بِمَنْ صَرَمَ حِبَالِيْ، وَلَا أُدَارِيْ، مَنْ جَهِلَ مِقْدَارِيْ، وَلَا أُعْطِيْ زِمَامِيْ، مَنْ يُخْفِرُ ذِمَامِيْ، وَلَا أَبْذُلُ وِدَادِيْ، لِأَضْدَادِيْ، وَلَا أَدَعُ إِيْعَادِيْ، لِلْمُعَادِيْ، وَلَا أَغْرِسُ الْأَيَادِيْ، فِيْ أَرْضِ الْأَعَادِيْ، وَلَا أَسْمَحُ بِمُؤَاسَاتِيْ، لِمَنْ يَفْرَحُ بِمَسَاءَاتِيْ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার সাথে সুবিচার করতে অস্বীকৃতি জানায় আমি তার সাথে নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না এবং যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে [অর্থাৎ বন্ধনকে] অকেজো করে দেয় আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না। যে ব্যক্তি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয় আমি তার সহযোগিতা করি না। যে ব্যক্তি আমার [বন্ধুত্বের] রশি ছিন্ন করে আমি তাকে পরোয়া করি না এবং যে আমার মর্যাদা চেনে না, তার সাথে আমি নম্র ব্যবহার করি না। যে আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাকে আমার লাগাম দেই না [অর্থাৎ, আমি তার অনুগত হই না]। আমি আমার প্রতিপক্ষকে আমার ভালোবাসা দান করি না এবং আমার বিরোধীকে হুমকি দিতে ছাড়ি না আমি শত্রুদের ভূমিতে অনুগ্রহের চারা রোপণ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার দুঃখে আনন্দ বোধ করে তার জন্য আমি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا أُصَافِيْ আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না مَنْ يَأْبَى যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানায় إِنْصَافِيْ আমার সাথে সুবিচার করতে لَا أُوَاخِيْ আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না مَنْ يُلْغِيْ যে ব্যক্তি অকেজো করে দেয় أَوَاخِيْ আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে لَا أُمَالِيْ আমি তার সহযোগিতা করি না مَنْ يُخَيِّبُ যে ব্যক্তি ব্যর্থ করে দেয় أَمَالِيْ আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা لَا أُبَالِيْ আমি তাকে পরোয়া করি না مَنْ صَرَمَ যে ব্যক্তি ছিন্ন করে حِبَالِيْ আমার রশি لَا أُدَارِيْ আমি তার সাথে নম্র ব্যবহার করি না مَنْ جَهِلَ যে ব্যক্তি চেনে না مِقْدَارِيْ আমার মর্যাদা لَا أُعْطِيْ আমি দেই না زِمَامِيْ আমার লাগাম مَنْ يُخْفِرُ যে ভঙ্গ করে ذِمَامِيْ আমার প্রতিশ্রুতি لَا أَدَعُ আমি ছাড়ি না إِيْعَادِيْ আমার হুমকি দিতে لِلْمُعَادِيْ বিরোধীকে وَلَا أَغْرِسُ আমি চারা রোপণ করি না الْأَيَادِيْ অনুগ্রহের فِيْ أَرْضِ ভূমিতে الْأَعَادِيْ শত্রুদের لَا أَسْمَحُ আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না بِمُؤَاسَاتِيْ আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করে لِمَنْ তার জন্য যে ব্যক্তি يَفْرَحُ আনন্দবোধ করে بِمَسَاءَاتِيْ আমার দুঃখে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أُصَافِيْ : আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না।

(مُفَاعَلَه) مُصَافَاةٌ، (اِفْعَال) اِصْفَاءٌ : নিখাদ বন্ধুত্ব রাখা, অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।

(ن) صَفْوًا، صَفَاءً، صُفُوًّا : স্বচ্ছ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ.

مَادَّه : (ص ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : أَخْلَصَ (الْوُدَّ)

يَأْبَى : অস্বীকার করে, অস্বীকৃতি জানায়।

(ف، ض) إِبَاءٌ، إِبَاءَةٌ : অস্বীকার করা।

إِنْصَافٌ (اِفْعَال) مصـ : অর্ধেকে পৌঁছা, অর্ধেক নেওয়া, সুবিচার করা।

لَا أُوَاخِيْ : আমি ভ্রাতৃত্ব রাখি না।

(مُفَاعَلَة) مُوَاخَاةٌ - اِخَاءٌ : ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

فِي الْحَدِيْثِ : آخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

مَادَّه : (أ ـ خ ـ و) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا، وَنَاقِص وَاوِي)

يُلْغِيْ : অকেজো করে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

(اِفْعَال) إِلْغَاءٌ : অকেজো করা, নষ্ট করা।

(ن) لَغْوًا : নষ্ট হওয়া, অনর্থক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

مَادَّه : (ل ـ غ ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : يُفْسِدُ ، ضِدٌ : يُصْلِحُ

(ج) أَوَاخِيّ، أَخَايَا، أَوَاخٍ، (و) أُخِيَة : পশু বাঁধার রশি বা খুঁটি।

يُقَالُ : شَدَّ اللّٰهُ بَيْنَكُمَا أَوَاخِيَ الْإِخَاءِ.

مَادَّة : (أ ـ خ ـ ى) ، جِنْس : مَهْمُوزٌ فَاء وَنَاقِصٌ يَائِيٌ

مُرَادِفٌ : أَسْبَابٌ

لَا أُمَالِي : আমি সহযোগিতা করি না। (مُفَاعَلَة) :

(مُفَاعَلَة) مُمَالَاةً، مِلَاءً : সহযোগিতা করা। সাহায্য করা।

(ف) مَلَأً، مَلَأَةً : ভরে দেওয়া, পরিপূর্ণ করা।

(س) مَلَأً، (تفعل) تَمَلُّأً : পূর্ণ হওয়া।

(ك) مَلَأً، مَلَاءَةً : সম্পদশালী হওয়া।

مَادَّة : (م ـ ل ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوزٌ لَام

مُرَادِفٌ : أُسَاعِدُ/ أُعِيْنُ ، ضِدٌ : أَضُرُّ

يُخَيِّبُ : ব্যর্থ করে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

(تَفْعِيل) تَخْيِيبًا : বঞ্চিত কম্না। ব্যর্থ করা। নষ্ট করা।

(اِفْعَال) اِخَابَةً - ةٌ : ব্যর্থ করা, বঞ্চিত করা।

(ض) خَيْبَةً : বঞ্চিত হওয়া। ব্যর্থ হওয়া। নিরাশ হওয়া।

(تَفَعُّل) تَخَيُّبًا : বঞ্চিত হওয়া। নিরাশ হওয়া।

(ج) آمَالٌ، (و) أَمَلٌ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা।

لَا أُبَالِي : আমি পরোয়া করি না।

(مُفَاعَلَة) مُبَالَاةً، بَلَاءً، بَالَةً، بَالًا - اَلْأَمْرَ وَبِالْأَمْرِ : গুরুত্ব দেওয়া, পরওয়া করা।

(س) بَلِيَ، بَلَاءً - الثَّوْبُ : জীর্ণ হওয়া।

(ن) بَلْوًا، بَلَاءً - ةٌ : পরীক্ষা করা। যাচাই করা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَا يُبَالِيهِمُ اللّٰهُ بَالَةً.

مَادَّة : (ب ـ ل ـ و/ى) ، جِنْس : نَاقِصٌ وَاوِيٌ/يَائِيٌ

مُرَادِفٌ : اِهْتَمَّ.

صَرَمَ : ছিন্ন করল [করে], কেটে দিল [দেয়]।

(ض) صَرْمًا - الشَّيْءَ : কর্তন করা, ছিন্ন করা।

(تَفْعِيل) تَصْرِيمًا : টুকরা টুকরা করা।

(مُفَاعَلَة) مُصَارَمَةً : সম্পর্ক ছিন্ন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ.

مَادَّة : (ص ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : قَطَعَ ، ضِدٌ : وَاصَلَ

(ج) حِبَالٌ، حُبُوْلٌ، أَحْبُلٌ، أَحْبَالٌ، (و) حَبْلٌ : রশি, রজ্জু।

لَا أُدَارِي : আমি নম্র ব্যবহার করি না।

(ض) دَرْيًا، دَرْيَةً، دِرَايَةً - الشَّيْءَ وَبِالشَّيْءِ : কৌশলে জানা।

(ض) دَرْيًا، (تَفَعُّل) تَدَرِّيًا، (اِفْتِعَال) اِدْرَاءً - الصَّيْدَ : ধোঁকা দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُدَارَاةً : একে অপরকে প্রহিত করা। নমনীয়তা প্রদর্শন করা। অনুগ্রহ করা। ধোঁকা দেওয়া।

(ف) دَرْأً، دَرْأَةً : জোরে ধাক্কা দেওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ.

مَادَّة : (د ـ ر ـ ى/ء) ، جِنْس : مَهْمُوزٌ/ نَاقِصٌ يَائِيٌ

مُرَادِفٌ : أُرَافِقُ/أُلَيِّنُ ، ضِدٌ : أقسو/ أفظ

جَهِلَ : চেনে নি [চেনে না] জানে নি [জানে না]।

(س) جَهْلًا، جَهَالَةً : নাজানা। না চেনা।

مِقْدَارٌ : (ج) مَقَادِيْرُ : পরিমাণ, মর্যাদা।

مُرَادِفٌ : قَدْرٌ/عِزَّةٌ ، ضِدٌ : ذُلٌّ

لَا أُعْطِي : আমি দেই না।

(اِفْعَال) إِعْطَاءً : দেওয়া। দান করা।

مُرَادِفٌ : أُوْتِيَ ، ضِدٌ : أَخَذَ

زِمَامٌ : (ج) أَزِمَّةٌ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর।

فِي الْحَدِيْثِ : لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ فِي الْإِسْلَامِ.

مَادَّة : (ز ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : يَنْقُضُ ، ضِدٌ : يَفِيْ

يَخْفِرُ : ভঙ্গ করে, নস্যাৎ করে।

(اِفْعَال) إِخْفَارًا : [প্রতিশ্রুতি] ভঙ্গ করা, নস্যাৎ করা।

(ن ـ ض)، خَفْرًا : আশ্রয় দেওয়া। রক্ষা করা। নিরাপত্তা দেওয়া।

- ةٌ : আশ্রয় দানের বিনিময় গ্রহণ করা।

- بِالْعَهْدِ : প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

- خَفْرًا، خُفُوْرًا - فُلَانًا : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

ذِمَامٌ (ج) أَذِمَّةٌ : অধিকার, সম্মান, মর্যাদা, প্রতিশ্রুতি।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً.

مَادَّة : (ذ ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : مَحَبَّةٌ ، ضِدٌ : عَدَاوَةٌ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّة : (أ ـ ى ـ د)، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوز فَاء وَاجْوَف يَائِيّ)

مُرَادِف : اَلنِّعَم ـ

أَرْض : (ج) أَرَضُوْن، أَرُوض، أَرَاضٍ، أَرَاض : ভূমি, জমি।

(ج) أَعَادٍ (أَعَادِيْ)، (ج)أَعْدَاءٌ، (و)عَدُوٌّ : শত্রু, দুশমন।

لَا أَسْمَحُ : আমি অনুগ্রহ করি না, বখশিশ করি না।

(ن) سَمَاحَةً، سَمَاحًا : অনুগ্রহ করা। বখশিশ করা।

مُوَاسَاةً (مفاعلة) مصـ : সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

يَفْرَحُ : আনন্দিত হয়।

(س) فَرَحًا : খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া।

(تفعيل) تَفْرِيْحًا، (افعال) إِفْرَاحًا : আনন্দিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ـ

مَادَّة : (ف ـ ر ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَسُرُّ ، ضِدّ : يَحْزَنُ

(ج) مَسَاءَاتٌ ،(و) مَسَاءَةٌ : দুঃখ, যাতনা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ـ

مَادَّة : (س ـ و ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (اَجْوَف وَاوِيّ وَمَهْمُوز لَام)

مُرَادِف : أَحْزَانٌ ، ضِدّ : فَرَحٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَلَا أُبَالِيْ بِمَنْ صَرَمَ حِبَالِيْ :

تَشْبِيْه এখানে مَوَدَّة বা مَوْعِد কে حِبَال -এর সাথে দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِهٖ উল্লেখ আছে। আর مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا أَغْرِسُ الْإِيَادِيْ فِىْ أَرْضِ الْأَعَادِيْ :

এই বাক্যে أَيَادِيْ -কে- شَجَر -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লেখ আছে مُشَبَّه بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর বৃক্ষের জন্য غَرْس লাজেম। অতএব أَغْرِسُ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

لَا أَبْذُلُ : প্রদান করি না, দান করি না।

(ن ، ض) بَذَلَ الشَّيْءَ : দেওয়া। দান করা।

وِدَادٌ (س) مصـ : ভালোবাসা, আগ্রহ করা।

فِى الْقُرْآنِ : يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ـ

مُرَادِف : مَحَبَّةٌ ، ضِدّ : عَدَاوَةٌ ـ

(ج) أَضْدَادٌ ، ضِدّ ،(و) ضد : প্রতিপক্ষ, বিপরীত, অনুরূপ, শত্রু।

فِى الْقُرْآنِ : وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ـ

مَادَّة : (ض ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِيّ

مُرَادِف : مُخَالِفٌ/أَعْدَاءٌ ، ضِدّ : مُوَافِقٌ

لَا أَدَعُ : আমি ছাড়ি না।

(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া। পরিত্যাগ করা।

إِيْعَادٌ (افعال) مصـ : হুমকি দেওয়া, ধমক দেওয়া, ওয়াদা করা।

(ض) وَعْدًا، عِدَةً : ওয়াদা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ ـ

مَادَّة : (و ـ ع ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيّ

مُرَادِف : تَهْدِيْد ، ضِدّ : وَعْدٌ

اَلْمُعَادِيْ (فا ، مذ) : শত্রু, বিরোধী।

(مُفَاعَلَة) مُعَادَاةً : শত্রুতা করা, বিরোধিতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

مَادَّة : (ع ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِيّ

مُرَادِف : اَلْمُخَالِفُ/اَلْعَدُوُّ ، ضِدّ : اَلْمُحِبُّ

لَا أَغْرِسُ : আমি চারা রোপণ করি না।

(ض) غَرْسًا، غِرَاسَةً، (افتعال) اِغْتِرَاسًا : [চারা] রোপণ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : لَا يَزَالُ اللّٰهُ يَغْرِسُ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا ـ

مَادَّة : (غ ـ ر ـ س)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَزْرَعُ/ أَبْذُرُ

اَلْأَيَادِيْ (جَمْعُ الْجَمْعِ لِلْيَدِ، وَأَكْثَرُ اِسْتِعْمَالِهَا فِى النِّعْمَةِ ، وَالْجَمْعُ أَيْد) : সাহায্য, হাত, অনুগ্রহ।

فِى الْقُرْآنِ : يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ـ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا أَرَى الْتِفَاتِي، إِلَى مَنْ يَشْمَتُ بِوَفَاتِي، وَلَا أَخُصُّ بِحِبَائِي، إِلَّا أَحِبَّائِي، وَلَا أَسْتَطِبُّ لِدَائِي، غَيْرَ أَوِدَّائِي، وَلَا أُمَلِّكُ خُلَّتِي، مَنْ لَا يَسُدُّ خَلَّتِي، وَلَا أُصْفِي نِيَّتِي، لِمَنْ يَتَمَنَّى مَنِيَّتِي، وَلَا أُخْلِصُ دُعَائِي، لِمَنْ لَا يُفْعِمُ وِعَائِي، وَلَا أُفْرِغُ ثَنَائِي، عَلَى مَنْ يُفَرِّغُ إِنَائِي، وَمَنْ حَكَمَ بِأَنْ أَبْذُلَ وَتَخْزُنَ ؟ وَأَلِينَ وَتَخْشُنَ ؟ وَأَذُوبَ وَتَجْمُدَ ؟ وَأَذْكُوَ وَتَخْمُدَ ؟

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুতে আনন্দিত হয় তার প্রতি আমি আমার ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করি না এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত কাউকে আমি আমার বিশেষ দান করি না। আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীগণ ব্যতীত কারও কাছে আমি আমার ব্যাধির জন্য চিকিৎসা কামনা করি না এবং যে ব্যক্তি আমার অভাব মোচন করে না তাকে আমি আমার বন্ধুত্বের অধিকারী করি না। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে তার জন্য আমি আমার মনের ইচ্ছা স্বচ্ছ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার থলি ভরে দেয় না তার জন্য আমি আমার একান্ত দোয়া করি না। যে ব্যক্তি আমার পাত্র শূন্য করে দেয় তার উপর আমি আমার প্রশংসা ঢেলে দেই না। কে এই সিদ্ধান্ত দেবে যে, আমি ব্যয় করব, আর তুমি সঞ্চয় করবে ? আমি নম্র হব, আর তুমি কঠোর হবে ? আমি বিগলিত হব, আর তুমি স্থবির হবে ? আমি প্রজ্বলিত হব, আর তুমি নির্বাপিত হবে ?

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَرَى আমি প্রয়োজন মনে করি না اَلْتِفَاتِي আমার ভ্রূক্ষেপ করা اِلَى প্রতি مَنْ يَشْمَتُ যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় بِوَفَاتِي আমার মৃত্যুতে لَا أَخُصُّ আমি কাউকে খাস করি না بِحِبَائِي আমার দান দ্বারা اِلَّا ব্যতীত أَحِبَّائِي আমার বন্ধু-বান্ধব لَا أَسْتَطِبُّ আমি চিকিৎসা কামনা করি না لِدَائِي আমার ব্যাধির জন্য غَيْرَ ব্যতীত أَوِدَّائِي আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী لَا أُمَلِّكُ আমি অধিকারী করি না خُلَّتِي আমার বন্ধুত্ব مَنْ যে ব্যক্তি لَا يَسُدُّ মোচন করে না خَلَّتِي আমার অভাব لَا أُصْفِي আমি স্বচ্ছ করি না نِيَّتِي আমার মনের ইচ্ছা لِمَنْ সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি يَتَمَنَّى কামনা করে مَنِيَّتِي আমার মৃত্যু وَلَا أُخْلِصُ আমি একান্তভাবে করি না دُعَائِي আমার দোয়া لِمَنْ তার জন্য لَا يُفْعِمُ ভরে দেয় না وِعَائِي আমার থলি لَا أُفْرِغُ আমি ঢেলে দেই না ثَنَائِي আমার প্রশংসা عَلَى مَنْ তার জন্য يُفَرِّغُ শূন্য করে দেয় إِنَائِي আমার পাত্র مَنْ حَكَمَ কে এ সিদ্ধান্ত দেবে যে بِأَنْ أَبْذُلَ আমি ব্যয় করব وَتَخْزُنَ আর তুমি সঞ্চয় করবে أَلِينَ আমি নম্র হব وَتَخْشُنَ আর তুমি কঠোর হবে أَذُوبَ আমি বিগলিত হব وَتَجْمُدَ আর তুমি স্থবির হবে أَذْكُوَ আমি প্রজ্বলিত হব وَتَخْمُدَ আর তুমি নির্বাপিত হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

(اِفْعَال) إِشْمَاتًا : অন্যের দুঃখে খুশি করানো।

(تَفْعِيل) تَشْمِيتًا : হাঁচির জবাব দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ.

مَادَّة : (ش ـ م ـ ت) ، جِنْس : صَحِيح، مُرَادِف : يَفْرَحُ.

وَفَاةٌ : (ج) وَفَيَاتٌ : মৃত্যু, তিরোধান।

(تَفَعُّل) تَوَفِّيًا : মৃত্যু দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ.

مَادَّة : (و ـ ف ـ ى) ، جِنْس : لَفِيف مَفْرُوق.

مُرَادِف : مَمَاةٌ/مَوْتٌ ، ضِدّ : حَيَاةٌ.

لَا أَرَى : আমি [প্রয়োজন] মনে করি না।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : মনে করা। দেখা।

اَلْتِفَاتٌ (اِفْتِعَال) مص : ভ্রূক্ষেপ করা, দৃষ্টিপাত করা।

(ض) لَفْتًا ـ الْكَلَامَ : বেপরোয়া কথাবার্তা বলা।

ـ فُلَانًا عَنْ رَأْيِهِ : ফিরানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ.

مَادَّة : (ل ـ ف ـ ت)، جِنْس : صَحِيح، مُرَادِف : نَظَرَ.

يَشْمَتُ : অপরের দুঃখে আনন্দ বোধ করে।

(س) شَمَاتًا، شَمَاتَةً ـ بِهِ : অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

خُلَّة : (ج) خِلَالٌ : বন্ধুত্ব, বন্ধু, স্ত্রী, প্রেমাস্পদ।
- (ج) خُلَلٌ : সুআহার্য/ মিষ্ট ঘাস।
فِي الْقُرْآنِ : لَا بَيْعٌ وَلَا خِلَالٌ ـ
مَادَّة : (خ ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : مَحَبَّة ، ضِد : عَدَاوَة ـ
لَا يَسُدُّ : বন্ধ করে না, [এখানে- মোচন করে না]।
(ن) سَدًّا : প্রয়োজন মিটানো, দারিদ্র্য বিমোচন করা।
- الْخَلَّةَ : বন্ধ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ـ
مادة : (س ـ د ـ د) ، جنس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : يُصْلِحُ/يُؤَدِّي ، ضد : يُفْسِدُ ـ
خَلَّة : (ج) خِلَالٌ، خَلَلٌ : অভাব, প্রয়োজন, অভ্যাস, ছিদ্র।
يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ : اَللّٰهُمَّ اسْدُدْ خَلَّتَهُ ـ
مَادَّة : (خ ـ ل ـ ل) ، جنس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : حَاجَة/فَقْر ـ
لَا أُصَفِّي : আমি স্বচ্ছ করি না।
(تَفْعِيل) تَصْفِيَةً : স্বচ্ছ করা, পরিষ্কার করা।
مُرَادِف : أُنَقِّي ـ
نِيَّة : (ج) نِيَّاتٌ : মনের ইচ্ছা।
يَتَمَنَّى : আকাঙ্ক্ষা করে, কামনা করে।
(تَفَعُّل) تَمَنِّيًا : আকাঙ্ক্ষা করা। কামনা করা।
مُرَادِف : يَرْجُو
مَنِيَّة : (ج) مَنَايَا : মৃত্যু, মউত।
قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا ـ
مَادَّة : (م ـ ن ـ ى) ، جنس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : وَفَاة ، ضد : حَيَاة
لَا أُخْلِصُ : আমি একান্তভাবে করি না।
(إِفْعَال) إِخْلَاصًا : একনিষ্ঠভাবে কাজ করা। একান্তভাবে কোনো কাজ করা।
(ن) خُلُوصًا، خَلَاصًا : নিখাদ হওয়া।
- مِنَ الْهَلَاكِ : মুক্তি পাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ـ
مادة : (خ ـ ل ـ ص) ، جنس : صَحِيح
مُرَادِف : لَا أُصَفِّي، ضد : لَا أُكَدِّرُ ـ
دُعَاء : (ج) أَدْعِيَة : দোয়া, শুভ কামনা।
لَا يُفْعِمُ : ভরে দেয় না।
(إِفْعَال) إِفْعَامًا، (ف) فَعْمًا، (تَفْعِيل) تَفْعِيمًا : ভরে দেওয়া, পূর্ণ করা।

لَا أَخُصُّ : আমি খাস করি না।
(ن) خَصًّا، خُصُوصًا - فُلَانًا بِالشَّيْءِ : খাস করা, বৈশিষ্ট্য দান করা।
(اِفْتِعَال) اِخْتِصَاصًا - بِالشَّيْءِ : খাস হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া।
- ـهُ بِالشَّيْءِ : খাস করা।
مَادَّة : (خ ـ ص ـ ص) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : أَفْرَدَ ، ضِد : أَعَمَّ
حِبَاء ، حَبْوَة (ج) أَحْبِيَة : দান, অনুদান।
(ن) حَبْوًا : নিকটবর্তী হওয়া।
- الْوَلَدُ : নিতম্ব হেঁচড়িয়ে চলা।
- السَّفِينَةُ : চলা।
(مُفَاعَلَة) مُحَابَاةً، حِبَاءً : সাহায্য করা।
(ج) أَحِبَّاء، أَحِبَّة، أَحْبَاب، (و) حَبِيب (صف) : বন্ধু, প্রীতিভাজন।
(س، ك) حُبًّا - الْإِنْسَانُ وَالشَّيْءُ إِلَيْهِ : প্রীতিভাজন হওয়া।
(ض) حَبًّا، حُبًّا - الشَّيْءَ : অনুরাগী হওয়া।
- فُلَانًا : ভালোবাসা। [কম ব্যবহৃত]।
أَسْتَطِبُّ : আমি চিকিৎসা কামনা করি না।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطْبَابًا : চিকিৎসা কামনা করা। চিকিৎসা করানো।
(ن، ض) طِبًّا : চিকিৎসা করা।
مادة : (ط ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
دَاء : (ج) أَدْوَاء : রোগ, ব্যাধি, পীড়া।
فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءً ـ
مَادَّة : (د ـ و ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز لَام وَأَجْوَف وَاوِي)
مُرَادِف : مَرَض ، ضِد : صِحَّة ـ
(ج) أَوِدَّاء، أَوِدَّة، (و) وَدِيد (صف، مذ) : ভালোবাসা পোষণকারী।
(س) وُدًّا، وِدَادًا، مَوَدَّةً - ـهُ : ভালোবাসা। কামনা করা।
(مُفَاعَلَة) مُوَادَّةً، وِدَادًا - ـهُ : ভালোবাসা প্রকাশ করা।
(تَفَعُّل) تَوَدُّدًا - ـهُ : বন্ধুত্ব করতে চাওয়া।
- إِلَيْهِ : বন্ধুত্ব করা।
(تَفَاعُل) تَوَادُدًا - الرَّجُلَانِ : পরস্পরে ভালোবাসা।
مَادَّة : (و ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : أَحِبَّاء ، ضِد : أَعْدَاء ـ
(لَا) أُمَلِّكُ : আমি অধিকারী করি না।
(تَفْعِيل) تَمْلِيكًا : মালিক বানানো, অধিকারী করা।
(ض) مِلْكًا، مَلَكَةً، مَمْلَكَةً - الشَّيْءَ : মালিক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ـ
مَادَّة : (م ـ ل ـ ك) ، جِنْس : صَحِيح

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يُقَالُ : أَفْعَمَهُ الْخَبَرُ مَسَرَّةً أَوْ مَسَاءَةً

مَادَّةٌ : (ف ـ ع ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَا يَمْلَأُ ، ضِدّ : لَا يَفْرَغُ ـ

وِعَاءٌ : (ج) أَوْعِيَةٌ، (جج) أَوَاعٍ : পাত্র, [এখানে] থলি।

مَادَّةٌ : (و ـ ع ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : كِيْس/إِنَاءٌ

لَا أُفْرِغُ : আমি ঢেলে দেই না।

(افعال) إِفْرَاغًا : প্রবাহিত করা। ঢেলে দেওয়া।

(تفعيل) تَفْرِيْغًا : খালি করা। শূন্য করা।

(ن، س، ف) فَرَاغًا ، فُرُوْغًا : খালি হওয়া। অবসর হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ـ

ماده : (ف ـ ر ـ غ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَا أُصِبُّ، ضد : لَا أَمْنَعُ ـ

ثَنَاءٌ (ج) أَثْنِيَةٌ : প্রশংসা, সাধুবাদ, স্তুতি, গুণকীর্তন।

يُفَرِّغُ : শূন্য করে দেয়, খালি করে দেয়।

(تفعيل) تَفْرِيْغًا : শূন্য করা, খালি করা।

مُرَادِف : يُخَلِّي ، ضِدّ : يَمْلَأُ ـ

إِنَاءٌ (ج) آنِيَةٌ (جج) أَوَانٍ : পাত্র, আধার।

فِي الْحَدِيْثِ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ـ

مَادَّةٌ : (أ ـ ن ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَاءٌ وَنَاقِص يَائِي)

مُرَادِف : وِعَاءٌ ـ

حَكَمَ : সিদ্ধান্ত দিল [দেবে]।

(ن) حُكْمًا ، حُكُوْمَةً : সিদ্ধান্ত/ ফয়সালা দেওয়া।

أَبْذُلُ : আমি ব্যয় করব, আমি দেব।

(ن) بَذْلًا : আমি ব্যয় করব।

تَخْزُنُ : তুমি সঞ্চয় করবে।

(ن) خَزْنًا : সঞ্চয় করা, জমা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ـ

مَادَّةٌ : (خ ـ ز ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَحْرُزُ ، ضِدّ : تَبْذُلُ

أَلِيْنُ : আমি নম্র হব।

(ض) لِيْنًا، لَيَانًا ، لَيْنَةً : নম্র হওয়া, নরম হওয়া।

مُرَادِف : أَتَوَاضَعُ ، ضد : أَتَكَبَّرُ/أَخْشَنُ

تَخْشُنُ (ك) خَشْنَةً، خَشَانَةً، خُشُوْنَةً : তুমি কঠোর হবে।

(ك) خَشْنَةً، خَشَانَةً، خُشُوْنَةً : কঠোর হওয়া, কঠিন হওয়া।

(تفعّل) تَخَشُّنًا : অমসৃণ হওয়া।

مَادَّةٌ : (خ ـ ش ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَتَغَلَّظُ ، ضِدّ : تَلِيْنُ ـ

أَذُوْبُ : আমি বিগলিত হব।

(ن) ذَوْبًا، ذَوَبَانًا : প্রবাহিত হওয়া, বিগলিত হওয়া।

(افعال) إِذَابَةً : বিগলিত করা।

مَادَّةٌ : (ذ ـ و ـ ب) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : أَسِيْلُ ، ضِدّ : أَجْمُدُ

تَجْمُدُ : তুমি স্থবির হবে।

(ن) جَمْدًا ، جُمُوْدًا : জমে যাওয়া। স্থবির হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا ـ

مَادَّةٌ : (ج ـ م ـ د)، جِنْس : صَحِيْح ـ

مُرَادِف : تَرْسَخُ ، ضِدّ : تَذُوْبُ ـ

أَذْكُوْ : আমি প্রজ্বলিত হব।

(ن) ذَكْوًا ، ذَكًا ، ذَكَاءً : প্রজ্বলিত হওয়া।

(افعال) إِذْكَاءً : প্রজ্বলিত করা।

مَادَّةٌ : (ذ ـ ك ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : اِشْتَعَلَ ، ضِدّ : تَخْمُدُ ـ

تَخْمُدُ : তুমি নির্বাপিত হবে, নিস্তেজ হবে।

(ن، س) خَمْدًا، خُمُوْدًا : নিস্তেজ হওয়া, নির্বাপিত হওয়া।

مُرَادِف : تَسْكُنُ ، ضِدّ : تَذْكُوْ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَلَا أَخُصُّ بِحِبَائِي إِلَّا أَحِبَّائِي :

এখানে مُسْتَثْنَى مُفَرَّغٌ হয়েছে। মূল ইবারত ছিল لَا أَخُصُّ بِحِبَائِي أَحَدًا إِلَّا أَحِبَّائِي, অতএব أَحَدًا শব্দটি مُسْتَثْنَى مِنْهُ আর أَحِبَّائِي হলো مُسْتَثْنَى অতঃপর مُسْتَثْنَى مِنْهُ এবং مُسْتَثْنَى মিলে أَخُصُّ ফেয়েলের مَفْعُوْل بِهِ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَا أَخُصُّ بِحِبَائِي إِلَّا أَحِبَّائِي :

এখানে حِبَائِي এবং أَحِبَّائِي-এর মাঝে جِنَاس مردوف হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا أَمْلِكُ خُلَّتِي ...... خَلَّتِي :

এখানে خَلَّتِي এবং خُلَّتِي-এর মধ্যে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا أُصْفِي نِيَّتِي ...... مُنْيَتِي :

مُنْيَتِي এবং نِيَّتِي -এর মধ্যে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا أُخْلِصُ دُعَائِي ...... وِعَائِي :

وِعَاءٌ এবং دُعَاءٌ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

لَا وَاللّٰهِ! بَلْ نَتَوَازَنُ فِي الْمَقَالِ، وَزْنَ الْمِثْقَالِ، وَنَتَحَاذٰى فِي الْفِعَالِ، حَذْوَ النِّعَالِ، حَتّٰى نَأْمَنَ التَّغَابُنَ، وَنُكْفٰى التَّضَاغُنَ، وَإِلَّا فَلِمَ أُعِلُّكَ وَتُعِلُّنِيْ؟ وَأُقِلُّكَ وَتَسْتَقِلُّنِيْ؟ وَأَجْتَرِحُ لَكَ وَتَجْرَحُنِيْ؟ وَأَسْرَحُ إِلَيْكَ وَتُسَرِّحُنِيْ؟ وَكَيْفَ يُجْتَلَبُ إِنْصَافٌ بِضَيْمٍ! وَأَنّٰى تُشْرِقُ شَمْسٌ مَعَ غَيْمٍ! وَمَتٰى أُصْحِبَ وُدٌّ بِعَسْفٍ!

অনুবাদ : না, আল্লাহর শপথ! বরং আমরা কথাবার্তায় পাল্লার মাপের মতো পরিমাপে সমান থাকব এবং কাজে-কারবারে জুতোর মাপে জুতো প্রস্তুত করার মতো সমান সমান থাকব, যাতে আমরা পারস্পরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে রক্ষা পাই। আর যদি তা না হয় তবে কেন আমি তোমাকে বারবার [শরবত] পান করাব, আর তুমি আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে? আমি তোমাকে উপরে তুলব, আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে ? আমি তোমার স্বার্থে উপার্জন করব, আর তুমি আমাকে আহত করবে? আমি তোমার দিকে এগিয়ে যাব, আর তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে? কিভাবে জুলুমের পরিবর্তে সুবিচার পাওয়া যায় এবং কোথায় মেঘের মাঝে সূর্য চমকায়! আর কখন ভালোবাসাকে অন্যায়ের সঙ্গী বানানো হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا না وَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ بَلْ বরং نَتَوَازَنُ আমরা পরিমাপে সমান থাকব فِي الْمَقَالِ কথাবার্তায় وَزْنَ الْمِثْقَالِ পাল্লার মাপের মতো وَنَتَحَاذٰى এবং সমান সমান থাকব فِي الْفِعَالِ কাজ-কারবারে حَذْوَ النِّعَالِ জুতোর পরিমাপ মতো حَتّٰى যাতে نَأْمَنَ নিরাপদে থাকি التَّغَابُنَ পারস্পরিক ক্ষতি থেকে وَنُكْفٰى এবং রক্ষা পাই التَّضَاغُنَ পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে وَإِلَّا আর যদি তাই না হয় فَلِمَ তবে কেন أُعِلُّكَ আমি তোমাকে বারবার পান করাব وَتُعِلُّنِيْ আর তুমি আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে أُقِلُّكَ আমি তোমাকে উপরে তুলব وَتَسْتَقِلُّنِيْ আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে أَجْتَرِحُ আমি উপার্জন করব لَكَ তোমার স্বার্থে وَتَجْرَحُنِيْ আর তুমি আমাকে আহত করবে وَأَسْرَحُ আর আমি এগিয়ে যাব إِلَيْكَ তোমার দিকে وَتُسَرِّحُنِيْ আর তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে كَيْفَ কিভাবে يُجْتَلَبُ পাওয়া যায় إِنْصَافٌ সুবিচার بِضَيْمٍ জুলুমের পরিবর্তে وَأَنّٰى এবং কোথায় تُشْرِقُ চমকায় شَمْسٌ সূর্য مَعَ غَيْمٍ মেঘের মাঝে وَمَتٰى আর কখন أُصْحِبَ সঙ্গী বানানো হয়েছে وُدٌّ ভালোবাসা بِعَسْفٍ অন্যায়ের সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا، وَاللّٰهِ : না, আল্লাহর শপথ।

نَتَوَازَنُ : আমরা পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকব।

(تَفَاعُلٌ) تَوَازُنًا : পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকা।

(ض) وَزْنًا، زِنَةً : ওজন করা, মাপা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ.

مَادَّةٌ : (و ـ ز ـ ن) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

اَلْمَقَالُ (مصدر ميمى – ن) : কথাবার্তা, উক্তি।

وَزْنٌ (ض) مصـ : মাপা, ওজন করা।

وَزْنٌ (ج) أَوْزَانٌ : মাপ। পরিমাপ। ওজন।

اَلْمِثْقَالُ : (ج) مَثَاقِيْلُ : সমপরিমাণ। পরিমাপ। ওজন। পাল্লা, দাঁড়িপাল্লা। ১ $\frac{৩}{৭}$ দিরহামের সমপরিমাণ ওজন বা তার চেয়ে কিছু কমবেশি।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.

مَادَّةٌ : (ث ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مِيْزَانٌ/ وَزْنٌ

نَتَحَاذٰى : আমরা পরস্পরে সমান সমান থাকব।

(تَفَاعُلٌ) تَحَاذِيًا : পরস্পরে সমান থাকা।

(مُفَاعَلَة) مُحَاذَاةً، حِذَاءً : সামনা সামনি/ পাশাপাশি অবস্থান করা।

(ن) حَذْوًا، حِذَاءً، النَّعْلَ : নমুনা অনুযায়ী জুতো প্রস্তুত করা। একটি জুতোর। মাপে অপর জুতো তৈরি করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : أَسْقَى

تُعِلَّ : তুমি ব্যাধিগ্রস্ত করবে।

(اِفْعَال) إِعْلَالاً - هُ اللّٰهُ : অসুস্থ/ ব্যাধিগ্রস্ত করা।

(ض) عِلَّةً : অসুস্থ হওয়া।

(ن) عِلَّةً - اَللّٰهُ فُلَانًا : অসুস্থ করা।

(ن. مج) عِلَّةً - اَلْإِنْسَانُ : অসুস্থ হওয়া।

مَادَّه : (ع . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : تَمْرَض ، ضِدّ : تَشْفِي

أُقِلّ : আমি উঁচু করব। উপরে তুলব।

(اِفْعَال) إِقْلَالاً : উঁচু করা। বহন করা।

(ض) قَلًّا، قِلَّةً : উঁচু করা। উঁচু হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا .

مَادَّة : (ق . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : أَرْفَعُ ، ضِد : أَحْقِرُ

تَسْتَقِلَّ : তুমি কম মনে করবে, তুচ্ছ জ্ঞান করবে।

اِسْتِفْعَال) اِسْتِقْلَالاً) : তুচ্ছ জ্ঞান করা, কম মনে করা।

- بِكَذَا : স্বতন্ত্র/ একক হওয়া।

مَادَّة : (ق . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : تَحْقِرُ ، ضِدّ : تَقِلّ

أَجْتَرِحُ : আমি উপার্জন করব।

(اِفْتِعَال) اِجْتِرَاحًا : উপার্জন করা।

(ف) جَرْحًا - هُ : আহত করা, জখম করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ .

مَادَّة : (ج . ر . ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَكْتَسِبُ ، ضِدّ : أُنْفِقُ

تَجْرَحُ : তুমি আহত করবে।

(س) جَرْحًا : আহত হওয়া।

مُرَادِف : تَقْرَحُ ، ضِدّ : تَسْتَطِبُّ

أَسْرَحُ : আমি এগিয়ে যাব।

(س) سَرْحًا : নিজের প্রয়োজনে বের হওয়া।

- إِلَى فُلَانٍ : এগিয়ে যাওয়া।

(ف) سَرْحًا، سُرُوْحًا : সকাল বেলায় বের হওয়া।

- اَلْمَاشِيَةَ : চারণভূমিতে যাওয়া।

- اَلشَّيْءَ : বের করা। ছেড়ে দেওয়া।

- أَوْ حَذْوَهُ : অনুসরণ করা।

- هُ وَلَهُ نَعْلًا : জুতো পরানো।

مَادَّة : (ح . ذ . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : تَتَسَاوِي/تَتَشَابَهُ ، ضِدّ : تَتَفَارَقُ

(ج) فِعَال، (و) فِعْل : যৌথভাবেকৃত কাজ-কারবার।

حَذْوَ : সমান, সমপরিমাপ, বিপরীত।

(ج) نِعَال، أَنْعُل، (و) نَعْل : জুতা, চপ্পল।

فِي الْقُرْآنِ : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ .

مَادَّة : (ن . ع . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حِذَاءٌ .

نَأْمَنُ : আমরা নিরাপদে থাকি।

(س) أَمْنًا ، أَمَانًا ، أَمَنَةً : নিরাপদে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا .

مَادَّة : (أ . م . ن)، جِنْس : مَهْمُوْز الْفَاء .

اَلتَّغَابُنَ : পারস্পরিক ক্ষতি।

اَلتَّغَابُنُ (تَفَاعُل)مصـ : একে অপরের ক্ষতি করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ .

مَادَّة : (غ . ب . ن)، جِنْس صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْخِدَاعُ .

نُكْفَى (مج) : আমরা রক্ষা পাই।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া।

اَلتَّضَاغُنَ : পারস্পরিক বিদ্বেষ।

(تَفَاعُل) تَضَاغُنًا ، (اِفْتِعَال) اِضْطِغَانًا : একের প্রতি অপরের বিদ্বেষ রাখা।

(س) ضَغْنًا - عَلَيْهِ : বিদ্বেষ পোষণ করা।

- إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ .

مَادَّة : (ض . غ . ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلتَّبَاغُضَ .

وَإِلَّا : অন্যথায়, আর যদি তা না হয়।

فَلِمَ : তবে কেন, ... কি জন্য।

أُعَلَّ (ن) عَلًّا، عَلَلًا : আমি বারবার পান করাব।

(ن) عَلًّا عَلَلًا : দ্বিতীয়বার পান করা বা করানো।

(اِفْعَال) إِعْلَالًا : বারবার পান করানো।

ماده : (ع . ل . ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ .
مَادَّة : (س ـ ر ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح .
مُرَادِف : أَرْسَلَ .
تُسَرِّحُ (تَفْعِيْل) تَسْرِيْحًا : তুমি ছেড়ে দেবে।
(تَفْعِيْل) تَسْرِيْحًا : ছেড়ে দেওয়া।
كَيْفَ : কিভাবে, কি উপায়ে, কি অবস্থায়, কিরূপ, কেমন।
يُجْتَلَبُ : আনা যায়, পাওয়া যায়।
(مج، افْتِعَال) اِجْتِلَابًا : নিয়ে আসা।
إِنْصَافَ : সুবিচার।
إِنْصَافَ (إفعال) مصـ : অর্ধেকে পৌছা, অর্ধেক নেওয়া, সুবিচার করা।
ضَيْمَ (ج) ضُيُوْم : জুলুম।
ضَيْمَ (ض) مصـ : জুলুম করা।
مَادَّة : (ض ـ ي ـ م) ، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِيّ
مُرَادِف : ظُلْم ، ضِد : إِنْصَاف/عَدْل
أَنَّى : কোথায়।
أَنَّى : দু'প্রকার। ১. اِسْتِفْهَامِيَّة ২. شَرْطِيَّة
أَنَّى اِسْتِفْهَامِيَّة কখনো مِنْ أَيْنَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا
কখনো مَتٰى -এর অর্থে আসে। যেমন-
أَنَّى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
কখনো كَيْفَ -এর অর্থে আসে। যেমন- أَنَّى جِئْتَ؟
أَنَّى যখন مَتٰى ও كَيْفَ -এর অর্থে আসে তখন তারপরে فِعْل থাকা আবশ্যক। مَقَامَات -এর স্থানে أَنَّى শব্দটি كَيْفَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

تُشْرِقُ : উদিত হয়, চমকায়।
(افْعَال) إِشْرَاقًا : দীপ্তিময় হওয়া, উদিত হওয়া, চমকানো।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا .
مادة : (ش ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : تُضِيْئُ، ضِد : تُكَوَّر
شَمْس : (ج) شُمُوْس : সূর্য, ভাস্কর।
غَيْمٌ (ج) غُيُوْم : মেঘ।
(ض) غَيْمًا (تَفَعُّل) تَغَيُّمًا :
(تَفْعِيْل) تَغْيِيْمًا، (افْعَال) إِغَامَةً، إِغْيَامًا
- ت السَّمَاءُ : মেঘাচ্ছন্ন হওয়া।
مادة : (غ ـ ي ـ م) ، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِيّ
مُرَادِف : السَّحَاب .
مَتٰى : কখন।
أُصْحِبَ (مج) : সঙ্গী বানানো হয়েছে।
(افْعَال) إِصْحَابًا : সঙ্গী হওয়া, সঙ্গী বানানো।
- زَيْدًا : অনুগত হওয়া এবং অনুসরণ করা।
مادة : (ص ـ ح ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : إِنْقَادَ رَافَقَ
وُدّ : ভালোবাসা, বন্ধুত্ব।
وُدّ (س) مصـ : ভালোবাসা।
عَسْف : মৃত্যু। জুলুম, অন্যায়।
عَسَفَ (ض) مصـ : জুলুম করা।
- عَنِ الطَّرِيْقِ : বিচ্যুত হওয়া, সরে যাওয়া।
(تَفَعُّل) تَعَسُّفًا فِي الْكَلَامِ : অযথা/ অনুচিত কথা বলা। অপব্যাখ্যা করা।
- الطَّرِيْقَ وَعَنِ الطَّرِيْقِ : বিচ্যুত হওয়া।
- فُلَانًا : জুলুম করা।
مَادَّة : (ع ـ س ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : ظُلْم/ضَيْم ، ضِد : عَدْل

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا وَاللّٰهِ بَلْ .... الْمِثْقَالَ :

এই বাক্যের মূল ইবারত হলো وَاللّٰهِ لَا أَفْعَلُ هٰذَا بَلْ نَتَوَازَنُ وَزْنَ الْمِثْقَالِ . وَاللّٰهِ হলো قَسَم আর لَا أَفْعَلُ هٰذَا মা'তূফ আলাইহি بَلْ হরফে আতফ نَتَوَازَنُ ফেয়েল فِي الْمَقَالِ মুতা'আল্লিক وَزْنَ الْمِثْقَالِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَفْعُوْل مُطْلَق অতঃপর نَتَوَازَنُ فِي الْمَقَالِ وَزْنَ الْمِثْقَالِ জুমলাটি মা'তূফ তারপর مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف মিলে جَوَاب قَسَم।

قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلِمَ أُعِلُّكَ وَتُعِلُّنِيْ :

এখানে মূল বাক্য ছিল : إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ هٰذَا فَلِمَ أُعِلُّكَ وَتُعِلُّنِيْ এবং إِنْ হরফে শর্ত لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ هٰذَا শর্ত فَا হরফটি جَزَائِيَّة এবং لَمْ হরফে اِسْتِفْهَام আর أُعِلُّكَ এবং تُعِلُّنِيْ মা'তূফ এবং মা'তূফ আলাইহি মিলে جَزَاء।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَأَيُّ حُرٍّ رَضِيَ بِخُطَّةِ خَسْفٍ ! وَلِلّٰهِ أَبُوكَ، حَيْثُ يَقُولُ :

جَزَيْتُ مَنْ أَعْلَقَ بِي وُدَّهُ
جَزَاءَ مَنْ يَبْنِي عَلَى أُسِّهِ
وَكِلْتُ لِلْخِلِّ كَمَا كَالَ لِي
عَلَى وَفَاءِ الْكَيْلِ أَوْ بَخْسِهِ
وَلَمْ أُخَسِّرْهُ، وَشَرُّ الْوَرَى
مَنْ يَوْمُهُ أَخْسَرُ مِنْ أَمْسِهِ
وَكُلُّ مَنْ يَطْلُبُ عِنْدِي جَنًى
فَمَا لَهُ إِلَّا جَنَى غَرْسِهِ

অনুবাদ : এবং কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অবমাননার অবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে! আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার পিতা উৎসর্গীকৃত হোক। যখন সে বলে : [কবিতার অনুবাদ-] যে ব্যক্তি আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক জুড়েছে, আমি তাকে সেই ব্যক্তির প্রতিদানের মতো প্রতিদান দিয়েছি, যে অপরজনের [স্থাপিত ভালোবাসার] ভিত্তির উপর [ভালোবাসার] ইমারত নির্মাণ করে। এবং আমি মাপপাত্র পূর্ণ করা কিংবা উনো করার অনুপাতে বন্ধুর জন্য [বন্ধুত্ব] মেপেছি, যেমন সে আমার জন্য মেপেছে। আমি তার অধিকার কম দেই নি। নিকৃষ্ট জীব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার আজ গতকালের তুলনায় মন্দ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আমার কাছে ফল প্রার্থনা করে, তার জন্য [আমার কাছে] তার লাগানো বৃক্ষের ফল ব্যতীত [কোনো ফল] নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَيُّ حُرٍّ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি رَضِيَ সন্তুষ্ট রয়েছে بِخُطَّةِ অবস্থায় خَسْفٍ অবমাননা وَلِلّٰهِ أَبُوكَ আল্লাহর জন্য তোমার পিতা উৎসর্গীকৃত হোক حَيْثُ يَقُولُ যখন সে বলে جَزَيْتُ আমি তাকে প্রতিদান দিয়ছি مَنْ أَعْلَقَ যে ব্যক্তি সম্পর্ক জুড়েছে بِي আমার সাথে وُدَّهُ তার বন্ধুত্বের جَزَاءَ সে ব্যক্তির মতো প্রতিদান مَنْ يَبْنِي যে ইমারত নির্মাণ করে عَلَى أُسِّهِ নিজের ভিত্তির উপর كِلْتُ আমি মেপেছি لِلْخِلِّ বন্ধুত্বের জন্য كَمَا যেমন كَالَ সে মেপেছে لِي আমার জন্য عَلَى وَفَاءِ الْكَيْلِ মাপপাত্র পূর্ণ করা أَوْ কিংবা بَخْسِهِ উনো করার অনুপাতে وَلَمْ أُخَسِّرْهُ আমি তার অধিকার কম দেইনি شَرُّ الْوَرَى নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব হচ্ছে সেই ব্যক্তি مَنْ يَوْمُهُ যার আজ أَخْسَرُ মন্দ/ক্ষতিগ্রস্ত مِنْ أَمْسِهِ গতকালের তুলনায় كُلُّ مَنْ প্রত্যেক এমন ব্যক্তি يَطْلُبُ প্রার্থনা করে عِنْدِي আমার কাছে جَنًى ফল فَمَا لَهُ তার জন্য নেই إِلَّا ব্যতীত جَنَى ফল غَرْسِهِ তার লাগানো বৃক্ষের।

শব্দ বিশ্লেষণ

حُرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ ، حِرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

مَادَّة : (ح - ر - ر) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِف : شَرِيفٌ/كَرِيمٌ ، ضد : لَئِيمٌ.

رَضِيَ : সন্তুষ্ট রয়েছে,সন্তুষ্ট হয়েছে।

(س) رِضًى، رِضْوَانًا، مَرْضَاةً : সন্তুষ্ট হওয়া।

خُطَّةٌ : (ج) خُطَطٌ : কাজ, অবস্থা, প্রকল্প।

فِي الْحَدِيثِ : قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا .

مَادَّة : (خ - ط - ط) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِف : أَمْر/حَالٌ

أَيٌّ : কোন, কে।

أَيٌّ : শব্দটি কখনো شَرْطِيَّةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ , কখনো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হয়। যেমন- أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ إِيْمَانًا কখনো مَوْصُولَةٌ হয়। যেমন- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا আবার কখনো مَوْصُوفٌ-এর পূর্ণতা বোঝানোর জন্য صِفَتٌ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مُحَمَّدٌ رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ। مَقَامَاتٌ-এর এ স্থানে أَيٌّ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ-এর أَيٌّ مَوْصُولَةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। চারটি حَالَتْ নাহবের কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

خَسْفٌ : অবমাননা, লাঞ্ছনা।

خَسْفًا (ض)مصـ : অবমাননা করা।

- الْقَمَرُ : চন্দ্রগ্রহণ লাগা।

(اِنْفِعَال) اِنْخِسَافًا : চন্দ্রগ্রহণ লাগা, ধসে যাওয়া।

فِى الْقُرْآن : لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا .

مَادَّةٌ : (خ ـ س ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلْإِذْلَالُ ، ضِدٌ : اَلْإِكْرَامُ.

أَبٌ : (ج)أَبَاءٌ، أَبُوْنَ : পিতা, জনক।

حَيْثُ : (لَازِمُ الْإِضَافَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ وَمَبْنِى عَلَى الضَّمِّ عِنْدَ

الْجَمْهُوْرِ) : যেখানে, যখন।

يَقُوْلُ : সে বলে।

(ن) قَوْلًا ، مَقَالًا ، قَالًا ، قِيْلًا : বলা।

جَزَيْتُ : আমি বিনিময় দিয়েছি, প্রতিদান দিয়েছি।

(ض) جَزَاءً : বিনিময় দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া।

(اِفْعَال) إِجْزَاءً : যথেষ্ট হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : جَزَاءً وِفَاقًا .

مَادَّةٌ : (ج ـ ز ـ ی) ، جِنْس : نَاقِص يَائِيْ

مُرَادِفٌ : دَنْتَ (مِنَ الدَّيْنِ)

أَعْلَقُ : আমার সাথে সম্পর্ক জুড়েছে।

(اِفْعَال) إِعْلَاقًا - بِىْ : সম্পর্ক জোড়া।

(تَفْعِيْل) تَعْلِيْقًا : ঝুলানো।

(س) عَلَقًا - ہٗ وَبِهٖ : ভালোবাসা।

مَادَّةٌ : (ع ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلصِّقُ، ضِد : صَرِمَ

وُدٌّ : ভালোবাসা। বন্ধুত্ব।

جَزَاءٌ : প্রতিদান, বিনিময়।

جَزَاءً (ض) مصـ : প্রতিদান দেওয়া।

يَبْنِيْ : [ইমারত] নির্মাণ করে, গড়ে তোলে।

(ض) بِنَاءً ، بُنْيَانًا : আবাদ করা, নির্মাণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا .

مَادَّةٌ : (ب ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِيْ

مُرَادِفٌ : صَنَعَ

أُسٌّ (ج) إِسَاسٌ : ভিত্তি।

أَسَّ (ن) مصـ : ভিত্তি স্থাপন করা।

أَسَاسٌ ، أَسَسٌ : (ج) أُسُسٌ، أَسَاسٌ : ভিত্তি।

فِى الْقُرْآنِ : أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهٗ .

مَادَّةٌ : (أ ـ س ـ س) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفٌ : أَصْلٌ

كِلْتُ : আমি মেপেছি।

(ض) كَيْلًا، مَكَالًا، مَكِيْلًا، (اِفْتِعَال) اِكْتِيَالًا : মাপা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ .

مَادَّة : (ك ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَفُ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : وَزَنْتُ.

اَلْخِلُّ : (ج) أَخْلَالٌ : বন্ধু, প্রিয়জন।

مُرَادِفٌ : حَبِيْبٌ ، ضِدٌ : عَدُوٌّ

كَالَ : সে মেপেছে।

(ض) كَيْلًا، مَكَالًا، مَكِيْلًا : মাপা। পরিমাপ করা।

وَفَاءً : (ض) مصـ : পূর্ণ করা।

فِى الْحَدِيْث : وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ .

مَادَّةٌ : (و ـ ف ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق .

مُرَادِفٌ : نَعَمْ.

كَيْلٌ : (ج) أَكْيَالٌ : মাপপাত্র, মাপ।

اَلْكَيْلُ (ض) مصـ : মাপা, পরিমাপ করা।

فِى الْحَدِيْث : كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

بَخْسٌ : (ف) مصـ : উনো করা, কম করা, জুলুম করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ .

مَادَّةٌ : (ب ـ خ ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : نَقْصٌ ، ضِدٌ : وَفَاءٌ

لَمْ أُخْسِرْ : আমি [তাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করি নি, কম দেই নি।

(تَفْعِيْل) تَخْسِيْرًا ، (ض) خَسْرًا ، خُسْرَانًا : ধ্বংস করা। ক্ষতিগ্রস্ত করা, কম দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) خَسْرًا، خُسْرًا، خَسَارًا، خَسَارَةً، خُسْرَانًا : ধ্বংস হওয়া। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ .

مَادَّةٌ : (خ ـ س ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَنْقَصُ ، ضِدٌّ : اَكْمَلُ

شَرٌّ : (ج) شِرَارٌ ، اَشْرَارٌ ، اَشِرَّاءُ : নিকৃষ্ট, নিচ, অপকৃষ্ট।

فِى الْحَدِيْثِ : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا .

مَادَّةٌ : (ش ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِىْ

مُرَادِفٌ : خَبِيْثٌ/حَقِيْرٌ ، ضِدٌّ : خَيْرٌ

اَلْوَرٰى : মাখলুক, সৃষ্টজগৎ, সৃষ্টজীব।

اَلْيَوْمَ : (يَوْمَهُ) : আজ।

يَوْمٌ : (ج) اَيَّامٌ، (جج) اَيَاوِيْمُ : দিন।

اَخْسَرُ (اسم تفضيل، مذ) : অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক মন্দ।

مُرَادِفٌ : اَنْقَصُ ، ضِدٌّ : اَنْفَعُ

اَمْسِ (مبنى على الكسر) : গতকাল।

اَلْاَمْسُ (معرب) : (ج) اُمُوْسٌ، اَمُوْسٌ، اٰمَاسٌ : পূর্ববর্তী যে কোনো দিন।

يَطْلُبُ : তলব করে। অন্বেষণ করে। প্রার্থনা করে।

(ن) طَلَبًا : তলব করা। অন্বেষণ করা। প্রার্থনা করা।

جَنِىٌّ : (ج) اَجْنَاءٌ، اَجْنٍ : চয়িত, ফল, সদ্য চয়িত ফল।

فِى الْقُرْآنِ : تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

مَادَّةٌ : (ج ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : ثَمَرَةٌ .

غَرْسٌ : (ج) اَغْرَاسٌ ، غِرَاسٌ : রোপণকৃত বৃক্ষ, চারা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لِلّٰهِ اَبُوْكَ : (كَلِمَةُ التَّعَجُّبِ)

মূল ইবারত ছিল مَفْدِىٌّ لِلّٰهِ اَبُوْكَ । اَبُوْكَ হলো مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এবং لِلّٰهِ শব্দটি مَفْدِىٌّ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর مَفْدِىٌّ তার مُتَعَلِّقْ সহ خَبَرْ مُقَدَّمْ।

قَوْلُهُ : كِلْتُ لِلْخِلِّ كَمَا كَالَ لِىْ :

মূল ইবারত ছিল كِلْتُ لِلْخِلِّ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ لِىْ এখানে كَيْلًا মাসদার মাহযূফ مَوْصُوْف আর مِثْلَ كَيْلِهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে صِفَتْ অতঃপর صِفَتْ এবং مَوْصُوْف মিলে مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : جَزَيْتُ مَنْ ...... عَلٰى اُسِّهِ :

এখানে লেখক দুই আলাপচারী ব্যক্তির মধ্যে পিতার বক্তব্য এখানে উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি আমার অন্তরে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে তার সেই ভালোবাসাকে আমি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি এবং তার উপর আমার ভালোবাসার ইমারত নির্মাণ করি। সে যদি আমার অন্তরে নিখাদ ভালোবাসার ভিত্তি স্থাপন করে, তবে আমি তার উপর আমার ভালোবাসার সুদৃঢ় ইমারত নির্মাণ করি। পক্ষান্তরে সে যদি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে আমার অন্তরে ভালোবাসার দুর্বল ভিত্তি স্থাপন করে, আমিও তার উপর আমার ভালোবাসার দুর্বল ইমারত নির্মাণ করি। এখানে লেখক তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান প্রদানকে এমন ব্যক্তির ইমারত নির্মাণের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন, যে ভিত্তির দুর্বলতা ও সবলতার বিচার করে যথোপযুক্ত ইমারত নির্মাণ করে।

قَوْلُهُ : كِلْتُ لِلْخِلِّ ...... عَلٰى بَخْسِهِ

এখানে পিতার বক্তব্যে এক বন্ধুর ভালোবাসা পোষণ করাকে অপর বন্ধুর ভালোবাসা পোষণ করার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অপর বন্ধু পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসা পোষণ করলে আমিও তাকে পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসি। আর সে যদি সে যথাযথ ভালোবাসা পোষণে ত্রুটি করে তবে আমিও তার সাথে সে মুতাবিক ভালোবাসা পোষণ করি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا أَبْتَغِي الْغَبْنَ وَلَا أَنْثَنِي
بِصَفْقَةِ الْمَغْبُوْنِ فِيْ حِسِّهِ
وَلَسْتُ بِالْمُوْجِبِ حَقًّا لِمَنْ
لَا يُوْجِبُ الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ
وَرُبَّ مَذَّاقِ الْهَوٰى خَالَنِيْ
أَصْدُقُهُ الْوُدَّ عَلَى لَبْسِهِ
وَمَادَرٰى مِنْ جَهْلِهِ أَنَّنِيْ
أَقْضِيْ غَرِيْمِيْ الدَّيْنَ مِنْ جِنْسِهِ
فَاهْجُرْ مَنِ اسْتَغْبَاكَ هِجْرَ الْقِلٰى
وَهَبْهُ كَالْمَلْحُوْدِ فِيْ رَمْسِهِ

অনুবাদ : আমি ক্ষতির সম্মুখীন হতে চাই না এবং আমি নিজ অনুভূতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাজ-কারবারে ফিরে যেতে চাই না। [অর্থাৎ, আমি কাউকে ধোঁকা দেই না অথবা আমি পুনরায় ধোঁকা খাওয়ার মতো কাজ-কারবার করি না]। যে ব্যক্তি নিজের উপর আমার অধিকার স্বীকার করে না, আমি তার অধিকার স্বীকার করি না। এবং অনেক ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী আমাকে ধারণা করেছে যে, আমি তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও তার সাথে আমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি। এবং সে তার অজ্ঞতাবশত বুঝে নি যে, আমি আমার ঋণদাতাকে ঋণের অনুরূপ জিনিস দ্বারা ঋণ পরিশোধ করি। অতএব, যে তোমাকে নির্বোধ মনে করে তুমি তাকে, শত্রুকে পরিত্যাগ করার মতো পরিত্যাগ কর এবং তুমি তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে কর, যে তার সমাধিতে সমাহিত।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَبْتَغِيْ আমি সম্মুখীন হতে চাই না الْغَبْنَ ক্ষতির وَلَا أَنْثَنِيْ এবং আমি ফিরে যেতে চাই না بِصَفْقَةِ কাজ-কারবারে الْمَغْبُوْنِ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির حِسِّهِ নিজ অনুভূতিতে وَلَسْتُ আমি নই/আমি করি না بِالْمُوْجِبِ স্বীকারকারী حَقًّا অধিকার لِمَنْ তার যে ব্যক্তি لَا يُوْجِبُ স্বীকার করে না الْحَقَّ অধিকার عَلَى نَفْسِهِ নিজের উপর وَرُبَّ এবং অনেক مَذَّاقِ الْهَوٰى ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী خَالَنِيْ আমাকে ধারণা করেছে যে, أَصْدُقُهُ الْوُدَّ আমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি عَلَى لَبْسِهِ তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও مَادَرٰى সে বুঝেনি مِنْ جَهْلِهِ তার অজ্ঞতাবশত أَنَّنِيْ যে আমি أَقْضِيْ পরিশোধ করি غَرِيْمِيْ আমার ঋণদাতাকে الدَّيْنَ ঋণ مِنْ جِنْسِهِ ঋণের অনুরূপ জিনিস দ্বারা فَاهْجُرْ অতএব তুমি তাকে পরিত্যাগ কর مَنِ اسْتَغْبَاكَ যে তোমাকে নির্বোধ মনে করে هِجْرَ الْقِلٰى শত্রুকে পরিত্যাগ করার মতো هَبْهُ তুমি তাকে মনে কর كَالْمَلْحُوْدِ সেই ব্যক্তির মতো যে সমাহিত فِيْ رَمْسِهِ তার সমাধিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَبْتَغِيْ : আমি চাই না, কামনা করি না।
(افتعال) اِبْتِغَاءً : তালাশ করা, চাওয়া, কামনা করা।
مُرَادِف : اَطْلُبُ
اَلْغَبْنُ : ক্ষতি, ধোঁকা।
اَلْغَبْنُ (ن) مصـ : ধোঁকা দেওয়া, ক্ষতি করা।
فِي الْحَدِيْثِ : مَغْبُوْنٌ مَنْ كَانَ غَدُهٗ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ.
مَادَّةٌ : (غ ـ ب ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْخِدَاعُ.

(لَا) أَنْثَنِيْ : আমি ফিরে যাব না, ফিরে যেতে চাই না।
(اِنْفِعَال) اِنْثِنَاءً : ফিরে যাওয়া।
(ض) ثَنْيًا - اَلشَّيْءَ : ফিরানো। ভাঁজ করা।
- فُلَانًا : বিরত রাখা।
- اَلشَّيْءُ : দ্বিতীয় হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَثْنِيَةً : দ্বিগুণ করা।
مَادَّة : (ث ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِيّ
صَفْقَةٌ : (ج) صَفَقَاتٌ : কাজ-কারবার।

فِى الْحَدِيْثِ : نَهٰى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِىْ صَفْقَةٍ -

مَادَّة : (ص . ف . ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَقْدٌ

اَلْمَغْبُوْنُ (مف، مذ) : ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত।

حِسٌّ : উপলব্ধি,অনুভূতি।

حَسَّ (ض) مصـ : উপলব্ধি করা, জানা।

(اِفْعَال) إِحْسَاسًا - الشَّيْءَ وَبِالشَّيْءِ : উপলব্ধি করা। জানা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ .

مَادَّة : (ح . س . س) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : فَهْمٌ/عِلْمٌ ، ضِدّ : غَبَاوَةٌ/جَهْلٌ

لَسْتُ : (فعل ناقص) : আমি নই।

اَلْمُوْجِبُ (فا، مذ) : অবধারিতকারী, স্বীকারকারী।

(اِفْعَال) إِيْجَابًا : অপরিহার্য করা, অবধারিত করা।

(ض) وُجُوْبًا : অপরিহার্য হওয়া। সাব্যস্ত হওয়া। চূড়ান্ত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

مَادَّة : (و . ج . ب) ، جِنْس : مِثَالِ وَاوِىّ

مُرَادِف : اَلْمُلْزِمُ

حَقٌّ : (ج) حُقُوْقٌ : অধিকার, প্রাপ্য।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا .

مَادَّة : (ح . ق . ق) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِىْ

لَا يُوْجِبُ : অবধারিত করে না, স্বীকার করে না।

نَفْسٌ : (ج) نُفُوْسٌ، أَنْفُسٌ : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি, নিজ সত্তা।

رُبَّ : অনেক, বহু।

مَذَّاقٌ : অসাধু বন্ধু, মিশ্রণকারী।

(ن) مَذْقًا - اللَّبَنَ : দুধে পানি মিশ্রিত করা, মেশানো।

(اِفْتِعَال) اِمْتِذَاقًا، اِمَّذَاقًا - اللَّبَنُ : দুধ পানি মিশ্রিত হওয়া।

مَادَّة : (م . ذ . ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خِلَاطٌ

مَذَّاقُ الْهَوٰى : ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী।

خَالَ : ধারণা করেছে।

(س) خَيْلًا ، خَيْلَةً ، خَالًا، خَيْلَانًا : ধারণা করা।

(تَفْعِيْل) تَخْيِيْلًا : মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।

فِى الْقُرْآنِ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى .

مَادَّة : (خ . ى . ل) ، جِنْس : أَجْوَفُ يَائِىّ

مُرَادِف : حَسِبَ ، ضِدّ : تَيَقَّنَ

أَصْدُقُ : আমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি।

(ن) صِدْقًا - اَلْوُدَّ : নিখাদ ভালোবাসা পোষণ করা।

مُرَادِف : أَوُدُّ

اَلْوُدُّ (س) مصـ : আন্তরিকতা পোষণ করা, ভালোবাসা।

لَبْسٌ ، لِبْسٌ : সন্দেহ, সংশয়, কাঠিন্য, অস্পষ্টতা, ভেজাল, কৃত্রিমতা।

لَبَسَ (ض، ن) مصـ : সন্দেহযুক্ত করা, উলট পালট করে দেওয়া।

(س) لُبْسًا - اَلثَّوْبَ : পরিধান করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ .

مَادَّة : (ل . ب . س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَخْلِيْطٌ ، ضِدّ : إِخْلَاصٌ

مَا دَرٰى : সে বুঝেনি।

(ض) دَرْيًا، دَرْيَةً، دَرَيَانًا، دِرَايَةً : জানা, বুঝা।

(مُفَاعَلَة) مُدَارَاةً : কোমল আচরণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ .

مُرَادِف : مَا عَلِمَ ، ضِدّ : مَا جَهِلَ

جَهْلٌ (س) مصـ : না জানা।

جَهْلٌ : অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা।

مُرَادِف : أُمِّيَّةٌ، ضِدّ : عِلْمٌ

أَقْضِىْ : আমি [ঋণ] পরিশোধ করি।

(ض) قَضَاءً - اَلدَّيْنَ : ঋণ পরিশোধ করা।

مَادَّة : (ق . ض . ى) ، جِنْس : نَاقِصُ يَائِىّ

مُرَادِف : أُوَدِّىْ

غَرِيْمٌ (ج) غُرَمَاءُ، غِرَامٌ : ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, প্রতিপক্ষ।

مُرَادِف : دَائِنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلدَّيْنُ : (ج) دُيُوْنٌ ، أَدْيُنٌ : ঋণ, কর্জ।

اَلْحَدِيْثُ : فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ بِالْقَبُوْلِ .

مَادَّةٌ : (د ـ ى ـ ن) ، جِنْس : اَجْوَفُ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : قَرْض

جِنْس : (ج) أَجْنَاسٌ : স্বজাতি, জাতি, কোনো কিছুর অনুরূপ।

مَادَّةٌ : (ج ـ ن ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : نَوْعٌ ـ مِثْلٌ ، ضِدٌّ : غَيْر

أُهْجُرْ : তুমি পরিত্যাগ কর।

(ن) هَجْرًا ، هِجْرَانًا । সম্পর্ক ছিন্ন করা, পরিত্যাগ করা

(مُفَاعَلَة) مُهَاجَرَةً : হিজরত করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا .

مَادَّةٌ : (ه ـ ج ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اُتْرُكْ ، ضِدٌّ : خُذْ

اِسْتَغْبٰى : নির্বোধ মনে করল [করে]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِغْبَاءً : নির্বোধ মন করা।

(ض) غَبَاوَةً : নির্বোধ হওয়া। অজ্ঞ থাকা।

مَادَّةٌ : (غ ـ ب ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : اِسْتَجْهَلَ

هَجْرٌ (ن) مصـ । পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

اَلْقِلٰى (ض ، س) مصـ : শত্রুতা রাখা, বিদ্বেষ রাখা।

قِلًى (مصدر بمعنى اسم فاعل) : শত্রু, বিদ্বেষী।

(ض) قَلْيًا : । ভুনা।

فِى الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى .

مَادَّةٌ : (ق ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِىْ

مُرَادِفٌ : اَلْبُغْضُ ، ضِدٌّ : خُذْ

هَبْ : তুমি মনে কর, ধরে নাও।

(ف) وَهْبًا ، هِبَةً : মনে করা। ধরে নেওয়া।

এ অর্থে কেবল صِيْغَةُ الْأَمْرِ ব্যবহৃত হয়।

فِى الْقُرْآنِ : يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا .

مَادَّةٌ : (و ـ ه ـ ب) ، جِنْس : مِثَالْ وَاوِىْ

مُرَادِفٌ : اَحْسِبْ

اَلْمَلْحُوْدُ (مف ، مذ) : সমাহিত, দাফনকৃত।

(ف) لَحْدًا ، (اِفْعَال) إِلْحَادًا ـ اَلْمَيِّتَ : মৃতকে দাফন করা।

ـ اَللَّحْدَ : কবর খনন করা।

ـ لِلْمَيِّتِ : বগলী করা, খনন করা।

رَمْسٌ : (ج) رُمُوْسٌ ، أَرْمَاسٌ : কবর, সমাধি।

(ن ، ض) رَمْسًا : ঢেকে দেওয়া। দাফন করা। কবরের মাটি জমির সমতল করে দেওয়া।

(اِفْعَال) إِرْمَاسًا : দাফন করা।

مَادَّةٌ : (ر ـ م ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : قَبْرٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالْبَسْ لِمَنْ فِيْ وُصْلِهِ لُبْسَةٌ
لِبَاسَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ أُنْسِهِ
وَلَا تُرَجِّ الْوُدَّ مِمَّنْ يَرٰى
أَنَّكَ مُحْتَاجٌ إِلٰى فَلْسِهِ

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا وَعَيْتُ مَادَارَ بَيْنَهُمَا، تُقْتُ إِلٰى أَنْ أَعْرِفَ عَيْنَهُمَا، فَلَمَّا لَاحَ ابْنُ ذُكَاءٍ، وَأَلْحَفَ الْجَوُّ الضِّيَاءَ، غَدَوْتُ قَبْلَ اسْتِقْلَالِ الرِّكَابِ، وَلَا اغْتِدَاءَ الْغُرَابِ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তির মিলনে কৃত্রিমতা রয়েছে তার সামনে তুমি সেই ব্যক্তির পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিধান কর, যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয়। তুমি সে ব্যক্তি থেকে ভালোবাসার আশা করো না, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তুমি তার পয়সার মুখাপেক্ষী। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি যখন তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা শুনলাম তখন আমি তাদের উভয় ব্যক্তিকে চেনার জন্য আগ্রহী হলাম। অতঃপর যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হলো এবং আলো পরিবেশকে ঢেকে নিল তখন আমি বাহনজন্তু রওয়ানা হওয়ার পূর্বে অতি প্রত্যুষে রওয়ানা হলাম। আর আমার প্রত্যুষ-গমন কাকের প্রত্যুষ-গমনের মতো নয়। [বরং আরও পূর্বে আমি গমন করলাম।]

শাব্দিক অনুবাদ : اِلْبَسْ তুমি পোশাক পরিধান কর لِمَنْ فِيْ وُصْلِهِ যে ব্যক্তির মিলনে لُبْسَةٌ কৃত্রিমতা لِبَاسَ পোশাক مَنْ يَرْغَبُ عَنْ أُنْسِهِ যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয় وَلَا تُرَجِّ তুমি আশা করো না الْوُدَّ ভালোবাসা مَنْ يَرٰى যে ব্যক্তি ধারণা করে أَنَّكَ مُحْتَاجٌ তুমি মুখাপেক্ষী إِلٰى فَلْسِهِ তার পয়সার প্রতি قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا وَعَيْتُ যখন আমি শুনলাম مَادَارَ بَيْنَهُمَا তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা تُقْتُ তখন আমি আগ্রহী হলাম إِلٰى أَنْ أَعْرِفَ চেনার জন্য عَيْنَهُمَا তাদের উভয়কে فَلَمَّا لَاحَ অতঃপর যখন উদ্ভাসিত হলো ابْنُ ذُكَاءٍ ভোরের আলো وَأَلْحَفَ এবং ঢেকে নিল الْجَوُّ পরিবেশকে الضِّيَاءُ আলো غَدَوْتُ আমি অতি প্রত্যুষে রওনা হলাম قَبْلَ পূর্বে اسْتِقْلَالِ রওয়ানা হওয়া الرِّكَابِ বাহনজন্তু وَلَا আর নয় اغْتِدَاءُ প্রত্যুষে গমন الْغُرَابِ কাক।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِلْبَسْ : তুমি পোশাক পরিধান কর।

(س) لُبْسًا : পোশাক পরিধান করা।

وُصْلٌ : মিলন, সান্নিধ্য।

وَصَلَ (ض) مصـ - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ : একত্র করা, যুক্ত করা।

(ض) وُصُوْلًا - إِلَى الْمَكَانِ : পৌঁছা।

لُبْسَةٌ : সংশয়, কৃত্রিমতা।

لِبَاسٌ : (ج) لُبُسٌ، لُبُسٌ، أَلْبِسَةٌ : পোশাক, পরিচ্ছদ।

يَرْغَبُ : বিমুখতা অবলম্বন করা হয়।

(س) رَغْبًا، رَغْبَةً - عَنْهُ : বিমুখতা অবলম্বন করা।

أُنْسٌ : আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সুসম্পর্ক।

لَا تُرَجِّ : তুমি আশা করো না।

(تَفْعِيْلٌ) تَرْجِيَةً (تَفَعُّلٌ) تَرَجِّيًا، (اِفْتِعَالٌ) اِرْتِجَاءً : আশা করা।

(ن) رَجَاءً، رَجْوًا، رَجَاةً : আশা করা। ভয় করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا .

مَادَّةٌ : (ر ـ ج ـ و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَاوِيٌّ

مُرَادِفٌ : لَاتَأَمَّلْ ، ضِدٌّ : لَاتَيْأَسْ

اَلْوُدُّ (س) مصـ : ভালোবাসা।

يَرٰى، (مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ) : ধারণা করে।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : ধারণা করা। মনে করা।

مُحْتَاجٌ : (فا، مذ) : মুখাপেক্ষী, দারস্থ।

(اِفْتِعَالٌ) اِحْتِيَاجًا : মুখাপেক্ষী হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ .

اَلْحَوْجَاءُ : প্রয়োজন।

يُقَالُ : مَا كَانَ فِى نَفْسِهِ حَوْجَاءُ ، وَلَا لَوْجَاءُ (وَبِالتَّصْغِيرِ) حُوَيْجَاءُ ، وَلَا لُوَيْجَاءُ .

مَادَّةٌ : (ح ـ و ـ ج) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَاوِىٌ

مُرَادِفٌ : مُفْتَقِرٌ ، ضد : مُسْتَغْنِىٌ .

فَلْسٌ : (ج) أَفْلُسٌ ، فُلُوسٌ : পয়সা, অর্থ।

مَادَّةٌ : (ف ـ ل ـ س) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : عُمْلَةٌ

وَعَيْتُ : আমি শুনলাম, আত্মস্থ করলাম।

(ض) وَعْيًا ـ اَلْحَدِيْثَ : শোনা। গ্রহণ করা। মুখস্থ করা, আত্মস্থ করা।

(إِفْعَال) إِيْعَاءً ـ الْكَلَامَ أَوِ الشَّيْءَ : আত্মস্থ করা। জমা করা।

فِى الْحَدِيْثِ : نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى وَوَعَاهَا

مَادَّةٌ : (و ـ ع ـ ى) ، جِنْسٌ : لَفِيْفٌ مَفْرُوقٌ

مُرَادِفٌ : حَفِظْتُ ، ضد : نَسِيْتُ

مَادَارَ بَيْنَهُمَا : তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা।

مَا دَارَ : [যা তাদের মধ্যে] চলেছে।

(ن) دَوْرًا ، دَوَرَانًا ـ بَيْنَهُمَا : চলা, ঘোরা।

(إِفْعَال) إِدَارَةً ـ الشَّيْءُ : ঘোরা।

ـ ه وَبِهِ : ঘোরানো।

(مُفَاعَلَة) مُدَاوَرَةً ، دِوَارًا ـ ه : অপরের সাথে ঘোরা।

ـ عَلَى الْأَمْرِ : কোনো কাজ সম্পাদন করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِدَارَةً ـ النَّبِىُّ : ঘোরা। গোল হওয়া।

ـ الشَّيْءَ وَبِهِ : ঘোরানো।

فِى الْقُرْآنِ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا .

مَادَّةٌ : (د ـ و ـ ر) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَاوِىٌ

مُرَادِفٌ : طَافَ (حَوْلَ الشَّيْءِ)

تُقْتُ : আমি আগ্রহী হলাম।

(ن) تَوْقًا ، تُوَقَانًا ـ إِلَى الشَّيْءِ : ধাবিত হওয়া, আগ্রহী হওয়া।

ـ مِنْهُ : ভয় করা।

ـ إِلَى الْغَايَةِ : জলদি করা।

ـ عَيْنُهُ بِالدُّمُوعِ : প্রবাহিত হওয়া।

ـ بِنَفْسِهِ : প্রাণ দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَتَوُّقًا ـ إِلَى الشَّيْءِ : প্রত্যাশী/ আগ্রহী হওয়া।

مَادَّةٌ : (ت ـ و ـ ق) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَاوِىٌ

مُرَادِفٌ : إِشْتَقْتُ ، ضِدٌّ : أَعْرَضْتُ

أَعْرِفُ : আমি চিনি, চিনব।

(ض) عِرْفَةً ، عِرْفَانًا : জানা। চেনা।

إِلَى أَنْ أَعْرِفَ ـ عَيْنَهُمَا : আমি তাদের উভয়কে চেনার জন্য।

عَيْنٌ : (ج) أَعْيُنٌ ، عُيُونٌ ، أَعْيَانٌ : ব্যক্তি, সত্তা।

مَادَّةٌ : (ع ـ ى ـ ن) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ يَائِىٌ

مُرَادِفٌ : شَخْصٌ

لَاحَ : প্রকাশ পেল, উদ্ভাসিত হলো।

(ن) لَوْحًا : প্রকাশ পাওয়া। উদ্ভাসিত হওয়া।

إِبْنٌ : (ج) بَنُونَ ، أَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র।

اِبْنُ السَّبِيْلِ : মুসাফির।

اِبْنُ جَلَدٍ : প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

اِبْنُ الطَّوْدِ : প্রতিধ্বনি।

هُوَ ابْنُ يَوْمِهِ : সে আগামীর ব্যাপারে ভাবনাহীন।

هُوَ ابْنُ بَطْنِهِ : সে নিজের পেটের ভাবনায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত।

اِبْنُ ذُكَاءٍ : ভোর, প্রভাত।

ذُكَاءُ : (غَيْرُ مُنْصَرِفٍ) : সূর্য।

أَلْحَفَ : ঢেকে নিল।

(إِفْعَال) إِلْحَافًا ـ ه الثَّوْبَ : ঢেকে নেওয়া, পরানো।

ـ السَّائِلُ : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া।

(ف) لَحْفًا : লেপদ্বারা আবৃত করা।

ـ ه الثَّوْبَ : কাপড় পরানো।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا .

مَادَّةٌ : (ل ـ ح ـ ف) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْجَوُّ : (ج) أَجْوَاءٌ : পরিবেশ, আকাশ ও ভূমির মধ্যবর্তী অংশ, মুক্তাঙ্গন।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ .

مَادَّة : (ج ـ و ـ و) ، جِنْس : لَفِيف مَقْرُون .

مُرَادِف : هَوَاءٌ .

اَلضِّيَاءُ : (ج) أَضْوَاءٌ : আলো, রশ্মি।

(افعال) اِضَاءَةً : আলোকিত হওয়া। আলোকিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ .

مَادَّة : (ض ـ و ـ ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (اجوف واوى ومهموز لام)

مُرَادِف : نُورٌ ، ضِد : ظُلْمَةٌ .

غَدَوْتُ : আমি প্রত্যুষে রওয়ানা হলাম।

(ن) غَدْوًا ، غُدُوًّا (افتعال) اِغْتِدَاءً : প্রত্যুষে রওয়ানা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ .

مَادَّة : (غ ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : بَكَرْت .

اِسْتِقْلَالٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ - اَلْقَوْمِ : রওয়ানা হওয়া।

- اَلشَّيْءَ : বহন করা। উঁচু করা।

- بِرَأْيِهِ : স্বতন্ত্র মতের অধিকারী হওয়া।

مَادَّة : (ق ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اِرْتِحَالٌ .

اَلرِّكَابُ : (ج) رُكُبٌ، رَكَائِبُ، رِكَابَاتٌ : বাহনজন্তু, বাহনের উট।

اِغْتِدَاءٌ (افتعال) مصـ : প্রত্যুষে গমন করা।

اَلْغُرَابُ : (ج) أَغْرُبٌ، غُرْبٌ، غِرْبَانٌ، أَغْرِبَةٌ، (جج) غَرَابِينُ : কাক, বায়স।

اَلْغُرَابُ : মাথার পেছনের অংশ শিলা, বরফ।

- مِنَ السَّفِينَةِ : এক প্রকার পুরানো ধাঁচের নৌকা।

- مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো বস্তুর প্রথমাংশ।

غُرَابُ الْفَأْسِ أَوِ السَّيْفِ : ধার।

وَالْعَرَبُ يَتَشَاءَمُونَ بِهِ إِذَا نَعَقَ قَبْلَ الرَّحِيلِ فَيَقُولُونَ : غُرَابُ الْبَيْنِ .

وَيُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي السَّوَادِ، وَالْبُكُورِ، وَالْحَذَرِ، وَالْبُعْدِ .

يُقَالُ : طَارَ غُرَابُهُ : সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে।

أَرْضٌ لَا يَطِيرُ غُرَابُهَا : সবুজ-শ্যামল ভূমি।

بَكَّرَ بُكُورَ الْغُرَابِ : সে কাকের মতো অতি ভোরে উঠেছে।

فُلَانٌ أَحْذَرُ مِنَ الْغُرَابِ : সে কাকের চেয়ে অধিক সতর্ক।

دُونَ هٰذَا شَيْبُ الْغُرَابِ : কাকের শুভ্রতা এর চেয়ে বেশি।

أَغْرِبَةُ الْعَرَبِ : আরবের কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়।

فِي الْقُرْآنِ : فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا .

مَادَّة : (غ ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلْغُدَافُ/ اَلْأَسْوَدُ/ اَلْأَبْقَعُ/ اَلزَّاغُ/ اَلْأَعْصَمُ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَلَا اِغْتِدَاءُ الْغُرَابِ :

نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ وَتَقْدِيرُهُ غَدَوْتُ اِغْتِدَاءً ، لَا اِغْتِدَاءً كَذَا وَكَذَا وَلَا اِغْتِدَاءَ الْغُرَابِ .

Free@www.e-ilm.weebly.com

وَجَعَلْتُ أَسْتَقْرِئُ صَوْبَ الصَّوْتِ اللَّيْلِيِّ، وَأَتَوَسَّمُ الْوُجُوْهَ بِالنَّظَرِ الْجَلِيِّ، إِلَى أَنْ لَمَحْتُ أَبَا زَيْدٍ وَابْنَهُ يَتَحَادَثَانِ، وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ رَثَّانِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُمَا نَجِيَّا لَيْلَتِي، وَصَاحِبَا رِوَايَتِي، فَقَصَدْتُهُمَا قَصْدَ كَلِفٍ بِدَمَاثَتِهِمَا، رَاثٍ لِرَثَاثَتِهِمَا، وَأَبَحْتُهُمَا التَّحَوُّلَ إِلَى رَحْلِي، وَالتَّحَكُّمَ فِي كُثْرِي وَقُلِّي.

অনুবাদ : এবং আমি নৈশ-ধ্বনির দিশা খুঁজতে লাগলাম, আর উন্মুক্ত দৃষ্টিতে চেহারাগুলোর পরিচয় নিতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি আবূ যায়দ ও তার পুত্রকে দেখতে পেলাম, তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে। তখন তাদের গায়ে ছিল দুটি জীর্ণ চাদর। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে, এ দু'জনই আমার রাতে গল্প করার সাথী এবং আমার কাহিনীর দুই নায়ক। তখন আমি তাদের উভয়ের নম্রতার প্রতি বিমুগ্ধ ব্যক্তির অভিমুখী হওয়ার মতো এবং তাদের দুরাবস্থার কারণে দুঃখবোধকারীর মতো তাদের কাছে গেলাম এবং আমার হাওদায় স্থানান্তরিত হওয়া ও আমার কম-বেশি আসবাবপত্রে যথেচ্ছা অধিকার চর্চা করার জন্য তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : وَجَعَلْتُ أَسْتَقْرِئُ এবং আমি খুঁজতে লাগলাম صَوْبَ দিশা الصَّوْتِ اللَّيْلِيِّ নৈশ-ধ্বনি وَأَتَوَسَّمُ আর পরিচয় নিতে লাগলাম الْوُجُوْهَ চেহারাগুলো بِالنَّظَرِ দৃষ্টিতে الْجَلِيِّ উন্মুক্ত إِلَى أَنْ অমনি لَمَحْتُ আমি দেখতে পেলাম أَبَا زَيْدٍ وَابْنَهُ আবূ যায়দ ও তার পুত্রকে يَتَحَادَثَانِ তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে وَعَلَيْهِمَا এবং তাদের গায়ে ছিল بُرْدَانِ رَثَّانِ দুটি জীর্ণ চাদর فَعَلِمْتُ অতএব আমি বুঝে নিলাম যে إِنَّهُمَا এ দুজনই نَجِيَّا গল্প করার সাথী لَيْلَتِي আমার রাত وَصَاحِبَا এবং দুই নায়ক رِوَايَتِي আমার কাহিনী فَقَصَدْتُهُمَا অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম قَصْدَ كَلِفٍ বিমুগ্ধ ব্যক্তির অভিমুখী হওয়ার মতো بِدَمَاثَتِهِمَا তাদের উভয়ের নম্রতার কারণে رَاثٍ দুঃখবোধকারী لِرَثَاثَتِهِمَا তাদের দুরাবস্থার কারণে وَأَبَحْتُهُمَا এবং তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম التَّحَوُّلَ স্থানান্তরিত হওয়া إِلَى رَحْلِي আমার হাওদায় وَالتَّحَكُّمَ এবং যথেচ্ছা অধিকার চর্চা করা فِي كُثْرِي وَقُلِّي আমার কম-বেশি আসবাবপত্রে।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَعَلْتُ : আমি শুরু করলাম।

(ف) جَعْلًا : তৈরি করা, সৃষ্টি করা, শুরু করা।

جَعَلْتُ أَسْتَقْرِئُ : আমি খুঁজতে লাগলাম।

أَسْتَقْرِئُ : আমি খুঁজি, খুঁজব।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقْرَاءً : পড়তে বলা। খোঁজ করা।

(ف) قِرَاءَةً : পড়া, পাঠ করা।

فِي الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .

مَادَّه : (ق . ر . ء) ، جِنْس : مَهْمُوز لَام

مُرَادِف : اِتَّبَعَ/اِطَّلَبَ

صَوْبٌ : উপকারী ও অক্ষতিকর বৃষ্টি। দিক, দিশা।

يُقَالُ : "فُلَانٌ مُسْتَقِيمُ الصَّوْبِ" إِذَا لَمْ يَزِغْ عَنْ قَصْدِهِ .

مَادَّه : (ص . و . ب) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : جِهَةٌ/نَاحِيَةٌ

الصَّوْتُ : (ج) أَصْوَاتٌ : শব্দ, ধ্বনি।

اللَّيْلِيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى اللَّيْلِ) : নৈশ, রাত্রিকালীন, রাত্রিসংক্রান্ত।

(جَعَلْتُ) أَتَوَسَّمُ : আমি পরিচয় নিতে লাগলাম।

(تَفَعُّل) تَوَسُّمًا : পরিচয় নেওয়া।

(ج) وُجُوْهٌ ، أَوْجُهٌ ، أُجُوْهٌ ، (و) وَجْهٌ : চেহারা, মুখমণ্ডল।

النَّظَرُ (ج) أَنْظَارٌ : দৃষ্টি।

النَّظَرُ : (ن . س) : দেখা, চিন্তা ভাবনা করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّةٌ : (ر . ث . ث)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : خَلِقَانِ ، ضِدّ : جَدِيْدَانِ .
عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।
(س) عِلْمًا : জানা। অবগত হওয়া।
نَجِيٌّ (صف، مذ)(ج) أَنْجِيَةٌ : একান্তে গল্প করার সাথী।
(ن) نَجْوًا، نَجْوى، (مُفَاعَلَة) مُنَاجَاةً وَنِجَاءً - اَلرَّجُلَ : গোপনে/ চুপিসারে কথা বলা।
(تَفَاعُل) تَنَاجِيًا، (اِفْتِعَال) اِنْتِجَاءً - اَلْقَوْمُ : চুপিসারে কথা বলা।
- اَلرَّجُلَ : গোপন কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট করা।
مَادَّةٌ : (ن . ج . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : مسار
لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত, নিশি।
صَاحِبٌ (ج) صَحْبٌ ، أَصْحَابٌ ، صُحْبَةٌ ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ ،صَحَابَةٌ : সাথী, বন্ধু, সহচর। [এখানে-নায়ক]।
رِوَايَةٌ : (ج) رِوَايَاتٌ : বর্ণনা, কাহিনী, উপন্যাস।
رِوَايَةً (ض) مصـ : বর্ণনা করা।
قَصَدْتُ : আমি ইচ্ছা করলাম, অভিমুখী হলাম, গেলাম।
قَصَدَ (ض) مصـ - هُ وَلَهُ وَإِلَيْهِ : অভিমুখী হওয়া, যাওয়া, ইচ্ছা করা।
- اَلشَّاعِرُ : কবিতা রচনা করা।
- اَلشَّيْءَ : টুকরো টুকরো করে কাটা।
- فِي الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।
- فِي الْحُكْمِ : ন্যায্য ফয়সালা করা।
- فِي النَّفَقَةِ : অপচয় ও কার্পণ্য না করা।
- فِي مَشْيِهِ : সংযতভাবে চলা।
فِي الْقُرْآنِ : وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ .
مَادَّةٌ : (ق . ص . د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : أَرَدْتُ .
كَلِفٌ (صف، مذ) : আসক্ত।
(س) كَلَفًا - اَلشَّيْءَ وَبِهِ : আসক্ত হওয়া। বিমুগ্ধ হওয়া।

اَلْجَلِيُّ (صف، مذ) : স্পষ্ট, উজ্জ্বল, শাণিত, [এখানে- উন্মুক্ত]।
(ن) جَلَاءً : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া। উঁচু হওয়া।
- عَنْ بَلَدِهِ وَمِنْهُ : বের হওয়া।
- جَلْوًا، جَلَاءً - اَلْأَمْرَ : স্পষ্ট করা। প্রকাশ করা।
- اَلرَّجُلَ عَنْ بَلَدِهِ : বহিষ্কার করা।
- اَلنَّحْلَ : মধু বের করার জন্য ধোয়া দেওয়া।
إِلَى أَنْ : অবশেষে, এক পর্যায়ে, অমনি।
لَمَحْتُ : আবছা দেখলাম, ...দেখতে পেলাম।
(ف) لَمْحًا - اَلشَّيْءَ وَإِلَى الشَّيْءِ : হাল্কা, তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা, আবছা প্রত্যক্ষ করা।
- اَلْبَرْقُ أَوِ النَّجْمُ : চমকানো।
- اَلْبَصَرُ : দৃষ্টি উঠা।
- اَلشَّيْءَ بِالْبَصَرِ : দৃষ্টি দেওয়া।
(اِفْعَال) إِلْمَاحًا - إِلَى فُلَانٍ : হাল্কা/ তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা।
- اَلشَّيْءَ : চমকপ্রদ বানানো।
- اَلرَّجُلَ : প্রদর্শন করা।
يَتَحَادَثَانِ : তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে।
(تَفَاعُل) تَحَادُثًا : পরস্পর কথাবার্তা বলা।
(تَفْعِيل) تَحْدِيْثًا : বর্ণনা করা।
- هُ كَذَا وَبِكَذَا : অবহিত করা, জানানো।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .
مَادَّةٌ : (ح . د . ث) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يَتَكَلَّمَانِ .
عَلَيْهِمَا : তাদের উপর, তাদের গায়ে।
(تث) بُرْدَانِ، (و) بُرْدٌ، (ج) أَبْرَادٌ ، بُرُوْدٌ : চাদর।
فِي الْحَدِيْثِ : كَانَ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .
مَادَّةٌ : (ب . ر . د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : رِدَاءٌ .
(تث) رَثَّانِ، (و) رَثٌّ، (ج) رِثَاثٌ : পুরোনো, জীর্ণ।
(ض) رَثَاثَةً، رُثُوْثَةً - اَلثَّوْبُ : জীর্ণ হওয়া।

- الْأَمْرَ : কষ্ট সত্ত্বেও সয়ে নেওয়া।

- وَجْهُهُ : চেহারায় মেছতা বা দাগ পড়া।

(افعال) إِكْلَافًا - هُ بِكَذَا : আসক্ত/ বিমুগ্ধ বানানো।

(تفعيل) تَكْلِيفًا - هُ زَمْرًا : কঠিন কাজের হুকুম দেওয়া। কোনো বিষয় ফরজ বা আবশ্যক করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۔

مُرَادِف : عَاشِقٌ

دَمَاثَةٌ : নম্রতা।

دَمَاثَةٌ (ك) مص : নম্র হওয়া।

(س) دَمْثًا : নরম হওয়া। কোমল হওয়া।

(تفعيل) تَدْمِيثًا : নরম করা/ নরম বানানো।

- لَهُ الْحَدِيثَ : উল্লেখ করা।

مَادَّة : (د ـ م ـ ث) ، جنس : صَحِيحٌ

مُرَادِف : مُدَارَةٌ/لَيِّنَةٌ ۔

رَاثٍ (فا ـ مذ) (ج) رُثَاةٌ : শোক প্রকাশকারী, দুঃখবোধকারী।

(ن) رَثْوًا، (ض) رَثْيًا، رِثَاءً - اَلْمَوْتَ : শোক প্রকাশ করা। মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা। মৃতের ভালো গুণাবলি উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করা। শোকগাঁথা রচনা করা।

- لَهُ : দয়া ও অনুগ্রহ করা।

رَثَاثَةٌ : পুরানত্ব, দুরাবস্থা।

رَثَاثَةٌ (ض) مص : জীর্ণ হওয়া।পুরানো হওয়া।

(افعال) إِرْثَاثًا - اَلثَّوْبُ : পুরানো হওয়া। জীর্ণ হওয়া।

أَبَحْتَ : অনুমতি দিলাম, বৈধ করে দিলাম।

(افعال) إِبَاحَةً : প্রকাশ করা। বৈধ করা, অনুমতি দেওয়া।

(ن) بُوحًا، بُؤُوحَةً، بُوُوحًا - اَلشَّيْءُ : প্রকাশিত/ প্রসিদ্ধ হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً بَوَاحًا ۔

مَادَّة : (ب ـ و ـ ح)، جنس : أَجْوَفُ وَاوِي

مُرَادِف : أَحْلَلْتَ/ أَذِنْتَ

ضِد : مَنَعْتَ

اَلتَّحَوُّلُ (تفعّل) مص : স্থানান্তরিত হওয়া।

- عَنْهُ : ফিরে যাওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : কৌশল অবলম্বন করা।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া।

- عَلَيْهِ الْحَوْلُ : বছর অতিবাহিত হওয়া।

- إِلَى مَكَانٍ آخَرَ : স্থানান্তরিত হওয়া।

- حِيلَةً : কৌশল অবলম্বন করা।

مَادَّة : (ح ـ و ـ ل) ، جنس : أَجْوَفُ وَاوِي

مُرَادِف : اَلْاِنْصِرَافُ/اَلتَّنَقُّلُ

رَحْلٌ (ج) رِحَالٌ، أَرْحُلٌ : হাওদা, বাহন জন্তুর পিঠে স্থাপিত শিবিকা বিশেষ।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ۔

مادة : (ر ـ ح ـ ل) ، جنس : صَحِيحٌ

مُرَادِف : رِكَابٌ/بَيْتٌ

اَلتَّحَكُّمُ (تفعل) مص : যথেচ্ছা অধিকার চর্চা করা।

- فِي الْأَمْرِ : অযৌক্তিকভাবে নিজের মতো মতো ফয়সালা করা।

(ن) حُكْمًا - اَلرَّجُلُ : বিরত থাকা।

- لَهُ وَعَلَيْهِ وَبَيْنَهُمْ : ফয়সালা করা।

- اَلْفَرَسَ : লাগামে লোহার পাত লাগানো।

- فُلَانًا عَنْ كَذَا : বিরত রাখা। বাধা দেওয়া।

(ك) حِكْمَةً : বুদ্ধিমান হওয়া।

(تفعيل) تَحْكِيمًا : বিচারক বানানো।

مُرَادِف : اَلتَّدَخُّلُ

كُثْرٌ : প্রচুর, পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ।

كُثْرُ الشَّيْءِ : প্রাচুর্য। আধিক্য।

مُرَادِف : وَفِيرٌ ، ضِد : قُلٌّ

قُلٌّ : কম, সামান্য, অপর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ।

- مِنَ الرِّجَالِ : ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি।

رَجُلٌ قُلٌّ : একা মানুষ, যার কোনো সাথী নেই।

قُلُّ بْنُ قُلٍّ : অপরিচিত ব্যক্তি, যার পিতাও অপরিচিত।

يُقَالُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الْقُلِّ وَالْكُثْرِ ۔

مُرَادِف : قَلِيلٌ ، ضِد : كَثِيرٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَطَفِقْتُ أُسَيِّرُ بَيْنَ السَّيَّارَةِ فَضْلَهُمَا، وَأَهُزُّ الْأَعْوَادَ الْمُثْمِرَةَ لَهُمَا، إِلَى أَنْ غُمِرَا بِالنُّحْلَانِ، وَاتُّخِذَا مِنَ الْخُلَّانِ، وَكُنَّا بِمُعَرَّسٍ نَتَبَيَّنُ مِنْهُ بُنْيَانَ الْقُرَى، وَنَتَنَوَّرُ نِيرَانَ الْقِرَى، فَلَمَّا رَأَى أَبُو زَيْدٍ امْتِلَاءَ كِيسِهِ، وَانْجِلَاءَ بُؤْسِهِ، قَالَ لِي: إِنَّ بَدَنِي قَدِ اتَّسَخَ، وَدَرَنِي قَدْ رَسَخَ، أَفَتَأْذَنُ لِي فِي قَصْدِ قَرْيَةٍ لِأَسْتَحِمَّ، وَأَقْضِيَ هٰذَا الْمُهِمَّ، فَقُلْتُ: إِذَا شِئْتَ فَالسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ، وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি কাফেলার মধ্যে তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা প্রচার করতে এবং তাদের জন্য ফলবান বৃক্ষের ডাল ঝাঁকাতে শুরু করলাম। ফলে তারা উভয় দান-দাক্ষিণ্যে ডুবে গেল এবং তাদেরকে বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আমরা তখন এমন এক রাত্রি যাপনস্থলে ছিলাম, যেখানে থেকে জনপদের বাড়িঘর পরখ করে চিনতে পারছিলাম এবং আতিথেয়তার অগ্নিরাশি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর আবূ যায়দ যখন তার থলি পূর্ণ হতে দেখল এবং তার দুরাবস্থা দূরীভূত হতে দেখল তখন সে আমাকে বলল, আমার শরীর ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমার [শরীরের] ময়লা জমে গেছে। তুমি কি আমাকে গোসল করার জন্য এবং এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গ্রামে যেতে অনুমতি দেবে? উত্তরে আমি বললাম, তুমি যখন [যেতে] চাও তাহলে জলদি জলদি যাও এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَطَفِقْتُ অতঃপর আমি শুরু করলাম أُسَيِّرُ প্রচার করতে بَيْنَ السَّيَّارَةِ কাফেলার মধ্যে فَضْلَهُمَا তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা وَأَهُزُّ এবং ঝাঁকাতে الْأَعْوَادَ ডাল/বৃক্ষের ডাল الْمُثْمِرَةَ ফলবান لَهُمَا তাদের জন্য إِلَى أَنْ ফলে غُمِرَا তারা উভয়ে ডুবে গেল بِالنُّحْلَانِ দান-দাক্ষিণ্যে وَاتُّخِذَا এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো مِنَ الْخُلَّانِ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে كُنَّا আমরা ছিলাম بِمُعَرَّسٍ এমন এক রাত্রি যাপন স্থলে نَتَبَيَّنُ مِنْهُ যেখান থেকে চিনতে পারছিলাম। بُنْيَانَ الْقُرَى জনপদের বাড়িঘর وَنَتَنَوَّرُ এবং দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম نِيرَانَ الْقِرَى আতিথেয়তার অগ্নিরাশি فَلَمَّا رَأَى অতঃপর যখন দেখল أَبُو زَيْدٍ আবূ যায়দ امْتِلَاءَ পূর্ণ হওয়া كِيسِهِ তার থলি انْجِلَاءَ দূরীভূত হওয়া بُؤْسِهِ তার দুরবস্থা قَالَ لِي সে আমাকে বলল إِنَّ بَدَنِي আমার শরীর قَدِ اتَّسَخَ ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে وَدَرَنِي এবং আমার [গায়ের] ময়লা قَدْ رَسَخَ জমে গেছে أَفَتَأْذَنُ لِي তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে فِي قَصْدِ قَرْيَةٍ গ্রামে যেতে لِأَسْتَحِمَّ গোসল করার জন্য وَأَقْضِيَ এবং পূর্ণ করার জন্য هٰذَا الْمُهِمَّ এই প্রয়োজন فَقُلْتُ আমি উত্তরে বললাম إِذَا شِئْتَ তুমি যখন যেতে চাও فَالسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ তাহলে জলদি জলদি যাও وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَفِقْتُ (س ، ض) طَفْقًا ، طُفُوقًا - أَفْعَلُ كَذَا :
...করতে শুরু করলাম।
أُسَيِّرُ : আমি প্রচার করি/করব।
تَفْعِيل) تَسْيِيرًا : (اِفْعَال) إِسَارَةً :
প্রচার করা, চালানো, আলোচনা করা।
طَفِقْتُ أُسَيِّرُ : আমি প্রচার করতে শুরু করলাম।
(ض) سَيْرًا - تَسْيَارًا، مَسِيرًا، مَسِيرَةً، سَيْرُورَةً :
যাওয়া। চলা। সফর করা।
- ـهٖ : চালানো।
- الدَّابَّةَ : বাহনজন্তু আরোহণ করা।

- السُّنَّةَ : আমল করা।
فِي الْقُرْآنِ : هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.
مَادَّه (س - ي - ر)، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : أُشِيرُ.
اَلسَّيَّارَةُ : (ج) سَيَّارَاتٌ : কাফেলা, যাত্রীদল, মোটরগাড়ি।
فِي الْقُرْآنِ : وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ.
مَادَّه : (س - ي - ر) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : قَافِلَةٌ/مَرْكَبٌ
فَضْلٌ (ج) فُضُولٌ : অনুগ্রহ। অতিরিক্ততা। অবশিষ্ট গুণ-গরিমা।
مُرَادِف : كَرَمٌ/فَضِيلَةٌ ، ضِدّ : لِئَامٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

(طَفِقْتُ) أَهُزُّ : আমি ঝাঁকাতে শুরু করলাম।
(ن) هَزًّا - ه وبه (تَفْعِيل) تَهْزِيزًا : : নাড়া দেওয়া, ঝাঁকানো।
- الرَّجُلَ : উৎফুল্ল হওয়া।
(اِفْتِعَال) اِهْتِزَازٌ : নড়াচড়া করা, কেঁপে উঠা।
- لِكَذَا : উৎফুল্ল হওয়া।
فِي الْحَدِيْثِ : اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .
مَادَّه : (ه - ز - ز)، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِي،
مُرَادِف : أَحْرَكُ
(ج) أَعْوَادٌ، عِيْدَانٌ، أَعْوُدٌ، (و) عُوْدٌ : কাঠ, গাছের ডাল। এক প্রকার সুগন্ধি। জিহ্বার গোড়ার হাড়। সারঙ্গী।
مَادَّه : (ع - و - د)، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي، مُرَادِف : اَلْغُصْنُ
اَلْمُثْمِرَةُ (فا، مؤ) : ফলবান, ফলপ্রসূ।
(اِفْعَال) اِثْمَارًا، (ن) ثَمْرًا : ফলবান হওয়া। ফল ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا .
مَادَّه : (ث - م - ر)، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : مُنْتِجَةٌ
غُمِرَا (مج) : তাদের উভয়কে ডুবিয়ে দেওয়া হলো, তারা ডুবে গেল, ঢেকে দেওয়া হলো।
(ن) غَمْرًا - ه الْمَاءُ : পানি উঁচু হয়ে এসে ডুবিয়ে দেয়।
مُرَادِف : غُطِّيَا/سُتِرَا .
اَلنُّحْلَانُ : দান, অনুদান।
(ف) نُحْلًا : দান করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً .
مَادَّه : (ن - ح - ل)، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْعَطِيَّةُ
اُتُّخِذَا (مج، تث) : তাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।
(اِفْتِعَال) اِتِّخَاذًا : বানিয়ে দেওয়া। নেওয়া। গ্রহণ করা।
(ن) أَخْذًا، مَأْخَذًا : নেওয়া।
- ه وبه : ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا .
مَادَّه (أ - خ - ذ)، جِنْس : مَهْمُوْزُ الْفَاءِ
مُرَادِف : حَازَ/ حَصَلَ، ضِدّ : فَاتَ/ فَقَدَ
(ج) خُلَّانٌ، أَخِلَّاءُ، (و) خَلِيْلٌ : একান্ত বন্ধু।
خَلِيْلٌ : (ج) خَلِيْلَاتٌ، خَلَائِلُ : ছিদ্রকৃত বস্তু। ক্ষীণকায় ব্যক্তি। অভাবী।
مُعَرَّسٌ، مُعْرَسٌ : শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করার জায়গা।
(تَفْعِيْل) تَعْرِيْسًا، (اِفْعَال) اِعْرَاسًا - اَلْقَوْمُ : শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা।
(ن) عَرْسًا : আনন্দে থাকা।

- عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।
(س) عَرَسًا - بِهِ : ভালোবাসা। আকড়ে থাকা।
(كُنَّا) نَتَبَيَّنُ : আমরা পরখ করে চিনতে পারছিলাম।
(تَفَعُّل) تَبَيُّنًا : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা। পরখ করা। পরখ করে চেনা।
بُنْيَانٌ : প্রাসাদ, বাড়ি-ঘর।
فِي الْقُرْآنِ : كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ .
مَادَّه : (ب - ن - ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي
مُرَادِف : قُصُوْرٌ/عِمَارَةٌ، ضِدّ : عُشٌّ/وَكْرٌ
(ج) قُرًى، قِرًى، (و) قَرْيَةٌ : জনপদ, গ্রাম, সম্পদ।
(كُنَّا) نَتَنَوَّرُ : আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।
- النَّارَ : আগুন দেখতে পাওয়া।
(تَفَعُّل) تَنَوُّرًا : প্রকাশিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .
مَادَّه : (ن - و - ر)، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي
مُرَادِف : نُبْصِرُ (النِّيْرَانَ)
(ج) نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ، أَنْوُرٌ، (و) نَارٌ : অগ্নি।
فِي الْقُرْآنِ : فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا .
مَادَّه : (ن - و - ر)، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي
اَلْقِرَى : আতিথেয়তা।
اَلْقِرَى (ض) مصـ : আতিথেয়তা করা।
رَأَى : দেখল, প্রত্যক্ষ করল।
(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।
اِمْتِلَاءٌ (اِفْتِعَال) مصـ : পূর্ণ হওয়া, ভর্তি হওয়া।
(ف) مَلَأً : পরিপূর্ণ করা।
فِي الْحَدِيْثِ : اِمْلَئُوْا أَفْوَاهَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ .
مَادَّه : (م - ل - ء)، جِنْس : مَهْمُوْز لَام
مُرَادِف : مَعْمُوْرَةٌ، ضِدّ : خُلُوٌّ
كِيْسٌ : (ج) أَكْيَاسٌ، كِيَسَةٌ : থলি, জাম্বিল।
مَادَّه : (ك - ى - س)، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : هِمْيَانٌ/وِعَاءٌ .
اِنْجِلَاءٌ (اِنْفِعَال) مصـ : দূরীভূত হওয়া।
مُرَادِف : اِنْكِشَافٌ
بُؤْسٌ : (ج) أَبْؤُسٌ : দুরাবস্থা, কষ্ট, অভাব।
فِي الْقُرْآنِ : أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ .
مَادَّه : (ب - ء - س)، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن، مُرَادِف : فَقْرٌ

- الصَّلَاةَ : নামাজ আদায় করা।
- بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ : ফয়সালা করা।
قَضٰى فُلَانٌ/ قَضٰى نَحْبَهُ/ قَضٰى أَجَلَهُ/ قَضٰى عَلَيْهِ : মৃত্যুবরণ করা।
اَلْمُهِمُّ، (فا، مذ) (ج) مَهَامُّ : গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যাপৃতিকর বিষয়।
(اِفْعَال) إِهْمَامًا - الْأَمْرُ فُلَانًا : চিন্তিত করা। চিন্তায় ফেলে দেওয়া। দুঃখিত করা।
- الشَّيْخُ : অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।
(ن) هَمًّا، مَهَمَّةً - الْأَمْرُ فُلَانًا : দুঃখিত/ চিন্তিত করা।
- السَّقَمُ جِسْمَهُ : নষ্ট করে ফেলা।
شِئْتَ : তুমি চেয়েছ [চাও]।
(ف ـ س) شَيْئًا ـ مَشِيْئَةً : চাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ـ
مَادَّه : (ش ـ ي ـ ء)، جِنْس : مُرَكَّب (اَجْوَف يَائِي وَمَهْمُوْز لَام)
اَلسُّرْعَةَ (اَىِ الْزَمِ السُّرْعَةَ) : তুমি জলদি যাও।
اَلرَّجْعَةَ (اَىْ أَسْرِعِ الرَّجْعَةَ) : তুমি দ্রুত ফিরে এসো।
(ض) رُجُوْعًا : ফিরে আসা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى غَضْبَانَ ـ
مُرَادِف : اِرْتِدَادٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : إِذَا شِئْتَ فَالسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখানে মূল ইবারত ছিল إِذَا شِئْتَ فَالْزَمِ السُّرْعَةَ وَأَسْرِعِ الرَّجْعَةَ إِذَا কালিমায়ে শর্ত। আর شِئْتَ হলো شَرْط এবং اَلْزَمْ ফেয়েলে اَمْر ১ম اَلسُّرْعَةَ হলো مُؤَكَّد ২য় اَلسُّرْعَةَ হলো تَاكِيْد অতঃপর مُؤَكَّد ও تَاكِيْد মিলে اَلْزَمْ ফেয়েলের مَفْعُوْل بِهٖ তারপর مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর أَسْرِعِ الرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ হল مَعْطُوْف, অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف মিলে جَزَاء -

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَهُزُّ الْأَعْوَادَ الْمُثْمِرَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের الْأَعْوَادَ الْمُثْمِرَةَ [ফলবান বৃক্ষের] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّه بِهٖ উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : إِلٰى أَنْ غَمَرَا بِالنُّحْلَانِ :

এখানে نُحْلَان [দান] কে পানির সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে, তাই مُشَبَّه بِهٖ উল্লিখিত আর مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর পানির জন্য ডুবিয়ে দেওয়া لَازِم তাই غَمَرَا -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

بَدَنٌ : (ج) أَبْدَانٌ : দেহ, শরীর।
بَدَنٌ (ج) بُدُوْنٌ : ক্ষুদ্র বর্ম।
فِي الْقُرْآنِ : وَنُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ ـ
مَادَّه : (ب ـ د ـ ن)، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : جِسْمٌ/جَسَدٌ
قَدِ اتَّسَخَ : ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে।
(اِفْتِعَال) اِتِّسَاخًا، (س) وَسَخًا، (تَفَعُّل) تَوَسُّخًا : ময়লাযুক্ত হওয়া, নোংরা হওয়া।
مَادَّه : (و ـ س ـ خ) ، جِنْس : مِثَال، مُرَادِف : دَرَنٌ
دَرَنٌ : (ج) أَدْرَانٌ : ময়লা, আবর্জনা।
(اِفْعَال) إِدْرَانًا - الثَّوْبَ : নোংরা করা।
- الثَّوْبُ : ময়লাযুক্ত হওয়া।
(س) دَرَنًا : নোংরা হওয়া।
مَادَّه : (د ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : وَسَخٌ
قَدْ رَسَخَ : জমে গেছে, বসে গেছে।
(ن) رُسُوْخًا : দৃঢ়মূল হওয়া, জমে যাওয়া, বসে যাওয়া।
(اِفْعَال) إِرْسَاخًا - ه : দৃঢ় করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ ـ
مَادَّه : (ر ـ س ـ خ) ، جِنْس : صَحِيْح
أَفَ تَأْذَنُ : [তবে কি] তুমি আমাকে অনুমতি দেবে?
(س) إِذْنًا ، أَذِيْنًا : অনুমতি দেওয়া।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِئْذَانًا : অনুমতি চাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ ائْذَنْ لِيْ ـ
مَادَّه : (أ ـ ذ ـ ن) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَا ـ
مُرَادِف : تُبِيْحُ ، ضِدّ : تَمْنَعُ
قَصْدٌ (ض) مصـ : গমন করা, যাওয়া, ইচ্ছা করা।
قَرْيَةٌ : (ج) قُرًى ، قِرًى : জনপদ, গ্রাম, সম্পদ।
لِأَسْتَحِمَّ : আমার গোসল করার জন্য।
أَسْتَحِمُّ : আমি গোসল করব।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْمَامًا : গোসল করা।
(ن) حَمًّا : গরম করা, উত্তপ্ত করা।
مَادَّه : (ح ـ م ـ م)، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي، مُرَادِف : أَغْتَسِلُ
أَقْضِيْ : পূর্ণ করব। সম্পাদন করব।
لِأَقْضِيَ هٰذَا الْمُهِمَّ : এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য।
(ض) قَضَاءً - حَاجَتَهُ : পূর্ণ করা। সম্পাদন করা।
- وَطَرَهُ : উদ্দেশ্য লাভ করা।
- الدَّيْنَ : ঋণ পরিশোধ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ : سَتَجِدُ مَطْلَعِىْ عَلَيْكَ، أَسْرَعَ مِنِ ارْتِدَادِ طَرْفِكَ إِلَيْكَ، ثُمَّ اسْتَنَّ اسْتِنَانَ الْجَوَادِ فِى الْمِضْمَارِ، وَقَالَ لِابْنِهِ : بَدَارِ، بَدَارِ ، وَلَمْ نَخَلْ أَنَّهُ غَرَّ، وَطَلَبَ الْمَفَرَّ، فَلَبِثْنَا نَرْقُبُهُ رِقْبَةَ الْأَعْيَادِ ، وَنَسْتَطْلِعُهُ بِالطَّلَائِعِ وَالرُّوَّادِ ، إِلٰى أَنْ هَرِمَ النَّهَارُ، وَكَادَ جُرُفُ الْيَوْمِ يَنْهَارُ.

অনুবাদ : তখন সে বলল, তোমার চোখের পলক তোমার কাছে ফিরে আসার চেয়ে অধিক দ্রুত তুমি আমার আগমন দেখতে পাবে। অতঃপর সে প্রতিযোগিতার ময়দানে দ্রুতগামী অশ্বের দৌড়ানোর ন্যায় দৌড়াল। এবং সে তার ছেলেকে বলল, জলদি চল, জলদি চল। আর আমরা ধারণ করিনি যে, সে প্রতারণা করল এবং সে পালাবার পথ খুঁজে নিল। সুতরাং আমরা ঈদের [জন্য] অপেক্ষা করার মতো তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম এবং আমরা শত্রু অনুসন্ধানী অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। অবশেষে দিবস শেষপ্রান্তে উপনীত হলো এবং দিবসের কেনারা সে পড়ার উপক্রম করল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন সে বলল سَتَجِدُ তুমি দেখতে পাবে مَطْلَعِىْ আমার আগমন عَلَيْكَ তোমার কাছে أَسْرَعَ অধিক দ্রুত مِنِ চেয়ে ارْتِدَادِ ফিরে আসা طَرْفِكَ তোমার পলক إِلَيْكَ তোমার নিকট ثُمَّ اسْتَنَّ অতঃপর সে দৌড়াল اِسْتِنَانَ الْجَوَادِ দ্রুতগামী অশ্বের দৌড়ানোর ন্যায় فِى الْمِضْمَارِ প্রতিযোগিতার ময়দানে وَقَالَ لِابْنِهِ এবং সে তার ছেলেকে বলল بَدَارِ ، بَدَارِ জলদি চল, জলদি চল وَلَمْ نَخَلْ আর আমরা ধারণা করিনি أَنَّهُ غَرَّ যে, সে প্রতারণা করল وَطَلَبَ এবং খুঁজে নিল الْمَفَرَّ পালাবার পথ فَلَبِثْنَا نَرْقُبُهُ সুতরাং আমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম رِقْبَةَ الْأَعْيَادِ ঈদের [জন্য] অপেক্ষা করার মতো وَنَسْتَطْلِعُهُ এবং আমরা তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম بِالطَّلَائِعِ শত্রু অনুসন্ধানী অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে وَالرُّوَّادِ এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে إِلٰى أَنْ অবশেষে هَرِمَ শেষপ্রান্তে উপনীত হলো النَّهَارُ দিবস وَكَادَ এবং উপক্রম করল جُرُفُ الْيَوْمِ দিবসের কেনারা يَنْهَارُ সে পড়তে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَجِدُ (ض، ح) وَجْدًا ، وُجُودًا : । তুমি দেখতে পাবে।

مَطْلَعٌ (مَصْدَر مِيمِى) : । উদয়, আগমন।

(ن) طُلُوعًا : । উদিত হওয়া, আগমন করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ .

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْمَجِيْئُ

أَسْرَعُ (اِسْم تَفْضِيل، مذ) : । অধিক দ্রুত, অপেক্ষাকৃত বেশি দ্রুত।

(س، ك) سُرْعَةً، سِرَعًا، يَسْرَعًا، سَرَاعَةً : । দ্রুত করা।

(مُفَاعَلَة) مُسَارَعَةً - اِلَيْه : । অগ্রসর হওয়া।

- فِى الْأَمْر : । চেষ্টা করা।

(اِفْعَال) اِسْرَاعًا - فِى الْمَشْىِ : । দ্রুত চলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ . مُرَادِف : اَعْجَلُ .

اِرْتِدَادٌ (اِفْتِعَال) مصـ : ফিরে আসা, ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া।

(ن) رَدًّا : । ফিরিয়ে দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه .

مَادَّه : (ر ـ د ـ د) ، جِنْس : مُضَاعَف، مُرَادِف : رُجُوْعٌ .

طَرْفٌ (ج) أَطْرَافٌ : । চোখ, চোখের পলক।

فِى الْقُرْآنِ : يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ .

مَادَّه : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : نَظَرٌ

اِسْتَنَّ : । সে দৌড়াল।

(اِفْتِعَال) اِسْتِنَانًا - اَلْفَرَسُ : । দৌড়ানো।

- بِسُنَّتِه : । অনুসরণ করা।

- اَلرَّجُلُ : । দাঁত খিলাল করে পরিষ্কার করা।

- اَلْمَاءُ : । পানি পড়া।

- الطَّرِيْقُ : । সৃষ্টি হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ .

مَادَّه : (س ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : عَدَا

اَلْجَوَادُ (ج) جِيَادٌ ، أَجْيَادٌ ، أَجَاوِيْدُ : । দ্রুতগামী অশ্ব।

اَلْجَوَادُ (ج) أَجْوَادٌ، أَجَاوِدُ، أَجَاوِيْدُ، جُوْدٌ، جُوْدَةٌ، جُوَدَاءُ : দানশীল।

فِى الْقُرْآنِ : إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ج ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلْخَيْلُ/اَلْفَرَسُ (اَلسَّرِيْعُ)

اَلْمِضْمَارُ : (ج) مَضَامِيْرُ । ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার ময়দান।

مَادَّه : (ض ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْمَجَالُ .

اِبْنٌ : (ج) بَنُوْنَ ، اَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র।

بَدَارِ (اِسْم فِعْل بِمَعْنٰى اَسْرِعْ) : জলদি কর, জলদি চল।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا .

مَادَّه : (ب ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : سَبْقًا .

لَمْ نَخَلْ : আমরা ধারণা করি নি।

(س) خَيْلًا ، خَالًا ، خَيْلَةً ، خَيَلَانًا : ধারণা করা।

غَرَّ : সে প্রতারণা করল।

(ن) غَرًّا ، غِرَّةً ، غُرُوْرًا : প্রতারণা করা।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ .

مَادَّه : (غ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : خَادَعَ

طَلَبَ : সে খুঁজে নিল।

(ن) طَلَبًا : অন্বেষণ করা। খোঁজ করা।

اَلْمَفَرُّ : পালাবার জায়গা, পালাবার পথ।

(ض) فَرًّا، فِرَارًا، مَفَرًّا : পলায়ন করা। দ্রুত দৌড়া।

(ن) فَرًّا، فُرَارًا – اَلدَّابَّةَ : পশুর বয়স বোঝার জন্য দাঁত দেখা।

– اِلَى الشَّيْءِ : গমন করা।

– عَنِ الْاَمْرِ : অনুসন্ধান করা।

فِى الْقُرْآنِ : اَيْنَ الْمَفَرُّ .

لَبِثْنَا : আমরা বসে থাকলাম।

(س) لُبْثًا ، لَبْثًا ، لَبَاثًا : অবস্থান করা। বসে থাকা।

نَرْقُبُ : আমরা অপেক্ষা করি বা করব।

(ن) رُقُوْبًا، رَقَابَةً، رِقْبَانًا ، رِقْبَةً ، رَقْبَةً
অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা ভয়।

(اِفْتِعَال) اِرْتِقَابًا، (تَفَعُّل) تَرَقُّبًا : অপেক্ষা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ .

مَادَّه : (ر ـ ق ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : نَنْتَظِرُ

لَبِثْنَا نَرْقُبُ : আমরা অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

رِقْبَةً (مَصْدَر لِلنَّوْعِ) : অপেক্ষা করা।

(ج) اَعْيَادٌ (و) عِيْدٌ : ঈদ, খুশির দিন।

فِى الْحَدِيْثِ : لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَهٰذَا عِيْدُنَا .

مَادَّه : (ع ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

نَسْتَطْلِعُ : আমরা [তার] সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطْلَاعًا : প্রকৃত অবস্থা জানতে চাওয়া।

مُرَادِف : نَسْتَخْبِرُ

(ج) اَلطَّلَائِعُ، (و) طَلِيْعَةٌ : শত্রু অনুসন্ধানী অগ্রবর্তী বাহিনী।

مَادَّه : (ط ـ ل ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ

(ج) رُوَّادٌ، رَادَةٌ، رَائِدُوْنَ، (و) رَائِدٌ : গুপ্তচর, নেতা, ঘাস-পানি সন্ধানকারী।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَالَ رَائِدُهُمْ اَرْسُوْا نُزَاوِلُهَا
فَحَتْفُ كُلِّ امْرِئٍ يَجْرِيْ بِمِقْدَارِ

مَادَّه : (ر ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

هَرِمَ : দুর্বল হলো। বৃদ্ধ হলো।

(س) هَرَمًا، مَهْرَمًا ، مَهْرَمَةً : দুর্বল হওয়া। বৃদ্ধ হওয়া।

– النَّهَارُ : দিবস শেষপ্রান্তে এসে উপনীত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ .

مَادَّه : (ه ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَقَارَبَ (النَّهَارُ)

كَادَ : উপক্রম করল।

جُرُفٌ (ج) اَجْرَافٌ، جُرُوْفٌ، جِرَفَةٌ : নদীর ধসমান কেনারা।

فِى الْقُرْآنِ : عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ .

يُقَالُ : فُلَانٌ يَبْنِيْ عَلٰى جُرُفٍ هَارٍ لَا يَدْرِيْ مَا لَيْلٌ مِنْ نَهَارٍ .

مَادَّه : (ج ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : جَانِبٌ .

اَلْيَوْمُ : (ج) اَيَّامٌ، (جج) اَيَاوِيْمُ : দিবস, দিন।

كَادَ يَنْهَارُ : সে পড়ার উপক্রম করল।

(اِنْفِعَال) اِنْهِيَارًا : ধ্বংস হওয়া, ধসে পড়া।

(ن) هَوْرًا : ধসিয়ে দেওয়া, ধসে যাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ .

مَادَّه : (ه ـ و ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : يَنْهَدِمُ/يَسْقُطُ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : كَادَ جُرُفُ الْيَوْمِ يَنْهَارُ :

এখানে اَلْيَوْمُ [দিবস] কে নদীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানে উল্লিখিত مُشَبَّه بِهٖ মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّة হয়েছে। আর নদীর জন্য পাড় لَازِم অতএব جُرُف -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে। আর নদীর কেনারার জন্য সে পড়া مُنَاسِب অতএব يَنْهَارُ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّة হয়েছে।

فَلَمَّا طَالَ أَمَدُ الْاِنْتِظَارِ، وَلَاحَتِ الشَّمْسُ فِي الْأَطْمَارِ، قُلْتُ لِأَصْحَابِي: قَدْ تَنَاهَيْنَا فِي الْمُهْلَةِ، أَوْ تَمَادَيْنَا فِي الرِّحْلَةِ، إِلَى أَنْ أَضَعْنَا الزَّمَانَ، وَبَانَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْمَانَ، فَتَأَهَّبُوا لِلظَّعْنِ، وَلَا تَلْوُوا عَلَى خَضْرَاءِ الدِّمَنِ، وَنَهَضْتُ لِأُحْدِجَ رَاحِلَتِي، وَأَتَحَمَّلَ لِرِحْلَتِي، فَوَجَدْتُ أَبَا زَيْدٍ قَدْ كَتَبَ عَلَى الْقَتَبِ، حِينَ شَمَّرَ لِلْهَرَبِ:

অনুবাদ : অতঃপর যখন অপেক্ষার সময় দীর্ঘায়িত হলো এবং সূর্য জীর্ণ চাদরে আত্মপ্রকাশ করল [তখন] আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, আমরা বিলম্বের [শেষ] প্রান্তে পৌছেছি এবং আমরা রওয়ানা হতে যথেষ্ট [বিলম্ব] করেছি; ফলে আমরা সময় নষ্ট করেছি এবং এটা [স্পষ্ট] হয়ে গেছে যে, লোকটি মিথ্যা কথা বলেছে। [অতএব] তোমরা রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হও এবং আঁস্তাকুড়ের [উপর উৎপন্ন] শ্যামল প্রকৃতির প্রতি ফিরে তাকায়ো [না]। অতঃপর আমি আমার বাহনজন্তুর হাওদা বাঁধার জন্য এবং আমার রওয়ানার উদ্দেশ্যে বোঝা বহন করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। অমনি আমি দেখতে পেলাম যে, [আবূ] যায়দ পলায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় হাওদার উপর লিখে গেছে :

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمَّا طَالَ অতঃপর যখন দীর্ঘায়িত হলো أَمَدُ সময় الْاِنْتِظَارِ অপেক্ষা لَاحَتِ الشَّمْسُ সূর্য আত্মপ্রকাশ করল فِي الْأَطْمَارِ জীর্ণ চাদরে قُلْتُ আমি বললাম لِأَصْحَابِي আমার সাথীদেরকে قَدْ تَنَاهَيْنَا আমরা শেষপ্রান্তে পৌছেছি فِي الْمُهْلَةِ বিলম্বের أَوْ تَمَادَيْنَا অথবা আমরা যথেষ্ট বিলম্ব করেছি فِي الرِّحْلَةِ রওয়ানা হতে إِلَى أَنْ ফলে أَضَعْنَا আমরা নষ্ট করেছি الزَّمَانَ সময় وَبَانَ এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে أَنَّ الرَّجُلَ যে, লোকটি قَدْمَانَ মিথ্যা বলেছে فَتَأَهَّبُوا অতএব তোমরা প্রস্তুত হও لِلظَّعْنِ রওয়ানা হওয়ার জন্য وَلَا تَلْوُوا এবং ফিরে তাকায়ো না عَلَى প্রতি خَضْرَاءِ শ্যামল প্রকৃতি الدِّمَنِ আঁস্তাকুড় وَنَهَضْتُ অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম لِأُحْدِجَ হাওদা বাধার জন্য رَاحِلَتِي আমার বাহন জন্তু وَأَتَحَمَّلَ এবং বোঝা বহন করার জন্য لِرِحْلَتِي আমার রওয়ানার উদ্দেশ্যে فَوَجَدْتُ আমি দেখতে পেলাম أَبَا زَيْدٍ আবূ যায়দ قَدْ كَتَبَ লিখে গেছে عَلَى الْقَتَبِ হাওদার উপর حِينَ شَمَّرَ প্রস্তুতি গ্রহণের সময় لِلْهَرَبِ পলায়নের জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاحَتْ : প্রকাশ পেল, আত্ম প্রকাশ করল।

(ن) لَوْحًا : প্রকাশ পাওয়া।

شَمْسٌ : (ج) شُمُوْسٌ : সূর্য, ভাস্কর।

(ج) أَطْمَارٌ، (و) طِمْرٌ : পুরানা কাপড়, জীর্ণ চাদর।

مَادَّه : (ط ـ م ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : (اَلثَّوْبُ) الْخَلِقُ / (اَلرِّدَاءُ) الْبَالِيْ

(ج) أَصْحَابٌ، صَحْبٌ، صُحْبَةٌ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ، صَحَابَةٌ، (و) صَاحِبٌ সাথী, সহচর।

قَدْ تَنَاهَيْنَا : আমরা শেষপ্রান্তে পৌছেছি।

(تفاعل) تَنَاهِيًا : শেষপ্রান্তে পৌঁছা, শেষ সীমায় উপনীত হওয়া।

(ف) نَهْيًا ـ নিষেধ করা, বাধা দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

مَادَّه : (ن ـ ه ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَمَادَيْنَا ـ

طَالَ : দীর্ঘায়িত হলো, বিলম্বিত হলো।

(ن) طُوْلًا : দীর্ঘায়িত হওয়া, বিলম্বিত হওয়া।

(اِفْعَال) اِطَالَةً : দীর্ঘায়িত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ـ

مَادَّه : (ط ـ و ـ ل)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اِمْتَدَّ، ضِدّ : قَصُرَ

أَمَدٌ : (ج) آمَادٌ : শেষ সময়, সীমা, সময়।

فِي الْقُرْآنِ : فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ـ

مَادَّه : (أ ـ م ـ د)، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء،

مُرَادِف : حَدٌّ/غَايَةٌ

اَلْاِنْتِظَارُ : অপেক্ষা।

اَلْاِنْتِظَارُ (اِفْتِعَال) مص : অপেক্ষা করা।

(ن) نَظَرًا : তাকানো। দেখা।

مَادَّه : (ن ـ ظ ـ ر)، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : اَلْاِرْتِقَابُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : لَا تَعْرُجُوا/لَا تَمِيلُوا .

خَضْرَاءُ : (ج) خَضْرَاوَاتٌ : সবুজ-শ্যামল।

خَضْرَاوَاتٌ : সবজি-ফলমুল।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا .

مَادَّةٌ : (خ ـ ض ـ ر) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : مَخْضَلَةٌ .

(ج) اَلدِّمَنُ، (و) دِمْنَةٌ : আঁস্তাকুড়, আবর্জনা ফেলার জায়গা।

مَادَّةٌ : (د ـ م ـ ن) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : مَزْبَلَةٌ .

نَهَضْتُ : আমি উঠে দাঁড়ালাম।

(ف) نَهْضًا ، نُهُوضًا : নাড়া দেওয়া, উঠে দাঁড়ানো।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ .

مَادَّةٌ : (ن ـ ه ـ ض) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : قَامَ (بِهِ)

(لِ) أَحْدِجَ : আমার [বাহন জন্তুর উপর] হাওদা বাঁধার জন্য।

(ض) حَدْجًا : হাওদা বাঁধা।

مَادَّةٌ : (ح ـ د ـ ج) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : أَرْحَلَ .

رَاحِلَةٌ : (ج) رَوَاحِلُ (اَلتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ) : বাহনের উপযোগী উট বা উটনী।

(لِ) أَتَحَمَّلَ : আমার বোঝা বহন করার জন্য।

(تَفَعُّل) تَحَمُّلًا : বোঝা বহন করা।

(ض) حَمْلًا : বহন করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّهِمْ .

مَادَّةٌ : (ح ـ م ـ ل) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : اَلتَّوَقُّرُ .

رِحْلَةٌ (ج) رِحْلَاتٌ : সফর।

رِحْلَةٌ : (ف) مصـ : রওয়ানা হওয়া।

وَجَدْتُ : আমি দেখতে পেলাম।

(ض) وَجْدًا ، وُجُودًا ، وِجْدَانًا : পাওয়া।

قَدْ كَتَبَ : সে লিখে গেছে।

(ن) كَتْبًا ، كِتَابَةً : লেখা।

اَلْقَتَبُ ، اَلْقِتْبُ (ج) أَقْتَابٌ : হাওদা। অস্ত্ররাজি।

مَادَّةٌ : (ق ـ ت ـ ب) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : اَلرَّحْلُ

حِينٌ : (ج) أَحْيَانٌ ، (جج) أَحَايِينُ : সময়, কাল।

شَمَّرَ : প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

(تَفْعِيل) تَشْمِيرًا : প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

اَلْهَرَبُ (ن) مصـ : পলায়ন করা, পলায়ন।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَّى هَارِبًا .

مَادَّةٌ : (هـ ـ ر ـ ب) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ، مُرَادِفٌ : فَرَّ

اَلْمَهْلَةُ : (ج) مُهَلٌ : বিলম্ব, অবকাশ।

مَهْلَةٌ (ف) مصـ : ধৈর্য-স্থৈর্য সহকারে করা।

(تَفَعُّل) تَمَهُّلًا (ف) مَهْلَةً : ধীরস্থিরতার সাথে কাজ করা, অবকাশ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .

مَادَّةٌ : (م ـ ه ـ ل) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : اَلتُّؤَدَةُ/اَلتَّرَاخِي

تَمَادَيْنَا : আমরা যথেষ্ট বিলম্ব করেছি।

(تَفَاعُل) تَمَادِيًا : চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হওয়া, যথেষ্ট বিলম্ব করা।

ـ بِهِ الشَّيْءُ : দীর্ঘ হওয়া।

(اِفْعَال) أَمَدًّا ، فُلَانًا : অবকাশ দেওয়া।

اَلرِّحْلَةُ (ف) مصـ : রওয়ানা হওয়া।

أَضَعْنَا : আমরা নষ্ট করেছি।

(اِفْعَال) إِضَاعَةً : নষ্ট করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

مُرَادِفٌ : أَفْسَدْنَا ، ضِدٌّ : أَصْلَحْنَا .

اَلزَّمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ ، أَزْمُنٌ : সময়, কাল, যুগ।

بَانَ : প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।

(ض) بَيَانًا : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া।

اَلرَّجُلُ (ج) رِجَالٌ، رَجْلَةٌ، أَرَاجِلُ، رِجَالَاتٌ : পুরুষ, ব্যক্তি, লোক।

قَدْ مَانَ : মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা কথা বলেছে।

(ض) مَيْنًا : মিথ্যা বলা।

(تَفَاعُل) تَمَايُنًا : পরস্পর মিথ্যা বলা।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَأَلْفَى قَوْلَهَا كِذْبًا وَمَيْنًا .

مَادَّةٌ : (م ـ ي ـ ن) ، جِنْسٌ : أَجْوَفُ يَائِيٌّ

مُرَادِفٌ : كِذْبٌ ، ضِدٌّ : صِدْقٌ

تَأَهَّبُوا : তোমরা প্রস্তুত হও।

(تَفَعُّل) تَأَهُّبًا : প্রস্তুতি নেওয়া, প্রস্তুত হওয়া।

مَادَّةٌ : (أ ـ ه ـ ب) ، جِنْسٌ : مَهْمُوزُ فَاءٍ .

مُرَادِفٌ : اِسْتَعِدُّوا .

اَلظَّعْنُ (ف) مصـ : রওয়ানা হওয়া।

اَلظَّعَنُ : রওয়ানা।

لَا تَلْوُوا : ভ্রূক্ষেপ করো না। ফিরে তাকিয়ো না।

(ض) لَيًّا ، لَوْيًا ، لُوِيًّا - عَلَيْهِ : ভ্রূক্ষেপ করা, ফিরে তাকানো।

(تَفْعِيل) تَلْوِيَةً : মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া, ফিরিয়ে নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ .

مَادَّةٌ : (ل ـ و ـ ى) ، جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَا مَنْ غَدَا لِي سَاعِدًا * وَمُسَاعِدًا دُونَ الْبَشَرْ

لَا تَحْسَبَنْ أَنِّي نَأَيْتُـ * ـكَ عَنْ مَلَالٍ أَوْ أَشَرْ

لٰكِنَّنِي مُذْ لَمْ أَزَلْ * مِمَّنْ إِذَا طَعِمَ انْتَشَرْ

قَالَ : فَأَقْرَأْتُ الْجَمَاعَةَ الْقَتَبَ، لِيَعْذِرَهُ مَنْ كَانَ عَتَبَ ، فَأُعْجِبُوا بِخُرَافَتِهِ، وَتَعَوَّذُوا مِنْ آفَتِهِ، ثُمَّ إِنَّا ظَعَنَّا ، وَلَمْ نَدْرِ مَنِ اعْتَاضَ عَنَّا .

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] হে ঐ ব্যক্তি, যে আমার জন্য বাহু হয়েছে এবং মানুষের সামনে আমার সাহায্যকারী হয়েছে! তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার থেকে বিরক্তি কিংবা দম্ভের কারণে দূরে সরে গেছি; বরং আমি সর্বদা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা খাওয়া হয়ে গেলে ছড়িয়ে পড়ে [পগার পার হয়ে যায়]। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি যাত্রীদলকে সেই হাওদা [-র কাঠের লেখাটি] পড়ালাম। যাতে তাকে যারা গালি দিয়েছিল তারা তাকে অপারগ মনে করে। ফলে তারা তার মিথ্যা প্রতারণায় আশ্চর্যান্বিত হলো এবং তার আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করল। অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং আমরা জানি নি যে, কে আমাদের পক্ষে [তার থেকে] এর প্রতিশোধ নিয়েছে [অথবা, আমরা জানতে পারি নি যে, কাকে সে আমাদের পরিবর্তে বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে।]

শাব্দিক অনুবাদ : يَامَنْ হে ঐ ব্যক্তি غَدَا لِي যে আমার জন্য হয়েছে سَاعِدًا বাহু وَمُسَاعِدًا এবং সাহায্যকারী دُونَ الْبَشَرْ মানুষের সামনে لَا تَحْسَبَنْ তুমি মনে করো না যে, أَنِّي نَأَيْتُكَ আমি তোমার থেকে দূরে সরে গেছি عَنْ مَلَالٍ বিরক্তির কারণে وَأَشَرْ কিংবা দম্ভের কারণে لٰكِنَّنِي বরং আমি مُذْ لَمْ أَزَلْ সর্বদা مِمَّنْ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা إِذَا طَعِمَ খাওয়া হয়ে গেলে انْتَشَرْ ছড়িয়ে পড়ে قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَأَقْرَأْتُ অতঃপর আমি পড়ালাম الْجَمَاعَةَ যাত্রীদল الْقَتَبَ সেই হাওদা لِيَعْذِرَهُ যাতে তাকে অপারগ মনে করে مَنْ كَانَ عَتَبَ যারা তাকে গালি দিয়েছিল فَأُعْجِبُوا ফলে আশ্চর্যান্বিত হলো بِخُرَافَتِهِ তার মিথ্যা প্রতারণায় وَتَعَوَّذُوا এবং আশ্রয় প্রার্থনা করল مِنْ آفَتِهِ তার আপদ থেকে ثُمَّ إِنَّا ظَعَنَّا অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম وَلَمْ نَدْرِ এবং আমরা জানিনি مَنِ কে اعْتَاضَ এর প্রতিশোধ নিয়েছে عَنَّا আমাদের পক্ষে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا مَنْ ......! হে ঐ ব্যক্তি ....

غَدَا : হয়েছে, পরিণত হয়েছে।

(ن) غُدُوًّا : হওয়া। পরিণত করা।

سَاعِدٌ : (ج) سَوَاعِدُ : বাহু, হাতের কনুই থেকে তালু পর্যন্ত অংশ।

مَادَّه : (س ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : ذِرَاعًا .

مُسَاعِدٌ (فا ـ مذ) : সাহায্যকারী, সহযোগিতা প্রদানকারী।

(مُفَاعَلَه) مُسَاعَدَةً : সাহায্য করা।

(ف ـ س) سَعَادَةً : কল্যাণময় বা সৌভাগ্যবান হওয়া।

(اِفْعَال) اِسْعَادًا : সৌভাগ্যবান করা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ .

مَادَّه : (س ـ ع ـ د) ، جِنْس صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُعَاوِنُ .

دُونَ : নিচে, উপরে, পেছনে, সামনে, পূর্বে, ছাড়া, নিম্নমানের।

اَلْبَشَرُ (لِلْمُفْرَدِ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَبْشَارٍ) : মানুষ।

(لا) تَحْسَبَنَّ : তুমি মনে করো না।

(س ح) حِسْبَانًا ، مَحْسَبَةً : মনে করা। ধারণা করা।

نَأَيْتُ : আমি দূরে সরে গেছি।

(ف) نَأْيًا ، (اِفْتِعَال) اِنْتِئَاءً : দূরে সরা।

(اِفْعَال) اِنْآءً : দূরে সরানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْقَتَبُ (ج) أَقْتَابٌ : হাওদা।

(لِ)يَعْذِرَ : [যাতে] অভিযোগমুক্ত, সাব্যস্ত করে, [যাতে] তার ওজর গ্রহণ করে।

(ض) عُذْرًا، مَعْذِرَةً - ، : অভিযোগমুক্ত সাব্যস্ত করা। ওজর গ্রহণ করা।

كَانَ عَتَبَ : শাসিয়েছিল, ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

(ض) عَتْبًا، عُتْبَانًا : শাসানো।

أُعْجِبُوا (مج) : তারা আশ্চর্যান্বিত হলো।

(اِفْعَال) إِعْجَابًا : আশ্চর্যান্বিত করা।

خُرَافَةٌ (ج) خُرَافَاتٌ : মিথ্যা প্রতারণা।

فِى الْحَدِيْثِ : حَدِّثْنِى حَدِيْثَ خُرَافَةٍ .

مَادَّة : (خ ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْوَاهِى/اَلْكِذْبُ

تَعَوَّذُوا : তারা আশ্রয় প্রার্থনা করল।

(تَفَعُّل) تَعَوُّذًا : আশ্রয় প্রার্থনা করা।

آفَةٌ (ج) آفَاتٌ : আপদ, বালা, মসিবত।

مَادَّة : (أ ـ و ـ ف) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز فَا، وَأَجْوَف وَاوِى)

مُرَادِف : عَاهَةٌ/مُصِيْبَةٌ، ضِدّ : أَمْنٌ .

ظَعَنَّا : আমরা রওয়ানা হলাম।

(ف) ظَعْنًا : রওয়ানা হওয়া।

(لَمْ) نَدْرِ : আমরা জানিনি।

(ض) دَرْيًا، دِرَايَةً : জানা।

اِعْتَاضَ : প্রতিশোধ নিয়েছে, বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে।

(اِفْتِعَال) اِعْتِيَاضًا ـ عَنْ : বদলাস্বরূপ গ্রহণ করা। প্রতিশোধ নেওয়া।

(ن) عَوْضًا : বদলা দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।

مَادَّة : (ع ـ و ـ ع) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مَادَّة : (ن ـ ء ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز عَيْن وَنَاقِص يَائِى

مُرَادِف : بَعُدْتُ

مَلَالٌ : বিরক্তি।

أَشَرٌ : দম্ভ, অহঙ্কার।

أَشَرٌ (س)مصـ : দম্ভ করা, অহংকার করা।

فِى الْحَدِيْثِ : وَرَجُلٌ اِتَّخَذَهَا أَشَرًا وَمَرَحًا .

مَادَّة : (ا ـ ش ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : بَطَرًا .

لٰكِنَّ : বরং, কিন্তু।

مُذْ لَمْ أَزَلْ : সবকালেই, সর্বদা।

لَمْ أَزَلْ : আমি সরে যাইনি, স্থানান্তরিত হইনি।

(س) زَيْلًا : সরে যাওয়া। স্থানান্তরিত হওয়া।

إِذَا طَعِمَ : [যখন] খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল [তৃপ্ত হয়ে যায়]।

(س) طَعْمًا : খাওয়া, আহার করা।

(اِفْعَال) إِطْعَامًا : আহার করানো।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا .

مَادَّة : (ط ـ ع ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَكَلَ

اِنْتَشَرَ : ছড়িয়ে পড়ল [ছড়িয়ে পড়ে]।

(اِفْتِعَال) اِنْتِشَارًا : ছড়িয়ে পড়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ

مَادَّة : (ن ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ذَهَبَ/بَسَطَ

أَقْرَأْتُ : আমি পড়ালাম।

(اِفْعَال) إِقْرَاءً : পড়ানো।

اَلْجَمَاعَةُ (ج) جَمَاعَاتٌ : দল, [এখানে- যাত্রীদল]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّدْرِيْبَاتُ

١. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً : أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ ظَعَنْتُ إِلٰى دِمْيَاطَ عَامَ هِيَاطٍ ..... حَتّٰى لَاحُوْا كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ فِى الْإِسْتِوَاءِ -

ب. اُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَه مَعَ مَعَانِيْهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِىْ جُمْلَةٍ : عَامٌ. بَرَاءٌ. اَلْوَعْظُ. تَبَيَّنَ. نَوَادِرُ. اِخْتِبَارٌ. حُجَّةٌ. نَظْمٌ. رَايَةٌ. ضَلَّ. تَمْوِيْهٌ.

٢. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً : فَعَنَّ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ فِىْ لَيْلَةٍ فَتِيَّةِ الشَّبَابِ غُدَافِيَّةِ الْإِهَابِ فَأَسْرَيْنَا .. لِلتَّعْرِيْسِ .

ب. اِجْعَلِ الْجُمُوْعَ مُفْرَدَاتٍ : أَكَاذِيْبُ. اَلرُّكُبُ. غَوَائِلُ. مَحَاسِنُ. هُمُوْمٌ.

ج. عَيِّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَة ثُمَّ اسْتَعْمِلْهَا فِىْ بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ هٰهُنَا : أَسْرَيْنَا. مَلِلْنَا. مِلْنَا. صَادَفْنَا. تَخَيَّرْنَا. أَعْمَالٌ.

٣. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً :

قَوْلُهٗ : أُحِلُّ اَنِيْسِىْ مَحَلَّ رَئِيْسٍ ...... وَلَا اَدَعُ الْبَعَادِىْ لِلْمَعَادِىْ :

ب. اُكْتُبْ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوْعِ وَجُمُوْعَ الْمُفْرَدَاتِ فِى الْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ (اَىَّ عَشَرَةٍ شِئْتَ)

ج. اُذْكُرْ مَوَادَّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : مَقَالِىْ. اَلْقَالِىْ. عَوَارِفُ. اَلْبَيْنُ. اَلسَّالِىْ. اَرْضٰى. اَلْوَفَاءُ. يَضَنُّ. اَلْعَاتِىْ. اَلْمَوَاتِىْ.

د. اُذْكُرْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَه وَاسْتَعْمِلْهَا فِىْ بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ هٰهُنَا : يَضَنُّ. يُنَافِسُ. يُلْفِىْ. أُدَارِىْ. أُوَاخِىْ. يُخَيِّبُ. أَتِىْ. آسِمٌ.

ج. ضَعْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِىْ جُمْلَتَيْنِ. اَلْمَوَاتِىْ. أُبَالِىْ. تَمِيْنٌ. زِمَامٌ.

٤. الف. شَكِّلْ وَتَرْجِمْ : فَلَمَّا رَأٰى زَيْدٌ اِمْتِلَاءَ كِيْسِه ... بَدَارِ بَدَارِ.

ب. أَعْرِبْ قَوْلَهٗ : اَلسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ بَدَارِ بَدَارِ.

ج. اُكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ : بَدَارِ بَدَارِ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الخامسة الكوفية

পঞ্চম মাকামা : কূফার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

আল্লামা হারীরী পঞ্চম মাকামায় ফকির বেশে আবূ যায়েদ সারূজীর ভিক্ষা প্রার্থনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি এ রকম : হারিস ইবনে হাম্মাম এক রাতে তার কতিপয় বন্ধুর সাথে গল্প করছিলেন। এমন সময় এক ফকির এসে ঘরের দরজায় হাঁক দিল এবং তাদের নিকট রাতে অবস্থানের জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করল। তারা দরজা খুলে তাকে খাবার দিলেন এবং তার কথাবার্তায় তারা বুঝতে পারলেন যে, লোকটি আবূ যায়েদ সারূজী। তখন তারা তাকে একটি গল্প বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাদেরকে নিজের একটি অতি বিস্ময়কর কাহিনী শোনান যে, আমি গত রাতে এক ঘরের সামনে হাজির হয়ে একটি কবিতায় ঘরের অধিবাসীদের নিকট রাত কাটাবার জন্য একটু জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করি। তখন একটি সুদর্শন কিশোর দরজা খুলে তৎক্ষণাৎ কবিতায় আমার আবেদনের জবাব দিল যে, আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই। আপনাকে আমরা কোত্থেকে খাবার দেব। আবূ যায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির প্রতিভা ও উপস্থিত জবাব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তারপর ছেলেটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটি বলল, আমার নাম যায়েদ। আমি ফায়দের অধিবাসী। এখানে বেড়াতে এসেছি। আমি আমার মাতার মুখে শুনেছি, আমার পিতা বিয়ে করার পর আমার মাতা যখন সন্তানসম্ভবা হন তখন আমার পিতা উধাও হয়ে যান। জন্মের পর আমি আর আমার পিতার দেখা পাইনি। জানি না, তিনি জীবিত আছেন, নাকি মৃত্যু বরণ করেছেন।

আবূ যায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির কথা শুনে বুঝে ফেললাম যে, সে ছেলেটি আমার সন্তান। কেননা আমিই এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু নিজের আর্থিক দুরবস্থা ও দৈন্যদশার কারণে তার কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। এ কাহিনী শুনে উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, আপনি আপনার সন্তানটির সাথে কবে সাক্ষাৎ করতে চান? আবূ যায়েদ বললেন, কিছু অর্থ-কড়ির ব্যবস্থা হলে তবে দেখা করতে পারি। তখন উপস্থিত লোকজন নিজেদের উদ্যোগে কিছু অর্থকড়ির ব্যবস্থা করে দিল। আবূ যায়েদ যখন প্রাপ্ত অর্থগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হারিস ইবনে হাম্মামও ছেলেটিকে দেখার জন্য তাঁর সাথে যেতে চাইল। আবূ যায়েদ তখন হারিসের প্রতি তাকিয়ে অট্টহাসি দিয়ে বললেন, আসলে এটি সম্পূর্ণ বানানো কাহিনী, যা আমি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রস্তুত করেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الْخَامِسَةُ الْكُوفِيَّةُ

পঞ্চম মাকামা : কূফার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ ؛ قَالَ : سَمَرْتُ بِالْكُوفَةِ فِي لَيْلَةٍ أَدِيمُهَا ذُو لَوْنَيْنِ ، وَقَمَرُهَا كَتَعْوِيذٍ مِنْ لُجَيْنٍ، مَعَ رُفْقَةٍ غُذُوا بِلِبَانِ الْبَيَانِ ، وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ ذَيْلَ النِّسْيَانِ، مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ، وَلَا يُتَحَفَّظُ مِنْهُ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি কূফায় [১] এমন এক রাত্রিতে গল্প করলাম, যার বাকল ছিল দু'রঙা এবং যার চন্দ্র ছিল রূপার তাবিজের মতো– এমন সাথীদের সাথে, যারা বাগ্মিতার দুগ্ধ দ্বারা লালিত হয়েছে এবং সাহবানের [২] উপর বিস্মৃতির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَاتُ الْخَامِسَةُ পঞ্চম মাকামা اَلْكُوْفِيَّةُ কূফার গল্প حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন سَمَرْتُ আমি গল্প করলাম بِالْكُوفَةِ কূফায় فِي لَيْلَةٍ এক রাত্রিতে أَدِيمُهَا যার বাকল ছিল ذُو لَوْنَيْنِ দু'রঙা وَقَمَرُهَا এবং যার চন্দ্র كَتَعْوِيذٍ তাবিজের মতো مِنْ لُجَيْنٍ রূপার مَعَ رُفْقَةٍ এমন সাথীদের সাথে غُذُوا যারা লালিত হয়েছে بِلِبَانِ الْبَيَانِ বাগ্মিতার দুগ্ধ দ্বারা وَسَحَبُوا এবং তারা টেনে দিয়েছে عَلَى سَحْبَانَ সাহবানের উপর ذَيْلَ النِّسْيَانِ বিস্মৃতির আঁচল مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় وَلَا يُتَحَفَّظُ مِنْهُ এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْكُوْفَةُ : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম।[১]

لَيْلَةٌ : (ج) لَيَلَاتٌ : । রাত্রি, নিশি, রজনী।

أَدِيمٌ : (ج) أَدَمٌ، أُدُمٌ، أَدِمَةٌ ، آدَامٌ : । পাকা চামড়া, বাকল।

أَدِيمُ اللَّيْلِ : । রাতের অন্ধকার।

مَادَّه : (ا ـ د ـ م)، جِنْس : مَهْمُوْز

مُرَادِف : جِلْدٌ

حَكَى (ض) حِكَايَةً : । বর্ণনা করল [করেন]।

سَمَرْتُ : আমি রাত্রিতে গল্প করলাম।

(ن) سَمْرًا سُمُوْرًا : । রাত জেগে গল্প করা।

(س) سَمَرَةً، (اِفْعِلَال) اِسْمِرَارًا : । বাদামী বর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مُسْتَكْبِرِيْنَ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ .

مَادَّه : (س ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

---

১. কূফা : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সর্বপ্রথম একটি সেনা ছাউনিরূপে কূফা শহরের গোড়াপত্তন করেন। এর পূর্বে কূফা অঞ্চলের নাম ছিল সূরিস্তান। সেনা ছাউনি হিসাবে গড়ে উঠায় প্রথম দিকে এ এলাকায় স্থায়ী বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হতো না। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) এ এলাকার গভর্নর হওয়ার পর থেকে এখানে থাকা বাড়ি-ঘরের নির্মাণ শুরু হয়। এক সময় কূফার অনেক বড় বড় মুসলিম মনীষীর অবস্থান ছিল। হযরত ফারুক আজম (রা.) তাঁর খিলাফতকালে দীনী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে কূফায় প্রেরণ করেন। তার খেদমত ও অবদানের ফলে তখন কূফা মুসলিম বিশ্বে হাদীস চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) কূফার শিক্ষার উন্নয়ন দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি এ শহরটিকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ .

مَادَّة : (ل ـ ب ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَلِيْبٌ

اَلْبَيَانُ : বর্ণনা, বাগ্মিতা।

اَلْبَيَانُ (ض) مصـ : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

سَحَبُوْا (ف) سَحْبًا : আঁচল টেনে দিয়েছে।

سَحْبَانُ : খ্যাতনামা আরব-পণ্ডিত ও বাগ্মী।[1]

ذَيْلٌ : (ج) ذُيُوْلٌ ، أَذْيَالٌ ، أَذْيُلٌ : আঁচল, বর্ধিত অংশ।

قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : خَرَجْتُ بِهَا تَمْشِيْ تَجُرُّ وَرَاءَنَا

عَلٰى أَثَرَيْنَا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلٍ .

مَادَّة : (ذ ـ ي ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : طَرَفٌ/هُدْبَةٌ .

اَلنِّسْيَانُ : বিস্মৃতি।

اَلنِّسْيَانُ (س) مصـ : ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

(إِفْعَال) إِنْسَاءً : ভুলিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا .

مَادَّة : (ن ـ س ـ ي) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : اَلْخَطَأُ ، ضِدّ : اَلصَّوَابُ

مَا فِيْهِمْ إِلَّا ... : তাদের প্রত্যেকেই ছিল।

مَنْ يُحْفَظُ : [যার বাণী] সংরক্ষণ করা হয়।

(س) حِفْظًا - عَنْهُ : সংরক্ষণ করা।

(س) حِفْظًا : মুখস্থ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ .

مَادَّة : (ح ـ ف ـ ظ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَصُوْنُ/يَقِيْ

لَا يُتَحَفَّظُ : যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

(تَفَعُّل) تَحَفُّظًا - مِنْهُ : দূরে থাকা, বেঁচে থাকা।

ذُوْ : (تَثْنِيَة) ذَوَانِ، (ج) ذَوُوْنَ : অধিকারী, মালিক।

(تث) لَوْنَيْنِ (نَصْبًا وَجَرًّا)، وَلَوْنَانِ (رَفْعًا) :

(و) لَوْنٌ : (ج) أَلْوَانٌ : রঙ।

فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ .

مَادَّة : (ل ـ و ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : صِبْغٌ

ذُوْ لَوْنَيْنِ : দু'রঙা।

قَمَرٌ : (ج) أَقْمَارٌ : চাঁদ, চান্দ্র মাসের প্রথম তিন রাত্রি ব্যতীত পরবর্তী পুরো মাসের চাঁদকে قمر বলে।

আর মাসের ১ম তিন রাতের চাঁদকে هلال বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ .

تَعْوِيْذٌ : (ج) تَعَاوِيْذُ : তাবিজ, কবজ।

قَالَ الشَّاعِرُ : أَوَ مَا تَرٰى قَمَرَ السَّمَاءِ

كَأَنَّهُ تَعْوِيْذُ فِضَّةٍ .

مَادَّة : (ع ـ و ـ ذ) ، جِنْس : أَجْوَف

مُرَادِف : اَلتَّمِيْمَةُ

لُجَيْنٌ : রূপা, চাঁদি।

مَعَ : সাথে, সঙ্গে, নিকট।

رُفْقَةٌ : (ج) رِفَاقٌ ، رِفَقٌ ، رُفَقٌ ، أَرْفَاقٌ : সাথীদের দল।

مُرَادِف : زَمِيْلٌ

غُذُوْا : তাদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে, তারা লালিত হয়েছে।

(ن) غَذْوًا : আহার দেওয়া, প্রতিপালন করা।

(اِفْتِعَال) اِغْتِذَاءً، (تَفَعُّل) تَغَذِّيًا : খাদ্যরূপে গ্রহণ করা।

مَادَّة : (غ ـ ذ ـ و) جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : رُزِقُوْا

لِبَانٌ : মহিলার দুধ।

لِبَانٌ (ن ، ض) مصـ : দুধপান করানো।

১. সাহবান ওয়ায়েল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক অনন্য কিংবদন্তি ও বাগ্মিতার প্রবাদ পুরুষ। তার বংশ পরিক্রমা এরূপ : সাহবান ইবনে যুফার ইবনে ইয়াস ইবনে আব্দে শামস আল-ওয়ায়েলী। তিনি হিজরি-পূর্ব ১২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগেই তিনি অনন্য বাগ্মিতার জন্য খ্যাত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি দামেশকে অবস্থান করেন। হিজরি ৫৪ সালে একশ' আশি বছর বয়সে আরবি সাহিত্য-ইতিহাসের এ অনন্য প্রতিভা ইহধাম ত্যাগ করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيَمِيْلُ الرَّفِيْقُ إِلَيْهِ، وَلَا يَمِيْلُ عَنْهُ، فَاسْتَهْوَانَا السَّمَرُ، إِلٰى أَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ، وَغَلَبَ السَّهَرُ، فَلَمَّا رَوَّقَ اللَّيْلُ الْبَهِيْمُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّهْوِيْمُ، سَمِعْنَا مِنَ الْبَابِ نَبْأَةَ مُسْتَنْبِحٍ، ثُمَّ تَلَتْهَا صَكَّةُ مُسْتَفْتِحٍ، فَقُلْنَا: مَنِ الْمُلِمُّ، فِي اللَّيْلِ الْمُدْلَهِمِّ؟ فَقَالَ:

يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنٰى وُقِيْتُمْ شَرًّا
وَلَا لَقِيْتُمْ مَا بَقِيْتُمْ ضُرًّا

অনুবাদ : বন্ধুজন যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার থেকে বিমুখ হয় না। অতঃপর রাত্রির গল্প-গুজব আমাদেরকে এ পর্যন্ত বিহ্বল করে রাখল যে, চন্দ্র ডুবে গেল এবং অনিদ্রা প্রভাবশীল হলো। অতঃপর যখন অন্ধকার রজনী অন্ধকার বিস্তার করল এবং তন্দ্রা ব্যতীত আর কিছু বাকি রইল না, তখন আমরা দরজায় কুকুরকে ঘেউ ঘেউয়ে উদ্বুদ্ধকারী [এক অজানা আগন্তুক]-এর পদধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপর দরজা-উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তির করাঘাত [-এর শব্দ ভেসে] এলো। তখন আমরা বললাম, এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রজনীতে আগমনকারী কে? উত্তরে সে বলল : [কবিতার অনুবাদ–] হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাক এবং তোমরা যতদিন বেঁচে থাক, ততদিন যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হও।

শাব্দিক অনুবাদ : يَمِيْلُ আকৃষ্ট হয় الرَّفِيْقُ বন্ধুজন إِلَيْهِ যার প্রতি وَلَا يَمِيْلُ عَنْهُ যার থেকে বিমুখ হয় না فَاسْتَهْوَانَا অতঃপর আমাদেরকে বিহ্বল করে রাখল السَّمَرُ রাত্রির গল্প-গুজব إِلٰى أَنْ এ পর্যন্ত যে غَرَبَ الْقَمَرُ চন্দ্র ডুবে গেল وَغَلَبَ এবং প্রভাবশীল হল السَّهَرُ অনিদ্রা فَلَمَّا অতঃপর যখন رَوَّقَ অন্ধকার বিস্তার করল اللَّيْلُ রজনী الْبَهِيْمُ অন্ধকার وَلَمْ يَبْقَ আর কিছুই বাকি রইল না إِلَّا ব্যতীত التَّهْوِيْمُ তন্দ্রা سَمِعْنَا তখন আমরা শুনতে পেলাম مِنَ الْبَابِ দরজায় نَبْأَةَ পদধ্বনি مُسْتَنْبِحٍ কুকুরকে ঘেউ ঘেউয়ে উদ্বুদ্ধকারী (এক অজানা আগন্তুক) ثُمَّ তারপর تَلَتْهَا শব্দ ভেসে এলো مُسْتَفْتِحٍ দরজা উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তি فَقُلْنَا তখন আমরা বললাম مَنِ الْمُلِمُّ আগমনকারী কে? فِي اللَّيْلِ الْمُدْلَهِمِّ এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রজনীতে فَقَالَ উত্তরে সে বলল يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنٰى হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ وُقِيْتُمْ তোমরা বেঁচে থাক شَرًّا অকল্যাণ থেকে وَلَا لَقِيْتُمْ এবং তোমরা ততদিন যেন সম্মুখীন না হও مَا بَقِيْتُمْ যতদিন তোমরা বেঁচে থাক ضُرًّا ক্ষতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَمِيْلُ : আকৃষ্ট হয়।
(ض) مَيْلًا ، مَيَلَانًا – إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।
الرَّفِيْقُ : (ج) رُفَقَاءُ : সাথী। বন্ধু। অনুগ্রহশীল।
فِي الْحَدِيْثِ : اَللّٰهُمَّ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى .
لَا يَمِيْلُ – عَنْهُ : বিমুখ হয় না, পরাঙ্মুখ হয় না।
(ض) مَيْلًا مَيَلَانًا – عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।
مَادَّه : (م ـ ي ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : يَرْغَبُ (إِلَيْهِ)/ضِد : يَرْغَبُ (عَنْهُ)
اِسْتَهْوٰى : বিহ্বল করে দিল [-রাখল]।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِهْوَاءً : হতবুদ্ধি করা, বিহ্বল করে রাখা।

(ض) هُوِيًّا : পতিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ .
مَادَّه : (ه ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن .
مُرَادِف : أَعْجَبَ/شَغَلَ
اَلسَّمَرُ : (ج) أَسْمَارٌ : রাতে গল্প বলা লোক। রাত, রাতের গল্প-গুজব।
فِي الْحَدِيْثِ : نَهٰى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .
إِلٰى أَنْ .... : এই পর্যন্ত যে, ... ।
غَرَبَ : ডুবে গেল, অস্তমিত হলো।
(ن) غُرُوْبًا : ডুবে যাওয়া, অস্তমিত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

– غربة ، غرابة : দেশ ত্যাগ করা।

في الحديث : نهى عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب .

مادة : (غ ـ ر ـ ب) ، جنس : صحيح

مرادف : أفل ، ضد : صحيح

القمر : (ج) أقمار : চাঁদ।

غلب : প্রভাবশীল হলো।

(ض) غلبا ، غلبة : প্রভাবশীল হওয়া। বিজয়ী হওয়া।

مادة : (غ ـ ل ـ ب) ، جنس : صحيح

مرادف : قهر ، ضد : هزم

السهر : অনিদ্রা।

السهر (س) مص : সমগ্র রাত জাগ্রত থাকা।

(إفعال) إسهارا : বিনিদ্র রাখা।

قال الشاعر : مغتمض الجفان لم يدر ما الذي
يكابد سهران الليالي الغياهب

مادة : (س ـ ه ـ ر) ، جنس : صحيح

مرادف : الرقود ، ضد : نوم

روق : অন্ধকার বিস্তার করল।

(تفعيل) ترويقا – الليل : অন্ধকার বিস্তার করা।

(ن) روقا : বিস্মৃত করা, আনন্দিত করা।

مادة : (ر ـ و ـ ق) ، جنس : أجوف واوي

مرادف : أظلم ، ضد : أشرق/أضاء .

الليل : (ج) ليال (ليالي) ، ليائل : রাত্রি, রজনী।

البهيم : (ج) بهم ، بهم : কালো, গভীর অন্ধকার।

في الحديث : لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرني خيل دهم بهم .

مادة : (ب ـ ه ـ م) ، جنس : صحيح

مرادف : المدلهم/السواد ، ضد : المشرق/البياض

لم يبق : বাকি রইল না।

(س) بقاء ، (ض) بقيا : অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা।

(إفعال) إبقاء : বাকি থাকা, অবশিষ্ট রাখা।

في القرآن : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .

مادة : (ب ـ ق ـ ي) ، جنس : ناقص يائي

مرادف : لم يثبت ، ضد : لم يفن

التهويم : সামান্য ঘুম, তন্দ্রা।

التهويم (تفعيل) مص : সামান্য ঘুম যাওয়া।

مادة : (ه ـ و ـ م) ، جنس : أجوف واوي

مرادف : الكرى .

سمعنا : আমরা শুনলাম।

(س) سمعا ، سماعا ، سماعة : শোনা।

الباب : (ج) أبواب ، بيبان : দরজা, তোরণ, ফটক।

في القرآن : لا تدخلوا من باب واحد .

مادة : (ب ـ و ـ ب) ، جنس : أجوف واوي

مرادف : مدخل

نبأة : ক্ষীণ শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

(ن) نبأ : উঁচু হওয়া। আস্তে শব্দ করা। সংবাদ দেওয়া।

مادة : (ن ـ ب ـ ء) ، جنس : مهموز لام

مرادف : صوت/نباح ، ضد : صمت

مستنبح (فا ، مذ) : কুকুরকে ঘেউ ঘেউয়ে উদ্বুদ্ধকারী [অজানা আগন্তুক]। আরবদের রীতি ছিল, যদি কোনো মুসাফির রাতের বেলায় রাস্তা হারিয়ে ফেলত তখন কুকুরের মতো আওয়াজ দিত তার প্রতিউত্তরে আবাদির কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে এর দ্বারা মুসাফিররা হারিয়ে ফেলা রাস্তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাত।

(استفعال) استنباحا : কুকুরকে ঘেউ ঘেউয়ে উদ্বুদ্ধ করা।

(س ـ ف) نبحا ، نبوحا : কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা।

قال الشاعر : ومستنبح في جنح ليل دعوته
بمشبوبة في رأس صمد مقابل

مادة : (ن ـ ب ـ ح) ، جنس : صحيح

مرادف : منبح .

تلت : পরে হলো, পরে আসল।

(ن) تلوا : পরে আসা/ ... হওয়া।

صكة (ن) مص (التاء للمرة) : জোরে আঘাত করা, থাপ্পড় মারা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : فَصَكَّتْ وَجْهَهَا .

مَادَّه : (ص . ك . ك) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : اَلْقَرْعَةُ/اَلدَّفْعَةُ .

مُسْتَفْتِحٌ (فا ، مذ) : । [দরজার] উন্মোচন প্রত্যাশী

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِفْتَاحًا : । খুলতে চাওয়া, উন্মোচন প্রত্যাশা করা

(ف) فَتْحًا : । খোলা, উন্মুক্ত করা

فِى الْقُرْآنِ : وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

مَادَّه : (ف . ت . ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مرادف : مُسْتَكْشِفٌ

اَلْمُلِمُّ (فا ، مذ) : । আগমনকারী, উপনীত ব্যক্তি

(اِفْعَال) اِلْمَامًا ، (ن) لَمًّا : । আগমন করা, উপনীত হওয়া

قَالَ الشَّاعِرُ ع . خَفِيْفُ الْمُلِمِّ الَّذِىْ نَزَلَ .

مَادَّه : (ل . م . م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِىْ

مُرَادِف : اَلزَّائِرُ/اَلنَّازِلُ

اَلْمُدْلَهِمُّ (فا ، مذ) : । গভীর অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার

(فِعْلَال) اِدْلِهْمَامًا : । ঘোর অন্ধকার হওয়া

مَادَّه : (د . ه . م/ د . ل . م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْبَهِيْمُ ، ضِدّ : اَلْمُضِيْئُ .

أَهْلٌ : (ج) أَهْلُوْنَ ، أَهَالٍ ، أَهَالِىْ : । পরিবার, আত্মীয়-স্বজন

أَهْلُ الدَّارِ ، أَهْلُ الْمَغْنٰى : । গৃহের অধিবাসী

اَلْمَغْنٰى : (ج) مَغَانٍ : । গৃহ, মনযিল

(س) غِنًى - بِالْمَكَانِ : । অবস্থান করা

فِى الْقُرْآنِ : كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا .

مَادَّه : (غ . ن . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَلْمَنْزِلُ .

وُقِيْتُمْ : (دُعَائِيَّة) : । তোমরা রক্ষা পাও, [বেঁচে থাক]।

(ض) وَقْيًا ، وِقَايَةً : । রক্ষা করা, বাঁচানো, সংস্কার করা

(اِفْتِعَال) اِتِّقَاءً : । ভয় করা। সতর্ক থাকা। মুত্তাকী হওয়া

فِى الْقُرْآنِ : فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

مَادَّه : (و . ق . ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق .

مُرَادِف : صُنْتُمْ/حُفِظْتُمْ .

شَرٌّ : । অকল্যাণ, দুষ্টমি, মন্দত্ব

شَرَّ (ض ، ن ، س) مصـ : । দুষ্ট হওয়া, দুষ্টমি করা

شَرٌّ (اِسْم تَفْضِيْل) (ج) شِرَارٌ ، أَشْرَارٌ ، أَشِرَّاءُ : । অধিক মন্দ, দুষ্ট

لَا لَقِيْتُمْ : (دُعَائِيَّة) : । তোমরা সম্মুখীন না হও

(س) لَقْيًا ، لِقَاءً : । সাক্ষাৎ করা। সম্মুখীন হওয়া

(اِفْعَال) اِلْقَاءً : । নিক্ষেপ করা

فِى الْقُرْآنِ : وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا .

مَادَّه : (ل . ق . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : زُرْتُمْ/تَعَرَّضْتُمْ .

مَا بَقِيْتُمْ : । [যত দিন] তোমরা বেঁচে থাক

(س) بَقَاءً (ض) بَقْيًا : । স্থায়ী হওয়া, বাকি থাকা, বেঁচে থাকা

(اِفْعَال) اِبْقَاءً ، (اِسْتِفْعَال)اِسْتِبْقَاءً : । বাকি রাখা

فِى الْقُرْآنِ : وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

مَادَّه : (ب . ق . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : ثَبَتُّمْ/حَيِيْتُمْ ، ضِدّ : فَنَيْتُمْ

ضُرٌّ ، ضَرٌّ : (ج) أَضْرَارٌ : । ক্ষতি, সংকট, দুরাবস্থা, কঠোরতা

فِى الْقُرْآنِ : يَدْعُوْلِمَنْ ضَرُّهٗ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهٖ .

مَادَّه : (ض . ر . ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : خَسَارَةٌ/عَتَبٌ ، ضِدّ : نَفْعٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنٰى :

এখানে ذَا শব্দটি اِسْمُ الْإِشَارَةِ আর اَلْمَغْنٰى হলো তার مُشَارٌ إِلَيْهِ মিলে اِسْمُ الْإِشَارَةِ এবং مُشَارٌ إِلَيْهِ অতঃপর أَهْلَ -এর مُضَاف إِلَيْهِ -

قَوْلُهٗ : وَلَا لَقِيْتُمْ .... ضُرًّا :

ضُرًّا শব্দটি তার لَقِيْتُمْ ফেয়েল মা' ফায়েল। مَفْعُوْل بِهٖ আর مَا টি مَادَامَ -এর অর্থে হয়ে مُضَاف আর بَقِيْتُمْ তার ফায়েলসহ জুমলা হয়ে مُضَاف إِلَيْهِ অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে لَقِيْتُمْ -এর ظَرْف زَمَان

বালাগাত

قَوْلُهٗ : لَقِيْتُمْ مَا بَقِيْتُمْ :

لَقِيْتُمْ এবং بَقِيْتُمْ -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِىْ اكْفَهَرَّا
إِلَى ذَرَاكُمْ شَعِثًا مُغْبَرًّا
أَخَا سِفَارٍ طَالَ، وَاسْبَطَرَّا
حَتَّى انْثَنَى مُحْقَوْقِفًا مُصْفَرًّا
مِثْلَ هِلَالِ الْأُفُقِ حِيْنَ افْتَرَّا
وَقَدْ عَرَا فِنَاءَكُمْ مُعْتَرًّا
وَأَمَّكُمْ دُوْنَ الْأَنَامِ طُرًّا
يَبْغِىْ قِرًى مِنْكُمْ وَمُسْتَقَرًّا
فَدُوْنَكُمْ ضَيْفًا قَنُوْعًا حُرًّا
يَرْضَى بِمَا احْلَوْلَى وَمَا أَمَرَّا
وَيَنْثَنِىْ عَنْكُمْ يَنُثُّ الْبِرَّا

অনুবাদ : অন্ধকার রজনী এক বিক্ষিপ্তকেশী ধূলি-মলিন ব্যক্তিকে তোমাদের আঙ্গিনার দিকে ঠেলে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, সে সফররত, যার সফর দীর্ঘ ও বিলম্বিত হয়েছে। ফলে সে কুঁজো ও হলুদবর্ণ হয়ে ফিরেছে। উদয়ের সময়কার দিগন্তের নতুন চাঁদের মতো। এবং সে ভিখারী হয়ে তোমাদের আঙ্গিনায় এসেছে। আর সে তোমাদের উদ্দেশ্যে এসেছে, সমস্ত মাখলুকের উদ্দেশ্যে নয়। সে তোমাদের কাছে আতিথেয়তা ও থাকার জায়গা চায়। সুতরাং তোমরা একজন ভদ্র ও অল্পেতুষ্ট অতিথিকে গ্রহণ কর, যে মিষ্ট তিক্ত যা-ই হোক না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং সে তোমাদের সুনাম গেয়ে তোমাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে [অর্থাৎ, বিদায় নেবে]।

শাব্দিক অনুবাদ : قَدْ دَفَعَ ঠেলে দিয়েছে اللَّيْلُ الَّذِىْ اكْفَهَرَّا অন্ধকার রজনী إِلَى ذَرَاكُمْ তোমাদের আঙ্গিনার দিকে شَعِثًا বিক্ষিপ্তকেশী مُغْبَرًّا ধূলি-মলিন ব্যক্তিকে أَخَا سِفَارٍ এমতাবস্থায় যে, সে সফররত طَالَ দীর্ঘ হয়েছে وَاسْبَطَرَّا ও বিলম্বিত হয়েছে حَتَّى ফলে انْثَنَى সে ফিরেছে مُحْقَوْقِفًا কুঁজো হয়ে مُصْفَرًّا হলুদবর্ণ হয়ে مِثْلَ মতো هِلَالِ নতুন চাঁদ الْأُفُقِ দিগন্তের حِيْنَ افْتَرَّا উদয়ের সময়কার وَقَدْ عَرَا এবং সে এসেছে فِنَاءَكُمْ তোমাদের আঙ্গিনায় مُعْتَرًّا ভিখারী وَأَمَّكُمْ আর সে তোমাদের উদ্দেশ্যে এসেছে دُوْنَ الْأَنَامِ মাখলুকের উদ্দেশ্য নয় طُرًّا সমস্ত يَبْغِىْ সে চায় قِرًى مِنْكُمْ তোমাদের আতিথেয়তা وَمُسْتَقَرًّا ও থাকার জায়গা فَدُوْنَكُمْ সুতরাং তোমরা গ্রহণ কর ضَيْفًا অতিথিকে قَنُوْعًا অল্পে তুষ্ট حُرًّا একজন ভদ্র يَرْضَى সে সন্তুষ্ট থাকবে بِمَا احْلَوْلَى যা মিষ্ট, তাতে وَمَا أَمَرَّا ও তিক্ত, যাই হোক না কেন وَيَنْثَنِىْ সে ফিরে যাবে عَنْكُمْ তোমাদের নিকট থেকে يَنُثُّ গেয়ে/প্রচার করে الْبِرَّا তোমাদের সুনাম/দান।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ : دَفَعَ : ঠেলে দিয়েছে।
(ف) دَفْعًا، دِفَاعًا-إِلَى : ঠেলে দেওয়া। প্রতিহত করা।
اِكْفَهَرَّا : (الْأَلِفُ فِىْ آخِرِ الْفِعْلِ لِلْإِشْبَاعِ) - اللَّيْلُ : রাতে অন্ধকার গভীর হয়েছে।
(افْعِلَّال) اِكْفِهْرَارًا : রাতের অন্ধকার গভীর হওয়া।
مَادَّه : (ك . ف . ر/ك . ف . ه . ر) جِنْس : صحيح
مُرَادِف : اِدْلَهَمَّ.
ذَرَى : বাড়ি বা ঘরের আঙ্গিনা, উঠোন।
فِى الْقُرْآنِ : وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.

مَادَّه : (ذ . ر . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى
مُرَادِف : فِنَاءٌ/مَأْوَى
شَعِثٌ (صِف، مذ) : ধূলি-মলিন বিক্ষিপ্তকেশী।
(س) شَعَثًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া। বিক্ষিপ্ত কেশী হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَشْعِيْثًا : বিক্ষিপ্ত করা।
فِى الْحَدِيْثِ : رَأَى رَجُلًا شَعِثَ الرَّأْسِ.
مَادَّه : (ش . ع . ث) جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُتَشَتِّتٌ.
مُغْبَرٌّ (فا، مذ) : ধূলি-মলিন।

(افعلال) اغبرارا : ধূলি-মলিন হওয়া। ধূলিময় হওয়া।
في القرآن : وجوه يومئذ عليها غبرة .
مادّه : (غ ـ ب ـ ر) ، جنس : صحيح
مرادف : ملبدا (بالغبار)
أخا سفار : সফররত, মুসাফির।
سفار (مفاعلة) مصـ : সফরে রওয়ানা হওয়া।
في الحديث : فإنا قوم سفر .
مادّه : (س ـ ف ـ ر) ، جنس : صحيح
مرادف : السفر ، ضدّ : الإقامة .
طال : দীর্ঘ হয়েছে।
(ن) طولا : দীর্ঘ হওয়া।
اسبطرّا (الألف في آخر الفعل للإشباع) : বিলম্বিত হয়েছে।
(افعلال) اسبطرارا : লম্বা হওয়া। বিলম্ব হওয়া। দ্রুত চলা।
مادّه : (س ـ ب ـ ط ـ ر) ، جنس : صحيح
مرادف : طال/امتدّ ، ضدّ : أسرع
انثنى : সে ফিরেছে, প্রত্যাবর্তন করেছে।
(انفعال) انثناء : ফিরে আসা। প্রত্যাবর্তন করা।
معقوقف (فا ـ مذ) : কুঁজো
(افعيلال) احقيقافا ـ الرجل : কুঁজো হওয়া।
مادّه : (ح ـ ق ـ ف) ، جنس : صحيح
مرادف : منحني ، ضدّ : مستقيم
مصفرّ (فا ـ مذ ـ مصـ : اصفرار ـ افعلال) : হলুদবর্ণ, হরিদ্রাভ।
(افعلال) اصفرارا : হলুদ বর্ণ হওয়া।
مثل (ج) أمثال : মতো, অনুরূপ, সদৃশ।
هلال : (ج) أهلّة، أهاليل (نادر) : নতুন চাঁদ। মাসের প্রথম দুই, তিন বা সাত রাতের চাঁদকে هلال বলা হয়।
في القرآن : يسئلونك عن الأهلة
مادّه : (ه ـ ل ـ ل) ، جنس : مضاعف ثلاثي
مرادف : قمر
أفق : (ج) آفاق : দিগন্ত, আকাশের কিনারা।
حين : (ج) أحيان، (جج) أحايين : সময়, কাল।
افترّوا : (الألف في آخر الفعل للإشباع) উদিত হলো।
(افعلال) افترارا : উদিত হওয়া।
مرادف : طلع

حين افترّ (أي حين الافترار) : উদয়ের সময়কাল।
(قد) عرا : সামনে এসেছে, দান চাইতে এসেছে।
(ن) عروا، (افتعال) اعتراء : সামনে আসা, আসা।
ـ الأمر : স্পষ্ট হওয়া।
في القرآن : إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء .
مادّه : (ع ـ ر ـ و) ، جنس : ناقص واوي
مرادف : أتى
فناء : (ج) أفنية، فني : বাড়ির আঙ্গিনা, উঠোন।
في الحديث : نظفوا أفنية بيوتكم .
مادّه : (ف ـ ن ـ ى) ، جنس : ناقص يائي
مرادف : ذرا/ساحة
معترّ (فا ـ مذ) : আবেদন ব্যতিরেকে বখশিশ প্রার্থী, ভিখারী।
(افتعال) اعترارا : নীরবে দান চাওয়া, আবেদন ব্যতিরেকে দান চাওয়া।
(ن) عرّا : দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা।
أمّكم : তোমাদের উদ্দেশ্যে এসেছে, ইচ্ছা করেছে।
(ن) أمّا : ইচ্ছা করা। ইমাম হওয়া।
(تفعّل) تيمّما : ইচ্ছা করা, তায়াম্মুম করা।
في القرآن : فتيمموا صعيدا طيبا .
مادّه : (أ ـ م ـ م) ، جنس : مضاعف ثلاثي
مرادف : قصدكم .
دون : নিচে, উপরে, পেছনে, সামনে, ছাড়া, পূর্বে, খাটো।
الأنام ، الأنيم : মাখলুক, সৃষ্টি জগৎ।
طرّ : দল, জামায়েত, সমস্ত।
مادّه : (ط ـ ر ـ ر) ، جنس : مضاعف ثلاثي
مرادف : جميعا .
يبتغي : সে চায়, খোঁজে, অন্বেষণ করে।
(ض) بغيا، بغاء، بغى : চাওয়া। অন্বেষণ করা।
مرادف : يطلب .
قرى : আতিথেয়তা।
قرى (ض) مصـ : আতিথেয়তা করা।
مستقرّ (فا ـ مذ) : থাকার জায়গা।
(استفعال) استقرارا ، (ض ـ س) قرارا : স্থির হওয়া, বসবাস করা, অবস্থান করা।
في القرآن : ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين
مادّه : (ق ـ ر ـ ر) ، جنس : مضاعف ثلاثي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : اَلْمَسْكَنُ

دُوْنَكُمْ (اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنٰى خُذُوْا) : তোমরা গ্রহণ কর।

ضَيْفٌ : (ج) أَضْيَافٌ، ضُيُوْفٌ، ضِيَافٌ، ضَيْفَانٌ، اِضَائِفُ : মেহমান, অতিথি।

فِى الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ .

مَادَّه : (ض - ى - ف) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِفٌ : نَزِيْلٌ ، ضِدّ : مُضَيِّفٌ

قَنُوْعٌ : (صف، مذ) (ج) قُنْعٌ : নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট, অল্পে তুষ্ট।

(ف) قَنْعًا : অল্পে তুষ্ট থাকা।

فِى الْقُرْآنِ : وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ .

مُرَادِفٌ : مُكْتَفِىْ ، ضِدّ : طَامِعٌ

حُرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ ، حِرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, অভিজাত।

يَرْضٰى : সন্তুষ্ট থাকে/ থাকবে।

(س) رِضًى، رِضْوَانًا، مَرْضَاةً : সন্তুষ্ট থাকা।

اِحْلَوْلٰى : মিষ্ট হয়েছে, মিষ্ট পেয়েছে।

(ن - س) حَلَاوَةً، (اِفْعِيْعَال) اِحْلِيْلَاءً : মিষ্টি হওয়া। মিষ্টি মনে করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَاِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا .

مَادَّه : (ح - ل - و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِفٌ : حَلَا ، ضِدّ : أَمَرَّ

أَمَرَّا : (اَلْاَلِفُ فِىْ أٰخِرِ الْفِعْلِ لِلْاِشْبَاعِ) : তিক্ত হয়েছে।

(اِفْعَال) اِمْرَارًا : তিক্ত হওয়া।

مُرَادِفٌ : عَلْقَمَ ، ضِدّ : اِحْلَوْلٰى .

مَا اِحْلَوْلٰى وَمَا أَمَرَّ : যা মিষ্ট হয় ও যা তিক্ত হয়, মিষ্ট-তিক্ত যাই হোক।

يَنْثَنِىْ : সে ফিরে যাবে, [বিদায় নেবে]।

(اِنْفِعَال) اِنْثِنَاءً : ফিরে যাওয়া।

يَنُثُّ : প্রচার করে, (গেয়ে)।

(ن - ض) نَثًّا : প্রচার করা।

- الْجُرْحَ : মালিশ করা।

(تَفَاعُل) تَنَاثًّا - اَلْخَبَرَ : পরস্পর সংবাদ দেওয়া।

مَادَّه : (ن - ث - ث) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : يُفْشِىْ/يُنْشِرُ

أَبَرَّا (اَلْاَلِفُ فِىْ أٰخِرِ اللَّفْظِ لِلْاِشْبَاعِ) : দান, কল্যাণ, [এখানে-দানের সুনাম]।

(ن - ض) بِرًّا - اَلْوَالِدَ : মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا .

مَادَّه : (ب - ر - ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : اَلْخَيْرُ/اَلْاِحْسَانُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَخَا سِفَارٍ طَالَ وَاسْبَطَرَّ :

اِسْبَطَرَّ এবং طَالَ পৃথক পৃথক জুমলা হয়ে তার সিফাত। অতঃপর سِفَارٍ মাউসূফ আর أَخَا শব্দটি مُضَاف আর مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে أَخَا -এর شَعِثًا -এর সিফাত।

قَوْلُهُ : حَتّٰى اِنْثَنٰى مُخْفَوْقِفًا مُصْفَرًّا :

এখানে مُخْفَوْقِفًا এবং مُصْفَرًّا উভয় শব্দ حَال হয়েছে اِنْثَنٰى -এর ضَمِيْر থেকে।

قَوْلُهُ : قَدْ عَرَا فِنَاءَكُمْ مُعْتَرًّا :

এই বাক্যে مُعْتَرًّا শব্দটি عَرَا-এর ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ : أُمُّكُمْ دُوْنَ الْأَنَامِ طُرًّا :

أُمَّ ফেয়েল هُوَ ضَمِيْر যুলহাল كُمْ মাফউল বিহী دُوْنَ الْأَنَامِ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে أُمَّ-এর ظَرْف আর طُرًّا শব্দটি الْأَنَامِ থেকে حَال হয়েছে। আর قِرًى এবং مُسْتَقَرًّا শব্দ দুটো يَبْغِىْ-এর حَال এবং ضَمِيْر তার ফায়েল। অতঃপর জুমলা হয়ে حَال مَفْعُوْل بِه এবং ذُوالْحَالِ ও حَال মিলে أُمَّ ফেয়েলের ফায়েল।

قَوْلُهُ : دُوْنَكُمْ ضَيْفًا قَنُوْعًا حُرًّا :

دُوْنَكُمْ অর্থ خُذُوْا ইসমে ফেয়েল ضَيْفًا শব্দটি مَوْصُوْف আর قَنُوْعًا ১ম صِفَت এবং حُرًّا ২য় صِفَت আর يَرْضٰى জুমলা হয়ে ৩য় صِفَت -

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَرْضٰى بِهَا اِحْلَوْلٰى وَمَا أَمَرَّ :

مَا اِحْلَوْلٰى এবং مَا أَمَرَّ -এর মাঝে صَنْعَت طِبَاق হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا خَلَبَنَا
بِعُذُوْبَةِ نُطْقِهِ، وَعَلِمْنَا مَا وَرَاءَ بَرْقِهِ،
اِبْتَدَرْنَا فَتْحَ الْبَابِ، وَتَلَقَّيْنَاهُ بِالتَّرْحَابِ،
وَقُلْنَا لِلْغُلَامِ : هَيَّا هَيَّا، وَهَلُمَّ مَا تَهَيَّا ،
فَقَالَ الضَّيْفُ : وَالَّذِيْ أَحَلَّنِيْ ذَرَاكُمْ، لَا
تَلَمَّظْتُ بِقِرَاكُمْ، أَوْ تَضْمَنُوْا لِيْ أَنْ لَا
تَتَّخِذُوْنِيْ كَلًّا، وَلَا تَجَشَّمُوْا لِأَجْلِيْ أَكْلًا.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন সে তার কথার মাধুর্য দ্বারা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল এবং আমরা তার বিদ্যুৎ-দ্যুতির পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন অমরা দরজা খোলার জন্য দৌড়িয়ে গেলাম এবং আমরা অভ্যর্থনা সহকারে তাকে গ্রহণ করলাম। আর ভৃত্যকে বললাম, জলদি কর এবং যা কিছু প্রস্তুত আছে, হাজির কর। উত্তরে অতিথি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে তোমাদের গৃহে উপনীত করেছেন, আমি তোমাদের আতিথেয়তার খাবার আস্বাদন করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার ব্যাপারে এই দায়িত্ব নাও যে, তোমরা আমাকে বোঝারূপে গ্রহণ করবে না এবং আমার কারণে তোমরা আহারে কষ্ট করবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا অতঃপর যখন خَلَبَنَا আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল بِعُذُوْبَةِ মাধুর্য দ্বারা نُطْقِهِ তার কথার وَعَلِمْنَا এবং আমরা সে সম্পর্কে অবগত হলাম مَا وَرَاءَ পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে بَرْقِهِ তার বিদ্যুৎ-দ্যুতির اِبْتَدَرْنَا তখন আমরা দৌড়িয়ে গেলাম فَتْحَ الْبَابِ দরজা খোলার জন্য وَتَلَقَّيْنَاهُ এবং আমরা তাকে গ্রহণ করলাম بِالتَّرْحَابِ অভ্যর্থনা সহকারে وَقُلْنَا এবং বললাম بِالْغُلَامِ ভৃত্যকে هَيَّا هَيَّا জলদি কর وَهَلُمَّ এবং হাজির কর مَا تَهَيَّا যা কিছু প্রস্তুত আছে فَقَالَ الضَّيْفُ উত্তরে অতিথি বললেন وَالَّذِيْ সেই সত্তার শপথ, যিনি أَحَلَّنِيْ আমাকে উপনীত করেছেন ذَرَاكُمْ তোমাদের গৃহে لَا تَلَمَّظْتُ আমি আস্বাদন করব না بِقِرَاكُمْ তোমাদের আতিথেয়তার খাবার أَوْ যে পর্যন্ত না تَضْمَنُوْا لِيْ আমার ব্যাপারে তোমরা এই দায়িত্ব নাও যে أَنْ لَا تَتَّخِذُوْنِيْ তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে না كَلًّا বোঝারূপে وَلَا تَجَشَّمُوْا এবং তোমরা কষ্ট করবে না لِأَجْلِيْ আমার কারণে أَكْلًا আহারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَبَ : সে বিমুগ্ধ করল।
(ن، ض) خَلْبًا ، خِلَابًا ، خِلَابَةً : বিমুগ্ধ করা।
مُرَادِفْ : أَرَاقَ ، ضِدّ : أَعْرَضَ
عُذُوْبَةٌ : মাধুর্য, মিষ্টতা।
عُذُوْبَةٌ (ك) مصـ : মিষ্ট হওয়া, মাধুর্যপূর্ণ হওয়া।
نُطْقٌ : কথা, বর্ণনা।
نُطْقٌ (ض) مصـ : কথা বলা।
عَلِمْنَا : আমরা জানতে পারলাম, অবগত হলাম।
(س) عِلْمًا : জানা। অবগত হওয়া।
وَرَاءُ : পশ্চাতে, সম্মুখে, বিপরীতে, অপরদিকে।
فِي الْقُرْآنِ : قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ .
مَادَّهْ : (و . ر . ء)، جِنْس : مُرَكَّب (مِثَال وَاوِى وَمَهْمُوْز لَام)
مُرَادِفْ : خَلْفٌ ، ضِدّ : أَمَامٌ

بَرْقٌ : (ج) بُرُوْقٌ : বিদ্যুত, তড়িৎ।
بَرْقٌ (ن) مصـ : চমকানো, আলোকিত হওয়া।
اِبْتَدَرْنَا : দৌড়িয়ে গেলাম।
(اِفْتِعَال) اِبْتِدَارًا : দৌড়ে যাওয়া।
فَتْحٌ (ف) مصـ : উন্মোচন করা, খোলা।
مُرَادِفْ : كَشْفٌ ، ضِدّ : إِغْلَاقٌ
اَلْبَابُ : (ج) أَبْوَابٌ ، بِيْبَانٌ : দরজা, ফটক, তোরণ।
تَلَقَّيْنَا : আমরা গ্রহণ করলাম। অভ্যর্থনা জানালাম।
(تَفَعُّل) تَلَقِّيًا : গ্রহণ করা। অভ্যর্থনা জানানো।
فِي الْقُرْآنِ : إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ .
مَادَّهْ : (ل . ق . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى
مُرَادِفْ : اِسْتَقْبَلْنَا .
اَلتَّرْحَابُ (تَفْعِيْل) مصـ : খোশআমদেদ জ্ঞাপন করা, অভ্যর্থনা জানানো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) رَحْبًا، (ك) رَحَابَةً : প্রশস্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ .

مَادَّه : (ر - ح - ب) ، جِنْس : صَحِيْح ، مُرَادِف : اَلتَّلَقِّي

اَلْغُلَامُ : (ج) غِلْمَانٌ، غِلْمَةٌ، أَغْلِمَةٌ : কিশোর। ভৃত্য।

فِي الْقُرْآنِ : أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ .

مَادَّه : (غ - ل - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : عَبْدٌ/خَادِمٌ ، ضِدّ : مَوْلٰى

هَيًّا هَيًّا (اِسْم فِعْل بِمَعْنٰى أَسْرِعْ) : জলদি কর।

هَلُمَّ (اِسْم فِعْل بِمَعْنٰى اِئْتِ أَوْ أَحْضِرْ) : আস, হাজির কর।

فِي الْقُرْآنِ : هَلُمَّ شُهَدَائَكُمْ .

مَا تَهَيَّأَ : যা প্রস্তুত আছে।

(تَفَعُّل) تَهَيُّأً : প্রস্তুত থাকা।

(تَفْعِيْل) تَهْيِئَةً : প্রস্তুত করা।

مَادَّه : (ه - ي - ء) ، جِنْس : مُرَكَّب (أَجْوَف يَائِي وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : تَأَهَّبَ/حَصَلَ

اَلضَّيْفُ : (ج) ضُيُوْفٌ، أَضْيَافٌ، ضِيْفَانٌ، ضِيَافٌ، أَضَائِفُ : মেহমান, অতিথি।

وَالَّذِيْ (اَلْوَاوُ لِلْقَسَمِ) : সেই সত্তার শপথ।

أَحَلَّ : উপনীত করেছে (করেছেন)।

(إِفْعَال) إِحْلَالًا : উপনীত করা। হালাল করা।

كَنَفٌ : ঘরের বা বাড়ির আঙ্গিনা, উঠোন, আশ্রয়স্থল (এখানে গৃহ)।

لَا تَلَمَّظْتُ : আস্বাদন করব না।

(تَفَعُّل) تَلَمُّظًا (الطَّعَامَ) : খাবার খাওয়া, আস্বাদন করা।

- بِحَقِّهِ : আত্মসাৎ করা।

(ن) لَمْظًا : ঠোঁট চেটে খাওয়া।

قِرًى : আতিথেয়তা।

قِرًى (ض) مصـ : আতিথেয়তা করা।

أَوْ (بِمَعْنٰى إِلٰى أَنْ أَوْ إِلَّا أَنْ) : যে পর্যন্ত না।

تَضْمَنُوْا - أَنْ : দায়িত্ব নাও যে,

الشَّيْءَ وَبِهِ : দায়িত্বশীল হওয়া।

(س) ضَمْنًا، ضَمَانًا : দায়িত্বশীল হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَضْمِيْنًا : দায়িত্বশীল বানানো।

مَادَّه : (ض - م - ن) ، جِنْس : صَحِيْح ، مُرَادِف : يَكْفُلُوْا

أَنْ لَا تَتَّخِذُوْا : তোমরা গ্রহণ করবে না।

(اِفْتِعَال) اِتِّخَاذًا : গ্রহণ করা, ধারণ করা।

كُلٌّ (يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلٰى كُلُوْلٍ) : বোঝা, এতিম।

(ض) كَلًّا، كُلُوْلًا : ক্লান্ত হওয়া, নিঃসন্তান হওয়া।

(إِفْعَال) إِكْلَالًا : ক্লান্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلَاهُ .

مَادَّه : (ك - ل - ل) ، جِنْس : مُضَاعَف

مُرَادِف : ثِقْلًا

لَا تَجَشَّمُوْا : তোমরা কষ্ট করবে না।

(تَفَعُّل) تَجَشُّمًا : কষ্ট করা।

(س) جَشْمًا، جَشَامَةً : কষ্ট করে কাজ করা। কষ্ট ভোগ করা।

مَادَّه : (ج - ش - م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَا تَكَلَّفُوْا

أَجْلٌ : কারণ।

أَجَلْ : হাঁ।

أَجَلٌ (ج) آجَالٌ : মৃত্যু, সময়কাল, সময়।

أُكُلٌ : আহার।

أَكْلٌ (ن) مصـ : আহার করা, খাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلُمَّ مَا تَهَيَّأَ :

هَلُمَّ ইসমে ফেয়েল اِئْتِ [হাজির কর]-এর অর্থে مَا ইসমে মাউসূল تَهَيَّأَ হলো তার صِلَة অতঃপর اِسْم مَوْصُوْل এবং صِلَة মিলে هَلُمَّ -এর مَفْعُوْل بِهٖ -

قَوْلُهُ : أَوْ تَضْمَنُوْا لِيْ أَنْ لَا تَتَّخِذُوْنِيْ كَلًّا :

এখানে أَوْ শব্দটি إِلٰى أَنْ -এর অর্থে অথবা إِلَّا أَنْ -এর অর্থে এ জন্য তার পরে أَنْ উহ্য থেকে পরবর্তী فِعْل مُضَارِع কে نَصَب দিয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : عَلِمْنَا مَا وَرَاءَ بَرْقِهِ :

এখানে বক্তব্যকে بَرْق [বিজলীর] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِهٖ উল্লেখ আছে, مُشَبَّه মাহযুফ রয়েছে তাই এখানে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : هَيًّا ... تَهَيَّأَ :

এখানে هَيًّا এবং تَهَيَّأَ -এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَرُبَّ أُكْلَةٍ هَاضَتِ الْآكِلَ، وَحَرَمَتْهُ مَآكِلَ، وَشَرُّ الْأَضْيَافِ مَنْ سَامَ التَّكْلِيفَ، وَأَذَى الْمُضِيفَ، خُصُوصًا أَذًى يَتَعَلَّقُ بِالْأَجْسَامِ، وَيُفْضِي إِلَى الْأَسْقَامِ، وَمَا قِيلَ فِي الْمَثَلِ الَّذِي سَارَ سَائِرُهُ: "خَيْرُ الْعَشَاءِ سَوَافِرُهُ"، إِلَّا لِيُعَجَّلَ التَّعَشِّي، وَيُجْتَنَبَ أَكْلُ اللَّيْلِ الَّذِي يُعْشِي، اَللّٰهُمَّ إِلَّا أَنْ تَقِدَ نَارُ الْجُوعِ، وَتَحُولَ دُونَ الْهُجُوعِ.

অনুবাদ : কেননা অনেক আহার্য গ্রাস আহারকারীর অজীর্ণ সৃষ্টি করে এবং তাকে নানা প্রকার খাবার থেকে বঞ্চিত করে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অতিথি হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে এবং মেজবানকে বিশেষ করে এমন কষ্ট দেয়, যা দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাকে রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। "সবচেয়ে উত্তম সন্ধ্যার খাবার হচ্ছে রাত্রির শুরু অংশের আহার" সর্বত্র প্রচলিত এই প্রবাদে রাত্রির খাবার গ্রহণে জলদি করা এবং রাতকানা রোগ সৃষ্টিকারক রাত্রির আহার থেকে বেঁচে থাকার জন্যই বলা হয়েছে। হাঁ, ক্ষুধার অগ্নি প্রজ্বলিত হলে এবং নিদ্রার অন্তরায় হলে, [তবে তা ভিন্ন কথা]।

শাব্দিক অনুবাদ : فَرُبَّ কেননা অনেক أُكْلَةٍ আহার্য গ্রাস هَاضَتِ অজীর্ণ সৃষ্টি করে الْآكِلَ আহারকারী وَحَرَمَتْهُ এবং বঞ্চিত করে مَآكِلَ নানা প্রকার খাবার وَشَرُّ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট الْأَضْيَافِ অতিথি مَنْ سَامَ التَّكْلِيفَ যে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে وَأَذَى এবং কষ্ট দেয় الْمُضِيفَ মেজবান خُصُوصًا বিশেষ করে أَذًى কষ্ট يَتَعَلَّقُ সম্পর্ক রাখে بِالْأَجْسَامِ দেহের সাথে وَيُفْضِي এবং তাকে পৌঁছে দেয় إِلَى الْأَسْقَامِ রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত مَا قِيلَ যা বলা হয়েছে فِي الْمَثَلِ এই প্রবাদে الَّذِي سَارَ سَائِرُهُ যা সর্বত্র প্রচলিত خَيْرُ সবচেয়ে উত্তম الْعَشَاءِ রাতের খাবার سَوَافِرُهُ রাত্রির শুরুর অংশের আহার إِلَّا لِيُعَجَّلَ জলদি করার জন্যই التَّعَشِّي রাত্রির খাবার গ্রহণ وَيُجْتَنَبَ এবং বেঁচে থাকার জন্যই أَكْلُ اللَّيْلِ রাত্রির আহার الَّذِي يُعْشِي যে রাতকানা রোগ সৃষ্টি করে। اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ/হ্যাঁ, অবশ্যই/হ্যাঁ إِلَّا তবে أَنْ تَقِدَ প্রজ্বলিত হলে نَارُ অগ্নি الْجُوعِ ক্ষুধা وَتَحُولَ এবং অন্তরায় হলে دُونَ الْهُجُوعِ নিদ্রার।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُكْلَةٌ : এক গ্রাস, আহার্য গ্রাস, লোকমা।
قَالَ ابْنُ حَزْمَةَ شِعْرًا : وَرُبَّ أُكْلَةٍ مَنَعَتْ أَخَاهَا
بِلَذَّةِ سَاعَةٍ أَكَلَاتِ دَهْرٍ
مَادَّة : (أ ـ ك ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء
مُرَادِف : لُقْمَة/مَضْغَة
هَاضَتْ : অজীর্ণ সৃষ্টি করেছে [করে]।
(ض) هَيْضًا : অজীর্ণ সৃষ্টি করা, বদহজম সৃষ্টি করা। চূর্ণ বিচূর্ণ করা।
(تفعيل) تَهْيِيضًا : উত্তেজিত করা, ক্ষিপ্ত করা।
مَادَّة : (هـ ـ ي ـ ض) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
الْآكِلُ : (ج) أَكَلَةٌ : আহারকারী, ভোজনকারী, ভক্ষক।
حَرَمَتْ : বঞ্চিত করেছে [করে]।
(ض،س) حِرْمًا، حَرِمًا، حِرْمَانًا : বঞ্চিত করা।

(افعال) إِحْرَامًا (تفعيل) تَحْرِيمًا : নিষিদ্ধ করা।
فِي الْقُرْآنِ : بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
مَادَّة : (ح ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : مَنَعَتْ ، ضِد : احقت
(ج) مَآكِلُ، (و) مَأْكَلٌ، مَأْكَلَةٌ : খাবার, আহার্যবস্তু।
مَادَّة : (أ ـ ك ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوز فَاء
مُرَادِف : الْأُكُل/الْأَطْعِمَة
شَرُّ : (ج) شِرَارٌ، أَشْرَارٌ، أَشْرَاءُ : অপেক্ষাকৃত বেশি নিকৃষ্ট।
(ج) الْأَضْيَافُ، (و) ضَيْفٌ : অতিথি, মেহমান।
مَنْ سَامَ : যে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে।
(ن) سَوْمًا، سَوَامًا : কষ্ট দেওয়া। কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া।
— السِّلْعَةَ : দাম করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ ـ

مَادَّهْ : (س ـ و ـ م) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِى

مُرَادِفْ : آذى

اَلتَّكْلِيْفُ : কষ্ট।

اَلتَّكْلِيْفُ (تَفْعِيْل)مصـ : কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَكَلُّفًا : কষ্ট করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

مُرَادِف : اَلْاِيْذَاءُ ، ضِدّ : اَرَاحَ

أَذَى : কষ্ট দিয়েছে [দেয়]।

(س) اَذًى : কষ্ট পাওয়া।

(اِفْعَال) اِيْذَاءً : কষ্ট দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

مَادَّهْ : (أ ـ ذ ـ ى)، جِنْس : مُرَكَّبْ (مَهْمُوْز فَاء وَنَاقِص يَائِىْ)

مُرَادِف : كَلَّفَ ، ضِدّ : اَرَاحَ

اَلْمُضِيْفُ (فا، مذ) : মেজবান, আতিথেয়তাকারী।

(اِفْعَال) اِضَافَةً ـ فُلَانًا عَلٰى فُلَانٍ : মেহমানকে স্থান দেওয়া।

خُصُوْصًا (بِمَعْنٰى خَاصًّا فِىْ مَوْضِعِ الْحَالِ) : বিশেষ করে।

أَذًى : কষ্ট, যাতনা।

أَذًى (س)مصـ : কষ্ট পাওয়া।

يَعْتَلِقُ : সম্পর্ক রাখে।

(اِفْتِعَال) اِعْتِلَاقًا : সম্পৃক্ত হওয়া, সম্পর্ক রাখা।

ـ فُلَانًا وَبِهِ : ভালোবাসা।

(تَفَعُّل) تَعَلُّقًا ـ اَلشَّئَ : ঝুলানো।

مُرَادِف : يَرْتَبِطُ

(ج) أَجْسَامٌ، أَجْسُمٌ، جُسُوْمٌ، (و)جِسْمٌ : দেহ, শরীর, ঘন বস্তু

فِى الْقُرْآنِ : تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ـ

مَادَّهْ : (ج ـ س ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : أَبْدَانٌ

يُفْضِىْ : পৌঁছে দেয়।

(اِفْعَال) اِفْضَاءً : পৌঁছিয়ে দেওয়া, পৌঁছানো।

(ن) فَضَاءً، فَضْوًا ـ اَلْمَكَانُ : প্রশস্ত হওয়া। খালি হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ ـ

مَادَّهْ : (ف ـ ض ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِىْ

مُرَادِف : يُوْصِلُ

(ج) اَلْأَسْقَامُ (و) سُقْمٌ ، سَقَمٌ : রোগ-ব্যাধি।

فِى الْقُرْآنِ : اِنِّىْ سَقِيْمٌ ـ

مَادَّهْ : (س ـ ق ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْأَمْرَاضُ، ضِدّ : اَلصِّحَّةُ

اَلْمَثَلُ : (ج) أَمْثَالٌ : প্রবাদ, প্রবচন, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ـ

مَادَّهْ : (م ـ ث ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ضَرْبُ مَثَلٍ

سَارَ : প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে।

(ض) سَيْرًا، مَسِيْرًا ـ اَلْكَلَامُ اَوِ الْمَثَلُ : প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হওয়া।

مُرَادِف : شَاعَ

اَلْمَثَلُ السَّائِرُ : প্রচলিত প্রবাদ।

سَائِرٌ (فا، مذ) : প্রসিদ্ধ, প্রচলিত।

مُرَادِف : اَلشَّائِعُ

اَلْمَثَلُ الَّذِىْ سَارَ سَائِرَهُ : সর্বত্র প্রচলিত প্রবাদ।

خَيْرٌ : (ج) خُيُوْرٌ : কল্যাণ।

خَيْرٌ : (ج) أَخْيَارٌ، خِيَارٌ : অপেক্ষাকৃত বেশি উৎকৃষ্ট।

اَلْعَشَاءُ : (ج) أَعْشِيَةٌ : সন্ধ্যার খাবার।

(ج) سَوَافِرُ، (و) سَافِرَةٌ : রাত্রির শুরু অংশের আহার। মুসাফির দল। মুখ খোলা মহিলা। খোলামেলা।

مَادَّهْ : (س ـ ف ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : بَوَاكِرُ

لِيُعَجِّلَ : জলদি করার জন্য।

(تَفْعِيْل) تَعْجِيْلًا : জলদি করা।

مُرَادِف : لِيُسْرِعَ ، ضِدّ : لِيُؤَخِّرَ

اَلتَّعَشِّىْ (تَفَعُّل) مصـ : রাতের খাবার খাওয়া।

(ن، س) عَشْوًا ـ عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।

ـ اَلرَّجُلُ : রাতকানা হওয়া, ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ ـ

مَادَّةٌ : (ع . ش . ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِفٌ : اَلْعَشَاءُ ، ضِد : اَلتَّغَدِّى

(ل) يَجْتَنِبُ : বেঁচে থাকার জন্য।

(اِفْتِعَال) اِجْتِنَابًا : পরিহার করা, বেঁচে থাকা।

(ن) جَنْبًا : প্রতিহত করা। পৃথক করা। দূরে সরানো।

(ن) جَنْبًا ، (س) جَنَبًا - اِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া। আগ্রহী ও ব্যাকুল হওলা।

(ن، س، ض) جَنَابَةً - الرَّجُلَ : জুনুবী/ নাপাক হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ :

مَادَّةٌ : (ج . ن . ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : يَحْتَرِزُ ، ضِد : يَشْغَلُ .

أَكْلٌ (ن) مصـ : খাওয়া, আহার করা।

اَللَّيْلُ : (ج) لَيَالٍ : রাত্রি, রজনী।

يَعْشِى : রাতকানা রোগ সৃষ্টি করে।

(اِفْعَال) اِعْشَاءً : রাতকানা করে দেওয়া। রাতকানা রোগ সৃষ্টি করা।

(تَفْعِيل) تَعْشِيَةً . اَلرَّجُلَ : রাতের খাবার খাওয়ানো।

اَلَّذِى يَعْشِى : যে রাতকানা রোগ সৃষ্টি করে। রাতকানা রোগ সৃষ্টিকারক।

اَللّٰهُمَّ : হে আল্লাহ। হাঁ অবশ্যই। হাঁ।

تَقِدُ : জ্বলে উঠে, প্রজ্বলিত হয়।

(ض) ، وُقُودًا ، وَقْدًا ، (اِفْتِعَال) اِتِّقَادًا : প্রজ্বলিত হওয়া।

(اِفْعَال) اِيْقَادًا : প্রজ্বলিত করা।

فِى الْقُرْآنِ : كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا .

مَادَّةٌ : (و . ق . د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِفٌ : تَشْتَعِلُ ، ضِد : تَخْمُدُ

نَارٌ : (ج) اَنْوُرٌ ، نِيْرَانٌ ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, আগুন।

اَلْجُوْعُ : ক্ষুধা।

اَلْجُوْعُ (ن) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ .

مَادَّةٌ : (ج . و . ع) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفٌ : سَغْبٌ/طَىٌّ ، ضِد : شَبْعٌ

تَحُولُ : অন্তরায় হয়।

(ن) حَوْلًا ، حُؤُولًا ، حَيْلُوْلَةً : বাধা হওয়া, অন্তরায় হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .

مُرَادِفٌ : تَمْنَعُ

دُوْنَ : নিচে, উপরে, সামনে, পেছনে, ছাড়া, পূর্বে।

اَلْهُجُوْعُ : নিদ্রা।

اَلْهُجُوْعُ (ف) مصـ : রাতে ঘুমানো। যে কোনো সময় ঘুমানো।

(تَفْعِيل) تَهْجِيْعًا اَلْقَوْمَ : ঘুমানো।

فِى الْقُرْآنِ : كَانُوا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُوْنَ .

مَادَّةٌ : (ه . ج . ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلنَّوْمُ ، ضِد : اَلْيَقْظَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : خُصُوْصًا اَذًى يَعْتَلِقُ :

خُصُوْصًا এটা اَخَصُّ ফেয়েলে মাহযূফের مَفْعُوْل مُطْلَق আর মাউসূফ اَذًى يَعْتَلِقُ জুমলাটি তার সিফত। অতঃপর صِفَت এবং مَوْصُوْف মিলে اَخَصُّ -এর مَفْعُوْل بِهٖ অথবা خُصُوْصًا শব্দটি خَاصًّا -এর অর্থে হয়ে حَال হয়েছে يَعْتَلِقُ -এর ضَمِيْر থেকে।

قَوْلُهُ : اَللّٰهُمَّ اِلَّا اِنْ تَقِد :

এখানে اَللّٰهُمَّ মাঝখানে ব্যতিক্রমী বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর اِلَّا শব্দটি مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغ বুঝাবার জন্য এসেছে। মূল ইবারত ছিল جَارِيَةٌ كُلَّ وَقْتٍ اِلَّا وَقْت هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ এখানে هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ মুবতাদা, اِنْ تَقِد الخ আর وَقْت আর মুযাফ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ , হলো كُلَّ وَقْت اَنْ تَحُوْلُ دُوْنَ الْهُجُوْعِ জুমলাটি তার مَعْطُوْف সহ অর্থাৎ تَقِد মুযাফ مُضَافٌ اِلَيْهِ এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ , অতঃপর مُضَافٌ সহ مُسْتَثْنٰى مِنْه এবং مُسْتَثْنٰى তারপর مُسْتَثْنٰى মিলে هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ হলো جَارِيَةٌ এবং ظَرْف -এর جَارِيَةٌ মিলে মুবতাদার খবর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : اَلْجُوْعُ ...... دُوْنَ الْهُجُوْعِ :

جُوْع এবং هُجُوْع -এর মাঝে جِنَاس مَرْدُوْف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ : فَكَأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى إِرَادَتِنَا ، فَرَمٰى عَنْ قَوْسِ عَقِيْدَتِنَا ، لَا جَرَمَ أَنَّا آنَسْنَاهُ بِالْتِزَامِ الشَّرْطِ ، وَأَثْنَيْنَا عَلَى خُلُقِهِ السَّبْطِ ، وَلَمَّا أَحْضَرَ الْغُلَامُ مَا رَاجَ ، وَأَذْكَى بَيْنَنَا السِّرَاجَ ، تَأَمَّلْتُهُ فَإِذَا هُوَ أَبُو زَيْدٍ ، فَقُلْتُ لِصَحْبِي : لِيَهْنِئْكُمُ الضَّيْفُ الْوَارِدُ ، بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ ! فَإِنْ يَكُنْ أَفَلَ قَمَرُ الشِّعْرٰى فَقَدْ طَلَعَ قَمَرُ الشِّعْرِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যেন তিনি আমাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন, ফলে তিনি আমাদের বিশ্বাসের ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করলেন। তাই আমরা তার শর্ত মেনে নিয়ে তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম এবং তার সরল স্বভাবের প্রশংসা করলাম। অতঃপর যখন ভৃত্য যা প্রস্তুত ছিল, তা উপস্থিত করল এবং আমাদের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলিত করল, তখন আমি তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। হঠাৎ দেখি, তিনি আবূ যায়দ। তখন আমি আমার সাথীদের বললাম, আগত অতিথি তথা অনায়াসলব্ধ সম্পদ তোমাদের জন্য মুবারক হোক। কেননা যদি লুব্ধক তারকার চন্দ্র অস্তগত হয়, তবে [হোক, কেননা] কাব্যের চন্দ্র উদিত হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَكَأَنَّهُ তিনি যেন اِطَّلَعَ অবগত হয়ে গেলেন عَلَى إِرَادَتِنَا আমাদের মনোভাব সম্পর্কে فَرَمٰى ফলে তিনি নিক্ষেপ করলেন عَنْ قَوْسِ ধনুক থেকে عَقِيْدَتِنَا আমাদের বিশ্বাস لَا جَرَمَ তাই/নিশ্চয়ই أَنَّا آنَسْنَاهُ আমরা তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম بِالْتِزَامِ الشَّرْطِ শর্ত মেনে নিয়ে وَأَثْنَيْنَا এবং প্রশংসা করলাম عَلَى خُلُقِهِ তার স্বভাবের السَّبْطِ সরল وَلَمَّا أَحْضَرَ الْغُلَامُ অতঃপর যখন ভৃত্য তা উপস্থিত করল مَا رَاجَ যা প্রস্তুত ছিল وَأَذْكَى এবং প্রজ্বলিত করল بَيْنَنَا আমাদের মাঝে السِّرَاجَ প্রদীপ تَأَمَّلْتُهُ তখন আমি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম فَإِذَا هُوَ হঠাৎ দেখি তিনি أَبُو زَيْدٍ আবূ যায়দ فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لِصَحْبِي আমার সাথীদের لِيَهْنِئْكُمُ তোমাদের জন্য মুবারক হোক الضَّيْفُ الْوَارِدُ আগত অতিথি بَلِ তথা الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ অনায়াসলব্ধ সম্পদ فَإِنْ يَكُنْ أَفَلَ যদি অস্তগত হয় قَمَرُ চন্দ্র الشِّعْرٰى লুব্ধক তারকা فَقَدْ طَلَعَ তবে উদিত হয়েছে قَمَرُ চন্দ্র الشِّعْرِ কাব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُرَادِفٌ : قَصْدٌ/مَشْيَةٌ

رَمٰى : [তীর] নিক্ষেপ করল (করলেন)।

(ض) رَمْيًا، رِمَايَةً : নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ .

مُرَادِفٌ : لَفَظَ .

قَوْسٌ : (ج) قِسِيٌّ، أَقْوَاسٌ، أَقْوُسٌ، أَقْيَاسٌ، قِيَاسٌ : ধনুক।

فِي الْقُرْآنِ : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى

مَادَّةٌ : (ق ـ و ـ س) ، جِنْسٌ : أَجْوَفْ وَاوِيٌّ

مُرَادِفٌ : مَرْمٰى

عَقِيْدَةٌ : (ج) عَقَائِدُ : বিশ্বাস। মনের বদ্ধমূল ধারণা। প্রতীতি, প্রত্যয়।

كَأَنَّهُ : যেন সে, যেন তিনি।

اِطَّلَعَ : অবগত হয়ে গেল [গেলেন]।

(اِفْتِعَالٌ) اِطِّلَاعًا – عَلَى الشَّيْءِ : অবগত হওয়া।

(ن) طُلُوْعًا : উদিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِطَّلَعَ الْغَيْبَ .

مَادَّةٌ : (ط ـ ل ـ ع)، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : عَثَرَ

إِرَادَةٌ : ইচ্ছা, মনোভাব।

إِرَادَةٌ (اِفْعَالٌ) مصـ : ইচ্ছা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ .

مَادَّةٌ : (ر ـ و ـ د) ، جِنْسٌ : أَجْوَفْ وَاوِيٌّ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِي الْقُرْآنِ : وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ .

مَادَّةٌ : (ع ـ ق ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : مُعْتَقِدَاتٌ .

لَاجَرَمَ ، لَاجِرم : শপথ, নিশ্চয়ই, অবশ্যই।

فِي الْقُرْآنِ : لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ .

مُرَادِفٌ : لَا مَحَالَةَ/لَا بُدَّ

جَرْم ، جُرْم ، (ج) جُرُوْمٌ ، أَجْرَامٌ : পাপ, অপরাধ।

أَنَسْنَا : আমরা প্রীতিমুগ্ধ করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِينَاسًا : প্রীতিমুগ্ধ করা।

اَلْتِزَامٌ (افتعال) مصـ :

নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া, মেনে নেওয়া।

(افعال) إِلْزَامًا : বাধ্যতামূলক করা।

(س) لُزُوْمًا : অবধারিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (ل ـ ز ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : إِيْجَاب/إِعْتِرَاف

اَلشَّرْطُ (ج) شُرُوْطٌ : শর্ত, কড়ার।

شَرَطٌ : (ج) أَشْرَاطٌ : নীচ, তুচ্ছ।

(ن ـ ض) شَرْطًا : শর্তারোপ করা।

(افتعال) اِشْتِرَاطًا : শর্ত অপরিহার্য করা।

فِي الْحَدِيْثِ : مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ .

مَادَّةٌ : (ش ـ ر ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

أَثْنَيْنَا : আমরা প্রশংসা করলাম।

(افعال) إِثْنَاءً : প্রশংসা করা।

مُرَادِفٌ : حَمْد ، ضِدّ : ذَمّ

خُلُقٌ : (ج) أَخْلَاقٌ : চরিত্র, স্বভাব।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ .

مَادَّةٌ : (خ ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : سِيْرَة/عَادَة

اَلسَّبْطُ : (ج) سِبَاطٌ : সরল, সোজা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ .

مَادَّةٌ : (س ـ ب ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلسَّهْلُ

أَحْضَرَ : উপস্থিত করল।

(إِفْعَالٌ) إِحْضَارًا : উপস্থিত করল।

اَلْغُلَامُ : (ج) غِلْمَانٌ ، غِلْمَةٌ ، أَغْلِمَةٌ : কিশোর, ভৃত্য, ক্রীতদাস।

رَاجَ : প্রস্তুত হলো, [এখানে প্রস্তুত ছিল]।

(ن) رَوْجًا ، رَوَاجًا : দ্রুত হওয়া।

– اَلسِّلْعَةُ : [পণ্য] চালু হওয়া।

– اَلطَّعَامُ : প্রস্তুত হওয়া।

– تَفْعِيْل تَرْوِيْجًا . اَلسِّلْعَةَ : [পণ্য] চালু করা।

مَادَّةٌ : (ر ـ و ـ ج) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِفٌ : تَهَيَّأَ .

أَذْكٰى : প্রজ্বলিত করল।

(إِفْعَالٌ) إِذْكَاءً : প্রজ্বলিত করা।

مُرَادِفٌ : أَوْقَدَ ، ضِدّ : أَطْفَأَ

سِرَاجُ اللَّيْلِ : জোনাকী।

اَلسِّرَاجُ : (ج) سُرُجٌ : প্রদীপ।

تَأَمَّلْتُ : ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম।

(تَفَعُّل) تَأَمُّلًا : ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

مُرَادِفٌ : نَظَرْتُ (فِيْهِ)

(ج) صَحْبٌ ، أَصْحَابٌ ، صُحْبَةٌ ، صِحَابٌ صُحْبَانٌ ،

صَحَابَةٌ ، (و) صَاحِبٌ : সাথী, সহচর।

لِ يَهْنِيْءَ – كُمْ : তোমাদের জন্য মুবারক হোক।

(ض ، ف ، ك) هَنْأً ، هَنَاءً : আনন্দদায়ক হওয়া। মুবারক হওয়া।

– اَلطَّعَامُ : তৃপ্তিকর হওয়া।

(تفعيل) تَهْنِئَةً : অভিনন্দন জানানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا .

مَادَّةٌ : (ه ـ ن ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام

مُرَادِفٌ : لِيَسُرَّكُمْ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلضَّيْفُ (ج) ضُيُوْفٌ ، أَضْيَافٌ ، ضِيْفَانٌ ، ضِيَافٌ ، أَضَائِفُ : অতিথি, মেহমান।

اَلْوَارِدُ (فا، مذ) : আগত, উপনীত, অবতীর্ণ।

(ض) وُرُوْدًا : অবতীর্ণ হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ ـ

مُرَادِف : اَلنَّازِلُ ـ

بَلْ (حَرْفُ الْعَطْفِ) : বরং, এমন কি, তথা।

اَلْمَغْنَمُ : (ج) مَغَانِمُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ, গনিমত।

فِى الْقُرْآنِ : سَيَقُوْلُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلٰى مَغَانِمَ ـ

مَادَّة : (غ ـ ن ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَيْئُ

اَلْمَغْنَمُ الْبَارِدُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ।

اَلْبَارِدُ (فا، مذ) : শীতল, ঠাণ্ডা।

(ن ـ ك) بَرْدًا : শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَسَلَامًا ـ

مَادَّة : (ب ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَاتِرُ ، ضِدّ : طَلَعَ

أَفَلَ : অস্তগত হলো [-হয়]।

(ض، ن، س) أُفُوْلًا : অদৃশ্য হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّىْ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ ـ

مَادَّة : (ا ـ ف ـ ل) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

مُرَادِف : غَرَب ، ضِدّ : طَلَعَ

قَمَرٌ : (ج) أَقْمَارٌ : চাঁদ, মাসের প্রথম তিন রাতের পরবর্তী ২৭ দিনের চাঁদ।

اَلشِّعْرٰى : লুব্ধক তারকা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ـ

مَادَّة : (ش ـ ع ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

قَدْ طَلَعَ : উদিত হয়েছে।

(ن) طُلُوْعًا ، مَطْلَعًا : উদিত হওয়া।

مُرَادِف : بَزَغَ ، ضِدّ : غَرَبَ/أَفَلَ

اَلشِّعْرُ : (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا جَرَمَ أَنَا أَنْسَنَاهُ :

لَاجَرَمَ শব্দটি ইমাম খলীল ও সীবাওয়াইহি'র মতে, لَا وَجَبَ -এর অর্থে ব্যবহৃত। لَا দ্বারা পূর্বের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যেমন لَا أُقْسِمُ -এর বিশ্লেষণ নিয়ে নাহুবিদগণের মধ্যে আরও অনেক মতভেদ রয়েছে। এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল একটি অভিমত উল্লেখ করা হলো। جَرَمَ ফেয়েলে মাযী أَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল ضَمِيْر مُتَكَلِّم হলো তার اِسْم আর أَنْسَنَاهُ জুমলাটি তার খবর। اِسْم এবং خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়ে جَرَمَ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ : لِيَهْنِئْكُمُ الضَّيْفُ الْوَارِدُ بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ :

اَلضَّيْفُ الْوَارِدُ সিফাত ও মাউসূফ মিলে مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর اَلْمَغْنَمُ الْبَارِدُ সিফাত ও মাউসূফ মিলে مَعْطُوْف। অতঃপর لِيَهْنَأ ফেয়েলের ফায়েল। আর كُمْ তার مَفْعُوْل بِه।

قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ .... طَلَعَ قَمَرُ الشِّعْرِ :

এখানে إِنْ يَكُنْ أَفَلَ قَمَرُ الشِّعْرٰى বাক্যটি شَرْط আর لَا بَأْس بِه طَلَعَ قَمَرُ الشِّعْرِ বাক্যটি তার جَزَاء মাহযূফ এবং جَزَاء مَحْذُوْف -এর عِلَّت এবং তার قَائِمِ مَقَام -

বালাগাত

قَوْلُهُ : لِيَهْنِئْكُمْ ...... الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ :

اَلْوَارِدُ এবং اَلْبَارِدُ -এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ أَفَلَ .... قَمَرُ الشِّعْرِ :

এ বাক্যের মধ্যে أَبُوْ زَيْد কে قَمَر [চন্দ্রের] সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছেও এখানে উল্লিখিত مُشَبَّهٌ بِه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَوِ اسْتَسَرَّ بَدْرُ النَّثْرَةِ فَقَدْ تَبَلَّجَ بَدْرُ النَّثْرِ، فَسَرَتْ حُمَيَّا الْمَسَرَّةِ فِيهِمْ، وَطَارَتِ السِّنَةُ عَنْ مَآقِيهِمْ، وَرَفَضُوا الدَّعَةَ الَّتِي كَانُوا نَوَوْهَا، وَثَابُوا إِلَى نَشْرِ الْفُكَاهَةِ بَعْدَ مَا طَوَوْهَا، وَأَبُو زَيْدٍ مُكِبٌّ عَلَى إِعْمَالِ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَرْفَعَ مَا لَدَيْهِ، قُلْنَا لَهُ : أَطْرِفْنَا بِغَرِيبَةٍ مِنْ غَرَائِبِ أَسْمَارِكَ، أَوْ عَجِيبَةٍ مِنْ عَجَائِبِ أَسْفَارِكَ.

অনুবাদ : অথবা যদি নাস্‌রা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যায় তবে [যাক, কেননা] গদ্যের চতুর্দশী চন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল [অর্থাৎ, তাদের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।] এবং তাদের চোখের কেনারা থেকে তন্দ্রা উবে গেল। তারা যে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করেছিল, তা ছেড়ে দিল এবং আনন্দ-স্ফূর্তির মজলিস বন্ধ করে দেওয়ার পর তা আবার প্রসারিত করার জন্য ফিরে এলো। আর এদিকে আবূ যায়দ তার দু'হাত ব্যবহারে ব্যাপৃত। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সামনে যা কিছু ছিল, তা তুলে নিতে বললেন, তখন আমরা তাকে বললাম, আপনি আপনার অভিনব গল্প-কাহিনীসমূহ থেকে একটি অভিনব গল্প অথবা আপনার সফরের বিস্ময়কর ঘটনাবলি থেকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমাদেরকে বলুন!

শাব্দিক অনুবাদ : أَوِ اسْتَسَرَّ অথবা যদি অদৃশ্য হয়ে যায় بَدْرُ النَّثْرَةِ নাসরা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র فَقَدْ تَبَلَّجَ আত্মপ্রকাশ করেছে بَدْرُ النَّثْرِ গদ্যের চতুর্দশী চন্দ্র فَسَرَتْ তখন ছড়িয়ে পড়ল حُمَيَّا প্রচণ্ড الْمَسَرَّةِ আনন্দ فِيهِمْ তাদের মধ্যে وَطَارَتِ এবং উবে গেল السِّنَةُ তন্দ্রা عَنْ থেকে مَآقِيهِمْ তাদের চোখের কিনারা وَرَفَضُوا এবং তারা ছেড়ে দিল الدَّعَةَ সেই বিশ্রাম الَّتِي كَانُوا نَوَوْهَا যা করতে তারা ইচ্ছা করেছিল وَثَابُوا তারা ফিরে এলো إِلَى نَشْرِ প্রসারিত করার জন্য الْفُكَاهَةِ আনন্দ-ফূর্তির মজলিস بَعْدَمَا طَوَوْهَا বন্ধ করে দেওয়ার পর وَأَبُو زَيْدٍ এবং আবূ যায়দ مُكِبٌّ ব্যাপৃত عَلَى إِعْمَالِ يَدَيْهِ তার দু'হাত ব্যবহারে حَتَّى إِذَا اسْتَرْفَعَ অতঃপর যখন তিনি তুলে নিতে বললেন مَا لَدَيْهِ তাঁর সামনে যা কিছু ছিল, তা قُلْنَا لَهُ আমরা তাকে বললাম أَطْرِفْنَا আপনি আমাদেরকে বলুন بِغَرِيبَةٍ এক অভিনব গল্প مِنْ غَرَائِبِ أَسْمَارِكَ আপনার অভিনব গল্পসমূহ থেকে أَوْ عَجِيبَةٍ অথবা একটি বিস্ময়কর ঘটনা مِنْ عَجَائِبِ বিস্ময়কর ঘটনাবলি থেকে أَسْفَارِكَ আপনার সফরের।

শব্দ বিশ্লেষণ

حُمَيَّا : প্রাথমিক উত্তেজনা, তীব্রতা, প্রচণ্ডতা।

(س) حَمْيًا، حُمِيًّا - عَلَيْهِ : ক্রোধান্বিত হওয়া।

- النَّارُ : উত্তপ্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

مَادَّة : (ح ـ م ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي

اَلْمَسَرَّةُ (ج) مَسَارُّ، مَسَرَّاتٌ : আনন্দ, খুশি।

(ن) سُرُورًا، مَسَرَّةً : আনন্দিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا .

مَادَّة : (س ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : اَلْفَرَحُ ، ضِدّ : اَلْحُزْنُ

طَارَتْ : উড়ে গেল, উবে গেল।

(ض) طَيْرًا، طَيَرَانًا، طَيْرُورَةً : উঠে যাওয়া। উড়ে যাওয়া।

(تفعّل) تَطَيُّرًا : ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

ماده (ط ـ ى ـ ر)، جِنْس : اَجْوَف يَائِي

اِسْتَسَرَّ : অদৃশ্য হয়ে গেল [-হয়ে যায়]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْرَارًا : অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

بَدْرٌ : (ج) بُدُورٌ : পরিপূর্ণ চাঁদ, চতুর্দশী চন্দ্র।

اَلنَّثْرَةُ : তিনটি তারকার সমষ্টি, নাসরা তারকা।

مَادَّة : (ن ـ ث ـ ر) ، جِنْس : صَحِيح

(قَدْ) تَبَلَّجَ : আত্মপ্রকাশ করেছে, আলোকিত হয়েছে।

(تَفَعُّل) تَبَلُّجًا، (اِفْعَال) إِبْلَاجًا، (ن) بُلُوجًا : আলোকিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা।

مَادَّة : (ب ـ ل ـ ج) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَضَاءَ ، ضِدّ : اَظْلَمَ

اَلنَّثْرُ : গদ্য।

اَلنَّثْرُ (ن، ض) مصـ : ছড়িয়ে দেওয়া।

سَرَتْ : বিস্তার করল, ছড়িয়ে পড়ল।

(ض) سُرًى، سَرَايَةً، سَرَيَانًا : বিস্তার করা। ছড়িয়ে পড়া।

مُرَادِف : اِتَّسَعَ/اِنْتَشَرَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفْ : سَارَتْ، ثَبَتَتْ

اَلسِّـنَـةُ : তন্দ্রা।

اَلسِّنَةُ (س) مصـ : তন্দ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ

مَادَّهْ : (و ـ س ـ ن) ، جِنْسْ : مِثَالْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : نُعَاسٌ ، ضِدْ : اَلْيَقْظَانُ

اَلْمَاْقُ، اَلْمُوْقُ، اَلْمُؤْقُ : (ج) اٰمَاقٌ، اٰمْاٰقٌ، مَوَاقٍ، مَاْقٍ : নাকের দিককার চোখের কেনারা।

اَلْمُوْقِىْ ، اَلْمُوقِىُ، اَلْمَاْقِىْ : (ج) مَاْقٍ : নাকের দিককার চোখের কেনারা।

مَادَّهْ : (م ـ ء ـ ق)، جِنْسْ : مَهْمُوزْ عَيْنْ، مُرَادِفْ : عُيُونٌ ـ

رَفَضُوا : তারা ছেড়ে দিল।

(ن ـ ض) رَفْضًا : প্রত্যাখ্যান করা। ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَرَفُّضًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া।

مَادَّهْ : (ر ـ ف ـ ض) ، جِنْسْ : صَحِيْح

مُرَادِفْ : تَرَكُوْا ، ضِدْ : تَمَسَّكُوْ

اَلدَّعَـةُ : প্রশান্তি, আরাম, বিশ্রাম।

(ك) دَعَةً، وَدَاعَةً : স্থির/ প্রশান্ত হওয়া।

مَادَّهْ (و ـ د ـ ع)، جِنْسْ : مِثَالْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : اَلرَّاحَةُ/ اَلسُّكُوْنُ

(كَانُوْا) نَوَوْا : ইচ্ছা করেছিল।

(ض) نَوَاةً، نِيَّةً ، نِيَةً : ইচ্ছা করা।

ثَابُوْا : তারা ফিরে এলো।

(ن) ثَوْبًا، ثُوُوْبًا : ফিরে আসা।

(اِفْعَال) اِثَابَةً : বিনিময় দেওয়া।

مَادَّهْ : (ث ـ و ـ ب)، جِنْسْ : اَجْوَفْ وَاوِىْ، مُرَادِفْ : رَجَعُوْا ـ

نَشْرٌ (ن) مصـ : ছড়ানো, প্রসারিত করা।

(اِفْتِعَال) اِنْتِشَارًا : প্রসারিত হওয়া। ছড়িয়ে পড়া।

فِى الْقُرْآنِ : كَيْفَ يَنْشُرُهَا ـ

مَادَّهْ : (ن ـ ش ـ ر) ، جِنْسْ : صَحِيْح

مُرَادِفْ : بَسْطٌ ، ضِدْ : طَوِىٌّ

اَلْفُكَاهَةُ : আনন্দ-স্ফূর্তি, রসিকতা।

اَلْفُكَاهَةُ (س) مصـ : রসিক হওয়া।

بَعْدَ مَا طَوَوْا : বন্ধ করে দেওয়ার পর।

(ض) طَيًّا : বন্ধ করা, ভাঁজ করা।

فِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ـ

مَادَّهْ : (ط ـ و ـ ى) ، جِنْسْ : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِفْ : ثَنَوْا ، ضِدْ : نَشَرُوْا

مُكِبٌّ (فا، مذ) : মনোযোগী, [এখানে-ব্যাপৃত]।

(افعال) اِكْبَابًا : উপুড় হওয়া।

عليه : আত্মনিয়োগ করা, মনোযোগী হওয়া।

كَبَّ ـ الْإِنَاءَ : উপুড় করা।

الرَّجُلَ عَلٰى وَجْهِهٖ وَلِوَجْهِهٖ : উপুড় করে আছাড় দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ ـ

مَادَّهْ : (ك ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِىْ

مُرَادِفْ : مُقْبِلٌ

اِعْمَالٌ (اِفْعَال) مصـ : কর্মে নিয়োগ করা, এখানে ব্যবহার করা।

(س) عَمَلًا : করা, কাজ করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ـ

مَادَّهْ : (ع ـ م ـ ل) ، جِنْسْ : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اِسْتِعْمَالٌ ، ضِدْ : اِفْرَاغٌ

يَدٌ : (ج) اَيْدٍ، (جج) اَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

اِسْتَرْفَعَ : তুলে নিতে বললেন।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِرْفَاعًا : তুলে নিতে বলা, উঠিয়ে নিতে বলা।

(ن) رَفْعًا : উঠানো।

فِى الْقُرْآنِ : يَرْفَعَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

مَادَّهْ : (ر ـ ف ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مَالَدَيْهِ (اَىْ مَاكَانَ لَدَيْهِ) : যা তার সামনে ছিল।

اَطْرِفْ : নতুন গল্প বলুন।

(اِفْعَال) اِطْرَافًا : অভিনব কথা বলা। নতুন গল্প বলা।

(ك) طَرَافَةً : চমৎকার হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : ع اَصْبَحَ مَالِىْ مِنْ طَرِيْفٍ تَالِدٍ ـ

مَادَّهْ : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : حَدِّثْنَا (بِطَرْفَةٍ)

غَرِيْبَةٌ (صف)(ج) غَرَائِبُ : দুর্বোধ্য, অভিনব।

(ك) غَرَابَةً ـ الشَّيْئُ : অভিনব হওয়া।

ـ الْكَلَامُ : দুর্বোধ্য হওয়া।

(ج) اَسْمَارٌ، (و) سَمَرٌ : রাতের গল্প।

(ن) سَمْرًا، سُمُوْرًا : রাতের বেলায় গল্প করা।

عَجِيْبَةٌ (مف، مؤ)(ج) عَجَائِبُ : বিস্ময়কর।

(ج) اَسْفَارٌ، (و) سَفَرٌ : সফর, ভ্রমণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله : فَسَرَتْ حُمَيَّا الْمَسَرَّةِ :

سَرَتْ ফেয়েল حُمَيَّا الْمَسَرَّةِ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে سَرَتْ-এর ফায়েল এবং اِضَافَتْ টা হলো اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ اِلَى الْمُشَبَّهِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ : لَقَدْ بَلَوْتُ مِنَ الْعَجَائِبِ مَالَمْ يَرَهُ الرَّاءُونَ ، وَلاَ رَوَاهُ الرَّاوُوْنَ ، وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا مَا عَايَنْتُهُ اللَّيْلَةَ قُبَيْلَ انْتِيَابِكُمْ، وَمَصِيْرِيْ إِلَى بَابِكُمْ، فَاسْتَخْبَرْنَاهُ عَنْ طُرْفَةِ مَرْآهُ، فِيْ مَسْرَحِ مَسْرَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مَرَامِيَ الْغُرْبَةِ، لَفَظَتْنِيْ إِلَى هٰذِهِ التُّرْبَةِ، وَأَنَا ذُوْ مَجَاعَةٍ وَبُؤْسَى، وَجِرَابٍ كَفُؤَادِ أُمِّ مُوْسَى، فَنَهَضْتُ حِيْنَ سَجَا الدُّجَى، عَلَى مَابِيْ مِنَ الْوَجَى، لِأَرْتَادَ مُضِيْفًا ، أَوْ أَقْتَادَ رَغِيْفًا.

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, আমি [আমার জীবনে] এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যা দর্শকগণ দেখেনি এবং বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেনি। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যতম ঘটনা হচ্ছে সেটি, যা আমি আজ রাতে তোমাদের কাছে আগমনের এবং তোমাদের দরজার দিকে ফেরার সামান্য পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন তাঁর রাত্রি চলার পথে দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, প্রবসনের ধনুক আমাকে এই ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে, আর আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত ও অভাবী এবং মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরের মতো [শূন্য] থলির অধিকারী। সুতরাং আমি একজন মেজবান খোঁজার জন্য অথবা একটি রুটি লাভ করার জন্য আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল, তা নিয়েই রাত্রির অন্ধকার যখন গভীর হলো তখন উঠে দাঁড়ালাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ উত্তরে তিনি বলেন لَقَدْ بَلَوْتُ আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি مِنَ الْعَجَائِبِ এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির مَالَمْ يَرَهُ যা দেখেনি الرَّاءُوْنَ দর্শকগণ وَلاَ رَوَاهُ এবং যা বর্ণনা করেনি الرَّاوُوْنَ বর্ণনাকারীগণ وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا আর তন্মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যতম ঘটনা হচ্ছে সেটি مَا عَايَنْتُهُ যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি اللَّيْلَةَ আজ রাতে قُبَيْلَ পূর্বে اِنْتِيَابِكُمْ তোমাদের কাছে আগমনের وَمَصِيْرِيْ এবং ফেরার (পূর্বে) إِلَى بَابِكُمْ তোমাদের দরজার দিকে فَاسْتَخْبَرْنَاهُ তখন আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম عَنْ সম্পর্কে طُرْفَةِ مَرْآهُ তার দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি فِيْ مَسْرَحِ مَسْرَاهُ তাঁর রাত্রি চলার পথে فَقَالَ উত্তরে তিনি বললেন إِنَّ مَرَامِيَ الْغُرْبَةِ নিশ্চয়ই প্রবসনের ধনুক لَفَظَتْنِيْ আমাকে নিক্ষেপ করেছে إِلَى هٰذِهِ التُّرْبَةِ এই ভূমিতে وَأَنَا আর আমি ছিলাম ذُوْ مَجَاعَةٍ ক্ষুধার্ত وَبُؤْسَى ও অভাবী وَجِرَابٍ এবং [শূন্য] থলি كَفُؤَادِ অন্তরের মতো أُمِّ مُوْسَى হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার فَنَهَضْتُ সুতরাং আমি উঠে দাঁড়ালাম حِيْنَ যখন سَجَا গভীর হলো الدُّجَى রাত্রির অন্ধকার عَلَى مَابِيْ مِنَ الْوَجَى আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল, তা নিয়েই لِأَرْتَادَ খোঁজার জন্য مُضِيْفًا মেজবান أَوْ أَقْتَادَ অথবা লাভ করার জন্য رَغِيْفًا একটি রুটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ بَلَوْتُ : আমি পরীক্ষা করেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

(ن) بَلاَءٌ، (افْتِعَالٌ) اِبْتِلاَءٌ : অভিজ্ঞতা অর্জন করা, যাচাই করা, পরীক্ষা করা।

(ج) اَلْعَجَائِبُ، (و) عَجِيْبَةٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যপূর্ণ [ঘটনাবলি]।

لَمْ يَرَ : দেখেনি, প্রত্যক্ষ করেনি।

(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : দেখা।

(ج) اَلرَّاءُوْنَ، (و) رَاءٍ : দর্শকগণ, দর্শনকারীগণ।

مُرَادِفٌ : اَلنَّاظِرُوْنَ.

لاَ رَوَى : বর্ণনা করেনি।

(ض) رِوَايَةٌ : বর্ণনা করা।

مُرَادِفٌ : اَلنَّاقِلُوْنَ.

(ج) اَلرَّاوُوْنَ، (و) رَاوٍ : বর্ণনাকারীগণ।

أَعْجَبُ (اسم تفضيل) (ج) أَعَاجِبُ : অপেক্ষাকৃত/ সবচেয়ে আশ্চর্যতম [ঘটনা]।

عَايَنْتُ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

(مُفَاعَلَةٌ) مُعَايَنَةً، عِيَانًا : চাক্ষুষ দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

(ض) عَيْنًا : বদনজর দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ع ـ ى ـ ن) ، جِنْسٌ : اَجْوَفْ يَائِي

مُرَادِفٌ : شَاهَدْتُ

اَللَّيْلَةَ : (ج) لَيَالٍ : আজ রাত।

قُبَيْلَ : সামান্য পূর্বে, কিছু পূর্বে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّة : (ق ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : سَابِقًا/سَلَفًا
اِنْتِيَاب : (اِفْتِعَال)مصـ : আগমন করা, সামনে আসা।
فِي الْحَدِيْث : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
مُرَادِف : اَلنُّزُوْل
مَصِيْر (مصدر ميمي) : প্রত্যাবর্তন করা, ফেরা।
بَاب : (ج) أَبْوَاب ، بِيْبَان : দরজা, তোরণ, ফটক।
اِسْتَخْبَرْنَا : আমরা সংবাদ জানতে চাইলাম।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْبَارًا : সংবাদ জানতে চাওয়া।
طُرْفَة : (ج) طُرَف : রসাত্মক কথা, [এখানে-আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা]।
مادة : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : عَجِيْبَةٌ/غَرِيْبٌ
مَرْأَى (مصدر ميمي) : দেখা।
مَرْأَى (اسم ظرف، مصـ : رُؤْيَةً-ف) : দৃশ্য।
مَسْرَح (اسم ظرف، مصـ: سرح-ف)(ج)مَسَارِح : চারণভূমি, পথ।
مَسْرَى (اسم ظرف، مصدر ميمي) : রাত্রিকালে চলার পথ, রাত্রিকালে চলা।
(ج) اَلْمَرَامِي، (و) مَرْمَى : তীর নিক্ষেপের যন্ত্র, ধনুক।
مادة : (ر ـ م ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي، مُرَادِف : قَوَاذِف
اَلْغُرْبَة (ن) مصـ : প্রবাসে গমন, প্রবসন।
لَفَظَتْ : নিক্ষেপ করেছে।
(ض ـ س) لَفْظًا : নিক্ষেপ করা।
(تَفَعُّل) تَلَفُّظًا : উচ্চারণ করা।
فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .
مادة : (ل ـ ف ـ ظ) ، جنس : صحيح، مرادف : رمت
اَلتُّرْبَة : (ج) تُرَب : মাটি, কবর, ভূমি।
مَادَّة : (ت ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : أَرْض
ذُوْ مَجَاعَةٍ : ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত, ক্ষুধান্বিত, ক্ষুধাতুর।
مَجَاعَة ، جُوْع : ক্ষুধা।
مَجَاعَة ، جُوْع (ن) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।
بُؤْسَى، بُؤْس، بُؤُوْس، بَئِيْس (س) مصـ : অতিশয় অভাবী হওয়া।
(اِفْتِعَال) اِبْتِئَاسًا : দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া।
مَادَّة : (ب ـ ء ـ س) ، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن
مُرَادِف : ضَرَّاء/فَقْر ، ضِدّ : نُعْمَى
ذُوْ بُؤْسَى : অতিশয় অভাবী, অভাবগ্রস্ত।
جِرَاب : (ج) أَجْرِبَة، جُرُب : তরবারির খাপ, চামড়ার থলি।
ذُوْ جِرَابٍ : থলির মালিক, থলির অধিকারী।

فُؤَاد : (ج) أَفْئِدَة : অন্তর, জ্ঞান, বিবেক।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغًا .
مادة : (ف ـ ء ـ د)، جِنْس : مَهْمُوْز عَيْن، مُرَادِف : قَلْب
أُمّ : (ج) أُمَّهَات ، أُمَّات : মাতা, যে কোনো বস্তুর মূল।
أُمّ مُوْسَى : হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা।
نَهَضْتُ : উঠে দাঁড়ালাম।
(ف) نَهْضًا ، نُهُوْضًا : উঠে দাঁড়ানো।
حِيْن (ج)أَحْيَان، أَحَايِيْن : সময়, কাল, [এখানে – যখন]।
سَجَا : রাত্রি নীরব হলো, গভীর হলো।
(ن) سَجْوًا ، سُجُوًّا : রাত্রি গভীর হওয়া, রাত্রি নীরব হওয়া।
(تَفْعِيْل) تَسْجِيَة : ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى .
مادة : (س ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي
مُرَادِف : سَكَنَ ، ضِدّ : هَاتِ
(ج) اَلدُّجَى، (و) دُجْيَة : অন্ধকার, তিমির।
(ن) دَجْوًا : অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া।
مادة : (د ـ ج ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِي، مُرَادِف : اَلظَّلَام .
اَلْوَجَى : পায়ের ব্যথা।
اَلْوَجَى (س) مصـ : পায়ে ব্যথা হওয়া।
عَلَى مَا بِي مِنَ الْوَجَى : আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল তা নিয়েই।
لِارْتِيَاد : খোঁজার জন্য।
(اِفْتِعَال) اِرْتِيَادًا : খোঁজ করা।
مُضِيْف (فا،مذ) : আতিথেয়তাকারী, মেজবান।
لِاقْتِيَاد : টানার জন্য, [এখানে লাভ করার জন্য]।
(اِفْتِعَال) اِقْتِيَادًا : টানা।
مُرَادِف : أَطْلَب .
رَغِيْف : (ج) أَرْغِفَة، رُغُف، رُغْفَان، تَرَاغِيْف : রুটি।
مادة : (ر ـ غ ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِف : خُبْز

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَأَنَا ذُوْ مَجَاعَةٍ ...... جِرَابٌ كَفُؤَادِ أُمِّ مُوْسَى :
এখানে جِرَاب শব্দটি مَوْصُوْف আর كَفُؤَادِ أُمِّ مُوْسَى তার صِفَت, অতঃপর مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে مَعْطُوْف আর بُؤْسَى এবং مَجَاعَة হলো তার مَعْطُوْف عَلَيْه তারপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে ذُوْ-এর مُضَاف اِلَيْه, অতঃপর مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে أَنَا মুবতাদার خَبَر মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে ইসমিয়্যা হয়ে لَفَظَتْنِي -এর (مَفْعُوْل) ضَمِيْر থেকে حَال

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَسَاقَنِي حَادِي السَّغَبِ، وَالْقَضَاءُ الْمُكَنَّى أَبَا الْعَجَبِ، إِلَى أَنْ وَقَفْتُ عَلَى بَابِ دَارٍ، فَقُلْتُ عَلَى بِدَارٍ: شِعْرٌ :

حُيِّيتُمْ يَا أَهْلَ هٰذَا الْمَنْزِلِ
وَعِشْتُمْ فِي خَفْضِ عَيْشٍ خَضِلِ
مَا عِنْدَكُمْ لِابْنِ سَبِيلٍ مُرْمِلِ
نِضْوِ سُرًى خَابِطِ لَيْلٍ أَلْيَلِ
جَوِي الْحَشَى عَلَى الطَّوَى مُشْتَمِلِ
مَاذَاقَ مُذْ يَوْمَيْنِ طَعْمَ مَأْكَلِ

অনুবাদ : ফলে ক্ষুধার হুদাগায়ক এবং আবু'ল আজব উপনামের অধিকারী অদৃষ্ট আমাকে এ পর্যন্ত হাঁকিয়ে নিয়ে এলো যে, আমি একটি গৃহের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। অতঃপর দ্রুততার সাথে বললাম : [কবিতার অনুবাদ] : হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা অভিবাদিত হও এবং তোমরা সজীব সুখময় জীবন যাপন কর। তোমাদের কাছে একজন পাথেয়-সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য কি আছে ? যে নৈশ সফরে দুর্বল, নিশ্চিদ্র অন্ধকার রজনীতে উদ্ভ্রান্ত, যার নাড়ি-ভুঁড়ি দহ্যমান, ক্ষুধা ধারণকারী। সে দু'দিন যাবৎ কোনো আহার্যের স্বাদ আস্বাদন করেনি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَسَاقَنِي ফলে আমাকে হাঁকিয়ে নিয়ে এলো حَادِي হুদাগায়ক السَّغَبِ ক্ষুধা وَالْقَضَاءُ এবং অদৃষ্ট الْمُكَنَّى উপনামের অধিকারী أَبَا الْعَجَبِ আবুল আজব إِلَى أَنْ এ পর্যন্ত وَقَفْتُ আমি এসে দাঁড়ালাম عَلَى بَابِ دَارٍ একটি ঘরের দরজায় فَقُلْتُ অতঃপর বললাম بِدَارٍ দ্রুততার সাথে شِعْرٌ কবিতা حُيِّيتُمْ তোমরা অভিবাদিত হও يَا أَهْلَ হে অধিবাসী هٰذَا الْمَنْزِلِ এই গৃহ عِشْتُمْ তোমরা জীবন যাপন কর فِي خَفْضِ সুখময় عَيْشٍ জীবন خَضِلِ সজীব مَا عِنْدَكُمْ তোমাদের কাছে কী আছে لِابْنِ سَبِيلٍ মুসাফিরের জন্য مُرْمِلِ পাথেয়-সম্বলহীন نِضْوِ দুর্বল سُرًى নৈশ সফর خَابِطِ উদ্ভ্রান্ত لَيْلٍ রজনীতে أَلْيَلِ নিশ্চিদ্র অন্ধকার جَوِي দহ্যমান الْحَشَى নাড়ি-ভুঁড়ি الطَّوَى ক্ষুধা مُشْتَمِلِ ধারণকারী مَاذَاقَ সে আস্বাদন করেনি مُذْ يَوْمَيْنِ দু'দিন যাবৎ طَعْمَ مَأْكَلِ কোনো আহার্যের স্বাদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَاقَ (ن) سَوْقًا : । হাঁকিয়ে নিয়ে এলো।

اَلْحَادِيْ (فا، مذ)(ج) حُدَاةً :
হুদা বা হুদী পাঠক। হুদাগায়ক। যে উটের চলার গতি বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ধরনের গান গেয়ে গেয়ে উটকে পরিচালিত করে।

(ن) حَدْوًا، حَدَاءً : । হুদীপাঠ করা।

مَادَّةٌ : (ح ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِيْ

مُرَادِفْ : السَّائِقُ

اَلسَّغَبُ : । ক্ষুধা।

اَلسَّغَبُ (ن ، س) : । ক্ষুধার্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ .

ماده : (س ـ غ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : اَلْمَجَاعَةُ/الْجُوْعُ

اَلْقَضَاءُ : (ج) أَقْضِيَةً : । অদৃষ্ট। সিদ্ধান্ত, ফয়সালা।

مَادَّةٌ : (ق ـ ض ـ ی) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ

مُرَادِفْ : اَلْقَدَرُ

اَلْمُكَنَّى (مف، مذ) : । উপনাম বিশিষ্ট, উপনামের অধিকারী।

(تَفْعِيْل) تَكْنِيَةً : । উপনাম রাখা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ .

ماده : (ك ـ ن ـ ی) ، جِنْس : نَاقِصْ

أَبُو الْعَجَبِ : । বিস্ময়ের জনক, অদৃষ্ট, ভাগ্য।

وقفت । আমি দাঁড়ালাম।

(ض) وَقْفًا، وُقُوْفًا :

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَابٌ (ج) أَبْوَابٌ ، بِيْبَانٌ : দরজা, তোরণ, ফটক।

دَارٌ : (ج) دُوْرٌ، دِيَارٌ، أَدْوُرٌ، أَدْؤُرٌ، أَدْوِرَةٌ، دِيَارَةٌ أَدْوَارٌ، دُوْرَاتٌ، دِيَارَاتٌ ، دُوْرَانٌ ، دِيْرَانٌ : বাড়ি, ঘর, থাকার জায়গা।

بِدَارٌ : দ্রুততা।

بِدَارٌ، مُبَادَرَةٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : দ্রুত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا ۔

مَادَّةٌ : (ب ۔ د ۔ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسُّرْعَةُ

حُيِّيْتُمْ : (مج) (دُعَائِيَّةٌ) : তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তোমরা অভিবাদিত হও।

(تَفْعِيل) تَحِيَّةٌ : সালাম দেওয়া। অভিবাদন পেশ করা।

أَهْلٌ (ج) أَهْلُوْنَ ، أَهَالٌ ، أَهَالٍ ، أَهْلَاتٌ ، أَهَلَاتٌ : পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, [এখানে– অধিবাসী]।

اَلْمَنْزِلُ : (ج) مَنَازِلُ : গৃহ, মনযিল।

عِشْتُمْ : (دُعَائِيَّةٌ) : তোমরা জীবিত থাক, জীবন যাপন কর।

(ض) عَيْشًا، عِيْشَةً، مَعَاشًا : জীবন যাপন। করা, জীবিত থাকা।

(افْعَال) إِعَاشَةً : বসবাস করানো।

فِي الْقُرْآنِ : فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ۔

مَادَّةٌ : (ع ۔ ی ۔ ش) ، جِنْس : أَجْوَفْ يَائِي

مُرَادِف : حُيِّيْتُمْ ۔

خَفْضٌ : সুখময় জীবন।

خَفُضَ (ك)مصـ : সুখময় হওয়া।

– الصَّوْتُ : ক্ষীণ হওয়া।

(ض) خَفْضًا : অবনত করা।

ماده : (خ ۔ ف ۔ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَصْبٌ/حَيَاةٌ سَعِيْدَةٌ ، ضِد : مُضِيْقٌ

عَيْشٌ : আহার্য, খাবার, জীবন।

عَيْشٌ (ض) مصـ : জীবন যাপন করা।

مُرَادِف : حَيَاةٌ/مَذْهَب

عَيْشٌ خَضِلٌ : সজীব জীবন।

خَضِلٌ (صف، مذ) : সিক্ত।

(س) خَضَلًا، (افْعَال) إِخْضَالًا، (افْعِلَال) اِخْضِلَالًا : সিক্ত হওয়া। সজীব হওয়া।

مُرَادِف : طَرِيٌّ/مُبْتَل

مَا عِنْدَكُمْ : তোমাদের কাছে কি আছে?

اِبْنٌ : (ج) بَنُوْنَ ، أَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র।

سَبِيْلٌ : (ج) سُبُلٌ، أَسْبُلٌ، أَسْبِلَةٌ، سُبُوْلٌ : রাস্তা, প্রশস্ত পথ।

اِبْنُ سَبِيْلٍ : মুসাফির, পথিক, পথিক।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ..... وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۔

مُرَادِف : مُسَافِرٌ ، ضِد : مُقِيْمٌ

مُرْمِلٌ (فا، مذ) : পাথেয় সম্বলহীন, অভাবী।

(افْعَال) إِرْمَالًا : পাথেয় ফুরিয়ে অভাবে পড়া।

(تَفَعُّل) تَرَمُّلًا : বিধবা হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتمى وعصمة الأرامل

مَادَّةٌ : (ر ۔ م ۔ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُعْوِزٌ/مُفْلِسٌ

نِضْوٌ : (ج) أَنْضَاءٌ : দুর্বল বা ক্ষীণকায় প্রাণী।

مُرَادِف : اَلْمَهْزُوْلُ ۔

سُرًى : নৈশ সফর।

سُرًى (ض) مصـ : রাত্রিতে সফর করা।

خَابِطٌ (فا، مذ) : উদ্ভ্রান্ত।

(ن ۔ ض) خَبْطًا (تَفَعُّل) تَخَبُّطًا : উদ্ভ্রান্ত হওয়া।

(افْتِعَال) اِخْتِبَاطًا : মাধ্যম ছাড়া প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۔

ماده : (خ ۔ ب ۔ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حَائِرٌ/ثَائِرٌ

لَيْلٌ : (ج) لَيَالٍ ، لَيَائِلُ : রাত্রি, রজনী।

Free @ www.eilm.weebly.com

- اَلْعَذَابُ : শাস্তি ভোগ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

ماده : (ذ ـ و ـ ق) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِى

مُرَادِفٌ : تَلَمَّظَ

(تث) يَوْمَيْنِ، (و) يَوْمٌ، (ج) اَيَّامٌ : দু'দিন।

طَعْمٌ :(ج) طُعُوْمٌ : স্বাদ।

طَعْمٌ (س)مصـ : খাওয়া, আস্বাদন করা।

(اِفْعَالٌ) إِطْعَامًا : খাওয়ানো।

فِى الْقُرْآنِ : أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ ـ

مُرَادِفٌ : لَذَّةٌ

مَأْكَلٌ : (ج) مَآكِلُ : খাবার, আহার্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ مَا عِنْدَكُمْ لِابْنِ سَبِيْلٍ مُرْمِلٍ ...... مُشْتَمِلٍ :

এখানে مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ মুবতাদা। عِنْدَ দুই প্রকার- ১. مَكَانِيَّةٌ এবং ২. اِعْتِقَادِيَّةٌ এখানে عِنْدَ টা مَكَانِيَّةٌ ابْنُ سَبِيْلٍ আর خَبَرٌ হয়ে مُتَعَلِّقٌ-এর সাথে مَوْجُوْدٌ হলো /مُشْتَمِلٍ عَلَى الطَّوى / جَوِى এবং مَوْصُوْفٌ এবং اَلْحَشَى ـ خَابِطٌ/ لَيْلٍ ليل/ مُرْمِلٍ/ أنضو سُرَى صِفَتٌ , অতঃপর صِفَتٌ এর- اِبْنُ سَبِيْلٍ এসব مَاذَاقَ الخ مَوْجُوْدٌ এবং مَجْرُوْرٌ এবং لَامٌ মিলে হরফে জরের مَوْصُوْفٌ এবং -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ।

أَلْيَلُ (أفعل التفضيل، مِن "لَيْل")

গভীর অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

مَادَّةٌ : (ل ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِى

مُرَادِفٌ : شَدِيْدُ الظَّلَامِ

لَيْلٌ أَلْيَلُ : গভীর ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রজনী।

جَوِىً : (صفت، مذ) : দহ্যমান।

(س) جَوًى : প্রেম বা দুঃখের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হওয়া।

(اِفْتِعَالٌ) اِجْتِوَاءً : প্রতিকূল হওয়া, অপছন্দ হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : فَاجْتَوَا الْمَدِيْنَةَ ـ

مَادَّةٌ : (ج ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن ـ

مُرَادِفٌ : وَجْع

اَلْحَشَى : (ج) أحشاء : নাড়ি-ভুঁড়ি, কলিজা।

اَلطَّوِىُّ : ক্ষুধা।

اَلطَّوٰى (س) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।

مُشْتَمِلٌ (فا، مذ) : ধারক, ধারণকারী, সম্বলিত।

(اِفْتِعَالٌ) اِشْتِمَالًا : বেষ্টন করা, ধারণ করা।

(س) شُمُوْلًا : শামিল করা, জড়িয়ে নেওয়া।

مَادَّةٌ : (ش ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : مُحْتَوٍ

مَا ذَاقَ : স্বাদ আস্বাদন করে নি।

(ن) ذَوْقًا، ذَوَاقًا، مَذَاقًا : আস্বাদন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا لَهُ فِى أَرْضِكُمْ مِنْ مَوْئِلِ
وَقَدْ دَجَا جُنْحُ الظَّلَامِ الْمُسْبِلِ
وَهُوَ مِنَ الْحَيْرَةِ فِى تَمَلْمُلِ
فَهَلْ بِهٰذَا الرَّبْعِ عَذْبُ الْمَنْهَلِ
يَقُوْلُ لِى : أَلْقِ عَصَاكَ وَادْخُلِ
وَابْشِرْ بِبِشْرٍ، وَقِرًى مُعَجَّلِ
قَالَ : فَبَرَزَ إِلَىَّ جُوْذَرٌ، عَلَيْهِ شَوْذَرٌ، وَقَالَ :
شِعْرٌ :
وَحُرْمَةِ الشَّيْخِ الَّذِى سَنَّ الْقِرٰى
وَأَسَّسَ الْمَحْجُوْجَ فِى أُمِّ الْقُرٰى

অনুবাদ : এবং তোমাদের ভূমিতে যার কোনো আশ্রয়স্থল নেই, অথচ আঁচল ঝুলানিয়া অন্ধকারের টুকরো [অর্থাৎ, দিগ্বিদিক আচ্ছন্নকারী অন্ধকার] গভীর হয়েছে। আর সে বিভ্রান্তির কারণে অস্থিরতায় পড়েছে। অতএব, এই গৃহে কি কূপের সুমিষ্ট পানি রয়েছে? [অর্থাৎ, কোনো দানশীল লোক রয়েছে?] যে আমাকে বলবে, তোমার লাঠি রাখ এবং গৃহে প্রবেশ কর, আর সহাস্য বদন ও তড়িঘড়ি আতিথ্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হও। আবূ যায়দ বলেন, অতঃপর আমার সম্মুখে এক সুদর্শন কিশোর বেরিয়ে এলো, যার গায়ে ছিল গেঞ্জি [বা রুমাল]। সে বলল, [কবিতার অনুবাদ] : সেই মহামনীষী (হযরত ইবরাহীম আ.)-এর মর্যাদার শপথ, যিনি আতিথেয়তার প্রথা প্রবর্তন করেছেন এবং যিনি উম্মুল কুরায় [অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায়] বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا لَهُ এবং যার নেই فِى أَرْضِكُمْ তোমাদের ভূমিতে مِنْ مَوْئِلِ কোনো আশ্রয়স্থল وَقَدْ دَجَا অথচ গভীর হয়েছে جُنْحُ الظَّلَامِ অন্ধকারের টুকরো الْمُسْبِلِ আঁচল ঝুলানিয়া وَهُوَ অথচ সে مِنَ الْحَيْرَةِ বিভ্রান্তির কারণে فِى تَمَلْمُلِ অস্থিরতায় পড়েছে فَهَلْ অতএব, রয়েছে কি بِهٰذَا الرَّبْعِ এই গৃহে عَذْبُ সুমিষ্ট পানি الْمَنْهَلِ কূপ يَقُوْلُ لِى যে আমাকে বলবে أَلْقِ রাখ عَصَاكَ তোমার লাঠি وَادْخُلِ এবং গৃহে প্রবেশ কর وَابْشِرْ তুমি সন্তুষ্ট হও بِبِشْرٍ সহাস্য বদন দ্বারা وَقِرًى এবং আতিথ্যের দ্বারা مُعَجَّلِ তড়িঘড়ি قَالَ [আবূ যায়দ] বলেন فَبَرَزَ অতঃপর বেরিয়ে এলো إِلَىَّ আমার সম্মুখে جُوْذَرٌ এক সুদর্শন কিশোর عَلَيْهِ যার গায়ে ছিল شَوْذَرٌ গেঞ্জি বা রুমাল قَالَ সে বলল شِعْرٌ কবিতা وَحُرْمَةِ মর্যাদার শপথ الشَّيْخِ সেই মহামনীষী الَّذِى سَنَّ যিনি প্রথা প্রবর্তন করেছেন الْقِرٰى আতিথেয়তা وَأَسَّسَ এবং যিনি ভিত্তি স্থাপন করেছেন الْمَحْجُوْجَ বায়তুল্লাহ فِى أُمِّ الْقُرٰى উম্মুল কুরায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَرْضٌ (ج) أَرَضُوْنَ، أُرُوْضٌ، أَرَاضٍ ، أَرَاضٍ : জমি, ভূমি।
مَوْئِلٌ (اسم ظرف) : আশ্রয়স্থল।
(ض) وَأْلًا، وَئِيْلًا، وُؤُوْلًا – مِنْ كَذَا : মুক্তি খোঁজা।
– إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।
(قَدْ) دَجَا (ن) دَجْوًا ، دُجُوًّا : অন্ধকার হয়েছে।
مُرَادِف : أَظْلَمَ
جُنْحٌ : এক টুকরা, এক অংশ, কেনারা, পার্শ্ব।
(ن ـ ض ـ ف) جُنُوْحًا – إِلَيْهِ : ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া।
مَادَّة : (ج ـ ن ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : طَرَفٌ/جُزْءٌ
اَلظَّلَامُ : অন্ধকার, রাত্রির শুরু ভাগ।
مُرَادِف : اَلدُّجٰى ، ضِد : ضَوْءٌ
اَلْمُسْبِلُ (فا ، مذ) : আঁচল ঝুলানিয়া।
(إِفْعَال) إِسْبَالًا – اَلسِّتْرَ : পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া।
مُرَادِف : اَلْمُطِيْلُ
حَيْرَةٌ : বিভ্রান্তি।
اَلْحَيْرَةُ (س) مصد : বিভ্রান্ত হওয়া।
مُرَادِف : تِيْهٌ ، ضِد : أَمْنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : رُوَاءٌ ، ضِدٌّ : عَبُوْسٌ

قِرًى : আতিথেয়তা।

قِرًى (ض) مص : আতিথেয়তা করা।

مُعَجَّلٌ (مف، مذ) : দ্রুত, তড়িঘড়ি কৃত।

(تفعيل) تَعْجِيْلًا : দ্রুত করা, তড়িঘড়ি করা।

بَرَزَ : বেরিয়ে এলো, বের হয়ে এলো।

(ن) بُرُوْزًا : বের হয়ে আসা।

(مفاعلة) مُبَارَزَةً : মুখোমুখি হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ.

مَادَّة : (ب ـ ر ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : خَرَجَ ، ضِدٌّ : دَخَلَ

جُوْذَرٌ، جُؤْذَرٌ، جَوْذَرٌ : (ج) جَوَاذِرُ، جَآذِرُ : নীল গাভীর বাছুর, [এখানে - কিশোর]।

مَادَّة : (ج ـ و ـ ذ ـ ر)، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىّ

مُرَادِفٌ : اَلْغُلَامُ

شَوْذَرٌ : (ج) شَوَاذِرُ : রুমাল, ওড়না, হাতাকাটা জামা, গেঞ্জি বা ফতুয়া।

مَادَّة : (ش ـ و ـ ذ ـ ر)، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىّ

مُرَادِفٌ : مِنْدِيْلٌ/بنيان

شِعْرٌ : (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

حُرْمَةٌ : (ج) حُرَمٌ ، حُرُمَاتٌ : সম্মান, মর্যাদা।

مُرَادِفٌ : عَظْمَةٌ.

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ ، أَشْيَاخٌ ، شِيَخَةٌ ، شِيْخَانٌ : বৃদ্ধ, উস্তাদ, আলিম, নেতা, মনীষী

سَنَّ : প্রথা প্রবর্তন করেছেন।

(ن) سَنًّا ، سُنَّةً : প্রথা প্রবর্তন করা।

- الْاَمْرَ : চালু করা।

(افتعال) اِسْتِنَانًا بِهٖ : অনুসরণ করা।

فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

تَمَلْمُلٌ : অস্থিরতা।

تَمَلْمَلَ (تفعلل) مص : রোগে বা শোকে বিছানায় এপাশ ওপাশ করা।

(فعللة) مَلْمَلَةً - اَلْمَرَضُ : অস্থির করা।

ماده : (م ـ ل ـ م ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَفْ رُبَاعِى

مُرَادِفٌ : تَوَجُّعٌ/اِضْطِرَابٌ

رَبْعٌ : (ج) رِبَاعٌ، رُبُوْعٌ، أَرْبُعٌ، أَرْبَاعٌ : গৃহ, গৃহের আশপাশ।

مُرَادِفٌ : اَلدَّارُ/اَلْمَنْزِلُ

عَذْبٌ : সুখাদ্য, সুপেয় পানি, মিষ্টি পানি।

فِى الْقُرْآنِ : هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ.

مُرَادِفٌ : حُلْوٌ ، ضِدٌّ : مِلْحٌ/مُرٌّ

مَنْهَلٌ : (ج) مَنَاهِلُ : পানস্থান, ঘাট, কূপ।

اَلْمَنْهَلُ وَالنَّهَلُ (س) مص : প্রথমবার পান করা।

ماده (ن ـ ه ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : مَشْرَبٌ/مَوْرِدٌ

أَلْقِ : তুমি রাখ, তুমি ফেল।

(افعال) إِلْقَاءٌ : রাখা। ফেলে/ ঢেলে দেওয়া।

مُرَادِفٌ : اِرْمِ

اَلْعَصَا : (ج) عِصِىٌّ، أَعْصٍ، أَعْصَاءٌ : লাঠি, যষ্টি, ছড়ি।

فِى الْقُرْآنِ : وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى قَالَ عَصَاىَ.

مَادَّة : (ع ـ ص ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىّ

أُدْخُلْ : তুমি প্রবেশ কর।

(ن) دُخُوْلًا : প্রবেশ করা।

اِبْشِرْ : তুমি সন্তুষ্ট হও।

(ض ـ س) بَشْرًا : সন্তুষ্ট হওয়া, খুশি হওয়া।

(تفعيل) تَبْشِيْرًا، (افعال) اِبْشَارًا : সুসংবাদ দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ.

مَادَّة : (ب ـ ش ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَرْض

بِشْرٌ : সহাস্য বদন, বদন-দীপ্তি, চেহারার ঔজ্জ্বল্য।

مَادَّهْ : (س ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىّ

مُرَادِفْ : اَجْرٰى

أَسَّسَ : ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

(تَفْعِيل) تَأْسِيْسًا : ভিত্তি স্থাপন করা।

اَلْمَحْجُوْجُ (مف، مذ) : যে গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হজে গমন করা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফ।

(ن) حَجًّا : হজ করা, ইচ্ছা করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.

مَادَّهْ : (ح ـ ج ـ ج) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِىّ

مُرَادِفْ : اَلْكَعْبَةُ.

أُمٌّ : (ج) أُمَّهَاتٌ ، أُمَّاتٌ : মাতা, জননী।

(ج) اَلْقُرٰى، (و) قَرْيَةٌ : গ্রাম, জনপদ।

أُمُّ الْقُرٰى : মক্কা মুকাররমা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهٗ : هُوَ مِنَ الْحَيْرَةِ فِىْ تَمَلْمُلٍ :

هُوَ শব্দটি মুবতাদা مِنَ الْحَيْرَةِ জার এবং মাজরূর মিলে تَمَلْمَلَ -এর مُتَعَلِّقْ مُقَدَّمْ আর فِىْ হরফে জার تَمَلْمُل তার مَجْرُوْر অতঃপর جَارْ এবং مَجْرُوْر মিলে كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে খবর।

قَوْلَهٗ : فَهَلْ بِهٰذَا الرَّبْعِ عَذْبُ الْمَنْهَلِ :

عَذْبُ الْمَنْهَلِ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে مَوْصُوْف আর يَقُوْلُ الخ জুমলাটি তার صِفَتْ। অতঃপর مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলে مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ আর بِهٰذَا الرَّبْعِ জার এবং মাজরূর মিলে مَوْجُوْدٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَرْ مُقَدَّمْ

বালাগাত

قَوْلَهٗ : فَهَلْ بِهٰذَا الرَّبْعِ عَذْبُ الْمَنْهَلِ :

এখানে سَخِىْ [দানশীল] কে عَذْبُ الْمَنْهَلِ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهْ بِهٖ উল্লিখিত এবং مُشَبَّهْ মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَةْ مُصَرَّحَهْ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَـا عِنْدَنَـا لِطَـارِقٍ إِذَا عَـرَا
سِوَى الْحَدِيْثِ وَالْمُنَاخِ فِى الذَّرٰى
وَكَيْفَ يَقْرِىْ مَنْ نَفٰى عَنْهُ الْكَرٰى
طَوًى بَرٰى أَعْظُمَهٗ، لَمَّا انْبَرٰى
فَمَا تَرٰى فِىْ مَا ذَكَرْتُ مَا تَرٰى

فَقُلْتُ : مَا أَصْنَعُ بِمَنْزِلٍ قَفْرٍ ، وَمُنْزِلٍ حِلْفِ فَقْرٍ ، وَلٰكِنْ يَافَتٰى! مَا اسْمُكَ ؟ فَقَدْ فَتَنَنِىْ فَهْمُكَ، فَقَالَ : إِسْمِىْ زَيْدٌ ، مَنْشَئِىْ فَيْدٌ.

অনুবাদ : আমাদের কাছে নৈশ আগন্তুকের জন্য- যখন সে আগমন করে- কথাবার্তা এবং আঙ্গিনায় উটের থাকার জায়গা ব্যতীত কিছুই নেই। সে ব্যক্তি কিভাবে আতিথেয়তা করবে, যার নিদ্রা দূরীভূত করে দিয়েছে এমন ক্ষুধা যে, যখন তা দেখা দেয় তখন তার হাঁড়গুলোকে চেঁছে ফেলে। অতএব, আমি যা বর্ণনা করলাম, তাতে তোমার অভিমত কি, যা তুমি পোষণ কর? উত্তরে আমি বললাম, শুষ্ক ঘর ও অভাবের সঙ্গী মেজবান দিয়ে আমি কি করব? তবে হে যুবক! তোমার নাম কি ? তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। সে বলল, আমার নাম যায়দ, আমার জন্মস্থান ফায়দ।

শাব্দিক অনুবাদ : مَا عِنْدَنَا আমাদের কারো কিছুই নেই لِطَارِقٍ নৈশ আগন্তুকের জন্য। إِذَا عَـرَا যখন সে আগমন করে سِوَى ব্যতীত اَلْحَدِيْثِ কথাবার্তা اَلْمُنَاخِ উটের থাকার জায়গা فِى الذَّرٰى আঙ্গিনায় كَيْفَ কিভাবে يَقْرِىْ সে ব্যক্তি আতিথেয়তা করবে مَنْ যার نَفٰى عَنْهُ দূরীভূত করে দিয়েছে اَلْكَرٰى নিদ্রা طَوًى ক্ষুধা بَرٰى চেঁছে ফেলে أَعْظُمَهٗ তার হাঁড়গুলোকে لَمَّا انْبَرٰى যখন তা দেখা দেয় فَمَا تَرٰى অতএব, তাতে তোমার অভিমত কী? فِىْ مَا ذَكَرْتُ যা আমি বর্ণনা করলাম مَاتَرٰى যা তুমি পোষণ কর فَقُلْتُ উত্তরে আমি বললাম مَا أَصْنَعُ আমি কী করব بِمَنْزِلٍ قَفْرٍ শুষ্ক ঘর দিয়ে وَمُنْزِلٍ ও মেজবান দিয়ে حِلْفِ فَقْرٍ অভাবের সঙ্গী وَلٰكِنْ তবে يَافَتٰى হে যুবক مَا اسْمُكَ তোমার নাম কি? فَقَدْ فَتَنَنِىْ আমাকে বিমুগ্ধ করেছে فَهْمُكَ তোমার বুদ্ধিমত্তা فَقَالَ সে বলল اِسْمِىْ زَيْدٌ আমার নাম যায়দ مَنْشَئِىْ আমার জন্মস্থান فَيْدٌ ফায়দ।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَا عِنْدَنَا (شَيْئٌ) : । আমাদের কাছে [কিছুই] নেই।
طَارِقٌ (فا، مذ) (ج) طُرَّاقٌ، أَطْرَاقٌ : । নৈশ আগন্তুক।
(ن) طَرْقًا، طُرُوْقًا ـ اَلْقَوْمُ : । রাতে আসা।
عَـرَا : । আগমন করল [করে]।
(ض) عَرْيًا : । আগমন করা। সামনে আসা।
سِوَى (حرف الاستثناء) : । ব্যতীত, ভিন্ন, ব্যতিরেকে।
اَلْحَدِيْثُ : (ج) أَحَادِيْثُ، حُدْثَانٌ : । হাদীস, কথাবার্তা, কথা।
اَلْحَدِيْثُ : (ج) حِدَاثٌ، حُدَثَاءُ : । নতুন।
اَلْمُنَاخُ (اسمُ ظَرْف) : । উট থাকার বা বসার জায়গা।
(افعَال) إِنَاخَةٌ : । উট বসানো।
اَلذَّرٰى : । ঘরের আঙ্গিনা ও আশপাশ, উঠোন।

كَيْفَ يَقْرِىْ : । সে [কিভাবে] আতিথেয়তা করবে।
(ض) قِرًى ، قِرَاءٌ : । আতিথেয়তা করা।
نَفٰى : । দূরীভূত করে দিয়েছে।
(ض) نَفْيًا - عَنْهُ : । দূরীভূত করা।
(افتِعَال) اِنْتِفَاءٌ : । দূরীভূত হওয়া।
مَادَّةٌ : (ن ـ ف ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِىْ
مُرَادِفٌ : أَزَالَ ـ ضِدٌ : أَثْبَتَ
اَلْكَرٰى : । তন্দ্রা, হাল্কা নিদ্রা।
اَلْكَرٰى(ض)مصـ : । তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া।
طَوًى : । ক্ষুধা, অনাহার।
طَوًى (س) مصـ : । ক্ষুধার্ত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَرِىَ : মুণ্ডন করে/চেঁছে দিল [-দেয়]।

(ض) بَرْيًا ، (افتعال) اِبْتِرَاءً : চাঁছা। দুর্বল করা। শীর্ণ করা।

(انفعال) انبراءً لَه : মুখোমুখি হওয়া, সম্মুখীন হওয়া।

-لِسَهْمٍ اَوِ الْقَلَمِ : ছিলার পর প্রস্তুত হওয়া।

مَادَّة : (ب ـ ر ـ ى) ، جنس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : ضَعُفَ ، ضِدّ : قَوِىَ

(ج) أَعْظُم، عِظَامٌ ، عِظَامَةٌ ، (و) عَظْمٌ : হাঁড়, অস্থি।

لَمَّا انْبَرى : যখন তা দেখা দেয়।

(انفعال) انْبِرَاءً : সম্মুখীন হওয়া।

مُرَادِف : اِعْتَرَضَ/عَرَا

مَا تَرى : তোমার অভিমত কি?

(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : দেখা।

مَا ذَكَرْتَ : যা আমি বর্ণনা করলাম।

(ن) ذِكْرًا : বর্ণনা করা।

مَا تَرى (ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : [যা] তুমি পোষণ কর।

مَا أَصْنَعُ : আমি [কি] করব?

(ف) صَنْعًا : করা। তৈরি করা।

(افعال) اِصْنَاعًا : সাহায্য করা।

فِى الْقُرْآنِ : صَنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ .

مَادَّة :(ص ـ ن ـ ع) ، جنس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَفْعَلَ

مَنْزِلٌ (ظرف، مذ)(ج) مَنَازِلُ : মনযিল, ঘর।

(ض) نُزُوْلاً : অবতরণ করা।

قَفْرٌ : ঘাস-পানিহীন ভূমি। মরুভূমি।

(افعال) اِقْفَارًا : মরুভূমিতে উপনীত হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : ع قَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ .

مَادَّة : (ق ـ ف ـ ر) ، جنس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَالٍ/مَفَازَة

مُنْزِلٌ (فا ، مذ) : মেহমানদার, মেজবান।

(افعال) اِنْزَالاً - الضَّيْفَ : মেহমান রাখা।

مُرَادِف : اَلْمُضِيْف

حِلْفٌ : (ج) أَحْلَافٌ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধু, প্রতিশ্রুতি, বন্ধুত্ব।

فِى الْقُرْآنِ : يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا .

مَادَّة : (ح ـ ل ـ ف) ، جنس : صَحِيْح

مُرَادِف : صَاحِب

فَقْرٌ (ج) فُقُوْرٌ ، مَفَاقِيْر : দারিদ্র্য, অভাব।

فَقْرٌ : (ج) أَفْقُر : চিড়, ফাটল।

فِى الْقُرْآنِ : اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .

مُرَادِف : اَلْاِحْتِيَاجُ ، ضِدّ : اَلْاِسْتِغْنَاءُ .

لٰكِنْ : (حَرْفُ الْاِسْتِدْرَاكِ) : কিন্তু, বরং, তবে।

فَتًى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فُتُوَّةٌ، فُتُوٌّ، فُتِىٌّ : যুবক, কিশোর।

فِى الْقُرْآنِ : قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ .

مَادَّة : (ف ـ ت ـ ى) ، جنس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : شَابٌّ

اِسْمٌ : (ج) أَسْمَاءٌ، أَسَامٍ، أَسَامِىُّ، أَسْمَاوَاتٌ : নাম, বিশেষ্য।

قَدْ فَتَنَ : বিমুগ্ধ করেছে।

(ض) فَتْنًا ، فُتُوْنًا : পরীক্ষা করা, বিমুগ্ধ করা।

وَفِى الْقُرْآنِ : وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا .

مَادَّة : (ف ـ ت ـ ن) ، جنس : صَحِيْح

فَهْمٌ : (ج) أَفْهَامٌ، فُهُوْمٌ : বুঝ, বুদ্ধিমত্তা।

فَهِمَ (س) مصـ : বোঝা।

(افعال) اِفْهَامًا : বোঝানো।

مَادَّة : (ف ـ ه ـ م) ، جنس : صَحِيْح

مُرَادِف : ذَكَاءٌ ، ضِدّ : غَبَاوَةٌ

مَنْشَأٌ (اسم ظرف) (ج) مَنَاشِئُ : উৎপত্তিস্থল, জন্মস্থান।

(افعال) اِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

مُرَادِف : مَوْلِدٌ

فَيْدٌ : কূফা থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَوَرَدْتُ هٰذِهِ الْمَدَرَةَ أَمْسِ، مَعَ أَخْوَالِيْ مِنْ بَنِيْ عَبْسٍ، فَقُلْتُ لَهُ : زِدْنِيْ إِيْضَاحًا، زَادَكَ اللّٰهُ صَلَاحًا، عِشْتَ وَنَعِشْتَ. فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِيْ أُمِّيْ بَرَّةُ، وَهِيَ كَاسْمِهَا بَرَّةٌ، أَنَّهَا نَكَحَتْ عَامَ الْغَارَةِ بِمَاوَانَ، رَجُلًا مِنْ سَرَاةِ سَرُوْجٍ وَغَسَّانَ، فَلَمَّا أَنَسَ مِنْهَا الْإِثْقَالَ - وَكَانَ بَاقِعَةً عَلٰى مَا يُقَالُ - ظَعَنَ عَنْهَا سِرًّا.

অনুবাদ : আমি বনূ আব্‌স গোত্রের আমার মামাদের সাথে গতকাল এ শহরে এসেছি। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি আরেকটু স্পষ্ট করে বল, আল্লাহ তা'আলা তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন, তুমি বেঁচে থাক এবং তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক। সে বলল, বাররা নাম্নী আমার মাতা, যিনি নিজ নামের [অর্থের] মতোই সতী-সাধ্বী,তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুদ্ধের বছর মাওয়ান নামক স্থানে সারূজ ও গাস্‌সানের সরদারদের এক লোককে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর যখন লোকটি তাঁর গর্ভবতী হওয়া উপলব্ধি করল, আর লোকটি ছিল জনশ্রুতি মতে, অত্যন্ত ধুরন্ধর, তখন সে চুপিসারে তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَدْتُ আমি এসেছি هٰذِهِ الْمَدَرَةَ এ শহরে أَمْسِ গতকাল مَعَ أَخْوَالِيْ আমার মামাদের সাথে مِنْ بَنِيْ عَبْسٍ বনূ আবস গোত্রের فَقُلْتُ لَهُ আমি তাকে বললাম زِدْنِيْ إِيْضَاحًا তুমি আমাকে আরেকটু স্পষ্ট করে বল زَادَكَ اللّٰهُ صَلَاحًا আল্লাহ তা'আলা তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন عِشْتَ তুমি বেঁচে থাক وَنَعِشْتَ এবং তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক فَقَالَ সে বলল أَخْبَرَتْنِيْ আমাকে জানিয়েছেন أُمِّيْ আমার মাতা بَرَّةُ বাররা هِيَ তিনি كَاسْمِهَا নিজ নামের মতোই بَرَّةٌ সতী-সাধ্বী أَنَّهَا نَكَحَتْ তিনি বিবাহ করেছিলেন عَامَ الْغَارَةِ যুদ্ধের বছর بِمَاوَانَ মাওয়ান নামক স্থানে رَجُلًا এক লোককে مِنْ سَرَاةِ سَرُوْجٍ وَغَسَّانَ সরূজ ও গাসসানের সরদারকে فَلَمَّا أَنَسَ অতঃপর যখন উপলব্ধি করল مِنْهَا তার الْإِثْقَالَ গর্ভবতী হওয়া وَكَانَ আর লোকটি ছিল بَاقِعَةً অত্যন্ত ধুরন্ধর عَلٰى مَا يُقَالُ জনশ্রুতি মতে ظَعَنَ তখন সে পালিয়ে গেল عَنْهَا তার কাছ থেকে سِرًّا চুপিসারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَادَّةٌ : (خ ـ و ـ ل)، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

بَنُوْ عَبْسٍ (بن بغيض أو بن رفاعة أو ابن طلق) : আবসের বংশধর একটি গোত্রের নাম।

زِدْ : তুমি বৃদ্ধি কর।

(ض) زَيْدًا ، زِيَادَةً : বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি পাওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِزَادَةً : বেশি পেতে চাওয়া।

(اِفْتِعَال) اِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ.

مُرَادِف : أَكْثَرَ

إِيْضَاحٌ (إِفْعَال) مص : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

(ف) وُضُوْحًا، (اِفْتِعَال) اِتِّضَاحًا : সুস্পষ্ট হওয়া।

مادة : (و ـ ض ـ ح) ، جِنْس : مِثَال وَاوِيْ

وَرَدْتُ : আমি উপনীত হয়েছি, এসেছি।

(ض) وُرُوْدًا : উপনীত হওয়া। নামা।

اَلْمَدَرَةُ : শহর, নগর, মফস্বল শহর।

فِي الْحَدِيْثِ : لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ.

مَادَّةٌ : (م ـ د ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْبَلَدُ

أَمْسِ (مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ) : গতকাল।

اَلْأَمْسُ (مُعْرَب) (ج) أُمُسٌ ، أُمُوْسٌ، آمَاسٌ : পূর্ববর্তী দিনসমূহের কোনো একদিন।

(ج) أَخْوَالٌ، أَخْوِلَةٌ، خُؤُوْلٌ، خُؤُوْلَةٌ ، (و) خَالٌ : মামা, মাতুল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : إِبَانَة ـ

زَادَ (ض) زَيْدًا ، زِيَادَةً (دُعَائِيَّة) : বৃদ্ধি করেছিল।

صَلَاحٌ : যোগ্যতা।

صَلَاحٌ (ك ، ف ، ن) مصـ : সঠিক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَئِنْ أَنْجَانِي صَالِحًا ـ

مَادَّه : (ص ـ ل ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَهْلِيَّةٌ/صَدَاقَةٌ ، ضِدّ : فَسَادٌ

عِشْتَ (دُعَائِيَّة) : তুমি বেঁচে থাক।

(ض) عَيْشًا ، عَيْشَةً ، مَعَاشًا : বেঁচে থাকা।

نُعِشْتَ (مج) : তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক।

(ف) نَعْشًا (دُعَائِيَّة) : উঁচু/ উন্নত করা। ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।

(ن ـ ض) بِرًّا : সৎ হওয়া।

الْوَالِدَ - : মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَبِرًّا بِالْوَالِدَتِي ـ

مَادَّه : (ب ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : صَالِحَةٌ

أَخْبَرَتْ : তিনি জানিয়েছেন।

(إِفْعَال) إِخْبَارًا : জানানো। অবহিত করা।

أُمٌّ (ج) أُمَّهَاتٌ ، أُمَّاتٌ : মাতা, জননী।

بَرَّة : এক মহিলার নাম।

إِسْمٌ : (ج) أَسْمَاءٌ، أَسَامٍ، أَسَامِيُّ، أَسْمَاوَاتٌ : নাম, বিশেষ্য।

بَرَّةٌ (صف، مؤ، مصـ : بر، مَبَرَّةٌ -ن، ض) : সতী-সাধ্বী।

نَكَحَتْ : বিবাহ করেছিলেন।

(ف ـ ض) نَكْحًا ، نِكَاحًا : বিবাহ করা, সঙ্গম করা।

(إِفْعَال) إِنْكَاحًا : বিবাহ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

مَادَّه : (ن ـ ك ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَزَوَّجَتْ

عَامٌ : (ج) أَعْوَامٌ : বছর, দিন।

اَلْغَارَةُ : (ج) غَارَاتٌ : লুঠতরাজ, [এখানে–যুদ্ধ]।

مَادَّه : (غ ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلنَّهْبُ

مَرْوَانُ : একটি জায়গার নাম।

رَجُلٌ : (ج) رِجَالٌ ، رَجْلَةٌ ، رَجْلَةٌ ، أَرَاجِلُ ، رِجَالَاتٌ : পুরুষ, পদচারী।

(ج) سُرَاةٌ، سُرًى، أَسْرِيَاءُ، سُرَوَاءُ، (و) سَرِيٌّ : সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, নেতা।

فِي الْحَدِيْثِ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ - حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْر

مَادَّه : (س ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : رُؤَسَاءُ/سَادَاتٌ

سُرُوْجُ : একটি স্থানের নাম।

غَسَّانَ : একটি বংশের নাম।

لَمَّا أَنَسَ : [যখন] সে উপলব্ধি করল।

(إِفْعَال) إِيْنَاسًا : অনুভব করা। উপলব্ধি করা।

اَلْإِثْقَالُ : ভারি হওয়া, [এখানে-গর্ভবতী হওয়া]।

(إِفْعَال) إِثْقَالًا، (ك) ثِقْلًا : ভারি হওয়া, গর্ভবতী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا ـ

مَادَّه : (ث ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْحَمْلُ

بَاقِعَةٌ : (ج) بَوَاقِعُ (اَلتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ) : অত্যন্ত ধুরন্ধর।

(ف) بَقْعًا : চলে যাওয়া।

مَادَّه : (ب ـ ق ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : دَاهِيَةٌ/حَذِرٌ ، ضِدّ : صَالِحٌ/تَجِيٌّ

عَلَى مَا يُقَالُ : যা বলা হয় সে মতে, জনশ্রুতি মতে।

ظَعَنَ : সে চলে গেল, পালিয়ে গেল।

(ف) ظَعْنًا، ظُعُوْنًا، مَظْعَنًا : চলে যাওয়া।

سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : গোপন বিষয়, রহস্য।

سِرًّا : চুপিসারে।

مُرَادِف : خَفَاءٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَهَلُمَّ جَرًّا، فَمَا يُعْرَفُ : أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ، أَمْ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ : فَعَلِمْتُ بِصِحَّةِ الْعَلَامَاتِ أَنَّهُ وَلَدِي، وَصَدَفَنِي عَنِ التَّعَرُّفِ إِلَيْهِ صَفَرُ يَدِي، فَفَصَلْتُ عَنْهُ بِكَبِدٍ مَرْضُوضَةٍ، وَدُمُوعٍ مَفْضُوضَةٍ. فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ! بِأَعْجَبَ مِنْ هٰذَا الْعُجَابِ؟ فَقُلْنَا : لَا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ !

অনুবাদ : আর এভাবে চলতে থাকল। কিন্তু জানা যাচ্ছে না যে, সে কি জীবিত আছে, যাতে তার অপেক্ষা করা যায়, নাকি তাকে মরুভূমিস্থ কবরে সমর্পিত করা হয়েছে ? আবূ যায়দ বলেন, অতঃপর আমি সঠিক আলামতের ভিত্তিতে জানতে পারলাম যে, সে আমার সন্তান। অথচ আমার হস্ত-রিক্ততা আমাকে তার সাথে পরিচিত হতে বাধা দিয়েছে। ফলে আমি বিচূর্ণিত হৃদয় ও প্রবাহিত অশ্রু ধারা নিয়ে তার কাছ থেকে পৃথক হলাম। অতএব, হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা কি এই বিস্ময়কর কাহিনীর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর কোনো ঘটনা শুনেছ ? উত্তরে আমরা বললাম, না, সেই সত্তার শপথ, যার নিকট রয়েছে লওহে মাহফূজের জ্ঞান [আমরা এরূপ ঘটনা শুনি নি]!

শাব্দিক অনুবাদ : وَهَلُمَّ جَرًّا আর এভাবে চলতে থাকল فَمَا يُعْرَفُ কিন্তু জানা যাচ্ছে না أَحَيٌّ هُوَ সে কি জীবিত আছে فَيُتَوَقَّعُ যাতে তার অপেক্ষা করা যায় أَمْ أُودِعَ নাকি তাকে সমর্পিত করা হয়েছে اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ মরুভূমিস্থ কবরে قَالَ أَبُو زَيْدٍ আবূ যায়দ বলেন فَعَلِمْتُ অতঃপর জানতে পারলাম بِصِحَّةِ الْعَلَامَةِ সঠিক আলামতের ভিত্তিতে أَنَّهُ وَلَدِي সে আমার সন্তান وَصَدَفَنِي অথচ আমাকে বাধা দিয়েছে عَنِ التَّعَرُّفِ পরিচিত হতে إِلَيْهِ তার সাথে صَفَرُ يَدِي আমার হস্ত-রিক্ততা فَفَصَلْتُ ফলে আমি পৃথক হলাম عَنْهُ তার কাছ থেকে بِكَبِدٍ হৃদয় নিয়ে مَرْضُوضَةٍ বিচূর্ণিত وَدُمُوعٍ এবং অশ্রুধারা নিয়ে مَفْضُوضَةٍ প্রবাহিত فَهَلْ سَمِعْتُمْ তোমরা কি শুনেছ [কোনো ঘটনা] يَا أُولِي الْأَلْبَابِ হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! بِأَعْجَبَ অধিক বিস্ময়কর مِنْ هٰذَا الْعُجَابِ এই বিস্ময়কর কাহিনীর চেয়ে فَقُلْنَا لَا আমরা বললাম, না وَمَنْ عِنْدَهُ যার নিকট রয়েছে عِلْمُ الْكِتَابِ লওহে মাহফূজের জ্ঞান।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللَّحْدُ : (ج) أَلْحَادٌ، لُحُودٌ : বগলী কবর, কবর, সমাধি।

اَلْبَلْقَعُ، اَلْبَلْقَعَةُ : (ج) بَلَاقِعُ : শূন্য ভূমি, [এখানে—মরুভূমি]।

مَادَّة : (ب ـ ل ـ ع ـ ق)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَفْرٌ، ضِدّ : اَلْعُمْرَانُ

اَللَّحْدُ الْبَلْقَعُ : শূন্য কবর, [এখানে—মরুভূমিস্থ কবর]।

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, জানতে পারলাম।

(س) عِلْمًا : জানা, অবগত হওয়া।

صِحَّةٌ (ض) مصـ : সঠিক হওয়া, সুস্থ হওয়া।

مَادَّة : (ب ـ ل ـ ق)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : قَفْرٌ، ضِدّ : اَلْعُمْرَانُ

(ج) عَلَامَاتٌ، عَلَامٌ، (و) عَلَامَةٌ : আলামত, চিহ্ন।

مَادَّة : (ع ـ ل ـ م)، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَمَارَاتٌ

وَلَدٌ، وُلْدٌ (لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالْوَاحِدِ وَالْكَثِيْرِ) : সন্তান।

هَلُمَّ (اِسْمُ فِعْلٍ، لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ) : আস, নিয়ে আস।

جَرًّا (مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ أَيْ جَرِّ جَرًّا أَوْ حَالٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ مَنْصُوْبٌ بِهَلُمَّ) : টানা।

هَلُمَّ جَرًّا : এভাবে চলতে থাকল [ভাবার্থ]।

مَا يُعْرَفُ : জানা যাচ্ছে না।

(ض) عِرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : জানা। চেনা।

حَيٌّ : (ج) أَحْيَاءٌ : জীবিত, মহল্লা, ছোট গোত্র।

يُتَوَقَّعُ (مج) : পাওয়ার আশা করা যায়, অপেক্ষা করা যায়।

(تَفَعُّل) تَوَقُّعًا : আশা করা, অপেক্ষা করা।

(ن) وُقُوعًا : পতিত হওয়া।

مَادَّة : (و ـ ق ـ ع)، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : يُنْتَظَرُ

أُودِعَ (مج) : সমর্পিত করা হয়েছে।

(إِفْعَال) إِيْدَاعًا : আমানত রাখা। অর্পণ করা।

مُرَادِفٌ : سَائِلٌ/مُتَفَرِّقَةٌ

هَلْ سَمِعْتُمْ : তোমরা [কি] শুনেছ?

(س) سَمْعًا ، سَمَاعًا ، سَمَاعَةً : শোনা।

أُولِي (نَصْبًا وَجَرًّا؛ أُولُو رَفْعًا)،(و) ذُو(مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) : অধিকারী।

(ج) أَلْبَابٌ، أَلُبٌّ، أَلْبُبٌ (وَالْأَخِيْرُ فِي الشِّعْرِ)،(و) لُبٌّ : মজ্জা, জ্ঞান, বুদ্ধি।

أُولُو الْأَلْبَابِ : জ্ঞানী সম্প্রদায়, বুদ্ধিমানগণ।

أَعْجَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْلٍ، مذ) : অধিক বিস্ময়কর।

اَلْعُجَابُ، اَلْعُجَّابُ : বিস্ময়কর, অধিক বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক।

وَمَنْ .. (اَلْوَاوُ لِلْقَسَمِ وَمَنْ لِلْمَوْصُوْلِ) : সেই সত্তার শপথ।

عِنْدَ : (ظَرْفُ زَمَانٍ ، ظَرْفُ مَكَانٍ) : সময়, নিকট।

عِلْمٌ : (ج) عُلُوْمٌ : জ্ঞান, শাস্ত্র।

عِلْمٌ (س) مص : জানা।

اَلْكِتَابُ : (ج) كُتُبٌ، كُتْبٌ : পত্র, গ্রন্থ।

اَلْكِتَابُ(ن)مص : লেখা।

সাধারণত যে কোনো আসমানি কিতাব, [এখানে- اَلْكِتَابُ লওহে মাহফূজ]।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلُمَّ جَرًّا :

এ বাক্যটি কোনো বস্তুর ধারাবাহিকতা বুঝাবার জন্য আসে। আর هَلُمَّ শব্দটি এটা لَازِمٌ হলে اِئْتِ-এর অর্থ হবে। আর مُتَعَدِّى হলে أَحْضِرْ-এর অর্থে হবে سِيْبَوَيْهِ এবং أَهْلِ حِجَاز এর মতে এটি রূপান্তরিত হয় না।

এখানে هَلُمَّ শব্দটি এক অভিমত অনুযায়ী جُرَّ-এর অর্থে নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে ضَمِيْرُ هُوَ ফায়েল। আর جَرًّا হলো مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ অথবা ভিন্নমতে, هَلُمَّ শব্দটি اِئْتِ-এর অর্থে নেওয়া যেতে পারে তখন তার মধ্যকার ضَمِيْرُ أَنْتَ হবে ذُوالْحَالِ, আর جَرَّ শব্দটি جَارًّا-এর অর্থে হয়ে حَال।

قَوْلُهُ : لَا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ :

وَاو টা قَسَمِيَّة আর مَنْ ইসমে মাউসূল عِنْدَهُ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ, আর عِلْمُ الْكِتَابِ হচ্ছে مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ, অতঃপর جُمْلَة إِسْمِيَّه হয়ে صِلَه, তারপর صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে مُقْسَم এবং مَاسَمِعْنَا আর لَا যা قَسَم مُؤَخَّر অতঃপর مَجْرُوْر এর- وَاو-এর قَائِم مَقَام হয়েছে, তা جَوَاب قَسَم مُقَدَّم।

وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى : أَوْلَادٍ ، وِلْدَةٍ ، وِلْدَةٍ ، وُوْلْدٍ)

صَدَفَ : বাধা দিয়েছে, বারণ করেছে।

ـ عَنْهُ : ফিরিয়ে রাখা।

(ن ـ ض) صَدْفًا : বিমুখ করা, বিমুখ হওয়া।

ـ صَدْفًا، صُدُوْفًا ـ اَلرَّجُلُ عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।

(افْعَال) إِصْدَافًا ـ ه عَنْهُ : সরিয়ে দেওয়া। ঘুরিয়ে দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُصَادَفَةً : হাসিল করা, পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سَيَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ آيَاتِنَا .

مَادَّه : (ص ـ د ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَنَعَ

اَلتَّعَرُّفُ (تَفَعُّل) مص : পরিচিত হওয়া।

صِفْرٌ : রিক্ততা, শূন্যতা।

صَفِرَ، صُفُوْرٌ (س) مص : শূন্য হওয়া।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ،(جج)أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

فَصَلْتُ : আমি .... পৃথক হলাম।

(ن) فُصُوْلًا، (اِنْفِعَال) اِنْفِصَالًا ـ عَنْهُ : বিচ্ছিন্ন হওয়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ .

مَادَّه : (ف ـ ص ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِنْقَطَعَتْ/زَلَّتْ

كَبْدٌ، كَبِدٌ : (ج) أَكْبَادٌ، كُبُوْدٌ : কলিজা, জিগর, হৃদয়।

فِي الْحَدِيْثِ : كَبِدُ حُوْتٍ .

مَادَّه : (ك ـ ب ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مَرْضُوْضَة (مف) : বিচূর্ণিত, দলিত, মথিত।

(ن ـ ض) رَضًّا : দলিত করা, চূর্ণ করা।

(اِفْتِعَال) اِرْتِضَاضًا : চূর্ণ হওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : أَنْ يَهُوْدِيًّا رض رَأْسَ جَارِيَةٍ .

مَادَّه : (ر ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي

مُرَادِف : مَدْقُوْقَة/مَكْسُوْرَة

(ج) دُمُوْعٌ ، أَدْمُعٌ، (و) دَمْعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

مُفْضُوْضَة (مف، مذ) : প্রবাহিত, বিগলিত।

(ن) فَضًّا : চূর্ণ করা। ভেঙ্গে ফেলা। বিগলিত হওয়া।

(اِنْفِعَال) اِنْفِضَاضًا : সরে পড়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া।

ـ اَلدُّمُوْعُ : অশ্রু প্রবাহিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ .

مَادَّه : (ف ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ : أَثْبِتُوهَا فِى عَجَائِبِ الْاِتِّفَاقِ، وَخَلِّدُوهَا بُطُونَ الْأَوْرَاقِ، فَمَا سُيِّرَ مِثْلُهَا فِى الْآفَاقِ، فَأَحْضَرْنَا الدَّوَاةَ وَأَسَاوِدَهَا، وَرَقَشْنَا الْحِكَايَةَ عَلَى مَا سَرَدَهَا، ثُمَّ اسْتَبْطَنَّاهُ عَنْ مُرْتَاهُ، فِى اسْتِضْمَامِ فَتَاهُ، فَقَالَ : إِذَا ثَقُلَ رُدْنِى، خَفَّ عَلَىَّ أَنْ أَكْفُلَ ابْنِى، فَقُلْنَا : إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصَابٌ مِنَ الْمَالِ، أَلَّفْنَاهُ لَكَ فِى الْحَالِ۔

অনুবাদ : অতঃপর তিনি বললেন, এ ঘটনাটি তোমরা সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনাবলির মাঝে লিপিবদ্ধ কর এবং কাগজের পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ। কেননা এরূপ ঘটনা দিক-দিগন্তে প্রচারিত হয় নি। অতএব, আমরা দোয়াত ও কলম উপস্থিত করলাম এবং ঘটনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে লিখে রাখলাম। অতঃপর আমরা তাঁর ছেলের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমার জেব ভারি হয়ে যায় তখন আমার ছেলের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমরা তাকে বললাম, যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে আমরা এখনই তা আপনার জন্য একত্র করে দেই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ অতঃপর তিনি বললেন أَثْبِتُوهَا এ ঘটনাটি তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ فِى عَجَائِبِ الْاِتِّفَاقِ সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনাবলির মাঝে وَخَلِّدُوهَا এবং এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ بُطُونَ الْأَوْرَاقِ কাগজের পৃষ্ঠায় فَمَا سُيِّرَ কেননা প্রচারিত হয়নি مِثْلُهَا এরূপ ঘটনা فِى الْآفَاقِ দিক-দিগন্তে فَأَحْضَرْنَا অতএব, আমরা উপস্থিত করলাম الدَّوَاةَ দোয়াত وَأَسَاوِدَهَا ও কলম وَرَقَشْنَا এবং সেভাবে লিখে রাখলাম الْحِكَايَةَ ঘটনাটি عَلَى مَا যেভাবে سَرَدَهَا তিনি বর্ণনা করেছেন ثُمَّ অতঃপর اسْتَبْطَنَّاهُ عَنْ مُرْتَاهُ আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম فِى اسْتِضْمَامِ মিলিত হওয়ার ব্যাপারে فَتَاهُ তাঁর ছেলে فَقَالَ উত্তরে তিনি বললেন إِذَا ثَقُلَ যখন ভারি হয়ে যায় رُدْنِى আমার জেব خَفَّ সহজ হবে عَلَىَّ আমার পক্ষে أَنْ أَكْفُلَ দায়িত্ব নেওয়া اِبْنِى আমার ছেলে فَقُلْنَا আমরা তাকে বললাম إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ যদি আপনার জন্য যথেষ্ট হয় نِصَابٌ مِنَ الْمَالِ একটি নিসাব পরিমাণ সম্পদ أَلَّفْنَاهُ তবে আমরা তা একত্র করে দেই فِى الْحَالِ এখনই।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَثْبِتُوا : তোমরা লিপিবদ্ধ কর।
(اِفْعَال) اِثْبَاتًا : প্রমাণিত করা, দৃঢ় করা। লিপিবদ্ধ করা।
مَادَّه : (ث ـ ب ـ ت) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : أُكْتُبُوا ۔
(ج) عَجَائِبُ، (و) عَجِيبَةٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক।
الْاِتِّفَاقُ (اِفْتِعَال) مص : একমত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, সংঘটিত হওয়া।
عَجَائِبُ الْاِتِّفَاقِ : সংঘটিত হওয়া বিস্ময়কর ঘটনাবলি।
خَلِّدُوا : তোমরা স্থায়ী করে রাখ।
(تَفْعِيل) تَخْلِيدًا : স্থায়ী করা।
(ن) خُلُودًا : দীর্ঘদিন অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۔
مَادَّه : (خ ـ ل ـ د) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أَدِيمُوا/أَبْقُوا ، ضِد : أَزِيلُوا
(ج) بُطُونٌ، أَبْطُنٌ، بُطْنَانٌ (و) بَطْنَةٌ : পেট, উদর, অভ্যন্তরীণ অংশ।
فِى الْحَدِيثِ : لِكُلِّ ظَهْرٍ وَبَطْنٌ ۔
مُرَادِف : جَوْفٌ ، ضِد : ظَهْرٌ
(ج) الْأَوْرَاقُ، (و) وَرَقٌ : রৌপ্য মুদ্রা, গাছের বা কাগজের পাতা।
(ج) أَوْرَاقٌ، وِرَاقٌ، (و) وَرِقٌ، وِرْقٌ : রৌপ্য মুদ্রা।
فِى الْقُرْآنِ : وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۔
مَادَّه : (و ـ ر ـ ق) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى
مُرَادِف : صَفْحَةٌ
بُطُونُ الْأَوْرَاقِ (و : بَطْنُ الْوَرَقِ) : কাগজের পৃষ্ঠা।
مَا سُيِّرَ (مج) : প্রচারিত হয় নি, প্রসিদ্ধ হয় নি।
تَفْعِيل) تَسْيِيرًا) : প্রচার করা। প্রসিদ্ধ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : اُشْتُهِرَ ، ضِدٌّ : اُخْتُفِيَ

مِثْلٌ : (ج) أَمْثَالٌ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ, দৃষ্টান্ত।

(ج) آفَاقٌ ،(و) أُفُقٌ، أُفْقٌ : দিক-দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

أَحْضَرْنَا : আমরা উপস্থিত করলাম।

(اِفْعَال) إِحْضَارًا : উপস্থিত করা।

اَلدَّوَاةُ : (ج) دُوِيٌّ ، دَوَيَاتٌ : দোয়াত।

مَادَّه : (د - و - ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

(ج) أَسَاوِدُ ، (و) أَسْوَدُ : কালো সাপ, এখানে – কলম।

مَادَّه : (س - و - ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفٌ : أَقْلَامٌ

رَقَشْنَا : আমরা লিখলাম, লিখে রাখলাম।

(ن) رَقْشًا : নকশা করা। লেখা। সজ্জিত করা।

مَادَّه : (ر - ق - ش) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : كَتَبْنَا/نَقَشْنَا

اَلْحِكَايَةُ : (ج) حِكَايَاتٌ : গল্প, কাহিনী, ঘটনা।

اَلْحِكَايَةُ (ض) مصـ : বর্ণনা করা।

عَلَى مَا سَرَدَ : যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

(ن - ض) سَرْدًا، سَرَدًا – اَلْحَدِيْثَ : ভালোভাবে বর্ণনা করা।

– اَلشَّيْءَ : ছিদ্র করা।

فِي الْحَدِيْثِ : لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ سَرْدًا .

مَادَّه : (س - ر - د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : تَابَعَ/حَكَى

اِسْتَبْطَنَّا : আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِبْطَانًا : অন্তর্নিহিত তথ্য জানতে চাওয়া।

مُرْتَئِي (مف) : চিন্তা-ভাবনা, মনোভাব, ইচ্ছা।

(اِفْتِعَال) اِرْتِئَاءً : চিন্তা-ভাবনা করা।

مَادَّه : (ر - ء - ى) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوْز عَيْن وَنَاقِص يَائِي)

مُرَادِفٌ : رَأْي/غَرَض

اِسْتِضْمَامٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ : মিলিত হতে চাওয়া। কাছে আনতে চাওয়া।

(ن) ضَمًّا : মিলিত করা।

فَتًى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فُتُوَّةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : নব যুবক, কিশোর, দানশীল।

ثَقُلَ (ك) ثِقَلًا ، ثَقَالَةً : ভারি হলো [-হয়]।

مُرَادِفٌ : كَثُرَ

رُدْنٌ : (ج) أَرْدَانٌ ، أَرْدِنَةٌ : জামার হাতার গোড়ার অংশ, জেব।

مُرَادِفٌ : جَيْبٌ/كُمٌّ

خَفَّ : হাল্‌কা/সহজ হলো [-হবে]।

(ض) خَفًّا، خِفَّةً : হালকা হওয়া, সহজ হওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْفَافًا : হালকা মনে করা।

فِي الْقُرْآنِ : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا .

مَادَّه : (خ - ف - ف) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِفٌ : لَطُفَ ، ضِدٌّ : ثَقُلَ

أَنْ أَكْفُلَ : আমার পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া।

(ن - س) كَفْلًا، كَفَالَةً : দায়িত্ব নেওয়া, জিম্মাদার হওয়া।

(تَفْعِيْل) تَكْفِيْلًا : দায়িত্বশীল বানানো। দায়িত্বশীল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا .

مَادَّه : (ك - ف - ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اِضْمَنْ

اِبْنٌ : (ج) بَنُوْنَ ، أَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র।

يَكْفِي : যথেষ্ট হয়।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া।

نِصَابٌ : (ج) نُصُبٌ : ভিত্তি। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, যার উপর ভিত্তি করে যাকাত ফরজ হয়।

مَادَّه : (ن - ص - ب) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلْمَالُ : (ج) أَمْوَالٌ : ধন-সম্পদ , সহায়-সম্পত্তি।

أَلَّفْنَا : আমরা একত্র করে দিলাম [-দেই, -দিচ্ছি]।

(تَفْعِيْل) تَأْلِيْفًا : সংকলন করা। একত্র করা।

مُرَادِفٌ : جَمَعَ

لَكَ : আপনার জন্য।

اَلْحَالُ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকার-আকৃতি।

فِي الْحَالِ : এখনই, এই মুহূর্তে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَأَحْضَرْنَا الدَّوَاةَ وَأَسَاوِدَهَا :

এ বাক্যের মধ্যে قَلَم কে أَسْوَد [কালো সাপ]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ يَكْفِيْكَ . اَلْحَالِ :

এখানে اَلْمَال এবং اَلْحَال-এর মাঝে جِنَاس لَاحِق হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا يُقْنِعُنِى نِصَابٌ، وَهَلْ يَحْتَقِرُ قَدْرَهُ إِلَّا مُصَابٌ؟ قَالَ الرَّاوِى : فَالْتَزَمَ كُلٌّ مِنَّا قِسْطًا، وَكَتَبَ لَهُ بِهِ قِطًّا ، فَشَكَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ الصُّنْعَ ، وَاسْتَنْفَدَ فِى الثَّنَاءِ الْوُسْعَ، حَتّٰى أَنَّنَا اسْتَطَلْنَا الْقَوْلَ، وَاسْتَقْلَلْنَا الطَّوْلَ ثُمَّ إِنَّهُ نَشَرَ مِنْ وَشْيِ السَّمَرِ، مَا أَزْرَى بِالْحِبَرِ، إِلٰى أَنْ أَظَلَّ التَّنْوِيرُ ، وَجَشَرَ الصُّبْحُ الْمُنِيرُ ـ

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, কেনইবা নেসাব পরিমাণ সম্পদ আমাকে পরিতৃপ্ত করবে না? এ পরিমাণ সম্পদ উন্মাদ ব্যতীত কেউ কি কম মনে করতে পারে? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই একটি অংশ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং তজ্জন্য তাঁকে রসিদ লিখে দিল। তাই তিনি সে মুহূর্তে উক্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং প্রশংসায় শক্তি ব্যয় করে দিলেন [অর্থাৎ, সাধ্য মতো প্রশংসা করলেন]। ফলে আমরা (তার) উক্তিকে অধিক মনে করলাম এবং [আমাদের] দানকে কম মনে করলাম। তারপর তিনি এরূপ নানা রকমের গল্প বললেন, যা ইয়েমেনী চাদরকে ম্লান করে দিল। এভাবে [দিবসের] আলোর বিকাশ নিকটবর্তী হলো এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাত উদ্ভাসিত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ উত্তরে তিনি বললেন كَيْفَ কেনইবা لَايُقْنِعُنِى আমাকে পরিতৃপ্ত করবে না نِصَابٌ নেসাব পরিমাণ সম্পদ هَلْ يَحْتَقِرُ কেউ কি কম মনে করতে পারে قَدْرَهُ এ পরিমাণ সম্পদকে إِلَّامُصَابٌ উন্মাদ ব্যতীত قَالَ الرَّاوِى বর্ণনাকারী বলেন فَالْتَزَمَ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল كُلٌّ مِنَّا আমাদের প্রত্যেকেই قِسْطًا একটি অংশ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ তজ্জন্য তাকে লিখে দিল قِطًّا রসিদ فَشَكَرَ তাই তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন عِنْدَ ذٰلِكَ সে মুহূর্তে الصُّنْعَ উক্ত অনুগ্রহের জন্য اِسْتَنْفَدَ এবং ব্যয় করে দিলেন فِى الثَّنَاءِ প্রশংসায় الْوُسْعَ শক্তি حَتّٰى ফলে اِسْتَطَلْنَا أَنَّنَا আমরা অধিক মনে করলাম الْقَوْلَ উক্তিকে وَاسْتَقْلَلْنَا এবং কম মনে করলাম الطَّوْلَ অনুগ্রহকে ثُمَّ إِنَّهُ نَشَرَ তারপর তিনি বললেন مِنْ وَشْيِ السَّمَرِ নানা রকমের গল্প مَا أَزْرَى যা ম্লান করে দিল بِالْحِبَرِ ইয়েমেনী চাদরকে إِلٰى أَنْ এভাবে أَظَلَّ নিকটবর্তী হলো التَّنْوِيرُ আলোর বিকাশ وَجَشَرَ এবং উদ্ভাসিত হলো الصُّبْحُ প্রভাব الْمُنِيرُ আলোকোজ্জ্বল।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَيْفَ : কিভাবে, কিরূপে, কেনই বা।

(لَا) يُقْنِعُ (إِفْعَال) إِقْنَاعًا : পরিতৃপ্ত করবে না।

مُرَادِفٌ : يَكْفِى

نِصَابٌ : (ج) نُصُبٌ : ভিত্তি, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, যার উপর ভিত্তি করে যাকাত ফরজ হয়।

هَلْ يَحْتَقِرُ : তুচ্ছ/ কম মনে করতে পারে [কি]?

(اِفْتِعَال) اِحْتِقَارًا، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِحْقَارًا،

(اِفْعَال) إِحْتَقَارًا (ض) حَقْرًا - ، : তুচ্ছ অবা। ছোট মনে করা।

مَادَّه : (ح ـ ق ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : يَسْتَصْغِرُ ، ضِدّ : يَسْتَكْثِرُ

قَدْرٌ : (ج) أَقْدَارٌ : পরিমাণ, মান-সম্মান।

مُرَادِفٌ : وَزْنٌ

مُصَابٌ (مف، مذ) : বিপদগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগলাটে।

(اِفْعَال) إِصَابَةً - الْخَطْبُ فُلَانًا : বিপদ আসা।

- الرَّجُلُ الْأَمْرَ : সঠিকভাবে করা।

- الشَّيْئَ : পাওয়া।

- بِعَيْنِهِ : বদ নজর দেওয়া। হিংসা করা।

- السَّهْمُ الرَّمِيَّةَ : সঠিক লক্ষ্যভেদ করা।

مَادَّه : (ص ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفٌ : مَجْنُوْنٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الرَّاوِي (فا. مذ) (ج) رُوَاةٌ : বর্ণনাকারী, কথক।

(ض) رِوَايَةٌ : বর্ণনা করা।

اِلْتَزَمَ : নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিল।

(اِفْتِعَال) اِلْتِزَامًا : আবশ্যক করে নেওয়া।

كُلٌّ مِنَّا : আমাদের প্রত্যেক।

قِسْطٌ : (ج) أَقْسَاطٌ : অংশ, পরিমাণ, পাল্লা, নিক্তি।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ بِالْقِسْطِ .

مَادَّه : (ق ـ س ـ ط) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : نَصِيْبًا .

كَتَبَ : লিখল, লিখে দিল।

(ن) كَتْبًا، كِتَابًا، كِتَابَةً، كِتْبَةً : লেখা। লিপিবদ্ধ করা।

قِطٌّ : (ج) قُطُوْطٌ : অংশ, হিসাব-লিপি, চেক, রশিদ।

مَادَّه : (ق ـ ط ـ ط) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : كِتَابًا ـ صَكًّا

شَكَرَ : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

(ن) شُكْرًا، شُكُوْرًا، شُكْرَانًا : শোকর আদায় করা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ .

مَادَّه : (ش ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَثْنَى ، ضِدّ : كَفَرَ

عِنْدَ ذٰلِكَ : সে সময়, সে মুহূর্তে।

اَلصُّنْعُ : ভালো কাজ, অনুগ্রহ।

اَلصُّنْعُ (ف) مصـ : তৈরি করা।

اِسْتَنْفَدَ : নিঃশেষ করে দিলেন। ব্যয় করে দিলেন।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْفَادًا، (اِفْتِعَال) اِنْتِفَادًا - الشَّيْءَ : ব্যয় করা, নিঃশেষ করা।

(س) نَفَدًا، نَفَادًا - الشَّيْءُ : নিঃশেষ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ .

مَادَّه : (ن ـ ف ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِسْتَفْرَغَ ، ضِدّ : اِسْتَبْقَى

اِسْتَنْفَدَ الْوُسْعَ : সম্পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করলেন।

اَلثَّنَاءُ : (ج) أَثْنِيَةٌ : প্রশংসা, সাধুবাদ, স্তুতি।

مُرَادِف : اَلْحَمْدُ

اَلْوُسْعُ : শক্তি, সামর্থ্য।

(س) وُسْعًا ، سَعَةً : প্রশস্ত হওয়া। পরিব্যাপ্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ .

مَادَّه : (و ـ س ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : اَلطَّاقَةُ .

حَتّٰى : ফলে, অবশেষে , এমনকি, পর্যন্ত।

اِسْتَطَلْنَا : অধিক মনে করলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطَالَةً : অধিক মনে করা।

مُرَادِف : اِسْتَكْثَرْنَا ، ضِدّ : اِسْتَقْلَلْنَا

اَلْقَوْلُ (ج) أَقْوَالٌ (جج) أَقَاوِيْلُ : উক্তি।

اَلْقَوْلُ : (ن) مصـ : কথা বলা।

اِسْتَقْلَلْنَا : আমরা কম মনে করলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقْلَالًا : কম/ তুচ্ছ মনে করা।

اَلطَّوْلُ : অনুগ্রহ, বখশিশ, শক্তি-সামর্থ্য, ধনাঢ্যতা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .

مَادَّه : (ط ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : اَلْمَنُّ/اَلْفَضْلُ

نَشَرَ : ছড়ালেন, [এখানে- বললেন, পরিবেশন করলেন]।

(ن) نَشْرًا : ছড়ানো। প্রসার করা।

وَشْيٌ : (ج) وِشَاءٌ : কারুকার্যকৃত কাপড়, কাপড়ের কারুকার্য।

وَشْيٌ (ض) مصـ : মিথ্যা বলা, চোগলখুরি করা, কারুকার্য করা।

اَلسَّمَرُ : (ج) أَسْمَارٌ : রাতের গল্প।

مَا أَزْرٰى - بِهٖ : যা ম্লান করে দিল।

(اِفْعَال) اِزْرَاءً، (ض) زِرَايَةً : কলঙ্কিত করা। কলুষিত করা।

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : لَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِيْ

لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيْدٍ

مَادَّه : (ز ـ ر ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : شَانَ

(ج) حِبَرٌ، حِبَرَاتٌ، (و) حِبَرَةٌ : নকশি করা ইয়েমেনী চাদর।

أَظَلَّ : নিকটবর্তী হলো।

(افعال) إِظْلَالًا : ছায়াচ্ছন্ন হওয়া। নিকটবর্তী হওয়া।

(س) ظَلًّا : স্থায়ী হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ـ

مَادَّه : (ظ ـ ل ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : إِقْتَرَبَ

اَلتَّنْوِيرُ : আলোর বিকাশ।

اَلتَّنْوِيرُ (تفعيل) مصد : الشَّئُ : আলোকিত হওয়া।

ـ الْمِصْبَاحَ : প্রদীপ প্রজ্বলিত করা।

ـ الصُّبْحُ : আলো বিকশিত হওয়া।

ـ لِفُلَانٍ : আলো দেখানো।

فِى الْحَدِيْثِ : إِنَّهُ نُوْرُ الْفَجْرِ ـ

مَادَّه : (ن ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلْاِضَاءُ

جَشَرَ : প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হলো।

(ن) جُشُورًا ـ الصُّبْحُ : উদ্ভাসিত হওয়া, উদয় হওয়া।

(تفعيل) تَجْشِيْرًا ـ الْإِنَاءَ : খালি করা।

مُرَادِف : إِنْفَلَقَ/طَلَعَ ، ضِدّ : غَرَبَ

اَلصُّبْحُ : (ج) أَصْبَاحٌ : প্রভাত, দিবসের শুরুভাগ।

اَلْمُنِيْرُ : (فا ، مذ) : আলোকোজ্জ্বল, দ্যুতিকর।

(افعال) إِنَارَةً : আলোকিত করা।

مَادَّه : (ن ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلْوَاضِحُ/اَلْمُضِئُ ، ضد : اَلْمُظْلِمُ/اَلْمُدْلَهِمُّ

বালাগাত

قَوْلُهُ : إِنَّهُ نَشَرَ مِنْ وَشْيِ السَّمَرِ :

এখানে اَلسَّمَر [রাত্রের চমৎকার গল্প] কে দামী সুন্দর কারুকার্য খচিত চাদরের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে إِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। আর দামী-চাদরের জন্য কারুকার্য لَازِم তাই وَشْى-এর মধ্যে إِسْتِعَارَة مُنَاسِب تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে। আর এমন চাদর ছড়িয়ে রাখা অতএব نَشَر-এর মধ্যে إِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّه হয়েছে।

فَقَضَيْنَاهَا لَيْلَةً غَابَتْ شَوَائِبُهَا ، إِلَى أَنْ شَابَتْ ذَوَائِبُهَا ، وَكَمُلَ سُعُودُهَا ، إِلَى أَنِ انْفَطَرَ عُودُهَا ، وَلَمَّا ذَرَّ قَرْنُ الْغَزَالَةِ ، طَمَرَ طُمُورَ الْغَزَالَةِ ، وَقَالَ : انْهَضْ بِنَا لِنَقْبِضَ الصِّلَاتِ ، وَلِنَسْتَنِضَّ الْإِحَالَاتِ ، فَقَدْ اسْتَطَارَتْ صُدُوعُ كَبِدِي ، مِنَ الْحَنِينِ إِلَى وَلَدِي ، فَوَصَلْتُ جَنَاحَهُ ، حَتَّى سَنَّيْتُ نَجَاحَهُ .

অনুবাদ : অতএব আমরা সেই রাত্রিকে এরূপ রাত্রিতে পরিণত করে কাটালাম, যার জুলফিগুলো সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে গেছে এবং প্রভাবের শুভ্রতা বিকশিত হওয়া পর্যন্ত তার কল্যাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর যখন সূর্যের আলো বিকশিত হলো তখন তিনি হরিণীর লাফের মতো লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন, তুমি বখশিশগুলো উসুল করার জন্য এবং অর্পিত দানগুলো কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য আমাদের সাথে উঠ। কেননা আমার ছেলের প্রতি উদগ্র স্নেহের কারণে আমার কলিজার টুকরোগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, ফলে আমি তার ডানার সাথে যুক্ত হলাম [অর্থাৎ, তার সাথে গেলাম] এবং তার সফলতাকে সহজ করে দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَضَيْنَاهَا অতএব আমরা সেই রাত্রিকে কাটালাম لَيْلَةً এরূপ রাত্রি غَابَتْ দূরীভূত হয়ে গেছে شَوَائِبُهَا তার ভয়ভীতি إِلَى أَنْ شَابَتْ সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ذَوَائِبُهَا যার জুলফিগুলো وَكَمُلَ এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে سُعُودُهَا তার কল্যাণ إِلَى أَنِ পর্যন্ত انْفَطَرَ বিকশিত হওয়া عُودُهَا প্রভাতের শুভ্রতা وَلَمَّا ذَرَّ অতঃপর যখন উদিত হলো قَرْنُ الْغَزَالَةِ সূর্যের আলো طَمَرَ তখন তিনি লাফিয়ে উঠলেন طُمُورَ الْغَزَالَةِ হরিণীর লাফের মতো وَقَالَ এবং বললেন انْهَضْ بِنَا তুমি আমাদের সাথে উঠ لِنَقْبِضَ উসুল করার জন্য الصِّلَاتِ বখশিশগুলো وَلِنَسْتَنِضَّ কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য الْإِحَالَاتِ অর্পিত দানগুলো فَقَدْ اسْتَطَارَتْ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে صُدُوعُ টুকরোগুলো كَبِدِي আমার কলিজা مِنَ الْحَنِينِ উদগ্র স্নেহের কারণে إِلَى وَلَدِي আমার ছেলের প্রতি فَوَصَلْتُ আমি যুক্ত হলাম جَنَاحَهُ তার ডানার সাথে حَتَّى سَنَّيْتُ এবং সহজ করে দিলাম نَجَاحَهُ তার সফলতাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَضَيْنَا : আমরা পূর্ণ করলাম, কাটালাম।

(ض) قَضَاءً : সম্পাদন করা। মীমাংসা করা। কাটানো।

– الدَّيْنَ : পরিশোধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .

مَادَّه : (ق ـ ض ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَمْضَيْنَا .

لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত্রি, রজনী।

غَابَتْ : দূরীভূত হয়ে গেছে।

(ن) غَيْبًا ، غِيَابًا ، غُيُوبًا ، غَيْبَةً : অদৃশ্য হওয়া, দূরীভূত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .

مَادَّه : (غ ـ ى ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

مُرَادِف : اِسْتَتَرَتْ ، ضِدّ : ظَهَرَتْ .

(ج) شَوَائِبُ ، (و) شَائِبَةٌ : দোষ-ত্রুটি, [এখানে– ভয়-ভীতি]।

إِلَى أَنْ شَابَتْ : সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

(ض) شَيْبًا ، شَيْبَةً ، مَشِيبًا : সাদা হওয়া।

مُرَادِف : ابْيَضَّ .

(ج) ذَوَائِبُ ، (و) ذُؤَابَةٌ : মাথার অগ্রভাগের চুল, [জুলফি]।

مَادَّه : (ذ ـ ء ـ ب) ، جِنْس : مَهْمُوز عَيْن

كَمُلَ : পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

(ن ـ ك) كَمَالًا ، كُمُولًا : পরিপূর্ণ হওয়া।

(افعال) إِكْمَالًا : পরিপূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ك ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَمَّ ، ضِدّ : نَقَصَ

سُعُوْد : কল্যাণ, সৌভাগ্য।

سُعُوْد، سَعْدٌ (ف) مصـ : কল্যাণময় হওয়া।

مَادَّه : (س ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُمْنٌ ، ضِدّ : نَحْس

إِلٰى أَنْ اِنْفَطَرَ : বিকশিত হওয়া পর্যন্ত।

(اِنْفِعَال) اِنْفِطَارًا : বিকশিত হওয়া।

(ن ـ ض) فَطْرًا : বিদীর্ণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

مَادَّه : (ف ـ ط ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِنْشَقَّ/طَلَعَ

عُوْدٌ : (ج) عِيْدَانٌ ، أَعْوَادٌ ، أَعْوُدٌ : কাষ্ঠ, এক প্রকার সুগন্ধি, [এখানে-রূপক অর্থে শুভ্রতা]।

لَمَّا ذَرَّ : যখন উদিত হলো।

(ن) ذَرًّا، ذُرُوْرًا – الشَّمْسُ : উদিত হওয়া।

– الْحَبَّ فِى الْأَرْضِ : বীজ বপন করা।

– اَلْأَرْضُ اكْتَبَاتَ : উৎপন্ন করা।

مَادَّه : (ذ ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : طَلَعَ ، ضِدّ : غَرَبَ

قَرْنٌ : (ج) قُرُوْنٌ ، قِرَانٌ : সূর্যের প্রথম আলো।

مَادَّه : (ق ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : شُعَاعٌ ، ضِدّ : ظَلَامٌ

اَلْغَزَالَةُ : নবারুণ, উদয়কালীন সূর্য।

مَادَّه : (غ ـ ز ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلشَّمْسُ

طَمَرَ : লাফিয়ে উঠলেন।

(ن) طَمْرًا، طُمُوْرًا، طِمَارًا، طَمَرَانًا : লাফিয়ে উঠা।

(تَفْعِيْل) تَطْمِيْرًا الْبَيْتَ : পর্দা ঝুলানো।

طُمُوْرٌ : লম্ফ, লাফ।

مَادَّه : (ط ـ م ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : شُعَاعٌ، ضِدّ : ظَلَامٌ

اَلْغَزَالَةُ : হরিণের মাদী বাচ্চা, হরিণী।

مَادَّه : (غ ـ ز ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : ظَبْيَةٌ .

اِنْهَضْ : তুমি উঠ, উঠে দাঁড়াও।

(ف) نَهْضًا ، نُهُوْضًا : উঠে দাঁড়ানো।

لِنَقْبِضَ : উসূল করার জন্য, হস্তগত করার জন্য।

(ض) قَبْضًا : উসূল করা, হস্তগত করা, ধরা।

(اِنْفِعَال) اِنْقِبَاضًا : সংকুচিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ .

مَادَّه : (ق ـ ب ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَمْسَكَ .

صِلَاتٌ، (و) صِلَةٌ : দান, অনুগ্রহ, বখশিশ।

صِلَةٌ، وَصْلٌ (ض) مصـ : যুক্ত করা, একত্র করা, অনুগ্রহ করা।

مَادَّه : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اَلْعَطَايَا .

لِنَسْتَنِضَّ : কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْضَاضًا، (تَفَعُّل) تَنَضُّضًا : কিছু কিছু করে উসূল করা, অল্প অল্প করে সংগ্রহ করা।

مَادَّه : (ن ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

(ج) إِحَالَاتٌ، (و) إِحَالَةٌ : অর্পিত দান।

اَلْإِحَالَةُ (اِفْعَال) مصـ : অন্যের প্রতি সোপর্দ করা।

مَادَّه : (ح ـ و ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلْحَوَالَاتُ .

(قَدْ) اِسْتَطَارَتْ : বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِطَارَةً : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

مُرَادِف : تَفَرَّقَتْ، ضِدّ : اِجْتَمَعَتْ

(ج) صُدُوْعٌ، (و) صَدْعٌ : ফাটল, টুকরা।

مُرَادِف : شُقُوْقٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَبْدٌ، كَبِدٌ :(ج) أَكْبَادٌ، كُبُودٌ : । কলিজা, অভ্যন্তরীণ জিনিস

اَلْحَنِيْنُ : । আগ্রহ, উদগ্র স্নেহ

اَلْحَنِيْنُ (ض) مصـ : । আগ্রহী হওয়া

مَادَّه : (ح ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْاِشْتِيَاقُ

وَلَدٌ : لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَلِلْوَاحِدِ وَالْكَثِيْرِ

وَيُجْمَعُ اَيْضًا عَلٰى : أَوْلَادٍ، وِلْدَةٍ، وِالْدَةٍ، وُلْدٍ : । সন্তান

وَصَلْتُ : । আমি জড়িত হলাম, যুক্ত হলাম

(ض) وَصْلًا، صِلَةً وُصُوْلًا : । পৌঁছা

مَادَّه : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى

مُرَادِف : اِعْتَلَقْتُ/اِنْتَهَيْتُ

جَنَاحٌ : (ج) أَجْنُحٌ، أَجْنِحَةٌ : । পাখির ডানা। মানুষের হাত, বাহু ও পার্শ্ব।

فِى الْقُرْآنِ : وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ .

مَادَّه : (ج ـ ن ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يَدٌ/جَنْبٌ

سَنَّيْتُ : । আমি সহজ করে দিলাম

(تَفْعِيْل) تَسْنِيَةٌ : । সহজ করা, আলোকিত করা

(ن) سَنَاءٌ : । বিদ্যুৎ চমকানো

فِى الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ .

مـ : (س ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : سَهْلٌ

نَجَاحٌ، نَجْحٌ : । সফলতা

نَجَاحٌ ، نُجْحٌ (ف) مصـ : । সফল হওয়া

مُرَادِف : اَلظَّفَرُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : شَابَتْ ذَوَائِبُهَا :

এই বাক্যের মধ্যে রাত্রিকে একটি সুন্দর রমণীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। আর সুন্দরী মহিলার জন্য জুলফি لَازِم অতএব ذَوَائِب -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَوَصَلْتُ جَنَاحَهُ :

এখানে اَبُوْ زَيْد কে পাখির সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه মাহযূফ রয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। পাখির জন্য ডানা لَازِم তাই جَنَاحَهُ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّه হয়েছে।

Free @ www.eilmweebly.com

فَحِيْنَ أَحْرَزَ الْعَيْنَ فِى صُرَّتِهٖ، بَرَقَتْ أَسَارِيْرُ مَسَرَّتِهٖ ، وَقَالَ لِىْ : جُزِيْتَ خَيْرًا عَنْ خُطَا قَدَمَيْكَ، وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ : أُرِيْدُ أَنْ أَتَّبِعَكَ لِأُشَاهِدَ وَلَدَكَ النَّجِيْبَ، وَأُنَافِثَهٗ لِكَىْ يُجِيْبَ. فَنَظَرَ إِلَىَّ نَظْرَةَ الْخَادِعِ إِلَى الْمَخْدُوْعِ، وَضَحِكَ حَتّٰى تَغَرْغَرَتْ مُقْلَتَاهُ بِالدُّمُوْعِ. ثُمَّ أَنْشَدَ :

অনুবাদ : অতঃপর যখন তিনি তাঁর থলিতে স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণ করলেন তখন তার আনন্দের রেখাগুলো চমকিয়ে উঠল এবং তিনি আমাকে বললেন, তোমার দুই কদমের পদবিক্ষেপের পরিবর্তে তোমাকে উত্তম দান দেওয়া হোক এবং আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তোমার তত্ত্বাবধায়ক থাকুন। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সম্ভ্রান্ত ছেলেটিকে দেখার জন্য এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য আপনার সাথে যেতে ইচ্ছা করছি। যাতে সে [আমার কথাবার্তার] উত্তর দেয়। অতঃপর তিনি আমার দিকে প্রতারিতের প্রতি প্রতারকের তাকাবার মতো তাকালেন এবং হেসে দিলেন। ফলে তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : فَحِيْنَ অতঃপর যখন أَحْرَزَ তিনি সংরক্ষণ করলেন الْعَيْنَ স্বর্ণমুদ্রা فِى صُرَّتِهٖ তাঁর থলিতে بَرَقَتْ তখন চমকিয়ে উঠল أَسَارِيْرُ مَسَرَّتِهٖ তার আনন্দের রেখাগুলো وَقَالَ لِىْ এবং তিনি আমাকে বললেন جُزِيْتَ তোমাকে দেওয়া হোক خَيْرًا উত্তম দান عَنْ পরিবর্তে خُطَا পদবিক্ষেপ قَدَمَيْكَ তোমার দুই কদম وَاللّٰهُ এবং আল্লাহ তা'আলা خَلِيْفَتِىْ আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক عَلَيْكَ তোমার প্রতি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম أُرِيْدُ আমি ইচ্ছা করছি أَنْ أَتَّبِعَكَ আপনার সাথে যেতে لِأُشَاهِدَ দেখার জন্য وَلَدَكَ আপনার ছেলেটিকে النَّجِيْبَ সম্ভ্রান্ত وَأُنَافِثَهٗ এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য لِكَىْ يُجِيْبَ যাতে সে উত্তর দেয় فَنَظَرَ অতঃপর তিনি তাকালেন إِلَىَّ আমার দিকে نَظْرَةَ তাকাবার মতো الْخَادِعِ প্রতারক إِلَى প্রতি الْمَخْدُوْعِ প্রতারিত وَضَحِكَ এবং হেসে দিলেন حَتّٰى ফলে تَغَرْغَرَتْ ভরে উঠল مُقْلَتَاهُ তার দুই চোখ بِالدُّمُوْعِ অশ্রুতে ثُمَّ أَنْشَدَ অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

حِيْنٌ : (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِيْنُ : সময়, যখন।
أَحْرَزَ : সংরক্ষণ করলেন।
(اِفْعَال) إِحْرَازًا، (ن) حَرْزًا : সংরক্ষণ করা, অর্জন করা।
مَادَّه : (ح ـ ر ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : سَهَلَ
اَلْعَيْنُ : (ج) أَعْيُنٌ، عُيُوْنٌ : স্বর্ণমুদ্রা, নগদ অর্থ।
مَادَّه : (ع ـ ى ـ ن) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى
مُرَادِف : اَلدِّيْنَار.
صُرَّةٌ : (ج) صُرَرٌ : থলি, ঝুলি।
بَرَقَتْ : চমকিয়ে উঠল।
(ن) بَرْقًا ، بُرُوْقًا ، بَرَقَانًا ، بَرِيْقًا : চমকানো।
(تَفْعِيْل) تَبْرِيْقًا : সজ্জিত করা।

- عَيْنَيْهِ وَبِعَيْنَيْهِ : বিস্ফারিত নেত্রে তাকানো।
فِى الْحَدِيْثِ : تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ.
مَادَّه : (ب ـ ر ـ ق) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْمَعْت/سَنَتْ
(جج) أَسَارِيْرُ، (و) سِرٌّ(ج) أَسْرَارٌ : হস্ত বা কপালের রেখা।
فِى الْحَدِيْثِ : خَرَجَ تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ.
مَسَرَّةٌ : (ج) مَسَرَّاتٌ : আনন্দ।
مَسَرَّةٌ، سُرُوْرٌ (ن) مصـ : আনন্দ দেওয়া।
جُزِيْتَ (مع) (دُعَائِيَّة) : তোমাকে বিনিময় দেওয়া হোক।
(ض) جَزَاءً : বিনিময় দেওয়া।
خَيْر : (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট।
(ض) خَيْرًا : উৎকৃষ্ট হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- اَللّٰهُ لَكَ فِى الْأَمْرِ : কল্যাণ করা।

- خِيرَةً، خِيَرًا - الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِهٖ : প্রাধান্য দেওয়া।

- ه : নির্বাচন করা। মনোনয়ন দেওয়া।

خَيْرٌ : (ج) أَخْيَارٌ، خِيَارٌ : উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু।

خَيْرٌ : (ج) خُيُورٌ : সম্পদ, কল্যাণ।

عَنْ (بِمَعْنَى الْعِوَضِ) : পরিবর্তে, বদলে।

(ج) خُطًى، خُطُوَاتٌ، (و) خُطْوَةٌ : হাঁটার সময়কার দুই পায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান। [এখানে– পদবিক্ষেপ উদ্দেশ্য]।

قَدَمٌ : (ج) أَقْدَامٌ، قُدَامٌ : পা, চরণ।

خَلِيفَةٌ : (ج) خَلَائِفُ : তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিনিধি।

فِى الْقُرْآنِ : إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۔

مَادَّه : (خ ـ ل ـ ف) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : مُرَاقِبٌ/مُشْرِفٌ

عَلَيْكَ : তোমার উপর, তোমার।

أُرِيدُ (إِفْعَال) إِرَادَةً : আমি ইচ্ছা করছি।

أَنْ أَتْبَعَ : [আপনার সাথে] যাব, আপনার পেছনে পেছনে যাব।

(اِفْتِعَال) اِتِّبَاعًا، (س) تَبَعًا : সাথে চলা, অনুগত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا -

مَادَّه : (ت ـ ب ـ ع) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أَتْلُو

لِ أُشَاهِدَ : আমার দেখার জন্য।

(مُفَاعَلَة) مُشَاهَدَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(س) شَهَادَةً : সাক্ষ্য দেওয়া, উপস্থিত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا -

مَادَّه : (ش ـ ه ـ د) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أَنْظُرُ

وَلَدٌ : (ج) أَوْلَادٌ، وِلْدَةٌ، وُلْدٌ : সন্তান।

(وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ)

اَلنَّجِيبُ (فا، مذ) (ج) أَنْجَابٌ، نُجَبَاءُ، نُجُبٌ : সম্ভ্রান্ত।

(ك) نَجَابَةً، (افعال) إِنْجَابًا : সম্ভ্রান্ত হওয়া।

فِى الْحَدِيثِ : إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِى سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ -

مَادَّه : (ن ـ ج ـ ب) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَلْكَرِيمُ/اَلْحَسِيبُ

لِ أُنَافِثَ : তার সাথে একান্তে আলাপ করার জন্য।

(مُفَاعَلَة) مُنَافَثَةً : একান্তে-আলাপ করা।

(ن، ض) نَفْثًا، نَفَثَانًا - الْبُصَاقَ : থুথু ফেলা।

فِى الْقُرْآنِ : وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۔

مَادَّه : (ن ـ ف ـ ث) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : أُنَاجِى ۔

لِكَى يُجِيبَ : যাতে সে উত্তর দেয়।

(إِفْعَال) إِجَابَةً : উত্তর দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ۔

مَادَّه : (ج ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : يُلَبِّى ۔

نَظَرَ : তিনি তাকালেন।

(ن، س) نَظَرًا، مَنْظَرًا، نَظَرَانًا : তাকানো।

نَظْرَةٌ (اِسْمُ مَرَّةٍ مِنْ نَظَرَ) مصـ : তাকানো, একবার তাকানো।

اَلْخَادِعُ (فا، مذ) : প্রতারক, তঞ্চক।

اَلْمَخْدُوعُ (مف، مذ) : প্রতারিত, প্রবঞ্চিত।

(ف) خَدْعًا : ধোঁকা দেওয়া।

ضَحِكَ : তিনি হাসলেন, হেসে দিলেন।

(س) ضَحِكًا، ضِحْكًا : হাসা।

(إِفْعَال) إِضْحَاكًا : হাসানো।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۔

مَادَّه : (ض ـ ح ـ ك) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : قَهْقَهَ ۔

تَغَرْغَرَتْ : ছাপিয়ে উঠল, ভরে উঠল।

(تَفَعْلُل) تَغَرْغُرًا : অশ্রুতে ভরে উঠা, অশ্রুপূর্ণ হওয়া।

(فَعْلَلَ) غَرْغَرَةً : গড়গড়া করা।

مَادَّه : (غ ـ ر ـ غ ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف رُبَاعِى

مُرَادِف : اِمْتَلَأَتْ

مُقْلَةٌ : (ج) مُقَلٌ : চোখ, চোখের ডিম্ব।

مَادَّه : (م ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : عَيْنٌ

(ج) دُمُوعٌ، أَدْمُعٌ، (و) دَمْعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

أَنْشَدَ : তিনি আবৃত্তি করলেন।

(إِفْعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَا مَنْ تَظَنَّى السَّرَابَ مَاءً
لَمَّا رَوَيْتُ الَّذِىْ رَوَيْتُ
مَا خِلْتُ أَنْ يَسْتَسِرَّ مَكْرِىْ
وَأَنْ يُخَيَّلَ الَّذِىْ عَنَيْتُ
وَاللّٰهِ مَا بَرَّةُ بِعِرْسِىْ
وَلَا لِىَ ابْنٌ بِهِ اكْتَنَيْتُ
وَإِنَّمَا لِىْ فُنُوْنُ سِحْرٍ
أَبْدَعْتُ فِيْهَا وَمَا اقْتَدَيْتُ

অনুবাদ : হে ঐ ব্যক্তি, যে মরিচিকাকে পানি মনে করেছে! যখন আমি আমার বর্ণিত বিষয় বর্ণনা করেছি, তখন আমি ধারণা করিনি যে, আমার দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকবে এবং আমি যা ইচ্ছা করেছি তা অস্পষ্ট থাকবে। আল্লাহর কসম! বাররা আমার স্ত্রী নয় এবং আমার এমন কোনো ছেলে নেই, যার নামে আমি উপনাম গ্রহণ করেছি। আসলে আমার কাছে যাদুর কতগুলো শাখা রয়েছে, যা আমি আবিষ্কার করেছি এবং আমি [এতে] কারও অনুসরণ করি নি।

শাব্দিক অনুবাদ : يَا مَنْ হে ঐ ব্যক্তি, যে تَظَنَّى মনে করেছে السَّرَابَ মরীচিকাকে مَاءً পানি لَمَّا رَوَيْتُ যখন আমি বর্ণনা করেছি الَّذِىْ رَوَيْتُ আমার বর্ণিত বিষয় مَاخِلْتُ তখন আমি ধারণা করিনি أَنْ يَسْتَسِرَّ লুক্কায়িত থাকবে مَكْرِىْ আমার দুরভিসন্ধি وَأَنْ يُخَيَّلَ এবং তা অস্পষ্ট থাকবে الَّذِىْ عَنَيْتُ যা আমি ইচ্ছা করেছি وَاللّٰهِ আল্লাহর কসম مَا بَرَّةُ বাররা নয় بِعِرْسِىْ আমার স্ত্রী وَلَا لِىَ এবং আমার নেই ابْنٌ এমন কোনো ছেলে بِهِ যার নামে اكْتَنَيْتُ আমি উপনাম গ্রহণ করেছি إِنَّمَا لِىْ আসলে আমার কাছে রয়েছে فُنُوْنُ কতগুলো শাখা سِحْرٍ যাদু أَبْدَعْتُ আমি আবিষ্কার করেছি فِيْهَا এতে وَمَا اقْتَدَيْتُ এবং আমি কারও অনুসরণ করিনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا مَنْ ("يَا" حَرْفُ النِّدَاءِ وَ"مَنْ" لِلْمَوْصُوْلِ) : হে ঐ ব্যক্তি।
تَظَنَّى : মনে করেছে, ধারণা করেছে।
(أَصْلُهُ تَظَنَّنَ أُبْدِلَتْ إِحْدَى النُّوْنَيْنِ يَاءً)
(تَفَعُّل) تَظَنِّيًا، (ن) ظَنًّا : ধারণা করা, মনে করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَظَنَّ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ فُتُوْنًا.
مَادَّه : (ظ ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : حَسِبَ
اَلسَّرَابُ : মরিচিকা, মিথ্যা, প্রতারণা।
فِى الْقُرْآنِ : وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
مَادَّه : (س ـ ر ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح
مَاءٌ (ج) مِيَاهٌ، أَمْوَاهٌ : পানি।
لَمَّا رَوَيْتُ : [যখন] আমি বর্ণনা করেছি।
اَلَّذِىْ رَوَيْتُ : যা আমি বর্ণনা করেছি, আমার বর্ণিত বিষয়।

(ض) رِوَايَةً : বর্ণনা করা।
مَا خِلْتُ (س) خَيْلًا، خَالًا، خِيْلَةً : আমি ধারণা করি নি।
يَسْتَسِرُّ : গোপন থাকবে, লুক্কায়িত থাকবে।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْرَارًا : গোপন থাকা, লুকায়িত থাকা।
مَكْرٌ : ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি।
مَكْرٌ (ن) مصـ : ষড়যন্ত্র করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ.
مَادَّه : (م ـ ك ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : يَشْتَبِهُ ، ضِدّ : يَظْهَرُ
يُخَيَّلُ : অস্পষ্ট থাকবে।
(اِفْعَال) إِخَالَةً ـ الشَّيْءُ عَلَيْهِ : অস্পষ্ট থাকা।
(تَفَعُّل) تَخَيُّلًا : মনে হওয়া, ধারণা হওয়া।
فِى الْقُرْآنِ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (خ ـ ى ـ ل) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِف : خَدِيْعَةٌ ـ

اَلَّذِىْ عَنَيْتُ : আমি যা ইচ্ছা করেছি।

(ض) عَنْيًا، عِنَايَةً : ইচ্ছা করা।

مَادَّه : (ع ـ ن ـ ى)، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : قَصَدْتُ

وَاللّٰهِ (اَلْوَاوُ لِلْقَسْمِ وَاِسْمُ الْجَلَالَةِ مُقْسَمٌ بِهٖ) : আল্লাহর কসম।

بَرَّةٌ : এক মহিলার নাম।

عِرْسٌ (ج) أَعْرَاسٌ : স্ত্রী, বধূ।

عِرْسُ الْمَرْأَةِ : স্বামী, বর।

مَادَّه : (ع ـ ر ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : زَوْجَةٌ

اِبْنٌ : (ج) بَنُوْنَ ، أَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র।

وَلَا لِىْ اِبْنٌ : এবং আমার কোনো ছেলে নেই।

اِكْتَنَيْتُ : আমি উপনাম গ্রহণ করেছি।

(افتعال) اِكْتِنَاءٌ- بِهٖ : উপনাম গ্রহণ বা ধারণ করা।

مُرَادِف : تَسَمَّيْتُ

(ج) فُنُوْنٌ، أَفْنَانٌ، (جج) أَفَانِيْنُ، (و) فَنٌّ : বিষয়, শাখা, প্রকার।

قَالَ الشَّاعِرُ : اَلْجُنُوْنُ فُنُوْنٌ ـ

مَادَّه : (ف ـ ن ـ ن) ،جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

سِحْرٌ : (ج) أَسْحَارٌ، سُحُوْرٌ : যাদু, ধোঁকা, কৌশল।

أَبْدَعْتُ : আমি আবিষ্কার করেছি।

(افعال) اِبْدَاعًا : আবিষ্কার করা।

مَا اِقْتَدَيْتُ : আমি কারও অনুসরণ করি নি।

(افتعال) اِقْتِدَاءٌ : অনুসরণ করা।

مَادَّه : (ق ـ د ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِى

مُرَادِف : اِتَّبَعْتُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَمْ يَحْكِهَا الْأَصْمَعِيُّ فِيمَا
حَكَى وَلَا حَاكَهَا الْكُمَيْتُ
تَخِذْتُهَا وُصْلَةً إِلَى مَا
تَجْنِيهِ كَفِّي مَتَى اشْتَهَيْتُ
وَلَوْ تَعَافَيْتُهَا لَحَالَتْ
حَالِي وَلَمْ أَحْوِ مَا حَوَيْتُ
فَمَهِّدِ الْعُذْرَ أَوْ فَسَامِحْ
إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ أَوْ جَنَيْتُ
ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِي وَمَضَى ، وَأَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ الْغَضَا.

অনুবাদ : আসমায়ী [১] তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে এসব বিষয় বর্ণনা করেন নি এবং কবি কুমাইত [২] ও এসব বিষয় বয়ন করেন নি। আমার হাত যা উপার্জন করে তজ্জন্য আমি যখন আগ্রহ করেছি, তখন সেগুলোকে অসিলা স্বরূপ গ্রহণ করেছি। আর আমি যদি সেগুলো ছেড়ে দেই তবে আমার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমি যা সঞ্চয় করি তা সঞ্চয় করতে পারব না। অতএব তুমি আমার ওজর গ্রহণ কর অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ, যদি আমি অন্যায় করে থাকি অথবা অপরাধ করে থাকি।" অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল এবং আমার অন্তরে ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার রেখে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : لَمْ يَحْكِهَا বর্ণনা করেননি এসব বিষয় الْأَصْمَعِيُّ আসমায়ী فِيمَا حَكَى তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে وَلَا حَاكَهَا এবং এসব বিষয় বয়ন করেননি الْكُمَيْتُ কবি কুমাইত تَخِذْتُهَا সেগুলোকে আমি গ্রহণ করেছি وُصْلَةً অসিলা স্বরূপ إِلَى مَا تَجْنِيهِ যা উপার্জন করে كَفِّي আমার হাত مَتَى اشْتَهَيْتُ যখন আমি আগ্রহ করেছি وَلَوْ تَعَافَيْتُهَا আমি যদি সেগুলো ছেড়ে দেই لَحَالَتْ তবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে حَالِي আমার অবস্থা وَلَمْ أَحْوِ এবং সঞ্চয় করতে পারব না مَا حَوَيْتُ যা আমি সঞ্চয় করি فَمَهِّدِ অতএব তুমি গ্রহণ কর الْعُذْرَ ওজর أَوْ فَسَامِحْ অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ যদি আমি অন্যায় করে থাকি أَوْ جَنَيْتُ অথবা অপরাধ করে থাকি ثُمَّ অতঃপর إِنَّهُ وَدَّعَنِي সে আমাকে বিদায় জানাল وَمَضَى এবং চলে গেল وَأَوْدَعَ এবং রেখে গেল قَلْبِي আমার অন্তর جَمْرَ অঙ্গার الْغَضَا ঝাউ বৃক্ষ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَمْ) يَحْكِ : বর্ণনা করেন নি।	(ض)حِكَايَةً : বর্ণনা করা।
(ض) حِكَايَةً : বর্ণনা করা।	لَا حَاكَ : বয়ন করেন নি, বুনেন নি।
الْأَصْمَعِيُّ : এক বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ পণ্ডিত।	(ن) حَوْكًا، حِيَاكًا، حِيَاكَةً : বয়ন করা [রূপক অর্থে-কাব্য রচনা করা]।
مَا حَكَى : [যা] সে বর্ণনা করেছে, তার বর্ণিত বিষয়।	

১. আসমায়ী : আরবি ভাষার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত, অভিধানবিদ, কাব্য বিশারদ ও ভূগোলবিদ। তাঁর নাম ও বংশ পরিক্রমা এরূপ : আব্দুল মালিক ইবনে কুরায়ব ইবনে আলী ইবনে আসমা' আল-বাহিলী। উপনাম : আবূ সাঈদ। তিনি ১২২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহের নামানুসারে তাঁকে আল-আসমায়ী বলা হয়। তিনি ২১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

২. কুমাইত : কুমাইত নামে আরবি ভাষার তিনজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনজনই ছিলেন বনূ ছা'লাবা বংশোদ্ভূত। ১. কুমাইত ইবনে ছা'লাবা, ২. কুমাইত ইবনে মা'রূফ, ৩. কুমাইত ইবনে যায়দ। এখানে কুমাইত দ্বারা কুমাইত ইবনে যায়দ উদ্দেশ্য। তিনি ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। এবং কবি, বাগ্মী, ফিকহবিদ, বীরযোদ্ধা, দানশীল ও তীরান্দাজ। তিনি ১২৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্র রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّه : (ج ـ و ـ ك) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : نَسَجَ/أَنْشَأَ/أَنْشَدَ

اَلْكُمَيْتُ : আরবি ভাষার একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি।

تَخِذْتُ : আমি গ্রহণ করেছি।

(س) تَخَذًا (عَلَى وَهْمِ التَّاءِ أَصْلِيَّةً) : গ্রহণ করা।

مَادَّه : (أ ـ خ ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَخَذْتُ ، ضِدّ : تَرَكْتُ

وُصْلَةٌ : (ج) وُصَلٌ : সম্পর্ক, অসিলা।

وُصْلَةٌ (ض) مصـ : পৌঁছা।

مَادَّه : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : وَسِيْلَةٌ ، ضِدّ : مَقْصُوْدَةٌ .

مَا تَجْتَنِي : যা ফল চয়ন করে, [এখানে- উপার্জন করে]।

(ض) جَنْيًا ، جَنًى : ফল চয়ন করা।

مُرَادِف : تَكْسِبُ

كَفٌّ : (ج) أَكُفٌّ، كُفُوْفٌ، كُفٌّ، أَكْفَافٌ : হস্ততালু, হাত।

مَتَى اشْتَهَيْتُ : যখন আমি ইচ্ছা করি, আগ্রহ করি।

(اِفْتِعَال) اِشْتِهَاءٌ : আগ্রহ করা।

مُرَادِف : قَصَدْتُ

لَوْ تَعَافَيْتُ : যদি আমি ছেড়ে দেই।

(تَفَاعُل) تَعَافِيًا : পরিত্রাণ/ শান্তি/ নিরাপত্তা লাভ করা। ছেড়ে দেওয়া।

(ن) عَفْوًا : ক্ষমা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا .

مَادَّه : (ع ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِف : تَرَكْتُ

حَالَتْ : পরিবর্তিত হলো [হয়ে যাবে]।

(ن) حَوْلًا ، حُؤُوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া।

مُرَادِف : تَغَيَّرَتْ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি।

(لَمْ) أَحْوِ (ض) حَيًّا، حَوَايَةً : সঞ্চয় করি নি, [করতে পারব না]।

مُرَادِف : لَمْ أَجْمَعْ ، لَمْ أُفَرِّقْ

مَا حَوَيْتُ : যা আমি সঞ্চয় করেছি [করি]।

(ض) حَيًّا، حَوَايَةً : সঞ্চয় করা।

مَهِّدْ ـ الْعُذْرَ : [ওজর] গ্রহণ কর।

(تَفْعِيْل) تَمْهِيْدًا ـ الْعُذْرَ : ওজর গ্রহণ করা। ওজর পেশ করা।

ـ الْفِرَاشَ : বিছানা বিছানো।

(ف) مَهْدًا : বিছানা বিছানো।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا .

اَلْعُذْرُ : (ج) أَعْذَارٌ : অপারগতা, ওজর, অজুহাত।

اَلْعُذْرُ (ض) مصـ : অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া। ওজর গ্রহণ করা। অপরাধ বেশি হওয়া।

مُرَادِف : مَعْذِرَةٌ

سَامِحْ : নম্র ব্যবহার কর, উদার দৃষ্টিতে দেখ।

(مُفَاعَلَة) مُسَامَحَةً : নম্র ব্যবহার করা। উদার দৃষ্টিতে দেখা।

مُرَادِف : أَعْفُ

إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ : যদি আমি অন্যায় করে থাকি।

أَجْرَمْتُ : আমি অন্যায় করলাম।

(إِفْعَال) إِجْرَامًا : অন্যায় করা।

(ض) جَرْمًا ، (اِفْتِعَال) اِجْتِرَامًا ـ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ : উপার্জন করা, গুনাহ করা, অপরাধ করা।

مَادَّه : (ج ـ ر ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَعْفُ .

إِنْ كُنْتُ جَنَيْتُ : যদি আমি অপরাধ করে থাকি।

جَنَيْتُ : অপরাধ করলাম, গুনাহ করলাম।

(ض) جِنَايَةً : গুনাহ করা, অপরাধ করা।

مَادَّه : (ج ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : أَجْرَمْتُ

وَدَّعَ : বিদায় করল, বিদায় জানাল।

(تَفْعِيْل) تَوْدِيْعًا : বিদায় দেওয়া।

مَضَى : অতিবাহিত হলো, চলে গেল।

(ن ، ض) مُضِيًّا ، مُضُوًّا : অতিবাহিত হওয়া, চলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْعَال) إِمْضَاءً : । অতিবাহিত করা। কার্যকর করা।

مَادَّه : (م ـ ض ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : مَرَّ/ذَهَبَ

ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِىْ وَمَضٰى : অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

أَوْدَعَ : । আমানত রাখল, -রেখে গেল।

(اِفْعَال) إِيْدَاعًا : । আমানত রাখা।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوْبٌ : । অন্তর, হৃদয়।

جَمْرٌ، جَمْرَةٌ : । জ্বলন্ত অঙ্গার।

(ج) جَمْرٌ، جِمَارٌ، جَمَرَاتٌ (و) جَمْرَةٌ : ছোট পাথরের টুকরা, কঙ্কর।

(ج) اَلْغَضَا .(و) غَضَاةٌ : । ঝাউ বৃক্ষ, যার খড়ি অত্যন্ত শক্ত হয়।

قَالَ الشَّاعِرُ : فَسَقَى الْغَضَا وَالسَّاكِنِيْهِ وَاِنْ هُمْ
شَبُّوْهُ بَيْنَ جَوَانِحِ وَضُلُوْعِ

مَادَّه : (غ ـ ض ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : شَجَرَةُ الْاَصْلِ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : أَوْدَعَ قَلْبِىْ جَمْرَ الْغَضَا :

এখানে جَمْرَ الْغَضَاء [ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার]-এর সাথে তার ক্ষোভকে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে إِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّدْرِيْبَاتُ

١. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً : حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمَرْتُ بِالْكُوفَةِ فِى لَيْلَةٍ اَدِيْمُهَا ذُو لَوْنَيْنِ وَقَمَرُهَا كَتَعْوِيْذٍ ... يَمِيْلُ الرَّفِيْقُ اِلَيْهِ وَلَا يَمِيْلُ عَنْهُ فَاسْتَهْوَانَا السَّمَرُ اِلٰى اَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ وَغَلَبَ السَّهَرُ.

ب. اُكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : رَوْقٌ. اَلسَّهَرُ. غُذُوٌّ. اَدِيْمٌ. استها.

ج. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهٖ "يَمِيْلُ اِلَيْهِ" وَ «يَمِيْلُ عَنْهُ».

د. سَحْبَانُ مَنْ هُوَ؟ اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهٖ.

٢. تَرْجِمِ الْأَشْعَارَ فَصِيْحَةً : يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنٰى وُقِيْتُمْ شَرًّا * وَلَا لَقِيْتُمْ مَا بَقِيْتُمْ ضُرًّا.

قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِى اكْفَهَرَّا * اِلٰى ذَرَاكُمْ شَعِثًا مُغْبَرًّا ... وَيَنْثَنِيْ عَنْكُمْ يَنُثُّ الْبِرَّ

٣. الف. اُكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْاَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : اِكْفَهَرَّا. شَعِثًا. مُحْقَوْقِفًا. اِفْتَرَّ. يَنْثَنِيْ. يَنُثُّ. مُعْتَرًّا. قُنُوعًا. أُمَّ. أَحَلَّ. ذَرًا. اِسْبَطَرَّ.

ج. اَعْرِبِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ ثُمَّ تَرْجِمْهَا : وَقُلْنَا لِلْغُلَامِ هَيَّاْهَيَّا وَهَلُمَّ مَاتَهَيَّا

د. لِمَنْ هٰذِهِ الْأَبْيَاتُ؟ اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهٖ.

٤. الف. تَرْجِمِ الْاَبْيَاتَ.

وَحُرْمَةُ الشَّيْخِ الَّذِىْ سَنَّ الْقِرٰى * وَاَسَّسَ الْمَحْجُوْجَ فِىْ اُمِّ الْقُرٰى

مَا عِنْدَنَا لِطَارِقٍ اِذَا عَرٰى * سِوَى الْحَدِيْثِ وَالْمُنَاخِ فِى الذُّرٰى

وَكَيْفَ يَقْرِىْ مَنْ نَفَى عَنْهُ الْكَرٰى * طَوًى بَرٰى اَعْظُمَهُ لَمَّا انْبَرٰى

فَمَاتَرٰى فِيْمَا ذَكَرْتُ مَاتَرٰى

ب. مَنْ قَائِلُ قَالَ فَبَرَزَ اِلَيَّ جَوْزَ رُعَلَيْهِ شَوْذَرٌ وَمَنْ فَاعِلُهُ وَمَنْ مِصْدَاقُ الشَّيْخِ؟

ج اُكْتُبِ التَّشْبِيْهَ الْمُوْدَعَ فِى الْعِبَارَةِ الْمَخْطُوْطَةِ :

٥. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيْحَةً :

قَالَ اَبُوْ زَيْدٍ فَعَلِمْتُ بِصِحَّةِ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ وَلَدِىْ ..... عَلٰى مَاسَرَدَهَا.

ب. اُذْكُرْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ وَاسْتَعْمِلْهَا فِىْ بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ هٰهُنَا : أَثْبِتُوا. اَلْاِتِّفَاقُ. أَوْدَعَ. يَتَوَقَّعُ. وَرَدَتْ. فَهِمَ.

ج. ضَعْ مُشْتَقَّاتِ أَحَدٍ مِنَ الْمَصَادِرِ الْآتِيَةِ فِىْ أَرْبَعَةِ جُمَلٍ. اَلْاِسْتِقْلَالُ. اَلْقَضَاءُ. اَلْاِسْتِطَالَةُ. اَلْهِدَايَةُ.

٦. الف. تَرْجِمِ الْاَشْعَارَ وَالْعِبَارَةَ :

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَالِىْ فُنُوْنُ سِحْرٍ ..... ثُمَّ اِنَّهُ وَدَّعَنِىْ وَمَضٰى وَاَوْدَعَ قَلْبِىْ جَمْرَ الْغَضَا.

ب. اُكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْاَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : اَبْدَعْتَ. يَكْحِىْ. حَوَيْتُ. جَنَيْتُ. خَالَتْ.

ج. اَلْاَصْمَعِىُّ وَالْكُمَيْتُ مَنْ هُمَا؟ اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِمَا.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة السادسة المراغية

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

ষষ্ঠ মাকামায় আল্লামা হারীরী একটি বিশেষ আলঙ্কারিক পত্র রচনা করেছেন। পত্রটির প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতাযুক্ত হরফ নেই, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতাবিশিষ্ট। এ পত্রটি এ মাকামার কেন্দ্রীয় বস্তু। এ মাকামার কাহিনীর বিবরণ এ রকম : হারিস ইবনে হাম্মাম একটি সাহিত্য মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই মজলিসে এ আলোচনা উঠল যে, বর্তমানকালের যত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ রয়েছেন তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তী ভাষাবিদদের অন্ধানুসারী। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন ধাঁচের কোনো সাহিত্য-শাখা সৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখেন না। মজলিসটির এক কোণে একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাদের বক্তব্যের সাথে একমত নই। কেননা এ যুগেও এমন ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁরা সাহিত্যের সর্বশাখায় বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সে লোকটি কে? লোকটি উত্তরে বললেন, আমি। তখন লোকেরা পরামর্শ করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একজন দক্ষ লোক নিযুক্ত করল। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যদি সত্য দাবি করে থাকেন তবে এমন একটি পত্র রচনা করুন, যার প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতাবিশিষ্ট হরফ থাকবে না, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফে নুকতা থাকবে। লোকটি একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, দোয়াত-কলম নিয়ে আসুন এবং লিখুন! এ বলে তিনি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে পত্রখানি লিখিয়ে দিলেন।

এ বিস্ময়কর পত্র রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর লোকেরা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতায় উত্তর দেন যে, আমি আবূ যায়েদ সারুজী। দেশের শাসনকর্তার কাছে তাঁর এ বিস্ময়কর প্রতিভার কথা পৌঁছলে তাঁকে জাতীয় সাহিত্যসভার প্রধান দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি মুক্তভাবে শহরে বন্দরে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। কেননা রাজাবাদশাহদের যেমন ক্ষমতার কোনো স্থায়িত্ব নেই, তেমনি তাদের মেজাজমর্জিরও ঠিকানা নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

اَلْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ الْمَرَاغِيَّةُ

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : حَضَرْتُ دِيْوَانَ النَّظَرِ بِالْمَرَاغَةِ، وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ الْبَلَاغَةِ، فَأَجْمَعَ مَنْ حَضَرَ مِنْ فُرْسَانِ الْيَرَاعَةِ ، وَأَرْبَابِ الْبَرَاعَةِ، عَلٰى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُنَقِّحُ الْإِنْشَاءَ، وَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَا خَلَفَ، بَعْدَ السَّلَفِ، مَنْ يَبْتَدِعُ طَرِيْقَةً غَرَّاءَ، أَوْ يَفْتَرِعُ رِسَالَةً عَذْرَاءَ ـ

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ননা করেন. তিনি বলেন : আমি মারাগার এক আলোচনা সভায় হাজির হলাম। সেখানে সাহিত্যালংকারের আলোচনা চলছিল। তখন যে সব কলম সৈনিক ও গুণ-গরিমার অধিকারী লোকজন উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে এবং তাতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করবে এমন ব্যক্তি এখন নেই। পূর্ববর্তী লোকদের পর যে চমকপ্রদ পন্থা উদ্ভাবন করবে অথবা নতুন কোনো পুস্তিকা রচনা করবে এরূপ ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ ষষ্ঠ মাকামা اَلْمَرَاغِيَّةُ মারাগার গল্প رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন حَضَرْتُ আমি হাজির হলাম دِيْوَانَ النَّظَرِ এক আলোচনা সভায় بِالْمَرَاغَةِ মারাগার وَقَدْ جَرَى সেখানে চলছিল ذِكْرُ আলোচনা اَلْبَلَاغَةِ সাহিত্যালংকারে فَأَجْمَعَ তখন এ ব্যাপারে একমত হলেন مَنْ حَضَرَ যারা উপস্থিত হয়েছিলেন فُرْسَانِ الْيَرَاعَةِ কলম সৈনিক وَأَرْبَابِ এবং অধিকারী اَلْبَرَاعَةِ গুণ-গরিমা عَلٰى أَنَّهُ এ ব্যাপারে যে لَمْ يَبْقَ অবশিষ্ট নেই مَنْ يُنَقِّحُ الْإِنْشَاءَ যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে وَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবে كَيْفَ يَشَاءُ যথেচ্ছা وَلَا خَلَفَ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়নি بَعْدَ السَّلَفِ পূর্ববর্তী লোকদের পরে مَنْ يَبْتَدِعُ যে উদ্ভাবন করবে طَرِيْقَةً পন্থা غَرَّاءَ চমকপ্রদ أَوْ অথবা يَفْتَرِعُ রচনা করবে رِسَالَةً কোনো পুস্তক عَذْرَاءَ নতুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَوَى : বর্ণনা করলেন [করেন]।

(ض) رِوَايَةً : বর্ণনা করা।

حَضَرْتُ : আমি হাজির হলাম।

(ن) حُضُوْرًا : হাজির হওয়া।

دِيْوَانٌ : (ج) دَوَاوِيْنُ، دَيَاوِيْنُ : সভা, মজলিস, অফিস, কাব্যসমগ্র।

اَلنَّظَرُ (ن) مصـ : গভীরভাবে দেখা, চিন্তা ভাবনা করা, তাকানো।

فِى الْقُرْآنِ : أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .

مُرَادِفٌ : اَلتَّأَمُّلُ/اَلْإِبْصَارُ

دِيْوَانُ النَّظَرِ : গবেষণাগার, আলোচনা সভা।

اَلْمَرَاغَةُ : আজারবাইজানের একটি বিখ্যাত শহর।

قَدْ جَرَى : চলেছে, [চলছিল]।

(ض) جَرْيًا، جِرْيَانًا : চলা। প্রবাহিত হওয়া।

ذِكْرٌ (ن) مصـ : আলোচনা করা, স্মরণ করা।

ذِكْرٌ (ج) أَذْكَارٌ : আলোচনা, স্মরণ।

اَلْبَلَاغَةُ : সাহিত্যালঙ্কার।

اَلْبَلَاغَةُ : অলঙ্কার শাস্ত্র।

اَلْبَلَاغَةُ (ك) مصـ : ভাষাপণ্ডিত হওয়া।

أَجْمَعَ : একমত হলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْتِعَال) اِجْمَاعًا : একমত হওয়া।

مُرَادِف : اِتَّفَقَ ، ضِد : تَفَرَّقَ/اِخْتَلَفَ

مَنْ حَضَرَ : যারা/যে-সব উপস্থিত হলেন, [-হয়েছিলেন]।

(ن) حُضُوْرًا : উপস্থিত হওয়া।

(ج) فُرْسَانٌ، فَوَارِسُ، (و) فَارِسٌ : অশ্বারোহী সৈনিক।

فِى الْحَدِيْثِ : فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا .

مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ س) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : خَيَّالٌ ، ضد : رَجِلٌ

اَلْيَرَاعَةُ : (ج) يَرَاعٌ : ঝাড়। জোনাকি। বাঁশ। নির্বোধ। উটপাখি। ভীত। কলম। বাঁশী।

مَادَّةٌ : (ى ـ ر ـ ع) ، جِنْس : مِثَال يَائِى

مُرَادِف : قَلَمٌ .

(ج) أَرْبَابٌ، رُبُوْبٌ،(و) رَبٌّ (صف، مذ) : নেতা। মালিক। পালনকর্তা। কর্তা। অভিভাবক। আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম।

(ن) رَبًّا : লালন পালন করা।

فِى الْقُرْآنِ : قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .

مَادَّةٌ : (ر ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : مَالِكٌ

اَلْبَرَاعَةُ وَالْبُرُوْعُ (ن، ك، س) مصـ : গুণ-গরিমায় পূর্ণাঙ্গ/অগ্রণী হওয়া।

(تَفَعُّل) تَبَرُّعًا : সদকা করা।

مَادَّةٌ : (ب ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَضِيْلَةُ

أَرْبَابُ الْبَرَاعَةِ : গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

عَلٰى أَنْ ("عَلٰى" حَرْفُ الْجَرِّ بَعْدَهُ "أن") : এ ব্যাপারে।

لَمْ يَبْقَ : অবশিষ্ট নেই।

(س) بَقَاءً، (ض) بَقْيًا : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।

مَنْ يُنَقِّحُ : যে পরিচ্ছন্ন করবে।

(تَفْعِيْل) تَنْقِيْحًا، (ف) نَقْحًا : পরিমার্জন করা। পরিচ্ছন্ন করা। সংশোধন করা।

مَادَّة : (ن ـ ق ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : يُهَذِّبُ

اَلْإِنْشَاءُ (إِفْعَال) مصـ : রচনা করা। সৃষ্টি করা।

يَتَصَرَّفُ : হস্তক্ষেপ করবে, পরিবর্তন করবে।

تفعّل تَصَرُّفًا : হস্তক্ষেপ করা।

مُرَادِف : يَتَحَكَّمُ .

كَيْفَ يَشَاءُ : যেভাবে ইচ্ছা করবে, [যথেচ্ছা]।

(ف) شَيْئًا، مَشِيْئَةً : ইচ্ছা করা, চাওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

مَادَّة : (ش ـ ى ـ ء)، جِنْس : (اَجْوَف يَائِى وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : يُرِيْدُ

لَا خَلَفَ : স্থলাভিষিক্ত হয় নি।

(ن) خِلَافَةً : স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْلَافًا : স্থলাভিষিক্ত বানানো।

فِى الْقُرْآنِ : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ .

مُرَادِف : نَابَ .

اَلسَّلَفُ : (ج) أَسْلَافٌ : পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা।

فِى الْقُرْآنِ : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا .

مُرَادِف : اَلْمُتَقَادِمُ .

مَنْ يَبْتَدِعُ : যে উদ্ভাবন করবে।

(اِفْتِعَال) اِبْتِدَاعًا : উদ্ভাবন করা।

مُرَادِف : يَخْتَرِعُ

طَرِيْقَةٌ : (ج) طَرَائِقُ : পন্থা।

مُرَادِف : سَبِيْلٌ .

(مؤ) غَرَّاءُ، (مذ) أَغَرُّ،(ج) غُرٌّ، غُرَّانٌ : সুন্দর, চমকপ্রদ।

مُرَادِف : وَامِضَةٌ .

يَفْتَرِعُ : নতুন করে করবে। উদ্ভাবন করবে।

(اِفْتِعَال) اِفْتِرَاعًا - اَلْأَمْرَ : নতুন করে শুরু করা।

- اَلْكِتَابَ : নতুন আঙ্গিকে গ্রন্থ রচনা করা।

- اَلْبِكْرَ : সতীচ্ছদ বিদীর্ণ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَادَّهْ : (ف . ر . ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : يَفْتَض

رِسَالَةً : (ج) رَسَائِلُ : । পুস্তিকা। ছোট বই। চিঠি।

فِى الْقُرْآنِ : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ .

مَادَّهْ : (ر . س . ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفْ : صَحِيْفَةً

عَذْرَاءُ : (ج) عَذَارَى، عَذَارِىْ، عَذْرَوَاتٌ : । কুমারী। নতুন। ছিদ্রহীন মুক্তা।

فِى الْحَدِيْثِ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ .

مُرَادِفٌ : اَلْبِكْرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ الْبَلَاغَةِ :

وَاوحَالِيَه এ বাক্যটি دِيْوَانَ النَّظْرِ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ : يَتَصَرَّفُ كَيْفَ يَشَاءُ :

كَيْفَ مَحَلاً مَنْصُوْبٌ بِنَاءً عَلَى حَالٍ ، وَذُو الْحَالِ ضَمِيْر فَاعِل فِى يَتَصَرَّفُ .

قَوْلُهُ : وَلَا خَلَفَ :

পূর্বে উল্লিখিত لَمْ يَبْقَ বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَنْ يَبْتَدِعُ :

এ বাক্যটি خَلَفْ ফেয়েলের فَاعِل।

বালাগাত

قَوْلُهُ : رِسَالَة عَذْرَاء :

এখানে عَذْرَاء -কে- رِسَالَةً অর্থাৎ কুমারী রমণীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে এবং أَدَاةُ تَشْبِيْه হযফ করে দেওয়া হয়েছে। এটি মূলত رِسَالَةً كَعَذْرَاءَ ছিল। সুতরাং أَدَاةُ تَشْبِيْه হযরফ করে দেওয়ায় এখানে تَشْبِيْه مُؤَكَّد হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَأَنَّ الْمُفْلِقَ مِنْ كُتَّابِ هٰذَا الْأَوَانِ الْمُتَمَكِّنَ مِنْ أَزِمَّةِ الْبَيَانِ، كَالْعِيَالِ عَلَى الْأَوَائِلِ، وَلَوْ مَلَكَ فَصَاحَةَ سَحْبَانِ وَائِلٍ وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ كَهْلٌ جَالِسٌ فِي الْحَاشِيَةِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الْحَاشِيَةِ، فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ الْقَوْمُ فِي شَوْطِهِمْ، وَنَثَرُوا الْعَجْوَةَ وَالنَّجْوَةَ مِنْ نَوْطِهِمْ، يُنْبِئُ تَخَازُرَ طَرْفِهِ، وَتَشَامُخَ أَنْفِهِ، أَنَّهُ مُخْرَنْبِقٌ لِيَنْبَاعَ ـ

অনুবাদ : এবং এ যুগের লেখকদের মধ্যে সুদক্ষ লেখক এবং বাগ্মিতার লাগামের অধিকারী ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের মুখাপেক্ষীর মতো; যদিও সে সাহবান ওয়ায়েলের[১] বাগ্মিতার অধিকারী হয়। তখন মজলিসের কেনারায় কর্মচারীদের দাঁড়াবার জায়গায় এক প্রৌঢ় বয়সী ব্যক্তি বসা ছিল। অতঃপর যখন লোকজন তাদের ঘুরপাকে অনেক দূরে সরে গেল এবং তারা তাদের ঝুড়ি থেকে উন্নত মানের খেজুর ও নিম্নমানের খেজুর ছড়াল, তখন তার পলকের সংকোচন ও তার নাসিকার উত্থান [সবাইকে] অবহিত করছিল যে, সে আক্রমণের অপেক্ষায় প্রস্তুত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَنَّ الْمُفْلِقَ এবং সুদক্ষ লেখক مِنْ كُتَّابِ লেখকদের মধ্যে هٰذَا الْأَوَانِ এ যুগের الْمُتَمَكِّنَ অধিকারী ব্যক্তি أَزِمَّةِ الْبَيَانِ বাগ্মিতার লাগাম كَالْعِيَالِ মুখাপেক্ষীর মতো عَلَى الْأَوَائِلِ পূর্ববর্তীদের সামনে وَلَوْ مَلَكَ যদিও সে অধিকারী হয় فَصَاحَةَ বাগ্মিতা سَحْبَانِ وَائِلٍ সাহবান ওয়ায়েল وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ তখন মজলিসে ছিল كَهْلٌ প্রৌঢ় বয়সী এক ব্যক্তি جَالِسٌ বসা فِي الْحَاشِيَةِ কিনারায় عِنْدَ مَوَاقِفِ দাঁড়াবার জায়গায় الْحَاشِيَةِ কর্মচারী فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ الْقَوْمُ অতঃপর লোকজন যখন অনেক দূরে সরে গেল فِي شَوْطِهِمْ তাদের ঘুরপাকে وَنَثَرُوا এবং তারা ছড়াল الْعَجْوَةَ উন্নতমানের খেজুর وَالنَّجْوَةَ নিম্নমানের খেজুর مِنْ نَوْطِهِمْ তাদের ঝুড়ি থেকে يُنْبِئُ তখন অবহিত করছিল تَخَازُرَ طَرْفِهِ তার পলকের সংকোচন وَتَشَامُخَ এবং উত্থান أَنْفِهِ তার নাসিকা أَنَّهُ مُخْرَنْبِقٌ সে প্রস্তুত لِيَنْبَاعَ আক্রমণ করার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) اَلْمُفْلِقُ (فا، مذ) : সুদক্ষ।
(ض) فَلْقًا : বিদীর্ণ করা।
(افعال) إِفْلَاقًا - بِالْأَمْرِ : সুদক্ষ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ
مَادَّة : (ف ـ ل ـ ق) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : حَاذِقٌ
(ج) كُتَّابٌ، كَتَبَةٌ، كَاتِبُونَ، (و) كَاتِبٌ : লেখক, রচয়িতা।
مُرَادِف : اَلْمُنْشِئُ
اَلْأَوَانُ : (ج) أَوِنَةٌ : কাল, যুগ, সময়।
مَادَّة : (أ ـ و ـ ن)، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز فَاء وَأَجْوَف وَاوِي)
مُرَادِف : حِيْنٌ
اَلْمُتَمَكِّنُ (فا، مذ) : সফল, সমর্থ, অধিকারী।
(تفعّل) تَمَكُّنًا : সক্ষম হওয়া।

مُرَادِف : اَلْمُسْتَطِيعُ/اَلْقَادِرُ ، ضِد : اَلْعَاجِزُ
(ج) أَزِمَّةٌ، (و) زِمَامٌ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর।
مَادَّة : (ز ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف : لِجَامٌ
اَلْبَيَانُ : বর্ণনা। বাগ্মিতা, ভাষা।
اَلْبَيَانُ (ض) مصـ : স্পষ্ট হওয়া বা করা।
(ج) عِيَالٌ، عَيَائِلُ، عَالَةٌ (و) اَلْعَيِّلُ : পরিবার-পরিজন, [এখানে রূপক অর্থে, মুখাপেক্ষী]।
فِي الْحَدِيْثِ : اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ ـ
مَادَّة : (ع ـ ي ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي
مُرَادِف : اَلْمُحْتَاجُ ـ
(ج) أَوَائِلُ ، أُوَالٍ ، أَوَّلُونَ، (و) أَوَّلُ : প্রথম, পূর্ববর্তী।
فِي الْقُرْآنِ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ـ

১. সাহবান ওয়ায়েলের পরিচয় পঞ্চম মাকামার শুরুতে লিপিবদ্ধ টীকা দ্রষ্টব্য।

مَادَّة : (أ - و - ل) ، جِنس : مُرَكَّب (مَهمُوز فَاء، وَاَجْوف وَاوِى)

مُرَادِف : اَلْمُتَقَدِّم

وَلَوْ مَلَكَ : যদিও অধিকারী হয়।

(ض) مِلْكًا، مَمْلَكَةً : মালিক হওয়া। অধিকারী হওয়া।

فَصَاحَةً (ك) مص : বাগ্মী হওয়া।

فَصَاحَةً : বাগ্মিতা।

(افعال) إِفْصَاحًا : বিশুদ্ধভাষী হওয়া।

مَادَّة : (ف - ص - ح) ، جِنس : صَحِيح، مُرَادِف : بَيَانٌ

سَحْبَانُ وَائِلٍ : একজন খ্যাতনামা বাগ্মীর নাম।

اَلْمَجْلِسُ : (ج) مَجَالِسُ : মজলিস, সভা।

فِى الْقُرْآنِ : وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجَالِسِ.

مُرَادِف : نَادٍ/مَجْمَعٌ

كَهْلٌ : (ج) كَهْلُوْنَ، كُهُولٌ، كِهَالٌ، كَهْلَانٌ، كُهَّلٌ : প্রৌঢ় বয়সী ব্যক্তি। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ মতান্তরে চৌত্রিশ থেকে একান্ন বছর বয়সী মানুষ।

مَادَّة : (ك - ه - ل) ، جِنس : صَحِيح

جَالِسٌ : (ج) جُلُوسٌ، جُلَّاسٌ : উপবিষ্ট, বসা।

١. اَلْحَاشِيَةُ (ج) حَوَاشٍ (حَوَاشِىْ) : কেনারা, টীকা।

قَالَ الشَّاعِرُ ع جَلَّلْتُهَا وَالْآخَرُ الْحَوَاشِيَا.

مَادَّة : (ح - و - ش)، جِنس : اَجْوف وَاوِى

مُرَادِف : جَانِبٌ

(ج) مَوَاقِفُ، (و) مَوْقِفٌ : দাঁড়াবার জায়গা।

٢. اَلْحَاشِيَةُ (ج) حَوَاشٍ : আপনজন, কাছের লোকজন, [এখানে- কর্মচারী]।

مُرَادِف : اَلْخَادِمُ

شَطَّ : দূরে সরে গেল।

(ن - ض) شَطًّا ، شُطُوطًا : দূরে সরা, দূরে সরানো।

(ض) شَطَطًا : সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ

مَادَّة : (ش - ط - ط) ، جِنس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : بَعُدَ

اَلْقَوْمُ : (ج) أَقْوَامٌ، أَقَاوِمُ، أَقَائِمُ، أَقَاوِيمُ : লোকজন, সম্প্রদায়।

شَوْطٌ : ঘুরপাক, চক্কর।

شَوْطٌ (ن) مص : প্রদক্ষিণ করা, চক্কর দেওয়া।

فِى الْحَدِيْثِ : فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.

مَادَّة : (ش - و - ط) ، جِنس : اَجْوف وَاوِى

مُرَادِف : جَوْلَانٌ/دَوْرَةٌ

نَثَرُوا : ছড়াল, [ছড়াতে লাগল]।

(ن - ض) نَثْرًا : ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা।

(تفعل) تَنَثُّرًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া। [এখানে কথাবলা]।

مَادَّة : (ن - ث - ر) ، جِنس : صَحِيح، مُرَادِف : اَلْقَوْا

اَلْعَجْوَةُ (وَالْعَجَاوَةُ) : উন্নতমানের খেজুর।

فِى الْحَدِيْثِ : اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ.

مَادَّة : (ع - ج - و) ، جِنس : نَاقِص وَاوِى

اَلنَّجْوَةُ : নিম্নমানের খেজুর।

ماده : (ن - ج - و) ، جِنس : نَاقِص وَاوِى

نَوْطٌ : (ج) أَنْوَاطٌ ، نِيَاطٌ : টুকরি, ঝুড়ি, থলি।

مَادَّة : (ن - و - ط) ، جِنس : اَجْوف وَاوِى

مُرَادِف : وِعَاءٌ

كَانَ يُنَبِّئُ : অবহিত করছিল।

(افعال) إِنْبَاءً، (تفعيل) تَنْبِيأً : অবহিত করা, সংবাদ দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : نَبِّئْ عِبَادِىْ أَنِّىْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

مُرَادِف : يُخْبِرُ

تَخَازُرٌ (تفاعل) مص : দৃষ্টি প্রখর করার উদ্দেশ্যে চোখের পলক সংকুচিত করা।

(ن) خَزْرًا : চোখের কোনো দিয়ে তাকানো।

مَادَّة : (خ - ز - ر) ، جِنس : صَحِيح

مُرَادِف : اَمْعَانٌ

طَرْفٌ : (ج) أَطْرَافٌ : চক্ষু। যে কোনো বস্তুর কেনারা। সীমা।

تَشَامُخٌ (تفاعل) مص : উঁচু হওয়া, উত্থিত হওয়া। অহংকার করা। উন্নাসিকতা প্রদর্শন করা।

فِى الْحَدِيْثِ : فَشَمَخَ بِأَنْفِهِ.

مَادَّة : (ش - م - خ) ، جِنس : صَحِيح

مُرَادِف : اِرْتِفَاعٌ/تَكَبُّرٌ

أَنْفٌ : (ج) آنَافٌ ، أُنُوفٌ ، آنُفٌ : নাক, নাসিকা।

فِى الْقُرْآنِ : وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

مُخْرَنْبِقٌ (فا، مذ) : প্রস্তুতিমূলক মাথা নিচুকারী, প্রস্তুত।

(افعنلال) اِخْرِنْبَاقًا : মাথা ঝুকানো, প্রস্তুত হওয়া।

مَادَّة : (خ - ر - ب - ق) ، جِنس : صَحِيح

مُرَادِف : مُطْرِقٌ/مُتَهَيِّئٌ

لِيَنْبَاعَ : সম্প্রসারিতহওয়ার জন্য। আক্রমণ করার জন্য।

(انفعال) اِنْبِيَاعًا : লম্ফঝম্প দেওয়ার জন্য সম্প্রসারিত হওয়া।

مَادَّة : (ب - و - ع)، جِنس : اَجْوف وَاوِى

مُرَادِف : يَنْهَضُ/يَمْتَدُّ ، ضِد : يَنْقَبِضُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمُجْرَمِّزٌ سَيَمُدُّ الْبَاعَ، وَنَابِضٌ يَبْرِى النِّبَالَ، وَرَابِضٌ يَبْغِى النِّضَالَ. فَلَمَّا نُثِلَتِ الْكَنَائِنُ، وَفَاءَتِ السَّكَائِنُ، وَرَكَدَتِ الزَّعَازِعُ، وَكَفَّ الْمُنَازِعُ، وَسَكَنَتِ الزَّمَاجِرُ، وَسَكَتَ الْمَزْجُورُ وَالزَّاجِرُ، أَقْبَلَ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، وَجُزْتُمْ عَنِ الْقَصْدِ جِدًّا، وَعَظَّمْتُمُ الْعِظَامَ الرُّفَاتِ، وَافْتَتُّمْ فِى الْمَيْلِ إِلَى مَنْ فَاتَ.

অনুবাদ : এবং হস্তপদসংকুচিত, অনতি বিলম্বে সে দু'হাত সম্প্রসারিত করবে এবং উত্তেজিত, সে তীরগুলো প্রস্তুত করছে এবং হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট, সে তীর নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে। অতঃপর যখন তূণীর ঝেড়ে ফেলা হলো, নীরবতা ফিরে এলো, প্রবল বায়ু থেমে গেল, বিতর্ককারী বিরত হলো, উচ্চৈঃস্বরের হৈ হল্লা বন্ধ হয়ে গেল এবং ধমকপ্রাপ্ত ও ধমকদাতা চুপ করে গেল তখন সে [সভাস্থ] লোকদের প্রতি অভিমুখী হয়ে বলল, অবশ্যই তোমরা একটি অনভিপ্রেত বিষয় টেনে এনেছে এবং তোমরা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছ নিশ্চয়। তোমরা পুরানো বিচূর্ণ হাড়রাজিকে মর্যাদা দিয়েছ এবং যারা মৃত্যু বরণ করেছে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمُجْرَمِّزٌ এবং হস্তপদ সংকুচিত سَيَمُدُّ অনতিবিলম্বে সে প্রসারিত করবে الْبَاعَ দু'হাত وَنَابِضٌ এবং উত্তেজিত يَبْرِى সে প্রস্তুত করছে النِّبَالَ তীরগুলো وَرَابِضٌ এবং হাঁটু গেঁড়ে উপবিষ্ট يَبْغِى সে চাচ্ছে نُثِلَتْ ঝেড়ে ফেলা হলো الْكَنَائِنُ তূনীর وَفَاءَتِ ফিরে এলো السَّكَائِنُ নীরবতা رَكَدَتْ থেমে গেল الزَّعَازِعُ প্রবল বায়ু وَكَفَّ বিরত হলো الْمُنَازِعُ বিতর্ককারী سَكَنَتْ বন্ধ হয়ে গেল الزَّمَاجِرُ উচ্চৈঃস্বরের হৈ হল্লা سَكَتَ চুপ করে গেল الْمَزْجُورُ ধমকপ্রাপ্ত وَالزَّاجِرُ ও ধমকদাতা أَقْبَلَ তখন সে অভিমুখী হয়ে عَلَى الْجَمَاعَةِ লোকদের প্রতি وَقَالَ এবং বলল لَقَدْ جِئْتُمْ অবশ্যই তোমরা টেনে এনেছ شَيْئًا إِدًّا একটি অনভিপ্রেত বিষয় وَجُزْتُمْ এবং তোমরা দূরে সরে পড়েছ عَنِ الْقَصْدِ সরলপথ থেকে جِدًّا নিশ্চয়ই عَظَّمْتُمْ তোমরা মর্যাদা দিয়েছ الْعِظَامَ হাড়রাজি الرُّفَاتِ পুরানো বিচূর্ণ وَافْتَتُّمْ এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছ فِى الْمَيْلِ আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে إِلَى مَنْ তাদের প্রতি যারা فَاتَ মৃত্যুবরণ করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُجْرَمِّزٌ (أصله مُجْرَنْمِزٌ) (فا، مذ) : হস্তপদসংকুচিত।

(إفعنلال) اِجْرِمَّازًا : হস্তপদ সংকুচিত করা।

مَادَّة : (ج ـ ر ـ م ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُنْقَبِضٌ ، ضِد : مَادٌّ/بَاسِطٌ

(سَ) يَمُدُّ : [অনতি বিলম্বে] সম্প্রসারিত করবে।

(ن) مَدًّا : সম্প্রসারিত করা।

اَلْبَاعُ : (ج) أَبْوَاعٌ : দুই হাতকে ডানে বামে সম্প্রসারিত করার পর এক হাতের তালু থেকে আপর হাতের তালু পর্যন্ত দূরত্ব।

مَادَّة : (ب ـ و ـ ع) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : اَلْيَدُ

نَابِضٌ (فا، مذ) : উত্তেজিত।

(ض) نَبْضًا، نَبَضَانًا - اَلْعِرْقُ : সঞ্চলিত হওয়া।

(ن) نُبُوْضًا - اَلْمَاءُ : প্রবাহিত হওয়া বা গভীরে যাওয়া।

مُرَادِف : مُتَحَرِّكٌ/ مُضْطَرِبٌ

يَبْرِى : [তীর বা কলম] তৈরি করছে, প্রস্তুত করছে।

(ض) بَرْيًا ـ (السَّهْمَ أَوِ الْقَلَمَ) : [তীর বা কলম] প্রস্তুত করা।

(ج) نِبَالٌ، أَنْبَالٌ، نِبْلَانٌ، (و) اَلنَّبْلُ : তীর, বাণ, শর।

مَادَّة : (ن ـ ب ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلسَّهْمُ

رَابِضٌ (فا، مذ) : হাঁটু গেঁড়ে উপবিষ্ট।

(ن ـ ض) رَبْضًا، رُبُوْضًا : হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট হওয়া।

(ن، ض) رَبْضًا، رُبُوْضًا - فُلَانًا اَوِ الْمَكَانَ : আশ্রয় নেওয়া।

مُرَادِف : اِمْتَنَعَ

اَلْمُنَازِعُ (فا، مذ) : : বিতর্ককারী ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُنَازَعَةً : : ঝগড়াবিবাদ করা, বিতর্ক করা ।

(ض) نَزْعًا : : খুলে ফেলা, সরানো ।

مَادَّة : (ن ـ ز ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُجَادِلُ

سَكَنَتْ : : নিস্তব্ধ হয়ে গেল । বন্ধ হয়ে গেল ।

(ن) سُكُوْنًا : : স্থির/ নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া ।

مُرَادِف : هَدَأَتْ ، ضِد : صَخِبَتْ

(ج) زَمَاجِرُ، زَمَاجِيْرُ، (و) اَلزَّمْجَرَةُ : : আওয়াজ, হৈ হল্লা ।

مَادَّة : (ز ـ م ـ ج ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

سَكَتَ : : চুপ করল, চুপ করে গেল ।

(ن) سُكُوْتًا : : চুপ করা, নিস্তব্ধ হওয়া ।

(اِفْعَال) اِسْكَاتًا : : চুপ করানো ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ .

مُرَادِف : صَمَتَ

اَلْمَزْجُوْرُ (مف، مذ) : : ধমকপ্রাপ্ত, ধমক খাওয়া ।

(ن) زَجْرًا : : ধমক দেওয়া । সতর্ক করা ।

(اِنْفِعَال) اِنْزِجَارًا : : বিরত থাকা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ .

مَادَّة : (ز ـ ج ـ ر) ، مَادَّة : صَحِيْح

مُرَادِف : مُهَدَّدٌ

اَلزَّاجِرُ (فا، مذ) : : ধমকদাতা ।

مُرَادِف : مُوَبِّخٌ

أَقْبَلَ : : সে অভিমুখী হলো ।

(اِفْعَال) اِقْبَالًا : : অভিমুখী হওয়া ।

اَلْجَمَاعَةُ :(ج) جَمَاعَاتٌ : : লোকজন, সমবেত লোকজন ।

وَأَقْبَلَ .... وَقَالَ : : সে অভিমুখী হয়ে বলল ।

لَقَدْ جِئْتُمْ : : অবশ্যই তোমরা এসেছ ।

(ض) مَجِيْئًا، مَجِيْئَةً : : আসা, আগমন করা ।

مَادَّة : (ج ـ ي ـ ء)، جِنْس : مُرَكَّبٌ (اَجْوَفْ يَائِيْ وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : أَتَيْتُمْ

مَادَّة : (ر ـ ب ـ ض) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : لَاطِئٌ (بِالْاَرْضِ)

يَبْغِيْ : : চাচ্ছে, ইচ্ছা করছে ।

(ض) بَغْيًا ، بُغَاءً ، بُغًى : : খোঁজা । পেতে চাওয়া ।

اَلنِّضَالُ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : : পরস্পরে তীর নিক্ষেপ করা ।

(ن) نَضْلًا - ه : : তীর নিক্ষেপ অগ্রবর্তী হওয়া ।

مَادَّة : (ن ـ ض ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُرَامَاةُ .

نُثِلَتْ (مج) : : ঝেড়ে ফেলা হলো, খালি করা হলো ।

(ن،ض) نَثْلًا - اَلْجِرَابَ : : ঝেড়ে ফেলা । খালি করা ।

- اَلْبِئْرَ : : কূপ থেকে মাটি বের করা ।

مَادَّة : (ن ـ ث ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِنْفَضَتْ

(ج) كَنَائِنُ، كِنَانَاتٌ، (و) اَلْكِنَانَةُ : : তূণ, তূণীর, তীরদান, তীরের থলি ।

مَادَّة : (ك ـ ن ـ ن) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِيْ

مُرَادِف : اَلْجُعْبَةُ .

فَاءَتْ : : ফিরে এলো, প্রত্যাবর্তন করল ।

(ض) فَيْئًا ، فُيُوْءًا : : প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা ।

(اِفْعَال) إِفَاءَةً - اَللّٰهُ عَلَيْهِ : : গনিমত দান করা ।

فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى تَفِيْئَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ .

مَادَّة : (ف ـ ي ـ ء)، جِنْس : مُرَكَّبٌ (اَجْوَفْ يَائِيْ وَمَهْمُوْز لَام)

مُرَادِف : رَجَعَتْ

(ج) اَلسَّكَائِنُ، (و) سَكِيْنَةٌ : : স্থৈর্য, স্থিরতা, নীরবতা ।

مَادَّة : (س ـ ك ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْهُدُوْءُ ، ضِد : اَلزَّمَاجِرُ

رَكَدَتْ : : থেমে গেলো ।

(ن) رُكُوْدًا - اَلرِّيْحُ : : বায়ু থেমে যাওয়া ।

(ج) زَعَازِعُ، (و) زَعْزَعٌ ، زَعْزَعَةٌ : : প্রবল বায়ু, ঝঞ্ঝা বায়ু ।

كَفَّ : : বিরত হলো ।

(ن) كَفًّا : : বিরত থাকা ।

مَادَّة : (ك ـ ف ـ ف) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِيْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا : অবশ্যই তোমরা একটি বিষয় নিয়ে এসেছে, টেনে এনেছে।

شَيْئٌ : (ج) أَشْيَاءُ ، (جج) أَشَاوِي ، أَشْيَاوَاتٌ ، أَشَاوَاتٌ ، أَشَايَا : বস্তু।

إِدٌّ ، إِدَّةٌ : (ج) إِدَدٌ ، إِدَادٌ : কঠিন কাজ, বিপদ, অনভিপ্রেত।

(ن ، ض) إِدًّا – اَلْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا .

مَادَّةٌ : (أ ـ د ـ د) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزُ فَاءٍ وَمُضَاعَفُ ثُلَاثِي)

مُرَادِفٌ : مُنْكَرًا / فَظِيعًا

جُزْتُمْ : তোমরা অতিক্রম করে ফেলেছ। দূরে সরে পড়েছ।

(ن) جَوْزًا ، جُؤُوزًا : দূরে সরা। অতিক্রম করা।

(تفاعل) تَجَاوُزًا – عَنْهُ : ক্ষমা করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهُمْ .

مَادَّةٌ : (ج ـ و ـ ز) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي

مُرَادِفٌ : مَرَرْتُمْ / بَعُدْتُمْ

اَلْقَصْدُ : মধ্যপন্থা, সরল পথ।

اَلْقَصْدُ (ض) مصـ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

مُرَادِفٌ : اَلْاِعْتِدَالُ ، ضِدٌّ : اَلْإِفْرَاطُ / اَلتَّفْرِيطُ

جِدٌّ (ض – ن) مصـ : চেষ্টা করা। যাচাই করা। যথার্থ হওয়া। ভালো হওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

مُرَادِفٌ : كَثِيرًا / حَقًّا

عَظَّمْتُمْ : সম্মান করেছ, মর্যাদা দিয়েছ।

(تفعيل) تَعْظِيمًا : বড় মনে করা, সম্মান করা।

مَادَّةٌ : (ع ـ ظ ـ م) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : أَكْرَمْتُمْ / كَبَّرْتُمْ ، ضِدٌّ : غَمَصْتُمْ

(ج) عِظَامٌ ، أَعْظُمٌ ، عِظَامَةٌ ، (و) اَلْعَظْمُ : হাড়, অস্থি।

اَلرُّفَاتُ (صف) (يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ) : পুরোনো বিচূর্ণিত বস্তু, চূর্ণবিচূর্ণ।

(ن ، ض) رَفْتًا : চূর্ণবিচূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا .

مَادَّةٌ : (ر ـ ف ـ ت) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : اَلْبَالِيَةُ .

اِنْبَتُّمْ - إِلَى : তোমরা মাত্রা অতিক্রম করেছ। সীমা লঙ্ঘন করেছ।

(انفعال) اِنْبِتَاتًا – إِلَى الْأَمْرِ : সীমালঙ্ঘন করা।

مَادَّةٌ : (ب ـ و ـ ت) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِي

مُرَادِفٌ : اِعْتَدَيْتُمْ ، ضِدٌّ : أَعْدَلْتُمْ

اَلْمَيْلُ (ض) مصـ – إِلَى الْأَمْرِ : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلرَّغْبَةُ

فَاتَ : অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে। হারিয়ে গেছে।

(ن) فَوْتًا ، فَوَاتًا : অতিবাহিত হওয়া। হারিয়ে যাওয়া। মৃত্যুবরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ .

مَادَّةٌ : (ف ـ و ـ ت) ، مُرَادِفٌ : مَاتَ / مَضَى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَقْبَلَ عَلَى الْجَمَاعَةِ :

এ জুমলাটি পূর্ববর্তী لَمَّا-এর জওয়াব।

قَوْلُهُ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا :

এ জুমলাটি وَاللّٰهِ কসম মাহযূফের جَوَابُ قَسَمٍ - شَيْئًا মাউসূফ إِدًّا সিফাত।

قَوْلُهُ : جُزْتُمْ عَنِ الْقَصْدِ جِدًّا :

جَوْزًا মাউসূফ মাহযূফ এবং جِدًّا তার সিফাত। অতঃপর সিফাত ও মাওসূফ মিলে جُزْتُمْ ফেয়েলের مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَثَلْتِ الْكَنَائِنَ :

এ বাক্যে মানুষের মেধাকে (اَلْكَنَائِنَ) তূণীরের সাথে تَشْبِيهٌ দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : رَكَدَتِ الزَّعَازِعُ :

এখানে পরস্পর আলোচনার তীব্রতাকে (زَعَازِعُ) ঝঞ্ঝা বায়ুর সাথে تَشْبِيهٌ দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : عَظَّمْتُمُ الْعِظَامَ الرُّفَاتَ :

এ বাক্যের মধ্যে অতীত সাহিত্যিকদেরকে (اَلْعِظَامُ الرُّفَاتُ) পুরাতন বিচূর্ণ হাড়ের সাথে تَشْبِيهٌ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَغَمَصْتُمْ جِيْلَكُمُ الَّذِيْنَ فِيْهِمْ لِدَاتُكُمْ، وَمَعَهُمْ انْعَقَدَتِ الْمَوَدَّاتُ ـ أَنَسِيْتُمْ - يَا جَهَابِذَةَ النَّقْدِ وَ مَوَابِذَةَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ - مَا أَبْرَزَتْهُ طَوَارِفُ الْقَرَائِحِ، وَبَرَّزَ فِيْهِ الْجَذَعُ عَلَى الْقَارِحِ، مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُهَذَّبَةِ، وَالْاِسْتِعَارَاتِ الْمُسْتَعْذَبَةِ، وَالرَّسَائِلِ الْمُوَشَّحَةِ، وَالْأَسَاجِيْعِ الْمُسْتَمْلَحَةِ.

অনুবাদ : তোমরা তোমাদের সেই প্রজন্মকে তুচ্ছ করেছ, যাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের সমবয়সী এবং যাদের সাথে সংঘটিত হয়েছে ভালোবাসা। হে বিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ ও সমস্যা-সমাধানের নিয়ন্তাগণ! তোমরা কি ভুলে গেছ সেই সুবিন্যাস্ত বর্ণনা, মাধুর্যপূর্ণ উপমা, অলংকারসমৃদ্ধ পুস্তিকাসমূহ এবং লাবণ্যময় অন্তমিল সম্পন্ন বাক্যাবলি, যা নবীন প্রতিভারা উদ্ভাবন করেছে এবং যার মধ্যে দুই বছরের অশ্ব-শাবক পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের উপর বিজয়ী হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَغَمَصْتُمْ তোমরা তুচ্ছ করেছ جِيْلَكُمْ তোমাদের সেই প্রজন্মকে الَّذِيْنَ فِيْهِمْ যাদের মধ্যে রয়েছে لِدَاتُكُمْ তোমাদের সমবয়সী وَمَعَهُمْ এবং যাদের সাথে انْعَقَدَتْ সংঘটিত হয়েছে الْمَوَدَّاتُ ভালোবাসা أَنَسِيْتُمْ তোমরা কি ভুলে গেছ يَا جَهَابِذَةَ النَّقْدِ হে বিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ مَوَابِذَةَ নিয়ন্তাগণ الْحَلِّ সমাধান الْعَقْدِ সমস্যা مَا أَبْرَزَتْهُ যা উদ্ভাবন করেছে طَوَارِفُ নবীন الْقَرَائِحِ প্রতিভারা وَبَرَّزَ فِيْهِ যার মধ্যে বিজয়ী হয়েছে الْجَذَعُ দুই বছরের অশ্ব-শাবক عَلَى الْقَارِحِ পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের উপর الْعِبَارَاتِ বর্ণনা الْمُهَذَّبَةِ সুবিন্যস্ত الْاِسْتِعَارَاتِ উপমা الْمُسْتَعْذَبَةِ মাধুর্যপূর্ণ الرَّسَائِلِ পুস্তিকাসমূহ الْمُوَشَّحَةِ অলংকার সমৃদ্ধ وَالْأَسَاجِيْعِ এবং অন্তর্মিলসম্পন্ন বাক্যাবলি الْمُسْتَمْلَحَةِ লাবণ্যময়।

শব্দ বিশ্লেষণ

غَمَصْتُمْ : তোমরা তুচ্ছ করেছ।
(ض) غَمْصًا - ءُ : অবজ্ঞা করা। তুচ্ছ করা।
(اِفْتِعَال) اِغْتِمَاصًا - ءُ : তুচ্ছ মনে করা।
مَادَّة : (غ ـ م ـ ص) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اِسْتَحْقَرْتُمْ ، ضِد : اَكْرَمْتُمْ/عَظَّمْتُمْ
جِيْلٌ : (ج) أَجْيَالٌ، جِيْلَانٌ : প্রজন্ম, এককালের লোকজন।
مَادَّة : (ج ـ ى ـ ل) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى
مُرَادِف : مُعَاصِر
الَّذِيْنَ فِيْهِمْ : যাদের মধ্যে রয়েছে।
لَكُمْ : তোমাদের জন্য, তোমাদের।
(ج) لِدَاتٌ ، لِدُوْنَ، (و) لِدَةٌ : সমবয়সী, সমকক্ষ।
(ن) وِلَادَةٌ ، لِدَةٌ : জন্ম দেওয়া। প্রসব করা।
مَادَّة : (و ـ ل ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى
مُرَادِف : أَتْرَابٌ
مَعَهُمْ : তাদের সাথে।
الَّذِيْنَ مَعَهُمْ : যাদের সাথে।

اِنْعَقَدَتْ : সংঘটিত হয়েছে [-হলো]।
(اِنْفِعَال) اِنْعِقَادًا : সংঘটিত হওয়া।
مَادَّة : (ع ـ ق ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : تَكَوَّنَتْ
(ج) مَوَدَّاتٌ، (و) مَوَدَّةٌ : ভালোবাসা।
اَلْمَوَدَّةُ (س) مص : ভালোবাসা, আগ্রহ করা।
أَنَسِيْتُمْ : তোমরা কি ভুলে গেছ?।
(س) نِسْيًا، نِسْيَانًا : ভুলে যাওয়া।
مُرَادِف : غَفَلْتُمْ/جَهِلْتُمْ
(ج) جَهَابِذَةٌ، (و) جَهْبَذٌ، جِهْبَاذٌ : সুদক্ষ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ।
مَادَّة : (ج ـ ه ـ ب ـ ذ) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : اَلْحَذَّاق
اَلنَّقْدُ (ن) مص : সাহিত্য সমালোচনা করা। যাচাই করা। পরখ করা।
(ج) مَوَابِذَةٌ، (و) مُوْبِذٌ (معرب مُوْبِذ. لفظ فارسى) : পারসিকদের নেতা, পণ্ডিত, নিয়ন্তা।

مُرَادِف : اَلْحُكَّامُ.

اَلْحِلُّ : (ج) حُلُوْلٌ : সমাধান।

اَلْحَلُّ (ن) مصـ : জট খোলা। সমাধান দেওয়া। গিট খোলা। উন্মোচন করা।

مُرَادِف : اَلْكَشْفُ ، ضِدّ : اَلْعَقْدُ

اَلْعُقْدُ : জট, সমস্যা।

اَلْعَقْدُ (ض) مصـ : বেচা-কেনা পাকা করা, গিট দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

مُرَادِف : مُشْكِلَةٌ ، ضِدّ : اَلْحَلُّ

مَا اَبْرَزَتْ : যা প্রকাশ করেছে। উদ্ভাবন করেছে।

(اِفْعَال) اِبْرَازًا : প্রকাশ করা। উদ্ভাবন করা।

(ج) طَوَارِفُ، (و) طَارِفَةٌ : নতুন সম্পদ, নবীন।

مَادَّة : (ط ـ ر ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَدِيْدَةٌ ، ضِدّ : قَدِيْمٌ

(ج) اَلْقَرَائِحُ،(و)قَرِيْحَةٌ : প্রতিভা, মেধা, স্বভাব-প্রকৃতি।

بَرَّزَ : বিজয়ী হয়েছে।

(تَفْعِيْل) تَبْرِيْزًا-اَلْفَرَسُ : ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় একটি ঘোড়া অপরটি অপেক্ষা এগিয়ে যাওয়া।

(ك) بَـــرَازَةٌ : গুণ-গরিমায় বা বীরত্বে প্রতিপক্ষের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া।

مُرَادِف : غَلَبَ ، ضِدّ : هَزَمَ

اَلْجَذَعُ : (ج) جِذَاعٌ، جُذْعَانٌ : দু'বছর বয়সের অশ্বশাবক।

مُرَادِف : اَلصَّغِيْرُ ، ضِدّ : اَلْقَارِحُ

اَلْقَارِحُ : (ج) قَوَارِحُ، قُرَّحٌ، مَقَارِيْحُ : পঞ্চবর্ষীয় অশ্ব।

مَادَّة : (ق ـ ر ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْكَبِيْرُ ، ضِدّ : اَلْجَذَعُ

(ج) اَلْعِبَارَاتُ، (و) عِـــبَـــارَةٌ : বর্ণনা। অভিব্যক্তি। ভাবপ্রকাশ, ইবারত।

مَادَّة : (ع ـ ب ـ ر) ؛ جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْبَيَانَاتُ

اَلْمُهَذَّبَةُ (مف، مؤ) : সুবিন্যাস্ত, মার্জিত, সম্পাদিত।

(تَفْعِيْل) تَهْذِيْبًا : সুবিন্যস্ত করা, মার্জিত করা।

مَادَّة : (ه ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُنَسَّقَةٌ/مُنَظَّمَةٌ

(ج) اَلْاِسْتِعَارَاتُ، (و) اِسْتِعَارَةٌ : উপমা, ইঙ্গিতবহ উপমা।

مَادَّة : (ع ـ ى ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِى

اَلْمُسْتَعْذَبَةُ (مف، مؤ) : সুমিষ্ট, মাধুর্যপূর্ণ।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعْذَابًا : সুমিষ্ট বা মাধুর্যপূর্ণ হওয়া।

مَادَّة : (ع ـ ذ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمُسْتَحْلِيَةُ

(ج) رَسَائِلُ، رِسَالَاتٌ، (و) رِسَالَةٌ : চিঠি, বার্তা, পুস্তিকা।

اَلْمُوَشَّحَةُ (مف، مؤ) : অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

(تَفْعِيْل) تَوْشِيْحًا : অলঙ্কার পরানো।

مُرَادِف : اَلْمُزَيَّنَةُ.

(ج) اَلْاَسَاجِيْعُ، (و) اُسْجُوْعَةٌ : অনুপ্রাসময় বাক্যাবলি, অন্তমিলসম্পন্ন বাক্যাবলি।

مُرَادِف : (اَلْكَلَامُ) اَلْمُقَفّٰى.

اَلْمُسْتَمْلَحَةُ (مف، مؤ) : লাবণ্যময়ী লাস্যময়ী, পছন্দনীয়, আকর্ষণীয় [-য়া]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِمْلَاحًا : লাবণ্যময়ী মনে করা।

مُرَادِف : اَلْمَلِيْحَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : اَنَسِيْتُمْ يَا جَهَابِذَةَ النَّقْدِ الخ :

يَا শব্দটি مُضَاف এবং مُضَاف মিলে جَهَابِذَةَ النَّقْدِ হরফে نِدَاء - এর مُنَادٰى। আর اَنَسِيْتُمْ এ জুমলাটি جَوَابِ نِدَاء।

قَوْلُهُ : مَا اَبْرَزْتُهُ طَوَارِفَ الْقَرَائِحِ :

طَوَارِفَ الْقَرَائِحِ -এর ইযাফতটা اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। এটা نَسِيْتُمْ -এর مَفْعُوْل بِهٖ -

قَوْلُهُ : مِنَ الْعِبَارَةِ الْمُهَذَّبَةِ الخ :

এটা مَا اَبْرَزْتُهُ -এর بَيَانٌ ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : بَرَّزَ فِيْهِ الْجَذَعُ عَلَى الْقَارِحِ :

এ جُمْلَة -এর মধ্যে নবীন সাহিত্যিকদেরকে (جَذَع) দু বৎসরের অশ্ব শাবকের সাথে আর প্রবীণ সাহিত্যিকদেরকে (اَلْقَارِح) পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে এখানে مُشَبَّه মাহযুফ আর مُشَبَّه بِهٖ উল্লিখিত রয়েছে তাই উক্ত উভয় স্থানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

وَهَلْ لِلْقُدَمَاءِ - إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ، مَنْ حَضَرَ. غَيْرُ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ الشَّوَارِدِ، الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ لِتَقَادُمِ الْمَوَالِدِ، لَا لِتَقَدُّمِ الصَّادِرِ عَلَى الْوَارِدِ! وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ مَنْ إِذَا أَنْشَأَ، وَشَّى، وَإِذَا عَبَّرَ، حَبَّرَ، وَإِنْ أَسْهَبَ، أَذْهَبَ، وَإِذَا أَوْجَزَ، أَعْجَزَ، وَإِنْ بَدَهَ، شَدَهَ، وَمَتَى اخْتَرَعَ، خَرَعَ.

অনুবাদ : যখন উপস্থিত জনতা ভালোভাবে লক্ষ্য করবে [তখন তারা দেখতে পাবে যে, পূর্ববর্তীদের জন্য অবাধ্য জন্তু বাঁধা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জন্মের পূর্ববর্তিতার কারণে বর্ণিত হয়; আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর অগ্রসরতার কারণে নয়। নিশ্চয় আমি এখন সেই ব্যক্তিকে চিনি, যে সাহিত্য রচনা করলে সুন্দর [সাহিত্য রচনা] করে। আর যখন ভাব ব্যক্ত করে তখন সুন্দরভাবে ভাব ব্যক্ত করে, যদি দীর্ঘ আলোচনা করে তবে সোনা ঝরায়, যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তখন লাজওয়াব করে দেয়। যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে তবে হতবাক করে দেয় এবং যখন [কিছু] আবিষ্কার করে তখন [নিন্দুকের কলজে] বিদীর্ণ করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهَلْ لِلْقُدَمَاءِ পূর্ববর্তীদের জন্য আছে কি إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ যখন ভালোভাবে লক্ষ্য করবে مَنْ حَضَرَ উপস্থিত জনতা غَيْرُ ব্যতীত الْمَعَانِي আলোচ্য বিষয় الْمَطْرُوقَةِ ঘোলাটে الْمَوَارِدِ ঘাট الْمَعْقُولَةِ বাঁধা الشَّوَارِدِ অবাধ্য জন্তু الْمَأْثُورَةِ যা বর্ণিত হয় عَنْهُمْ তাদের কাছ থেকে لِتَقَادُمِ পূর্ববর্তিতার কারণে الْمَوَالِدِ জন্ম لا নয় لِتَقَدُّمِ অগ্রসরতার কারণে الصَّادِرِ প্রস্থানকারী عَلَى الْوَارِدِ আগমনকারী অপেক্ষা وَإِنِّي نিশ্চয়ই আমি لَأَعْرِفُ সেই ব্যক্তিকে চিনি الْآنَ এখন مَنْ যে ব্যক্তি إِذَا أَنْشَأَ সাহিত্য রচনা করে وَشَّى সুন্দর করে وَإِذَا عَبَّرَ আর যখন ভাব ব্যক্ত করে حَبَّرَ সুন্দরভাবে ভাব ব্যক্ত করে وَإِنْ أَسْهَبَ আর যদি দীর্ঘ আলোচনা করে أَذْهَبَ সোনা ঝরায় وَإِذَا أَوْجَزَ আর যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে أَعْجَزَ তখন লা-জওয়াব করে দেয় وَإِنْ بَدَهَ যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে شَدَهَ হতবাক করে দেয় وَمَتَى এবং যখন اِخْتَرَعَ আবিষ্কার করে خَرَعَ বিদীর্ণ করে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) قُدَمَاءُ، قُدَامَى، قُدَائِمُ، (و) قَدِيْمٌ : প্রাচীন, পূর্ববর্তী, অনাদি।

مَادَّةٌ : (ق ـ د ـ م) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مُسِنٌّ/عَتِيْقٌ ، ضِد : جَدِيْدٌ

(إِذَا) أَنْعَمَ : ভালোভাবে লক্ষ্য করবে, গভীর দৃষ্টি দেবে।

(إِفْعَال) إِنْعَامًا-النَّظَرَ : গভীরভাবে লক্ষ্য করা।

اَلنَّظَرُ (ن) مصـ : তাকানো, লক্ষ্য করা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

(مَنْ) حَضَرَ : [যে/ যারা] উপস্থিত হয়েছে, উপস্থিত জনতা।

(ن) حُضُوْرًا : উপস্থিত হওয়া।

غَيْرُ : ব্যতীত, ছাড়া, ভিন্ন।

(ج) الْمَعَانِي ،(و) مَعْنًى : অর্থ, উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়, বিষয়বস্তু।

(ض) عِنَايَةً : উদ্দেশ্য করা।

مَادَّةٌ : (ع ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصْ يَائِيْ

مُرَادِف : اَلْمَقْصُوْدَةُ.

اَلْمَطْرُوْقَةُ (مف، مؤ) : যে পানিতে উট নেমে লেদে চনে নষ্ট করে ফেলেছে। ঘোলাটে, ময়লা।

(ن) طَرْقًا - الْمَاءَ : পানি ঘোলাটে করা।

- اَلْبَابَ : করাঘাত করা।

مُرَادِف : اَلْكَدِرَةُ

(ج) اَلْمَوَارِدُ، (و) مَوْرِدٌ (ظر) : অবতরণস্থল, পানস্থান, ঘাট।

اَلْمَعْقُوْلَةُ (مف، مؤ) : বাঁধা, বন্ধনাবদ্ধ।

(ن ـ ض) عَقْلًا : বাঁধা, আবদ্ধ করা।

مَادَّة : (ع ـ ق ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْمَرْبُوْطَةُ ، ضِد : اَلْمُرْسَلَةُ/اَلنَّاشِزَةُ

(ج) شَوَارِدُ شُرَّدٌ ، (و) شَارِدَةٌ (فا ، مؤ) : । অবাধ্য জন্তু।

(ن) شَرْدًا ، شُرُوْدًا : । অবাধ্য হয়ে, পলায়ন করা।

مَادَّة : (ش ـ ر ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اَلْفَارَّةُ/اَلنَّاشِزَةُ ، ضِد : اَلْمَعْقُوْلَةُ/اَلذَّلُوْلُ

اَلْمَأْثُوْرَةُ (مف ، مؤ ،) : । পূর্বসূত্রে বর্ণিত।

(ن ـ ض) أَثْرًا : । বর্ণনা করা।

مُرَادِف : اَلْمَنْقُوْلَةُ

تَقَادُمٌ (تفاعل) مصـ : । পূর্ববর্তী হওয়া। অগ্রবর্তী হওয়া। প্রাচীন হওয়া।

مُرَادِف : اَلسَّبْقُ ، ضِد : اَلتَّأَخُّرُ

(ج) اَلْمَوَالِدُ ، (و) مَوْلِدٌ : । জন্মস্থান, জন্মকাল।

مَوْلِدٌ : । জন্ম।

تَقَدُّمٌ (تفعّل) مصـ : । অগ্রসর হওয়া। উন্নত হওয়া।

اَلصَّادِرُ (فا ، مذ) : । প্রত্যাবর্তনকারী, প্রস্থানকারী।

(ن ، ض) صُدُوْرًا : । প্রত্যাবর্তন করা, প্রস্থান করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ـ

مُرَادِف : اَلرَّاجِعُ

اَلْوَارِدُ (فا) : । আগমনকারী, অবতরণকারী।

(ض) وُرُوْدًا : । আগমন করা। অবতরণ করা।

مُرَادِف : اَلنَّازِلُ/اَلْمَجِيْئُ

لَأَعْرِفُ : । অবশ্যই আমি চিনি।

(ض) عِرْفَةً ، عِرْفَانًا ، مَعْرِفَةً : । চেনা। জানা।

اَلْآنَ : । এখন, এ মুহূর্তে।

(إِذَا) أَنْشَأَ : । [যখন] সাহিত্য রচনা করে। সাহিত্য রচনা করলে।

(إفعال) إِنْشَاءً : । সাহিত্য রচনা করা।

وَشَّى : । কারুকার্য করে, সুন্দর করে।

(تفعيل) تَوْشِيَةً : । সাহিত্য রচনা করা।

مُرَادِف : زَيَّنَ

(إِذَا) عَبَّرَ : । [যখন] ভাব ব্যক্ত করে, কথা বলে।

(تفعيل) تَعْبِيْرًا : । কথা বলা, ভাব ব্যক্ত করা।

ـ اَلرُّؤْيَا : । স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা।

مَادَّة : (ع ـ ب ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : تَكَلَّمَ

حَبَّرَ : । সুসজ্জিত করে , সুন্দরভাবে করে।

(تفعيل) تَحْبِيْرًا : । সুসজ্জিত করা, কারুকার্য করা, সুন্দর করা।

(ن) حَبْرًا ، (افعال) إِخْبَارًا ـ هُ : । খুশি করা।

(س) حَبْرًا ، حُبُوْرًا : । খুশি হওয়া।

مُرَادِف : حَسَّنَ

(إِنْ) أَسْهَبَ : । [যদি] দীর্ঘ আলোচনা করে।

(افعال) إِسْهَابًا : । প্রচুর দান করা। দীর্ঘ আলোচনা করা।

مَادَّة : (س ـ هـ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : أَطْنَبَ

أَذْهَبَ (إفعال) إِذْهَابًا : । সোনা ঝরায়। সোনার প্রলেপ দেয়।

مَادَّة : (ذ ـ هـ ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

(إِذَا) أَوْجَزَ : [যখন] সংক্ষিপ্ত কথা বলে। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে।

(افعال) إِيْجَازًا : । সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা। সংক্ষেপে কথা বলা।

مَادَّة : (و ـ ج ـ ز) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : اِخْتَصَرَ

أَعْجَزَ : । অক্ষম করে দেয়। লাজওয়াব করে দেয়।

(افعال) إِعْجَازًا : । অক্ষম করা। লাজওয়াব করে দেওয়া।

(س) عَجْزًا : । অক্ষম হওয়া।

مَادَّة : (ع ـ ج ـ ز) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : فَحَّمَ

(إِنْ) بَدَهَ : । [যদি] অকস্মাৎ আসে। উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে।

(ف) بَدْهًا : । অকস্মাৎ আসা।

مُرَادِف : اِرْتَجَلَ

شَدَهَ : । হতবাক করে দেয়। হতভম্ব করে দেয়।

(ف) شَدْهًا : । হতবাক করে দেওয়া।

مُرَادِف : أَبْهَتَ/أَدْهَشَ

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(مَتٰى) اِخْتَرَعَ : [যখন] আবিষ্কার করে।

(اِفْتِعَال) اِخْتِرَاعًا : আবিষ্কার করা।

مُرَادِف : أَبْدَعَ

خَرَعَ : বিদীর্ণ করে দেয়।

(ف) خَرْعًا : বিদীর্ণ করা।

مُرَادِف : شَقَّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهُ : وَهَلْ لِلْقُدَمَاءِ إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ مَنْ حَضَرَ غَيْرُ الْمَعَانِي :

এখানে غَيْرُ الْمَعَانِي الخ হবে اِسْتِفْهَامِيَّه শব্দটি هَلْ মুবতাদা মুআখখার। لِلْقُدَمَاءِ হলো ثَابِتٌ -এর সাথে ثَابِتٌ হবে إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ হয়ে খবর মুকাদ্দাম مُتَعَلِّقٌ মাহযূফের ظَرْف এবং مَنْ حَضَرَ হলো أَنْعَمَ -এর فَاعِلٌ -এর خَبَر

قَوْلَهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِد :

এখানে الْمَوَارِدُ -এর اَلِف و لَام টা মুযাফ ইলাইহ-এর পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلَهُ الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِد :

এটা الْمَعَانِي -এর ২য় সিফাত। এখানেও اَلشَّوَارِدُ -এর মতো اَلِف و لَام টা মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে এসেছে।

قَوْلَهُ : الْمَأْثُورَةُ عَنْهُمْ :

এটা الْمَعَانِي -এর ৩য় সিফাত।

বালাগাত

قَوْلَهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِد :

এখানে পুরাতন ও প্রাচীন আলোচ্য বিষয়কে ঘোলাটে পানির ঘাটের সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه بِه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

এ বাক্যে অভিনব বিষয়বস্তুকে (الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِد) বন্ধনাবদ্ধ অবাধ্য জন্তুর সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে অতএব এখানেও اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ لَهُ نَاظُورَةُ الدِّيْوَانِ ، وَعَيْنُ أُولٰئِكَ الْأَعْيَانِ : مَنْ قَارِعُ هٰذِى الصَّفَاةِ، وَقَرِيْعُ هٰذِهِ الصِّفَاتِ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ قِرْنُ مَجَالِكَ، وَقَرِيْنُ جِدَالِكَ؛ وَإِذَا شِئْتَ ذَاكَ فَرُضْ نَجِيْبًا ، وَادْعُ مُجِيْبًا ، لِتَرَى عَجِيْبًا . فَقَالَ لَهُ : يَا هٰذَا! إِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْضِنَا لَايَسْتَنْسِرُ، وَالتَّمْيِيْزُ عِنْدَنَا بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْقِضَّةِ مُتَيَسِّرٌ .

অনুবাদ : অতঃপর সভার সভাপতি ও সে সব মানুষের নেতা তাকে বললেন, এই পাথরে আঘাতকারী এবং এসব গুণাবলিতে বিজয়ী ব্যক্তি কে? তখন সে বলল যে, সে তোমার ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তোমার বিতর্কের সঙ্গী। যখন তুমি [তার সত্যতা যাচাই করতে] চাও তখন তুমি উত্তম অশ্বকে কসরত করাও এবং জওয়াবদাতাকে আহবান কর, যাতে তুমি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার। তখন সভাপতি তাকে বললেন, হে জনাব! শকুন আমাদের এলাকায় বাজ পাখিতে পরিণত হয় না এবং রূপা ও কংকরের মধ্যে পার্থক্য করা আমাদের কাছে সহজ ব্যাপার।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ لَهُ অতঃপর তাকে বলল نَاظُورَةُ الدِّيْوَانِ সভার সভাপতি وَعَيْنُ أُولٰئِكَ الْأَعْيَانِ ও সে সব মানুষের নেতা مَنْ কে قَارِعُ আঘাতকারী هٰذِهِ الصَّفَاةِ এই পাথরে وَقَرِيْعُ এবং বিজয়ী কে هٰذِهِ الصِّفَاتِ এ সকল গুণাবলি فَقَالَ তখন সে বলল إِنَّهُ قِرْنُ সে প্রতিদ্বন্দ্বী مَجَالِكَ তোমার ময়দানের وَقَرِيْنُ এবং সঙ্গী جِدَالِكَ তোমার বিতর্কের وَإِذَا شِئْتَ যখন তুমি চাও ذَاكَ তা فَرُضْ তখন তুমি কসরত করাও نَجِيْبًا উত্তম অশ্ব وَادْعُ এবং আহ্বান কর مُجِيْبًا জওয়াবদাতাকে لِتَرَى যাতে তুমি প্রত্যক্ষ করতে পার عَجِيْبًا বিস্ময়কর ব্যাপার فَقَالَ لَهُ তখন [সভাপতি] তাকে বললেন يَاهٰذَا হে জনাব إِنَّ الْبُغَاثَ নিশ্চয়ই শকুন بِأَرْضِنَا আমাদের ভূখণ্ডে لَا يَسْتَنْسِرُ বাজ পাখিতে পরিণত হয় না وَالتَّمْيِيْزُ এবং পার্থক্য করা عِنْدَنَا আমাদের কাছে بَيْنَ মধ্যে الْفِضَّةِ রূপা الْقِضَّةِ কংকর مُتَيَسِّرٌ সহজ ব্যাপার।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَاظُورَةٌ (مذكر، مؤنث، وَاحد، جَمْع) : নেতা, সমাজপতি।
مَادَّة : (ن ـ ظ ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : سَيِّدٌ
اَلدِّيْوَانُ (ج) دَوَاوِيْنُ، دَيَاوِيْنُ : সভা, মজলিস, কাব্যসমগ্র।
عَيْنٌ : (ج) أَعْيُنٌ، عُيُوْنٌ، أَعْيَانٌ : নেতা, নয়নমণি, চক্ষু।
مُرَادِف : عَمِيْدٌ
أُولٰئِكَ : সে সব, ওসব, ঐ সকল।
(ج) أَعْيَانٌ، (و) عَيْنٌ : মানুষ, ব্যক্তি।
مُرَادِف : اَلرِّجَالُ
قَارِعٌ (فا، مذ) : : আঘাতকারী, বিচূর্ণকারী।
(ف) قَرْعًا : : আঘাত করা।
مُرَادِف : ضَارِبٌ

هٰذِى (مِثْلَ هٰذِهِ ، إسم الإشاره) : এই, এটি।
اَلصَّفَاةُ : (ج) صَفًا، صَفَوَاتٌ، (جج) أَصْفَاءٌ، صُفِيٌّ : মসৃণ চওড়া পাথর।
فِى الْقُرْآنِ : فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهَا تُرَابٌ .
مَادَّة : (ص ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِيٌّ
مُرَادِف : اَلصَّخْرَةُ .
قَرِيْعٌ (صف) (ج) قَرْعَى : : লটারীতে বিজয়ী বা পরাজিত।
(ن) قَرْعًا : : লটারিতে জয়ী হওয়া।
قُرِعَ عَلَيْهِ ـ ءُ : : পরাজিত হওয়া।
مَادَّة : (ق ـ ر ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : مُفْلِحٌ/أَهْلٌ ، ضِد : خَائِبٌ/رَاسِبٌ/غَيْرُ أَهْلٍ .
(ج) اَلصِّفَاتُ، (و) صِفَةٌ : : গুণাবলি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قِرْنٌ (ج) أَقْرَانٌ : সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ।

مَجَالٌ (ظر) (ج) مَجَالَاتٌ : দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান।

(ن) جَوْلًا، جُؤُوْلًا، جَوَلَانًا : ঘোরা।

مُرَادِفٌ : مَيْدَانٌ

قَرِيْنٌ (صف بِمَعْنَى مَفْعُوْل) (ج) قُرَنَاءُ : জড়িত, সাথী, সঙ্গী, স্বামী।

مَادَّهْ : (ق ـ ر ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

جِدَالٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ঝগড়া করা, বিতর্ক করা।

مُرَادِفٌ : نِزَاعٌ

إِذَا شِئْتَ : [যখন] তুমি চাও।

(ف) شَيْئًا، مَشِيْئَةً : চাওয়া।

ذَاكَ (اسم الإشارة) : ওটা, সেটা, তা।

رُضْ : তুমি কসরত করাও।

(ن) رَوْضًا، رِيَاضَةً : প্রশিক্ষণ দেওয়া, কসরত করানো।

مَادَّهْ : (ر ـ و ـ ض) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِفٌ : مرن

نَجِيْبٌ : (ج) أَنْجَابٌ، نُجَبَاءُ، نُجُبٌ : সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

مَادَّهْ : (ن ـ ج ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : كَرِيْمٌ/اَلْحَسَانُ ، ضِدٌّ : لَئِيْمٌ

(فَرَسٌ) نَجِيْبٌ : উত্তম ও উন্নত জাতের অশ্ব।

اُدْعُ : তুমি ডাক, আহবান কর।

(ن) دَعْوًا ، دَعْوَةً ، دُعَاءً : ডাকা। আহ্বান করা।

مُجِيْبٌ (فا، مذ) : জওয়াবদাতা।

(اِفْعَالٌ) إِجَابَةً : জওয়াব দেওয়া।

مُرَادِفٌ : مُحَاوِرٌ، ضِدٌّ : عَاجِزٌ

(ل) تَرَى : [যাতে] তুমি দেখ, দেখতে পার।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

عَجِيْبٌ : (ج) عُجَابٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যময়।

يَاهٰذَا (حرف النداء ، بعده اسم الإشارة) : হে জনাব।

اَلْبُغَاثُ (بِتَثْلِيْثِ الْبَاءِ)(ج) بِغْثَانٌ : শকুনের মতো এক প্রকার পাখি।

مَادَّهْ : (ب ـ غ ـ ث) ، جِنْس : صَحِيْح

أَرْضٌ : (ج) أَرْضُوْنَ، أَرُوْضٌ، أَرَاضٍ ، أَرَاض : ভূমি, জমি, ভূখণ্ড, এলাকা।

لَا يَسْتَنْسِرُ : বাজ পাখিতে পরিণত হয় না।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِنْسَارًا : বাজ পাখিতে পরিণত হওয়া।

ماده : (ن ـ س ـ ر) ، جِنْس : صَحِيْح

اَلتَّمْيِيْزُ : পার্থক্য করা, প্রভেদ করা।

(تَفْعِيْلٌ) تَمْيِيْزًا : পার্থক্য করা, পৃথক করা।

فِى الْقُرْآنِ : وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ

مَادَّهْ : (م ـ ى ـ ز) ، جِنْس : اَجْوَف يَائِى

مُرَادِفٌ : اَلتَّفْرِيْقُ

اَلْفِضَّةُ : রূপা, রজত, চাঁদি।

مَادَّهْ : (ف ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : اَللُّجَيْنُ

اَلْقَضَّةُ : কংকর, পাথর।

اَلْقِضَّةُ : ছোট ছোট কংকর।

فِى الْقُرْآنِ : يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ـ

مَادَّهْ : (ق ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِى

مُرَادِفٌ : اَلْحَصٰى

مُتَيَسِّرٌ (فا، مذ) : সহজসাধ্য, সহজ।

(تَفَعُّلٌ) تَيَسُّرًا : সহজ হওয়া।

(تَفْعِيْلٌ) تَيْسِيْرًا : সহজ করা।

فِى الْقُرْآنِ : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ـ

مَادَّهْ : (ى ـ س ـ ر) ، جِنْس : مِثَال يَائِى

مُرَادِفٌ : سَهْلٌ

বালাগাত

قَوْلُهٗ : مَنْ قَارَعَ هٰذِى الصَّفَاةَ :

এখানে শক্ত কথাকে صَفَاة-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লিখিত আর مُشَبَّهٌ মাহযূফ রয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَرَسٌ نَجِيْبًا :

এখানে উত্তম প্রতিযোগীকে نَجِيْب-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লিখিত আর مُشَبَّهٌ মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَلَّ مَنِ اسْتَهْدَفَ لِلنِّضَالِ ، فَخَلَصَ مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ، أَوِ اسْتَثَارَ نَقْعَ الْامْتِحَانِ، فَلَمْ يُقْذَ بِالْامْتِهَانِ، فَلَا تُعَرِّضْ عِرْضَكَ لِلْمَفَاضِحِ، وَلَا تُعْرِضْ عَنْ نَصَاحَةِ النَّاصِحِ ـ فَقَالَ : كُلُّ امْرِءٍ أَعْرَفُ بِوَسْمِ قِدْحِهِ، وَسَيَتَفَرَّى اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، فَتَنَاجَتِ الْجَمَاعَةُ فِيْ مَا يُسْبَرُ بِهِ قَلِيْبُهُ، وَيُعْتَمَدُ فِيْهِ تَقْلِيْبُهُ ـ

অনুবাদ : কমই এমন আছে, যারা তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, অথবা পরীক্ষার ধুলো উড়িয়েছে, কিন্তু লাঞ্ছনার খড়-কুটো চোখে যায় নি। অতএব তুমি অবমাননার জন্য তোমার ইজ্জতকে পেশ করো না এবং উপদেশদাতার উপদেশকে উপেক্ষা করো না। উত্তরে সে বলল, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার তীরের চিহ্ন সম্পর্কে অধিক অবগত এবং অনতিবিলম্বে রাত্রি তার প্রভাত থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অতঃপর [সভাস্থ] লোকজন তার কূপের [গভীরতা] যার দ্বারা পরীক্ষা করা যায় এবং তাতে তার চুবোনির ব্যবস্থা করা যায় সে বাপারে চুপিসারে আলোচনা করল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَّ এবং খুব কমই আছে مَن যারা اسْتَهْدَفَ। লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে لِلنِّضَالِ তীর নিক্ষেপের فَخَلَصَ কিন্তু মুক্তি পেয়ে গেছে مِنَ الدَّاءِ ব্যাধি থেকে الْعُضَالِ দুরারোগ্য أَوْ اسْتَثَارَ ধুলো উড়িয়েছে نَقْعَ الْامْتِحَانِ পরীক্ষার ধুলো فَلَمْ يُقْذَ কিন্তু খড়-কুড়া চোখে যায়নি بِالْامْتِهَانِ লাঞ্ছনার فَلَا تُعَرِّضْ অতএব, তুমি পেশ করো না عِرْضَكَ তোমার ইজ্জত لِلْمَفَاضِحِ অবমাননার জন্য وَلَاتُعْرِضْ এবং উপেক্ষা করো না نَصَاحَةَ উপদেশ النَّاصِحِ। উপদেশ দাতা فَقَالَ উত্তরে সে বলল كُلُّ امْرِءٍ প্রত্যেক ব্যক্তিই أَعْرَفُ অধিক অবগত بِوَسْمِ চিহ্ন সম্পর্কে قِدْحِهِ তার তীর وَسَيَتَفَرَّى এবং অনতিবিলম্বে পৃথক হয়ে যাবে اللَّيْلُ। রাত্রি عَنْ صُبْحِهِ তার প্রভাত থেকে فَتَنَاجَتْ অতঃপর চুপিসারে আলাপ করল الْجَمَاعَةُ। লোকজন فِيْ সে ব্যাপারে مَا يُسْبَرُ যার দ্বারা গভীরতা পরীক্ষা করা যায় قَلِيْبَهُ তার কূপ وَيُعْتَمَدُ এবং ব্যবস্থা করা যায় فِيْهِ তাতে تَقْلِيْبُهُ তার চুবোনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَلَّ (ض) قَلًّا، قِلَّةً : কম হয়েছে, কমই আছে।

(مَنِ) اسْتَهْدَفَ : [যারা] লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِهْدَافًا : লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া।

(اِفْعَالٌ) إِهْدَافًا – لَهُ الشَّيْئُ : নিকটবর্তী হওয়া। সম্মুখীন হওয়া।

مَادَّةٌ : (ه ـ د ـ ف) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : اِنْتَصَبَ

النِّضَالُ (مفاعلة)مصـ : তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করা।

خَلَصَ : মুক্তি পেয়েছে, [-পেয়ে গেছে]।

(ن) خَلَاصًا، خُلُوْصًا : মুক্তি পাওয়া।

مُرَادِفٌ : نَجَا

اَلدَّاءُ : (ج) أَدْوَاءٌ : রোগ, ব্যাধি।

اَلْعُضَالُ : কঠিন, দুরারোগ্য [ব্যাধি]।

(ن) عَضْلًا – عَلَيْهِ : কঠোরতা করা।

– بِهِ الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

– اَلْمَرْأَةَ : বাধা দেওয়া।

(اِفْعَالٌ) إِعْضَالًا : দুঃসাধ্য হওয়া, কঠিন হওয়া।

مَادَّةٌ : (ع ـ ض ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلشَّدِيْدُ

اِسْتَثَارَ – النَّقْعَ : ধুলো উড়িয়েছে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِثَارَةً : ধুলো উড়ানো।

(ن) ثَوْرًا : উত্তেজিত হওয়া। চাড়া দিয়ে উঠা।

مادہ : (ث ـ و ـ ر) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِىْ

أَعْرَفُ (اسم تفضيل) : অধিক অবগত।

(ض) عَرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : চেনা, জানা।

مُرَادِفٌ : أَعْلَمُ ، ضد : أَجْهَلُ

وِسْمٌ : (ج) وُسُوْمٌ : চিহ্ন, আলামত।

مُرَادِفٌ : عَلَامَةٌ/أَثَرٌ

قِدْحٌ : (ج) قِدَاحٌ، أَقْدُحٌ، أَقْدَاحٌ، قِدْحَانٌ، (جج) أَقَادِيْحُ : পালক ও ফলকহীন তীর।

مُرَادِفٌ : سَهْمٌ.

(سـ) يَتَفَرَّى : অনতি বিলম্বে বিকশিত হয়ে যাবে। পৃথক হয়ে যাবে।

(تَفَعُّلٌ) تَفَرِّيًا : পৃথক হওয়া। বিকশিত হওয়া।

(ض) فَرْيًا، (اِفْتِعَالٌ) اِفْتِرَاءً - عَلَيْهِ الْكَذِبُ : অপবাদ দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ف ـ ر ـ ى) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِيٌّ

مُرَادِفٌ : سَيَظْهَرُ.

اَللَّيْلُ : (ج) لَيَالٍ، لَيَائِلُ : রাত্রি, নিশি, রজনী, শর্বরী।

صُبْحٌ : (ج) أَصْبَاحٌ : প্রভাত, ভোর, প্রত্যূষ।

تَنَاجَتْ : চুপিসারে আলাপ করল।

(تَفَاعُلٌ) تَنَاجِيًا : চুপিসারে আলাপ করা।

اَلْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : লোকজন, সমবেত লোকজন।

مَا يُسْبَرُ (مع) بِهِ : যার দ্বারা গভীরতা পরীক্ষা করা যায়।

(ن، ض) سَبْرًا، (افعال) إِسْبَارًا - بِهِ : গভীরতা পরীক্ষা বা অনুমান করা।

قَلِيْبٌ : (ج) قُلُبٌ، أَقْلِبَةٌ : কূপ, পাড়বিহীন কূপ।

مُرَادِفٌ : بِئْرٌ

يُعْمَدُ (مع) : ইচ্ছা করা যায় [ব্যবস্থা করা যায়]

(ض) عَمْدًا : ইচ্ছা করা।

مُرَادِفٌ : يَنْتَظِمُ

تَقْلِيْبٌ : উল্টিয়ে দেওয়া, [এখানে- চুবোনি দেওয়া]।

مُرَادِفٌ : إِغْرَاقٌ

مُرَادِفٌ : أَثَارٌ

اَلنَّقْعُ : (ج) نِقَاعٌ، نُقَاعٌ : ধুলো, ধুলোবালি।

فِى الْقُرْآنِ : فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا :

مُرَادِفٌ : اَلْغُبَارُ

اَلْاِمْتِحَانُ (اِفْتِعَالٌ) مصـ : পরীক্ষা করা।

فِى الْقُرْآنِ : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ.

مَادَّةٌ : (م ـ ح ـ ن) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

لَمْ يُقْذَ (مع) : চোখে খড়কুটো যায় নি।

(إِفْعَالٌ) إِقْذَاءً : চোখে কুটো দেওয়া।

اَلْاِمْتِهَانُ (اِفْتِعَالٌ) مصـ : তুচ্ছ করা, লাঞ্ছিত করা।

(ك) مَهَانَةً : তুচ্ছ হওয়া।

مَادَّةٌ : (م ـ ه ـ ن) ، جِنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : اَلْاِحْتِقَارُ

لَا تُعَرِّضْ : তুমি পেশ করো না।

(تَفْعِيْلٌ) تَعْرِيْضًا : পেশ করা।

مُرَادِفٌ : لَا تُقَدِّمْ

عِرْضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : ইজ্জত, সম্মান।

مُرَادِفٌ : اَلْعِزَّةُ ، ضد : اَلذِّلَّةُ

(ج) اَلْمَفَاضِحُ ، (و) مَفْضَحَةٌ : অবমানিত হওয়ার কার্যকারণ।

مُرَادِفٌ : اَلْمَخْزَاةُ

لَا تُعْرِضْ : তুমি উপেক্ষা করো না।

(إِفْعَالٌ) إِعْرَاضًا : উপেক্ষা করা।

مُرَادِفٌ : لَا تُهْمِلْ

نَصَاحَةٌ (ف) مصـ : হিতকামনা করা, উপদেশ দেওয়া।

مُرَادِفٌ : وَعْظٌ

اَلنَّاصِحُ (فا) (ج) نُصَّاحٌ نُصَّحٌ : হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেশদাতা।

(ف) نُصْحًا، نَصَاحَةً، نَصَاحِيَةً - فُلَانًا وَبِفُلَانٍ : উপদেশ দেওয়া। হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।

كُلٌّ : প্রত্যেক, সকল।

اِمْرِءٍ (بهمزة الوصل) : পুরুষ, ব্যক্তি, মানুষ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

فَـقَـالَ أَحَـدُهُـمْ : ذَرُوهُ فِـي حِـصَّـتِـي ، لِأَرْمِـيَـهُ بِـحَـجَـرِ قِـصَّـتِـي ، فَـإِنَّـهَـا عُـضْـلَـةُ الْـعُـقَـدِ ، وَمِـحَـكُّ الْـمُـنْـتَـقَـدِ ، فَـقَـلَّـدُوهُ فِـي هٰـذَا الْأَمْـرِ الزَّعَـامَـةَ ، تَـقْـلِـيْـدَ الْـخَـوَارِجِ أَبَـا نَـعَـامَـةَ ، فَأَقْـبَـلَ عَـلَـى الْـكَـهْـلِ ، وَقَـالَ : اِعْـلَـمْ أَنِّـي أُوَالِـي ، هٰـذَا الْـوَالِـيَ ، وَأَرْقَـعُ حَـالِـيْ ، بِـالْـبَـيَـانِ الْـحَـالِـيْ .

অনুবাদ : তখন তাদের একজন বলল, তাকে আমার পাল্লায় ছেড়ে দাও। আমি তার প্রতি আমার গল্পের পাথর নিক্ষেপ করব। কেননা উক্ত গল্প দুঃসমাধ্য বিষয় এবং যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। অতএব তারা খারেজী সম্প্রদায় কর্তৃক আবু না'আমাকে[১] নেতৃত্বের মালা পরাবার মতো তাকে এ ব্যাপারে নেতৃত্বের মালা পরাল। অতঃপর সে প্রৌঢ় বয়সী লোকটির অভিমুখী হয়ে বলল, জেনে রাখ, এই গভর্নরের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে এবং আমি আমার অলঙ্কার সমৃদ্ধ বাগ্মিতা দ্বারা আমার অবস্থার সংশোধন করি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ أَحَدُهُمْ তখন তাদের একজন বলল ذَرُوهُ তাকে ছেড়ে দাও فِيْ حِصَّتِيْ আমার পাল্লায় لِأَرْمِيَهُ আমি তার প্রতি নিক্ষেপ করব بِحَجَرِ পাথর قِصَّتِيْ আমার গল্প فَإِنَّهَا কেননা উক্ত গল্প عُضْلَةُ الْعُقَدِ দুঃসাধ্য বিষয় وَمِحَكُّ এবং কষ্টি পাথর الْمُنْتَقَدِ যাচাই فَقَلَّدُوْهُ অতএব তারা তাকে মালা পরাল فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ এ ব্যাপারে الزَّعَامَةَ নেতৃত্ব تَقْلِيْدَ নেতৃত্বের মালা পড়াবার মতো الْخَوَارِجِ খারেজী সম্প্রদায় أَبَا نَعَامَةَ আবু না'আমাকে فَأَقْبَلَ অতঃপর সে অভিমুখী হলো عَلَى الْكَهْلِ প্রৌঢ় বয়সী লোকটি প্রতি وَقَالَ এবং বলল اِعْلَمْ জেনে রাখ أَنِّيْ أُوَالِيْ আমার বন্ধুত্ব আছে هٰذَا الْوَالِيَ এই গভর্নরের সাথে وَأَرْقَعُ এবং আমি সংশোধন করি حَالِيْ আমার অবস্থা بِالْبَيَانِ বাগ্মিতা দ্বারা الْحَالِيْ অলংকার সমৃদ্ধ।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَحَدٌ : (ج) آحَادٌ : একক, অনুপম, অদ্বিতীয়, একা।

أَحَدُهُمْ : তাদের মধ্য থেকে একজন, তাদের একজন।

ذَرُوْهُ : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।

(ض، س) وَذْرًا – ةً : ছেড়ে দেওয়া। কর্তন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ـ

مَادَّةٌ : (و ـ ذ ـ ر) ، جِنْس : مِثَالٌ وَاوِيٌّ

مُرَادِفٌ : دَعُوْا (مِنَ الْوَدَاعِ)

حِصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : ভাগ, অংশ।

مَادَّةٌ : (ح ـ ص ـ ص) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

[illegible]ادف : قِسْمٌ

أَرْمِيَ : [যাতে] আমি নিক্ষেপ করি।

[illegible]ي : আমি নিক্ষেপ করি, [-করব]।

[illegible] رَمْيًا، رِمَايَةً : নিক্ষেপ করা।

[illegible]جَرٌ : (ج) أَحْجَارٌ، حِجَارٌ، حِجَارَةٌ، أَحْجُرٌ : পাথর, প্রস্তর, শিলা, উপল।

[illegible]الْقُرْآنِ : وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ـ

[illegible]ةٌ : (ج) قِصَصٌ، أَقَاصِيْصُ : গল্প, কাহিনী।

[illegible]ف : حِكَايَةٌ

---

১. *আবূ না'আমা : তিনি কাতারী ইবনুল ফুজা'আ নামে খ্যাত ছিলেন। আবূ না'আমা তাঁর কুনিয়াত তথা উপনাম। তাঁর মূল নাম [illegible] পরিক্রমা এরূপ : জা'উনা ইবনে মাযিন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ। না'আমা নামক অশ্বের নামানুসারে তিনি যুদ্ধের সময় না'আমা এবং সাধারণ অবস্থায় আবূ মুহাম্মদ উপনাম ব্যবহার করতেন। কাতার নামক স্থানের সাথে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে কাতারী এবং তাঁর পিতা ইয়ামানের প্রবাস থেকে অকস্মাৎ নিজ বাড়িতে গমন করায় তাঁকে আল-ফুজাআ বলা হয়। আবূ [illegible] একাধারে ছিলেন একজন বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা, কবি ও বাগ্মী। তিনি খারেজী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। খারেজীদের প্রধান যুবাইর ইবনে আলী আস-সুলায়তী নিহত হওয়ার পর তিনি তাদের প্রধান আমীর নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ দশ বছর [মতান্তরে বি[illegible] যাবৎ তাদের নেতৃত্ব দেন। তিনি ৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।*

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عُضْلَةٌ : (ج) عُضَلٌ ، عُضْلٌ : কঠিন, মসিবত।

مُرَادِف : اَلشَّدِيْدَ

(ج) اَلْعُقَدُ، (و) عُقْدَةٌ : গিঁট, গিরা, সমস্যা।

مُرَادِف : مُشْكِلَةٌ

عُضْلَةُ الْعُقَدِ : কঠিন সমস্যা, দুঃসমাধ্য বিষয়।

مِحَكٌّ (اسم الألة) : ঘর্ষণ করার বস্তু, কষ্টিপাথর।

(ن) حَكًّا : ঘষা দেওয়া।

مَادَّة : (ح ـ ك ـ ك) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِىٌّ

مُرَادِف : زِنَادٌ

اَلْمُنْتَقَدُ (مصدر ميمى بمعنى الْاِنْتِقَادِ) : যাচাই। যাচাই করা।

قَلَّدُوْا : তারা মালা পরাল। যুক্তি-প্রমাণ না খুঁজে আনুগত্য করল।

(تفعيل) تَقْلِيْدًا - هُ

مُرَادِف : فَوَّضُوْا

اَلْأَمْرُ (ج) أُمُوْرٌ : কাজ, বিষয়।

أَمْرٌ (ج) أَوَامِرُ : নির্দেশ, ফরমান।

اَلزَّعَامَةُ (ف، ن) مصـ : নেতা হওয়া।

اَلزَّعَامَةُ : নেতৃত্ব।

مُرَادِف : اَلسِّيَادَةُ/الْوِلَايَةُ

تَقْلِيْدٌ (تفعيل) مصـ : যুক্তি প্রমাণ না খুঁজে আনুগত্য করা। মালা পরানো।

(ج) اَلْخَوَارِجُ، (و) خَارِجَةٌ (أى فِرْقَةٌ خَارِجَةٌ) : বিদ্রোহী দল, যারা হযরত আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

أَبُوْ نَعَامَةَ : খারিজীদের জনৈক নেতার উপনাম।

أَقْبَلَ : অভিমুখী হলো, অগ্রসর হলো।

(إفعال) إِقْبَالًا : অভিমুখী হওয়া। অগ্রসর হওয়া।

اَلْكَهْلُ : (ج) كَهْلُوْنَ، كُهُوْلٌ، كِهَالٌ، كُهْلَانٌ، كَهَلٌ : প্রৌঢ় বয়সী।

اِعْلَمْ : তুমি জেনে রাখ।

(س) عِلْمًا : জানা। অবগত হওয়া।

أُوَالِىْ : আমি বন্ধুত্ব রাখি। আমার বন্ধুত্ব আছে।

(مُفَاعَلَةٌ) مُوَالَاةً : বন্ধুত্ব রাখা।

اَلْوَالِىْ : (ج) وُلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

مَادَّة : (و ـ ل ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْفٌ مَفْرُوْقٌ

مُرَادِف : اَلْحَاكِمُ.

أُرَقِّعُ : আমি সংশোধন করি, সুব্যবস্থা করি।

(تفعيل) تَرْقِيْعًا : সংশোধন করা।

مَادَّة : (ر ـ ق ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مرادف : أصلح

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

اَلْبَيَانُ : বাগ্মিতা, বর্ণনা।

اَلْبَيَانُ (ض) مصـ : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

اَلْحَالِىْ (فا)(ج) حَوَالٍ (وكذا الحالية) : অলংঙ্কার সজ্জিতা রমণী।

(س) حَلْيًا : অলঙ্কার পরিধান করা। সুসজ্জিত হওয়া।

مَادَّة : (ح ـ ل ـ ى) ، جِنْس : نَاقِصٌ يَائِىٌّ

مُرَادِف : اَلْمُزَيَّنُ

اَلْحَالِىْ (فا، مذ) : সুমিষ্ট।

حَلَاوَةٌ : মিষ্ট হওয়া।

مُرَادِف : اَلْعَذْبُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَكُنْتُ أَسْتَعِيْنُ عَلٰى تَقْوِيْمِ أَوَدِيْ، فِيْ بَلَدِيْ، بِسَعَةِ ذَاتِ يَدِيْ، مَعَ قِلَّةِ عَدَدِيْ، فَلَمَّا ثَقُلَ حَاذِيْ ، وَنَفِدَ رَذَاذِيْ، أَمَمْتُهُ مِنْ أَرْجَائِيْ، بِرَجَائِيْ ، وَدَعَوْتُهُ لِإِعَادَةِ رُوَائِيْ، وَإِرْوَائِيْ، فَهَشَّ لِلْوِفَادَةِ وَرَاحَ، وَغَدَا بِالْإِفَادَةِ وَرَاحَ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْمَرَاحِ، إِلَى الْمُرَاحِ، عَلٰى كَاهِلِ الْمِرَاحِ؛ قَالَ :

অনুবাদ : আমি আমার দেশে থেকে আমার পরিবারের সদস্য-সংখ্যা কম থাকা অবস্থায় আমার বক্রতা সোজা করার [অর্থাৎ অভাব-অনটন দূর করার] জন্য আমার সম্পদের স্বচ্ছলতার সাহায্য নিতাম। অতঃপর যখন আমার পিঠ ভারি হয়ে গেল এবং আমার স্বল্প বৃষ্টি [সামান্য সম্পদ] নিঃশোষিত হয়ে গেল তখন আমি আমার প্রত্যাশা নিয়ে আমার নিজ এলাকা থেকে তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম এবং তাকে আমার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনার জন্য এবং আমাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য আহবান করলাম। তখন সে আমাদের আগমনে লাফিয়ে উঠল এবং আনন্দিত হলো। আর সকাল-বিকাল আমাকে উপকৃত করতে লাগল। অতঃপর আমি যখন অতিশয় আনন্দ-উৎফুল্লতার কাঁধে চড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য তার কাছে অনুমতি চাইলাম, তখন সে বলল,

শাব্দিক অনুবাদ : وَكُنْتُ أَسْتَعِيْنُ আমি সাহায্য নিতাম عَلٰى تَقْوِيْمِ সোজা করার জন্য أَوَدِيْ আমার বক্রতা فِيْ بَلَدِيْ আমার দেশে بِسَعَةِ ذَاتِ يَدِيْ আমার সম্পদের স্বচ্ছলতার দ্বারা مَعَ قِلَّةِ কম থাকা অবস্থায় عَدَدِيْ আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা فَلَمَّا অতঃপর যখন ثَقُلَ ভারি হয়ে গেল حَاذِيْ আমার পিঠ وَنَفِدَ এবং নিঃশেষিত হয়ে গেল رَذَاذِيْ আমার স্বল্প বৃষ্টি أَمَمْتُهُ তখন আমি তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম مِنْ أَرْجَائِيْ আমার নিজ এলাকা থেকে بِرَجَائِيْ আমার প্রত্যাশা নিয়ে وَدَعَوْتُهُ এবং আমি তাকে আহবান করলাম لِإِعَادَةِ ফিরিয়ে আনার জন্য رُوَائِيْ আমার ঔজ্জ্বল্য وَإِرْوَائِيْ এবং আমাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য فَهَشَّ তখন সে লাফিয়ে উঠল لِلْوِفَادَةِ আমাদের আগমনে وَرَاحَ এবং আনন্দিত হলো وَغَدَا بِالْإِفَادَةِ وَرَاحَ এবং সকাল বিকাল আমাকে উপকৃত করতে লাগল فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتُهُ অতঃপর আমি যখন তার কাছে অনুমতি চাইলাম فِي الْمَرَاحِ যাওয়ার জন্য إِلَى الْمُرَاحِ বাড়িতে عَلٰى كَاهِلِ কাঁধে চড়ে الْمِرَاحِ অতিশয় আনন্দ উৎফুল্লতা قَالَ তখন সে বলল।

শব্দ বিশ্লেষণ

كُنْتُ أَسْتَعِيْنُ : আমি সাহায্য নিতাম।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعَانَةً : সাহায্য নেওয়া। সাহায্য প্রার্থনা করা।

تَقْوِيْمٌ (تَفْعِيْلٌ) مصـ : সোজা করা। যে কোনো দেশের আয়তন বর্ণনা করা।

(ن) قِيَامًا : দণ্ডায়মান হওয়া।

مَادَّة : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَفْ وَاوِي

مُرَادِف : تَعْدِيْلٌ

أَوَدٌ : বক্রতা, কষ্ট।

أَوَدٌ (س) مصـ : বক্র হওয়া।

مَادَّة : (أ ـ و ـ د) ، جِنْس : مُرَكَّب (مَهْمُوز فَاءْ وَاَجْوَفْ وَاوِي)

مُرَادِف : عِوَجٌ

بَلَدٌ : (ج) بُلْدَانٌ ، بِلَادٌ : জনপদ, অঞ্চল, শহর।

سَعَةٌ : স্বচ্ছলতা, ধনাঢ্যতা, সামর্থ্য।

(ض ، س) سَعَةً : প্রশস্ত হওয়া। সচ্ছল হওয়া।

مَادَّه : (و ـ س ـ ع) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : فَرَاغٌ

ذَاتُ الْيَدِ : মালিকানাভুক্ত সম্পদ।

ذَاتُ (مذ : ذو) : অধিকারিণী।

مَعَ : সাথে, সহকারে, সঙ্গে।

قِلَّةٌ (ض) مصـ : কম হওয়া।

عَدَدٌ : (ج) أَعْدَادٌ : সংখ্যা, [এখানে-পরিবারের সদস্য-সংখ্যা]।

مُرَادٌ : عِيَالٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْوِفَادَةُ (ض) مصـ : প্রতিনিধিরূপে আগমন করা।
مَادَّةٌ : (و ـ ف ـ د) ، جِنْس : مِثَال وَاوِى
مُرَادِف : اَلْقُدُوْمُ
رَاحَ : আনন্দিত হলো।
(ف) رَاحَةً ، رِيَاحَةً : আনন্দিত হওয়া।
(ن) رَوَاحًا : সন্ধ্যাকালে আসা।
مَادَّةٌ : (ر ـ و ـ ح) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : سُرَّ
غَدَا : প্রভাতে আগমন বা গমন করল।
(ن) غُدُوًّا ، غَدْوَةً : প্রভাতে গমন বা আগমন করা।
اَلْإِفَادَةُ (اِفْعَال) مصـ : উপকৃত করা, ফায়েদা দেওয়া।
مَادَّةٌ : (ف ـ ى ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : نَفْعٌ
رَاحَ : (ن) رَوَاحًا : বিকাল বেলায় গমন বা আগমন করল।
لَمَّا اسْتَأْذَنْتُ : যখন আমি অনুমতি চাইলাম।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيذَانًا : অনুমতি চাওয়া।
(س) إِذْنًا : অনুমতি দেওয়া।
مَادَّةٌ : (أ ـ ذ ـ ن) ، جِنْس : مَهْمُوْز فَاء

١. اَلْمَرَاحُ (بِفَتْحِ الْمِيْمِ، مَصْدَر مِيْمِى مِنَ الرَّوَاحِ) : বিকালে বা যে কোনো সময় গমন করা।

٢. اَلْمُرَاحُ (بِضَمِّ الْمِيْمِ ، اِسْم ظَرْف مِنَ الْإِرَاحَةِ) উট, গরু বা ছাগল রাখার জায়গা। [এখানে বাড়ি]।

مُرَادِف : مَرْعًى
كَاهِلُ (ج) كَوَاهِلُ : ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের উপরিভাগ, কাঁধ।

٣. اَلْمِرَاحُ (بِكَسْرِ الْمِيْمِ، مِنَ الْمَرَحِ) : অতিশয় আনন্দ, উৎফুল্লতা, দাম্ভিকতা, গর্ব।

مُرَادِف : سُرُوْرٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَهَشَّ لِلْوِفَادَةِ وَرَاحَ وَغَدَا بِالْإِفَادَةِ وَرَاحَ :
এখানে إِفَادَة ও وِفَادَة -এর মধ্যে جِنَاس لَاحِق হয়েছে এবং উভয় رَاحَ -এর মাঝে جِنَاس مُتَمَاثِل হয়েছে।

قَوْلُهُ : اِسْتَأْذَنْتُهُ فِى الْمَرَاحِ اِلَى الْمُرَاحِ عَلٰى كَاهِلِ الْمِرَاحِ :
এখানে مَرَاح ـ مُرَاح ـ مِرَاح -এর মাঝে جِنَاس مُحَرَّف হয়েছে।

لَمَّا ثَقُلَ : [যখন] ভারি হয়ে গেল।
(ك) ثِقَلًا ، ثَقَالَةً : ভারি হওয়া।
حَاذٌ (ج) أَحْوَاذٌ : পিঠ।
مُرَادِف : ظَهْرٌ
خَفِيْفُ الْحَاذِ : সামান্য সম্পদের মালিক।
نَفِدَ : নিঃশেষিত হলো, – হয়ে গেল।
(س) نَفَدًا ، نِفَادًا : নিঃশেষিত হওয়া।
مُرَادِف : خُتِمَ/فَنِىَ
رَذَاذٌ : হাল্কা বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, এখানে–সামান্য সম্পদ।
مَادَّةٌ : (ر ـ ذ ـ ذ) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : قَلَّ/طَلَّ ، ضِدّ : كَثُرَ/وَابِلٌ
أَمَمْتُ – ءُ : আমি [তাঁর উদ্দেশ্যে] রওয়ানা করলাম।
(ن) أَمًّا ، (تَفْعِيْل) تَأْمِيْمًا : ইচ্ছা করা।
مَادَّةٌ : (أ ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : قَصَدْتُ
(ج) أَرْجَاءٌ ، (و) رَجًا ، وَرَجَاءٌ : কেনারা। দিক। [এখানে এলাকা, অঞ্চল।]
مَادَّةٌ : (ر ـ ج ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز لَام
مُرَادِف : اَطْرَاف/جِهَاتٌ
رَجَاءٌ : আশা, প্রত্যাশা।
اَلرَّجَاءُ (ن) مصـ : আশা করা।
دَعَوْتُ : আমি আহবান করলাম।
(ن) دُعَاءٌ ، دَعْوًا ، دَعْوَةً : ডাকা, আহবান করা।
إِعَادَةٌ (اِفْعَال) مصـ : ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া, পুনরায় করা।
مَادَّةٌ : (ع ـ و ـ د) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
مُرَادِف : رَدٌّ
رُوَاءٌ : চেহারার ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য।
إِرْوَاءٌ (اِفْعَال) مصـ : পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করা।
مَادَّةٌ : (ر ـ و ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن
مُرَادِف : اَسْقَاءٌ
هَشَّ : লাফিয়ে উঠল, উৎফুল্ল হলো।
(س، ض) هَشَاشًا ، هَشَاشَةً : লাফিয়ে উঠা।
مَادَّةٌ : (ه ـ ش ـ ش) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِف : اِرْتَاحَ

قَدْ أَزْمَعْتُ أَلَّا أُزَوِّدَكَ بَتَاتًا، وَلَا أَجْمَعَ لَكَ شَتَاتًا، أَوْ تُنْشِئَ لِي أَمَامَ ارْتِحَالِكَ، رِسَالَةً تُودِعُهَا شَرْحَ حَالِكَ، حُرُوفُ إِحْدَى كَلِمَتَيْهَا يَعُمُّهَا النَّقْطُ، وَحُرُوفُ الْأُخْرَى لَمْ يُعْجَمْنَ قَطُّ، وَقَدِ اسْتَأْنَيْتُ بَيَانِي حَوْلًا، فَمَا أَحَارَ قَوْلًا، وَنَبَّهْتُ فِكْرِي سَنَةً، فَمَا ازْدَادَ إِلَّا سِنَةً.

অনুবাদ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি তোমার কোনো পাথেয়র ব্যবস্থা করব না এবং তোমার জন্য বিভিন্ন প্রকার মাল সংগ্রহ করব না, যে পর্যন্ত না তুমি তোমার বিদায়ের পূর্বে আমার জন্য এমন একটি নিবন্ধ রচনা করে দাও, যাতে তুমি তোমার অবস্থার বিবরণ বিবৃত করবে। যার দু'টি শব্দের একটির বর্ণসমূহে নুকতা শামিল থাকবে এবং অপর শব্দের বর্ণগুলো কখনো নুকতা বিশিষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় আমি আমার বর্ণনা শক্তিকে এক বছর অবকাশ দিয়েছি, কিন্তু সে কোনো কথা বলেনি এবং আমি আমার চিন্তা-শক্তিকে এক বছর যাবৎ জাগ্রত করেছি, কিন্তু তন্দ্রা ব্যতীত তার কিছুই বৃদ্ধি পায় নি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَزْمَعْتُ আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি أَلَّا أُزَوِّدَكَ আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করব না بَتَاتًا কোনো পাথেয় وَلَا أَجْمَعَ لَكَ এবং তোমার জন্য সংগ্রহ করব না شَتَاتًا বিভিন্ন প্রকার মাল أَوْ যে পর্যন্ত না تُنْشِئَ তুমি রচনা করে দাও لِي আমার জন্য أَمَامَ পূর্বে ارْتِحَالِكَ তোমার বিদায় رِسَالَةً একটি নিবন্ধ تُودِعُهَا যাতে তুমি বিবৃত করবে شَرْحَ বিবরণ حَالِكَ তোমার অবস্থার كَلِمَتَيْهَا إِحْدَى حُرُوفُ যার দুটি শব্দের একটির বর্ণসমূহ يَعُمُّهَا النَّقْطُ নুকতা শামিল থাকবে وَحُرُوفُ الْأُخْرَى এবং অপর শব্দের বর্ণগুলো لَمْ يُعْجَمْنَ নুকতা বিশিষ্ট হবে না قَطُّ কখনও وَقَدِ اسْتَأْنَيْتُ এমতাবস্থায় আমি অবকাশ দিয়েছি بَيَانِي আমার বর্ণনাশক্তিকে حَوْلًا এক বছর فَمَا أَحَارَ কিন্তু সে বলেনি قَوْلًا কোনো কথা وَنَبَّهْتُ এবং আমি জাগ্রত করেছি فِكْرِي আমার চিন্তাশক্তিকে سَنَةً একবছর যাবৎ فَمَا ازْدَادَ কিন্তু তার কিছুই বৃদ্ধি পায়নি إِلَّا ব্যতীত سِنَةً তন্দ্রা।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدْ) أَزْمَعْتُ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি।

(اِفْعَالٌ) إِزْمَاعًا : দৃঢ় সংকল্প করা।

(س) زَمْعًا - مِنْهُ : বিচলিত হওয়া।

(ف) زَمْعًا، زَمْعَانًا - اَلْأَرْنَبُ : দ্রুত বা আস্তে চলা।

مَادَّةٌ : (ز ـ م ـ ع) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : عَزَمْتُ

أَلَّا أُزَوِّدَ : আমি পাথেয়র ব্যবস্থা করব না।

(تَفْعِيْلٌ) تَزْوِيْدًا : পাথেয়র ব্যবস্থা করা

مَادَّةٌ : (ز ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَفْ وَاوِيْ

بَتَاتٌ : (ج) أَبِتَّةٌ : পাথেয়, সামান, আসবাবপত্র।

مُرَادِفٌ : زَادٌ

لَا أَجْمَعُ : আমি একত্র করব না, সংগ্রহ করব না।

(ف) جَمْعًا : একত্র করা। জমা করা।

شَتَاتٌ : (ج) أَشْتَاتٌ : বিভিন্ন প্রকার বস্তু, বিক্ষিপ্ত জিনিস।

شَتَاتٌ (ض) مصـ : বিক্ষিপ্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا .

مَادَّةٌ : (ش ـ ت ـ ت) ، جِنْس : مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ

مُرَادِفٌ : مُتَفَرِّقًا .

أَوْ (بِمَعْنَى إِلَى أَنْ) : যে পর্যন্ত না।

تُنْشِئُ (اِفْعَالٌ) إِنْشَاءً : তুমি রচনা কর, - করবে।

أَمَامَ (نَقِيْضُ الوراء) : পূর্বে, সামনে।

اِرْتِحَالٌ (افتعال) مصـ : স্থানান্তরিত হওয়া। রওয়ানা হওয়া। বিদায় হওয়া।

رِسَالَةٌ (ج) رِسَالَاتٌ، رَسَائِلُ : চিঠি, বার্তা, পুস্তিকা, দূতালি, [এখানে- নিবন্ধ]।

تُوْدِعُ : তুমি আমানত রাখবে, [এখানে বিবৃত করবে]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

(إفْعَالٌ) إيْدَاعًا : আমানত রাখা।

مُرَادِفٌ : تُضْمَنُ (فِيهَا)

شَرْحٌ : (ج) شُرُوحٌ : ব্যাখ্যা, ভাষ্য।

شَرَحَ (ف) مصـ : ব্যাখ্যা করা।

مُرَادِفٌ : بَيَانٌ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

(ج) حُرُوفٌ ، أَحْرُفٌ، (و) حَرْفٌ : বর্ণ, অক্ষর, হরফ।

(مؤ) إِحْدَى (مذ. أحد) : এক [একটি]।

اَلْكَلِمَةُ (ج) كَلِمٌ، كَلِمَاتٌ - শব্দ।

وَالْكَلِمَةُ (ج) كَلِمٌ، وَالْكَلِمَةُ : (ج) كَلِمَاتٌ : শব্দ।

(تث) كَلِمَتَيْنِ ، كَلِمَتَانِ، (و) كَلِمَةٌ : দু'টি শব্দ।

يَعُمُّ : পরিব্যাপ্ত হয়।

(ن) عُمُومًا : পরিব্যাপ্ত হওয়া।

يَعُمُّ : [সবাইকে] শামিল করে।

(ن) عَمًّا : শামিল করা।

مَادَّةٌ : (ع ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : يَشْمَلُ

(ج) نُقَطٌ ، نِقَاطٌ، (و) نُقْطَةٌ : বিন্দু, ফোঁটা, নুকতা।

اَلنَّقْطُ (ن) مصـ : হরফে নুকতা লাগানো।

مَادَّةٌ : (ن ـ ق ـ ط) ، جِنْس : صَحِيحٌ

(مؤ) اَلْأُخْرَى (مذ: الآخر) (ج) أُخَرُ، أُخْرَيَاتٌ : অপরটি।

لَمْ يُعْجَمْنَ (مج) : নুকতা লাগানো হয় [নি]।

(ن) عَجْمًا، (إفْعَالٌ) إِعْجَامًا :

নুকতা বা হরকত লাগিয়ে শব্দের অস্পষ্টতা দূর করা।

مَادَّةٌ : (ع ـ ج ـ م) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : لَمْ يُنْطَقْنَ

قَطُّ (أَفْصَحُ اللُّغَاتِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ الْمَضْمُومَةِ) : কখনও।

اِسْتَأْنَيْتُ : আমি অবকাশ দিয়েছি।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِينَاءً، (تَفَعُّلٌ) تَأَنِّيًا : ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করা, অবকাশ দেওয়া।

(ض) أَنْيًا : বিলম্ব করা। আসা। নিকটবর্তী হওয়া।

مَادَّةٌ : (أ ـ ن ـ ى) ، جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزُ فَاءٍ وَنَاقِصُ يَائِيٍّ)

مُرَادِفٌ : اِسْتَمْهَلْتُ

اَلْبَيَانُ : প্রাঞ্জল বক্তব্য। বাগ্মিতা।

بَيَانٌ (ض)، مصـ : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া বা করা।

حَوْلٌ : (ج) حُؤُولٌ ، أَحْوَالٌ : বছর।

اَلْحَوْلُ : শক্তি, ক্ষমতা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

مُرَادِفٌ : سَنَةٌ.

مَا أَحَارَ : সে কথা বলে নি, উত্তর দেয় নি।

(إفْعَالٌ) إِحَارَةً : উত্তর দেওয়া। কথা বলা।

(ن) حَوْرًا : হতবুদ্ধি হওয়া। হ্রাস পাওয়া।

(تَفَاعُلٌ) تَحَاوُرًا : আলোচনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا .

مَادَّةٌ : (ح ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَفُ وَاوِيٌّ

مُرَادِفٌ : أَجَابَ/رَدَّ

قَوْلٌ (ن) مصـ : কথা বলা।

قَوْلٌ :(ج) أَقْوَالٌ، (جمع) أَقَاوِيلُ : কথা, বক্তব্য।

مُرَادِفٌ : كَلَامًا

نَبَّهْتُ : সতর্ক করেছি, জাগ্রত করেছি।

(تَفْعِيلٌ) تَنْبِيهًا : সতর্ক করা। জাগ্রত করা।

مَادَّةٌ : (ن ـ ب ـ ه) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : أَيْقَظْتُ

فِكْرٌ : (ج) أَفْكَارٌ : চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাশক্তি।

فِكْرٌ (ض) مصـ : চিন্তা-ভাবনা করা।

مُرَادِفٌ : تَأَمُّلٌ

سَنَةٌ : (ج) سُنُونَ ، سَنَوَاتٌ ، سَنَهَاتٌ : বছর, বর্ষ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فِى الْقُرْآنِ : فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ .

مَادَّةٌ : (س ـ ن ـ و) ، جِنْس : نَاقِصْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : حَوْلَ

مَا اِزْدَادَ : বৃদ্ধি পায় নি।

(ض) زِيَادَةً : বৃদ্ধি পাওয়া।

(افْتِعَالْ) اِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা।

مُرَادِفْ : أَكْثَرَ

سِنَةٌ (س) مـصـ : তন্দ্রা আসা, ঝিমানো। জাগ্রত হওয়া [বিপরীতমুখী]।

فِى الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ .

ماده : (و ـ س ـ ن) ، جِنْس : مِثَالْ وَاوِىْ

مُرَادِفْ : كَرٰى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : أَزْمَعْتُ أَلَّا أُزَوِّدَكَ بَتَاتًا :

أَلَّا أُزَوِّدَ শব্দটি أَزْمَعْتُ -এর مَفْعُوْل بِهٖ আর بَتَاتًا হলো أَلَّا أُزَوِّدَ -এর مَفْعُوْل بِهٖ।

قَوْلُهٗ : وَلَا أَجْمَعُ لَكَ شَتَاتًا :

شَتَاتًا শব্দটি لَا أَجْمَعُ -এর مَفْعُوْل بِهٖ -

...أَوْ تَنْشِئَ لِىْ أَمَامَ اِرْتِحَالِكَ الخ :

... جْمَعُ অথবা لَا أُزَوِّدَ -এর অর্থে হয়ে اِلىٰ শব্দটি أَوْ সাথে مُتَعَلِّقْ হবে।

...رِسَالَةً تُوْدِعُهَا شَرْحَ حَالِكَ حُرُوْفُ إِحْدٰى الخ :

বাক্যটি تُوْدِعُهَا আর مَفْعُوْل بِهٖ এর- تُنْشِئَ শব্দটি رِسَالَةً

এ- تُوْدِعُ হচ্ছে شَرْحَ حَالِكَ এবং صِفَتْ اَوَّلْ এর- رِسَالَةً

এ- رِسَالَةً হলো حُرُوْفُ إِحْدٰى الخ এবং مَفْعُوْل بِهٖ ثَانِىْ

মুবতাদা حُرُوْفُ إِحْدٰى كَلِمَتَيْهَا আর صِفَتْ ثَانِىْ

لَمْ মুবতাদা حُرُوْفُ الْأُخْرٰى খবর এবং يَعُمُّهَا النَّقْطُ

হয়ে جُمْلَةٌ মিলে خَبَرْ ও مُبْتَدَأْ খবর। অতঃপর يُعْجَمْنَ

نَقْطٌ। حُرُوْفُ إِحْدٰى كَلِمَتَيْهَا -এর উপর عَطْفْ হয়েছে

হল ظَرْفْ এর- لَمْ يُعْجَمْنَ -

বালাগাত

قَوْلُهٗ : أَلَّا أُزَوِّدَكَ ...... شَتَاتًا :

এখানে بَتَاتًا এবং شَتَاتًا -এর মধ্যে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে

قَوْلُهٗ : اِسْتَأْنَيْتُ بَيَانِىْ حَوْلًا فَمَا أَحَارَ قَوْلًا :

এখানেও حَوْلًا ও قَوْلًا -এর মাঝে جِنَاسْ لَاحِقْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَنَبَّهْتُ فِكْرِىْ سَنَةً فَمَا ازْدَادَ إِلَّا سِنَةً :

এখানে سَنَةً ও سِنَةً -এর মাঝে جِنَاسْ مُحَرَّفْ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاسْتَعَنْتُ بِقَاطِبَةِ الْكُتَّابِ ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَطَّبَ وَتَابَ ، فَإِنْ كُنْتَ صَدَعْتَ عَنْ وَصْفِكَ بِالْيَقِيْنِ، فَأْتِ بِآيَةٍ ، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدِ اسْتَسْعَيْتَ يَعْبُوْبًا ، وَاسْتَسْقَيْتَ أُسْكُوْبًا ، وَأَعْطَيْتَ الْقَوْسَ بَارِيْهَا، وَأَنْزَلْتَ الدَّارَ بَانِيْهَا، ثُمَّ فَكَّرَ رَيْثَمَا اسْتَجَمَّ قَرِيْحَتَهُ ، وَاسْتَدَرَّ لِقْحَتَهُ، وَقَالَ : اَلْقِ دَوَاتَكَ وَاقْرُبْ، وَخُذْ أَدَاتَكَ وَاكْتُبْ :

অনুবাদ : আমি সকল লেখকের কাছে সাহায্য চেয়েছি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চেহারা মলিন করেছে এবং তওবা করেছে। তএব, তুমি যদি সংশয়হীনভাবে তোমার গুণ প্রকাশ করে থাক তবে কোনো নিদর্শন উপস্থাপন কর; যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তখন সে তাকে বলল, অবশ্য তুমি একটি দ্রুতগামী অশ্বকে দৌড়াতে চেয়েছ এবং প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে তুমি পানি পেতে চেয়েছ। তুমি ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে ধনুক প্রদান করেছ এবং বাড়ি নির্মাতাকে বাড়িতে অবস্থান দিয়েছ। অতঃপর সে প্রতিভাকে স্থির করে নেওয়া এবং তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া পরিমাণ চিন্তা করল এবং সে বলল, তোমার দোয়াতে আঁশ ফেল এবং কাছে আস, আর তোমার কলম নাও এবং লেখ :

শাব্দিক অনুবাদ : وَاسْتَعَنْتُ আমি সাহায্য চেয়েছি بِقَاطِبَةِ সকল الْكُتَّابِ লেখকদের কাছে فَكُلٌّ مِنْهُمْ কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই قَطَّبَ চেহারা মলিন করেছে وَتَابَ এবং তওবা করেছে فَإِنْ كُنْتَ صَدَعْتَ যদি তুমি প্রকাশ করে থাক عَنْ وَصْفِكَ তোমার গুণ بِالْيَقِيْنِ সংশয়হীনভাবে فَأْتِ তবে উপস্থাপন কর بِآيَةٍ কোনো নিদর্শন إِنْ كُنْتَ যদি তুমি হও مِنَ الصَّادِقِيْنَ সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত فَقَالَ لَهُ তখন সে তাকে বলল لَقَدِ اسْتَسْعَيْتَ অবশ্য তুমি দৌড়াতে চেয়েছ يَعْبُوْبًا একটি দ্রুতগামী অশ্বকে وَاسْتَسْقَيْتَ এবং তুমি পানি পেতে চেয়েছ أُسْكُوْبًا প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে وَأَعْطَيْتَ এবং তুমি প্রদান করেছ الْقَوْسَ ধনুক بَارِيْهَا ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে وَأَنْزَلْتَ এবং তুমি অবস্থান দিয়েছ الدَّارَ বাড়িতে بَانِيْهَا বাড়ি নির্মাতাকে ثُمَّ فَكَّرَ অতঃপর সে চিন্তা করল رَيْثَمَا পরিমাণ اسْتَجَمَّ স্থির করে নেওয়া قَرِيْحَتَهُ প্রতিভাকে وَاسْتَدَرَّ এবং দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া لِقْحَتَهُ তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে وَقَالَ এবং সে বলল أَلْقِ তুমি আঁশ ফেল دَوَاتَكَ তোমার দোয়াত وَاقْرُبْ এবং কাছে আস وَخُذْ আর নাও أَدَاتَكَ তোমার কলম وَاكْتُبْ এবং লেখ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَعَنْتُ : আমি সাহায্য চেয়েছি।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعَانَةً : সাহায্য চাওয়া।

قَاطِبَةً (فا، مؤ) : সকল।

(ض) قَطْبًا : একত্র করা।

مَادَّه : (ق ـ ط ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : جَمِيْع

(ج) كُتَّابٌ، كَاتِبُوْنَ ، كَتَبَةٌ ، (و) كَاتِبٌ : লেখক

كُلٌّ مِنْهُمْ : তাদের প্রত্যেকে।

قَطَّبَ : চেহারা মলিন করেছে। ললাট কুঞ্চিত করেছে।

(تَفْعِيْل) تَقْطِيْبًا : চেহারা মলিন করা। ললাট কুঞ্চিত করা।

مُرَادِف : عَبَسَ ، ضِدّ : هَشَّ

تَابَ : তওবা করেছে।

(ن) تَوْبًا ، تَوْبَةً ، تَابَةً ، مَتَابًا : তওবা করা।

مُرَادِف : رَجَعَ

(إِنْ) كُنْتَ صَدَعْتَ : [যদি] তুমি প্রকাশ করে থাক।

(ف) صَدْعًا : প্রকাশ করা। ফাড়া। বাধা দেওয়া।

(تَفَعُّل) تَصَدُّعًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ .

مُرَادِف : كَشَفَتَ

وَصْفٌ : (ج) أَوْصَافٌ : গুণ, যোগ্যতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : لِيَاقَةٌ
اَلْيَقِيْنُ (صف) : স্পষ্ট। সংশয়হীন। নিশ্চিত।
(س) يَقَنًا : নিশ্চিত হওয়া।
(تَفَعُّل) تَيَقُّنًا : বিশ্বাস করা।
مَادَّه : (ى ـ ق ـ ن) ، جِنْس : مِثَال يَائِى
اِئْتِ : তুমি উপস্থাপন কর।
(ض) اِتْيَانًا - بِهٖ : উপস্থাপন করা।
مُرَادِفٌ : اَعْرِضْ
اٰيَةٌ : (ج) آيٌ، آيَاتٌ : নিদর্শন, কুরআনের আয়াত।
(اِنْ) كُنْتَ (ن) كَوْنًا : [যদি] তুমি হও।
اَلصَّادِقِيْنَ (فا، مذ، ج) (و) صَادِقٌ : সত্যবাদী।
(ن) صِدْقًا : সত্যবলা।
اِسْتَسْعَيْتَ : তুমি দৌড়াতে চেয়েছ।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْعَاءً، (ف) سَعْيًا : দৌড়াতে চাওয়া, দৌড়ানোর চেষ্টা করা।
مَادَّه : (س ـ ع ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى
يَعْبُوْبٌ : (ج) يَعَابِيْبُ : দ্রুতগামী অশ্ব। প্রবল বেগে প্রবাহিত নদী।
مَادَّه : (ى ـ ع ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِفٌ : نَجِيْبٌ
اِسْتَسْقَيْتَ : তুমি পানি পেতে চেয়েছ।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِسْقَاءً : পানি পান করতে চাওয়া।
مَادَّه : (س ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى
مُرَادِفٌ : اِسْتَمْطَرْتَ
اُسْكُوْبٌ : (ج) اَسَاكِيْبُ : অবিরাম বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি।
مَادَّه : (س ـ ك ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِفٌ : وَبْلًا
اَعْطَيْتَ : তুমি দিয়েছ, প্রদান করেছ।
(اِفْعَال) اِعْطَاءً : প্রদান করা।
اَلْقَوْسُ : (ج) قِسِيٌّ، اَقْوَاسٌ، قِيَاسٌ، اَقْوُسٌ، اَقْيَاسٌ : ধনুক।
مُرَادِفٌ : قِيَادَةٌ
بَارِئٌ (فا، مذ) : প্রস্তুতকারী।
(ض) بَرْيًا، (اِفْتِعَال) اِبْتِرَاءً - السَّهْمَ الْقَلَمَ : প্রস্তুত করা।
اَلْبَارِئُ (صف) : সৃষ্টিকর্তা।
(ف) بَرْءًا، بُرُوْءًا : নতুন করে সৃষ্টি করা। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করা।
مَادَّه : (ب ـ ر ـ ء) ، جِنْس : مَهْمُوْز، مُرَادِفٌ : خَالِقٌ

نَزَلْتَ : তুমি উপনীত করেছ, অবস্থান দিয়েছ।
(اِفْعَال) اِنْزَالًا : উপনীত করা। অবস্থান দেওয়া।
دَارٌ : (ج) دُوْرٌ، دِيَارٌ، اَدْؤُرٌ، اَدْوُرٌ، اَدْوِرَةٌ، دِيَارَةٌ، اَدْوَارٌ
دِيَارَاتٌ، دُوْرَانٌ، دِيْرَانٌ : বাড়ি, গৃহ।
بَانِى (فا، مذ) (ج) بُنَاةٌ : নির্মাতা, স্থপতি।
(ض) بِنَاءً : নির্মাণ করা।
مَادَّه : (ب ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص، مُرَادِفٌ : صَانِعٌ
فَكَّرَ : সে চিন্তা করল।
(تَفْعِيْل) تَفْكِيْرًا : চিন্তা করা।
رَيْثٌ، رَيْثَمَا : পরিমাণ।
رَيْثٌ (ض) مصد : বিলম্ব করা।
اِسْتَجَمَّ : স্থির করে নিল, জমিয়ে নিল।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِجْمَامًا : স্থির করে নেওয়া।
مَادَّه : (ج ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
مُرَادِفٌ : اَجْمَدَ
قَرِيْحَةٌ : (ج) قَرَائِحُ : স্বভাব, মেধা, প্রতিভা।
اِسْتَدَرَّ : দুগ্ধ দোহন করতে চাইল।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِدْرَارًا : দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া।
(ن، ض) دَرًّا : অধিক দুগ্ধ হওয়া।
مَادَّه : (د ـ ر ـ ر) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى
لِقْحَةٌ : (ج) لِقَحٌ، لِقَاحٌ : অধিক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী।
مَادَّه : (ل ـ ق ـ ح) ، جِنْس : صَحِيْح، مُرَادِفٌ : نَاقَةٌ.
اَلِقْ : তুমি [দোয়াতে] আঁশ ফেল, প্রস্তুত কর।
(اِفْعَال) اِلَاقَةً - الدَّوَاةَ : দোয়াতে আঁশ ফেলা। প্রস্তুত করা।
(ن) لَوْمًا : কোমল করা, নরম করা।
مَادَّه : (ل ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى
دَوَاةٌ : (ج) دُوِىٌّ، دَوَيَاتٌ : দোয়াত।
اِقْرُبْ : কাছে আস, নিকটবর্তী হও।
(س، ك) قُرْبًا، قُرْبَانًا : নিকটে আসা।
خُذْ : তুমি ধারণ কর, নাও।
(ن) اَخْذًا : ধারণা করা।
اَدَاةٌ (ج) اَدَوَاتٌ : হাতিয়ার। উপকরণ। এখানে -কলম।
مُرَادِفٌ : قَلَمٌ
اُكْتُبْ : তুমি লিখ।
(ن) كَتْبًا، كِتَابَةً : লেখ।

اَلْكَرَمُ - ثَبَّتَ اللّٰهُ جَيْشَ سُعُوْدِكَ - يَزِيْنُ ، وَاللُّؤْمُ - غَضَّ الدَّهْرُ جَفْنَ حَسُوْدِكَ - يَشِيْنُ، وَالْأَرْوَعُ يُثِيْبُ ، وَالْمُعْوِرُ يُخِيْبُ، وَالْحُلَاحِلُ يُضِيْفُ ، وَالْمَاحِلُ يُخِيْفُ ، وَالسَّمْحُ يُغْذِيْ ، وَالْمَحِكُ يُقْذِيْ ، وَالْعَطَاءُ يُنْجِيْ ، وَالْمِطَالُ يُشْجِيْ ، وَالدُّعَاءُ يَقِيْ ، وَالْمَدْحُ يُنَقِّيْ، وَالْحُرُّ يَجْزِيْ ، وَالْإِلْطَاطُ يُخْزِيْ.

অনুবাদ : বদান্যতা [অথবা ভদ্রতা] সৌন্দর্য বর্ধন করে। আল্লাহ তা'আলা তোমার শুভময়তার বাহিনীকে অবিচল [অথবা শুভময়তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস স্থায়ী] রাখুন এবং কার্পণ্য [বা অভদ্রতা] কলঙ্কিত করে। কালাবর্তন তোমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির চোখের পলক অবনমিত করে দিন। গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি পুরস্কার দেয়। দুশ্চরিত্র লোক বঞ্চিত করে। জনপ্রিয় নেতা আতিথেয়তা করে এবং ধড়িবাজ ব্যক্তি ভয় দেখায়। দানশীল ব্যক্তি খাবার দেয় এবং কৃপণ লোক চোখে কুটো দেয়। দান মুক্তি দেয়। টাল-বাহানা কষ্ট দেয়। দোয়া রক্ষা করে এবং প্রশংসা কলঙ্কমুক্ত করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতিদান দেয় এবং অধিকারের অস্বীকার লাঞ্ছিত করে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْكَرَمُ বদান্যতা ثَبَّتَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা অবিচল রাখুন جَيْشَ বাহিনী سُعُوْدِكَ তোমার শুভময়তা يَزِيْنُ সৌন্দর্যবর্ধন করে وَاللُّؤْمُ এবং কার্পণ্য غَضَّ অবনমিত করে দিন الدَّهْرُ কালাবর্তন جَفْنَ চোখের পলক حَسُوْدِكَ তোমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি يَشِيْنُ কলঙ্কিত করে وَالْأَرْوَعُ গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি يُثِيْبُ পুরস্কার দেয় اَلْمُعْوِرُ দুশ্চরিত্র লোক يُخِيْبُ বঞ্চিত করে وَالْحُلَاحِلُ জনপ্রিয় নেতা يُضِيْفُ আতিথেয়তা করে وَالْمَاحِلُ এবং ধড়িবাজ ব্যক্তি يُخِيْفُ ভয় দেখায় وَالسَّمْحُ এবং দানশীল ব্যক্তি يُغْذِيْ খাবার দেয় وَالْمَحِكُ এবং কৃপণ লোক يُقْذِيْ চোখে কুটো দেয় وَالْعَطَاءُ দান يُنْجِيْ মুক্তি দেয় وَالْمِطَالُ টালবাহানা يُشْجِيْ কষ্ট দেয় الدُّعَاءُ দোয়া يَقِيْ রক্ষা করে وَالْمَدْحُ এবং প্রশংসা يُنَقِّيْ কলঙ্কমুক্ত করে وَالْحُرُّ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি يَجْزِيْ প্রতিদান দেয় وَالْإِلْطَاطُ এবং অধিকারের অস্বীকার يُخْزِيْ লাঞ্ছিত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْكَرَمُ : ক্ষমা, বদান্যতা, ভদ্রতা।

اَلْكَرَمُ (ك) مصـ : দানশীল হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلشَّرَفُ ، ضِدّ : اَللُّؤْمُ

ثَبَّتَ (دُعَائِيَّة) : অবিচল রাখুন, স্থায়ী করুন।

(تَفْعِيْل) تَثْبِيْتًا : অবিচল রাখা, স্থায়ী রাখা।

(ن) ثُبُوْتًا : স্থায়ী হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .

مُرَادِفٌ : حَقَّقَ/وَثَّقَ

جَيْشٌ : (ج) جُيُوْشٌ : বাহিনী, সেনাবাহিনী।

جَيْشٌ (ض) مصـ : উবল দেওয়া, তরঙ্গিত হওয়া।

سُعُوْدٌ : বরকত, শুভময়তা।

سُعُوْدٌ (ف) مصـ : বরকতময় হওয়া।

مَادَّه : (س ـ ع ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : يُمْنٌ ، ضِدّ : نُحُوْسَةٌ

يَزِيْنُ : সৌন্দর্য বর্ধন করে, সজ্জিত করে।

(ض) زَيْنًا : সৌন্দর্য বর্ধন করা।

مُرَادِفٌ : يُوَضِّحُ ، ضِدّ : يَشِيْنُ

اَللُّؤْمُ : কার্পণ্য, অভদ্রতা।

اَللُّؤْمُ وَاللُّؤُمُ (ك) مصـ : কৃপণ হওয়া।

(ن) لَوْمًا مَلَامَةً : তিরস্কার করা।

فِى الْقُرْآنِ : لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

مَادَّه : (ل ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : يُحْرِمُ

اَلْحُلَاحِلُ : (ج) حَلَاحِلُ : জনপ্রিয় নেতা। বীর। পূর্ণাঙ্গ।

مَادَّه : (ح ـ ل ـ ح ـ ل) ، جِنْس : مُضَاعَف رُبَاعِي

مُرَادِفٌ : اَلشُّجَاعُ/اَلسَّيِّدُ

يُضِيْفُ : আতিথেয়তা করে।

(اِفْعَال) إِضَافَةً : আতিথেয়তা করা।

مُرَادِفٌ : قَرٰى

اَلْمَاحِلُ (فا ، مذ) : দুরভিক্ষগ্রস্ত। ধড়িবাজ। চোগলখোর। কৃপণ। ঝগড়াটে।

(ك ـ س ـ ف) مَحْلًا ، مُحُوْلًا : দুরভিক্ষগ্রস্ত হওয়া। চোগলখুরি করা।

(مُفَاعَلَة) مُمَاحَلَةً ، مِحَالًا : চক্রান্ত করা। কলহ-বিবাদ করা।

مُرَادِفٌ : اَلْمُجَادِلُ/اَلْبَخِيْلُ

يُخِيْفُ : ভয় দেখায়, ভীত সন্ত্রস্ত করে।

(اِفْعَال) إِخَافَةً : ভয় দেখানো।

(س) خَوْفًا : ভয় পাওয়া।

مُرَادِفٌ : يُفْزِعُ ، ضِدّ : يُؤْمِنُ

اَلسَّمْحُ (صف) : দানশীল ব্যক্তি।

(ك) سَمَاحَةً : দানশীল হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلْجَوَادُ ، ضِدّ : اَلْبَخِيْلُ

يُغْذِيْ : খাবার দেয়, আহার্য দেয়।

(اِفْعَال) إِغْذَاءً : খাবার দেওয়া।

مُرَادِفٌ : يُطْعِمُ

اَلْمَحِكُ (صف) : দাম-দস্তুর নিয়ে বিবাদকারী। কৃপণ।

(س) مَحَكًا (ف) مَحْكًا : ঝগড়া করা।

مَادَّه : (م ـ ح ـ ك) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : اَلْبَخِيْلُ ، ضِدّ : اَلسَّمْحُ

يُقْذِيْ : চোখে কুটো দেয়।

(اِفْعَال) إِقْذَاءً : চোখে কুটো দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

(س) قَذًى : চোখে কুটো পড়া।

مُرَادِفٌ : يَضُرُّ

مُرَادِفٌ : اَلْخَسَاسَةُ ، ضِدّ : اَلْكَرَمُ

غُضَّ : (دُعَائِيَّة) : অবনমিত করে দিন।

(ن) غَضًّا ، غَضَاضَةً ، غَضَاضًا : অবনমিত করা।

(اِنْفِعَال) اِنْغِضَاضًا – اَلطَّرْفُ : দৃষ্টি বন্ধ হওয়া।

مَادَّه : (غ ـ ض ـ ض) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِفٌ : اَغْضٰى

اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُوْرٌ ، أَدْهُرٌ : কাল, যুগ। দীর্ঘ সময়। কালাবর্তন।

جَفْنٌ : (ج) أَجْفَانٌ ، جُفُوْنٌ ، أَجْفُنٌ : চোখের পলক।

حَسُوْدٌ : (ج) حُسُدٌ : স্বভাবগত ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসুক।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ـ

مَادَّه : (ح ـ س ـ د) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : حَاسِدٌ

يَشِيْنُ : কলঙ্কিত করে।

(ض) شَيْنًا : কলঙ্কিত করা।

مُرَادِفٌ : يُعِيْبُ ، ضِدّ : يَزِيْنُ

اَلْأَرْوَعُ : (ج) رُوْعٌ ، أَرْوَاعٌ : সৌন্দর্য, বীরত্ব ও গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধকারী।

(ن) رَوْعًا ، (اِفْعَال) إِرَاعَةً : গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধ করা। শঙ্কিত করা।

يُثِيْبُ : বিনিময় দেয়। প্রতিদান দেয়। পুরস্কার দেয়।

(اِفْعَال) إِثَابَةً : প্রতিদান দেওয়া।

مَادَّه : (ث ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِفٌ : يُجَازِيْ

اَلْمُعْوِرُ (فا ، مذ) : দুশ্চরিত্র, বখাটে।

(اِفْعَال) إِعْوَارًا : দুঃশ্চরিত্র হওয়া, বখাটে হওয়া।

مَادَّه : (ع ـ و ـ ر) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي

مُرَادِفٌ : شِرِّيْرٌ/فَاجِرٌ ، ضِدّ : صَالِحٌ

يُخَيِّبُ : বঞ্চিত করে, বিফল করে।

(اِفْعَال) إِخَابَةً : বিফল করা, বঞ্চিত করা।

(ض) خَيْبَةً : বিফল হওয়া, বঞ্চিত হওয়া।

مَادَّه : (خ ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

يُنَقِّي : । পরিষ্কার করে, কলঙ্কমুক্ত করে।

(إفْعَال) إِنْقَاءٌ : । পরিষ্কার করা।

(س) نَقْيًا ، نَقَاءً : । পরিষ্কার হওয়া।

مَادَّه : (ن ـ ق ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : اَخْلَص

اَلْحُرُّ: (ج) أَحْرَارٌ ، حِرَارٌ । স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত।

يَجْزِيْ : । প্রতিদান দেয়।

(ض) جَزَاءٌ : । প্রতিদান দেওয়া।

مَادَّه : (ج ـ ز ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِف : يُثِيْبُ

اَلْإِلْطَاطُ (إِفْعَال) مصـ : । প্রাপ্য বা অধিকার অস্বীকার করা।

(ض) لَطَّا الشَّيْئَ : । আবৃত করা।

ـ الْحَقَّ : । প্রাপ্য অস্বীকার করা।

مَادَّه : (ل ـ ط ـ ط) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : اَلْجُحُوْدُ/اَلْإِنْكَارُ

يُخْزِيْ : । লাঞ্ছিত করে, লজ্জিত করে।

(إفْعَال) إِخْزَاءٌ : । লাঞ্ছিত করা, অপমান করা।

(ض) خَزْيًا : । লজ্জিত করা। লাঞ্ছিত করা।

(س) خِزْيًا ، خَزًى : । লাঞ্ছিত হওয়া। লজ্জিত হওয়া।

مُرَادِف : يُذِلُّ ، ضِد : يُعِزُّ

اَلْعَطَاءُ وَالْعَطَا :(ج) أَعْطِيَةٌ ،(جج) أَعْطِيَاتٌ : । দান, অনুদান।

يُنْجِيْ : । মুক্তি দেয়।

(إفْعَال) إِنْجَاءٌ : । মুক্তি দেওয়া।

(ن) نَجَاةً : । মুক্তি পাওয়া।

مَادَّه : (ن ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : يُخَلِّص

اَلْمِطَالُ وَالْمُمَاطَلَةُ (مُفَاعَلَة) مصـ : । টাল-বাহানা করা।

مُرَادِف : اَلتَّسْوِيْفُ

يُشْجِيْ : । কষ্ট দেয়। দুঃখ দেয়। খুশি করে [বিপরীতমুখী অর্থ]।

(إفْعَال) إِشْجَاءٌ ، (ن) شَجًا ، شَجْوًا : । কষ্ট দেওয়া। খুশি করা।

(س) شَجًا : । চিন্তিত হওয়া।

مُرَادِف : (ش ـ ج ـ و) ، جِنْس : نَاقِص

مُرَادِف : يُؤْذِى

اَلدُّعَاءُ : (ج) أَدْعِيَةٌ : দোয়া।

اَلدُّعَاءُ (ن) مصـ : । দোয়া করা। ডাকা। আহবান করা।

يَقِيْ : । রক্ষা করে, হেফাজত করে।

(ض) وِقَايَةً ، وَقْيًا ، وَاقِيَةً : । রক্ষা করা, হেফাজত করা।

مَادَّه : (و ـ ق ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق

مُرَادِف : يَحْفَظُ

اَلْمَدْحُ : । প্রশংসা।

اَلْمَدْحُ (ف) مصـ : । প্রশংসা করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

وَاطِّرَاحُ ذِي الْحُرْمَةِ غَيٌّ، وَمَحْرَمَةُ بَنِي الْأَمَالِ بَغْيٌ، وَمَا ضَنَّ إِلَّا غَبِينٌ، وَلَا غَبِنَ إِلَّا ضَنِينٌ، وَلَا خَزَنَ إِلَّا شَقِيٌّ، وَلَا قَبَضَ رَاحَهُ تَقِيٌّ، وَمَا فَتِئَ وَعْدُكَ يَفِي، وَآرَاؤُكَ تَشْفِي، وَهِلَالُكَ يُضِيءُ، وَحِلْمُكَ يُغْضِي، وَآلَاؤُكَ تُغْنِي، وَأَعْدَاؤُكَ تُثْنِي، وَحُسَامُكَ يُفْنِي، وَسُؤْدُدُكَ يُقْنِي.

অনুবাদ : সম্মানী ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বিভ্রান্তি এবং আশাবাদী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা জুলুম। নির্বোধ লোক ব্যতীত কেউ কার্পণ্য করে না। আর কৃপণ ব্যতীত কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হতভাগা ব্যতীত কেউ সম্পদ জমা রাখে না এবং পরহেজগার ব্যক্তি তার হস্তুতালু সংকুচিত করে না। সর্বদা তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় এবং তোমার মতামত প্রশান্তি দান করে। তোমার নব চন্দ্র আলো দেয় এবং তোমার গাম্ভীর্য [মানুষের ভ্রান্তি থেকে] দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তোমার দান-দাক্ষিণ্য অমুখাপেক্ষী করে দেয় এবং তোমার শত্রুগণ প্রশংসা করে। তোমার তরবারি ধ্বংস করে দেয় এবং তোমার নেতৃত্ব সন্তুষ্ট করে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاطِّرَاحُ দূরে সরিয়ে দেওয়া ذِي الْحُرْمَةِ সম্মানিত ব্যক্তি غَيٌّ বিভ্রান্তি مَحْرَمَةُ বঞ্চিত করা بَنِي الْأَمَالِ আশাবাদী ব্যক্তিগণ بَغْيٌ জুলুম مَاضَنَّ কেউ কার্পণ্য করে না إِلَّا ব্যতীত غَبِينٌ নির্বোধ লোক وَلَا غَبِنَ আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না إِلَّا ব্যতীত ضَنِينٌ কৃপণ وَلَاخَزَنَ কেউ সম্পদ জমা রাখে না إِلَّا ব্যতীত شَقِيٌّ হতভাগা وَلَاقَبَضَ এবং সংকুচিত করে না رَاحَهُ তার হস্ত-তালু تَقِيٌّ পরহেজগার ব্যক্তি مَافَتِئَ সর্বদা وَعْدُكَ তোমার প্রতিশ্রুতি يَفِي পূর্ণ হয় وَآرَاؤُكَ এবং তোমার মতামত تَشْفِي প্রশান্তি দান করে هِلَالُكَ তোমার নবচন্দ্র يُضِيءُ আলো দেয় وَحِلْمُكَ এবং তোমার গাম্ভীর্য يُغْضِي দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় وَآلَاؤُكَ এবং তোমার দান-দাক্ষিণ্য يُغْنِي অমুখাপেক্ষী করে দেয় وَأَعْدَاؤُكَ তোমার শত্রুগণ تُثْنِي প্রশংসা করে وَحُسَامُكَ এবং তোমার তরবারি يُفْنِي ধ্বংস করে وَسُؤْدُدُكَ এবং তোমার নেতৃত্ব يُقْنِي সন্তুষ্ট করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِطِّرَاحُ (اِفْتِعَال) مص : দূরে সরিয়ে দেওয়া।
مُرَادِف : رَمْيٌ/اِبْعَادٌ
ذِي الْحُرْمَةِ : সম্মানী ব্যক্তি, মর্যাদাবান ব্যক্তি।
اَلْحُرْمَةُ (س) مص : হারাম হওয়া।
اَلْحُرْمَةُ : মর্যাদা, সম্মান।
اَلْغَيُّ : বিভ্রান্তি।
غَيٌّ (ض) مص : বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।
مَحْرَمَةٌ (ض ، س، مَصْدَر مِيْمِي) : বঞ্চিত করা।
مُرَادِف : إِخَابَةٌ ، ضِدّ : هَدِيَّةٌ
بَنِي الْأَمَالِ : আশাবাদী, প্রত্যাশী।
(ج) اَلْأَمَالُ (و) أَمَلٌ : আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা।
مُرَادِف : رَجَاءٌ
بَغْيٌ : জুলুম।

بَغْيٌ (ض) - عَلَيْهِ : জুলুম করা।
مَا ضَنَّ : কার্পণ্য করে নি [-করে না]।
(س، ض) ضَنًّا، ضِنَّةً، ضَنَانَةً : কার্পণ্য করা।
غَبِينٌ (صف) : (ج) غِبَانٌ، غُبَنَاءُ : নির্বোধ।
(س) غَبْنًا، غَبَانَةً : নির্বোধ হওয়া।
مَادَّه : (غ ـ ب ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح
مُرَادِف : غَبِيٌّ
لَا غَبِنَ : ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
(ن، ض) غَبْنًا - فِي الْبَيْعِ : ক্ষতি করা। ধোঁকা দেওয়া।
مُرَادِف : لَا خُدِعَ/ لَا نُقِصَ
ضَنِيْنٌ : (صف) (ج) أَضِنَّاءُ : কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ।
(س، ض) ضَنًّا، ضِنَّةً، ضَنَانَةً - بِالشَّيْءِ : কার্পণ্য করা।
لَا خَزَنَ : জমা রাখে নি, [-রাখে না]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يُضِيُّ : (كَانَ فِى الْأَصْلِ يُضِئُ، فَأُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ فِى الْيَاءِ عَلَى أَصْلِ خَطِيَّةٍ) আলো দেয়।

(إِفْعَال) إِضَاءَةً : আলো দেওয়া, আলোকিত করা বা হওয়া।

مُرَادِفٌ : يُشْرِقُ

حِلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ ، حُلُومٌ : গাম্ভীর্য। ধৈর্য। সহিষ্ণুতা।

يُغْضِى : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

(إِفْعَال) إِغْضَاءً -عَنْهُ طَرْفَهُ : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া।

(ج) أَلَاءٌ ، (و) أَلْأَلَى، أَلْأَلَى، أَلْأَلُو : নেয়ামত। দান-দাক্ষিণ্য।

مُرَادِفٌ : عَطَاءٌ

تُغْنِى : অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

(إِفْعَال) إِغْنَاءً : অমুখাপেক্ষী করা।

فِى الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ .

(ج أَعْدَاءٌ ،(جج) أَعَادٍ ،(و)عَدُوٌّ : শত্রু, অরাতি, অরি, বৈরী।

تُثْنِى : প্রশংসা করে।

(إِفْعَال) إِثْنَاءً : প্রশংসা করা।

حُسَامٌ : তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি।

فِى الْقُرْآنِ : ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا .

مُرَادِفٌ : اَلسَّيْفُ (اَلْقَاطِعُ)

يُفْنِى : ধ্বংস করে দেয়।

(إِفْعَال) إِفْنَاءً : ধ্বংস করা।

(س) فَنَاءً : ধ্বংস হওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .

مَادَّه : (ف ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِفٌ : يُهْلِكُ ، ضِدّ : يُبْقِى

سُودُدٌ : নেতৃত্ব।

سُودُدٌ ، سُؤْدُدٌ (ن) مصـ : নেতা হওয়া।

مَادَّه : (س ـ و ـ د) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِى

يُقْنِى - فُلَانًا : সন্তুষ্ট করে।

(إِفْعَال) إِقْنَاءً ، (تَفْعِيل) تَقْنِيَةً : সন্তুষ্ট করা।

(ض) قَنَاءً : উপার্জন করা।

مَادَّه : (ق ـ ن ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِفٌ : إِرْضَاءٌ

(ن) خَزْنًا : সঞ্চয় করা, জমা রাখা।

مَادَّه : (خ ـ ز ـ ن) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : حَبْسٌ : ضِدّ : بَذْلٌ

شَقِىٌّ (صف)(ج) أَشْقِيَاءُ : হতভাগা।

(س) شَقًا ، شَقَاوَةً : হতভাগা হওয়া।

مَادَّه : (ش ـ ق ـ ى) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِفٌ : حَبْسٌ ، ضِدّ : بَذْلٌ

لَا قَبْضَ : বন্ধ রাখে নি [-রাখে না], সংকুচিত করে নি [-করে না]।

(س) قَبْضًا : সংকুচিত করা।

(ج) رَاحٌ، (و) رَاحَةٌ : হস্ততালু, হাতের তালু।

مُرَادِفٌ : كَفٌّ

تَقِىٌّ (صف)(ج) أَتْقِيَاءُ، تُقَوَاءُ : পরহেজগার।

(ض) تُقًى، تِقَاءً : পরহেজগার হওয়া।

مَادَّه : (و ـ ق ـ ى/ ت ـ ق ـ ى)

مُرَادِفٌ : أَوْرَعُ

مَافَتِئَ (س) ،مَافَتَأَ(ف) (فِعْل نَاقِص)۔ يَفِى : সর্বদা পূর্ণ হয়।

(مَا فَتِئَ (س) فَتْأً - عَنْهُ : বিরত হয় নি, বিস্মৃত হয় নি।

اَلْوَعْدُ (ج) وُعُودٌ (عِنْدَ الْبَعْضِ) : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি।

اَلْوَعْدُ (ض) مصـ : ওয়াদা করা।

مُرَادِفٌ : مِيثَاقٌ

اَلْوَعْدُ : পূর্ণ হয়।

يَفِى : পূর্ণ করে।

(ض) وَفَاءً - بِالْوَعْدِ : পূর্ণ করা।

(ج) أَرَاءٌ، أَرْآءٌ، (و) رَأْىٌ : অভিমত, মতামত, সিদ্ধান্ত।

تَشْفِى - اَلْهَمَّ : চিন্তা দূরীভূত করে, প্রশান্তি দান করে।

(ض) شِفَاءً : আরোগ্য দান করা।

مَادَّه : (ش ـ ف ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِى

مُرَادِفٌ : تُبْرِئُ

هِلَالٌ : (ج) أَهِلَّةٌ (أَهَالِيلُ : شَاذ : নবচন্দ্র, মাসের শুরু বা শেষাংশের চাঁদ।

مُرَادِفٌ : قَمَرٌ

Free @ www.eilmweebly.com

وَمُوَاصِلُكَ يَجْتَنِي، وَمَادِحُكَ يَقْتَنِي، وَسَمَاحُكَ يُغِيثُ، وَسَمَاؤُكَ تَغِيثُ، وَدَرُّكَ يَفِيضُ، وَرَدُّكَ يَغِيضُ، وَمُؤَمِّلُكَ شَيْخٌ حَكَاهُ فَيْءٌ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. أَمَّكَ بِظَنٍّ حِرْصُهُ يَثِبُ، وَمَدَحَكَ بِنُخَبٍ مُهُورُهَا تَجِبُ، وَمَرَامُهُ يَخِفُّ، وَأَوَاصِرُهُ تَشِفُّ، وَإِطْرَاؤُهُ يُجْتَذَبُ، وَمَلَامُهُ يُجْتَنَبُ.

অনুবাদ : তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ফল চয়ন করে এবং তোমার প্রশংসাকারী সম্পদ লাভ করে। তোমার বদান্যতা সাহায্য করে এবং তোমার আকাশ [মেঘমালা] বর্ষণ করে। তোমার দুগ্ধ [অর্থাৎ, প্রভূত কল্যাণ] প্রবাহিত হয় এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া শুকিয়ে দেয়। তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি এমন এক বৃদ্ধ, ছায়া যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে এবং তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে এমন ধারণা নিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে এসেছে, যার লোভ-লালসা লাফিয়ে উঠে এবং সে এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা তোমার প্রশংসা করেছে, যার বিনিময় তোমার উপর ওয়াজিব। তার উদ্দেশ্য তোমার পক্ষে পূরণ করা সহজ এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা অধিক। তার প্রশংসা পছন্দ করা হয় এবং তার নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمُوَاصِلُكَ তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি يَجْتَنِي ফল চয়ন করে وَمَادِحُكَ এবং তোমার প্রশংসাকারী يَقْتَنِي সম্পদ লাভ করে سَمَاحُكَ তোমার বদান্যতা يُغِيثُ সাহায্য করে وَسَمَاؤُكَ এবং তোমার আকাশ تَغِيثُ বর্ষণ করে دَرُّكَ তোমার দুগ্ধ يَفِيضُ প্রবাহিত হয় وَرَدُّكَ এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া يَغِيضُ শুকিয়ে দেয় وَمُؤَمِّلُكَ তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি شَيْخٌ এমন এক বৃদ্ধ حَكَاهُ যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে فَيْءٌ ছায়া لَمْ يَبْقَ অবশিষ্ট নেই لَهُ তার شَيْءٌ কোনো কিছু أَمَّكَ সে তোমার উদ্দেশ্যে এসেছে بِظَنٍّ এমন ধারণা নিয়ে حِرْصُهُ যার লোভ-লালসা يَثِبُ লাফিয়ে উঠেছে وَمَدَحَكَ এবং সে তোমার প্রশংসা করেছে بِنُخَبٍ এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা مُهُورُهَا যার বিনিময় تَجِبُ [তোমার উপর] ওয়াজিব হয় وَمَرَامُهُ এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করা يَخِفُّ তোমার পক্ষে সহজ হয় وَأَوَاصِرُهُ এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা تَشِفُّ অধিক হয় وَإِطْرَاؤُهُ তার প্রশংসা يُجْتَذَبُ পছন্দ করা হয় وَمَلَامُهُ এবং তার নিন্দা يُجْتَنَبُ বেঁচে থাকা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُوَاصِلٌ (فا، مذ) : সাক্ষাৎকারী, সান্নিধ্য গ্রহণকারী।
(مُفَاعَلَة) مُوَاصَلَةً : সাক্ষাৎ করা।
مَادَّه : (و ـ ص ـ ل) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : مُلَاقٍ
يَجْتَنِي : ফল চয়ন করে।
(افْتِعَال) اِجْتِنَاءً : ফল চয়ন করা।
مَادِحٌ (فا، مذ) : প্রশংসাকারী।
(ف) مَدْحًا : প্রশংসা করা।
يَقْتَنِي : সম্পদ লাভ করে।
(افْتِعَال) اِقْتِنَاءً : সম্পদ লাভ করা।
مُرَادِف : يَكْتَسِبُ
سَمَاحٌ : বদান্যতা।
سَمَاحٌ (ف) مصـ : মুক্ত হস্তে দান করা।
يُغِيثُ : সাহায্য করে।

(إِفْعَال) إِغَاثَةً (مَادَّه : غَوْثٌ) : সাহায্য করা।
فِي الْحَدِيثِ : اَللّٰهُمَّ أَغِثْنِي غَيْثًا مُغِيثًا .
مَادَّه : (غ ـ و ـ ث)، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي، مُرَادِف : يَنْصُرُ
سَمَاءٌ : (ج) سَمَاوَاتٌ : আকাশ, মেঘমালা।
تَغِيثُ : বর্ষণ করে, বর্ষিত হয়।
(ض) غَيْثًا (مَادَّه : غَيْثٌ) : বর্ষণ করা।
مُرَادِف : تَمْطُرُ
دَرٌّ : প্রভূত কল্যাণ।
دَرٌّ : দুধ। দুধের প্রাবল্য।
يَفِيضُ : প্রবাহিত হয়।
(ض) فَيْضًا، فَيَضَانًا، فُيُوضًا : প্রবাহিত হওয়া।
(إِفْعَال) إِفَاضَةً : প্রবাহিত করা।
فِي الْقُرْآنِ : أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا الْمَاءَ .
مَادَّه : (ف ـ ي ـ ض) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : يَبْذُلُ

رَدٌّ (ن) مص : ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া।

مُرَادِف : رَجْعٌ/صَرْفٌ ،ضِدّ : اِعْطَاءٌ

يَغِيضُ : কমে বা শুকিয়ে যায়, কমিয়ে বা শুকিয়ে দেয়।

(ض) غَيْضًا، مَغَاضًا - الْمَاءَ : কমে বা শুকিয়ে যাওয়া। –দেওয়া।

(افعال) إِغَاضَةً : শুকিয়ে দেওয়া, শুকিয়ে যাওয়া।

مَادَّه : (غ ـ ى ـ ض) ، جِنْس : اَجْوَفْ يَائِي

مُرَادِف : يَنْضَبُ

مُؤَمِّلٌ (فا، مذ) : আশাবাদী, প্রত্যাশী।

(تفعيل) تَأْمِيلًا : প্রত্যাশা করা, আশা করা।

مُرَادِف : رَاجِيٌّ

شَيْخٌ : (ج) شُيُوخٌ ، أَشْيَاخٌ ، شِيخَةٌ ، شِيخَانٌ، مَشْيَخَةٌ، مَشِيخَةٌ،(جج) مَشَايِخُ ، أَشَايِخُ : বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। আলিম। নেতা। সম্মানী ব্যক্তি।

حَكَا (حَكَى) : সদৃশ বা সামঞ্জস্যশীল হয়েছে, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রেখেছে।

(ض) حِكَايَةً : সাদৃশ্য রাখা। বর্ণনা করা।

مُرَادِف : يُشْبِهُ

فَيْءٌ : (ج) أَفْيَاءٌ، فُيُوءٌ : ছায়া। অনায়াসলব্ধ সম্পদ। কর।

فَيْءٌ (ض) مص : প্রত্যাবর্তন করা।

مُرَادِف : ظِلٌّ

(لَمْ) يَبْقَ (س) بَقَاءً، (ض) بَقْيًا : অবশিষ্ট নেই।

شَيْءٌ (ج) أَشْيَاءُ، (جج) أَشَاوَى، أَشْيَاوَاتٌ، أَشَاوَاتٌ ، أَشَايَا : বস্তু, কিছু।

أَمَّ -كَ : [তোমার] উদ্দেশ্যে এসেছে।

(ن) أَمًّا : ইচ্ছা করা।

ظَنٌّ : (ج) ظُنُونٌ، (جج) أَظَانِينُ : ধারণা, সন্দেহ, বিশ্বাস।

ظَنَّ (ن) مص : জানা, বিশ্বাস করা।

مُرَادِف : حَسْبٌ

حِرْصٌ : লোভ- লালসা।

حِرْصٌ (ض ، س) مص : লোভ করা।

فِى الْقُرْآن : إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ.

مُرَادِف : طَمَعٌ

يَثِبُ : উত্তেজিত হয়, লাফিয়ে উঠে।

(ض) وَثْبًا، وُثُوبًا، وَثَبَانًا : উত্তেজিত হওয়া। লাফিয়ে উঠা।

مُرَادِف : يَقْفِزُ

مَدَحَ : প্রশংসা করেছে, সাধুবাদ করেছে।

(ف) مَدْحًا : প্রশংসা করা।

(ج) نُخَبٌ، نُخْبَاتٌ، (و) نُخْبَةٌ : চয়িত, নির্বাচিত, বাছাইকৃত।

(افتعال) اِنْتِخَابًا : নির্বাচন করা, বাছাই করা।

مُرَادِف : مُخْتَارَةٌ

(اَلْقَصَائِدُ) النُّخَبُ : নির্বাচিত কবিতামালা।

(ج) مُهُورٌ، مُهُورَةٌ، (و) مَهْرٌ : মাহ্‌র, বিনিময়।

مُرَادِف : صِدَاقٌ

تَجِبُ : ওয়াজিব হয়, অপরিহার্য হয়।

(ض) وُجُوبًا، جِبَةً : ওয়াজিব হওয়া।

مُرَادِف : يَلْزَمُ

مَرَامٌ (ج) مَرَامَاتٌ : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

(ن) رَوْمًا، مَرَامًا : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা।

مَادَّه : (ر ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِى

مُرَادِف : قَصْدٌ

يَخِفُّ : হাল্‌কা হবে, সহজ হবে।

(ض) خَفًّا، خِفَّةً : হাল্‌কা হওয়া। সহজ হওয়া।

مُرَادِف : يَسْهُلُ

(ج) أَوَاصِرُ، (و) أَصِرَةٌ : সম্পর্ক। আত্মীয়তা। হৃদ্যতা।

مَادَّه : (ا ـ ص ـ ر) ، جِنْس : مَهْمُوزْ فَاءْ

مُرَادِف : وَصْلَةٌ

تَشِفُّ : অধিক হয়, বৃদ্ধি করে।

(ض) شَفًّا(يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ) : অধিক হওয়া। বৃদ্ধি করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِشْفَافًا (مَافِى الْإِنَاءِ) : সবটুকু পান করে নেওয়া।

مَادَّه : (ش ـ ف ـ ف) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِى

مُرَادِف : تَزِيْدُ

إِطْرَاءٌ (إِفْعَال) مص (مَادَّه : طَرَأٌ أَوْ طَرْوٌ) : অতিশয় প্রশংসা করা, অতিশয় গুণকীর্তন করা।

يُجْتَذَبُ (مج) : আকর্ষণ করা হয়, পছন্দ করা হয়।

اِفْتِعَال) اِجْتِذَابًا) : আকর্ষণ করা হয়। পছন্দ করা।

مُرَادِف : يُمَالُ

مَلَامٌ (ن) (مَصْدَر مِيمِى،مَادَّه :لَوْمٌ) : ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা।

يُجْتَنَبُ (مج) : দূরে থাকা হয়, বেঁচে থাকা হয়।

(اِفْتِعَال) اِجْتِنَابًا : দূরে থাকা। বেঁচে থাকা।

مُرَادِف : يُنْفَى

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَوَرَاءَهُ ضَفَفٌ، مَسَّهُمْ شَظَفٌ، وَحَصَّهُمْ جَنَفٌ، وَعَمَّهُمْ قَشَفٌ، وَهُوَ فِيْ دَمْعٍ يُجِيْبُ، وَوَلَهٍ يُذِيْبُ، وَهَمٍّ تَضَيَّفَ، وَكَمَدٍ نَيَّفَ، لِمَأْمُوْلٍ خَيَّبَ، وَإِهْمَالٍ شَيَّبَ، وَعَدُوٍّ نَيَّبَ، وَهُدُوٍّ تَغَيَّبَ، وَلَمْ يَزِغْ وُدُّهُ فَيُغْضَبَ، وَلَا خَبُثَ عُوْدُهُ فَيُقْضَبَ، وَلَا نَفَثَ صَدْرُهُ فَيُنْفَضَ.

অনুবাদ : তার পেছনে রয়েছে অনেক সন্তান-সন্তুতি, যাদেরকে দুঃখ দুর্দশা আক্রান্ত করেছে। অত্যাচার তাদেরকে ছিন্নমূল করেছে এবং দুরাবস্থা তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। সে এমন অশ্রুতে ভারাক্রান্ত, যা ডাকে সাড়া দেয়। এমন পেরেশানীতে পতিত, যা গলিয়ে দেয়। এমন দুঃখে জর্জরিত, যা মেহমান সেজে বসেছে এবং এমন মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট, যা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন আশার কারণে, যা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এমন অবহেলার কারণে, যা বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে, এমন শত্রুর কারণে, যে দন্ত গেঁড়ে দিয়েছে এবং এমন প্রশান্তির জন্য যা হারিয়ে গেছে। তার বন্ধুত্ব বক্র [নষ্ট] হয় নি, যাতে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া যায় এবং তার [আন্তরিকতার] কাষ্ঠ নষ্ট হয়ে যায় নি, যাতে তা কেটে ফেলা যায়। তার বক্ষ কফ উদগীরণ করে নি, যাতে ঝেড়ে পরিষ্কার করা যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَاءَهُ তার পেছনে রয়েছে ضَفَفٌ অনেক সন্তান-সন্তুতি مَسَّهُمْ যাদেরকে আক্রান্ত করেছে شَظَفٌ দুঃখ-দুর্দশা وَحَصَّهُمْ তাদেরকে ছিন্নমূল করেছে جَنَفٌ অত্যাচার وَعَمَّهُمْ এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে قَشَفٌ দুরবস্থা وَهُوَ আর সে فِيْ دَمْعٍ এমন অশ্রুতে ভারাক্রান্ত يُجِيْبُ ডাকে সাড়া দেয় وَوَلَهٍ এমন পেরেশানীতে পতিত يُذِيْبُ গলিয়ে দেয় وَهَمٍّ এমন দুঃখে জর্জরিত تَضَيَّفَ মেহমান সেজে বসেছে وَكَمَدٍ এবং এমন মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট نَيَّفَ বৃদ্ধি পেয়েছে لِمَأْمُوْلٍ এমন আশার কারণে خَيَّبَ ব্যর্থ করে দিয়েছে وَإِهْمَالٍ এবং এমন অবহেলার কারণে شَيَّبَ বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে وَعَدُوٍّ এমন শত্রুর কারণে نَيَّبَ দন্ত গেঁড়ে দিয়েছে وَهُدُوٍّ এবং এমন প্রশান্তির জন্য تَغَيَّبَ হারিয়ে গেছে لَمْ يَزِغْ বক্র হয়নি وَلَا خَبُثَ এবং নষ্ট হয়ে যায়নি عُوْدُهُ তার কাষ্ঠ فَيُقْضَبَ যাতে তা কেটে ফেলা যায় وَلَا نَفَثَ কফ উদ্গীরণ করেনি صَدْرُهُ তার বক্ষ فَيُنْفَضَ যাতে ঝেড়ে পরিষ্কার করা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَرَاءَ (ظَرْف) : সামনে, পেছনে, ব্যতীত।

ضَفَفٌ : অনেক সন্তান- সন্তুতি।

ضَفَفٌ(ن)مصـ : ভীড় করা।

مَادَّه : (ض ـ ف ـ ف) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : كَثْرَةُ الْعِيَالِ

مَسَّ : স্পর্শ করেছে, ছুঁয়েছে, আক্রান্ত করেছে।

(س) مَسًّا ، مَسِيْسًا : স্পর্শ করা, আক্রান্ত করা।

مَادَّه : (م ـ س ـ س) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : أَصَابَ

شَظَفٌ (ج) شِظَافٌ : সঙ্কট, দুঃখ-দুর্দশা।

شَظَفٌ : (س ، ك) مصـ : সংকটাপন্ন হওয়া।

مُرَادِف : ضِيْقٌ ، ضد : رَخَاءٌ

حَصَّ : ছিন্নমূল করেছে, নির্মূল করেছে।

(ن) حَصًّا : ছিন্নমূল করা। নির্মূল করা।

مَادَّه : (ح ـ ص ـ ص) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِف : قَلَعَ/نَتَفَ

جَنَفٌ : জুলুম, অত্যাচার, অবিচার।

(س) جَنَفًا : জুলুম করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا -

مُرَادِف : ظُلْمٌ

عَمَّ : শামিল করে নিয়েছে, পরিবেষ্টন করেছে।

(ن) عُمُوْمًا : শামিল করা।

مُرَادِف : شَمَلَ

قَشَفٌ : দুরাবস্থা।

قَشَفٌ (س) مصـ : দুরাবস্থাগ্রস্ত হওয়া।

دَمْعٌ : (ج) دُمُوْعٌ، أَدْمُعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

يُجِيبُ : ডাকে সাড়া দেয়, জওয়াব দেয়।
(إفْعَال) إجَابَةً : ডাকে সাড়া দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ـ
مَادَّه : (ج ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : يَرُدُّ (عَلَى)
وَلَهٌ : পেরেশানী, চিন্তাক্লিষ্টতা।
وَلَهٌ (ض ، ح ، س) مصـ : অতিশয় চিন্তাক্লিষ্ট হওয়া।
مَادَّه : (و ـ ل ـ ه) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي
مُرَادِف : حَيْرَة
يُذِيبُ : গলিয়ে দেয়, বিগলিত করে।
(إفْعَال) إذَابَةً : বিগলিত করা, গলিয়ে দেওয়া।
(ن) ذَوْبًا : বিগলিত হওয়া।
مَادَّه : (ذ ـ و ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : يُصْهِرُ ، ضِدّ : يُجْمِدُ
هَمٌّ : (ج) هُمُومٌ : দুঃখ। চিন্তা। ইচ্ছা।
هَمٌّ (ن) مصـ : ইচ্ছা করা। দুঃখিত করা।
مُرَادِف : اَلْحُزْنُ
تَضَيَّفَ : মেহমান হয়েছে, মেহমান সেজে বসেছে।
(تَفَعُّل) تَضَيُّفًا : মেহমান হওয়া।
مُرَادِف : نَزَلَ (بِهِ)
كَمَدٌ : ভীষণ মর্মবেদনা, দুঃখ।
كَمَدٌ (س) مصـ : ভীষণ মর্মবেদনা ক্লিষ্ট হওয়া।
(إفْعَال) إكْمَادًا : বিষন্ন করা।
مُرَادِف : حُزْنٌ (شَدِيدٌ)
نَيَّفَ : বৃদ্ধি পেয়েছে, অধিক হয়েছে।
(تَفْعِيل) تَنْيِيفًا (مَادَّه : نَوْف) : বৃদ্ধি পাওয়া।
(ن) نَوْفًا : উঁচু হওয়া।
مَادَّه : (ن ـ و ـ ف) ، جِنْس : أَجْوَف وَاوِي
مُرَادِف : أَزَادَ
مَأْمُولٌ (مف، مذ) : যা আশা করা হয়, আশা।
(ن) أَمْلًا : আশা করা।
خَيَّبَ : বঞ্চিত করেছে, ব্যর্থ করেছে।
(تَفْعِيل) تَخْيِيبًا : বঞ্চিত করা। ব্যর্থ করা।
مُرَادِف : أَخْسَرَ
مَأْمُولٌ خَيَّبَ : ব্যর্থতায় পর্যবসিতকারী আশা।
إِهْمَالٌ (إفْعَال) مصـ : ভুলে বা সজ্ঞানে উপেক্ষা করা, অবহেলা করা।

مَادَّه : (ه ـ م ـ ل) ، جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : إِغْفَال
شَيَّبَ : বৃদ্ধ বানিয়েছে, বৃদ্ধ করেছে।
(تَفْعِيل) تَشْيِيبًا : বৃদ্ধ বানানো।
عَدُوٌّ : (ج) أَعْدَاءٌ ، (جج) أَعَادٍ : শত্রু, অরি, অরাতি, বৈরী।
نَيَّبَ : দন্ত গেঁড়ে দিয়েছে।
(تَفْعِيل) تَنْيِيبًا : দাঁত বসানো। দন্ত গাঁড়া। কামড় দেওয়া।
مَادَّه : (ن ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف ، مُرَادِف : عَضَّ
هُدُوٌّ : (كَانَ فِي الْأَصْلِ هُدُوءٌ، فَأُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ وَاوًا ، وَأُدْغِمَتْ فِي الْوَاوِ وَعَلَى أَصْلٍ مُقَرَّرٍ) : প্রশান্তি, স্থৈর্য।
هُدُوٌّ (هُدُوءٌ) (ف) مصـ : প্রশান্ত হওয়া, স্থির হওয়া।
تَغَيَّبَ : অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।
(تَفَعُّل) تَغَيُّبًا : অদৃশ্য হওয়া।
مَادَّه : (غ ـ ي ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِي ، مُرَادِف : زَالَ
(لَمْ) يَزِغْ : বক্র হয় নি।
(ض) زَيْغًا ، زَيَغَانًا ، زَيْغُوغَةً : বক্র হওয়া।
مُرَادِف : لَمْ يَمِلْ
وُدٌّ : ভালবাসা, বন্ধুত্ব।
وُدٌّ (س) مصـ : আগ্রহ করা, ভালবাসা।
يَغْضَبُ : ক্ষুব্ধ হওয়া যায়।
(س) غَضَبًا-عَلَيْهِ : ক্ষুব্ধ হওয়া।
مُرَادِف : يَثُورُ
لَا خَبُثَ : নষ্ট হয়ে যায় নি।
(ك) خُبْثًا ، خَبَاثَةً : নষ্ট হয়ে যাওয়া।
مُرَادِف : فَسَدَ
عُودٌ : (ج) عِيدَانٌ ، أَعْوَادٌ ، أَعْوُدٌ : কাষ্ঠ। গাছের কাটা ডাল।
يُقْضَبُ : কেটে ফেলা যায়।
(ض) قَضْبًا : কেটে ফেলা।
مُرَادِف : قُطِعَ
لَا نَفَثَ : [বক্ষ] কফ উদগীরণ করে নি।
(ن، ض) نَفْثًا ، نَفَثَانًا- الصَّدْرُ : উদ্গীরণ করা।
مُرَادِف : بَزَقَ
صَدْرٌ : (ج) صُدُورٌ : যে কোনো বস্তুর প্রথম অংশ। সামনের উপরিভাগ। বক্ষ।
يُنْفَضُ (مج) : ঝেড়ে ফেলা যায়, পরিষ্কার করা যায়।
(ن) نَفْضًا : ঝেড়ে ফেলা। পরিষ্কার করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا نَشَزَ وَصْلُهُ فَيُبْغَضَ، وَمَا يَقْتَضِي كَرَمُكَ نَبْذَ حُرَمِهِ، فَبَيِّضْ أَمَلَهُ بِتَخْفِيفِ أَلَمِهِ، يَنُثُّ حَمْدَكَ بَيْنَ عَالَمِهِ، بَقِيتَ لِإِمَاطَةِ شَجَبٍ، وَإِعْطَاءِ نَشَبٍ، وَمُدَاوَاةِ شَجَنٍ، وَمُرَاعَاةِ يَفَنٍ، مَوْصُولًا بِخَفْضٍ، وَسُرُورٍ غَضٍّ، مَا غُشِيَ مَعْهَدُ غَنِيٍّ، أَوْ خُشِيَ وَهْمُ غَبِيٍّ. وَالسَّلَامُ.

অনুবাদ : তার সম্পর্ক [বন্ধুত্ব] অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি যে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায়। তোমার ভদ্রতা তার মর্যাদাকে উপেক্ষা করতে চায় না। সুতরাং তুমি তার কষ্টকে লাঘব করে তার আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জ্বল করে দাও [অর্থাৎ সুন্দরভাবে পূর্ণ করে দাও]। সে তার জগতের মাঝে তোমার প্রশংসা গেয়ে বেড়াবে। তুমি কষ্ট দূরীভূত করা, মাল প্রদান করা, দুঃখের নিরাময় করা এবং অতিশয় বৃদ্ধের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সুখময় জীবন ও নিত্য নতুন আনন্দ সহকারে ততদিন বেঁচে থাক, যতদিন ধনীর দরবারে ঝাঁপিয়ে পড়া হয় অথবা অজ্ঞ লোকের ধারণাকে ভয় করা হয়। ওয়াস-সালাম।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا نَشَزَ অপছন্দীয় হয়ে যায়নি وَصْلُهُ তার সম্পর্ক فَيُبْغَضَ যাতে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায় وَمَا يَقْتَضِي চায় না كَرَمُكَ তোমার ভদ্রতা نَبْذَ উপেক্ষা করতে حُرَمِهِ তার মর্যাদাকে فَبَيِّضْ সুতরাং তুমি উজ্জ্বল করে দাও أَمَلَهُ তার আকাঙ্ক্ষা بِتَخْفِيفِ লাঘব করে أَلَمِهِ তার কষ্ট يَنُثُّ সে গেয়ে বেড়াবে حَمْدَكَ তোমার প্রশংসা بَيْنَ মাঝে عَالَمِهِ তার জগত بَقِيتَ তুমি ততদিন বেঁচে থাক لِإِمَاطَةِ দূরীভূত করার জন্য شَجَبٍ কষ্ট إِعْطَاءِ প্রদান করার জন্য نَشَبٍ মাল وَمُدَاوَاةِ এবং নিরাময় করার জন্য شَجَنٍ দুঃখ وَمُرَاعَاةِ যত্নবান হওয়ার জন্য يَفَنٍ অতিশয় বৃদ্ধ مَوْصُولًا সহকারে بِخَفْضٍ সুখময় জীবন سُرُورٍ আনন্দ غَضٍّ নিত্যনতুন হয়েছে مَا যতদিন غُشِيَ ঝাঁপিয়ে পড়া হয় مَعْهَدُ দরবার غَنِيٍّ ধনী أَوْ خُشِيَ অথবা ভয় করা হয় وَهْمُ ধারণা غَبِيٍّ অজ্ঞ লোক وَالسَّلَامُ সালাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَرَمٌ : ক্ষমা। বখশিশ। ভদ্রতা।

كَرُمَ (ك) مصـ : দানশীল হওয়া, উৎকৃষ্ট হওয়া।

نَبْذٌ (ض) مصـ : উপেক্ষা করা, ফেলে দেওয়া।

نُبْذٌ : সামান্য, কিছু।

فِي الْقُرْآنِ : نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ.

مُرَادِفٌ : طَرَحَ

(ج) حُرَمٌ، حُرُمَاتٌ، حُرَمَاتٌ، (ج) حُرْمَةٌ : মর্যাদা, সম্মান।

بَيِّضْ : তুমি শুভ্র, সুন্দর ও উজ্জ্বল করে দাও।

(تَفْعِيلٌ) تَبْيِيضًا : শুভ্র/ সুন্দর / উজ্জ্বল করা।

مُرَادِفٌ : حَسِّنْ/حَقِّقْ

أَمَلٌ (ج) آمَالٌ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা।

تَخْفِيفٌ(تَفْعِيلٌ)مصـ : হালকা করা, সহজ করা, লাঘব করা।

مُرَادِفٌ : تَسْهِيلٌ

لَا نَشَزَ : অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি।

(ن،ض) نُشُوزًا : অবাধ্য হওয়া। অপছন্দ করা। বিদ্বেষ পোষণ করা।

مَادَّهْ : (ن ـ ش ـ ز) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : أَسَاءَ/ مَقَتَ/ كَرِهَ

وَصْلٌ : সম্পর্ক [বন্ধুত্ব]।

وَصْلٌ (ض) مصـ : সম্পর্ক রাখা। একত্র করা। যুক্ত করা।

يُبْغَضُ (مج) : বিদ্বেষ পোষণ করা যায়।

(ن) بُغْضًا، (إِفْعَالٌ) إِبْغَاضًا বিদ্বেষ পোষণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ.

مُرَادِفٌ : يَحْقِدُ (عَلَى)

مَا يَقْتَضِي : সে চায় না।

(اِفْتِعَالٌ) اِقْتِضَاءٌ : চাওয়া। দাবি করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَلَمٌ : (ج) آلَامٌ : কষ্ট, পীড়া।

أَلَمٌ (س) مصـ : ক্লিষ্ট হওয়া।

(تَفْعِيل) تَأْلِيمًا، (إِفْعَال) إِيلَامًا : কষ্ট দেওয়া।

مُرَادِفٌ : وَجَعٌ

يَنُثُّ : প্রচার করে/ -করবে, ছড়ায়/ছড়াবে।

(ن، ض) نَثًّا : প্রচার করা।

مُرَادِفٌ : يَنْشُرُ

حَمْدٌ (س) مصـ : প্রশংসা করা।

حَمْدٌ : প্রশংসা, সাধুবাদ।

عَالَمٌ : (ج) عَوَالِمُ ، عَالَمُونَ، عَلَالِمُ : জগৎ, মাখলুক।

مُرَادِفٌ : خَلْقٌ

بَقِيتَ (دُعَائِيَّة) : তুমি বেঁচে থাক।

(س) بَقَاءً،(ض) بَقْيًا : অবশিষ্ট থাকা, বেঁচে থাকা।

(إِفْعَال) إِبْقَاءً : অবশিষ্ট রাখা।

مُرَادِفٌ : حَيِيتَ/عِشْتَ

إِمَاطَةٌ (إِفْعَال) مصـ : দূরীভূত করা, সরিয়ে দেওয়া।

مُرَادِفٌ : إِزَالَةٌ

شَجَبٌ : (ج) شُجُوبٌ : কষ্ট, ক্লেশ।

شَجْبٌ (ن) مصـ : দুঃখিত করা/-হওয়া। ধ্বংস করা- হওয়া।

شَجَبٌ (س) مصـ : দুঃখিত হওয়া। ধ্বংস হওয়া।

مُرَادِفٌ : ألم

إِعْطَاءٌ (إِفْعَال) مصـ : দান করা, প্রদান করা।

نَشَبٌ، نَشَبَةٌ : অর্থ-সম্পদ ও গবাদিপশু। স্থাবর সম্পদ।

نَشَبٌ (س) مصـ : এঁটে যাওয়া।

مُرَادِفٌ : مَالٌ/ عَقَارٌ

مُدَاوَاةٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : চিকিৎসা করা, রোগ নিরাময় করা।

مُرَادِفٌ : مُعَالَجَةٌ

شَجَنٌ : (ج) أَشْجَانٌ ، شُجُونٌ : দুঃখ-চিন্তা।

(ن) شَجْنًا، شُجُونًا : ব্যথিত করা, দুঃখিত করা।

مُرَادِفٌ : شَجَبٌ

شَجَنٌ (س) مصـ : দুঃখিত হওয়া।

مُرَاعَاةٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : যত্নবান/ যত্নশীল হওয়া। লক্ষ্য রাখা।

مُرَادِفٌ : حِفْظٌ

يَفَنٌ : (ج) يُفْنٌ : অতিশয় বৃদ্ধ। বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। বৃদ্ধ গরু।

مَوْصُولٌ (مف، مذ) : মিলিত। [এখানে– সহকারে।]

خَفْضٌ : সুখময়তা, সুখময় জীবন।

خَفْضٌ (ك) مصـ : সুখী হওয়া।

سُرُورٌ : আনন্দ, স্ফুর্তি।

سُرُورٌ (ن) مصـ : আনন্দিত করা।

غَضٌّ (صف) : (ج) غِضَاضٌ : তরতাজা। নিত্য নতুন।

(ض ـ س) غَضَاضَةً، غُضُوضَةً : তরতাজা হওয়া।

مُرَادِفٌ : نَاعِمٌ/جَدِيدٌ ، ضِدٌّ : قَدِيمٌ

(مَا : بِمَعْنَى مَا دَامَ) : যতদিন।

غُشِيَ (مج) : গমন করা হয়। ঝাঁপিয়ে পড়া হয়।

(ن) غَشْوًا، (س) غَشَيَانًا – فُلَانًا : কারও কাছে গমন করা।

مُرَادِفٌ : دُخِلَ/قُصِدَ

مَعْهَدٌ (ظَرْف) (ج) مَعَاهِدُ : মজলিস। দরবার। কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠান।

(س) عَهْدًا : চেনা। সংরক্ষণ করা।

مُرَادِفٌ : مَجْلِسٌ

غَنِيٌّ (صف) (ج) أَغْنِيَاءُ : ধনী, বিত্তশালী।

(س) غِنًى، غَنَاءً : ধনী হওয়া।

خُشِيَ (مج) : ভয় করা হয়।

(س) خَشْيًا، خَشْيَةً، خَشَيَانًا – ٥ : ভয় করা।

وَهْمٌ (ض) مصـ : কল্পনা করা, ধারণা করা।

مُرَادِفٌ : ظَنٌّ/حُسْبَةٌ

غَبِيٌّ (صف)(ج) أَغْبِيَاءُ، أَغْبَاءُ : অজ্ঞ, নির্বোধ, মেধাহীন।

(س) غَبًى، غَبَاوَةً : অজ্ঞ হওয়া। নির্বোধ হওয়া।

مُرَادِفٌ : جَاهِلٌ

اَلسَّلَامُ : সালাম। ইসলামি অভিবাদন।

اَلسَّلَامُ (س) مصـ : নিরাপদ থাকা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ إِمْلَاءِ رِسَالَتِهِ، وَ جَلّٰى فِيْ هَيْجَاءِ الْبَلَاغَةِ عَنْ بَسَالَتِهِ ، أَرْضَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِعْلًا وَقَوْلًا ، وَأَوْسَعَتْهُ حَفَاوَةً وَطَوْلًا ، ثُمَّ سُئِلَ : مِنْ أَيِّ الشُّعُوْبِ نِجَارُهُ ؟ وَفِيْ أَيِّ الشِّعَابِ وِجَارُهُ؟ فَقَالَ :

غَسَّانُ أُسْرَتِي الصَّمِيْمَةْ * وَسُرُوْجُ تُرْبَتِي الْقَدِيْمَهْ

فَالْبَيْتُ مِثْلُ الشَّمْسِ إِشْ * رَاقًا وَمَنْزِلَةً جَسِيْمَهْ

অনুবাদ : অতঃপর যখন সে তার নিবন্ধ লিখিয়ে অবসর হলো এবং সাহিত্যালংকারের লড়াইয়ে তার বীরত্ব প্রদর্শন করল তখন সভাস্থ লোকজন কথায় ও কাজে তাকে সন্তুষ্ট করে দিল এবং তাকে বিপুলভাবে সম্মান ও পুরস্কার দান করল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার বংশমূল কোন গোত্রোদ্ভূত এবং কোন ঘাঁটিতে [জনবসতিতে] তাঁর অবাসস্থল? উত্তরে সে বলল : [কবিতার অনুবাদ] – আমার প্রকৃত পরিবার গাসসান এবং আমার প্রাচীন আবাসস্থল সারুজ। আমার ঘরটি ছিল ঔজ্জ্বল্য ও বড় মর্যাদার দিক থেকে সূর্যের মতো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর যখন সে অবসর হলো مِنْ إِمْلَاءِ লিখিয়ে رِسَالَتِهِ তার নিবন্ধ وَجَلّٰى এবং প্রদর্শন করল فِيْ هَيْجَاءِ লড়াইয়ে الْبَلَاغَةِ সাহিত্যালংকার عَنْ بَسَالَتِهِ তার বীরত্ব أَرْضَتْهُ তখন তাকে সন্তুষ্ট করে দিল الْجَمَاعَةُ সভাস্থ লোকজন فِعْلًا কাজে وَقَوْلًا ও কথায় وَأَوْسَعَتْهُ এবং তাকে দান করল حَفَاوَةً বিপুলভাবে সম্মান وَطَوْلًا ও পুরস্কার ثُمَّ سُئِلَ অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো مِنْ أَيِّ الشُّعُوْبِ কোন গোত্রোদ্ভূত نِجَارُهُ তার বংশমূল وَفِيْ أَيِّ الشِّعَابِ এবং কোন ঘাঁটিতে وِجَارُهُ তার আবাসস্থল فَقَالَ উত্তরে সে বলল غَسَّانُ গাসসান أُسْرَتِي আমার পরিবার الصَّمِيْمَةُ প্রকৃত وَسُرُوْجُ এবং সারুজ تُرْبَتِي আমার আবাসস্থল الْقَدِيْمَةُ প্রাচীন فَالْبَيْتُ ঘরটি مِثْلُ الشَّمْسِ সূর্যের মতো إِشْرَاقًا ঔজ্জ্বল্য وَمَنْزِلَةً ও মর্যাদা جَسِيْمَةً বড়।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمَّا فَرَغَ : [যখন] সে অবসর হলো।

(ف،ن،س) فَرَاغًا ، فُرُوْغًا : অবসর হওয়া।

مُرَادِفٌ : تَقَاعَدَ ، ضِدٌّ : اِشْتَغَلَ

إِمْلَاءٌ (إِفْعَالٌ)مصـ : নিজে বলে বলে অন্যের মাধ্যমে লিখানো।

مُرَادِفٌ : إِمْلَالٌ

رِسَالَةٌ : (ج) رَسَائِلُ، رِسَالَاتٌ : বার্তা, দূতালি, নিবন্ধ, পত্র।

جَلّٰى : প্রকাশ করল, প্রদর্শন করল।

(تَفْعِيْلٌ) تَجْلِيَةَ-الْأَمْرِ : প্রকাশ করা। প্রদর্শন করা।

مَادَّه : (ه ـ ی ـ ج) ، جِنْس : أَجْوَفُ يَائِي

مُرَادِفٌ : اَلْحَرْبُ

اَلْهَيْجَاءُ ، وَالْهَيْجَا : লড়াই, যুদ্ধ।

(ض) هَيْجًا : উত্তেজিত হওয়া।

اَلْبَلَاغَةُ : সাহিত্যালঙ্কার।

اَلْبَلَاغَةُ (ك) مصـ : বাগ্মী হওয়া।

بَسَالَةٌ : বীরত্ব, সাহসিকতা।

بَسَالَةٌ (ك) مصـ : বীর হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُبَاسَلَةً ـ بِسَالًا : আক্রমণ করা।

مَادَّه : (ب ـ س ـ ل) ، جِنْس : صَحِيْحٌ

مُرَادِفٌ : شَجَاعَةٌ

أَرْضَتْ (إِفْعَالٌ) إِرْضَاءً – ه : [তাকে] সন্তুষ্ট করে দিল।

مُرَادِفٌ : سَرَّتْ ، ضِدٌّ : أَسْخَطَتْ

اَلْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : সমবেত লোকজন, দল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ج) شِعَابٌ، (و) شِعْبٌ : ঘাটি। উপত্যকা। রাস্তা।

وِجَارٌ : (ج) أَوْجِرَةٌ ، وُجُرٌ : গর্ত, গুহা। বাঘ, সিংহ ইত্যাদির আবাসস্থল।

مُرَادِفٌ : جُحْرٌ/مَسْكَنٌ

غَسَّانٌ : একটি ঐতিহ্যবাহী আরব রাজবংশ।

أُسْرَةٌ : (ج) أُسَرٌ : পরিবার। একই মিশনে প্রত্যয়ী লোকজন।

مُرَادِفٌ : أَهْلٌ

اَلصَّمِيْمَةُ : (ج) صَمَائِمُ : প্রকৃত, খাঁটি, নির্ভেজাল।

مَادَّه : (ص ـ م ـ م) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي

مُرَادِفٌ : اَلْخَالِصَةُ

سُرُوْجٌ : তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর।

تُرْبَةٌ : (ج) تُرَبٌ : মাটি। ভূমি। [এখানে-জন্মস্থান অবাসস্থল]।

مُرَادِفٌ : مَوْلِدٌ/بَلْدَةٌ

اَلْقَدِيْمَةُ (صف) (ج) قَدِيْمَاتٌ، قَدَائِمُ : প্রাচীন, পুরাতন।

(ك) قَدَامَةً : পুরাতন হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلْعَتِيْقَةُ ، ضِدّ : اَلْجَدِيْدَةُ

اَلْبَيْتُ : (ج) بُيُوتٌ، أَبْيَاتٌ، (جج) بُيُوتَاتٌ : ঘর। আবাসগৃহ।

مِثْلٌ : (ج) أَمْثَالٌ : মতো, সদৃশ, অনুরূপ।

اَلشَّمْسُ : (ج) شُمُوسٌ : সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর, দিনমণি, রবি।

إِشْرَاقٌ (حَاصِل مَصْدَر) : ঔজ্জ্বল্য, চমক, উদয়।

إِشْرَاقٌ (اِفْعَال) مصـ : উদিত হওয়া। চমকানো। উজ্জ্বল হওয়া।

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنْزِلَاتٌ : অবতরণস্থল, মর্যাদা।

جَسِيْمَةٌ (صف) (ج) جَسَائِمُ : বড়, মোটা।

(ك) جَسَامَةً : মোট হওয়া।

فِعْلٌ : (ج) فِعَالٌ ، أَفْعَالٌ، (جج) أَفَاعِيْلُ : কাজ, কর্ম।

مُرَادِفٌ : إِعْمَالٌ

قَوْلٌ : (ج) أَقْوَالٌ، (جج) أَقَاوِيْلُ : কথা।

قَوْلٌ (ن) مصـ : কথা বলা।

مُرَادِفٌ : كَلَامٌ

أَوْسَعَتْ : পরিব্যাপ্ত করল, বিস্তৃত করল।

(اِفْعَال) إِيْسَاعًا : পরিব্যাপ্ত করা। বিস্তৃত করা।

مُرَادِفٌ : عَمَّتْ/كَثُرَتْ ، ضِدّ : ضَيَّقَتْ

حَفَاوَةٌ (س) مصـ : অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

(اِفْعَال) إِحْفَاءٌ - الشَّارِبَ : মোচ খাটো করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا .

مَادَّه : (ح ـ ف ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

مُرَادِفٌ : إِكْرَامٌ

طَوْلٌ : দান। অনুগ্রহ। বখশিশ। সামর্থ্য।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .

مُرَادِفٌ : عَطَاءٌ

سُئِلَ (مج) : তাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

(ف) سُؤَالًا، تَسْآلًا : জিজ্ঞেস করা। প্রশ্ন করা।

أَيٌّ : কোন্, কোনটি।

(ج) اَلشُّعُوْبُ، (و) شَعْبٌ : একই ভাষাভাষী বা একই অনুশাসনাধীন লোকজন। সম্প্রদায়। গোত্র।

مُرَادِفٌ : قَبِيْلَةٌ

نِجَارٌ : বংশমূল, ঐতিহ্য, বর্ণ।

(ن) نَجْرًا - الشَّيْءَ : ইচ্ছা করা।

(س) نَجَرًا : পিপাসার্ত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالرَّبْعُ كَالْفِرْدَوْسِ مَطْ * يَبَةً، وَمَنْزَهَةً، وَقِيْمَهْ
وَاهًا لِعَيْشٍ كَانَ لِي * فِيْهَا، وَلَذَّاتٍ عَمِيْمَهْ
أَيَّامَ أَسْحَبُ مُطْرَفِي * فِي رَوْضِهَا مَاضِي الْعَزِيْمَهْ
أَخْتَالُ فِي بُرْدِ الشَّبَا * بِ وَأَجْتَلِي النِّعَمَ الْوَسِيْمَهْ
لَا أَتَّقِي نُوَبَ الزَّمَا * نِ وَلَا حَوَادِثَهُ الْمُلِيْمَهْ
فَلَوْ أَنَّ كَرْبًا مُتْلِفٌ * لَتَلِفْتُ مِنْ كُرَبِي الْمُقِيْمَهْ

অনুবাদ : বাড়িটি ছিল আনন্দময়তা, পরিচ্ছন্নতা ও মূল্যমানের দিক থেকে ফেরদাউসের মতো। আ মরি! সেই জীবন, যা আমার সারূজে অতিবাহিত হয়েছে আর সেই অঢেল উপভোগ। [আমি স্মরণ করি-] সেই দিনগুলোর কথা, যখন আমি সারূজের বাগ-বাগিচায় দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আমার নকশি চাদর পরে বেড়াতাম আমি যৌবনের চাদরে গর্ব ভরে চলতাম। আর সুন্দর ভোগ্য বস্তুসমূহ অবলোকন করতাম। আমি কালের বিপদাপদ এবং কালের অনভিপ্রেত দুর্দশাসমূহকে ভয় করতাম না। যদি তীব্র দুঃখ ধ্বংসাত্মক হতো, তবে আমি আমার স্থায়ী দুঃখের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلرَّبْعُ বাড়িটি كَالْفِرْدَوْسِ ফেরদাউসের মতো مَطْيَبَةً আনন্দময়তা وَمَنْزَهَةً পরিচ্ছন্নতা ও وَقِيْمَةً মূল্যমানের দিক থেকে وَاهًا আ মরি! لِعَيْشٍ সেই জীবন كَانَ لِيْ فِيْهَا যা আমার সারূজে অতিবাহিত হয়েছে وَلَذَّاتٍ আর সেই উপভোগ عَمِيْمَةٌ অঢেল أَيَّامَ সেই দিনগুলোর কথা أَسْحَبُ আমি টেনে/ পরে বেড়াতাম مُطْرَفِيْ আমার নকশি চাদর فِيْ رَوْضِهَا সারূজের বাগ-বাগিচায় مَاضِي الْعَزِيْمَةِ দৃঢ় প্রত্যয়ী أَخْتَالُ আমি গর্ব করে চলতাম فِيْ بُرْدِ الشَّبَابِ যৌবনের চাদরে وَأَجْتَلِي আর অবলোকন করতাম النِّعَمَ ভোগ্যবস্তুসমূহ الْوَسِيْمَةَ সুন্দর لَا أَتَّقِيْ আমি ভয় করতাম না نُوَبَ الزَّمَانِ কালের বিপদাপদ حَوَادِثَهُ দুর্দশাসমূহ الْمُلِيْمَةَ অনভিপ্রেত فَلَوْ أَنَّ كَرْبًا যদি তীব্র দুঃখ হতো مُتْلِفٌ ধ্বংসাত্মক لَتَلِفْتُ তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম مِنْ كُرَبِيْ আমার দুঃখের কারণে الْمُقِيْمَةِ স্থায়ী।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلرَّبْعُ : (ج) رِبَاعٌ، رُبُوْعٌ، أَرْبُعٌ، أَرْبَاعٌ : বাড়ি, বাড়ির আঙ্গিনা।
مُرَادِفٌ : اَلْمَنْزِلُ
اَلْفِرْدَوْسُ : (ج) فَرَادِيْسُ : একটি জান্নাতের নাম।
مَطْيَبَةٌ (مَصْدَر مِيْمِي- ض)(ج) مَطَايِبُ : আনন্দময়তা।
(ض) طَيْبًا : উৎকৃষ্ট হওয়া। সুস্বাদু হওয়া।
مَادَّه : (ط ـ ى ـ ب) ، جِنْس : أَجْوَف يَائِى
مُرَادِفٌ : لَذَّةً/حَسَنًا ، ضِدّ : خَبِيْثًا .
مَنْزَهَةٌ : পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা।
(س ، ك) نَزَاهَةً : স্বাস্থ্যকর হওয়া। স্বচ্ছ হওয়া।
مُرَادِفٌ : نَقِيَّةٌ
قِيْمَةٌ : (ج) قِيَمٌ : মূল্য, মূল্যমান।
وَاهًا، وَاهٍ (كَلِمَة تَعَجُّبٌ) : আ মরি!, আহা!
عَيْشٌ : জীবন, আবদানা।
عَيْشٌ (ض) مصـ : জীবিত থাকা।
كَانَ (ن) كَوْنًا (فِعْل نَاقِص) : ছিল, রয়েছে।
فِيْهَا (فِيْ ، هَا) مَرْجِع "هَا" ، سَرُوْجٌ : সেখানে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

اَلْوَسِيْمَةُ (صف) (ج) وَسِيْمَاتٌ، وِسَامٌ : সুন্দর।

(ك) وَسَامًا، وَسَامَةً : সুন্দর হওয়া।

(ض) وَسْمًا - ه : চিহ্নিত করা।

مُرَادِفٌ : اَلْحِسَانُ

(كُنْتُ) لَا أَتَّقِي : আমি ভয় করতাম না।

(اِفْتِعَال) اِتِّقَاءً : ভয় করা।

مُرَادِفٌ : اَخَافُ

(ج) نُوَبٌ، (و) نُوْبَةٌ : বিপদাপদ, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা।

اَلزَّمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ, সময়, কালপরিক্রমা।

(ج) حَوَادِثُ، حَادِثَاتٌ، (و) حَادِثٌ : দুর্দশা, দুর্ঘটনা।

مُرَادِفٌ : نُوَبٌ

اَلْمُلِيْمَةُ (فا، مؤ) : নিন্দাকারিণী/ নিন্দনীয়/ অনভিপ্রেত।

(اِفْعَال) اِلَامَةً : ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা।

الرَّجُلُ : অনভিপ্রেত/নিন্দনীয় কাজ করা।

مُرَادِفٌ : اَلْعَاتِبَةُ، مَادَّه : (ل - و - م)

كَرْبٌ (ج) كُرُوْبٌ : কষ্ট, চিন্তা, তীব্র দুঃখ।

كَرْبٌ (ن) مصـ : চিন্তা হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلْحُزْنُ

مُتْلِفٌ (فا، مذ) : ধ্বংসাত্মক, বিলয়কারী।

(س) تَلَفًا : ধ্বংস হওয়া।

(اِفْعَال) اِتْلَافًا : ধ্বংস করা।

مُرَادِفٌ : مُهْلِكٌ

تَلِفْتُ : আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

(س) تَلَفًا : নষ্ট হওয়া। ধ্বংস হওয়া।

(ج) كُرَبٌ، (و) كُرْبَةٌ : দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট।

اَلْمُقِيْمَةُ (فا، مؤ) : স্থায়ী, স্থিতিশীল।

(اِفْعَال) اِقَامَةً : স্থায়ী হওয়া।

مُرَادِفٌ : اَلدَّائِمَةُ/اَلثَّابِتَةُ

(ج) لَذَّاتٌ، (و) لَذَّةٌ : উপভোগ, মজা, আনন্দ।

مُرَادِفٌ : حَلَاوَةٌ

عَمِيْمَةٌ (صف، مؤ) (ج) عُمٌّ : পরিব্যাপ্ত, অঢেল।

(ن) عُمُوْمًا - الشَّيْءُ : পরিব্যাপ্ত হওয়া।

مُرَادِفٌ : كَثِيْرٌ

(ج) أَيَّامٌ، (جج) أَيَاوِيْمُ، (و) يَوْمٌ : দিনগুলি।

أَيَّامَ أَسْحَبُ .. مَفْعُوْلٌ بِهٖ لِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ اَيْ أَذْكُرُ

(كُنْتُ) أَسْحَبُ : টেনে বেড়াতাম, পরে বেড়াতাম।

(ف) سَحْبًا : ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেওয়া।

مِطْرَفٌ : (ج) مَطَارِفُ : নকশি চাদর।

(ج) رَوْضٌ، رِيَاضٌ، رَوْضَاتٌ، رِيْضَانٌ، (و) رَوْضَةٌ : বাগান, বাগ-বাগিচা।

مُرَادِفٌ : حَدِيْقَةٌ/بُسْتَانٌ :

مَاضِي (مَاضٍ) (فا، مذ) : পূরণকারী, বাস্তবায়নকারী।

(ض، ن) مَضَاءً، مُضُوًّا - عَلَى الْاَمْرِ : নিরবচ্ছিন্নভাবে করা, চালু করা। বাস্তবায়ন করা, পূর্ব করা।

اَلْعَزِيْمَةُ (ض) مصـ : দৃঢ় ইচ্ছা করা। দৃঢ় প্রত্যয় করা।

مَاضِي الْعَزِيْمَةِ : দৃঢ় প্রত্যয়ী। সকল্প সুসম্পন্নকারী।

(كُنْتُ) أَخْتَالُ : গর্ব ভরে চলতাম।

(اِفْتِعَال) اِخْتِيَالًا : গর্ব ভরে চলা।

بُرْدٌ : (ج) بُرُوْدٌ، أَبْرَادٌ، أَبْرُدٌ : ডোরাকাটা চাদর।

مُرَادِفٌ : ثَوْبٌ

اَلشَّبَابُ : যৌবন। বয়ঃসন্ধি থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স।

اَلشَّبَابُ (ض) مصـ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

(كُنْتُ) أَجْتَلِي : আমি অবলোকন করতাম।

(اِفْتِعَال) اِجْتِلَاءً : অবলোকন করা।

(ج) نِعَمٌ، أَنْعُمٌ، نِعْمَاتٌ، (و) اَلنِّعْمَةُ : নেয়ামত। ভোগ্যবস্তু।

مُرَادِفٌ : آلَاءٌ

أَوْ يُفْتَدَى عَيْشٌ مَضَى *
لَفَدَتْهُ مُهْجَتِي الْكَرِيْمَةْ
فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَى *
مِنْ عَيْشِهٖ عَيْشَ الْبَهِيْمَةْ
تَقْتَادُهُ بُرَةُ الصَّغَا *
رِ إِلَى الْعَظِيْمَةِ وَالْهَضِيْمَةْ
وَتَرَى السِّبَاعَ تَنُوْشُهَا *
أَيْدِي الضِّبَاعِ الْمُسْتَضِيْمَةْ
وَالذَّنْبُ لِلْأَيَّامِ لَوْ *
لَا شُؤْمُهَا لَمْ تَنْبُ شِيْمَةْ

অনুবাদ : যদি অতীত [সুখময়] জীবন মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত, তবে আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ সেই মুক্তিপণ পেশ করত। অতএব চতুষ্পদ জন্তুর জীবনের মতো জীবন যাপনের চেয়ে যুবকের জন্য মৃত্যুই অধিক শ্রেয়। তাকে লাঞ্ছনার নাক-কড়া বড় বিপদ ও অবমাননাকর মসিবতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তুমি দেখবে, হায়েনার অত্যাচারী হাতগুলো হিংস্রপ্রাণীর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। অপরাধ হলো কালের, যদি তার অমঙ্গল না থাকত তবে [মানুষের] আচার-আচরণ উল্টে যেত না।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ يُفْتَدَى যদি মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত عَيْشٌ مَضَى অতীত জীবন لَفَدَتْهُ তবে সেই মুক্তিপণ পেশ করত مُهْجَتِي الْكَرِيْمَةُ আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ فَالْمَوْتُ অতএব, মৃত্যুই خَيْرٌ অধিক শ্রেয় لِلْفَتَى যুবকের জন্য مِنْ عَيْشِهٖ জীবন যাপনের চেয়ে عَيْشَ الْبَهِيْمَةِ চতুষ্পদ জন্তুর জীবনের মতো تَقْتَادُهُ তাকে টেনে নিয়ে যায় بُرَةُ নাককড়া الصَّغَارِ লাঞ্ছনা إِلَى দিকে الْعَظِيْمَةِ বড় বিপদ وَالْهَضِيْمَةِ ও অবমাননাকর মসিবত وَتَرَى তুমি দেখবে السِّبَاعَ হিংস্রপ্রাণী تَنُوْشُهَا মাংস ছিড়ে খাচ্ছে أَيْدِي الضِّبَاعِ হায়েনার হাতগুলো الْمُسْتَضِيْمَةُ অত্যাচারী وَالذَّنْبُ অপরাধ لِلْأَيَّامِ কালের لَوْلَا شُؤْمُهَا যদি তার অমঙ্গল না থাকত لَمْ تَنْبُ তবে উল্টে যেত না شِيْمَةٌ আচার-আচরণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُفْتَدَى (مج) : মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত।

(اِفْتِعَال) اِفْتِدَاءٌ : মুক্তিপণ দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُفَادَاةٌ، فِدَاءٌ : মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া।

(ض) فِدَاءٌ : মুক্তিপণ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ.

مَادَّه : (ف ـ د ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : تَحَامًا

عَيْشٌ : জীবন, আবদানা।

عَيْشٌ (ض) : জীবিত থাকা।

مَضَى : অতিবাহিত হয়ে গেছে।

(ض، ن) مُضُوًّا، مُضِيًّا : অতিবাহিত হওয়া।

عَيْشٌ مَضَى : অতিবাহিত হয়ে যাওয়া জীবন, অতীত জীবন।

فَدَتْ : মুক্তিপণ পেশ করত।

(ض) فَدًى ، فِدَاءٌ : মুক্তিপণ পেশ করা।

مُهْجَةٌ : (ج) مُهَجٌ، مُهْجَاتٌ : আত্মা। প্রাণ। উৎকৃষ্ট ও খাঁটি বস্তু।

مَادَّه : (م ـ ه ـ ج) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : رُوْحٌ/نَفْسٌ

اَلْكَرِيْمَةُ : (صف، مؤ) (ج) : كَرِيْمَاتٌ، كَرَائِمُ، كِرَامٌ : দানশীল। সম্ভ্রান্ত। উদার। ক্ষমাপরায়ণ।

مُرَادِف : حُرٌّ/سَخِيٌّ

Free@ www.e-ilm.weebly.com

تَرٰى : তুমি দেখ, দেখছ, দেখবে।

(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(ج) سِبَاعٌ، أَسْبُعٌ، سُبُوعٌ، سُبُوعَةٌ،(و) سَبُعٌ : হিংস্র প্রাণী।

تَنُوْشُ : ছিঁড়ে খাচ্ছে।

(ن) نَوْشًا : ছিঁড়ে খাওয়া।

مَادَّه : (ن . و . ش) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : تَخْدُشُ/تَتَنَاوَلُ

(ج) أَيْدِيْ، (و) يَدٌ، (جج) أَيَادٍ : হাতগুলো।

(ج) ضِبَاعٌ، أَضْبُعٌ، ضُبْعٌ، ضُبُوْعَةٌ، ضَبُعَاتٌ، مَضْبَعَةٌ

(و) ضَبُعٌ : হায়েনা।

مُرَادِف : اَلْحَيْنُ/اَلْحَضَاجِرُ

اَلْمُسْتَضِيْمَةُ (فا، مؤ) : অত্যাচারী।

(ض) ضَيْمًا، (اِسْتِفْعَال) اِسْتِضَامَةً : অত্যাচার করা, নির্যাতন করা।

مُرَادِف : اَلظَّالِمُ

اَلذَّنْبُ : (ج) ذُنُوْبٌ، (جج) ذُنُوْبَاتٌ : গুনাহ, পাপ।

مُرَادِف : إِثْمٌ ، ضِدّ : طَاعَةٌ

(ج) أَيَّامٌ، (جج) أَيَاوِيْمُ،(و) يَوْمٌ : কাল, যুগ, কালাবর্তন।

شُؤْمٌ : অশুভ, অমঙ্গল, অকল্যাণ।

(ك) شُوْمًا : শুভ হওয়া, অমঙ্গল হওয়া।

مُرَادِف : نَحْسٌ/شَرٌّ

لَمْ تَنْبُ : উল্টে যেত না।

(ن) نَبْوًا ، نَبْوَةً : উল্টে যাওয়া।

مَادَّه : (ن . ب . و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

شِيْمَةٌ وشِنْشِنَةٌ : (ج) شِيَمٌ : অভ্যাস। স্বভাব। আচার-আচরণ।

مُرَادِف : خُلُقٌ

اَلْمَوْتُ وَالْمَوْتَةُ : মৃত্যু, তিরোধান, ইন্তেকাল।

خَيْرٌ (اِسْم تَفْضِيْل) (ج) أَخْيَارٌ، خِيَارٌ : উৎকৃষ্ট, অধিক শ্রেয়।

(ض) خِيْرَةً : অগ্রাধিকার দেওয়া।

خَيْرٌ : (ج) خُيُوْرٌ : সম্পদ, কল্যাণ।

اَلْفَتٰى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فُتْوَةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : যুবক। দানশীল। চাকর।

اَلْبَهِيْمَةُ : (ج) بَهَائِمُ : চতুষ্পদ জন্তু। যে কোনো নির্বাক বস্তু।

فِى الْقُرْآنِ : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ۔

مُرَادِف : نَعَمٌ

تَقْتَادُ : টেনে নিয়ে যায়।

(اِفْتِعَال) اِقْتِيَادًا : টেনে নিয়ে যাওয়া।

مُرَادِف : تَسْحَبُ

بُرَةٌ : (ج) بُرًى، بُرَاتٌ، بُرُوْنَ (رَفْعًا) بُرِيْنَ (نَصْبًا وَجَرًّا) : রিং জাতীয় বস্তু। নাক-কড়া। হাতকড়া। পায়জোর। নোলক। চুড়ি ইত্যাদি।

مُرَادِف : حَلْقَةٌ/سِوَارٌ

اَلصَّغَارُ : লাঞ্ছনা।

اَلصَّغَارُ (ك) مص : তুচ্ছ/ লাঞ্ছিত হওয়া।

مُرَادِف : ذِلَّةٌ

اَلْعَظِيْمَةُ (صف، مؤ)(ج)عَظَائِمُ : বড় বিপদ, কঠিন মুসিবত।

(ك) عِظَمًا، عَظَامَةً : বড় হওয়া।

مُرَادِف : دَاهِيَةٌ

اَلْعَظِيْمَةُ : دَاهِيَةٌ يُسْتَعْظَمُ أَمْرُهَا ، وَالْهَضِيْمَةُ : اَلْحَادِثَةُ الْمُحْتَقَرَةُ لِشَأْنِهِ عِنْدَ النَّاسِ ، فَيُرِيْدُ بِالْعَظِيْمَةِ سُؤَالَهُ النَّاسَ وَبِالْهَضِيْمَةِ احْتِقَارَهُمْ لَهُ إِذَا سَأَلَهُمْ فَيَرُدُّوْنَهُ خَائِبًا

اَلْهَضِيْمَةُ : (ج) هَضَائِمُ : অত্যাচার, অবিচার, ক্ষোভ, ক্রোধ।

اَلْهَضِيْمَةُ : লাঞ্ছনাকর বিপদ, অবমাননাকর মসিবত।

مُرَادِف : اَلْمَفْخَرَةُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

وَلَوِ اسْتَقَامَتْ كَانَتِ الْ
أَحْوَالُ فِيهَا مُسْتَقِيمَهْ

ثُمَّ إِنَّ خَبَرَهُ نَمَا إِلَى الْوَالِيْ ، فَمَلَأَ فَاهُ بِاللَّآلِيْ، وَسَامَهُ أَنْ يَنْضَوِيَ إِلَى أَحْشَائِهِ، وَيَلِيَ دِيْوَانَ إِنْشَائِهِ، فَأَحْسَبَهُ الْحِبَاءُ، وَظَلَفَهُ عَنِ الْوِلَايَةِ الْإِبَاءُ ـ قَالَ الرَّاوِيْ : وَكُنْتُ عَرَفْتُ عُوْدَ شَجَرَتِهِ، قَبْلَ إِيْنَاعِ ثَمَرَتِهِ، وَكِدْتُ أُنَبِّهُ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ، قَبْلَ اِسْتِنَارَةِ بَدْرِهِ.

অনুবাদ : আর যদি কালের আবর্তন সোজা হতো তবে তাতে [মানুষের] অবস্থাও সঠিক থাকত। অতঃপর তার সংবাদ গভর্নরের কাছে পৌছল, ফলে সে মণি-মুক্তা দ্বারা তার মুখ ভরে দিল এবং তাকে তার সভাসদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তার সাহিত্য-মজলিসের প্রধান হওয়ার জন্য বাধ্য করল। কিন্তু বখশিশ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল এবং তার অস্বীকৃতি দায়িত্ব গ্রহণে তার প্রতিবন্ধক হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার ফল পাকার পূর্বে তার বৃক্ষের ডাল চিনে ফেলেছিলাম এবং তার চতুর্দশী চাঁদ আলোকিত হওয়ার পূর্বে তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : لَوِ اسْتَقَامَتْ যদি কালের আবর্তন সোজা হতো كَانَتِ الْأَحْوَالُ فِيْهَا তবে তাতে অবস্থাও থাকত مُسْتَقِيْمَهْ সঠিক ثُمَّ إِنَّ خَبَرَهُ অতঃপর তার সংবাদ نَمَا পৌছল إِلَى الْوَالِيْ গভর্নরের কাছে فَمَلَأَ ফলে সে ভরে দিল فَاهُ তার মুখ بِاللَّآلِيْ মণি-মুক্তা দ্বারা وَسَامَهُ এবং তাকে বাধ্য করল أَنْ يَنْضَوِيَ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য إِلَى أَحْشَائِهِ তার সভাসদদের মধ্যে وَيَلِيَ এবং প্রধান হতে دِيْوَانَ إِنْشَائِهِ তার সাহিত্য মজলিসের فَأَحْسَبَهُ কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল الْحِبَاءُ বখশিশ وَظَلَفَهُ এবং তার প্রতিবন্ধক হলো عَنِ الْوِلَايَةِ দায়িত্ব গ্রহণে الْإِبَاءُ অস্বীকৃতি قَالَ الرَّاوِيْ রাবী বলেন وَكُنْتُ عَرَفْتُ আমি চিনে ফেলেছিলাম عُوْدَ شَجَرَتِهِ তার বৃক্ষের ডাল قَبْلَ إِيْنَاعِ পাকার পূর্বে ثَمَرَتِهِ তার ফল وَكِدْتُ أُنَبِّهُ এবং মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ তাঁর উচু মর্যাদা সম্পর্কে قَبْلَ اِسْتِنَارَةِ আলোকিত হওয়ার পূর্বে بَدْرِهِ তার চতুর্দশী চাঁদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) اِسْتَقَامَتْ : [যদি] সোজা হতো।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقَامَةً : সোজা হওয়া।

كَانَتْ (ن) كَوْنًا (فِعْل نَاقِص) : হতো, থাকত।

اَلْحَال : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

مُسْتَقِيْمَةٌ (ف، مؤ) : সঠিক, যথাযথ।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقَامَةً : সঠিক। সোজা হওয়া। যথাযথ হওয়া।

مَادَّه : (ق ـ و ـ م) ، جِنْس : اَجْوَف وَاوِي

مُرَادِف : مُسْتَوِيَةٌ

خَبَرٌ : (ج) أَخْبَارٌ، (جج) أَخَابِيْرُ : সংবাদ, খবর।

نَمَا : পৌছল।

(ض) نَمْيًا، نَمِيًّا، نَمَاءً، نَمِيَّةً-إِلَى فُلَانٍ : পৌছা।

(تَفْعِيْل) تَنْمِيَةً : বৃদ্ধি করা।

مَادَّه : (ن ـ م ـ ى) ، جِنْس : نَاقِص يَائِي

مُرَادِف : وَصَلَ

اَلْوَالِيْ (فا، مذ، مصـ : وِلَايَةٌ ـ ح) (ج) وُلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

مَلَأَ (ف) مَلْأً، مِلَاءَةً : ভরে দিল, পূর্ণ করল।

مُرَادِف : أَفْعَمَ

فَاهُ : (فو، فا، في : اِسْمٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةِ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا) : মুখ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِفٌ : فَمٌ

(ج) اَللَّآلِیْ ،(و) لُؤْلُؤٌ : মণি-মুক্তা।

مُرَادِفٌ : اَلدُّرُّ

سَامَ (ن) سَوْمًا ، سَوَامًا - هُ الْاَمْرَ : চাপিয়ে দিল, বাধ্য করল।

فِی الْقُرْاٰنِ : يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ .

مُرَادِفٌ : كَلَّفَ

(أَنْ) يَنْضَوِیَ (اِنْفِعَال) اِنْضِوَاءً - اِلَيْهِ : শামিল হওয়া, অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

مَادَّه : (ض ـ و ـ ی) ، جِنْس : لَفِيْف مَقْرُوْن

مُرَادِفٌ : يَنْضَمُّ

(ج) أَحْشَاءٌ ، (و) حَشًی : কলিজা, অন্ত্র ইত্যাদি, [এখানে- নিজস্ব লোকজন, সভাসদ]।

مُرَادِفٌ : خَاصَّةٌ

(أَنْ) يَلِیَ (ح) وِلَايَةً : প্রধান হওয়া, দায়িত্বশীল হওয়া, শাসনকর্তা হওয়া।

دِيْوَانٌ : (ج) دَوَاوِيْنُ ، دَيَاوِيْنُ : মজলিস। তালিকা। কাব্যসমগ্র।

اِنْشَاءٌ (اِنْفِعَال) مصـ : রচনা করা। তৈরি করা। সাহিত্য রচনা করা।

أَحْسَبَ - هُ أَیْ أَعْطَاهُ حَتّٰی يَقُوْلَ حَسْبِیْ حَسْبِیْ : পরিতুষ্ট করে দিল, [ভাবার্থ] যথেষ্ট হয়ে গেল।

(اِفْعَال) اِحْسَابًا - هُ : যথেষ্ট দান করা। দান করে পরিতুষ্ট করা।

مَادَّه : (ح ـ س ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِفٌ : أَجْزَلَ

اَلْحِبَاءُ وَالْحَبْوَةُ : বখশিশ, দান।

اَلْحِبَاءُ : মাহর।

مَادَّه : (ح ـ ب ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِی

مُرَادِفٌ : عَطَاءٌ

ظَلَفَ : বারণ করল, বাধা দিল, প্রতিবন্ধক হলো।

(ن) ظَلْفًا - هُ : বারণ করা। বাধা দেওয়া।

مُرَادِفٌ : مَنَعَ

اَلْوِلَايَةُ (ح) مصـ : শাসনভার গ্রহণ করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা।

اَلْإِبَاءُ : অস্বীকৃতি।

اَلْإِبَاءُ (ف، ض) مصـ : অস্বীকার করা। অপছন্দ করা।

مُرَادِفٌ : اَلْإِنْكَارُ

اَلرَّاوِیْ (فا، مذ) (ج) رُوَاةٌ : বর্ণনাকারী, বিবরণদাতা।

(ض) رِوَايَةً : বর্ণনা করা।

كُنْتُ عَرَفْتُ : আমি চিনে ফেলেছিলাম।

(ض) عِرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : চেনা। জানা।

عُوْدٌ : (ج) عِيْدَانٌ ، أَعْوَادٌ ، أَعْوُدٌ : কাষ্ঠ। কাটা ডাল।

شَجَرَةٌ : গাছ, একটি গাছ।

شَجَرٌ (اِسْم جِنْس) (ج) أَشْجَارٌ، شَجْرَاءُ : গাছ।

اِيْنَاعٌ (اِفْعَال) مصـ : ফল পরিপক্ক হওয়া।

فِی الْقُرْاٰنِ : اُنْظُرُوْا اِلٰی ثَمَرِهٖ اِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ .

مَادَّه : (ی ـ ن ـ ع) ، جِنْس : مِثَال يَائِی

مُرَادِفٌ : نَضْجٌ

ثَمَرَةٌ : ফল, একটি ফল।

مُرَادِفٌ : فَاكِهَةٌ

ثَمَرٌ (اِسْم جِنْس) (ج) ثِمَارٌ، ثُمُرٌ، أَثْمَارٌ : ফল।

كُنْتُ أُنَبِّهُ : অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

(تَفْعِيْل) تَنْبِيْهًا : অবহিত/ সতর্ক করা।

عُلُوٌّ : উচ্চতা।

عُلُوٌّ (ن) مصـ : উঁচু হওয়া।

قَدْرٌ : (ج) أَقْدَارٌ : শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান-মর্যাদা।

قَبْلَ اِسْتِنَارَةٍ : আলোকিত হওয়ার পূর্বে।

اِسْتِنَارَةٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ : আলোকিত হওয়া।

بَدْرٌ : (ج) بُدُوْرٌ : পূর্ণ চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ, চৌদ্দ তারিখের চাঁদ।

فَـأَوْحٰى إِلَيَّ بِإِيْمَاضِ جَفْنِهِ، أَنْ لَا أُجَرِّدَ عَضْبَهُ مِنْ جَفْنِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ بَطِيْنَ الْخُرْجِ، وَفَصَلَ فَائِزًا بِالْفَلْجِ، شَيَّعْتُهُ قَاضِيًا حَقَّ الرِّعَايَةِ، وَلَاحِيًا لَهُ عَلٰى رَفْضِ الْوِلَايَةِ، فَأَعْرَضَ مُتَبَسِّمًا، وَأَنْشَدَ مُتَرَنِّمًا :

لَجَوْبُ الْبِلَادِ مَعَ الْمَتْرَبَةْ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَرْتَبَةْ
لِأَنَّ الْوُلَاةَ لَهُمْ نَبْوَةٌ
وَمَعْتَبَةٌ يَا لَهَا مَعْتَبَةْ

অনুবাদ : কিন্তু সে তার পলকের ইশরায় আমাকে বলল যে, আমি যেন তার খাপ থেকে তার তরবারি বের না করি। অতঃপর যখন সে থলি ভরে বের হয়ে গেল এবং সাফল্য লাভ করে পৃথক হলো তখন আমি তাকে খাতিরদারির হক পূরণার্থে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে দিতে এগিয়ে দিলাম। তখন সে মুচকি হেসে ফিরে দাঁড়াল এবং গুণগুণ করে আবৃত্তি করল [কবিতার অনুবাদ :] দারিদ্র্য সহকারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে পদ-মর্যাদার চেয়ে অধিক প্রিয়। কেননা রাজ-রাজাদের জন্য উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং রয়েছে ভর্ৎসনা । হে [লোক সকল]! সেই পদ-মর্যাদার লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ কর।

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَوْحٰى إِلَيَّ কিন্তু সে আমাকে বলল بِإِيْمَاضِ جَفْنِهِ তার পলকের ইশারায় أَنْ لَا أُجَرِّدَ আমি যেন বের না করি عَضْبَهُ তার তরবারি مِنْ جَفْنِهِ তার খাপ থেকে فَلَمَّا خَرَجَ অতঃপর সে যখন বের হয়ে গেল بَطِيْنَ الْخُرْجِ থলি ভরে وَفَصَلَ এবং পৃথক হলো فَائِزًا بِالْفَلْجِ সাফল্য লাভ করে شَيَّعْتُهُ তখন আমি তাকে এগিয়ে দিলাম قَاضِيًا পূরণার্থে حَقَّ الرِّعَايَةِ খাতিরদারির হক وَلَا حِيَالَهُ তাকে ভর্ৎসনা দিতে দিতে عَلٰى رَفْضِ الْوِلَايَةِ দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য فَأَعْرَضَ তখন সে ফিরে দাঁড়াল مُتَبَسِّمًا মুচকি হেসে وَأَنْشَدَ এবং আবৃত্তি করল مُتَرَنِّمًا গুণগুণ করে لَجَوْبُ الْبِلَادِ দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো مَعَ الْمَتْرَبَةِ দারিদ্র্য সহকারে أَحَبُّ إِلَيَّ আমার কাছে অধিক প্রিয় مِنَ الْمَرْتَبَةِ পদমর্যাদার চেয়ে لِأَنَّ الْوُلَاةَ কেননা রাজ-রাজাগণ لَهُمْ نَبْوَةٌ তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মর্যাদা وَمَعْتَبَةٌ এবং রয়েছে ভর্ৎসনা بَالَهَامَعْتَبَةً সেই পদমর্যাদার লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَوْحٰى : চুপিসারে বলল, ইঙ্গিত করল।

(إِفْعَال) إِيْحَاءً - إِلٰى فُلَانٍ : চুপিসারে বলা। ইঙ্গিত করা।

(ض) وَحْيًا - إِلٰى : ইঙ্গিত করা, গোপনে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .

مَادَّه : (و ـ ح ـ ى) ، جِنْس : لَفِيْف مَفْرُوْق .

مُرَادِف : أَشَارَ

إِيْمَاضٌ (إِفْعَال) مص : সংকেতের মাধ্যমে ইশারা করা।

- الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

(ض) وَمْضًا - الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

مَادَّه : (و ـ م ـ ض) ، جِنْس : مِثَال وَاوِي

مُرَادِف : إِشَارَةٌ

١- جَفْنٌ : (ج) أَجْفَانٌ، جُفُوْنٌ، أَجْفُنٌ : চোখের পাতা, পলক।

لَا أُجَرِّدُ : উন্মুক্ত না করি, বের না করি।

(تَفْعِيْل) تَجْرِيْدًا : উন্মুক্ত করা। পৃথক করা।

عَضْبٌ : ধারালো তরবারি। ধারালো মুখ।

مَادَّه : (ع ـ ض ـ ب) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : حُسَامٌ

٢- جَفْنٌ : (ج) أَجْفَانٌ، جُفُوْنٌ، أَجْفُنٌ : তরবারির খাপ, কোষ।

مُرَادِف : غِمْدٌ

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُرَادِف : لَائِمًا .

رَفْضٌ (ن، ض) مصـ : ছেড়ে দেওয়া। নিক্ষেপ করা। [এখানে- গ্রহণ না করা]।

مُرَادِف : تَرْك

اَلْوِلَايَةُ : শাসনভার, দায়িত্ব।

اَلْوِلَايَةُ (ح) مصـ : শাসনকর্তা হওয়া।

أَعْرَضَ : ফিরল। মুখ ফিরাল, [এখানে ফিরে দাঁড়াল]।

(إِفْعَال) إِعْرَاضًا : বিমুখ হওয়া।

(ض) عَرْضًا : পেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي .

مُرَادِف : رَغِبَ (عَنْ)

مُتَبَسِّمٌ (فا، مذ) : স্মিত হাস্যকারী, সস্মিত।

(تَفَعُّل) تَبَسُّمًا : মুচকি হাঁসা, মৃদু হাঁসা।

مُرَادِف : ضِحْكًا

أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।

(إِفْعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

مُتَرَنِّمٌ (فا، مذ) : গুনগুনকারী। [এখানে-গুনগুন করে]।

(تَفَعُّل) تَرَنُّمًا : সুর দিয়ে আবৃত্তি করা।

مُرَادِف : مُتَغَنِّيًا

جَوْبٌ (ن) مصـ : অতিক্রম করা। ঘুরে বেড়ানো। কর্তন করা।

(ج) بِلَادٌ، بُلْدَانٌ، (و) بَلْدَةٌ وَبَلَدٌ : জায়গা। জনপদ। শহর।

اَلْمَتْرَبَةُ : অভাব-অনাহার।

أَحَبُّ (اِسْم تَفْضِيل) : অধিক প্রিয়।

(ض) حُبًّا، حِبًّا - الشَّيْءَ : পছন্দ করা।

اَلْمَرْتَبَةُ : (ج) مَرَاتِبُ : পদ-মর্যাদা, মর্যাদা।

(ج) اَلْوُلَاةُ، (و) وَالٍ (وَالِيٌ) : রাজ-রাজড়া। আমীর-অমাত্য।

نَبْوَةٌ : উত্তরণ। প্রতিকূলতা।

نَبْوَةٌ (ن) مصـ : প্রতিকূল হওয়া, উঁচু হওয়া।

مَعْتَبَةٌ : লাঞ্ছনা।

مَعْتَبَةٌ (ن، ض) مصـ : ক্ষোভ প্রকাশ করা। তিরস্কার করা।

خَرَجَ : বের হয়ে গেল।

(ن) خُرُوجًا، مَخْرَجًا : বের হওয়া।

بَطِيْنٌ (صف، مذ) : ভরা, পূর্ণ। বড় পেট বিশিষ্ট।

(س) بَطَنًا، (ك) بَطَانَةً : বড় পেটবিশিষ্ট হওয়া।

مَادَّة : (ب ـ ط ـ ن) ، جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : مَمْلُوٌّ

اَلْخُرْجُ : (ج) خِرَجَةٌ، أَخْرَاجٌ : ভারবাহী জন্তুর পিঠে চাপিয়ে দেওয়া দুইভাগ বিশিষ্ট বস্তা, থলি।

مُرَادِف : غِرَارَةٌ

فَصَلَ : বের হয়ে গেল, পৃথক হলো।

(ن) فُصُولًا - عَنْهُ : পৃথক হওয়া।

مُرَادِف : خَرَجَ

فَائِزٌ (فا، مذ) : সফল, কামিয়াব, সার্থক।

(ن) فَوْزًا : সফল হওয়া।

مُرَادِف : فَالِحٌ

اَلْفَلْجُ : সফলতা, সার্থকতা।

اَلْفَلْجُ (ن، ض) مصـ : সফল হওয়া।

مُرَادِف : اَلْفَوْزُ

شَيَّعْتُ : এগিয়ে দিলাম।

(تَفْعِيْل) تَشْيِيْعًا : এগিয়ে দেওয়া।

(قَاضِيًا) قَاضٍ (فا، مذ) : পূরণকারী [এখানে পূরণার্থে]।

(ض) قَضَاءً : প্রয়োজন পূর্ণ করা।

مُرَادِف : مُؤَدِّيًا

حَقٌّ : (ج) حُقُوقٌ : হক, অধিকার, প্রাপ্য। খাতির।

اَلرِّعَايَةُ (ف) مصـ : খাতিরদারি করা, যত্ন করা, লক্ষ্য রাখা।

مُرَادِف : حَفَاوَةٌ

(لَاحِيًا) لَاحٍ (فا، مذ) (ج) لُحَاةٌ : ভর্ৎসনাকারী, এখানে- ভর্ৎসনা দিতে দিতে।

(ف) لَحْيًا : গালি দেওয়া। ভর্ৎসনা দেওয়া। তিরস্কার করা।

مَادَّة : (ل ـ ح ـ و) ، جِنْس : نَاقِص وَاوِي

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَا فِيْهِمْ مَنْ يَرُبُّ الصَّنِيْعَ
وَلَا مَنْ يُشَيِّدُ مَا رَتَّبَهُ *
فَلَا يَخْدَعَنْكَ لُمُوْعُ السَّرَابِ
وَلَا تَأْتِ أَمْرًا إِذَا مَا اشْتَبَهْ *
فَكَمْ حَالِمٍ سَرَّهُ حُلْمُهُ
وَأَدْرَكَهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْتَبَهْ

অনুবাদ : তাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নেই, যে অনুগ্রহের লালন করে এবং এরূপ ব্যক্তি নেই, যে তার গৃহীত কর্মসূচীকে দৃঢ়রূপ দান করতে পারে। অতএব, মরিচিকার ঝলমলানি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে এবং তুমি কোনো কাজ করো না, যখন তা সন্দেহযুক্ত হয়। অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা রয়েছে, যার স্বপ্ন তাকে আনন্দ দেয়, অথচ সে যখন জাগ্রত হয় তখন তাকে ভয়ে পেয়ে বসে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا فِيْهِمْ তাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নেই مَنْ يَرُبُّ যে লালন করে الصَّنِيْعَ অনুগ্রহ وَلَا এবং নেই مَنْ يُشَيِّدُ যে দৃঢ়রূপ দান করতে পারে مَا رَتَّبَهُ যা সে গ্রহণ করেছে فَلَا يَخْدَعَنْكَ অতএব, তোমাকে যেন প্রতারিত না করে لُمُوْعُ ঝলকানি السَّرَابِ মরীচিকা وَلَا تَأْتِ أَمْرًا এবং তুমি কোনো কাজ করো না إِذَا مَا اشْتَبَهْ যা সন্দেহযুক্ত হয় فَكَمْ حَالِمٍ অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা রয়েছে سَرَّهُ حُلْمُهُ যার স্বপ্ন তাকে আনন্দ দেয় وَأَدْرَكَهُ الرَّوْعُ অথচ তখন তাকে ভয়ে পেয়ে বসে لَمَّا انْتَبَهْ যখন সে জাগ্রত হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَرُبُّ : লালন করে, লালন করতে পারে।
(ن) رَبًّا : লালন করা।
مَادَّه : (ر ـ ب ـ ب) ، جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
مُرَادِف إِسْتَأْنَسَ
اَلصَّنِيْعُ : অনুগ্রহ, অনুকম্পা।
مُرَادِف : مَعْرُوْف
يُشَيِّدُ : দৃঢ়রূপ দান করতে পারে।
(تَفْعِيْل) تَشْيِيْدًا : দৃঢ়রূপ দান করা।
مُرَادِف : تُقَوِّي
(مَا) رَتَّبَ : [যে কর্মসূচি] সে বিন্যস্ত করেছে। গ্রহণ করেছে।
لَا يَخْدَعَنْ : (بِالنُّوْنِ الْخَفِيْفَةِ) : তোমাকে যেন প্রতারিত না করে।
(ف) خَدْعًا : প্রতারিত করা।
مُرَادِف : يخلب
لُمُوْعٌ : ঝলমলানি, চমকানো।
لُمُوْعٌ (ف) مصـ : চমকানো আলোকিত হওয়া।
مُرَادِف : وَمِيْضٌ
اَلسَّرَابُ : মরীচিকা,মৃগতৃষা,মৃগতৃষিকা,মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা।
لَا تَأْتِ : করো না, জড়িত হয়ো না।
(ض) إِتْيَانًا : করা। সম্পাদন করা।
أَمْرٌ : (ج) أُمُوْرٌ : কাজ, কর্ম, বিষয়।

(إِذَامَا) إِشْتَبَهَ : (যখন) সন্দেহযুক্ত হয়।
(اِفْتِعَال) إِشْتِبَاهًا : সন্দেহযুক্ত হওয়া।
مُرَادِف : اِلْتَبَسَ
حَالِمٌ : (فا، مذ) : স্বপ্নদ্রষ্টা।
سَرَّ : আনন্দ দেয়।
(ن) سُرُوْرًا : আনন্দ দেওয়া।
حُلْمٌ : (ج) أَحْلَامٌ : স্বপ্ন।
(ن) حُلْمًا : স্বপ্নে দেখা।
فِي الْقُرْآنِ : قَالُوْا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ.
مُرَادِف : رُؤْيَا/مَنَامٌ
أَدْرَكَ : পেয়ে বসল (পেয়ে বসে), পেল (পায়)।
(إِفْعَال) إِدْرَاكًا : পাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : حَتّٰى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ . مُرَادِف : وَجَدَ
رَوْعٌ : ভয়, শঙ্কা।
رَوْعٌ (ن) مصـ : শঙ্কিত হওয়া, ভয় করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ .
مُرَادِف : اَلْخَوْفُ .
(لَمَّا) اِنْتَبَهَ : [যখন] সে জাগ্রত হয়।
(اِفْتِعَال) اِنْتِبَاهًا : জাগ্রত হওয়া।
مُرَادِف : إِسْتَيْقَظَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة السابعة البرقعيدية

সপ্তম মাকামা : বারকা'ঈদের গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

আজকাল যেমন কখনও বাস বা ট্রেনে দেখা যায় যে, কোনো পুরুষ বা নারী ভিক্ষুক এসে যাত্রীদের হাতে হাতে একটি করে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত আবেদনপত্র দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এসে দান প্রাপ্তির জন্য হাত বাড়ায় এবং আবেদনপত্রগুলো ফেরত নিয়ে যায়। আল্লামা হারীরীও এ মাকামায় তদ্রূপ একটি ভিক্ষাবৃত্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, হারিস ইবনে হাম্মাম একবার বারকা'ঈদ নামক স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করতে গেলেন। ঈদগাহে যখন লোকজনের প্রচুর সমাগম হলো তখন একসময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে কয়েকটি লিখিত কাগজ দিল। বৃদ্ধা মহিলা কাগজগুলো নিয়ে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে দানশীল অনুমান করে কিছু লোকের হাতে দিল। কাগজগুলোতে অন্ধ লোকটির অভাব ও অনাহারের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় লিখিত একটি কবিতা লিখিত ছিল। মহিলাটি পরবর্তীতে হারিস ইবনে হাম্মামের নিকট আবেদন পত্রটি ফেরত নিতে আসলে হারিস তাকে কবিতাটির রচয়িতার নাম বলার শর্তে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলাটি তখন জানাল যে, কবিতাটি সারূজের অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। এতে হারিস বুঝে ফেলেন যে, এতো আবূ যায়েদই। তাই হারিস আবূ যায়েদকে দৃষ্টিহীন দেখে তার জন্য মর্মাহত হন। এরপর হারিস তাকে নিজ আবাসস্থলে খাবারের দাওয়াত দেন। তার উপস্থিতির পর জানতে পারেন যে, তার দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে। অন্ধ সাজা তার একটি কৌশলমাত্র। হারিস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন অন্ধ সেজেছেন?

আবূ যায়েদ বললেন, যুগ অন্ধ হয়ে গেছে, তাই আমিও অন্ধ সেজেছি। খাবার খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করার জন্য খিলাল এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য সাবান ইত্যাদি আনতে হারিসকে অনুরোধ করেন। হারিস এসব আনতে যান। এ ফাঁকে আবূ যায়েদ বৃদ্ধা মহলিটিকে নিয়ে কেটে পড়েন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ السَّابِعَةُ الْبَرْقَعِيْدِيَّةُ

সপ্তম মাকামা : বারকাঈদের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ: قَالَ : أَزْمَعْتُ الشُّخُوْصَ مِنْ بَرْقَعِيْدٍ، وَقَدْ شِمْتُ بَرْقَ عِيْدٍ، فَكَرِهْتُ الرِّحْلَةَ عَنْ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ، أَوْ أَشْهَدَ بِهَا يَوْمَ الزِّيْنَةِ. فَلَمَّا أَظَلَّ بِفَرْضِهِ وَنَفْلِهِ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ، اِتَّبَعْتُ السُّنَّةَ فِىْ لُبْسِ الْجَدِيْدِ، وَبَرَزْتُ مَعَ مَنْ بَرَزَ لِلتَّعْيِيْدِ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি বারকাঈদ[১] থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলাম। ইতোমধ্যে আমি ঈদের দীপ্তি [চাঁদ] প্রত্যক্ষ করলাম। ফলে আমি উৎসবের দিন উক্ত শহরে উপস্থিত থাকার পরিবর্তে সেই শহর থেকে অন্যত্র রওয়ানা হতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর যখন দিবসটি তার ফরজ ও নফল সহকারে নিকটবর্তী হলো এবং অশ্বারোহী ও পদচারীদের টেনে আনল তখন আমি নতুন কাপড় পরিধানে সুন্নতের অনুসরণ করলাম এবং যারা ঈদ উদযাপনের জন্য বেরিয়েছে তাদের সাথে বেরুলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ السَّابِعَةُ সপ্তম মাকামা اَلْبَرْقَعِيْدِيَّةُ বারকাঈদের গল্প حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন أَزْمَعْتُ আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম اَلشُّخُوْصَ রওয়ানা হওয়া مِنْ بَرْقَعِيْدٍ বারকাঈদ থেকে وَقَدْ شِمْتُ ইতোমধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করলাম بَرْقَ عِيْدٍ ঈদের দীপ্তি فَكَرِهْتُ ফলে আমি অপছন্দ করলাম اَلرِّحْلَةَ রওয়ানা হওয়া عَنْ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ সেই শহর থেকে أَوْ পরিবর্তে أَشْهَدَ بِهَا উপস্থিত থাকায় بِهَا উক্ত শহরে يَوْمَ الزِّيْنَةِ উৎসবের দিনে فَلَمَّا অতঃপর যখন أَظَلَّ দিবসটি নিকটবর্তী হলো بِفَرْضِهِ وَنَفْلِهِ তার ফরজ ও নফল সহকারে وَأَجْلَبَ এবং টেনে আনল بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ অশ্বারোহী ও পদচারীদের اِتَّبَعْتُ তখন আমি অনুসরণ করলাম اَلسُّنَّةَ সুন্নত فِىْ لُبْسِ কাপড় পরিধানে اَلْجَدِيْدِ নতুন وَبَرَزْتُ এবং বেরুলাম مَعَ مَنْ بَرَزَ তাদের সাথে, যারা বেরিয়েছে لِلتَّعْيِيْدِ ঈদ উদযাপনের জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَكَى : বর্ণনা করলেন [করেন]।

(ض) حِكَايَةً : বর্ণনা করা।

أَزْمَعْتُ : আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম।

(اِفْعَال) إِزْمَاعًا : দৃঢ় সংকল্প করা।

اَلشُّخُوْصَ (ف) مصـ-عَنْ قَوْمٍ أَوْ مِنْ بَلَدٍ : রওয়ানা হওয়া।

بَرْقَعِيْدٍ : ইরাকের একটি শহরের নাম। দ্র: টীকা : ১

(قَدْ) شِمْتُ : আমি তাকালাম, প্রত্যক্ষ করলাম।

(ض) شَيْمًا : তাকানো। প্রত্যক্ষ করা।

بَرْقٌ : (ج) بُرُوْقٌ : বিদ্যুত, তড়িৎ, দীপ্তি।

بَرْقٌ (ن) مصـ : চমকানো।

عِيْدٌ : (ج) أَعْيَادٌ : ঈদ, খুশির দিন।

بَرْقَ عِيْدٍ : ঈদের চাঁদ।

كَرِهْتُ : অপছন্দ করলাম।

১. বারকাঈদ : ইরাকের মাওসিল [বাংলায় মৌসুল নামে পরিচিত] নামক শহর থেকে আনুমানিক ১৬০ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। আল্লামা ইয়াকুত হামাবী বলেন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে এটি বেশ প্রসিদ্ধ শহর ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ছোট জনপদ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(س) كُرْهًا ، كَرَاهَةً ، كَرَاهِيَةً : অপছন্দ করা।

اَلرِّحْلَةُ : (ج) رِحْلَاتٌ : রওয়ানা, সফর, সফরনামা।

اَلْمَدِيْنَةُ : (ج) مُدُنٌ ، مَدَائِنُ : শহর, নগর, নগরী।

أَوْ (بِمَعْنَى "إِلَّا"، بَعْدَهُ أَنْ مَحْذُوْفَةٌ) : পরিবর্তে, বদলে।

أَشْهَدَ : (بِتَقْدِيْرِ أَنْ) : উপস্থিত থাকবে, [এখানে- উপস্থিত থাকা]।

(س) شُهُوْدًا : উপস্থিত থাকা।

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ، (جج) أَيَاوِيْمُ : দিন, দিবস।

اَلزِّيْنَةُ : সাজ-গোজ, সাজ-সজ্জা।

يَوْمُ الزِّيْنَةِ : সাজ-গোজের দিন, [এখানে-উৎসবের দিন, ঈদের দিন]।

(لَمَّا) أَظَلَّ : [যখন] নিকটবর্তী হলো।

(إِفْعَالٌ) إِظْلَالًا : নিকটবর্তী হওয়া।

فَرْضٌ : (ج) فُرُوْضٌ ، فِرَاضٌ : ফরজ, অপরিহার্য করণীয়।

فَرْضٌ (ض) مصـ : অপরিহার্য করা।

نَفْلٌ : ফরজ ও ওয়াজিবের বাইরে অতিরিক্ত করণীয়।

نَفْلٌ (ن) مصـ : অতিরিক্ত দান করা।

أَجْلَبَ : (إِفْعَالٌ) إِجْلَابًا : টেনে আনল।

خَيْلٌ (ج) خُيُوْلٌ ، اَخْيَالٌ : ঘোড়ার পাল, [রূপকার্থে, অশ্বারোহী বাহিনী]।

(ج) رَجِلٌ، رَجَّالَاتٌ، رِجَالٌ، رُجَّالٌ، رُجَالَى، رُجْلَانٌ،(و)رَاجِلٌ : পদচারী, পদাতিক।

اِتَّبَعْتُ : আমি অনুসরণ করলাম।

(اِفْتِعَالٌ) اِتِّبَاعًا : অনুসরণ করা।

اَلسُّنَّةُ (ج) سُنَنٌ : অভ্যাস। পন্থা। স্বভাব। পদ্ধতি। তারীকা। সুন্নত।

لُبْسٌ (س) مصـ : কাপড় পরিধান করা, সান্নিধ্য গ্রহণ করা।

اَلْجَدِيْدُ (مف، مذ) (ج) جُدُدٌ : নতুন।

(ض) جِدَّةً : নতুন হওয়া।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম, [বেরুলাম]।

(ن) بُرُوْزًا : বের হওয়া।

(مِنْ) بَرَزَ (ن) بُرُوْزًا : [যারা] বেরিয়েছে, বের হয়েছে।

اَلتَّعْيِيْدُ (تَفْعِيْلٌ) مصـ : ঈদ উদযাপন করা। ঈদে হাজির হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @www.e-ilm.weebly.com

وَحِيْنَ الْتَأَمَ جَمْعُ الْمُصَلَّى وَانْتَظَمَ، وَأَخَذَ الزِّحَامُ بِالْكَظَمِ، طَلَعَ شَيْخٌ فِيْ شَمْلَتَيْنِ، مَحْجُوبُ الْمُقْلَتَيْنِ، وَقَدِ اعْتَضَدَ شِبْهَ الْمِخْلَاةِ ، وَاسْتَقَادَ لِعَجُوزٍ كَالسِّعْلَاةِ ، فَوَقَفَ وَقْفَةَ مُتَهَافِتٍ ، وَحَيَّى تَحِيَّةَ خَافِتٍ . وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ، أَجَالَ خَمْسَهُ فِيْ وِعَائِهِ، فَأَبْرَزَ مِنْهُ رِقَاعًا قَدْ كُتِبْنَ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ، فِيْ أَوَانِ الْفَرَاغِ.

অনুবাদ : যখন ঈদগাহের জনতা সমবেত হলো এবং সারিবদ্ধ হলো, আর ভিড়াভিড়ি শ্বাসনালী চেপে ধরল [অর্থাৎ, ভিড়াভিড়িতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো] তখন দু'চক্ষু মুদিত ও দু'টি চাদর পরিহিত এক বৃদ্ধ আগমন করল। আর সে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে ঝুলির মতো একটি জিনিস [অথবা ক্ষুদ্র একটি ঝুলি] এবং সে পেত্নীর মতো এক বুড়িকে রাহবার রূপে গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে কম্পমান ব্যক্তির দাঁড়াবার মতো দাঁড়াল, আর নিম্নস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিবাদন পেশ করার মতো অভিবাদন পেশ করল। অতঃপর যখন সে তার দোয়া থেকে অবসর হলো তখন সে তার থলিতে তার পঞ্চ অঙ্গুলি ঘুরাল এবং সেখান থেকে কয়েকটি লেখা কাগজের টুকরা বের করল। সেগুলো অবসর সময়ে বিভিন্ন রঙ দ্বারা লেখা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : حِيْنَ যখন الْتَأَمَ সমবেত হলো جَمْعُ জনতা الْمُصَلَّى ঈদগাহ وَانْتَظَمَ এবং সারিবদ্ধ হলো أَخَذَ আর চেপ ধরল الزِّحَامَ ভিড়াভিড়ি بِالْكَظَمِ শ্বাসনালী طَلَعَ তখন আগমন করল شَيْخٌ এক বৃদ্ধ فِيْ شَمْلَتَيْنِ দুটি চাদর পরিহিত مَحْجُوبُ মুদিত الْمُقْلَتَيْنِ দু'চক্ষু وَقَدْ اِعْتَضَدَ আর সে বাহুতে ঝুলিয়ে রেখেছে شِبْهَ الْمِخْلَاةِ ঝুলির মতো একটি জিনিস وَاسْتَقَادَ এবং সে রাহবাররূপে গ্রহণ করেছে لِعَجُوْزٍ এক বুড়িকে كَالسِّعْلَاةِ পেত্নীর মতো فَوَقَفَ অতঃপর সে দাঁড়াল وَقْفَةَ দাঁড়াবার মতো مُتَهَافِتٍ কম্পমান ব্যক্তি وَحَيَّى আর অভিবাদন পেশ করল تَحِيَّةَ অভিবাদন পেশ করার মতো خَافِتٍ নিম্নস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি وَلَمَّا অতঃপর যখন فَرَغَ সে অবসর হলো مِنْ دُعَائِهِ তার দোয়া থেকে أَجَالَ তখন সে ঘুরাল خَمْسَهُ তার পঞ্চঅঙ্গুলি فِيْ وِعَائِهِ তার থলিতে فَأَبْرَزَ এবং বের করল مِنْهُ সেখান থেকে رِقَاعًا কয়েকটি লেখা কাগজের টুকরা قَدْ كُتِبْنَ সেগুলো লেখা হয়েছে بِأَلْوَانِ বিভিন্ন الْأَصْبَاغِ রঙ দ্বারা فِيْ أَوَانِ সময়ে الْفَرَاغِ অবসর।

শব্দ বিশ্লেষণ

(حِيْنَ) الْتَأَمَ : [যখন] মিলিত হলো, সমবেত হলো।

(اِفْتِعَالٌ) اِلْتِيَامًا : মিলিত হওয়া।

جَمْعٌ : (ج) جُمُوْعٌ : দল। জনতা। সমবেত লোকজন।

جَمْعٌ (ف) مصـ : একত্র করা।

الْمُصَلَّى (اسم ظرف) : নামাজ পড়ার জায়গা, ঈদগাহ।

(تفعيل) تَصْلِيَةً : নামাজ পড়া।

اِنْتَظَمَ : সুবিন্যাস্ত হলো, সারিবদ্ধ হলো।

(اِفْتِعَالٌ) اِنْتِظَامًا : সুবিন্যাস্ত হওয়া।

أَخَذَ : ধরল, চেপে ধরল, পাকড়াও করল।

(ن) أَخْذًا : ধরা। চেপে ধরা।

اَلزِّحَامُ : ভিড়াভিড়ি।

اَلزِّحَامُ (ف) مصـ : ভিড় করা।

اَلْكَظَمُ : (ج) أَكْظَامٌ، كِظَامٌ : শ্বাসনালী।

طَلَعَ : উদিত হলো, [এখানে আগমন করল]।

(ن) طُلُوْعًا، مَطْلَعًا : উদিত হওয়া।

شَيْخٌ (ج) شُيُوْخٌ ، أَشْيَاخٌ ، شِيْخَةٌ، شَيْخَانٌ ، مَشِيْخَةٌ، مَشْيَخَةٌ (جج) مَشَايِخُ ، أَشَايِيْخُ : বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। আলিম। নেতা। শায়খ।

(تث) شَمْلَتَيْنِ،(و)شَمْلَةٌ،(ج)شَمَلَاتٌ : শরীর আবৃতকারী চাদর।

مَحْجُوْبٌ (مف، مذ) : মুদিত, বন্ধ, অন্ধ।

(ن) حَجْبًا، حِجَابًا - ، : আবৃত করা, বাধা হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تث)مُقْلَتَيْنِ (و) مُقْلَةٌ، (ج) مُقَلٌ : চক্ষু-ডিম্ব, চক্ষু।

قَدِ اعْتَضَدَ : সে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে।

(افْتِعَالٌ) اِعْتِضَادًا : কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া।

شِبْهٌ، شَبَهٌ :(ج) أَشْبَاهٌ، مُشَابَهَةٌ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

اَلْمِخْلَاةُ : (ج) مَخَالٍ : ঝুলি। যে ঝুলিতে ঘাস দিয়ে গবাদি পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

اِسْتَقَادَ : অনুগত হয়েছে, রাহবার গ্রহণ করেছে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِقَادَةً - لَهُ : অনুগত হয়ে চলা। রাহবার গ্রহণ করা।

عَجُوزٌ : (ج) عُجُزٌ، عَجَائِزُ : বৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি। এ শব্দটি সত্তরের অধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَلسِّعْلَاةُ : (ج) سَعَالِى، سِعْلِيَاتٌ : পেত্নী, পিশাচ।

وَقَفَ : সে দাঁড়াল।

(ض) وَقْفًا ، وُقُوْفًا : দাঁড়ানো।

وِقْفَةٌ (حَالَةُ الْوَقْفِ) : এক ধরনের দাঁড়ানো।

وَقْفَةٌ (مَرَّةٌ مِنَ الْوَقْفِ) : একবার দাঁড়ানো।

مُتَهَافِتٌ (فا، مذ) : পড়ে যাওয়ার উপক্রম কম্পমান ব্যক্তি।

(تَفَاعُلٌ) تَهَافُتًا : কাঁপতে থাকা।

حَيَّى (تَفْعِيلٌ) تَحِيَّةً : অভিবাদন পেশ করল।

تَحِيَّةٌ (تفعيل) مص : অভিবাদন পেশ করা।

خَافِتٌ (فا، مذ) : নিম্নস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(ن) خُفُوْتًا - الصَّوْتُ : আওয়াজ নিচু হওয়া।

(لَمَّا) فَرَغَ : (যখন) সে অবসর হল।

(ن،ف،س) فَرَاغًا، فُرُوْغًا : অবসর হওয়া।

دُعَاءٌ (ج) أَدْعِيَةٌ : দু'আ, প্রার্থনা।

دُعَاءٌ (ن) مص : ডাকা।

أَجَالَ : (إفعال) إِجَالَةً : সে ঘোরাল।

خمس (أَى أَصَابِعَهُ الْخَمْسَ) : পঞ্চ অঙ্গুলি।

وِعَاءٌ : (ج) أَوْعِيَةٌ، (جج) أَوَاعٍ : পাত্র, থলি, ঝুলি।

أَبْرَزَ : বের করল।

(إفعال) إِبْرَازًا : বের করা।

(ج) رِقَاعٌ ، رُقَعٌ، (و) رُقْعَةٌ : লেখা কাগজের টুকরা।

قد كُتِبْنَ(مج) : সেগুলো লেখা হয়েছে।

(ن) كَتْبًا، كِتَابَةً،كِتَابًا : লেখা।

(ج) أَلْوَانٌ، (و) لَوْنٌ : রঙ, রকম, প্রকার।

(ج) أَصْبَاغٌ،(و) صِبْغٌ : রঙ, বর্ণ।

أَلْوَانُ الْأَصْبَاغِ : নানা রকম রঙ।

اَلْأَوَانُ وَالْآنُ (ج) أُونَةٌ : সময়, কাল।

اَلْفَرَاغُ : অবসর।

اَلْفَرَاغُ (ف، ن، س) مص : অবসর হওয়া, মুক্ত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : طَلَعَ شَيْخٌ فِى شَمْلَتَيْنِ الخ :

شَيْخٌ مَحْجُوْبُ الْمُقْلَتَيْنِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে -এর সিফাত।

قَوْلُهُ : اِعْتَضَدَ وَاسْتَقَادَ :

শَيْخٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে উভয় জুমলা থেকে حَال

قَوْلُهُ : فَوَقَفَ وَقْفَةَ مُتَهَافِتٍ :

مَفْعُوْلٌ وَقْفَةَ مُتَهَافِتٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُطْلَقٌ لِلنَّوْعِ

قَوْلُهُ : قَدْ كُتِبْنَ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ فِىْ أَوَانِ الْفَرَاغِ :

فِىْ -এর أَوَانِ الْفَرَاغِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে كُتِبْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আর قَدْ كُتِبْنَ জুমলা হয়ে رِقَاعًا-এর সিফাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَنَاوَلَهُنَّ عَجُوْزَهُ الْحَيْزَبُوْنَ ، وَأَمَرَهَا بِأَنْ
تَتَوَسَّمَ الزَّبُوْنَ ، فَمَنْ أَنَسَتْ نَدٰى يَدَيْهِ،
أَلْقَتْ وَرَقَةً مِنْهُنَّ لَدَيْهِ، فَأَتَاحَ لِيَ الْقَدَرُ
الْمَعْتُوْبُ، رُقْعَةً فِيْهَا مَكْتُوْبٌ ، فَقَالَ :

لَقَدْ أَصْبَحْتُ مَوْقُوْذًا * بِأَوْجَاعٍ، وَأَوْجَالِ
وَمَمْنُوًّا بِمُخْتَالٍ * وَمُحْتَالٍ وَمُغْتَالِ
وَخَوَّانٍ مِنَ الْإِخْوَا * نِ قَالٍ لِيْ لِإِقْلَالِيْ
وَإِعْمَالٍ مِنَ الْعُمَّا * لِ فِيْ تَضْلِيْعِ أَعْمَالِيْ

অনুবাদ : অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো তার কুটনী বুড়িকে দিল এবং তাকে নির্বোধ লোক চিনে নিতে নির্দেশ দিল। সুতরাং সে যার দু'হাতে বখশিশ অনুভব করল, তার সামনে তন্মধ্য থেকে একটি পাতা রেখে দিল। অভিশপ্ত ভাগ্য আমার জন্য একটি কাগজের টুকরার ব্যবস্থা করল, তাতে লেখা ছিল। সে বলে : [কবিতার অনুবাদ] অবশ্য আমি দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি দ্বারা আহত হয়েছি এবং আমি শিকার হয়েছি দাম্ভিক, প্রতারক, আততায়ী ও আত্মসাৎকারী বন্ধুর, যে আমার দারিদ্রের কারণে আমার শত্রু হয়েছে। [আমি শিকার হয়েছি] আমার কাজ কর্ম বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে আমলাদের হস্তক্ষেপের।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَاوَلَهُنَّ অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো দিল عَجُوْزَهُ তার বুড়িকে اَلْحَيْزَبُوْنَ কুটনী وَأَمَرَهَا এবং তাকে নির্দেশ দিল بِأَنْ تَتَوَسَّمَ চিনে নিতে اَلزَّبُوْنُ নির্বোধ লোক فَمَنْ সুতরাং, যার أَنَسَتْ সে অনুভব করল نَدٰى বখশিশ يَدَيْهِ দুহাত اَلْقَتْ রেখেছিল وَرَقَةً একটি পাতা مِنْهُنَّ তন্মধ্য থেকে لَدَيْهِ তার সামনে فَأَتَاحَ ব্যবস্থা করল لِيْ আমার জন্য اَلْقَدَرُ ভাগ্য اَلْمَعْتُوْبُ অভিশপ্ত رُقْعَةً একটি কাগজের টুকরা فِيْهَا তাতে مَكْتُوْبٌ লেখা ছিল فَقَالَ সে বলে لَقَدْ أَصْبَحْتُ অবশ্য আমি হয়েছি مَوْقُوْذًا আহত بِأَوْجَاعٍ দুঃখ-বেদনা وَأَوْجَالِ ভয়-ভীতি দ্বারা وَمَمْنُوًّا এবং আমি শিকার হয়েছি بِمُخْتَالٍ দাম্ভিক وَمُحْتَالٍ প্রতারক مُغْتَالٍ আততায়ী وَخَوَّانٍ ও আত্মসাৎকারী اَلْإِخْوَانِ বন্ধু قَالٍ যে শত্রু হয়েছে لِيْ আমার لِإِقْلَالِيْ আমার দারিদ্র্যের কারণে وَإِعْمَالٍ হস্তক্ষেপের مِنَ الْعُمَّالِ আমলাদের فِيْ تَضْلِيْعِ বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে اَعْمَالِيْ আমার কাজ-কর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَاوَلَ : সে দিল।
(مُفَاعَلَةٌ) مُنَاوَلَةً : দেওয়া।
عَجُوْزٌ : (ج) عُجُزٌ، عَجَائِزُ : বৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি।
اَلْحَيْزَبُوْنَ وَالْحَيْزَبُوْرُ : কুটনী বুড়ি, ডাইনী।
أَمَرَ : সে নির্দেশ দিল।
(ن) أَمْرًا، أِمْرَةً، إِمَارًا : নির্দেশ দেওয়া।
(بِأَنْ) تَتَوَسَّمَ : চিনে নিতে।
(تَفَعُّلٌ) تَوَسُّمًا : চিনে নেওয়া।
اَلزَّبُوْنَ : নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।
أَنَسَتْ : অনুভব করল, উপলব্ধি করল।
(إِفْعَالٌ) إِينَاسًا : অনুভব করা।
نَدٰى : (ج) أَنْدِيَةٌ، أَنْدَاءٌ : বখশিশ,দান, অনুগ্রহ।
نَدٰى (س) مص : সিক্ত হওয়া।
(تث) يَدَيْ (يَدَيْنِ)، (و) يَدٌ،(ج) أَيْدٍ،(جج) أَيَادٍ : হাত।
أَلْقَتْ : রেখে দিল, ফেলে দিল।
(إِفْعَالٌ) إِلْقَاءً : ফেলে দেওয়া।
وَرَقَةٌ : (ج) وَرَقَاتٌ ، أَوْرَاقٌ পাতা, একটি পাতা।
لَدٰى : নিকটে, কাছে, সামনে।
أَتَاحَ : ব্যবস্থা করল, সুযোগ দিল।
(إِفْعَالٌ) إِتَاحَةٌ - لِيْ : ব্যবস্থা করা। সুযোগ দেওয়া।

اَلْقَدَرُ : (ج) أَقْدَارٌ : ভাগ্য, শক্তি-সামর্থ্য।

اَلْقَدَرُ (س، ن، ض) مصـ : সামর্থ্য রাখা।

اَلْمَعْتُوْبُ (مف، مذ) : অভিশপ্ত।

رُقْعَةٌ : (ج) رُقَعٌ، رِقَاعٌ : লেখা কাগজের টুকুরা, যে কোনো টুকরা।

مَكْتُوْبٌ (مف، مذ) : লিখিত কাগজ বা বিষয়।

(ن) كَتْبًا، كِتَابًا : লেখা।

(لَقَدْ) أَصْبَحْتُ : (بِمَعْنَى صِرْتُ) : আমি হয়েছি।

(إِفْعَال) إِصْبَاحًا : হওয়া।

مَوْقُوْدٌ (مف، مذ) : আহত, আঘাতপ্রাপ্ত।

(ض) وَقْذًا : আঘাত করা।

(ج) أَوْجَاعٌ، وِجَاعٌ، (و) وَجَعٌ : দুঃখ-বেদনা, কষ্ট- ক্লেশ।

وَجَعٌ (س) مصـ : বেদনায় আক্রান্ত হওয়া।

وَجِلَ (س) مصـ : ভয় করা।

(ج) أَوْجَالٌ، (و) وَجَلٌ : ভয়-ভীতি।

مَمْنُوٌّ (مف، مذ) : পরীক্ষার সম্মুখীন, আক্রান্ত, শিকার।

(ن) مَنْوًا : পরীক্ষা করা।

مُخْتَالٌ (فا، مذ) : দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

(اِفْتِعَال) اِخْتِيَالًا : অহঙ্কার করা।

مُحْتَالٌ (فا، مذ) : কৌশলী, প্রতারক।

(اِفْتِعَال) اِحْتِيَالًا : কৌশল অবলম্বন করা।

مُغْتَالٌ (فا، مذ) : আকস্মিক ঘাতক। আততায়ী,

(اِفْتِعَال) اِغْتِيَالًا : অতর্কিতভাবে হত্যা করা।

خَوَّانٌ (مُبَالَغَة) : অতিশয় আত্মসাৎকারী।

(ن) خَوْنًا، خِيَانَةً : আত্মসাৎ করা।

(ج) إِخْوَانٌ، إِخْوَةٌ، أُخُوْنٌ، أُخَاءٌ، (و) أَخٌ : ভাই, সাথী, বন্ধু।

قَالٍ (فا، مذ) (ج) قُلَاةٌ : বিদ্বেষ পোষণকারী, শত্রু।

(ض، ن) قِلًى، قَلْيًا : বিদ্বেষ পোষণ করা।

إِقْلَالٌ : দারিদ্র্য, অভাব

إِقْلَالٌ (إِفْعَال) مصـ : অভাবী বা দরিদ্র হওয়া।

إِعْمَالٌ (إِفْعَال) مصـ : ব্যবহার করা, হস্তক্ষেপ করা।

(س) عَمَلًا : কাজ করা।

(ج) عُمَّالٌ، عَامِلُوْنَ ، عَمَلَةٌ، (و) عَامِلٌ : আমলা, কর্মী।

عَامِلٌ (فا، مذ) : কর্মসম্পাদনকারী, কর্মচারী।

تَضْلِيْعٌ (تَفْعِيْل) مصـ : বক্র করা, [এখানে-বিক্ষিপ্ত করা, নষ্ট করা]।

(ج) أَعْمَالٌ، (و) عَمَلٌ : কাজ, কর্ম, ইচ্ছাকৃত কাজ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : نَدَى يَدَيْهِ :

نَدَى يَدَيْهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে آنَسْتَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ , অতঃপর জুমলাটি مَنْ ইসমে شَرْط-এর شَرْط আর أَلْقَتْ وَرَقَةً مِنْهُنَّ الخ জুমলাটি جَزَاء -

قَوْلُهُ : فِيْهَا مَكْتُوْبٌ :

এখানে فِيْهَا খবরে মুকাদ্দম। তার مُتَعَلِّقْ হবে مَوْجُوْدٌ أَمْرٌ শিবহে ফেয়েল যা এখানে উহ্য রয়েছে। مَكْتُوْبٌ অর্থাৎ أَمْرٌ مَكْتُوْبٌ মাউসূফ সিফাত মিলে مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَمَمْنُوًّا ... مُغْتَالٍ :

এখানে কবি যুগ ও কালকে مُغْتَالٌ ـ مُخْتَال ـ مُغْتَال مُشَبَّهٌ بِهٖ খাওয়ান-এর সাথে تَشْبِيْه দিয়েছেন। সুতরাং خَوَّان উল্লেখ ও مُشَبَّهٌ মাহযূফ হওয়ায় اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَة হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَكَمْ أُصْلَى بِأَذْحَالٍ * وَأَمْحَالٍ، وَتَرْحَالٍ
وَكَمْ أَخْطِرُ فِىْ بَالٍ * وَلَا أَخْطُرُ فِىْ بَالٍ
فَلَيْتَ الدَّهْرَ لَمَّا جَا * رَأَطْفَالِى أَطْفَالِى
فَلَوْلَا أَنَّ أَشْبَالِى * أَغْلَالِى، وَأَغْلَالِى
لَمَا جَهَّزْتُ آمَالِى * إِلَى آلٍ، وَلَا وَالِى

অনুবাদ : সুতরাং আমি কতদিন হিংসা-বিদ্বেষ, দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ ও সফরের অগ্নিতে দগ্ধ হবো। আর কতদিন আমি পুরোনো কাপড়ে ঘুরে বেড়াব, অথচ কোনো অন্তরে আমি স্থান পাব না। আহ! কালাবর্ত যখন অবিচার করল তখন যদি আমার ছেলেপুলেদেরকে মেরে ফেলত। অতএব যদি আমার সন্তান-সন্ততি আমার হাত-পায়ের বেড়ি ও আমার পচনের কীট না হতো তবে আমি কোন পরিবার কিংবা কোনো গভর্নরের কাছে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার পসরা নিয়ে যেতাম না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَكَمْ সুতরাং আমি কতদিন أُصْلَى অগ্নিতে দগ্ধ হব أَذْحَالٍ হিংসা-বিদ্বেষ أَمْحَالٍ দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ وَتَرْحَالٍ সফরের وَكَمْ আর কতদিন أَخْطِرُ আমি ঘুরে বেড়াব فِىْ بَالٍ পুরোনো কাপড়ে وَلَا أَخْطُرُ অথচ আমি স্থান পাব না فِىْ بَالٍ কোনো অন্তরে فَلَيْتَ আহ! الدَّهْرَ কালাবর্ত لَمَّا যখন جَارَ অবিচার করল أَطْفَالِىْ তখন যদি মেরে ফেলত أَطْفَالِىْ আমার ছেলেপুলেদেরকে فَلَوْلَا অতএব যদি না হত أَنَّ أَشْبَالِىَ আমার সন্তান-সন্ততি أَغْلَالِىْ আমার হাত-পায়ের বেড়ি ও وَأَغْلَالِ আমার পচনের কীট لَمَا جَهَّزْتُ তবে আমি পসরা নিয়ে যেতাম না آمَالِىْ আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা إِلَى কাছে آلٍ কোনো পরিবার وَلَا وَالِىْ অথবা কোনো গভর্নর।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَمْ (أَىْ كَمْ يَوْمًا) : কত দিন, কত কাল।
أُصْلَى (مج) : আমি অগ্নিতে দগ্ধ হবো।
(س) صَلًى، صُلِيًّا : অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া।
(ج) أَذْحَالٌ ذُحُولٌ،(و) ذَحْلٌ : বিদ্বেষ, শত্রুতা, রক্তের বিনিময়।
(ج) أَمْحَالٌ، مُحُولٌ، (و) مَحَلٌ : দুর্ভিক্ষ। ষড়যন্ত্র। প্রতারণা।
مَحِلَ (س ، ف) مصـ : দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া।
تَرْحَالٌ : দেশ ত্যাগ, সফর।
تَرْحَالٌ (ف) مصـ : দেশ ত্যাগ করা, সফর করা।
١- أَخْطِرُ : আমি হাত নেড়ে ঘুরে বেড়াব।
(ض) خَطَرَانًا، خَطِيرًا : নেড়ে ঘুরে বেড়ানো।
بَالٍ (فا، مذ) : পুরোনো, জীর্ণ।
(س) بَلِىَ، بَلَاءً : পুরনো হওয়া।
(لَا) ٢- أَخْطُرُ : আমি স্মরিত হবো না, অন্তরে স্থান পাব না।
(ن، ض) خُطُورًا : অন্তরে স্থান পাওয়া।
بَالٌ (مادة : بول) : অন্তর, হৃদয়। অবস্থা। গুরুত্ব।
اَلدَّهْرُ: (ج) دُهُورٌ، أَدْهُرٌ : দীর্ঘকাল, কাল, সময়, কালবর্ত।
(لَمَّا) جَارَ : [যখন] অবিচার করল, জুলুম করল।
(ن) جَوْرًا - عَلَيْهِ : অবিচার করা। জুলুম করা।

أَطْفَا : নিভিয়ে দিল, [মেরে ফেলত]।
(اِفْعَالٌ) إِطْفَاءً (مادة : طفء) : নিভিয়ে দেওয়া।
(ج) أَطْفَالٌ، (و) طِفْلٌ : শিশু, ছেলেপুলে, সন্তান-সন্ততি।
(ج) أَشْبَالٌ، شِبَالٌ، أَشْبُلٌ، شُبُولٌ، (و) شِبْلٌ : শিকার করতে সমর্থ এরূপ সিংহ শাবক।
(ج) أَغْلَالٌ، غُلُولٌ،(و) غُلٌّ : হাত বা গলার বেড়ি। হাতকড়া।
(ج) أَغْلَالٌ، عِلَالٌ، (و) عَلٌّ : বড় বড় পচনের কীট।
لَمَّا جَهَّزْتُ : আমি পসরা প্রস্তুত করতাম না, পসরা নিয়ে যেতাম না।
(تَفْعِيلٌ) تَجْهِيزًا : আসবাব যোগান দেওয়া।
(ج) آمَالٌ، (و) أَمَلٌ، أَمَلٌ : আশা, আকাঙ্ক্ষা।
آلٌ : পরিবার-পরিজন। জাগতিক বা ধর্মীয় সম্ভ্রান্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(وَالٍ) وَالِىَ : (ج) وُلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَلَوْلَا أَنَّ أَشْبَالِىَ :
এখানে তার সন্তান-সন্ততিকে أَشْبَالٌ [সিংহ সাবক]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا جَرَّرْتُ أَذْيَالِي * عَلَى مَسْحَبِ إِذْلَالِي
فَمِحْرَابِي أَحْرَى بِيْ * وَأَسْمَالِي أَسْمَى لِيْ
فَهَلْ حُرٌّ يَرَى تَخْفِيْـ * ـفَ أَثْقَالِي بِمِثْقَالِ
وَيُطْفِي حَرَّ بَلْبَالِي * بِسِرْبَالٍ، وَسِرْوَالِ

অনুবাদ : এবং আমি আমার লাঞ্ছনার পথে আঁচল টেনে বেড়াতাম না। কাজেই আমার মেহরাব আমার জন্য অধিক উপযুক্ত হতো এবং আমার পুরোনো কাপড় আমার জন্য উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো। অতএব কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি একটি মিসকাল দ্বারা আমার বোঝা হালকা করার ইচ্ছা রাখে? এবং আমার দুঃখের তাপ একটি জামা অথবা একটি পায়জামা দ্বারা ঠাণ্ডা করবে?

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا جَرَّرْتُ এবং আমি টেনে বেড়াতাম না أَذْيَالِي আমার আঁচল عَلَى مَسْحَبِ পথে إِذْلَالِي লাঞ্ছনা فَمِحْرَابِي কাজেই আমার মেহরাব أَحْرَى অধিক উপযুক্ত بِيْ আমার জন্য أَسْمَالِي এবং আমার পুরোনো কাপড় أَسْمَى উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো لِيْ আমার জন্য فَهَلْ حُرٌّ অতএব কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি يَرَى ইচ্ছা রাখে تَخْفِيْفَ হালকা করা أَثْقَالِي আমার বোঝা بِمِثْقَالٍ একটি মিসকাল দ্বারা وَيُطْفِي এবং ঠাণ্ডা করবে حَرَّ তাপ بَلْبَالِي আমার দুঃখের بِسِرْبَالٍ وَسِرْوَالٍ একটি জামা অথবা একটি পায়জামা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا جَرَّرْتُ : আমি টেনে বেড়াতাম না।
(تَفْعِيْل) تَجْرِيْرًا : জোর করে টানা।
(ج) أَذْيَالٌ، ذُيُوْلٌ، أَذْيُلٌ، (و) ذَيْلٌ : আঁচল। যে কোনো বস্তুর শেষাংশ। পরিশিষ্ট।
مَسْحَبٌ : (ج) مَسَاحِبُ : টেনে নেওয়ার জায়গা। পথ। রাস্তা।
إِذْلَالٌ : লাঞ্ছনা।
إِذْلَالٌ (إِفْعَال) مصـ : লাঞ্ছিত করা।
مِحْرَابٌ : (ج) مَحَارِيْبُ : গৃহের প্রধান স্থান, মসজিদের ইমামের দাঁড়াবার জায়গা।
أَحْرَى (اِسْمُ تَفْضِيْل ، مذ، مصـ : حرى – س) : অধিক উপযুক্ত, অধিক শ্রেয়।
(ج) أَسْمَالٌ، (و) سَمَلٌ (صف ، مذ) : : পুরোনো কাপড়।
(ن، ك) سُمُوْلًا، سَمَالَةً : : পুরোনো হওয়া।
أَسْمَى (اِسْمُ تَفْضِيْل، مذ) : : অধিক শ্রেয়, উৎকৃষ্ট, উত্তম।
(ن) سُمُوًّا، سَمَاءً : : উঁচু হওয়া। উন্নত হওয়া।
حُرٌّ (صف، مذ) (ج) أَحْرَارٌ، حِرَارٌ : : স্বাধীন। সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।
(س) حَرَارًا : : দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া।
يَرَى (ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : : ইচ্ছা রাখে, মনে করে, দেখে।
تَخْفِيْف (تَفْعِيْل) مصـ : : হালকা করা, লাঘব করা।
(ج) أَثْقَالٌ، (و) ثِقْلٌ : : ভারিক্কি, বোঝা।
(ج) مَثَاقِيْلُ : ওজন, পরিমাপ, দেড় দেরহাম পমিাণ, সামান্য বস্তু।
يُطْفِي : : নির্বাপিত করবে, ঠাণ্ডা করবে।
(إِفْعَال) إِطْفَاءً : : দেখা। ইচ্ছা করা। মনে করা।
: তাপ, গরম, উষ্ণতা।
(س، ن، ض) مصـ : : গরম হওয়া।
: তীব্র দুঃখ, অতিশয় দুঃখ।
(فَعْلَلَة) مصـ (بَلْبَلَةً وَبَلْبَالًا) : : চিন্তায় ফেলে দেওয়া।
(ج) سَرَابِيْلُ : : জামা, পরিধেয় কাপড়।
سِرْوَالَةٌ، سِرْوِيْلٌ : (ج) سَرَاوِيْلُ : : পায়জামা, লুঙ্গি।

বাক্য বিশ্লেষণ

مِحْرَابِي :
مِحْرَابِي মুবতাদা أَحْرَى بِيْ খবর।
أَسْمَالِي أَسْمَى لِيْ :
১ম أَسْمَالِي মুবতাদা ২য় أَسْمَالِي খবর।

বালাগাত

أَثْقَالِي :
দরিদ্রকে أَثْقَالٌ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। أَثْقَالِي -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا اسْتَعْرَضْتُ حُلَّةَ الْأَبْيَاتِ، تُقْتُ إِلَى مَعْرِفَةِ مُلْحِمِهَا، وَرَاقِمِ عَلَمِهَا، فَنَاجَانِيَ الْفِكْرُ بِأَنَّ الْوُصْلَةَ إِلَيْهِ الْعَجُوزُ، وَأَفْتَانِي بِأَنَّ حُلْوَانَ الْمُعَرِّفِ يَجُوزُ، فَرَصَدْتُهَا وَهِيَ تَسْتَقْرِي الصُّفُوفَ صَفًّا صَفًّا، وَتَسْتَوْكِفُ الْأَكُفَّ كَفًّا كَفًّا، وَمَا إِنْ يَنْجَحُ لَهَا عَنَاءٌ، وَلَا يَرْشَحُ عَلَى يَدِهَا إِنَاءٌ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি [তার] কবিতার ভূষণ দীর্ঘ দেখলাম তখন আমি তার রচয়িতা ও তার ফুলবুটি অঙ্কনকারীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হলাম। তখন আমার মনোভাবনা আমাকে চুপিসারে বলল যে, বৃদ্ধাটি এ তথ্য উদঘাটনের উপায় এবং আমাকে সিদ্ধান্ত দিল যে, পরিচয় দানকারীর বিনিময় বৈধ হবে। অতঃপর আমি তার অপেক্ষা করতে থাকলাম, আর সে এক একটি করে সমস্ত সারি খোঁজ করছে। এবং এক একটি করে সমস্ত হাত থেকে কিছু পেতে চাচ্ছে। অথচ তার কষ্ট সফল হচ্ছে না এবং তার হাতের উপর কোনো পাত্র সঞ্চলিত হচ্ছে না।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا অতঃপর যখন اِسْتَعْرَضْتُ আমি দীর্ঘ দেখলাম حُلَّةَ ভূষণ الْأَبْيَاتِ কবিতা تُقْتُ তখন আমি আগ্রহী হলাম إِلَى مَعْرِفَةِ পরিচয় জানতে مُلْحِمِهَا তার রচয়িতা رَاقِمِ অঙ্কনকারী عَلَمِهَا তার ফুল বুটি فَنَاجَانِيَ তখন আমাকে চুপিসারে বলল الْفِكْرُ আমার মনোভাব بِأَنَّ الْوُصْلَةَ إِلَيْهِ এ তথ্য উদঘাটনের উপায় الْعَجُوزُ বৃদ্ধ وَأَفْتَانِي এবং আমাকে সিদ্ধান্ত দিল بِأَنَّ যে حُلْوَانَ বিনিময় الْمُعَرِّفِ পরিচয় দানকারী يَجُوزُ বৈধ হবে فَرَصَدْتُهَا অতঃপর আমি তার অপেক্ষা করতে থাকলাম وَهِيَ تَسْتَقْرِي আর সে খোঁজ করছে الصُّفُوفَ সমস্ত সারি صَفًّا صَفًّا এক একটি সারি করে وَتَسْتَوْكِفُ এবং কিছু পেতে চাচ্ছে الْأَكُفَّ সমস্ত হাত থেকে كَفًّا كَفًّا এক একটি হাত করে وَمَا إِنْ يَنْجَحُ অথচ সফল হচ্ছে না لَهَا তার عَنَاءٌ কষ্ট وَلَا يَرْشَحُ এবং সঞ্চলিত হচ্ছে না عَلَى يَدِهَا তার হাতের উপর إِنَاءٌ কোন পাত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَمَّا) اِسْتَعْرَضْتُ : [যখন] আমি দীর্ঘ দেখলাম, দীর্ঘ ধারণা করলাম।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِعْرَاضًا : দীর্ঘ দেখা। দীর্ঘ ধারণা করা।

حُلَّةٌ : (ج) حُلَلٌ ـ حِلَالٌ : নতুন কাপড়, হাতিয়ার, ভূষণ।

(ج) أَبْيَاتٌ ـ بُيُوتٌ، (و) بَيْتٌ : শ্লোক, বয়াত, কবিতা।

تُقْتُ : আমি আগ্রহী হলাম।

(ن) تَوْقًا، تَوَقَانًا : আগ্রহী হওয়া।

مَعْرِفَةٌ : পরিচয়।

مَعْرِفَةٌ (ض) مصـ : চেনা, পরিচয় জানা।

مُلْحِمٌ (فا، مذ) : বয়নকারী, রচয়িতা।

(اِفْعَالٌ) اِلْحَامًا ـ الثَّوْبَ : কাপড় বয়ন করা। বোনা।

رَاقِمٌ (فا، مذ) : অঙ্কনকারী, লেখক।

(ن) رَقْمًا : অঙ্কন করা।

عَلَمٌ : (ج) أَعْلَامٌ : কাপড়ের কারুকার্য, ফুলবুটি, পতাকা।

نَاجَى : চুপিসারে বলল, একান্তে বলল।

(مُفَاعَلَةٌ) مُنَاجَاةً : চুপিসারে বলা।

اَلْفِكْرُ : (ج) أَفْكَارٌ : চিন্তা-ভাবনা, মনোভাবনা।

اَلْفِكْرُ (ض) مصـ : চিন্তা-ভাবনা করা।

وُصْلَةٌ : (ج) وُصَلٌ : সম্পর্ক, দু'টি জিনিসের মাঝে সংযুক্তকারী বস্তু, উদ্দেশ্যে পৌছার উপায়।

اَلْوُصْلَةُ (ض) مصـ : পৌছা।

اَلْعَجُوزُ : (ج) عُجُزٌ، عَجَائِزُ : বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি।

أَفْتَى : সিদ্ধান্ত দিল, ফতোয়া দিল।

(اِفْعَالٌ) اِفْتَاءً : সিদ্ধান্ত দেওয়া। ফতওয়া দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حُلْوَانٌ : দালাল বা জ্যোতিষের পারিশ্রমিক। মাহর। বিনিময়।

اَلْمُعَرِّفُ (فا، مذ) : পরিচয় দানকারী।

(تَفْعِيل) تَعْرِيْفًا : পরিচয় দান করা।

يَجُوْزُ : বৈধ হবে, জায়েজ হবে।

(ن) جَوَازًا : বৈধ হওয়া। জায়েজ হওয়া।

رَصَدْتُّ : অপেক্ষা করতে থাকলাম, ওঁৎ পেতে থাকলাম।

(ن) رَصَدًا : অপেক্ষা করতে থাকা।

تَسْتَقْرِئ : সে খোঁজ করছে, তালাশ করছে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِقْرَاءً (ماده : قرء) : খোঁজ করা তালাশ করা।

(ج) صُفُوْفٌ، (و) صَفٌّ : সারি, শ্রেণি।

تَسْتَوْكِفُ : ফোঁটা ফোঁটা ঝরাতে চাচ্ছে, কিছু পেতে চাচ্ছে।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِيْكَافًا : ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে চাওয়া।

(ج) أَكُفٌّ كُفُوْفٌ ، كُفٌّ، (و) كَفٌّ : হাত, হাতের তালু।

مَا إِنْ (ما نافية، وإن زائدة) يَنْجَعُ : সফল হচ্ছে না।

(ف) نَجَاحًا : সফল হওয়া।

عَنَاءً : ক্লান্তি, কষ্ট।

عَنَاءً (س) مصـ : ক্লান্ত হওয়া।

لَا يَرْشَحُ : ঝরছে না, সঞ্চালিত হচ্ছে না।

رَشْحًا، رَشَحَانًا : ঝরা। সঞ্চালিত হওয়া।

(ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

(ج) آنِيَةٌ، (جج) أَوَانٍ : পাত্র, বরতন।

বালাগাত

قَوْلُهُ : حُلَّةُ الْأَبْيَاتِ :

এখানে اَلْأَبْيَات কে একটি সুন্দরী রমণীর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। এবং তার জন্য حُلَّةٌ [ভূষণ] مُنَاسِبٌ, অতএব حُلَّةٌ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَرْشِيْحِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : رَاقِمِ عَلَمِهَا :

এখানে أَبْيَاتٌ কে অলংকারের সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। আর তার জন্য عَلَمٌ [কারুকার্য] হওয়া لَازِمٌ , এখানে مُشَبَّهٌ -এর জন্য তা সাবেত করা হয়েছে। অতএব اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا يَرْشَحُ عَلَى يَدِهَا إِنَاءٌ :

উল্লিখিত ইবারতে দান-দক্ষিণাকে إِنَاءٌ -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَلَمَّا أَكْدٰى اِسْتِعْطَافُهَا ، وَكَدَّهَا مَطَافُهَا ، عَاذَتْ بِالْاِسْتِرْجَاعِ ، وَمَالَتْ إِلٰى إِرْجَاعِ الرِّقَاعِ ، وَأَنْسَاهَا الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رُقْعَتِيْ ، فَلَمْ تَعُجْ إِلٰى بُقْعَتِيْ ، وَأَبَتْ إِلَى الشَّيْخِ بَاكِيَةً لِلْحِرْمَانِ ، شَاكِيَةً تَحَامُلَ الزَّمَانِ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلّٰهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

অনুবাদ : অতঃপর যখন তার অনুগ্রহ প্রার্থনা ব্যর্থ হলো এবং তার ঘোরাফেরা তাকে ক্লান্ত করে দিল তখন সে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"-এর আশ্রয় নিল এবং লেখা কাগজগুলো ফিরিয়ে নিতে মনোযোগী হল। আর শয়তান আমার কাগজটির কথা তাকে ভুলিয়ে দিল। তাই সে আমার অবস্থানস্থলের প্রতি অগ্রসর হলো না এবং সে বঞ্চনার জন্য কেঁদে-কেটে, কালের অবিচারের অভিযোগ করতে করতে বৃদ্ধের কাছে ফিরে গেল। তখন বৃদ্ধ বলল, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমি আমার অবস্থা আল্লাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করছি এবং আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। অতঃপর সে আবৃত্তি করল :

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمَّا অতঃপর যখন أَكْدٰى ব্যর্থ হলো اِسْتِعْطَافُهَا তার অনুগ্রহ প্রার্থনা وَكَدَّهَا এবং তাকে ক্লান্ত করে দিল مَطَافُهَا তার ঘোরাফেরা عَاذَتْ সে আশ্রয় নিল بِالْاِسْتِرْجَاعِ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" এর দ্বারা مَالَتْ এবং মনোযোগী হলো إِلٰى إِرْجَاعِ ফিরিয়ে নিতে الرِّقَاعِ লেখা কাগজগুলো وَأَنْسَاهَا আর তাকে ভুলিয়ে দিল الشَّيْطَانُ শয়তান ذِكْرَ رُقْعَتِيْ আমার কাগজটির কথা فَلَمْ تَعُجْ তাই সে অগ্রসর হলো না إِلٰى بُقْعَتِيْ আমার অবস্থানস্থলের প্রতি وَأَبَتْ এবং সে ফিরে গেল إِلَى الشَّيْخِ বৃদ্ধের কাছে بَاكِيَةً কেঁদে কেটে لِلْحِرْمَانِ বঞ্চনার জন্য شَاكِيَةً অভিযোগ করতে করতে تَحَامُلَ অবিচার الزَّمَانِ কাল فَقَالَ তখন বৃদ্ধ বলল إِنَّا নিশ্চয় আমরা সবাই لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জন্য وَأُفَوِّضُ আমি সমর্পণ করছি أَمْرِيْ আমার অবস্থা إِلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার কাছে وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ কারো কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই إِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহ ছাড়া ثُمَّ أَنْشَدَ অতঃপর সে আবৃত্তি করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَمَّا) أَكْدٰى : [যখন] ব্যর্থ হলো।

(إِفْعَالٌ) إِكْدَاءً : ব্যর্থ হওয়া।

اِسْتِعْطَافٌ (اِسْتِفْعَالٌ) مصـ : অনুগ্রহ প্রর্থনা করা।

كَدَّ : ক্লান্ত করে দিল, ক্লান্ত করে তুলল।

(ن) كَدًّا ـ ہ : ক্লান্ত করা।

مَطَافٌ : ঘোরাফেরা।

مَطَافٌ (ن) مصدرميمى : ঘোরাফেরা করা।

عَاذَتْ : সে আশ্রয় নিল।

(ن) عَوْذًا ، عِيَاذًا ، مَعَاذًا : আশ্রয় নেওয়া।

اَلْاِسْتِرْجَاعُ (استفعال) مصـ : ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না--পড়া।

مَالَتْ : ধাবিত হলো, মনোযোগী হল।

(ض) مَيْلًا ، مَيَلَانًا : ধাবিত হওয়া।

إِرْجَاعٌ (افعال) مصـ : ফিরিয়ে নেওয়া।

(ج) رِقَاعٌ ، رُقَعٌ ، (و) رُقْعَةٌ : লেখা কাগজের টুকরা। যে কোন টুকরা।

أَنْسٰى : ভুলিয়ে দিল, বিস্মৃত করে দিল।

(إِفْعَالٌ) إِنْسَاءً : ভুলিয়ে দেওয়া।

اَلشَّيْطَانُ : (ج) شَيَاطِيْنُ : শয়তান, অবাধ্য জিন বা মানুষ।

ذِكْرٌ : (ج) أَذْكَارٌ : স্মরণ, যিকির।

ذِكْرٌ (ن) مصـ : স্মরণ করা।

لَمْ تَعُجْ : অভিমুখী হলো না, অগ্রসর হলো না।

(ن) عَوْجًا - إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ : অভিমুখী হওয়া। অগ্রসর হওয়া।

بُقْعَةٌ : (ج) بِقَاعٌ ، بُقَعٌ : ভূখণ্ড, জায়গা, [এখানে অবস্থানস্থল]।

أَبَتْ : সে ফিরে গেল, প্রত্যাবর্তন করল।

أَزْمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : । কাল, যুগ, সময়।

إِنَّا (إن : حرف المشبة بالفعل، نَا : ضمير منصوب
متصل) : । নিশ্চয় আমরা সবাই।

لِلّٰهِ (اللام حرف الجر دَخَلَ عَلَى اِسْمِ الْجَلَالَةِ) : আল্লাহর,
আল্লাহর জন্য।

أُفَوِّضُ : । আমি সমর্পণ করছি।

(تفعيل) تَفْوِيْضًا : । সমর্পণ করা।

أَمْرٌ : (ج) أُمُوْرٌ : । নির্দেশ, বিষয়, কাজ, অবস্থা।

أَمَرَ (ن) مصـ : । নির্দেশ দেওয়া।

إِلَى اللّٰهِ : । আল্লাহর নিকটে, আল্লাহর কাছে।

حَوْلٌ : (ج) حُؤُوْلٌ ، أَحْوَالٌ : । সামর্থ্য, সক্ষমতা, সতর্কতা।

قُوَّةٌ : (ج) قُوَّاتٌ، قُوًى : । শক্তি, বল।

أَنْشَدَ : । আবৃত্তি করল।

(إفعال) إِنْشَادًا : । আবৃত্তি করা।

(ن) أَوْبًا، مَأْبًا : । ফিরে যাওয়া।

شَيْخٌ (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَةٌ، شَيْخَانٌ مَشْيَخَةٌ :
مَشْيَخَةٌ (جج) مَشَايِخُ ، أَشَايِخُ : । শায়খ। মনীষী। বয়ঃবৃদ্ধ।
আলিম। নেতা।

بَاكِيَةً (منصوب على الحالية) : । কেঁদে-কেটে।

(ض) بَكَى، بُكَاءً : । ক্রন্দন করা।

بَاكِيَةٌ (فا، مؤ) : । ক্রন্দনশীলা।

اَلْحِرْمَانُ : । বঞ্চনা।

اَلْحِرْمَانُ (ض، س) مصـ : । বঞ্চিত করা।

شَاكِيَةً (منصوب على الحالية) : । অভিযোগ করতে করতে।

شَاكِيَةٌ (فا، مؤ) : । অভিযোগকারিণী।

(ن) شَكْوًا، شِكَايَةً : । অভিযোগ করা।

تَحَامُلٌ : । অবিচার।

تَحَامُلٌ (تفاعل) مصـ : - عَلَيْهِ : । অবিচার করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَمْ يَبْقَ صَافٍ، وَلَا مُصَافٍ *
وَلَا مَعِيْنَ، وَلَا مُعِيْنَ
وَفِي الْمَسَاوِئِ بَدَا التَّسَاوِئ *
فَلَا أَمِيْنَ، وَلَا ثَمِيْنَ

ثُمَّ قَالَ : مَنِّي النَّفْسَ وَعِدِيْهَا، وَاجْمَعِيْ الرِّقَاعَ وَعُدِّيْهَا، فَقَالَتْ : لَقَدْ عَدَدْتُهَا، لَمَّا اسْتَعَدْتُهَا، فَوَجَدْتُّ يَدَ الضَّيَاعِ، قَدْ غَالَتْ إِحْدَى الرِّقَاعِ، فَقَالَ : تَعْسًا لَكِ يَالَكَاعِ!

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] "কোনো খাঁটি বন্ধু ও কোনো একান্ত আপনজন আর অবশিষ্ট নেই এবং কোনো উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ ও কোনো সাহায্যকারী নেই। নানা রকম মন্দ গুণাবলিতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই।" অতঃপর বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার মনকে আশান্বিত কর এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর লেখা কাগজগুলো একত্র কর এবং গুণে নাও। বৃদ্ধা বলল, আমি কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সেগুলো গুণেছি। তখন দেখতে পেয়েছি যে, ধ্বংসের হাত একটি কাগজ আত্মসাৎ করেছে। বৃদ্ধ বলল, তোমার ধ্বংস হোক, হে হতভাগী!

শাব্দিক অনুবাদ : لَمْ يَبْقَ আর অবশিষ্ট নেই صَافٍ কোনো খাঁটি বন্ধু وَلَا مُصَافٍ ও কোনো আপনজন وَلَامَعِيْنَ এবং কোনো উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ وَلَامُعِيْنَ ও কোনো সাহায্যকারী নেই وَفِي الْمَسَاوِئِ নানা রকম মন্দ গুণাবলিতে بَدَا প্রকাশ পেয়েছে التَّسَاوِئ সমতা فَلَا أَمِيْنَ অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক وَلَا ثَمِيْنَ অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই ثُمَّ قَالَ অতঃপর [বৃদ্ধ] বলল مَنِّي তুমি আশান্বিত কর النَّفْسَ [তোমার] মনকে وَعِدِيْهَا এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও فَقَالَتْ বৃদ্ধা বলল لَقَدْ عَدَدْتُهَا আমি সেগুলো গুনেছি لَمَّا اسْتَعَدْتُهَا কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় فَوَجَدْتُّ তখন দেখতে পেয়েছি يَدَ الضَّيَاعِ ধ্বংসের হাত قَدْ غَالَتْ আত্মসাৎ করেছে إِحْدَى الرِّقَاعِ একটি কাগজ فَقَالَ বৃদ্ধ বলল تَعْسًا لَكِ তোমার ধ্বংস হোক يَالَكَاعِ হে হতভাগী।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ يَبْقَ : অবিশষ্ট নেই।

(س) بَقَاءً، (ض) بَقْيًا : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।

صَافٍ (فا، مذ) (اى صافي الود) : খাঁটি বন্ধু।

مُصَافٍ (فا، مذ) : একান্ত বন্ধু/ আপনজন।

(مفاعلة) مُصَافَاةً : নিখাদভাবে ভালোবাসা।

مَعِيْنَ (صف، مذ) (ج) مُعُنَاتٌ، معن) : ঝর্ণা, প্রস্রবণ।

(ف) مَعْنًا، (ك) مَعْنًا – الْمَاءُ : ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া।

(ن) مَعْنًا – النِّعْمَةَ : অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা।

– (ضد) – بِالْحَقِّ : প্রাপ্য স্বীকার বা অস্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِيْنٍ

مَادَّة : (م ـ ع ـ ن)، جِنْس : صَحِيْح

مُعِيْنَ (فا، مذ) : সাহায্যকারী।

(افعال) إِعَانَةً : সাহায্য করা।

(ج) اَلْمَسَاوِئ، (و) مَسَاءَةٌ : মন্দ কথা বা কাজ, দোষ-ত্রুটি।

بَدَا : প্রকাশ পেয়েছে।

(ن) بُدُوًّا، بَدَاءً، بَدْوًا، بَدَاءَةً : প্রকাশ পাওয়া।

بَدَأَ : শুরু করেছে।

(ف) بَدْأً، بَدَاءَةً، بِدَاءَةً : শুরু করা।

اَلتَّسَاوِئ : সমতা।

اَلتَّسَاوِئ (تفاعل) مص : সমান হওয়া।

أَمِيْنَ (صف، مذ) (ج) أُمَنَاءُ : আমানতদার, বিশ্বস্ত।

(ك) أَمَانَةً : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।

ثَمِيْنَ (صف، مذ) (ج) ثِمَانَ : মূল্যবান, মর্যাদাবান।

(ك) ثَمَانَةً : মূল্যবান হওয়া।

مَنِّى : তুমি আশা দাও, আশান্বিত কর।

(تَفْعِيْل) تَمْنِيَةً : আশা দেওয়া।

مُنِّىْ : তুমি [নিজের আত্মার প্রতি] অনুগ্রহ কর।

(ن) مَنًّا - اَلنَّفْسَ : অনুগ্রহ করা।

عِدِىْ : তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, ওয়াদা কর।

(ض) وَعْدًا : ওয়াদা করা।

اِجْمَعِىْ : তুমি একত্র কর, জমা কর।

(ف) جَمْعًا : একত্র করা, জমা করা।

(ج) رِقَاعَ ، رُقَعَ، (و) رُقْعَةً : লেখা কাগজের টুকরা, যে কোনো টুকরা।

عُدِّىْ : তুমি গুণে নাও!

(ن) عَدًّا : গণনা করা।

(لَقَدْ) عَدَدْتَ : [অবশ্যই] আমি গুণেছি।

(لَمَّا) اِسْتَعَدْتُ : [যখন] আমি ফিরিয়ে নিয়েছি। [ফিরিয়ে নেওয়ার সময়]।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِعَادَةً : ফিরিয়ে নেওয়া।

وَجَدْتُ : আমি পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি।

(ض) وَجْدًا ، وُجُوْدًا، وِجْدَانًا : পাওয়া।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

الضَّيَاعُ : ধ্বংস, বিনষ্ট।

اَلضَّيَاعُ (ض) مصـ : ধ্বংস হওয়া।

قَدْ غَالَتْ : চুরি করে নিয়েছে। আত্মসাৎ করেছে।

(ض) غَيَالًا ، غَيَالَةً ، غُـؤُوْلًا : চুরি করা।

(مؤ) إِحْدٰى، (مذ) أَحَدٌ : একটি, কোনো একটি, এক।

(ج) رِقَاعٌ، رُقَعٌ، (و) رُقْعَةٌ : লেখা কাজের টুকরা, যে কোনো টুকরা।

تَعْسًا لَكَ : তোমার ধ্বংস হোক।

تَعْسٌ (ف،س) مصـ : পদস্খলিত হওয়া। ধ্বংস হওয়া।

لَكَاعِ (مَبْنِي عَلَى اَلْكَسْرِ بِمَعْنَى لَاكِعَةً) : অপদার্থ, হতভাগী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَتُحْرَمُ - وَيْحَكَ - الْقَنَصَ وَالْحِبَالَةَ ، وَالْقَبَسَ وَالذُّبَالَةَ ! إِنَّهَا لَضِغْثٌ عَلَى إِبَالَةٍ . فَانْصَاعَتْ تَقْتَصُّ مَدْرَجَهَا ، وَتَنْشُدُ مُدْرَجَهَا ، فَلَمَّا دَانَتْنِيْ قَرَنْتُ بِالرُّقْعَةِ ، دِرْهَمًا وَقِطْعَةً ، وَقُلْتُ لَهَا : إِنْ رَغِبْتِ فِي الْمَشُوفِ الْمُعْلَمِ - وَأَشَرْتُ إِلَى الدِّرْهَمِ - فَبُوحِيْ بِالسِّرِّ الْمُبْهَمِ ، وَإِنْ أَبَيْتِ أَنْ تَشْرَحِيْ ، فَخُذِي الْقِطْعَةَ وَاسْرَحِيْ .

অনুবাদ : আক্ষেপ তোমার জন্য! তোমাকে কি শিকার ও জাল এবং বাতি ও সলতে থেকে বঞ্চিত করা হবে ? এটা তো লাকড়ির বোঝার উপর খড়ের বোঝা [অর্থাৎ বিপদের উপর বিপদ]। তখন বৃদ্ধা তার পথ খুঁজতে এবং তার লেখা কাগজ তালাশ করতে দ্রুত ফিরল। যখন সে আমার নিকটবর্তী হলো তখন আমি কাগজটির সাথে একটি দিরহাম ও কিছু খুচরা পয়সা একত্র করে দিলাম এবং তাকে বললাম, যদি তুমি এই নকশীকৃত প্রোজ্জ্বল বস্তুটির প্রতি আগ্রহী হও এবং আমি দিরহামের প্রতি ইঙ্গিত করলাম, তবে তুমি গোপন তথ্যটি প্রকাশ কর। আর যদি তুমি বর্ণনা করতে অস্বীকার কর তবে তুমি খুচরা অংশটুকু পয়সা নাও এবং চলে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ : أَتُحْرَمُ তোমাকে কি বঞ্চিত করা হবে وَيْحَكَ আক্ষেপ তোমার জন্য الْقَنَصَ শিকার وَالْحِبَالَةَ জাল وَالْقَبَسَ এবং বাতি الذُّبَالَةَ সলতে إِنَّهَا لَضِغْثٌ এটা তো খড়ের বোঝা عَلَى إِبَالَةٍ লাকড়ির বোঝার উপর فَانْصَاعَتْ তখন বৃদ্ধা দ্রুত ফিরল تَقْتَصُّ খুঁজতে مَدْرَجَهَا তার পথ وَتَنْشُدُ এবং তালাশ করতে مُدْرَجَهَا তার লেখা কাগজ فَلَمَّا যখন دَانَتْنِيْ সে আমার নিকটবর্তী হলো قَرَنْتُ তখন আমি একত্র করে দিলাম بِالرُّقْعَةِ কাগজটির সাথে دِرْهَمًا একটি দিরহাম قِطْعَةً কিছু খুচরা পয়সা وَقُلْتُ لَهَا এবং তাকে বললাম إِنْ رَغِبْتِ যদি তুমি আগ্রহী হও فِيْ প্রতি الْمَشُوفِ الْمُعْلَمِ নকশীকৃত প্রোজ্জ্বল বস্তু وَأَشَرْتُ এবং আমি ইঙ্গিত করলাম إِلَى الدِّرْهَمِ দিরহামের প্রতি فَبُوحِيْ তবে তুমি প্রকাশ কর بِالسِّرِّ الْمُبْهَمِ তথ্যটি গোপন وَإِنْ أَبَيْتِ আর যদি তুমি অস্বীকার কর أَنْ تَشْرَحِيْ বর্ণনা করতে فَخُذِيْ তবে তুমি নাও الْقِطْعَةَ খুচরা অংশটুকু وَاسْرَحِيْ এবং চলে যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

(أ) تُحْرَمُ (مع) : তোমাকে [কি] বঞ্চিত করা হবে।

(ض، س) حَرْمًا، حِرْمَانًا : বঞ্চিত করা।

وَيْحَ (كَلِمَةُ تَرَحُّمٍ وَ تَوَجُّعٍ ، وَفِيْ مَعْنَى الْمَدْحِ وَالتَّعَجُّبِ ، وَبِمَعْنَى وَيْلٌ) : ইস্, আহা, আক্ষেপ।

وَيْحَكَ : আক্ষেপ তোমার জন্য।

اَلْقَنَصُ : শিকার।

اَلْحِبَالَةُ : (ج) حَبَائِلُ : জাল, ফাঁদ।

اَلْقَبَسُ : অগ্নিলাভা, স্ফুলিঙ্গ, [এখানে প্রদীপ, বাতি]।

اَلذُّبَالَةُ : وَالذُّبَالَةُ :(ج) ذُبَالٌ : সলতে। বাতি।

ضِغْثٌ : (ج) أَضْغَاثٌ : কাঁচা ও শুকনো ঘাসের মুঠো, খড়ের বোঝা।

إِبَالَةٌ : ঘাস বা লাকড়ির বোঝা।

اِنْصَاعَتْ : সে দ্রুত ফিরল।

(اِنْفِعَالٌ) اِنْصِيَاعًا : দ্রুত ফিরা।

تَقْتَصُّ : অনুসরণ করছে।

(اِفْتِعَالٌ) اِقْتِصَاصًا-أَثَرَهُ : অনুসরণ করা।

مَدْرَجٌ : (ج) مَدَارِجُ : রাস্তা, পথ।

تَنْشُدُ : তালাশ করছে, খোঁজ করছে।

(ن، ض) نَشْدًا : তালাশ করা। খোঁজ করা।

مُدْرَجٌ (صف، مذ) (ج) مَدَارِجُ : ভাঁজ করা/ লেখা গ্রন্থ বা চিঠি বা কাগজ।

(اِفْعَالٌ) إِدْرَاجًا - اَلشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ : অন্তর্ভুক্ত করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(لَمَّا) دَانَتْ : [যখন] সে নিকটবর্তী হলো।
(مُفَاعَلَة) مُدَانَاةً : নিকটবর্তী হওয়া।
قَرَنْتُ : একত্র করলাম, একত্র করে দিলাম।
(ض) قَرْنًا : একত্র করা। মিলিত করা।
اَلرُّقْعَةُ : (ج) رُقَعٌ، رِقَاعٌ : লেখা কাগজের টুকরা।
دِرْهَمٌ : (ج) دَرَاهِمُ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।
قِطْعَةٌ : (ج) قِطَعٌ : কোনো বস্তুর অংশ, [এখানে-খুচরা পয়সা]।
(اِنْ) رَغِبْتِ فِيْ .. : [যদি] তুমি অগ্রহী হও।
(س)رَغْبًا، رَغْبَةً - فِي الشَّيْءِ : অগ্রহী হওয়া।
اَلْمَشُوْفُ (مف ، مذ) : মরচে পরিষ্কৃত, প্রোজ্জ্বল।
(ن) شَوْفًا - ءُ : মরচে দূর করা।
اَلْمُعَلَّمُ (مف ، مذ) : নকশিকৃত।
(اِفْعَال) إِعْلَامًا - الشَّيْءَ : নকশি করা।
- اَلْأَمْرَ وَبِالْأَمْرِ : অবহিত করা।
أَشَرْتُ : আমি ইঙ্গিত করলাম।
(اِفْعَال) إِشَارَةً : ইঙ্গিত করা।
يُوْحِيْ : প্রকাশ কর।
(ن) يَوْحًا، بُؤُوْحًا، بُؤُوْحَةً - بِهٖ : প্রকাশ করা।
اَلسِّرُّ : (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, গোপন তথ্য, গোমর।
اَلْمُبْهَمُ (مف، مذ) : অজানা, অস্পষ্ট।
(اِفْعَال) إِبْهَامًا : অস্পষ্ট হওয়া বা করা।
(اِنْ) أَبَيْتِ : [যদি] তুমি অস্বীকার কর।
(ف،ض) إِبَاءً، إِبَاءَةً : অস্বীকার করা।
(أَنْ) تَشْرَحِيْ : বর্ণনা করতে, খুলে বলতে।

(ن) شَرْحًا : স্পষ্ট করা। খুলে বলা।
خُذِيْ : তুমি নাও, ধারণ কর।
(ن) أَخْذًا : নেওয়া। ধরা। ধারণ করা।
اَلْقِطْعَةُ : টুকরা। খুচরা অংশ।
اِسْرَحِيْ : তুমি চলে যাও।
(ن) سَرْحًا ، سُرُوْحًا : চলে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : وَيْحَكِ :

এ শব্দটি এবং وَيْلٌ শব্দটি যদি إِضَافَتْ ছাড়া ব্যবহৃত হয় তখন مُبْتَدَأٌ হিসাবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়। আর إِضَافَتْ-এর সাথে যদি ব্যবহৃত হয়, যেমন এখানে হয়েছে তাহলে مَفْعُوْلٌ হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয় এবং তার عَامِلٌ কে وُجُوْبًا হযফ করা হয়। যেমন বলা হলো : أَلْزَمَهُ اللّٰهُ وَيْحًا

قَوْلُهٗ : إِنَّهٗ لَضِغْثٌ عَلٰى إِبَالَةٍ :

এটি একটি আরবি প্রবাদ বাক্য (ضَرْبُ الْمَثَلِ)। বিপদের মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অতিরিক্ত সমস্যা এসে পড়লে তখন "বিপদের উপর বিপদ" কথা বোঝাতে এ আরবি প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বাংলায় বলা হয়- "বোঝার উপর শাকের আঁটি।" অথবা- "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : اَلْمَشُوْفُ الْمُعَلَّمُ :

এখানে اَلْمَشُوْفُ الْمُعَلَّمُ কে دِرْهَمٌ [নকশিকৃত প্রোজ্জ্বল বস্তু] -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে তাই এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَمَالَتْ إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْبَدْرِ التِّمِّ، وَالْأَبْلَجِ الْهِمِّ، وَقَالَتْ : دَعْ جِدَالَكَ، وَسَلْ عَمَّا بَدَالَكَ، فَاسْتَطْلَعْتُهَا طِلْعَ الشَّيْخِ وَبَلْدَتِهِ، وَالشِّعْرِ وَنَاسِجِ بُرْدَتِهِ، فَقَالَتْ : إِنَّ الشَّيْخَ مِنْ أَهْلِ سَرُوجَ ، وَهُوَ الَّذِى وَشَّى الشِّعْرَ الْمَنْسُوجَ، ثُمَّ خَطِفَتِ الدِّرْهَمَ خِطْفَةَ الْبَاشِقِ، وَمَرَقَتْ مُرُوقَ السَّهْمِ الرَّاشِقِ فَخَالَجَ قَلْبِى أَنَّ أَبَا زَيْدٍ هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ،

অনুবাদ : তখন সে পূর্ণ চতুর্দশী চন্দ্র এবং বড় ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট [দিরহাম] বস্তুটি মুক্ত করার প্রতি আগ্রহী হলো এবং বলল, তুমি বিতর্ক ছাড় এবং তেমার যা প্রয়োজন জিজ্ঞেস কর। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে বৃদ্ধ ও তার দেশ এবং কবিতা ও তার চাদরের বয়নকারী [রচয়িতা]-এর সংবাদ জানতে চাইলাম। তখন সে বলল, বৃদ্ধ লোকটি সারুজের অধিবাসী, আর তিনিই উক্ত রচিত কবিতা অলংকৃত করেছেন [অর্থাৎ, তিনিই এ অলংকার সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন]। অতঃপর সে বাজপাখির ছোঁ মারার মতো দিরহামটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং ছুটে যাওয়া তীর বের হওয়ার মতো বের হয়ে গেল। অতঃপর আমার মনে এই ধারণা হল যে, ইঙ্গিতকৃত লোকটি আবূ যায়দই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَمَالَتْ তখন সে আগ্রহী হলো إِلَى প্রতি اِسْتِخْلَاصِ মুক্ত করা الْبَدْرِ চতুর্দশী চন্দ্র التِّمِّ পূর্ণ الْأَبْلَجِ الْهِمِّ বড় ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট বস্তুটি وَقَالَتْ এবং বলল دَعْ তুমি ছাড় جِدَالَكَ বিতর্ক وَسَلْ এবং জিজ্ঞেস কর عَمَّا بَدَالَكَ তোমার যা প্রয়োজন فَاسْتَطْلَعْتُهَا সুতরাং আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম طِلْعَ সংবাদ الشَّيْخِ বৃদ্ধ وَبَلْدَتِهِ ও তার দেশ وَالشِّعْرِ এবং কবিতা نَاسِجِ বয়নকারী بُرْدِهِ তার চাদর فَقَالَتْ তখন সে বলল إِنَّ الشَّيْخَ বৃদ্ধ লোকটি مِنْ أَهْلِ سَرُوجَ সারুজের অধিবাসী وَهُوَ الَّذِى আর তিনিই وَشَّى অলংকৃত করেছেন الشِّعْرَ الْمَنْسُوجَ উক্ত রচিত কবিতা ثُمَّ অতঃপর خَطِفَتْ সে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল الدِّرْهَمَ দিরহামটি خِطْفَةَ ছোঁ মারার মতো الْبَاشِقِ বাজপাখি وَمَرَقَتْ এবং বের হয়ে গেল مُرُوقَ বের হওয়ার মতো السَّهْمِ الرَّاشِقِ ছুটে যাওয়া তীর فَخَالَجَ অতঃপর এই ধারণা হলো قَلْبِى আমার মনে إِنَّ أَبَا زَيْدٍ যে আবূ যায়দই الْمُشَارُ إِلَيْهِ ইঙ্গিতকৃত লোকটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَالَتْ : সে ধাবিত হলো, আগ্রহী হলো।

(ض) مَيْلًا ، مَيَلَانًا ধাবিত হওয়া। আগ্রহী হওয়া।

اِسْتِخْلَاصٌ : (اِسْتِفْعَال) مصـ : ছাড়িয়ে নেওয়া, মুক্ত করে নেওয়া।

اَلْبَدْرُ : (ج) بُدُوْرٌ : পূর্ণিমার চাঁদ, চতুর্দশীর চাঁদ।

اَلْبَدْرُ التِّمُّ : পূর্ণ চাঁদ।

اَلتِّمُّ : পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ।

اَلْأَبْلَجُ (صف ، مذ) : উজ্জ্বল, স্পষ্ট।

(س) بَلَجًا - الْحَقُّ : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট/ উজ্জ্বল হওয়া।

اَلْهِمُّ :(ج) أَهْمَامٌ : অতিশয় বয়ঃবৃদ্ধ, ক্ষীণকায়, প্রবীণ, প্রাচীন।

دَعْ : তুমি ছাড়।

(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।

جِدَالٌ : ঝগড়া, বিতর্ক।

جِدَالٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ঝগড়া করা।

سَلْ : তুমি প্রশ্ন কর, জিজ্ঞেস কর।

بَدَا : প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।

(ن) بُدُوًّا، بَدَاءً، بَدْوًا، بَدَاءَةً : প্রকাশ পাওয়া।

عَمَّا بَدَالَكَ : যা তোমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে।

اِسْتَطْلَعْتُ (اِسْتِفْعَال) اِسْتِطْلَاعًا : আমি বাস্তব অবস্থা [সংবাদ] জানতে চাইলাম।

طِلْعٌ : বাস্তব অবস্থা, প্রকৃত অবস্থা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيخَةٌ، شِيخَانٌ، مَشْيَخَةٌ، مَشْيُخَةٌ، (جج) مَشَايِخُ، أَشَايِخُ : বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। শায়খ। আলিম। নেতা।

بَلْدَةٌ، بَلَدٌ : (ج) بِلَادٌ، بُلْدَانٌ : দেশ। শহর। এলাকা।

اَلشِّعْرُ (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, ছন্দময় বাক্য, পদ্য।

نَاسِجٌ (فا، مذ، مصـ : نسج – ن، ض) : বয়নকারী।

بُرْدَةٌ (ج) بُرَدٌ : কালো কম্বল। চাদর।

أَهْلٌ : (ج) أَهْلُونَ ، أَهَالٌ ، أَهَالٍ ، أَهْلَاتٌ ، أَهَلَاتٌ : অধিবাসী। পরিবার। আত্মীয়-স্বজন।

سَرُوجُ : একটি জায়গার নাম।

وَشَّى : কারুকার্য করেছেন। অলংকৃত করেছেন।

(تَفْعِيل) تَوْشِيَةً : কারুকার্য করা। অলংকৃত করা।

اَلْمَنْسُوجُ (مف، مذ) : বয়নকৃত, রচিত।

(ن، ض) نَسْجًا : বোনা। বয়ন করা। রচনা করা।

خَطِفَتْ : ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(س) خَطْفًا : ছোঁ মেরে নেওয়া।

اَلدِّرْهَمُ : (ج) دَرَاهِمُ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

خِطْفَةٌ : (نَوْعٌ مِنَ الْخَطْفِ) : বিশেষ রকমের ছোঁ মারা।

اَلْبَاشِقُ : (ج) بَوَاشِقُ : বাজ পাখি, শিকারী পাখি।

مَرَقَتْ (ن)مُرُوقًا : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে গেল।

مُرُوقٌ (ن) مصـ : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে যাওয়া।

اَلسَّهْمُ : (ج) سِهَامٌ : তীর।

اَلسَّهْمُ : (ج)أَسْهُمٌ، سُهْمَةٌ، سُهْمَانٌ : অংশ।

اَلرَّاشِقُ (فا، مذ) : সোজা তীর। বের হয়ে যাওয়া তীর।

(ن) رَشْقًا – هُ بِالسَّهْمِ : তীর নিক্ষেপ করা।

خَالَجَ : অন্তরে চিন্তার উদ্রেক করল, মনে ধারণা সৃষ্টি হলো।

(مُفَاعَلَة) مُخَالَجَةً : অন্তরে ভাবনার উদ্রেক হওয়া।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়, মন।

اَلْمُشَارُ (مف، مذ) إِلَيْهِ : যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, ইঙ্গিতকৃত।

বালাগাত

قَوْلُهُ : اَلْبَدْرُ التِّمُّ :

এই বাক্যে اَلْبَدْرُ التِّمُّ-এর সাথে زَهْمٌ এবং اَلْأَبْلَجُ الْهَمِّ কে তুলনা দেওয়া হয়েছে। অতএব উভয় স্থানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : نَاسِجُ بُرْدَتِهِ :

এখানে اَلشَّاعِرُ [কবিকে] تَشْبِيهٌ দেওয়া হয়েছে কাপড় বয়ন কারীর সাথে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে এবং কাপড়ের জন্য نَسْجٌ (বুনা) লাজেম, তাই اَلْمَنْسُوجُ-এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ আর কারুকার্য কাপড়ের জন্য اِسْتِعَارَةٌ تَرْشِيحِيَّةٌ তাই وَشَّى-এর মধ্যে مُنَاسِبٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَتَأَجَّجَ كَرْبِي لِمُصَابِهِ بِنَاظِرَيْهِ ، وَآثَرْتُ أَنْ أُفَاجِيَهُ وَأُنَاجِيَهُ، لِأَعْجُمَ عُوْدَ فِرَاسَتِي فِيْهِ ، وَمَا كُنْتُ لِأَصِلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَخَطِّي رِقَابِ الْجَمْعِ، الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَعِفْتُ أَنْ يَتَأَذَّى بِي قَوْمٌ ، أَوْ يَسْرِيَ إِلَيَّ لَوْمٌ.	অনুবাদ : তার দু'চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো এবং আমি আকস্মিকভাবে তার কাছে যেয়ে তার সাথে একান্তে কথা বলাকে অগ্রাধিকার দিলাম, যাতে আমি তার ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাষ্ঠকে পরীক্ষা করে নিই। অথচ শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজ তথা উপস্থিত জনতার ঘাড় টপকিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কাছে পৌছার অন্য কোনো উপায় আমার ছিল না এবং আমার দ্বারা মানুষ কষ্ট পাক অথবা আমার প্রতি গালি-গালাজ পৌছুক তা আমি অপছন্দ করলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَأَجَّجَ আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো لِمُصَابِهِ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে بِنَاظِرَيْهِ তার দু'চক্ষু وَآثَرْتُ এবং আমি অগ্রাধিকার দিলাম أَنْ أُفَاجِيَهُ আকস্মিকভাবে তার কাছে যেয়ে وَأُنَاجِيَهُ তার সাথে একান্ত কথা বলাকে لِأَعْجُمَ যাতে আমি পরীক্ষা করে নিই عُوْدَ কাষ্ঠকে فِرَاسَتِي আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি فِيْهِ তার ব্যাপারে وَمَا كُنْتُ অথচ অন্যকোনো উপায় আমার ছিল না لِأَصِلَ إِلَيْهِ তার কাছে পৌছার إِلَّا بِتَخَطِّي টপকিয়ে যাওয়া ছাড়া رِقَابِ ঘাড় الْجَمْعِ উপস্থিত জনতা الْمَنْهِيِّ عَنْهُ নিষিদ্ধ কাজ فِي الشَّرْعِ শরিয়তে وَعِفْتُ এবং তা অপছন্দ করলাম أَنْ يَتَأَذَّى কষ্ট পাক بِي আমার দ্বারা قَوْمٌ মানুষ أَوْ অথবা يَسْرِيَ পৌছুক إِلَيَّ আমার প্রতি لَوْمٌ গালি-গালাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأَجَّجَ : প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠল।
(تفعّل) تَأَجُّجًا : প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠা।
كَرْبٌ : (ج) كُرُوْبٌ : দুঃখ, মর্ম-বেদনা।
كَرْبٌ (ن) مصـ : ভীষণ চিন্তা হওয়া।
مُصَابٌ (ن) مصدرميمى : ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া, বিপদগ্রস্ত হওয়া।
نَاظِرٌ (فا، مذ، مصـ : نَظَرَ- ن) : দ্রষ্টা। পর্যবেক্ষক। চক্ষু। চোখের পুতুল।
آثَرْتُ : আমি প্রধান্য দিলাম, অগ্রাধিকার দিলাম।
(افعال) إِيْثَارًا : প্রধান্য দেওয়া।
(أَنْ) أُفَاجِيَ (مُفَاعَلَةٌ) مُفَاجَاةً - ءٌ : আকস্মিকভাবে [তার কাছে] যাওয়া।
(أَنْ) أُنَاجِيَ (مُفَاعَلَةٌ) مُنَاجَاةً - ءٌ : [তার সাথে] একান্তে কথা বলা।
أَعْجُمُ : পরীক্ষা করি, পরীক্ষা করে নিই।
(ن) عَجْمًا، عُجُوْمًا : যাচাই করা। পরীক্ষা করা।
عُوْدٌ : (ج) عِيْدَانٌ ، أَعْوَادٌ ، أَعْوُدٌ : কাষ্ঠ, কাটা ডাল।
فِرَاسَةٌ (ض) مصـ : বাহ্যিকভাবে দেখে কোনো বিষয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উপলব্ধি করা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
(لِ) أَصِلَ : [তার কাছে] পৌছার।

(ض) وَصْلًا، صِلَةً-إِلَيْهِ : পৌছা।
تَخَطِّي (تفعل) مصـ : ঘাড় টপকানো, ঘাড় টপকিয়ে যাওয়া।
(ج) رِقَابٌ ، رَقَبَاتٌ ، رَقَبٌ ، أَرْقُبٌ ، (و) رَقَبَةٌ : ঘাড় বা ঘাড়ের পিছনের অংশ।
اَلْجَمْعُ : (ج) جُمُوْعٌ : উপস্থিত জনতা।
اَلْجَمْعُ (ف) مصـ : একত্র করা।
اَلْمَنْهِيُّ (مف، مذ) - عَنْهُ : নিষিদ্ধ কাজ।
(ف) نَهْيًا - عَنْهُ : নিষেধ করা।
اَلشَّرْعُ : শরিয়ত, আল্লাহ প্রদত্ত আইন।
اَلشَّرْعُ (ف) مصـ : আইন প্রণয়ন করা।
عِفْتُ : আমি অপছন্দ করলাম।
(ض، س) عَيْفًا، عِيَافًا، عَيَفَانًا : অপছন্দ করা।
(أَنْ) يَتَأَذَّى (تفعّل) تَأَذِّيًا : কষ্ট পাওয়া।
قَوْمٌ : (ج) أَقْوَامٌ، (جج) أَقَاوِمُ، أَقَانِمُ، أَقَاوِيْمُ : জনগণ। সম্প্রদায়। লোকজন। [মানুষ]।
(أَنْ) يَسْرِيَ (ض) سِرَايَةً، سَرَيَانًا : গমন করা। ধাবিত হওয়া। যাওয়া।
لَوْمٌ : নিন্দা, ভর্ৎসনা, ভয়।
لَوْمٌ (ن) مصـ : ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَسَدِكْتُ بِمَكَانِى، وَجَعَلْتُ شَخْصَهُ قَيْدَ عِيَانِى، إِلَى أَنِ انْقَضَتِ الْخُطْبَةُ، وَحَقَّتِ الْوَثْبَةُ، فَخَفَفْتُ إِلَيْهِ، وَتَوَسَّمْتُهُ عَلَى الْتِحَامِ جَفْنَيْهِ، فَإِذَا أَلْمَعِيَّتِى أَلْمَعِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِرَاسَتِى فِرَاسَةُ إِيَاسٍ، فَعَرَفْتُهُ حِينَئِذٍ شَخْصِى، وَأَثَرْتُهُ بِأَحَدِ قُمْصِى، وَأَهَبْتُ بِهِ إِلَى قُرْصِى.

অনুবাদ : তাই আমি আমার স্থানে বসে থাকলাম এবং তার ব্যক্তিত্বকে আমার চোখের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখলাম। অতঃপর যখন খুতবা শেষ হলো এবং দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল তখন আমি দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেলাম। এবং তার দু'পলক মিলিত থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে চিনে নিলাম। তখন আমার মেধা ছিল ইবনে আব্বাস[১] (রা.)-এর মেধার মতো এবং আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ইয়াস[২] (রহ)-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো। তাই তখন আমি আমার ব্যক্তিত্বকে তার কাছে পরিচিত করালাম এবং আমার একটি জামা তাকে দান করে দিলাম এবং আমার রুটির প্রতি তাকে দাওয়াত দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَسَدِكْتُ তাই আমি বসে থাকলাম بِمَكَانِى আমার স্থানে وَجَعَلْتُ এবং পরিণত করে রাখলাম شَخْصَهُ তার ব্যক্তিত্বকে قَيْدَ লক্ষ্যস্থল عِيَانِى আমার চোখ إِلَى أَنِ انْقَضَتِ অতঃপর যখন শেষ হলো الْخُطْبَةُ খুতবা وَحَقَّتِ এবং শুরু হয়ে গেল الْوَثْبَةُ দৌড়াদৌড়ি فَخَفَفْتُ তখন আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম إِلَيْهِ তার কাছে وَتَوَسَّمْتُهُ এবং আমি তাকে চিনে নিলাম عَلَى الْتِحَامِ মিলিত থাকা সত্ত্বেও جَفْنَيْهِ তার দু'পলক فَإِذَا তখন الْمَعِيَّتِى আমার মেধা ছিল الْمَعِيَّةُ মেধার মতো ابْنِ عَبَّاسٍ ইবনে আব্বাস وَفِرَاسَتِى এবং আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি فِرَاسَةُ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো إِيَاسٍ ইয়াস فَعَرَفْتُهُ তাই আমি তার কাছে পরিচিত করালাম حِينَئِذٍ তখন شَخْصِى আমার ব্যক্তিত্বকে وَأَثَرْتُهُ এবং আমি তাকে দান করে দিলাম بِأَحَدِ قُمْصِى আমার একটি জামা وَأَهَبْتُ এবং দাওয়াত দিলাম بِهِ তাকে إِلَى قُرْصِى আমার রুটির প্রতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

شَخْصٌ : (ج) أَشْخُصٌ، أَشْخَاصٌ، شُخُوصٌ : দূর থেকে দেখা মানুষ বা অন্য কিছুর আকার।	سَدِكْتُ : আঁকড়ে থাকলাম, বসে থাকলাম। (س) سَدْكًا . আঁকড়ে থাকা। বসে থাকা।
قَيْدٌ : (ج) قُيُودٌ، أَقْيَادٌ : পায়ের বেড়ি, পায়ের কড়া।	مَكَانٌ : (ج) أَمَاكِنُ، أَمْكِنَةٌ، أَمْكُنٌ : জায়গা, স্থান।
عِيَان (مُفَاعَلَة) مصـ : সচক্ষে দেখা। عِيَانٌ নজর, দৃষ্টি।	جَعَلْتُ (ف) جَعْلًا : পরিণত করে রাখলাম। ......

১. *ইবনে আব্বাস : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। উপনাম আবুল আব্বাস। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাত ভাই ও অসংখ্যগুণাবলির অধিকারী প্রখ্যাত সাহাবী। জন্ম : হিজরি -পূর্ব ৩ সাল। হাদীস, তাফসীর, আরবি ভাষা, কাব্য ও কুলজি বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে তাঁর ইলম ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ১৬৬০টি হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত তাফসীরগুলো পরবর্তীকালে জনৈক আলিম কর্তৃক "তানবীরুল মিকবাস" নামে একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে [মতান্তরে ৭৪ হিজরিতে ৭৭ বছর বয়সে] তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান।*

২. *নাম : ইয়াস, পিতার নাম মু'আবিয়া। পিতামহের নাম কুররা। বনূ মুযায়না বংশোদ্ভূত। উপনাম আবূ ওয়াছিলা। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। বসরার কাযী [বিচারক]। জন্ম : ৪৬ হিজরি। প্রখর মেধার এক অবিসংবাদিত প্রবাদ পুরুষ। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার এক অমর ইতিহাস। বিচক্ষণতার জগতে এক অনন্য বিস্ময়। আল-মাদায়েনী কৃত তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ঘটনাবলি-সম্বলিত গ্রন্থের নাম যাকান্‌ ইয়াস। মৃত্যু : ইরাকের ওয়াসিত নগরী, ১২২ হিজরি। মৃত্যুকালে বয়স : ৭৬ বছর।*

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اِنْقَضَتْ : শেষ হলো, সমাপ্ত হলো।

(اِنْفِعَال) اِنْقِضَاءً : সমাপ্ত হওয়া।

اَلْخُطْبَةُ : (ج) خُطَبٌ : বক্তব্য, বক্তৃতা, খুতবা।

حَقَّتْ : দেখা দিল, শুরু হলো।

(ن، ض) حَقًّا، حَقَّةً : দেখা দেওয়া। শুরু হওয়া।

اَلْوَثْبَةُ : দৌড়াদৌড়ি।

اَلْوَثْبَةُ (ض) مصـ : দৌড়াদৌড়ি করা।

خَفَفْتُ -اِلَيْهِ : আমি [তার কাছে] দৌড়ে গেলাম, দ্রুত এগিয়ে গেলাম।

(ض) خَفًّا، خِفَّةً - إِلَى فُلَانٍ : দৌড়ে যাওয়া।

تَوَسَّمْتُ : আমি চিনে নিলাম।

(تَفَعُّل) تَوَسُّمًا : চিনে নেওয়া।

اِلْتِحَامُ (افتعال) مصـ : সংযুক্ত হয়ে যাওয়া, মিলিত হয়ে থাকা।

جَفْنٌ : (ج) أَجْفَانٌ، جُفُوْنٌ، أَجْفُنٌ : চোখের পাতা, পলক।

إِذًا (ظرف زمان) : তখন।

اَلْمَعِيَّةُ : মেধা।

اَلْأَلْمَعُ وَالْأَلْمَعِيُّ : মেধাবী।

اِبْنَ عَبَّاسٍ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রখ্যাত সাহাবী।

فِرَاسَةُ (ض) مصـ : বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ অবস্থা উপলব্ধি করা।

إِيَاسٌ : একজন প্রখর মেধাবী ব্যক্তির নাম।

عَرَفْتُ : আমি পরিচিত করালাম।

(تَفْعِيل) تَعْرِيفًا : পরিচিত করানো।

حِيْنَئِذٍ (حِيْنَ : مضاف، إِذْ : مضاف إليه) : তখন।

شَخْصٌ : (ج) شُخُوْصٌ، أَشْخُصٌ، أَشْخَاصٌ : দূরে থেকে দেখা মানুষ বা অন্য কিছুর আকার।

أَثَرْتُ - هُ : আমি [তাকে] প্রধান্য দিলাম, [দান করে দিলাম]।

(إِفْعَال) إِيْثَارًا - هُ : প্রাধান্য দেওয়া।

أَحَدٌ : (ج) أُحَادٌ : এক, একটি।

(ج) قُمُصٌ، أَقْمُصٌ، قُمْصَانٌ، (و) قَمِيْصٌ : জামা।

أَهَبْتُ : আমি ডাকলাম, দাওয়াত দিলাম।

(إِفْعَال) إِهَابَةً -بِهِ (ماده : هيب) : ডাকা। আহ্বান করা।

قُرْصٌ : (ج) أَقْرَاصٌ، قُرْصَةٌ، قِرَاصٌ : ছোট রুটি। রুটির গোলাকার আকৃতি।

فَهَشَّ لِعَارِفَتِى وَعِرْفَانِى، وَلَبَّى دَعْوَةَ رُغْفَانِى، وَانْطَلَقَ وَيَدِى زِمَامُهُ ، وَظِلِّى إِمَامُهُ، وَالْعَجُوزُ ثَالِثَةُ الْأَثَافِى ، وَالرَّقِيبُ الَّذِى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِى. فَلَمَّا اسْتَحْلَسَ وُكُنَّتِى، وَأَحْضَرْتُهُ عُجَالَةَ مُكْنَتِى، قَالَ لِى : يَا حَارِثُ! أَمَعَنَا ثَالِثٌ. فَقُلْتُ : لَيْسَ إِلَّا الْعَجُوزُ، قَالَ : مَا دُونَهَا سِرٌّ مَحْجُوزٌ. ثُمَّ فَتَحَ كَرِيمَتَيْهِ، وَرَأْرَأَ بِتَوْأَمَتَيْهِ.

অনুবাদ : সে আমার দান ও আমার পরিচয়ের কারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং আমার রুটির দাওয়াত গ্রহণ করল এবং সে চলল, তখন আমার হাত ছিল তার লাগাম, আর আমার ছায়া ছিল তার দিশারী। আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল চুলার তৃতীয় খুঁটি এবং সেই তত্ত্বাবধায়ক, যার কাছে কোনো গোপন কথা গোপন থাকে না। অতঃপর যখন সে আমার গৃহে প্রবেশ করে বসল এবং আমি আমার সামর্থ্য মুতাবিক তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু তার সামনে হাজির করলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হে হারিস! আমাদের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আছে কি ? তখন আমি বললাম, বৃদ্ধা ব্যতীত আর কেউ নেই। সে বলল, তার কাছে কোনো গোপন বিষয় অজ্ঞাত নেই। অতঃপর সে তার দু'চক্ষু খুলে ফেলল এবং সে তার চক্ষু যুগল ঘোরাতে লাগল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهَشَّ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল لِعَارِفَتِى আমার দান وَعِرْفَانِى ও আমার পরিচয়ের কারণে وَلَبَّى এবং গ্রহণ করল دَعْوَةَ দাওয়াত رُغْفَانِى আমার রুটি وَانْطَلَقَ এবং সে চলল وَيَدِى তখন আমার হাত ছিল زِمَامُهُ তার লাগাম وَظِلِّى আর আমার ছায়া ছিল إِمَامُهُ তার দিশারী وَالْعَجُوزُ আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল ثَالِثَةُ الْأَثَافِى চুলার তৃতীয় খুঁটি وَالرَّقِيبُ এবং তত্ত্বাবধায়ক الَّذِى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ যার কাছে গোপন থাকে না خَافِى কোনো গোপন কথা فَلَمَّا অতঃপর যখন اسْتَحْلَسَ সে বসল وُكُنَّتِى আমার গৃহে وَأَحْضَرْتُهُ এবং তার সামনে হাজির করলাম عُجَالَةَ তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু مُكْنَتِى আমার সামর্থ্য মুতাবিক قَالَ لِى তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল يَا حَارِثُ হে হারিস أَمَعَنَا আমাদের সাথে ثَالِثٌ তৃতীয় কোনো ব্যক্তি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لَيْسَ আর নেই إِلَّا الْعَجُوزُ বৃদ্ধা ব্যতীত قَالَ সে বলল دُونَهَا তার কাছে سِرٌّ কোনো গোপন বিষয় مَحْجُوزٌ অজ্ঞাত ثُمَّ فَتَحَ অতঃপর সে খুলে ফেলল كَرِيمَتَيْهِ তার দু'চক্ষু وَرَأْرَأَ এবং সে ঘুরাতে লাগল بِتَوْأَمَتَيْهِ তার চক্ষুযুগল।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَشَّ : উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

(س، ض) هَشًّا، هَشَاشَةً : উৎফুল্ল হওয়া।

عَارِفَةٌ : (ج) عَوَارِفُ : দান , সদ্ব্যবহার।

عِرْفَانٌ : পরিচয়।

عِرْفَانٌ (ض) مصـ : পরিচয় জানা, চেনা।

لَبَّى : ডাকে সাড়া দিল, দাওয়াত গ্রহণ করল।

(تفعيل) تَلْبِيَةً : ডাকে সাড়া দেওয়া।

دَعْوَةٌ : দাওয়াত।

دَعْوَةٌ (ن) مصـ : দাওয়াত দেওয়া, ডাকা।

(ج) رُغْفَانٌ، أَرْغِفَةٌ، رُغُفٌ ، تَرَاغِيفُ، (و) رَغِيفٌ : রুটি, চাপাতি রুটি।

اِنْطَلَقَ : সে চলল।

(انفعال) اِنْطِلَاقًا : চলা।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

زِمَامٌ (ج) أَزِمَّةٌ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর।

ظِلٌّ : (ج) ظِلَالٌ ، أَظْلَالٌ ، ظُلُولٌ : ছায়া, সম্মান, প্রশান্তি।

إِمَامٌ : (ج) أَئِمَّةٌ : ইমাম, নেতা, মহাপণ্ডিত, দিশারী।

اَلْعَجُوزُ: (ج) عُجُزٌ، عَجَائِزُ : বয়ঃবৃদ্ধা, বুড়ি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(مؤ) ثَالِثَةٌ، (مذ) ثَالِثٌ : তৃতীয়া।

(ج) اَلْأَثَافِىْ، (و) أُثْفِيَّةٌ : চুলার খুঁটি, যার উপর পাতিল রাখা হয়।

اَلرَّقِيْبُ : (ج) رُقَبَاءُ : তত্ত্বাবধায়ক, পাহারাদার।

لَا يَخْفٰى : গোপন থাকে না।

(س) خَفَاءً، خُفْيَةً : গোপন থাকা।

خَافِىٌ (خَافٍ) (فا، مذ، مصـ : خُفْيَةً) : গুপ্ত, লুপ্ত।

(أَمْرٌ خَافٍ) : গোপন কথা, গোপন বিষয়।

(لَمَّا) اسْتَحْلَسَ : [যখন] সে স্থির হয়ে বসল।

(اِسْتِفْعَالٌ) اسْتِحْلَاسًا : স্থির হয়ে বসা।

وَكْنَةٌ، وُكُنَةٌ :(ج) وُكُنَاتٌ، وُكَنٌ : পাখির বাসা, [এখানে- গৃহ, কুটির]।

أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِحْضَارًا : হাজির করা।

عُجَالَةٌ : মেহমানের জন্য তাড়াহুড়া করে যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত খাবার।

مُكْنَةٌ : শক্তি, সামর্থ্য।

ثَالِثٌ : (فا، مذ، مصـ : ثَلْثٌ - ن) : তৃতীয়।

اَلْعَجُوْزُ : (ج) عُجُزٌ، عَجَائِزُ : বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা বুড়ি, বৃদ্ধা।

دُوْنَ : নিচে, উপরে, সামনে, পেছনে, ব্যতীত, নিম্নমানের।

سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, তথ্য, গোপন বিষয়।

مَحْجُوْزٌ (مف، مذ، مصـ:حَجْزٌ-ن، ض) : অজ্ঞাত, অনবহিত।

فَتَحَ : সে খুলল, খুলে ফেলল, উন্মোচন করল।

(ف) فَتْحًا : খোলা। উন্মোচন করা।

كَرِيْمَتَانِ : দুই চক্ষু।

كَرِيْمَةٌ (صف، مؤ) (ج) كَرِيْمَاتٌ، كَرَائِمُ، كِرَامٌ : যে কোনো সম্মানিত অঙ্গ।

(ك) كَرَامَةً : সম্মানিত হওয়া।

رَأْرَأَ : চোখের পুতুল ঘোরাল, প্রখর দৃষ্টিতে দেখল।

(فَعْلَلَةٌ) رَأْرَأَةً :

تَوْأَمَةٌ : (ج) تَوْأَمَاتٌ : [চক্ষু] যুগল, যুগলী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَانْطَلَقَ يَدِىْ زِمَامَهُ الخ :

اِنْطَلَقَ ফেয়েল ضَمِيْر তার মধ্যে ذُوالْحَالِ এবং পরবর্তী চারটি জুমলা وَالْعَجُوْزُ এবং وَظِلِّىْ اَمَامَهُ ও وَيَدِىْ زِمَامَهُ হাল। অতঃপর حَالْ وَالرَّقِيْبُ الَّذِىْ الخ ও ثَالِثَةُ الْاَثَافِىْ ও ذُوالْحَالْ মিলে فَاعِلْ।

قَوْلُهُ : فَقُلْتُ لَيْسَ اِلَّا الْعَجُوْزُ :

এখানে لَيْسَ مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغْ হয়েছে মূল ইবারত ছিল مَعَنَا أَحَدٌ اِلَّا الْعَجُوْزُ

مَادُوْنَهَا سِرٌّ مَحْجُوْزٌ :

এখানে مَا مُشَابَهْ بِلَيْسَ কিন্তু তার ও তার مَعْمُوْل -এর মাঝে دُوْنَهَا দ্বারা ব্যবধান হওয়ায় عَمَلْ করেনি। سِرٌّ مَحْجُوْزٌ মাউসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা মুআখখার। دُوْنَهَا শব্দটি ثَابِتٌ -এর জরফ হয়ে খবর মুকাদ্দাম।

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَإِذَا سِرَاجَا وَجْهِهِ يَقِدَانِ ، كَأَنَّهُمَا الْفَرْقَدَانِ، فَابْتَهَجْتُ بِسَلَامَةِ بَصَرِهِ، وَعَجِبْتُ مِنْ غَرَائِبِ سِيَرِهِ ، وَلَمْ يَلْقَنِيْ قَرَارٌ ، وَلَاطَاوَعَنِيْ اِصْطِبَارٌ، حَتّٰى سَأَلْتُهُ : مَا دَعَاكَ إِلَى التَّعَامِيْ، مَعَ سَيْرِكَ فِي الْمَعَامِيْ ، وَجَوْبِكَ الْمَوَامِيْ، وَإِيْغَالِكَ فِي الْمَرَامِيْ، فَتَظَاهَرَ بِاللُّكْنَةِ، وَتَشَاغَلَ بِاللُّهْنَةِ، حَتّٰى إِذَا قَضٰى وَطَرَهُ، أَثَارَ إِلَى نَظَرِهِ ، وَأَنْشَدَ :

অনুবাদ : হঠাৎ দেখি, তার চেহারার প্রদীপ দু'টি জ্বলছে। যেন চক্ষু দু'টো দু'টি ফরকদ তারকা। ফলে আমি তার চক্ষু সুস্থ থাকায় আনন্দিত হলাম এবং তার আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য বিস্মিত বোধ করলাম। আর আমার স্থৈর্য টিকল না এবং ধৈর্য মানল না। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাকে অজ্ঞাত পথে ঘোরাফেরা করতে, মরু বিয়াবানে পদাচারণা করতে এবং দিগ-দিগন্তের সফর করতে যেয়ে অন্ধ সাজতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তখন সে মুখের জড়তার সাহায্য নিল এবং সে খাবারে ব্যাপৃত হলো। অতঃপর যখন সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করল তখন সে আমাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টিতে তাকাল এবং সে আবৃত্তি করল :

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا হঠাৎ দেখি سِرَاجَا প্রদীপ দুটি وَجْهِهِ তার চেহারা يَقِدَانِ জ্বলছে كَأَنَّهُمَا যেন চক্ষু দু'টো الْفَرْقَدَانِ দু'টি ফরকদ তারা فَابْتَهَجْتُ ফলে আমি আনন্দিত হলাম بِسَلَامَةِ সুস্থ থাকায় بَصَرِهِ তার চক্ষু وَعَجِبْتُ এবং বিস্মিত বোধ করলাম مِنْ غَرَائِبِ سِيَرَتِهِ তার আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য وَلَمْ يَلْقَنِيْ আর আমার টিকল না قَرَارٌ স্থৈর্য وَلَاطَاوَعَنِيْ এবং মানল না اِصْطِبَارٌ ধৈর্য حَتّٰى سَأَلْتُهُ অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম مَا কিসে دَعَاكَ আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে إِلَى التَّعَامِيْ অন্ধ সাজতে مَعَ سَيْرِكَ ঘোরাফেরা করতে فِي الْمَعَامِيْ অজ্ঞাত পথে جَوْبِكَ পদাচারণা করতে الْمَوَامِيْ মরু বিয়াবানে وَإِيْغَالِكَ এবং সফর করতে যেয়ে فِي الْمَرَامِيْ দিগ-দিগন্তে فَتَظَاهَرَ তখন সে সাহায্য নিল بِاللُّكْنَةِ মুখের জড়তার وَتَشَاغَلَ এবং সে ব্যাপৃত হলো بِاللُّهْنَةِ খাবারে حَتّٰى إِذَا অতঃপর যখন قَضٰى সে পূর্ণ করল وَطَرَهُ তার প্রয়োজন أَثَارَ তখন সে তাকাল إِلَى আমাদের দিকে نَظَرِهِ তার দৃষ্টি وَأَنْشَدَ এবং সে আবৃত্তি করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

سِرَاجٌ : (ج) سُرُجٌ : প্রদীপ, চেরাগ।

وَجْهٌ : (ج) أَوْجُهٌ ، وُجُوْهٌ ، أُجُوْهٌ : চেহারা, মুখাবয়ব।

يَقِدَانِ (تث-ض) وَقْدًا، وُقُوْدًا، وَقَدَانًا : দু'টি জ্বলছে।

(تث) اَلْفَرْقَدَانِ، (و) فَرْقَدٌ، (ج) فَرَاقِدُ : উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দুটি তারকা।

إِبْتَهَجْتُ : আমি আনন্দিত হলাম।

(افتعال) اِبْتِهَاجًا : আনন্দিত হওয়া।

سَلَامَةٌ : (س) مصـ : সুস্থ থাকা, নিরাপদ থাকা, সঠিক থাকা।

بَصَرٌ : (ج) أَبْصَارٌ : দৃষ্টিশক্তি, চোখ, জ্ঞান।

عَجِبْتُ (س) عَجَبًا : বিস্মিত বোধ করলাম, আশ্চর্যান্বিত হলাম।

(ج) غَرَائِبُ، (و) غَرِيْبَةٌ : আশ্চর্যপূর্ণ, অভিনব, বিস্ময়কর।

(ج) سِيَرٌ، (و) سِيْرَةٌ : অভ্যাস, পন্থা, আচার-আচরণ।

لَمْ يَلْقَ : পেল না, সাক্ষাৎ পেল না।

(س) لِقَاءً ، لِقَاءَةً ، لُقْيَانًا : সাক্ষাৎ করা।

قَرَارٌ : স্থৈর্য, ধৈর্য।

قَرَارٌ (س، ض) مصـ : স্থির হওয়া।

(لا) طَاوَعَ (مفاعلة) مُطَاوَعَةً : আনুগত্য করল না, মানল না।

اِصْطِبَارٌ : ধৈর্য।

اِصْطِبَارٌ (افتعال) مصـ : ধৈর্য ধারণ করা।

سَأَلْتُ : আমি জিজ্ঞেস করলাম।

(ف) سُؤَالًا : জিজ্ঞেস করা।

دَعَا (ن) دُعَاءً، دَعْوَةً : উদ্বুদ্ধ করেছে, ডেকেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّعَامِىْ (تَفَاعُلْ) مصـ : অন্ধ সাজা, অন্ধের ভান ধরা।

سَيْرٌ (ض) مصـ : যাওয়া, চলা, সফর করা।

(ج) اَلْمَعَامِىْ، (و) مَعْمِيَةٌ : অজ্ঞাত/ অচেনা জায়গা।

جَوْبٌ (ن) مصـ - اَلْبِلَاد : অতিক্রম করা, পদচারণা করা।

(ج) اَلْمَوَامِىْ، (و) مَوْمَاةٌ ، مَوْمَاءُ : মরু-বিয়াবান।

إِيْغَالٌ (إفعال) مصـ : প্রবিষ্ট করা। দ্রুত চলা। বহুদূর চলে যাওয়া।

(ج) اَلْمَرَامِىْ، (و) مَرْمًى : তীর নিক্ষেপের জায়গা, [দিগ-দিগন্ত]।

تَظَاهَرَ (تفاعَل) تَظَاهُرًا : সে সাহায্য নিল।

اَللُّكْنَةُ : মুখের জড়তা।

اَللَّكَنَةُ (س) مصـ : কথা বলতে আটকে যাওয়া।

تَشَاغَلَ : ব্যাপৃত হলো, ব্যস্ত হলো।

(تَفَاعَلْ) تَشَاغُلًا : ব্যাপৃত হওয়া।

اَللُّهْنَةُ : (ج) لُهَنٌ : নাস্তা। খাবার। সফর থেকে আসার পর মুসাফির কর্তৃক বা মুসাফিরকে প্রদত্ত হাদিয়া।

قَضٰى (ض) قَضَاءً : সে পূর্ণ করল। কাজ সেরে অবসর হলো।

وَطَرٌ : (ج) أَوْطَارٌ : প্রয়োজন, উদ্দেশ্য।

أَتَارَ : দেখল, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল, প্রখর দৃষ্টিতে তাকাল।

(إِفْعَالْ) إِتَارًا : চেয়ে থাকা।

نَظَرٌ (ج) أَنْظَارٌ : দৃষ্টি, নজর।

نَظَرٌ (ن) مصـ : তাকানো, দেখা।

أَنْشَدَ : সে আবৃত্তি করল।

(إِفْعَالْ) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَإِذَا سِرَاجًا وَجْهِهِ يَقِدَانِ :

إِذَا মুফাযাতিয়া سِرَاجَا وَجْه মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা يَقِدَان খবর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سِرَاجَا وَجْهِ :

এখানে চক্ষুদ্বয়কে سِرَاجٌ অর্থাৎ বাতির সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّهْ بِهٖ এর উল্লেখ এবং مُشَبَّهْ মাহযূফ হওয়ায় اِسْتِعَارَةْ مُصَرَّحَةْ হয়েছে।

وَلَمَّا تَعَامَى الدَّهْرُ، وَهُوَ أَبُو الْوَرَى
عَنِ الرُّشْدِ فِيْ أَنْحَائِهِ، وَمَقَاصِدِهِ
تَعَامَيْتُ حَتَّى قِيْلَ : إِنِّيْ أَخُوْ عَمًى
وَلَا غَرْوَ أَنْ يَحْذُوَ الْفَتَى حَذْوَ وَالِدِهِ

ثُمَّ قَالَ : إِنْهَضْ إِلَى الْمُخْدَعِ، فَأْتِنِيْ بِغَسُوْلٍ يَرُوْقُ الطَّرْفَ، وَيُنَقِّي الْكَفَّ، وَيُنَعِّمُ الْبَشَرَةَ، وَيُعَطِّرُ النَّكْهَةَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ.

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] "যখন যুগ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে চলতে অন্ধ সাজল, অথচ সে সৃষ্টিকুলের জনক, তখন আমি অন্ধ সাজলাম, যাতে বলা হয় যে, আমি অন্ধ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যুবক তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।" অতঃপর সে বলল, তুমি কামরায় যাও এবং আমার জন্য হাত ধোয়ার সামগ্রী নিয়ে আস, যা দৃষ্টিকে নন্দিত করে ও হস্ততালু পরিষ্কার করে, ত্বককে সজীব করে, মুখের ঘ্রাণকে সুগন্ধিময় করে, দন্তমাড়িকে শক্ত করে এবং পাকযন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا যখন تَعَامَى অন্ধ সাজল الدَّهْرُ যুগ وَهُوَ অথচ সে أَبُو الْوَرَى সৃষ্টিকুলের জনক عَنِ الرُّشْدِ সঠিকভাবে চলতে فِيْ أَنْحَائِهِ وَمَقَاصِدِهِ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে تَعَامَيْتُ তখন আমি অন্ধ সাজলাম حَتَّى قِيْلَ যাতে বলা হয় إِنِّيْ যে আমি أَخُوْ عَمًى অন্ধ وَلَا غَرْوَ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই أَنْ يَحْذُوَ অনুসরণ করবে الْفَتَى যুবক حَذْوَ وَالِدِهِ তার পিতার পদাঙ্ক ثُمَّ قَالَ অতঃপর সে বলল إِنْهَضْ তুমি যাও إِلَى الْمُخْدَعِ কামরায় فَأْتِنِيْ আমার জন্য নিয়ে আস غَسُوْلٍ হাত ধোয়ার সামগ্রী يَرُوْقُ যা নন্দিত করে الطَّرْفَ দৃষ্টি وَيُنَقِّي ও পরিষ্কার করে الْكَفَّ হস্ততালু يُنَعِّمُ সজীব করে الْبَشَرَةَ ত্বককে يُعَطِّرُ সুগন্ধিময় করে النَّكْهَةَ মুখের ঘ্রাণকে يَشُدُّ শক্ত করে اللِّثَةَ দন্তমাড়ি وَيُقَوِّي এবং শক্তিশালী করে الْمَعِدَةَ পাকযন্ত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَعَامَى : অন্ধ সাজল, অন্ধের ভান ধরল।
(تَفَاعُلٌ) تَعَامِيًا : অন্ধ সাজা।
اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُوْرٌ ، أَدْهُرٌ : সৃষ্টিকুলের জনক, কাল।
أَبُوالْوَرَى : যুগ, কাল, সময়।
اَلْوَرَى : মাখলুক, সৃষ্টিকুল।
اَلرُّشْدُ (ن) مصـ : সঠিক পথে চলা, হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া।
(ج) أَنْحَاءٌ، (و) نَحْوٌ : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পথ, মতো, দিক, পরিমাণ।
(ج) مَقَاصِدُ، (و) مَقْصَدٌ : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য।
تَعَامَيْتُ : আমি অন্ধ সাজলাম।
(تَفَاعُلٌ) تَعَامِيًا : অন্ধ সাজা।
أَخُوْعَمًى : অন্ধ, চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন।
غَرْوٌ، غُرُوْءٌ : বিস্ময়, আশ্চর্য।
(أَنْ) يَحْذُوَ : অনুসরণ করবে।
اَلْفَتَى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فِتْوَةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : যুবক। দানশীল। ভৃত্য।
حَذْوَ : বিপরীত, সামনে, সমান।
حَذْوٌ (ن) مصـ : অনুসরণ করা। নমুনা মুতাবিক চামড়া কেটে জুতা তৈরি করা।
وَالِدٌ : (ج) وَالِدُوْنَ : পিতা, জনক।
إِنْهَضْ : তুমি উঠে যাও।
(ف) نَهْضًا، نُهُوْضًا-إِلَيْهِ : উঠে যাওয়া।

اَلْمُخْدَعُ : (ج) مَخَادِعُ : বড় ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা।
إِئْتِ (ض) إِتْيَانًا، إِتْيَا-بِهِ : তুমি নিয়ে আস।
غَسُوْلٌ : হাত ধোয়ার সামগ্রী।
يَرُوْقُ : বিমুগ্ধ করে, আনন্দিত করে।
اَلطَّرْفُ : (ج) أَطْرَافٌ : চক্ষু, দৃষ্টি, কোনো বস্তুর কেনারা।
يُنَقِّي : পরিষ্কার করে, পরিচ্ছন্ন করে।
(إِفْعَالٌ) إِنْقَاءٌ، (تَفْعِيْلٌ) تَنْقِيَةٌ : পরিষ্কার করা।
اَلْكَفُّ : (ج) أَكُفٌّ، كُفُوْفٌ ، كُفٌّ : হাত, হাতের তালু।
يُنَعِّمُ : সজীব করে, নরম করে।
(تَفْعِيْلٌ) تَنْعِيْمًا : সজীব করা। নরম করা।
اَلْبَشَرَةُ : (ج) بَشَرٌ : চামড়ার উপরাংশ, ত্বক।
يُعَطِّرُ : সুগন্ধিময় করে।
(تَفْعِيْلٌ) تَعْطِيْرًا : সুগন্ধিময় করা।
اَلنَّكْهَةُ : মুখের ঘ্রাণ/ঘন্ধ।
اَلنَّكْهَةُ (مَرَّةٌ، مِنْ نَكَهَ س- ف) مصـ : কারো মুখের ঘ্রাণ নেওয়া।
يَشُدُّ : (ن) شدا : শক্ত করে।
اَللِّثَةُ : (ج) لِثًى، لِثَاتٌ، لُثًى : দন্ত-মাড়ি।
يُقَوِّي : শক্তিশালী করে।
(تَفْعِيْلٌ) تَقْوِيَةٌ : শক্তিশালী করা।
اَلْمَعِدَةُ، وَالْمِعْدَةُ : (ج) مِعَدٌ، مَعِدٌ : পাকযন্ত্র, পাকস্থলী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلْيَكُنْ نَظِيْفَ الظَّرْفِ، أَرِيْجَ الْعَرْفِ، فَتِيَّ الدَّقِّ، نَاعِمَ السَّحْقِ، يَحْسَبُهُ اللَّامِسُ ذَرُوْرًا، وَيَخَالُهُ النَّاشِقُ كَافُوْرًا، وَاقْرِنْ بِهِ خِلَالَةً نَقِيَّةَ الْأَصْلِ، مَحْبُوْبَةَ الْوَصْلِ، أَنِيْقَةَ الشَّكْلِ، مَدْعَاةً إِلَى الْأَكْلِ، لَهَا نَحَافَةُ الصَّبِّ، وَصَقَالَةُ الْعَضْبِ، وَأَلَّةُ الْحَرْبِ، وَلُدُوْنَةُ الْغُصْنِ الرَّطْبِ. قَالَ: فَنَهَضْتُ فِيْ مَا أَمَرَ، لِأَدْرَأَ عَنْهُ الْغَمَرَ.

অনুবাদ : আর যাতে সেই ধোয়ার সামগ্রী পরিচ্ছন্ন পাত্রে থাকে, উত্তম সুগন্ধিময় হয়, নতুন প্রস্তুত হয় এবং মিহিনভাবে পেষা হয়, যাতে স্পর্শকারী তাকে পাউডার মনে করে, ঘ্রাণ গ্রহণকারী কর্পূর মনে করে। আর তার সাথে একটি খিলাল নিয়ে আসবে, যা মূলত পরিচ্ছন্ন হবে, ব্যবহারে আকর্ষণীয় হবে, আকার-আকৃতিতে সুন্দর হবে এবং আহারে উদ্বুদ্ধকারী হবে। যার থাকবে প্রেমিকের মতো শীর্ণতা, তরবারির মতো পরিচ্ছন্নতা, যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো কার্যকারিতা এবং কাঁচা ডালের মতো নমনীয়তা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে আমাকে যা আদেশ করল তজ্জন্য আমি উঠে গেলাম, যাতে আমি তার খাবারের তৈলাক্ততা দূরীভূত করতে পারি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلْيَكُنْ আর যাতে থাকে نَظِيْفَ الظَّرْفِ পরিচ্ছন্ন পাত্রে أَرِيْجَ الْعَرْفِ উত্তম সুগন্ধিময় فَتِيَّ الدَّقِّ নতুন প্রস্তুত نَاعِمَ السَّحْقِ মিহিনভাবে পেষা يَحْسَبُهُ যাতে তাকে মনে কর اللَّامِسُ স্পর্শকারী ذَرُوْرًا পাউডার يَخَالُهُ মনে করে النَّاشِقُ ঘ্রাণ গ্রহণকারী كَافُوْرًا কর্পূর وَاقْرِنْ আর যুক্ত করবে بِهِ তার সাথে خِلَالَةً একটি খিলাল نَقِيَّةَ পরিচ্ছন্ন الْأَصْلِ মূলতঃ مَحْبُوْبَةَ আকর্ষণীয় الْوَصْلِ মিলন ব্যবহার أَنِيْقَةَ সুন্দর الشَّكْلِ আকার-আকৃতি مَدْعَاةً উদ্বুদ্ধকারী إِلَى الْأَكْلِ আহারে لَهَا যার থাকবে نَحَافَةُ শীর্ণতা الصَّبِّ প্রেমিক صَقَالَةُ পরিচ্ছন্নতা الْعَضْبِ তরবারি أَلَّةُ হাতিয়ার الْحَرْبِ যুদ্ধ وَلُدُوْنَةُ এবং নমনীয়তা الْغُصْنِ الرَّطْبِ কাঁচা ডাল فَنَهَضْتُ অতঃপর আমি উঠে গেলাম مَا أَمَرَ সে আমাকে যা আদেশ করল لِأَدْرَأَ যাতে আমি দূরীভূত করতে পারি عَنْهُ তার থেকে الْغَمَرَ খাবারের তৈলাক্ততা।

শব্দ বিশ্লেষণ

- نَظِيْفٌ (صف) (ج) نُظَفَاءُ : পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।
- (ك) نَظَافَةً : পরিচ্ছন্ন হওয়া।
- اَلظَّرْفُ : (ج) ظُرُوْفٌ : পাত্র।
- اَلظَّرْفُ (ك) مصـ : চতুর হওয়া।
- أَرِيْجٌ (صف . مذ) : সুগন্ধিময়।
- (س) أَرَجًا : সুগন্ধিময় হওয়া।
- اَلْعَرْفُ : সুগন্ধি।
- اَلْعَرْفُ (ك) مصـ : সুগন্ধিময় হওয়া।
- فَتِيٌّ (صف، مذ) (ج) فِتَاءٌ، أَفْتَاءٌ : নবীন, নতুন, যুবক।
- (س) فَتًى : যুবক হওয়া।
- اَلدَّقُّ (ن) مصـ : বিচূর্ণ করা, ভাঙ্গা, (এখানে- প্রস্তুত করা)।
- نَاعِمٌ (فا، مذ، مصـ: نُعُوْمَةً-ك) : নরম, মোলায়েম, মিহিন।
- اَلسَّحْقُ (ف) مصـ : পেষা, পেষণ করা, অধিক চূর্ণ করা।
- يَحْسَبُ (س،ح) حِسْبَانًا، مَحْسَبَةً : মনে করে, ধারণা করে।
- اَللَّامِسُ (فا، مذ، مصـ : لَمْسٌ - ن، ض) : স্পর্শকারী।
- ذَرُوْرٌ (ج) أَذِرَّةٌ، ذَرَائِرُ : সুগন্ধি। চোখে বা যখমে দেওয়ার এক প্রকার ওষুধ। পাউডার।
- يَخَالُ : মনে করে, ধারণা করে।
- (س) خِيْلًا، خِيْلَةً، خَيْلَانًا : মনে করা। ধারণা করা।
- اَلنَّاشِقُ (فا، مذ) : ঘ্রাণ গ্রহণকারী।
- (س) نَشْقًا : ঘ্রাণ নেওয়া।
- كَافُوْرٌ : (ج) كَوَافِرُ، كَوَافِيْرُ : কর্পূর, এক প্রকার সুগন্ধ বস্তু।
- اُقْرُنْ : একত্র কর, মিলাও।
- (ن) قِرَانًا : মিলানো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عَضْبٌ : । ধারালো তরবারি, বাকপটু।

العَضْبُ (ض) مصـ : । কর্তন করা।

آلَةُ الْحربِ : يُرِيْدُ أَنَّهَا مُحَدَّدَةٌ مَصْقُوْلَةٌ مِثْلَ آلَةِ الْحَرْبِ، وَلَهَا نُفُوْذٌ كَنُفُوْذِ آلِةِ الْحَرْبِ : যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো ধারালো এবং তার মতো কার্যকারিতা।

آلَةٌ : (ج) آلٌ ، آلاتٌ : । হাতিয়ার।

اَلْحَرْبُ : (ج) حُرُوْبٌ : । লড়াই, যুদ্ধ।

اَلْحَرْبُ (ن) مصـ : । সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া।

لُدُوْنَةٌ : । নমনীয়তা, নম্রতা।

لُدُوْنَةٌ (ك) مصـ : । নরম হওয়া।

اَلْغُصْنُ : (ج) غُصُوْنٌ، أَغْصَانٌ، غِصَنَةٌ : । ডাল, শাখা।

اَلرَّطْبُ : । কাঁচা/ নরম ডাল।

نَهَضْتُ : । আমি উঠে গেলাম।

(ن) نَهْضًا، نُهُوْضًا : । উঠা। উঠে যাওয়া।

أَمَرَ (ن) أَمْرًا : । আদেশ করল।

أَدْرأُ : । দূরীভূত করি/ -করতে পারি।

(ف) دَرأً، دَرأَةً : । দূরীভূত করা।

اَلْغَمَرُ : (ج) غُمُوْرٌ : । তৈলাক্ততা।

اَلْغَمَرُ (س) مصـ : । তৈলাক্ততা লাগা।

خِلالَةٌ : । দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি, খিলাল।

نَقِيَّةٌ (صف، مؤ، مصـ: نَقَاوَةٌ نَقَاءٌ-س) : । পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার

اَلأَصْلُ : (ج) أُصُوْلٌ : । মূল, ভিত্তি।

مَحْبُوْبَةٌ (مف، مؤ،مصـ:حُبٌّ-ض) : । প্রিয়,-য়া, আকর্ষণীয়, -য়া।

اَلْوَصْلُ (ض) مصـ : । মিলিত হওয়া।

- إِلَيْهِ : । পৌঁছা।

أَنِيقَةٌ(صف،مؤ،مصـ:أنق-س) : । সুন্দর/সুন্দরী, সুদর্শন/সুদর্শনা।

اَلشَّكْلُ : (ج) أَشْكَالٌ ، شُكُوْلٌ : । আকার-আকৃতি।

(اَلشَّكْلُ (ن) مصـ : । সন্দেহযুক্ত হওয়া।

مِدْعَاةٌ : । উদ্বুদ্ধকারী।

مَدْعَاةٌ : । অসিলা, ডাকার কার্যকারণ।

اَلأَكْلُ : । আহার।

اَلأَكْلُ (ن) مصـ : । আহার করা।

نَحَافَةٌ : । শীর্ণতা, ক্ষীণতা।

نَحَافَةٌ (س،ك) مصـ : । ক্ষীণকায় হওয়া।

اَلصَّبُّ (صف،مذ)(ج) صَبُّوْنَ : । প্রেমিক।

(س) صَبَابَةٌ : । ভালোবাসা। আসক্ত হওয়া।

صَقَالَةٌ : । পরিচ্ছন্নতা।

صَقَالَةٌ (س،ك) مصـ : । পরিচ্ছন্ন হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَمْ أَهِمْ إِلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ، بِإِدْخَالِي الْمَخْدَعَ، وَلَا تَظَنَّيْتُ أَنَّهُ سَخِرَ مِنَ الرَّسُوْلِ، فِيْ اسْتِدْعَاءِ الْخِلَالَةِ وَالْغَسُوْلِ. فَلَمَّا عُدْتُ بِالْمُلْتَمَسِ، فِيْ أَقْرَبَ مِنْ رَجْعِ النَّفَسِ، وَجَدْتُ الْجَوَّ قَدْ خَلَا، وَالشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ قَدْ أَجْفَلَا، فَاسْتَشَطْتُ مِنْ مَكْرِهِ غَضَبًا، وَأَوْغَلْتُ فِيْ إِثْرِهِ طَلَبًا، فَكَانَ كَمَنْ قُمِسَ فِي الْمَاءِ، أَوْ عُرِجَ بِهِ إِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ .

অনুবাদ : কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, সে আমাকে কামরায় প্রবেশ করিয়ে প্রতারণা করার ইচ্ছা করেছে এবং আমি ধারণা করিনি যে, সে খিলাল ও হাত ধোয়ার সামগ্রী তলব করে প্রেরিত ব্যক্তির সাথে মস্করা করেছে। অতঃপর যখন আমি প্রার্থিত বস্তু শ্বাস ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে কম সময়ে নিয়ে ফিরে এলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, আঙ্গিনা খালি পড়ে আছে এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দ্রুত পালিয়ে গেছে। ফলে আমি তার প্রতারণার কারণে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম এবং তার খোঁজে তার পেছনে দৌড়ালাম। তখন সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেছে, যাকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা আকাশের মেঘমালায় তুলে নেওয়া হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : لَمْ أَهِمْ কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনি أَنَّهُ যে, সে قَصَدَ ইচ্ছা করেছে أَنْ يَخْدَعَ প্রতারণা করার بِإِدْخَالِي আমাকে প্রবেশ করিয়ে الْمَخْدَعَ কামরা وَلَا تَظَنَّيْتُ এবং আমি ধারণা করিনি أَنَّهُ যে, সে سَخِرَ মস্করা করেছে مِنَ الرَّسُوْلِ প্রেরিত ব্যক্তির সাথে فِيْ اسْتِدْعَاءِ তলব করে الْخِلَالَةِ খিলাল وَالْغَسُوْلِ ও হাত ধোয়ার সামগ্রী فَلَمَّا عُدْتُ যখন আমি ফিরে এলাম بِالْمُلْتَمَسِ প্রার্থিত বস্তু নিয়ে فِيْ أَقْرَبَ কম সময়ে مِنْ رَجْعِ ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে النَّفَسِ শ্বাস وَجَدْتُ তখন আমি দেখতে পেলাম الْجَوَّ আঙ্গিনা قَدْ خَلَا খালি পড়ে আছে وَالشَّيْخَ এবং বৃদ্ধ وَالشَّيْخَةَ ও বৃদ্ধা قَدْ أَجْفَلَا দ্রুত পালিয়ে গেছে فَاسْتَشَطْتُ ফলে আমি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম مِنْ مَكْرِهِ তার প্রতারণার কারণে غَضَبًا ক্রোধে وَأَوْغَلْتُ এবং দৌড়ালাম فِيْ إِثْرِهِ তার পিছনে طَلَبًا খোঁজে فَكَانَ তখন সে হয়ে গেছে كَمَنْ ঐ ব্যক্তির মতো قُمِسَ ডুবিয়ে নেওয়া হয়েছে فِي الْمَاءِ পানিতে أَوْ عُرِجَ بِهِ অথবা তুলে নেওয়া হয়েছে إِلَى عِنَانِ মেঘমালায় السَّمَاءِ আকাশ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ أَهِمْ : আমি কল্পনা করিনি/-করতে পারিনি।

(ض) وَهْمًا : কল্পনা করা।

قَصَدَ : ইচ্ছা করেছে।

(ض) قَصْدًا : ইচ্ছা করা।

(أَنْ) يَخْدَعَ (ف) خَدْعًا : প্রতারণা করা।

إِدْخَالٌ (إِفْعَال) مصـ : দাখিল করা, প্রবিষ্ট করা।

اَلْمَخْدَعَ : (ج) مَخَادِعُ : ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা।

لَا تَظَنَّيْتُ : আমি ধারণা করিনি।

(تَفَعُّل) تَظَنِّيًا : ধারণা করা।

سَخِرَ (س) سَخَرًا ، سُخْرًا : সে মস্করা করেছে।

اَلرَّسُوْلُ : (ج) رُسُلٌ، أَرْسُلٌ، رُسَلَاءُ : রাসূল। প্রেরিত ব্যক্তি। দূত।

اِسْتِدْعَاءٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ - اَلشَّيْءَ : তলব করা।

اَلْخِلَالَةُ : খিলাল, দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি।

اَلْغَسُوْلُ : হাত ধোয়ার সামগ্রী।

(لَمَّا) عُدْتُ : যখন আমি ফিরে এলাম।

(ن) عَوْدًا، عَوْدَةً، مَعَادًا : ফিরে আসা।

اَلْمُلْتَمَسُ (مف، مذ) : প্রার্থিত বস্তু।

(اِفْتِعَال) اِلْتِمَاسًا : কামনা/ প্রার্থনা করা।

أَقْرَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْل، مذ ، مصـ : قرب - ك ، س) : অধিক নিকবর্তী, [এখানে অপেক্ষাকৃত কম সময়]।

رَجْعٌ (ض) مصـ : ফিরিয়ে নেওয়া/ ফিরিয়ে দেওয়া।

اَلنَّفَسُ : (ج) أَنْفَاسٌ : শ্বাস, নিঃশ্বাস।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَجَدْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম।

(ض) وَجْدًا، وُجُوْدًا، وِجْدَانًا : পাওয়া।

اَلْجَوُّ : (ج) أَجْوَاءٌ، جِوَاءٌ : উন্মুক্ত পরিবেশ, মুক্ত আকাশ।

قَدْ خَلَا : খালি/ শূন্য হয়ে গেছে, খালি পড়ে আছে।

(ن) خُلُوًّا، خَلَاءً : খালি হওয়া।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَةٌ، شِيْخَانٌ، مَشْيَخَةٌ، مَشْيُخَةٌ (جع) مَشَايِخُ، أَشَايِيْخُ :

বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। নেতা। আলিম। মনীষী।

اَلشَّيْخَةُ : (ج) شَيْخَاتٌ : বয়ঃবৃদ্ধা, বৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি।

(قَدْ) أَجْفَلَا : তারা দু'জন দ্রুত পালিয়ে গেছে।

(إِفْعَال) إِجْفَالًا : পালিয়ে যাওয়া।

اِسْتَشَطْتُ : আমি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيْشَاطًا : অগ্নিশর্মা হওয়া।

مَكْرٌ : প্রতারণা, ধোঁকা, প্রতারণার প্রতিকার।

مَكْرٌ (ن) مصـ : প্রতারণা করা।

غَضَبٌ : ক্রোধ, ক্ষোভ।

غَضَبٌ (س) مصـ : ক্রুদ্ধ হওয়া।

أَوْغَلْتُ : দ্রুত চললাম, দৌড়ালাম।

(إِفْعَال) إِيْغَالًا : দ্রুত চলা।

أَثَرٌ، إِثْرٌ : পর, পেছন।

فِيْ أَثَرِ، أَوْ إِثْرِ : পরে, পেছনে।

طَلَبٌ : খোঁজ, তালাশ, তলব।

طَلَبٌ (ن) مصـ : খোঁজ করা।

غُمِسَ (فِيْ نُسْخَةٍ) (مج-ض) غَمْسًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

قُمِسَ (مج-ن،ض) قَمْسًا، قُمُوْسًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

اَلْمَاءُ (ج) مِيَاهٌ، أَمْوَاهٌ : পানি, সজীবতা, ঔজ্জ্বল্য।

عُرِجَ (مج-ض،ن) عُرُوْجًا، مَعْرَجًا-بِهِ : তুলে নেওয়া হয়েছে।

عَنَانٌ : মেঘমালা।

عَنَانُ السَّمَاءِ : আকাশের উচ্চতা।

اَلسَّمَاءُ : (ج) سَمَاوَاتٌ، سُمِيٌّ، سِمِيٌّ، أَسْمِيَةٌ :

আকাশ, আসমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة الثامنة المعرية

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

এ মাকামায় আল্লামা হারীরী আরবি সাহিত্যের একটি বিশেষ অলঙ্কারের সফল ব্যবহার করেছেন। এতে তিনি একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে অনেকগুলো দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছেন। ঘটনা কেবল এটুকু যে, আবূ যায়েদ এক যুবককে একটি সূঁই ব্যবহার করতে দেন। সূঁইটি ব্যবহার করতে গিয়ে যুবকটি সূঁইয়ের গোড়া ভেঙ্গে ফেলে। যুবকটি সূঁইয়ের ক্ষতিপূরণ দানের উদ্দেশ্যে তার একটি সুরমাশলা আবূ যায়েদের নিকট বন্ধক রাখে। উভয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য বিচারকের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। আবূ যায়েদ বিচারকের নিকট নিজের মকদ্দমাটি এরূপ কিছু বাক্যে উপস্থাপন করেন, যেগুলো থেকে সূঁইয়ের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার ক্রীতদাসীর অর্থও নেওয়া যেতে পারে। উত্তরে যুবকটি যে বক্তব্য প্রদান করে তার বাক্যগুলোও দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ, তার বাক্যগুলো থেকে সুরমাশলার অর্থ যেমন গ্রহণ করা যায়, তেমনি একটি ক্রীতদাসের অর্থও নেওয়া যায়। বিচারক বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে না পেরে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করার নির্দেশ দিলে তারা উভয়ে আপন আপন বক্তব্য স্পষ্ট করে পেশ করে। বিচারক তাদের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে বলেন, এটি তোমরা নিজেরা বণ্টন করে নিও। আবূ যায়েদ স্বর্ণমুদ্রাটি হস্তগত করে যুবককে বলল, এ স্বর্ণমুদ্রার অর্ধেকটি বিচারকের অনুগ্রহ হিসেবে আমার প্রাপ্য। আর অবশিষ্ট অর্ধেকটিও আমার বিনষ্ট করে ফেলা সূঁইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমারই প্রাপ্য। এ বলে ছেলেটিকে তার সুরমাশলা দিয়ে দিল। এতে যুবক কিছু না পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। তাই বিচারক যুবকটিকে কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে তার মর্মবেদনার উপশম করেন। তাদের বিদায় নেওয়ার পর বিচারকের মনে হলো যে, এটি সম্ভবত একটি প্রতারণার ঘটনা। তাই বিচারক তাদেরকে পুনরায় ডেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। আবূ যায়েদ একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দেয় যে, আমি হলাম আবূ যায়েদ। এ হলো আমার ছেলে। এরূপ কৌশল অবলম্বন করে আমি মানুষের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন করি। বিচারক তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যতে যেন তারা আর কোনো বিচারককে প্রতারিত করার চেষ্টা না করে। আবূ যায়েদ ভবিষ্যতে এরূপ প্রতারণা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বিদায় নেয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الثَّامِنَةُ الْمَعَرِّيَّةُ

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : رَأَيْتُ مِنْ أَعَاجِيْبِ الزَّمَانِ، أَنْ تَقَدَّمَ خَصْمَانِ، إِلٰى قَاضِىْ مَعَرَّةِ النُّعْمَانِ ، أَحَدُهُمَا قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ الْأَطْيَبَانِ، وَالْاٰخَرُ كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ. فَقَالَ الشَّيْخُ - أَيَّدَ اللّٰهُ الْقَاضِىْ كَمَا أَيَّدَ بِهِ الْمُتَقَاضِىْ - إِنَّهُ كَانَتْ لِىْ مَمْلُوْكَةٌ رَشِيْقَةُ الْقَدِّ، أَسِيْلَةُ الْخَدِّ ، صَبُوْرٌ عَلَى الْكَدِّ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি কালের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে, দুই বাদী-বিবাদী 'মা'আররাতুন নু'মান' -এর বিচারকের কাছে এলো। তাদের একজনের কাছ থেকে দু'টি উত্তম জিনিস [খাওয়া ও নারী সম্ভোগের ক্ষমতা] বিদায় নিয়ে গেছে। আর অপর ব্যক্তি যেন বান বৃক্ষের ডাল [অর্থাৎ সুদর্শন]। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি বলল, –আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সাহায্য করুন, যেমন তিনি তাঁর দ্বারা ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন– আমার একজন বাঁদী রয়েছে, যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী, মসৃণ কপোল বিশিষ্টা এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীলা।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الثَّامِنَةُ অষ্টম মাকামা الْمَعَرِّيَّةُ মা'আররার গল্প أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন رَأَيْتُ আমি প্রত্যক্ষ করেছি مِنْ أَعَاجِيْبِ الزَّمَانِ কালের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা أَنْ تَقَدَّمَ خَصْمَانِ দুই বাদী বিবাদী এলো إِلٰى قَاضِىْ مَعَرَّةِ النُّعْمَانِ মাআররাতুন নু'মান-এর বিচারকের কাছে أَحَدُهُمَا তাদের একজনের কাছ থেকে قَدْ ذَهَبَ বিদায় নিয়ে গেছে الْأَطْيَبَانِ দু'টি উত্তম জিনিস وَالْاٰخَرُ আর অপর ব্যক্তি كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ যেন বান বৃক্ষের ডাল فَقَالَ الشَّيْخُ অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি বলল أَيَّدَ اللّٰهُ الْقَاضِىْ আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সাহায্য করুন! كَمَا أَيَّدَ بِهِ الْمُتَقَاضِىْ যেমন তিনি তার দ্বারা ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন إِنَّهُ كَانَتْ لِىْ مَمْلُوْكَةٌ আমার একজন বাঁদী রয়েছে رَشِيْقَةُ الْقَدِّ যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী أَسِيْلَةُ الْخَدِّ মসৃণ কপোলবিশিষ্টা صَبُوْرٌ ধৈর্যশীলা عَلَى الْكَدِّ দুঃখ-কষ্টে।

শব্দ বিশ্লেষণ

- أَخْبَرَ : বর্ণনা করলেন [করেন]।
- (اِفْعَال) إِخْبَارًا : বর্ণনা করা।
- رَأَيْتُ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।
- (ف) رُؤْيَةً، رَأْيًا : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।
- (ج) أَعَاجِيْبُ، (و) أَعْجَبُ : অত্যাশ্চর্য বিষয় বা ঘটনা।
- اَلزَّمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ, সময়।
- تَقَدَّمَ : অগ্রসর হলো, এলো।
- (تَفَعُّل) تَقَدُّمًا : অগ্রসর হওয়া।
- خَصْمٌ : (ج) خُصُوْمٌ، خِصَامٌ، أَخْصَامٌ : প্রতিপক্ষ, বিরোধী।
- (تث) خَصْمَانِ، (و) خَصْمٌ : দুই প্রতিপক্ষ, বাদী-বিবাদী।
- قَاضِىْ : (ج) قُضَاةٌ : বিচারক।
- مَعَرَّةُ النُّعْمَانِ : শামের একটি শহরের নাম।
- أَحَدُهُمَا (مُضَاف وَ مُضَاف إِلَيْه) : তাদের একজন।
- (قَدْ) ذَهَبَ (ف) ذَهَابًا : চলে গেছে, বিদায় নিয়ে গেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(تث) اَلْأَطْيَبَانِ، (و) أَطْيَبُ : দু'টি উত্তম জিনিস।

اَلْآخَرُ : (ج) آخَرُوْنَ : অপর জন, অপর ব্যক্তি।

كَأَنَّهُ (حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْلِ مَعَ الضَّمِيْرِ الْمَنْصُوْبِ) : যেন সে।

قَضِيْبٌ : (ج) قُضْبَانٌ : গাছের কর্তিত ডাল।

اَلْبَانُ : এক প্রকার গাছ, বানবৃক্ষ।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ ، أَشْيَاخٌ ، مَشْيَخَةٌ : বয়ঃবৃদ্ধ।

(১) أَيِّدْ (تَفْعِيْل) تَأْيِيْدًا (دُعَائِيَّة) : সাহায্য করুন।

(২) أَيَّدَ (تَفْعِيْل) تَأْيِيْدًا : সাহায্য করলেন (করেন)।

اَلْمُتَقَاضِيْ (فا ، مذ) : প্রার্থী, প্রার্থনাকারী, ফরিয়াদী।

(تَفَاعُل) تَقَاضِيًا : প্রার্থনা/ ফরিয়াদ করা।

مَمْلُوْكَةٌ (مف ، مؤ ، مص : مِلْكٌ-ض) মলিকানাধীনা বাঁদী।

رَشِيْقَةٌ (صف ، مؤ) : সুন্দর, সুগঠনা।

(ك) رَشَاقَةٌ - اَلْغُلَامُ : সুদর্শন/ সুগঠন হওয়া।

اَلْقَدُّ: (ج) أَقُدٌّ ، قُدُوْدٌ ، قِدَادٌ ، أَقِدَّةٌ : দেহবল্লরী, অবয়ব।

أَسِيْلَةٌ (صف ، مؤ) : মসৃণ। মোলায়েম।

(ك) أَسَالَةٌ : মসৃণ/ মোলায়েম হওয়া।

اَلْخَدُّ : (ج) خُدُوْدٌ : কপোল, গণ্ডদেশ।

صَبُوْرٌ (مب ، مص : صَبْرٌ-ض) (ج) صُبُرٌ : ধৈর্যশীল,-লা।

كَدٌّ : পরিশ্রম, দুঃখকষ্ট।

اَلْكَدُّ (ن) مص : পরিশ্রম করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ مِنْ أَعَاجِيْبِ الزَّمَانِ :

رَأَيْتُ এটা أَنْ تَقَدَّمَ الخ আর رَأَيْتُ হলো مُتَعَلِّق -এর مِنْ- -এর مَفْعُوْل بِهِ।

قوله : أَيَّدَ اللّٰهُ الْقَاضِيْ كَمَا أَيَّدَ بِهِ الْمُتَقَاضِيْ :

أَيَّدَ ফেয়েল اللّٰهُ ফায়েল الْقَاضِيْ মাফউলে বিহী تَأْيِيْدًا মাসদার মাহযূফ টা كَاف -এর অর্থে হয়ে مِثْل এবং مُضَاف পূর্ণ أَيَّدَ بِهِ الْمُتَقَاضِيْ -এর পর উল্লিখিত مَصْدَرِيَّه টা مَا জুমলা مُضَاف إِلَيْه হয়ে مَصْدَر দ্বারা مَا مَصْدَرِيَّه অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে تَأْيِيْدًا মাসদার-এর صِفَت, তারপর সিফাত মাউসূফ মিলে أَيَّدَ ফেয়েলের مَفْعُوْل مُطْلَق।

قَوْلُهُ : إِنَّهُ كَانَتْ لِيْ مَمْلُوْكَةٌ رَشِيْقَةُ الْقَدِّ الخ :

كَانَتْ এখানে ফেয়েল نَاقِص আর لِيْ জার ও মাজরূর خَبَر মাহযূফের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে كَانَتْ -এর ثَابِتًا مُقَدَّم। مُتَعَلِّق আর مَمْلُوْكَةٌ তার পরবর্তী صِفَت গুলোসহ كَانَتْ -এর ইসম।

বালাগাত

قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ :

এই ইবারতের মধ্যে যুবককে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে شَجَرَةُ الْبَانِ -এর সাথে। وَجْهُ الشَّبْهِ হলো সুঠাম, সুগঠন হওয়া। مَمْلُوْكَةٌ -এর মধ্যে تَوْرِيَه مُرَشَّحَه পাওয়া গিয়েছে। কেননা لَفْظ -এর নিকটবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য না করে দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য করে তারপর নিকটবর্তী অর্থের কোনো مُنَاسِبْ উল্লেখ করলে তাকে تَوْرِيَة مُرَشَّحَة বলে। আর مُنَاسِبْ উল্লেখ না করলে تَوْرِيَة مُجَرَّدَه বলে। এখানে مَمْلُوْكَةٌ -এর নিকটবর্তী অর্থ হলো বাঁদী আর দূরবর্তী অর্থ হচ্ছে সুঁই এখানে তার দূরবর্তী অর্থ সুঁই উদ্দেশ্য এবং এখানে বাঁদীর কিছু مُنَاسِبْ উল্লেখ রয়েছে তাই تَوْرِيَة مُرَشَّحَة হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَخُبُّ أَحْيَانًا كَالنَّهْدِ، وَتَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي الْمَهْدِ، وَتَجِدُ فِي تَمُّوزَ مَسَّ الْبَرْدِ، ذَاتُ عَقْلٍ وَ عِنَانٍ، وَحَدٍّ وَ سِنَانٍ، وَكَفٍّ بِبَنَانٍ، وَفَمٍ بِلَا أَسْنَانٍ، تَلْدَغُ بِلِسَانٍ نَضْنَاضٍ، وَتَرْفُلُ فِي ذَيْلٍ فَضْفَاضٍ، وَتُجْلَى فِي سَوَادٍ وَ بَيَاضٍ،

অনুবাদ : সে কখনও সুন্দর সুঠাম অশ্বের মতো দৌড়ায়, আর কখনও দোলনায় নিদ্রা যায়, সে তাম্মুয [মুতাবিক জুলাই] মাসে শৈত্যের স্পর্শ পায়, সে হলো বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্না ও লাগামপরা, ধার ও ফলা বিশিষ্টা, অঙ্গুলিসহ হস্ততালু ও দন্তহীন মুখের অধিকারিণী সে সঞ্চলিত মুখে দংশন করে এবং প্রশস্ত আঁচলে দৌড়ে বেড়ায়। সে কালো ও সাদা পোশাকে প্রকাশিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : تَخُبُّ সে দৌড়ায় أَحْيَانًا কখনও كَالنَّهْدِ সুঠাম অশ্বের মতো وَتَرْقُدُ আর নিদ্রা যায় أَطْوَارًا কখনও فِي الْمَهْدِ দোলনায় تَجِدُ সে পায় فِي تَمُّوزَ তাম্মুয [জুলাই] মাসে مَسَّ الْبَرْدِ শৈত্যের স্পর্শ ذَاتُ عَقْلٍ বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্না ... عِنَانٍ লাগামপরা ... حَدٍّ وَسِنَانٍ ধার ও ফলা বিশিষ্টা كَفٍّ হস্ত-তালু بِبَنَانٍ অঙ্গুলিসহ فَمٍ بِلَا أَسْنَانٍ ... দন্তহীন মুখের অধিকারিণী تَلْدَغُ সে দংশন করে بِلِسَانٍ نَضْنَاضٍ সঞ্চলিত মুখে وَتَرْفُلُ এবং দৌড়ে বেড়ায় فِي ذَيْلٍ فَضْفَاضٍ প্রশস্ত আঁচলে وَتُجْلَى সে প্রকাশিত হয় فِي سَوَادٍ وَبَيَاضٍ কালো ও সাদা পোষাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَخُبُّ : সে দৌড়ায়।
(ن) خَبًّا ، خَبَبًا : দৌড়ানো।
(ج) أَحْيَانٌ، (و) حِينٌ : কখনো, কোনো সময়।
اَلنَّهْدُ : (ج) نُهُودٌ : সুন্দর সুঠাম অশ্ব।
تَرْقُدُ : সে নিদ্রা যায়।
(ن) رَقْدًا، رُقُودًا ، رُقَادًا : নিদ্রা যাওয়া।
(ج) أَطْوَارٌ، (و) طَوْرٌ : কখনও, কোনো সময়।
اَلْمَهْدُ : (ج) مُهُودٌ : দোলনা।
تَجِدُ : সে পায়।
(ض) وَجْدًا ، وُجُودًا، وِجْدَانًا : পাওয়া।
تَمُّوزُ، تَمُوزُ : তুর্কী মাসের নাম [মুতাবিক জুলাই]।
مَسٌّ : স্পর্শ।
مَسٌّ (س، ن) مصـ : স্পর্শ করা।
اَلْبَرْدُ : ঠাণ্ডা, শৈত্য, সর্দি।
(ذَاتُ) عَقْلٍ : (ج) عُقُولٌ : বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্না।
(*) عِنَانٍ (ج) أَعِنَّةٌ، عُنُنٌ : লাগাম পরা।
(*) حَدٍّ : ধারযুক্তা, ধার বিশিষ্টা।
(*) سِنَانٍ : (ج) أَسِنَّةٌ : ফলাযুক্তা, ফলা বিশিষ্টা।
(*) كَفٍّ : (ج) كُفُوفٌ، أَكُفٌّ ، كُفٌّ : হস্ততালু বিশিষ্টা।
بَنَانٌ : অঙ্গুলি, আঙুলের জোড়া বা মাথা।

(*) فَمٍ : (ج) أَفْوَاهٌ ، أَفْمَامٌ : মুখাবয় বিশিষ্টা।
سِنٌّ : (ج) أَسْنَانٌ، أَسِنَّةٌ، أَسُنٌّ : দন্ত, দাঁত।
تَلْدَغُ : সে দংশন করে।
(ف) لَدْغًا : দংশন করা।
لِسَانٌ : (ج) أَلْسِنَةٌ، أَلْسُنٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : জিভ, মুখ, ভাষা।
نَضْنَاضٌ : সঞ্চলিত জিভবিশিষ্ট সর্প বা তার মুখ।
تَرْفُلُ : সে আঁচল টেনে চলে। দৌড়ে বেড়ায়।
(ن) رَفْلًا، رُفُولًا، رَفَلَانًا : আঁচল টেনে চলা। দৌড়ে বেড়ানো।
ذَيْلٌ : (ج) ذُيُولٌ، أَذْيَالٌ، أَذْيُلٌ : আঁচল, শেষাংশ, পরিশিষ্ট।
فَضْفَاضٌ : প্রশস্ত কাপড়, প্রশস্ত বস্ত্র।
تُجْلَى (مج، ن) جَلْوًا، جِلَاءً : প্রকাশ করা হয়, প্রকাশিত হয়।
سَوَادٌ : (ج) أَسْوِدَةٌ، (جع) أَسَاوِدُ : কালো, অস্বিত্ব।
بَيَاضٌ : সাদা, দুধ, সাদা বস্তু।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي تَجِدُ فِي تَمُّوزَ مَسَّ الْبَرْدِ :
تَمُّوزَ : এটা مَفْعُول فِيه হয়েছে تَرْقُدُ ফেয়েলের। أَطْوَارًا শব্দটি تَجِدُ ফেয়েলের ظَرْف زَمَان আর مَسَّ الْبَرْدِ হলো تَجِدُ ফেয়েলের مَفْعُول بِه।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَتُسْقَى وَلٰكِنْ مِنْ غَيْرِ حِيَاضٍ، نَاصِحَةٌ خُدَعَةٌ، خُبَأَةٌ طُلَعَةٌ مَطْبُوعَةٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، وَمِطْوَاعَةٌ فِي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ، إِذَا قَطَعْتَ وَصَلَتْ، وَمَتَى فَصَلْتَهَا عَنْكَ انْفَصَلَتْ، وَطَالَمَا خَدَمَتْكَ فَجَمَّلَتْ، وَ رُبَّمَا جَنَتْ عَلَيْكَ فَأَلَمَتْ وَمَلْمَلَتْ، وَإِنَّ هٰذَا الْفَتَى اِسْتَخْدَمَنِيهَا لِغَرَضٍ، فَأَخْدَمْتُهُ إِيَّاهَا بِلَا عِوَضٍ، عَلَى أَنْ يَجْتَنِيَ نَفْعَهَا، وَلَا يُكَلِّفَهَا إِلَّا وُسْعَهَا.

অনুবাদ : তাকে পানি পান করানো হয়, কিন্তু চৌবাচ্চা থেকে নয়। সে হলো হিতকামিনী, প্রতারিণী, গোপনীয়তাপ্রবণা অধিক বিকাশপ্রিয়া। উপকারিতায় নিবেদিতপ্রাণা, সংকট ও স্বচ্ছলতায় অনুগতা। যখন তুমি [কোন কিছু] কর্তন কর তখন সে জুড়িয়ে দেয়, আর যখন তুমি তাকে তোমার থেকে পৃথক করে দাও তখন সে পৃথক হয়ে যায়। অনেক সময় সে তোমার খেদমত করে তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয়। আর কখনো সে তোমার কাছে অপরাধ করে বসে, ফলে সে কষ্ট দেয় এবং অস্থির করে তোলে। এই যুবক কোনো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বাঁদীটি আমার কাছে চাইল। তাই আমি তাকে বিনিময় ব্যতিরেকে বাঁদীটি খেদমতের জন্য দিলাম; এই শর্তে যে, সে উক্ত বাঁদী থেকে উপকৃত হবে এবং তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : تُسْقَى তাকে পানি পান করানো হয় وَلٰكِنْ কিন্তু مِنْ غَيْرِ حِيَاضٍ চৌবাচ্চা থেকে নয় نَاصِحَةٌ হিতকামিনী خُدَعَةٌ প্রতারিণী خُبَأَةٌ গোপনীয়তাপ্রবণা طُلَعَةٌ অধিক বিকাশপ্রিয়া مَطْبُوعَةٌ নিবেদিত প্রাণ عَلَى الْمَنْفَعَةِ উপকারিতায় وَمِطْوَاعَةٌ অনুগতা فِي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ সংকট ও স্বচ্ছলতায় إِذَا قَطَعْتَ যখন তুমি কর্তন কর وَصَلَتْ সে জুড়ে দেয় وَمَتَى আর যখন فَصَلْتَهَا তুমি তাকে পৃথক করে দাও عَنْكَ তোমার থেকে انْفَصَلَتْ তখন সে পৃথক হয়ে যায় طَالَمَا অনক সময় خَدَمَتْكَ সে তোমার খেদমত করে فَجَمَّلَتْ তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয় وَرُبَّمَا جَنَتْ عَلَيْكَ আর কখনো সে তোমার কাছে অপরাধ করে বসে فَأَلَمَتْ ফলে সে কষ্ট দেয় وَمَلْمَلَتْ এবং অস্থির করে ফেলে وَإِنَّ هٰذَا الْفَتَى আর এই যুবক اِسْتَخْدَمَنِيهَا বাঁদীটি আমার কাছে ব্যবহারের জন্য চাইল لِغَرَضٍ কোনো প্রয়োজনে فَأَخْدَمْتُهُ إِيَّاهَا তাই আমি তাকে বাঁদীটি খেদমতের জন্য দিলাম بِلَا عِوَضٍ বিনিময় ব্যতিরেকে عَلَى এ শর্তে أَنْ يَجْتَنِيَ نَفْعَهَا সে উক্ত বাঁদী থেকে উপকৃত হবে وَلَا يُكَلِّفَهَا إِلَّا وُسْعَهَا এবং তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُسْقَى (مج ، ض) سَقْيًا : । পানি পান করানো হয়।

لٰكِنْ (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) : । কিন্তু, তবে।

(ج) حِيَاضٌ، أَحْوَاضٌ، حِيَضَانٌ، (و) حَوْضٌ : । চৌবাচ্চা, হাউজ।

نَاصِحَةٌ (فا ، مؤ ، مصـ : نَصْحٌ - ف) : হিতকামিনী, কল্যাণকামিনী।

خُدَعَةٌ (مب ، مصـ : خَدْعٌ - ف) : । অতিশয় প্রতারিণী।

خُبَأَةٌ (مب ، مصـ : خَبأ-ف) : । অতি গোপনীয়তা প্রবণা।

طُلَعَةٌ (مب ، مصـ : طُلُوعٌ - ف) : । অতি বিকাশপ্রিয়া।

مَطْبُوعَةٌ (مف، مؤ) : । নিবেদিতপ্রাণা, প্রস্তুত।

(ف) طَبْعًا : । প্রস্তুত করা।

اَلْمَنْفَعَةُ : (ج) مَنَافِعُ : । উপকারিতা, উপকারী বস্তু।

مِطْوَاعَةٌ (مب ، مصـ : طَوْعٌ - ن) : । বিশেষ অনুগত, -তা।

اَلضِّيقُ : । সংকট, অভাব।

اَلضِّيقُ (ض) مصـ : । সংকীর্ণ হওয়া।

اَلسَّعَةُ : । প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা।

اَلسَّعَةُ (س) مصـ : । প্রশস্ত হওয়া।

(إِذَا) قَطَعْتَ : । [যখন] তুমি কর্তন কর।

(ف) قَطْعًا : । কর্তন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَصَلَتْ : সে জুড়িয়ে দেয়।

(ض) وَصْلًا، صِلَةً : জুড়িয়ে দেওয়া।

(مَتٰى) فَصَلْتَ : [যখন] তুমি পৃথক করে দাও।

(ض) فَصْلًا : পৃথক করা।

اِنْفَصَلَتْ : সে পৃথক হয়ে যায়।

(اِنْفِعَال) اِنْفِصَالًا : পৃথক হওয়া।

طَالَمَا : অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে।

خَدَمَتْ : সে খেদমত করে।

(ض) خِدْمَةً : খেদমত করা।

جَمَّلَتْ : সে সুচারুরূপে [খেদমত] আঞ্জাম দেয়।

(تَفْعِيْل) تَجْمِيْلًا : সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া।

جَنَتْ : সে অপরাধ করে বসে।

(ض) جِنَايَةً : অপরাধ করা।

آلَمَتْ : সে কষ্ট দেয়।

(اِفْعَال) اِيْلَامًا : কষ্ট দেওয়া।

مَلْمَلَتْ : অস্থির করে তোলে।

(فَعْلَلَة) مَلْمَلَةً : অস্থির করে তোলা।

اَلْفَتٰى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فِتْوَةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : যুবক, কিশোর, ভৃত্য, দানশীল।

اِسْتَخْدَمَ : খেদমতগার চাইল, ব্যবহারের জন্য চাইল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْدَامًا : ব্যবহার করা। ব্যবহরের জন্য চাওয়া।

غَرَضٌ : (ج) أَغْرَاضٌ : উদ্দেশ্য, প্রয়োজন।

غَرِضَ (س) مصـ : আগ্রহী হওয়া।

أَخْدَمْتُ : খেদমতগার দিলাম, খেদমতের জন্য দিলাম।

(اِفْعَال) اِخْدَامًا : খেদমতগার দেওয়া। খেদমতের জন্য দেওয়া।

بِلَا : ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ছাড়া।

عِوَضٌ : (ج) أَعْوَاضٌ : বিনিময়।

يَجْتَنِىْ : ফল চয়ন করবে, উপকৃত হবে।

(اِفْتِعَال) اِجْتِنَاءً : ফল চয়ন করা।

نَفْعٌ : উপকার, ফায়দা।

نَفَعَ (ف) مصـ : উপকার করা।

لَا يُكَلِّفُ : সে কষ্ট দেবে না।

(تَفْعِيْل) تَكْلِيْفًا : কষ্ট দেওয়া।

وُسْعٌ : শক্তি, সামর্থ্য, সাধ্য।

اِلَّا وُسْعَهَا : তার সাধ্যের বাইরে, তার সাধ্যের অধিক।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : وَتُسْقٰى وَلٰكِنْ مِنْ غَيْرِ حِيَاضٍ :

مِنْ غَيْرِ حِيَاضٍ এটা تُسْقٰى -এর সাথে مُتَعَلِّق হবে। لٰكِنْ এটা اِسْتِدْرَاك -এর জন্য তারকীবে কিছুই হবে না।

قَوْلُهٗ : طَالَمَا خَدَمَتْكَ فَجَمَّلَتْ :

طَالَ ফেয়েল مَا মাসদারিয়া, তার পর উল্লিখিত জুমলা মাসদার হয়ে طَالَ -এর ফায়েল, আর فَجَمَّلَتْ -এর فَا টা تَرْتِيْب যে রকম خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ -এর মধ্যে হয়েছে। এবং جَمَّلَتْ ভিন্ন جُمْلَه।

قَوْلُهٗ : لَا يُكَلِّفُهَا اِلَّا وُسْعَهَا :

এখানে اَلْمُسْتَثْنٰى الْمُفَرَّغ হয়েছে। মূল ইবারত ছিল لَا يُكَلِّفُهَا شَيْئًا اِلَّا وُسْعَهَا এখানে شَيْئًا শব্দটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর وُسْعَهَا হলো مُسْتَثْنٰى, অতঃপর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এবং مُسْتَثْنٰى মিলে لَا يُكَلِّفُ -এর مَفْعُوْل بِهٖ।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : عَلٰى اَنْ يَجْتَنِىَ نَفْعَهَا :

এখানে نَفْع কে ثَمَر [ফল]-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّه উল্লেখিত এবং مُشَبَّه بِهٖ মাহযূফ হওয়ায় اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة হয়েছে। আর ফল এর জন্য ثَابِت করা اِجْتِنَاء তা এখানে مُشَبَّه -এর জন্য مُنَاسِب হয়েছে অতএব يَجْتَنِىَ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَرْشِيْحِيَّه হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَأَوْلَجَ فِيْهَا مَتَاعَهُ، وَأَطَالَ بِهَا اِسْتِمْتَاعَهُ، ثُمَّ أَعَادَهَا إِلَيَّ وَقَدْ أَفْضَاهَا، وَبَذَلَ عَنْهَا قِيْمَةً لَا أَرْضَاهَا، فَقَالَ الْحَدَثُ: أَمَّا الشَّيْخُ فَأَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا، وَأَمَّا الْإِفْضَاءُ فَفَرَطَ عَنْ خَطَا، وَقَدْ رَهَنْتُهُ، عَنْ أَرْشِ مَا أَوْهَنْتُهُ، مَمْلُوْكًا لِيْ مُتَنَاسِبَ الطَّرْفَيْنِ، مُنْتَسِبًا إِلَى الْقَيْنِ، نَقِيًّا مِنَ الدَّرَنِ وَالشَّيْنِ، يُقَارِنُ مَحَلُّهُ سَوَادَ الْعَيْنِ.

অনুবাদ : সুতরাং সে তার ভেতরে তার সম্বল প্রবেশ করাল এবং দীর্ঘ সময় তার দ্বারা উপকৃত হলো অতঃপর সে আমাকে বাঁদীটি ফেরত দিল; এমতাবস্থায় যে, সে বাঁদীটির দু'দ্বার এক করে ফেলেছে। সে তার বিনিময়ে এটুকু মূল্য দিয়েছে, যাতে আমি সন্তুষ্ট নই। উত্তরে যুবক বলল, বৃদ্ধ লোকটি কিন্তু বন কপোতের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। তবে দু'দ্বার একত্র করার বিষয়টি ভুলবশত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যা নষ্ট করেছি তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার কাছে আমি আমার একটি গোলাম বন্ধক দিয়েছি, যার দু'দিক সমান এবং কর্মকার গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ময়লা ও কলঙ্ক থেকে পরিচ্ছন্ন। তার স্থান চোখের পুতলের নিকটবর্তী।

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَوْلَجَ فِيْهَا সুতরাং সে তার ভেতরে প্রবেশ করাল مَتَاعَهُ তার সম্বল وَأَطَالَ بِهَا اِسْتِمْتَاعَهُ এবং দীর্ঘ সময়ম তার দ্বারা উপকৃত হলো ثُمَّ أَعَادَهَا إِلَيَّ অতঃপর সে আমাকে বাঁদীটি ফেরত দিল وَقَدْ أَفْضَاهَا এমতাবস্থায় যে, সে বাঁদীটির দু'দ্বার এক করে ফেলেছে وَبَذَلَ عَنْهَا সে বাঁদীটির বিনিময় দিয়েছে قِيْمَةً এতটুকু মূল্য لَا أَرْضَاهَا যাতে আমি সন্তুষ্ট নই فَقَالَ الْحَدَثُ উত্তরে যুবকটি বলল أَمَّا الشَّيْخُ বৃদ্ধ লোকটি কিন্তু أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا বন-কপোতের চেয়ে অধিক সত্যবাদী وَأَمَّا الْإِفْضَاءُ তবে দু'দ্বার একত্র করার বিষয়টি فَفَرَطَ عَنْ خَطَا ভুলবশতঃ হয়ে গেছে قَدْ رَهَنْتُهُ আমি তার কাছে বন্ধক রেখেছি عَنْ أَرْشِ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ مَا أَوْهَنْتُهُ যা আমি নষ্ট করেছি مَمْلُوْكًا لِيْ আমার একটি গোলাম مُتَنَاسِبَ الطَّرْفَيْنِ যার দু'দিক সমান مُنْتَسِبًا إِلَى الْقَيْنِ এবং কর্মকার গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত نَقِيًّا পরিচ্ছন্ন مِنَ الدَّرَنِ وَالشَّيْنِ ময়লা ও কলঙ্ক থেকে يُقَارِنُ مَحَلُّهُ তার স্থান নিকটবর্তী سَوَادَ الْعَيْنِ চোখের পুতল।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَوْلَجَ : প্রবিষ্ট করাল, প্রবেশ করাল।

(إِفْعَال) إِيْلَاجًا : প্রবেশ করানো।

مَتَاعٌ : (ج) أَمْتِعَةٌ، (جج) أَمَاتِعُ، أَمَاتِيْعُ : স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্যান্য সহায়-সম্পদ, কিছুটা উপকৃত হওয়ার মতো বস্তু।

أَطَالَ : দীর্ঘায়িত করল, দীর্ঘ করল।

(إِفْعَال) إِطَالَةً : দীর্ঘ করা।

اِسْتِمْتَاعٌ (اِسْتِفْعَال) مص : দীর্ঘ সময় উপকৃত হওয়া, উপভোগ করা।

أَعَادَ : সে ফেরত দিল।

(إِفْعَال) إِعَادَةً : ফেরত দেওয়া।

أَفْضَى : প্রশস্ত করে ফেলেছে, দু'দ্বার এক করে ফেলেছে।

(إِفْعَال) إِفْضَاءً : প্রশস্ত করা। দু'দ্বার এক করা।

بَذَلَ : ব্যয় করেছে, বিনিময়ে দিয়েছে।

(ن) بَذْلًا -عَنْهَا : ব্যয় করা। বিনিময় দেওয়া।

قِيْمَةٌ : (ج) قِيَمٌ : মূল্য, দাম, মূল্যমান।

لَا أَرْضَى : আমি সন্তুষ্ট নই।

(س) رِضًى، رِضْوَانًا : সন্তুষ্ট হওয়া।

اَلْحَدَثُ : (ج) أَحْدَاثٌ، حُدْثَانٌ : যুবক, কিশোর।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، مَشِيْخَةٌ، مَشْيَخَةٌ : বয়ঃবৃদ্ধ, উস্তাদ, নেতা, মনীষী।

أَصْدَقُ (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : অধিক সত্যবাদী।

(ن) صِدْقًا : সত্যব বলা।

(ج) قَطًا، قَطَوَاتٌ، قَطَيَاتٌ، (و) اَلْقَطَاةُ : কবুতরের মতো এক প্রকার পাখি। বন কপোত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْإِفْضَاءُ (إِفْعَال) مصـ : প্রশস্ত করা, দু'দ্বার এক করা।

فَرَطَ (ن) فُرُوطًا : আকস্মিকভাবে হয়ে গেছে।

خَطَا (س) مصـ (مُخَفَّفٌ مِنْ خَطَإٍ) ভুল করা।

خَطَا : ভুল।

(قَدْ) رَهَنْتُ : আমি বন্ধক দিয়েছি।

(ف) رَهْنًا : বন্ধক দেওয়া।

أَرْشٌ (ج) أُرُوشٌ : দিয়ত, ক্ষতিপূরণ।

أَوْهَنْتُ : ক্ষতি করেছি, নষ্ট করেছি।

(إِفْعَال) إِيهَانًا : ক্ষতি করা। নষ্ট করা।

مَمْلُوكٌ (مف. مذ. مصـ: مُلْكٌ-ض) : গোলাম, ভৃত্য, ক্রীতদাস।

مُتَنَاسِبٌ (فا. مذ) : সমান, সমপর্যায়ভুক্ত।

(تَفَاعُل) تَنَاسُبًا : সমান হওয়া।

(تث) طَرَفَيْنِ، (و) طَرَفٌ، (ج) أَطْرَافٌ : দিক, পার্শ্ব, কেনারা, শেষ সীমা।

مُنْتَسِبٌ (فا. مذ) : সম্পর্কযুক্ত, সম্পৃক্ত।

اَلْقَيْنُ :(ج) قِيَانٌ، قُيُونٌ، أَقْيَانٌ : ভৃত্য। কর্মকার। কারিগর।

نَقِيٌّ : (صف. مذ)(ج) نِقَاءٌ، أَنْقِيَاءُ نُقَوَاءُ : পরিচ্ছন্ন।

(س) نَقَاوَةً : পরিচ্ছন্ন হওয়া।

اَلدَّرَنُ : (ج) أَدْرَانٌ : ময়লা।

اَلدَّرَنُ (س) مصـ : ময়লা হওয়া।

اَلشَّيْنُ : কলঙ্ক।

اَلشَّيْنُ (ض) مصـ : কলঙ্কিত করা।

يُقَارِنُ : মিলিত হয়, নিকটবর্তী হয়।

(مُفَاعَلَة) مُقَارَنَةً ، قِرَانًا : মিলিত হওয়া।

مَحَلٌّ : (ج) مَحَالٌّ : অবতরণস্থল, জায়গা।

سَوَادٌ : (ج) أَسْوِدَةٌ ،(جج) أَسَاوِدُ : কালো, অস্তিত্ব।

اَلْعَيْنُ : (ج) عُيُونٌ، أَعْيُنٌ : চোখ, সত্তা, ব্যক্তি, স্বর্ণমুদ্রা।

سَوَادُ الْعَيْنِ : চোখের পুতুল, কালো অংশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَمَّا الشَّيْخُ فَأَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا :

এখানে মূল ইবারত ছিল مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَالشَّيْخُ أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا এখানে مَهْمَا ইসমে শর্ত يَكُنْ ফেয়েলে তাম مِنْ অতিরিক্ত شَيْءٍ ফায়েলে অতঃপর জুমলা হয়ে شَرْط আর اَلشَّيْخُ মুবতাদা أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جَزَاء।

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَأَوْلَجَ فِيهِ مَتَاعَهُ :

এখানে إِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه পাওয়া গেছে। কেননা এখানে تَشْبِيه দেওয়া مَتَاع কে خَيْط এর সাথে- কে বা যিকর হয়েছে। অতএব مُشَبَّه بِه উল্লিখিত এবং মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে إِسْتِعَارَة مُصَرَّحَه হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

يُفْشِي الْإِحْسَانَ، وَيُنْشِئُ الْاِسْتِحْسَانَ، وَيُغْذِي الْإِنْسَانَ، وَيَتَحَامَى اللِّسَانَ، إِنْ سُوِّدَ جَادَ، وَإِنْ وَسَمَ أَجَادَ، وَإِذَا زُوِّدَ وَهَبَ الزَّادَ، وَمَتَى اُسْتُزِيْدَ زَادَ، لَا يَسْتَقِرُّ بِمَغْنًى، وَقَلَّمَا يَنْكِحُ إِلَّا مَثْنًى، يَسْخُو بِمَوْجُوْدِهِ، وَيَسْمُو عِنْدَ جُوْدِهِ، وَيَنْقَادُ مَعَ قَرِيْنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ طِيْنَتِهِ.

অনুবাদ : সে অনুগ্রহ ছড়ায় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে। সে চোখের পুতুলকে আহার দান করে এবং মুখ থেকে দূরে থাকে, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলে [ভিন্ন অর্থে কালো করা হলে] সে বখশিশ করে এবং যখন সে রেখা টানে তখন সে সুন্দর রেখা টানে। যখন তাকে পাথেয় সরবরাহ করা হয়, তখন সে পাথেয় বিলিয়ে দেয়। যখন তার কাছে অধিক চাওয়া হয়, তখন সে বৃদ্ধি করে দেয়। সে এক গৃহে স্থির থাকে না। সে দুই দুই জন ব্যতীত খুব কমই বিবাহ করে। সে তার কাছে থাকা সম্পদ দান করে এবং দানের সময় সে উন্নত হয়ে যায়। সে তার স্ত্রীর অনুগত থাকে, যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : يُفْشِي الْإِحْسَانَ সে অনুগ্রহ ছড়ায় وَيُنْشِئُ الْاِسْتِحْسَانَ এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে وَيُغْذِي الْإِنْسَانَ সে চোখের পুতুলকে আহার দান করে وَيَتَحَامَى اللِّسَانَ মুখ থেকে দূরে থাকে إِنْ سُوِّدَ তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলে جَادَ বখশিশ করে وَإِنْ وَسَمَ যখন সে রেখা টানে أَجَادَ সে সুন্দর রেখা টানে وَإِذَا زُوِّدَ যখন তাকে পাথেয় সরবরাহ করা হয় وَهَبَ الزَّادَ তখন সে পাথেয় বিলিয়ে দেয় وَمَتَى اُسْتُزِيْدَ যখন তার কাছে অধিক চাওয়া হয় زَادَ তখন সে বৃদ্ধি করে لَا يَسْتَقِرُّ সে স্থির থাকে না بِمَغْنًى এক ঘরে قَلَّمَا يَنْكِحُ সে খুব কমই বিবাহ করে إِلَّا مَثْنًى দুই দুই জন ব্যতীত يَسْخُو সে দান করে بِمَوْجُوْدِهِ তার কাছে থাকা সম্পদ وَيَسْمُو এবং সে উন্নত হয়ে যায় عِنْدَ جُوْدِهِ দানের সময় وَيَنْقَادُ সে তার স্ত্রীর অনুগত থাকে مَعَ قَرِيْنَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ طِيْنَتِهِ যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُفْشِي : সে ছড়ায়, প্রসার করে।

(إِفْعَال) إِفْشَاءً : ছড়ানো, প্রসার করা।

اَلْإِحْسَانُ : অনুগ্রহ।

اَلْإِحْسَانُ (إِفْعَال) مصـ : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা।

يُنْشِئُ : সে সৃষ্টি করে।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

اَلْاِسْتِحْسَانُ : সৌন্দর্যজ্ঞান।

اَلْاِسْتِحْسَانُ (اِسْتِفْعَال) مصـ : সুন্দর মনে করা।

يُغْذِي : সে আহার দান করে।

(إِفْعَال) إِغْذَاءً : আহার দেওয়া।

اَلْإِنْسَانُ : (ج) أَنَاسِيُّ، أَنَاسِيَةٌ، أَنَاسٌ : মানুষ, চোখের পুতুল।

يَتَحَامَى : বেঁচে থাকে, দূরে থাকে।

(تَفَاعُل) تَحَامِيًا : দূরে থাকা।

اَللِّسَانُ : (ج) أَلْسُنٌ، أَلْسِنَةٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : ভাষা, জিভ, মুখ।

(إِنْ) سُوِّدَ (مج، تَفْعِيْل) تَسْوِيْدًا : (যদি) তাকে নেতা বানিয়ে দেওয়া হয়, (যদি) তাকে কালো করা হয়।

جَادَ (ن) جُوْدًا - عَلَيْهِ : সে বখশিশ করে।

(إِنْ) وَسَمَ : [যদি] সে রেখা টানে চিহ্নিত করে।

(ض) وَسْمًا، سِمَةً : চিহ্নিত করা।

أَجَادَ : সে সুন্দরভাবে করে, ভালোভাবে করে।

(إِفْعَال) إِجَادَةً : সুন্দরভাবে করা।

إِذَا زُوِّدَ (مج، تَفْعِيْل) تَزْوِيْدًا : [যখন] তাকে পাথেয় দেওয়া হয়।

وَهَبَ : সে দিয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়।

(ف) وَهْبًا، هِبَةً : বিলিয়ে দেওয়া।

اَلزَّادُ : (ج) أَزْوِدَةٌ، أَزْوَادٌ : পাথেয়, সফরের সম্বল।

(مَتَى) أُسْتَزِيدُ (مج) : [যখন] তার কাছে অধিক চাওয়া হয়।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِزَادَةً : অধিক চাওয়া।

زَادَ (ض) زِيَادَةً ، مَزِيدًا : সে বৃদ্ধি করে দেয়।

لَا يَسْتَقِرُّ : সে স্থির থাকে না।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقْرَارًا : স্থির থাকা।

مَغْنًى : (ج) مَغَانٍ (مَادَّه : غَنْيٌ) : বাড়ি, মনযিল।

قَلَّمَا (قَلَّ: فِعْلُ مَاضٍ-ض، بَعْدَهٗ مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْكَافَّةٌ) : কমই হয়।

يَنْكِحُ : সে বিবাহ করে।

(ف،ض) نَكْحًا ، نِكَاحًا : বিবাহ করা।

مَثْنَى وَثُنَاءُ : দুই দুই।

اَلْمَثْنَى : (ج) مَثَانِي : আয়াত।

يَسْخُو : সে দান করে, দানশীল হয়।

(ن) سَخًا ، سَخَاءً : দান করা।

مَوْجُودٌ (مف،مذ،مصـ: وُجُودٌ-ض) : বিদ্যমান, কাছে থাকা বস্তু।

يَسْمُو : সে উন্নত হয়, -হয়ে যায়, বুলন্দ হয়।

(ن) سُمُوٌّ : উঁচু হওয়া, বুলন্দ হওয়া।

جُوْدٌ : দান, বখশিশ।

جُوْدٌ (ن) مصـ : দান করা।

يَنْقَادُ : (اِنْفِعَال) اِنْقِيَادًا : সে অনুগত হয়, - থাকে।

قَرِيْنَةٌ : (ج) قَرَائِنُ : স্ত্রী, সঙ্গিনী, ইঙ্গিত।

(وَإِنْ) لَمْ تَكُنْ : [যদিও] সে নয়।

طِيْنَةٌ : কাদা, স্বাভাব-চরিত্র, জাত।

বালাগাত

قَوْلُهٗ : يُغْذِي الْإِنْسَانَ :

এখানে চোখের পুতুলকে পেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مُشَبَّه بِه মাহযুফ রয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَة مَكْنِيَّه হয়েছে। পেটের জন্য غِذَاء লাজেম তাই يُغْذِي -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَخْيِيلِيَّه পাওয়া গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيُسْتَمْتَعُ بِزِيْنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ فِيْ لِيْنَتِهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْقَاضِيْ : إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا ، وَإِلَّا فَبِيْنَا ، فَابْتَدَرَ الْغُلَامُ، وَقَالَ :

أَعَارَنِيْ إِبْرَةً لِأَرْفُوَ أَطْمَارًا *
عَفَاهَا الْبِلٰى وَسَوَّدَهَا
فَانْخَرَمَتْ فِيْ يَدِيْ عَلٰى خَطَأٍ *
مِنِّيْ لَمَّا جَذَبْتُ مِقْوَدَهَا
فَلَمْ يَرَ الشَّيْخُ أَنْ يُسَامِحَنِيْ *
بِأَرْشِهَا إِذْ رَأٰى تَأَوُّدَهَا
بَلْ قَالَ : هَاتِ إِبْرَةً تُمَاثِلُهَا *
أَوْ قِيْمَةً بَعْدَ أَنْ تُجَوِّدَهَا

অনুবাদ : তার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, যদিও তার নম্রতার আশা করা যায় না। তখন বিচারক তাদেরকে বললেন, হয়তো তোমরা সুস্পষ্ট করে বল, না হয় এখান থেকে চলে যাও। তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল : [কবিতার অনুবাদ-] "সে আমাকে একটি সুঁই ধার দিয়েছে, আমার পুরোনো কাপড় রিপু করার জন্য, যাকে পুরানত্ব জীর্ণ ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে। অতঃপর যখন আমি সেই সুঁইয়ের সুতা টান দিয়েছি, তখন আমার অসতর্কতা হেতু আমার হাতে সুঁইটির গোড়া ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি যখন সুইটি ভাঙ্গা দেখল তখন সে তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে চাইল না; বরং সে বলল, তুমি তার অনুরূপ একটি সুঁই নিয়ে এসো, অথবা এর উত্তম বিনিময় দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُسْتَمْتَعُ উপভোগ করা যায় بِزِيْنَتِهِ তার সৌন্দর্য وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ যদিও আশা করা যায় না فِيْ لِيْنَتِهِ তার নম্রতার فَقَالَ لَهُمَا الْقَاضِيْ তখন বিচারক তাদেরকে বললেন إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا হয়ত তোমরা সুস্পষ্ট করে বল وَإِلَّا فَبِيْنَا না হয় এখান থেকে চলে যাও فَابْتَدَرَ الْغُلَامُ وَقَالَ তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল أَعَارَنِيْ যে আমাকে ধার দিয়েছে إِبْرَةً একটি সুঁই لِأَرْفُوَ রিপু করার জন্য أَطْمَارًا আমার পুরোনো কাপড় عَفَاهَا যাকে জীর্ণ করে দিয়েছে الْبِلٰى পুরানত্ব وَسَوَّدَهَا ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে فَانْخَرَمَتْ অতঃপর সুঁইটির গোঁড়া ভেঙ্গে গেছে فِيْ يَدِيْ আমার হাতে عَلٰى خَطَإٍ مِنِّيْ আমার অসতর্কতা হেতু لَمَّا جَذَبْتُ যখন আমি টান দিয়েছি مِقْوَدَهَا সে সুঁইয়ের সুতা فَلَمْ يَرَ الشَّيْخُ কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি চাইল না أَنْ يُسَامِحَنِيْ আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে بِأَرْشِهَا তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে إِذْ رَأٰى تَأَوُّدَهَا যখন সে সুঁইটি ভাঙ্গা দেখল بَلْ قَالَ বরং সে বলল هَاتِ তুমি নিয়ে এসো إِبْرَةً تُمَاثِلُهَا তার অনুরূপ একটি সুঁই أَوْ قِيْمَةً بَعْدَ أَنْ تُجَوِّدَهَا অথবা তুমি এর উত্তম বিনিময় দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسْتَمْتَعُ (مج) : উপভোগ করা যায়।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِمْتَاعًا : উপভোগ করা।
زِيْنَةٌ : সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা, সাজগোজ।
(وَ إِنْ) لَمْ يُطْمَعْ (مج) : [যদিও] লোভ করা যায় না, আশা করা যায় না।
(ف) طَمْعًا : লোভ করা। স্পষ্ট করে বলা।
لِيْنَةٌ : নম্রতা, কমনীয়তা।

لِيْنَةٌ (ض) مصـ : নরম হওয়া।
اَلْقَاضِيْ : (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।
تُبَيِّنَا : তোমরা [উভয়ে] স্পষ্ট করে বল।
(إِفْعَال) إِبَانَةً : স্পষ্ট করা। স্পষ্ট করে বলা।
بِيْنَا : তোমরা [উভয়ে] পৃথক হয়ে যাও। চলে যাও।
(ض) بَيْنًا، بُيُوْنًا، بَيْنُوْنَةً - عَنْهُ : পৃথক হওয়া।
اِبْتَدَرَ : সে দ্রুত অগ্রসর হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(اِفْتِعَال) اِبْتِدَارًا : দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

اَلْغُلَامُ : (ج) غِلْمَانٌ، غِلْمَةٌ، أَغْلِمَةٌ : যুবক, কিশোর, চাকর, ক্রীতদাস।

أَعَارَ : সে ধার দিয়েছে।

(اِفْعَال) إِعَارَةً : ধার দেওয়া।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبَرٌ، إِبَارٌ، إِبَرَاتٌ : সুঁই। দংশন। চুগলখুরি।

لِ أَرْفُوَ : আমার রিপু করার জন্য।

(ن) رَفْوًا : রিপু করা। সেলাই করা।

(ج) أَطْمَارٌ، (و) طِمْرٌ : পুরানো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র।

عَفَا : পরিবর্তন করে দিয়েছে, [জীর্ণ করে দিয়েছে]।

(ن) عَفْوًا : নষ্ট করে দেওয়া।

اَلْبِلٰى : পুরানত্ব।

اَلْبِلٰى (س) مص : পুরানো হওয়া।

سَوَّدَ : কালো বা ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে।

(تَفْعِيل) تَسْوِيْدًا : কালো বা ময়লাযুক্ত করা।

اِنْخَرَمَتْ : সূঁইয়ের গোড়া ভেঙ্গে গেছে।

(اِنْفِعَال) اِنْخِرَامًا- اَلْإِبْرَةُ : সূঁইয়ের গোড়া ভেঙ্গে যাওয়া।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, শক্তি, ক্ষমতা।

عَلٰى خَطَإٍ : অসতর্কতা হেতু।

خَطَأٌ (س) مص : ভুল করা।

(لَمَّا) جَذَبْتُ : [যখন] আমি টান দিয়েছি।

(ض) جَذْبًا : টান দেওয়া।

مِقْوَدٌ (اِسْم آلَة) (ج) مَقَاوِدُ : যে রশি। জন্তুর গলায় বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুঁইয়ের সুতা।

لَمْ يَرَ : মনস্থ করল না. [চাইল না]।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : মনে করা। ইচ্ছা করা। দেখা।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَةٌ، شِيْخَانٌ، مَشْيَخَةٌ، مَشِيْخَةٌ، مَشْيُخَةٌ، (جج) مَشَايِخُ ، أَشَايِيْخُ : বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। নেতা। আলিম। মনীষী।

يُسَامِحُ : উদারতা প্রদর্শন করে, -করবে।

(تَفَاعُل) تَسَامُحًا : উদারতা প্রদর্শন করা।

أَرْشٌ : (ج) أُرُوْشٌ : ক্ষতিপূরণ। দিয়ত। আংশিক দিয়ত।

(إِذْ) رَأَى (ف) رَأْيًا : [যখন] সে দেখল।

تَأَوُّدٌ : বক্রতা, বিনষ্ট।

تَأَوُّدٌ (تَفَعُّل) مص : বক্র হওয়া।

هَاتِ : নিয়ে এসো, উপস্থিত কর।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبَرٌ، إِبَارٌ، إِبَرَاتٌ : সূঁই। দংশন।

تَمَاثَلَ : অনুরূপ হয়।

(مُفَاعَلَة) مُمَاثَلَةً : সমান/ সমরূপ হওয়া।

قِيْمَةٌ : (ج) قِيَمٌ : মূল্য, বিনিময়।

تُجَوِّدُ : তুমি উত্তম কর, উৎকৃষ্ট কর।

(تَفْعِيل) تَجْوِيْدًا : উত্তমভাবে করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاعْتَاقَ مِيْلِي رَهْنًا لَدَيْهِ، وَنَا * هِيكَ بِهَا سُبَّةً، تَزَوَّدَهَا
فَالْعَيْنُ مَرْهِيِّ لِرَهْنِهِ، وَيَدِيْ * تَقْصُرُ عَنْ أَنْ تَفُكَّ مِرْوَدَهَا
فَاسْبُرْ بِذَا الشَّرْحِ غَوْرَ مَسْكَنَتِي * وَارْثِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَهَا
فَأَقْبَلَ الْقَاضِيْ عَلَى الشَّيْخِ ، وَقَالَ : إِيْهِ بِغَيْرِ تَمْوِيْهٍ، فَقَالَ :
أَقْسَمْتُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمَنْ * ضَمَّ مِنَ النَّاسِكِيْنَ خَيْفُ مِنًى

অনুবাদ : এবং সে তার কাছে আমার একটি সুরমাশলা বন্ধক স্বরূপ আটক রেখেছে। বৃদ্ধ লোকটি যে কলঙ্কজনক পন্থা অবলম্বন করেছে তা আপনাকে [তার অন্য কোনো কলঙ্কজনক দোষ খুঁজতে] বারণ করবে। সুতরাং শলাটি বন্ধক থাকায় আমার চক্ষু সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। আর সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে আমার হস্ত অক্ষম। অতএব আপনি এই বিবরণ থেকে আমার অভাবের তীব্রতা অনুমান করুন এবং যে এরূপ অভাবে অভ্যস্ত নয়, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন।" অতঃপর বিচারক বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, তুমি অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও। তখন সে বলল, [কবিতার অনুবাদ-] আমি পবিত্র হজের স্থানের এবং যে সব হাজীদেরকে মিনার খাইফ নামক স্থান একত্র করেছে তাদের কসম করে বলছি :

শাব্দিক অনুবাদ : وَاعْتَاقَ এবং সে আটক রেখেছে مِيْلِي আমার একটি সুরমাশলা رَهْنًا বন্ধক لَدَيْهِ তার কাছে نَاهِيْكَ আপনাকে বারণ করবে بِهَا سُبَّةً যে কলঙ্কজনক পন্থা تَزَوَّدَهَا বৃদ্ধ লোকটি অবলম্বন করেছে, তা فَالْعَيْنُ সুতরাং [আমার] চক্ষু مَرْهِيِّ সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত لِرَهْنِهِ শলাকাটি বন্ধক থাকায় وَيَدِيْ تَقْصُرُ আমার হস্ত অক্ষম عَنْ أَنْ تَفُكَّ مِرْوَدَهَا সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে فَاسْبُرْ আপনি অনুমান করুন بِذَا الشَّرْحِ এই বিবরণ থেকে غَوْرَ مَسْكَنَتِي আমার অভাবের তীব্রতা وَارْثِ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করুন لِمَنْ তার প্রতি لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَهَا যে এরূপ অভাবে অভ্যস্ত নয় فَأَقْبَلَ الْقَاضِيْ অতঃপর বিচারক অভিমুখী হলেন عَلَى الشَّيْخِ বৃদ্ধ লোকটির প্রতি وَقَالَ এবং বললেন إِيْهِ আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও بِغَيْرِ تَمْوِيْهٍ অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে فَقَالَ তখন সে বলল أَقْسَمْتُ আমি কসম করে বলছি بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ পবিত্র হজের স্থানের وَمَنْ ضَمَّ এবং যাদের একত্রিত করেছে তাদের مِنَ النَّاسِكِيْنَ হাজীদের থেকে خَيْفُ مِنًى মিনার খাইফ নামক স্থান।

শব্দ বিশ্লেষণ

(نَاهٍ) نَاهِيْ (فا، مذ) (ج) نُهَاةٌ : বারণকারী, বিরতকারী।
(ف) نَهْيًا - ، عَنْ كَذَا : বারণ করা। নিষেধ করা।
سُبَّةٌ : কলঙ্কজনক দোষ। -অভ্যাস। কলঙ্ক। লজ্জা।
تَزَوَّدَ : পাথেয় গ্রহণ করেছে, [অবলম্বন করেছে]।
(تَفَعُّل) تَزَوُّدًا : পাথেয় গ্রহণ করা।
اَلْعَيْنُ : (ج) عُيُوْنٌ ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, নয়ন।

إِعْتَاقَ : আটক রেখেছে।
(اِفْتِعَال) اِعْتِيَاقًا (ماده :عوق) : আটক রাখা।
مِيْلٌ : (ج) أَمْيَالٌ، أَمْيُلٌ ، مُيُوْلٌ : সুরমাশলা।
رَهْنٌ : (ج) رِهَانٌ ، رُهُوْنٌ ، رُهُنٌ : বন্ধক।
رَهْنٌ (ف) مصـ : বন্ধক রাখা।
لَدَيْهِ : তার নিকটে, তার কাছে।
لَدَى : নিকটে, কাছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَرْهَى (صف، مذ) : সুরমা ব্যবহার করতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত।

(س) مَرِهًا - عَيْنُهُ : সুরমা ব্যবহার করতে না পারায় চোখের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য।

تَقْصُرُ (ن) قُصُورًا، (ك) قِصَرًا، قَصَارَةً : অক্ষম হচ্ছে।

(أَنْ) تَفُكَّ : মুক্ত করতে, দায়মুক্ত করতে।

(ن) فَكًّا، فِكَاكًا : মুক্ত করা।

مِرْوَدٌ (اِسْم أَلَة) (ج) مَرَاوِدُ : সুরমাশলা।

(ن) رَوْدًا، رِيَادًا - الشَّيْءَ : খোঁজ করা। তালাশ করা।

اُسْبُرْ : আপনি অনুমান করুন।

(ن، ض) سَبْرًا : অনুমান / যাচাই করা।

ذَا (اِسْم إِشَارَة) : এই।

اَلشَّرْحُ : (ج) شُرُوحٌ : ব্যাখ্যা, বিবরণ।

اَلشَّرْحُ (ف) مصـ : ব্যাখ্যা করা।

غَوْرٌ : গভীরতা, গর্ত [তীব্রতা]।

غَوْرٌ (ن) مصـ : নিচে নেমে যাওয়া, নিচের দিকে যাওয়া।

مَسْكَنَةٌ (ماده :سكن) : দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, দুর্বলতা।

أُرْثُ : আপনি শোক/সহানুভূতি প্রকাশ করুন।

(ن) رَثْوًا، (ض) رَثْيًا، رِثَاءً : শোক প্রকাশ করা।

لَمْ يَكُنْ (ن) كَوْنًا : হয়নি, ছিল না।

لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَ : অভ্যস্ত হয়নি, -ছিল না।

تَعَوَّدَ : অভ্যস্ত হয়েছে।

(تَفَعُّل) تَعَوُّدًا : অভ্যস্ত হওয়া।

أَقْبَلَ : অভিমুখী হলো।

(إفعال) إِقْبَالًا : অভিমুখী হওয়া।

اَلْقَاضِي : (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

إِيهِ (اِسْم فِعْل لِلْاِسْتِزَادَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْهُودٍ، وَإِذَا نَوَّنَهَا كَانَتْ لِلْاِسْتِزَادَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ مَا) : আরো কিছু বল, কর, -শুনাও।

কখনও চুপ করানো বা বারণ করানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ হয় : حَسْبُكَ কখনও এ অর্থে مَنْصُوب রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : إِيهًا لَا تُحَدِّثْ

تَمْوِيهٌ (تَفْعِيل) مصـ : নিকেল করা, অসত্যের প্রলেপ দেওয়া।

أَقْسَمْتُ : আমি কসম করেছি, -করে বলছি।

(إفعال) إِقْسَامًا : কসম করা।

اَلْمَشْعَرُ : (ج) مَشَاعِرُ : প্রতীক, নির্দশন, হজের কর্মাদি সম্পাদনের স্থানসমূহ।

اَلْحَرَامُ : (ج) حُرُمٌ : অবৈধ, হারাম, পবিত্র, সম্মানিত।

ضَمَّ : একত্র করেছে, জড়ো করেছে।

(ن) ضَمًّا : একত্র করা। জড়ো করা।

اَلنَّاسِكُ (فا، مذ) (ج) نُسَّاكٌ : ইবাদতকারী, হজ সম্পাদনকারী।

(ن) نُسْكًا، نُسُوكًا - الرَّجُلُ : ইবাদতকারী হওয়া। হজ সম্পাদন করা।

خَيْفٌ : মিনায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

مِنًى : মক্কায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَوْ سَاعَفَتْنِى الْأَيَّامُ لَمْ تَرَنِى * مُرْتَهِنًا مِيْلَهُ الَّذِى رَهَنَا
وَلَا تَصَدَّيْتُ أَبْتَغِى بَدَلًا * مِنْ إِبْرَةٍ غَالَهَا، وَلَا ثَمَنَا
لٰكِنَّ قَوْسَ الْخُطُوْبِ تَرْشُقُنِى * بِمُصْمِيَاتٍ مِنْ هٰهُنَا، وَهُنَا
وَخُبْرُ حَالِى كَخُبْرِ حَالَتِهِ * ضُرًّا، وَبُؤْسًا، وَغُرْبَةً، وَضَنٰى
قَدْ عَدَلَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا فَأَنَا * نَظِيْرُهُ فِى الشَّقَاءِ، وَهُوَ أَنَا

অনুবাদ : যদি যুগ আমার সহায়তা করত তবে অবশ্য আমাকে তার শলাটি বন্ধক রাখতে দেখতেন না, যা সে বন্ধক দিয়েছে এবং আমি সেই সুঁইয়ের বিনিময় চেয়ে বেড়াতাম না, যা সে নষ্ট করেছে এবং মূল্যও চাইতাম না। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার ধনুক এদিক-ওদিক থেকে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। দুঃখ, কষ্ট, মুসাফিরত্ব ও কায়িক দুর্বলতার দিক থেকে আমার জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা তার জীবন-ধারার অভিজ্ঞতার মতো। যুগ আমাদের মাঝে সুবিচার করেছে। সুতরাং দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আমি তার মতো, আর সে আমার মতো।

শাব্দিক অনুবাদ : لَوْ سَاعَفَتْنِى যদি আমার সহায়তা করত الْأَيَّامُ যুগ لَمْ تَرَنِى তবে আপনি আমাকে দেখতেন না مُرْتَهِنًا বন্ধক গ্রহণকারী مِيْلَهُ তার শলাটি الَّذِى رَهَنَا যা সে বন্ধক দিয়েছে وَلَا تَصَدَّيْتُ أَبْتَغِى আমি খুঁজে বেড়াতাম না بَدَلًا বিনিময় مِنْ إِبْرَةٍ সেই সুঁইয়ের غَالَهَا যা সে নষ্ট করেছে وَلَاثَمَنَا এবং মূল্যও চাইতাম না لٰكِنَّ قَوْسَ الْخُطُوْبِ কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার ধনুক تَرْشُقُنِى بِمُصْمِيَاتٍ আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে مِنْ هٰهُنَا وَهُنَا এদিক-ওদিক থেকে وَخُبْرُ حَالِى আমার জীবনধারার অভিজ্ঞতা كَخُبْرِ حَالَتِهِ তার জীবনধারার অভিজ্ঞতার মতো ضُرًّا وَبُؤْسًا দুঃখ-কষ্ট وَغُرْبَةً মুসাফিরত্ব وَضَنٰى ও দুর্বলতার দিক থেকে قَدْ عَدَلَ সুবিচার করেছে الدَّهْرُ যুগ بَيْنَنَا আমাদের মাঝে فَأَنَا نَظِيْرُهُ সুতরাং অমি তার মতো فِى الشَّقَاءِ দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে وَهُوَ أَنَا আর সে আমার মতো।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) سَاعَفَتْ : [যদি] সহায়তা করত।

(مُفَاعَلَة) مُسَاعَفَةً : সহায়তা করা।

(ج) أَيَّامٌ، (و) يَوْمٌ : যুগ, কাল। দিবসসমূহ।

لَمْ تَرَ : আপনি দেখতেন না।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

مُرْتَهِنٌ (فا، مذ) : বন্ধক গ্রহণকারী।

(اِفْتِعَال) اِرْتِهَانًا – الشَّيْئَ مِنْهُ : বন্ধক নেওয়া। – بِالْأَمْرِ : কোনো বিষয়ে আবদ্ধ হওয়া।

مِيْلٌ : (ج) أَمْيَالٌ، أَمْيُلٌ، مُيُوْلٌ : সুরমাশলা, সরু কাঠি।

رَهَنَا : (اَلْأَلِفُ فِى أٰخِرِ الْفِعْلِ لِلْإِشْبَاعِ لَا لِلتَّثْنِيَةِ) : সে বন্ধক দিয়েছে।

(ف) رَهْنًا : বন্ধক দেওয়া।

لَا تَصَدَّيْتُ : আমি পেছনে দৌড়াতাম না।

(تَفَعُّل) تَصَدِّيًا لَهُ : পেছনে দৌড়ানো।

أَبْتَغِى : আমি চেয়ে, খুঁজছি, খুঁজব।

(اِفْتِعَال) اِبْتِغَاءً : চাওয়া। অন্বেষণ করা।

لَا تَصَدَّيْتُ أَبْتَغِى : আমি চেয়ে বেড়াতাম না।

بَدَلٌ : بِدْلٌ، بَدِيْلٌ : বদলা, বিনিময়, স্থলাভিষিক্ত।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبَرٌ، إِبَارٌ، إِبَرَاتٌ : সুঁই। দংশন। চোখলখুরি।

غَالَ : (ن) غَوْلًا : সে নষ্ট করেছে, ধ্বংস করেছে।

ثَمَنٌ : (ج) أَثْمَانٌ، أَثْمِنَةٌ، أَثْمُنٌ : বিক্রিত পণ্যের মূল্য। বিনিময়।

قَوْسٌ : (ج) قُسِيٌّ، أَقْوَاسٌ، قِيَاسٌ، أَقْوُسٌ، أَقْيَاسٌ : ধনুক

اَلْخُطُوبُ (و) خَطْبٌ : (ج) অপছন্দনীয় অবস্থা, দুঃখ, দুর্দশা

تَرْشُقُ : [তীর] নিক্ষেপ করছে।

(ن) رَشْقًا - بِالسَّهْمِ : তীর নিক্ষেপ করা।

(سِهَامٌ) مُصْمِيَاتٌ (فا، ج، مؤ) : প্রাণসংহারী [তীর]।

(افعال) إِصْمَاءً - اَلصَّيْدَ : প্রাণসংহারী তীর নিক্ষেপ করা।

هٰهُنَا (اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ لٰكِنَّ الْقُرْبَ فِيْهِ قَلِيْلٌ، فِيْ أَوَّلِهِ هَا التَّنْبِيْهِ) ওদিক।

هُنَا (اِسْمُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ لٰكِنَّ الْقُرْبَ فِيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلَهُ) : এদিক।

خُبْرٌ : জ্ঞান, অভিজ্ঞতা।

خُبْرٌ (ك) مصـ : কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া।

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

حَالَةٌ : (ج) حَالَاتٌ : অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

ضُرٌّ، ضَرَرٌ : (ج) أَضْرَارٌ : ক্ষতি। সংকট। দুরাবস্থা [দুঃখ]।

ضَرٌّ، ضَرَّةٌ (ن) مصـ : ক্ষতি করা। দণ্ডগ্রস্ত করা।

بُؤْسٌ : (ج) أَبْؤُسٌ : অতিশয় অভাব, তীব্র সংকট।

بُؤْسٌ (س) مصـ : অতি অভাবী হওয়া।

غُرْبَةٌ : দূরত্ব, মুসাফিরত্ব।

غُرْبَةٌ (ن) مصـ : মুসাফির হওয়া, প্রাবাসী হওয়া।

ضَنًى : দুর্বলতা।

ضَنًى (س) مصـ : অসুস্থতা হেতু দুর্বল হওয়া।

قَدْ عَدَلَ : সুবিচার করেছে, ন্যায় বিচার করেছে

(ض)عَدْلًا : সুবিচার করা

اَلدَّهْرُ : (ج) أَدْهُرٌ ، دُهُورٌ : কাল, যুগ

نَظِيْرٌ (صف، مذ، ج : نُظَرَاءُ) : মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

اَلشَّقَاءُ : দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য।

اَلشَّقَاءُ (س) مصـ : হতভাগা/ দুর্ভাগা হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا تَصَدَّيْتُ أَبْتَغِيْ بَدَلًا مِنْ إِبْرَةٍ غَالَهَا وَلَا ثَمَنًا : ضَمِيْرُ مُتَكَلِّمٍ ফায়েল لَا تَصَدَّيْتُ ফেয়েল। তার মধ্যে ضَمِيْرُ مُتَكَلِّمٍ যুলহাল। أَبْتَغِيْ ফেয়েল। তার মধ্যে ফায়েল। بَدَلًا মাউসূফ مِنْ হরফে জার। إِبْرَةٍ মাউসূফ। غَالَهَا ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউল বিহী মিলে জুমলা হয়ে إِبْرَةٍ-এর সিফাত। মাউসূফ ও সিফাত মিলে مِنْ হরফে জার-এর মাজরূর। হরফে জার ও মাজরূর মুতা'আল্লিক হয়েছে شِبْهُ فِعْلٍ বা فِعْلٍ মাহযূফের সাথে। মাহযূফ ফেয়েল বা শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতা'আল্লিক সহকারে بَدَلًا-এর সিফাত। بَدَلًا মাউসূফ তার সিফাত নিয়ে মা'তূফ আলাইহি। وَاو হরফে আত্‌ফ। لَا পূর্ববর্তী نَفِي-এর تَاكِيْد-এর জন্য। ثَمَنًا শব্দটি بَدَلًا-এর উপর মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে أَبْتَغِيْ ফেয়েলের মাফউল বিহী। أَبْتَغِيْ ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউল বিহী নিয়ে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে হাল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ فَكَّ مِرْوَدِهِ *
لَمَّا غَدَا فِي يَدَيَّ مُرْتَهَنَا
وَلَا مَجَالِي لِضِيقِ ذَاتِ يَدِي *
فِيهِ اتِّسَاعٌ لِلْعَفْوِ حِينَ جَنَى
فَهٰذِهِ قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ *
فَانْظُرْ إِلَيْنَا، وَبَيْنَنَا وَلَنَا

فَلَمَّا وَعَى الْقَاضِي قَصَصَهُمَا، وَتَبَيَّنَ خَصَاصَتَهُمَا وَتَخَصُّصَهُمَا، أَبْرَزَ لَهُمَا دِينَارًا مِنْ تَحْتِ مُصَلَّاهُ، وَقَالَ : اقْطَعَا بِهِ الْخِصَامَ وَافْصِلَاهُ.

অনুবাদ : সে তার সুরমাশলাটি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, যখন শলাটি আমার হাতে দায়বদ্ধ হয়েছে আর আমার সম্পদ-সংকটের কারণে তাকে ক্ষমা করার মতো প্রশস্ততা আমার সামর্থ্যে নেই, যখন সে অপরাধ করেছে। এই হলো আমার ও তার কাহিনী। অতএব আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের মাঝে সুবিচার করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। অতঃপর বিচারক যখন তাদের উভয়ের বিবরণ শুনলেন এবং তাদের অভাব ও বিশেষত্বের কথা ভাবলেন তখন তিনি তাদের জন্য তাঁর জায়নামাজের নিচ থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন এবং বললেন, এর দ্বারা তোমরা তোমাদের ঝামেলা চুকাও এবং এটি তোমরা বণ্টন করে নাও।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ সে ক্ষমতা রাখে না فَكَّ مِرْوَدِهِ তার সুরমা শলাটি ছাড়িয় নেওয়ার لَمَّا غَدَا যখন শলাটি হয়েছে فِي يَدَيَّ আমার হাতে مُرْتَهَنَا দায়বদ্ধ وَلَا مَجَالِي আর আমার সামর্থ্যে নেই لِضِيقِ ذَاتِ يَدِي আর আমার সম্পদ-সংকটের কারণে فِيهِ اتِّسَاعٌ لِلْعَفْوِ তাকে ক্ষমা করার মতো প্রশস্ততা حِينَ جَنَى যখন সে অপরাধ করেছে فَهٰذِهِ সুতরাং এই قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ তার ও আমার কাহিনী فَانْظُرْ إِلَيْنَا অতএব আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন وَبَيْنَنَا আমাদের প্রতি সুবিচার করুন وَلَنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন فَلَمَّا وَعَى الْقَاضِي অতঃপর বিচারক যখন শুনলেন قَصَصَهُمَا তাদের উভয়ের বিবরণ وَتَبَيَّنَ এবং ভাবলেন خَصَاصَتَهُمَا তাদের অভাবের কথা وَتَخَصُّصَهُمَا ও তাদের বিশেষত্বের কথা أَبْرَزَ لَهُمَا دِينَارًا তখন তিনি তাদের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন مِنْ تَحْتِ مُصَلَّاهُ তার জায়নামাজের নিচ থেকে وَقَالَ এবং বললেন اقْطَعَا بِهِ الْخِصَامَ এর দ্বারা তোমাদের ঝামেলা চুকাও وَافْصِلَاهُ এবং এটি তোমরা বণ্টন করে নাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَسْتَطِيعُ : (بِحَذْفِ التَّاءِ) : সে ক্ষমতা রাখে না।
(اِسْتِفْعَال) اِسْطِيَاعًا : ক্ষমতা রাখা। সামর্থ্য রাখা।
فَكٌّ (ن) مصـ : মুক্ত করা, ছাড়িয়ে নেওয়া।
مِرْوَدٌ (اِسْمُ آلَة، مصـ : رَوْدٌ-ن) (ج) مَرَاوِدُ : সুরমাশলা।
(لَمَّا) غَدَا (ن) غُدُوًّا (بِمَعْنَى صَارَ) : [যখন] হয়েছে।
يَدٌ : (ج) أَيْدٍ (جج) أَيَادٍ : হাত। ক্ষমতা। শক্তি। সাহায্য।
مُرْتَهَنٌ (مفـ. مذ. مصـ : اِرْتِهَان- اِفْتِعَال) : বন্ধকাবদ্ধ, দায়বদ্ধ।

مَجَالٌ (ظَرْف ، مصـ : جَوَلَانٌ-ن) (ج) مَجَالَاتٌ : দৌড়ের জায়গা, ময়দান, মাঠ [সামর্থ্য]।
ضِيقٌ : সংকট, অপ্রতুল।
ضِيقٌ (ض) مصـ : সংকীর্ণ হওয়া।
ذَاتُ الْيَدِ : মালিকানাভুক্ত বস্তু, সম্পদ, মাল।
اِتِّسَاعٌ : প্রশস্ততা।
اِتِّسَاعٌ (اِفْتِعَال) مصـ (مَادَّه : وَسْعٌ) : প্রশস্ত হওয়া।
الْعَفْوُ : ক্ষমা, মার্জনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْعَفْوُ (ن) مص : ক্ষমা করা।

حِيْنٌ : (ج) أَحْيَانٌ، (جع) أَحَايِيْنُ : সময়, যখন।

جَنٰى : সে অপরাধ করেছে।

(ض) جِنَايَةً : অপরাধ করা।

قِصَّةٌ : (ج) قِصَصٌ : কাহিনী, ঘটনা।

أُنْظُرْ -إِلَيْنَا : আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

(ن) نَظَرًا - إِلٰى : দেখা। লক্ষ্য করা।

أُنْظُرْ (ن) نَظَرًا- بَيْنَنَا : আমাদের মঝে সুবিচার করুন।

أُنْظُرْ (ن) نَظَرًا- لَنَا : আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

(لَمَّا) وَعٰى : [যখন] তিনি শুনলেন।

(ض) وَعْيًا : শোনা।

اَلْقَاضِىْ (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءٌ : বিচার/ ফয়সালা করা।

قَصَصٌ : বর্ণনা। কাহিনী। বিবরণ।

قَصَصٌ (ن) مص : বর্ণনা করা।

تَبَيَّنَ : তিনি চিন্তা-ভাবনা করলেন/ভাবলেন।

(تفعّل) تَبَيُّنًا : চিন্তা-ভাবনা করা।

خَصَاصَةٌ : অভাব।

خَصَاصَةٌ (س) مص : অভাবী হওয়া।

تَخَصُّصٌ : বিশেষত্ব।

تَخَصُّصٌ (تَفَعُّل) مص : বিশিষ্ট হওয়া।

أَبْرَزَ : তিনি বের করলেন।

(افعال) إِبْرَازًا : বের করা।

لَهُمَا (ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ بِالْجَارِ) : তাদের, তাদের জন্য।

(دِنَارٌ) (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা, দীনার।

تَحْتَ (ضِدُّ فَوْقَ) : নিচে, নিম্নে।

مُصَلّٰى (ظَرْف، مص : تَصْلِيَةً-تَفْعِيْل) : নামাজ পড়ার জায়গা। জায়নামাজ।

اِقْطَعَا (تث) : তোমরা [উভয়ে] সমাধান কর, [ঝামেলা] চুকাও।

(ف) قَطْعًا : সমাধান করা।

اَلْخِصَامُ : ঝামেলা, ঝগড়া।

اَلْخِصَامُ (مُفَاعَلَة) مص : ঝগড়া করা।

اِنْفَصِلَا (تث) : তোমরা [উভয়ে] পৃথক করে নাও। বন্টন করে নাও।

(ض) فَصْلًا : পৃথক করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : فَانْظُرْ إِلَيْنَا بَيْنَنَا وَلَنَا :

أُنْظُرْ ফেয়েল إِلَيْنَا তার مُتَعَلِّق اَوَّل অতঃপর بَيْنَنَا জরফ ফেয়েলে أُنْظُرْ -এর ২য় مُتَعَلِّق - لَنَا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ دُوْنَ الْحَدَثِ ، وَاسْتَخْلَصَهُ عَلٰى وَجْهِ الْجِدِّ لَا الْعَبَثِ، وَقَالَ لِلْحَدَثِ : نِصْفُهُ لِيْ بِسَهْمِ مَبَرَّتِيْ، وَسَهْمُكَ لِيْ عَنْ أَرْشِ إِبْرَتِيْ، وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيْلُ، فَقُمْ وَخُذِ الْمِيْلَ . فَعَرَا الْحَدَثَ لَمَّا حَدَثَ اكْتِئَابٌ، وَاكْفَهَرَّ عَلٰى سَمَائِهِ سَحَابٌ، فَوَجَمَ لَهُ الْقَاضِيْ، وَهَيَّجَ أَسَفَهُ عَلَى الدِّيْنَارِ الْمَاضِيْ .

অনুবাদ : অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি যুবকের আগেই স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল, মস্করার মাধ্যমে নয়। আর সে যুবকটিকে বলল, আমার দানের অংশ হিসাবে স্বর্ণমুদ্রাটির অর্ধেক আমার এবং আমার সুঁইয়ের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তোমার অংশটিও আমার । আর আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই না। অতএব তুমি উঠ এবং শলাটি নাও। সুতরাং যে ব্যাপারটি ঘটল তাতে যুবকটির অত্যন্ত দুঃখ হলো এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। এতে বিচারক দুঃখিত হলেন এবং তিনি পূর্ব প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল دُوْنَ الْحَدَثِ যুবকের আগেই وَاسْتَخْلَصَهُ عَلٰى وَجْهِ الْجِدِّ এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল لَا الْعَبَثِ মস্করার মাধ্যমে নয় وَقَالَ لِلْحَدَثِ আর সে যুবকটিকে বলল نِصْفُهُ لِيْ স্বর্ণমুদ্রাটির অর্ধেক আমার بِسَهْمِ مَبَرَّتِيْ আমার দানের অংশ হিসেবে وَسَهْمُكَ لِيْ এবং তোমার অংশটিও আমার عَنْ أَرْشِ إِبْرَتِيْ আমার সুঁইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيْلُ আর আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই না فَقُمْ অতএব তুমি উঠ وَخُذِ الْمِيْلَ এবং শলাটি নাও فَعَرَا الْحَدَثَ لَمَّا حَدَثَ اكْتِئَابٌ সুতরাং যে ব্যাপারটি ঘটল, তাতে যুবকটির অত্যন্ত দুঃখ হলো وَاكْفَهَرَّ عَلٰى سَمَائِهِ سَحَابٌ এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল فَوَجَمَ لَهُ الْقَاضِيْ এতে বিচারক দুঃখিত হলেন وَهَيَّجَ أَسَفَهُ এবং তিনি তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন عَلَى الدِّيْنَارِ الْمَاضِيْ পূর্বপ্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَلَقَّفَ : ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। দ্রুত নিয়ে নিল।

(فِعْل) تَلَقُّفًا : দ্রুত নিয়ে নেওয়া।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَةٌ ، شِيْخَانٌ : বয়ঃবৃদ্ধ। নেতা। উস্তাদ।

دُوْنَ : নিচে। উপরে। পেছনে। সামনে। ব্যতীত। পূর্বে। নিম্নমানের।

اَلْحَدَثُ (ج) أَحْدَاثٌ، حُدْثَانٌ : যুবক, কিশোর।

اِسْتَخْلَصَ : হস্তগত করে নিল।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْلَاصًا : হস্তগত করা।

وَجْهٌ (ج) وُجُوْهٌ : দিক। ইচ্ছা। নিয়ত।

عَلٰى وَجْهِ الْجِدِّ : ইচ্ছাকৃতভাবেই।

اَلْجِدُّ (ض ، ن) مص : চেষ্টা করা, বাস্তবিকভাবে করা।

عَبَثٌ : অনর্থক, অযথা মস্করা।

اَلْعَبَثُ (س) مص : রসিকতা/ খেলাধুলা করা।

نِصْفٌ : (ج) أَنْصَافٌ : যে কোনো জিনিসের অর্ধেক।

سَهْمٌ (ج) أَسْهُمٌ، سُهْمَةٌ، سُهْمَانٌ : অংশ।

سَهْمٌ : (ج) سِهَامٌ : তীর

مَبَرَّةٌ : (ج) مَبَارٌّ، مَبَرَّةٌ : দান, সদ্ব্যবহার।

مَبَرَّةٌ (ن، ض) مص : আনুগত্য করা, সদ্ব্যবহার করা।

أَرْشٌ : (ج) أُرُوْشٌ : ক্ষতিপূরণ, দিয়ত।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبَرٌ ، إِبَرَاتٌ ، إِبَارٌ : সুঁই, দংশন, চোগলখুরি।

(لَسْتُ) أَمِيْلُ (ض) مَيْلًا - عَنْهُ : আমি বিচ্যুত হই না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سَمَاءٌ : (ج) سَمَاوَاتٌ : আকাশ, উর্ধ্ব জগৎ।

سَحَابٌ : (ج) سُحُبٌ : মেঘ, ঘনঘটা।

وَجَمَ : দুঃখিত হলেন।

(ض) وَجْمًا : দুঃখিত হওয়া।

اَلْقَاضِىْ : (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

هَيَّجَ : উসকিয়ে দিলেন, নাড়া দিলেন।

(تَفْعِيْل) تَهْيِيْجًا : উস্‌কিয়ে দেওয়া। নাড়া দেওয়া।

أَسَفٌ : আক্ষেপ।

أَسَفٌ (س) مصـ : আক্ষেপ করা।

اَلدِّيْنَارُ (ج) دَنَانِيْرُ : স্বর্ণমুদ্রা, দীনার।

اَلْمَاضِىْ (فا، مذ) (ج) مَوَاضِىْ : অতীতকাল।

(ن، ض) مُضُوًّا، مُضِيًّا - الشَّيْئُ : অতীত হওয়া।

- مُضُوًّا - سَبِيْلَهُ وَلِسَبِيْلِهِ : মৃত্যুবরণ করা।

لَسْتُ (فِعْل نَاقِص) : আমি নই।

حَقٌّ : সত্য, সুবিচার।

اَلْحَقُّ، (ج) حُقُوْقٌ : অধিকার।

قُمْ : তুমি উঠ ,উঠে যাও।

(ن) قَوْمًا ، قِيَامًا : উঠা। দাঁড়ানো।

خُذْ : তুমি নাও, ধর, গ্রহণ কর।

(ن) أَخْذًا : ধরা। গ্রহণ করা।

اَلْمِيْلُ (ج) أَمْيَالٌ، أَمْيُلٌ ، مُيُوْلٌ : সুরমাশলা, কাঠি।

عَرَا : সম্মুখীন হলো, সামনে এল।

(ض) عَرْيًا : সামনে আসা।

(مَا) حَدَثَ : [যা] সংঘটিত হলো, ঘটল।

(ن) حُدُوْثًا : সংঘটিত হওয়া।

اِكْتِئَابٌ (اِفْتِعَال) مصـ : দুঃখিত/ব্যথিত হওয়া, চিন্তিত হওয়া।

اِكْفَهَرَّ (اِفْعِلَّال) اِكْفِهْرَارًا : [মেঘ] ছেয়ে গেল।

Free @ www.eilmweebly.com

إِلَّا أَنَّهُ جَبَرَ بَالَ الْفَتَى وَبَلْبَالَهُ، بِدُرَيْهِمَاتٍ رَضَخَ بِهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُمَا : اجْتَنِبَا الْمُعَامَلَاتِ، وَادْرَأَا الْمُخَاصَمَاتِ، وَلَا تَحْضُرَانِي فِي الْمُحَاكَمَاتِ، فَمَا عِنْدِي كِيسُ الْغَرَامَاتِ، فَنَهَضَ مِنْ عِنْدِهِ، فَرِحِيْنَ بِرِفْدِهِ، مُفْصِحِيْنَ بِحَمْدِهِ، وَالْقَاضِي مَا يَخْبُو ضَجَرُهُ، مُذْ بَضَّ حَجَرُهُ، وَلَا يَنْصُلُ كَمَدُهُ، مُذْ رَشَحَ جَلْمَدُهُ.

অনুবাদ : তবে তিনি আরও কয়েকটি খুচরা দিরহাম যুবকটিকে প্রদান করে তদ্দ্বারা যুবকটির অন্তর ও তার মর্মবেদনাকে প্রশমিত করলেন এবং তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা উভয়ে লেন-দেন থেকে বিরত থেকো এবং ঝগড়াঝাঁটিকে দূরে রেখো। আর তোমরা বিচার নিয়ে আমার কাছে আসবে না। কেননা আমার কাছে দণ্ড-গচ্ছার থলে নেই। অতঃপর তারা বিচারকের নিকট থেকে তার দান নিয়ে আনন্দ চিত্তে তার স্পষ্ট প্রশংসা করে উঠে গেল। আর বিচারকের প্রস্তর [প্রস্তরের মতো শক্ত হাত] বিগলিত হওয়ার পরে থেকে তার অস্থিরতা উপশমিত হচ্ছে না এবং তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا তবে أَنَّهُ جَبَرَ তিনি প্রশমিত করলেন بَالَ الْفَتَى وَبَلْبَالَهُ যুবকটির অন্তর ও তার মর্মবেদনাকে بِدُرَيْهِمَاتٍ رَضَخَ بِهَا لَهُ কয়েকটি খুচরা দিরহাম যুবকটিকে প্রদান করে وَقَالَ لَهُمَا এবং তাদের উভয়কে বললেন اجْتَنِبَا الْمُعَامَلَاتِ তোমরা উভয়ে লেনদেন থেকে বিরত থেকো وَادْرَأَا الْمُخَاصَمَاتِ এবং ঝগড়াটিকে দূরে রেখো وَلَا تَحْضُرَانِي فِي الْمُحَاكَمَاتِ আর তোমার বিচার নিয়ে আমার কাছে আসবে না فَمَا عِنْدِي কেননা আমার কাছে নেই كِيسُ الْغَرَامَاتِ দণ্ড-গচ্ছার থলে فَنَهَضَ مِنْ عِنْدِهِ অতঃপর তারা বিচারকের নিকট থেকে উঠে গেল فَرِحِيْنَ আনন্দচিত্তে بِرِفْدِهِ তার দান নিয়ে مُفْصِحِيْنَ بِحَمْدِهِ তার স্পষ্ট প্রশংসা করে وَالْقَاضِي আর বিচারক مَا يَخْبُو উপশমিত হচ্ছে না ضَجَرُهُ তার অস্থিরতা مُذْ بَضَّ حَجَرُهُ প্রস্তর [প্রস্তরের মত শক্ত হাত] বিগলিত হওয়ার পর থেকে وَلَا يَنْصُلُ كَمَدُهُ তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না مُذْ رَشَحَ جَلْمَدُهُ তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَبَرَ : প্রশমিত করলেন।

(ن) جَبْرًا، جُبُوْرًا : প্রশমিত করা।

بَالٌ : অন্তর। অবস্থা। মর্যাদা। খেয়াল।

اَلْفَتَى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فِتْوَةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : যুবক। কিশোর। চাকর। দানশীল।

بَلْبَالٌ : (ج) بَلَابِلُ : মর্মবেদনা, মর্মপীড়া।

(مُصَغَّر) : (ج) دُرَيْهِمَاتٌ، (و) دُرَيْهِمَةٌ ক্ষুদ্র দিরহাম, খুচরা দিরহাম।

رَضَخَ (ض، ف) رَضْخًا - الشَّيْءَ أَوْ بِهِ : সামান্য দিল।

اِجْتَنِبَا (تث) : তোমরা [উভয়ে] বিরত থেকো।

(اِفْتِعَال) اِجْتِنَابًا : বিরত থাকা।

(ج) اَلْمُعَامَلَاتُ، (و) مُعَامَلَةٌ : লেন- দেন, কাজ-কারবার।

اِدْرَأَا : দূরে রেখো।

(ف) دَرْأً، دَرْأَةً : দূরে রাখা।

(ج) اَلْمُخَاصَمَاتُ، (و) مُخَاصَمَةٌ : ঝগড়াঝাঁটি।

لَا تَحْضُرَا (تث) : তোমরা উপস্থিত হবে না, আসবে না।

(ن) حُضُوْرًا : উপস্থিত হওয়া।

(ج) اَلْمُحَاكَمَاتُ، (و) مُحَاكَمَةٌ : বিচার-আচার।

مَا عِنْدِي (ما : نافية -عند : ظرف ، ي : لِلْمُتَكَلِّمِ) : আমার কাছে নেই।

كِيْسٌ : (ج) أَكْيَاسٌ، كِيَسَةٌ : থলে, ঝুলি।

(ج) اَلْغَرَامَاتُ، (و) غَرَامَةٌ : দণ্ড। গচ্ছা। ক্ষতি। লোকসান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَهَضَ : উঠে গেল।

(ف) نَهْضًا، نُهُوضًا : উঠে যাওয়া।

مِنْ عِنْدِهِ (مِنْ :جَارّ، عِنْدَ: ظَرْف، ه : ضَمِير مَجْرُوْر) : তার নিকট থেকে।

(تث) فَرِحِيْنَ (فَرِحَانِ)، (و) فَرِحٌ (صف، مصـ : فَرِحَ، س) : আনন্দিত, আনন্দচিত্ত।

رِفْدٌ : (ج) أَرْفَادٌ، رُفُودٌ : দান। সাহায্য। বড় পেয়ালা।

(تث) مُفْصِحِيْنَ (مُفْصِحَانِ)، (و) مُفْصِحٌ (فا، مذ) স্পষ্টভাষী।

(اِفْعَال) اِفْصَاحًا : স্পষ্টভাবে কথা বলা।

حَمْدٌ : প্রশংসা।

حَمْدٌ (س) مصـ : প্রশংসা করা।

اَلْقَاضِىْ (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

مَا يَخْبُو : নিভছে না, উপশমিত হচ্ছে না।

(ن) خَبْوًا، خُبُوًّا : নির্বাপিত হওয়া।

ضَجَرٌ : অস্থিরতা।

ضَجَرٌ (س) مصـ : অস্থির হওয়া।

مُذْ، وَمُنْذُ : ...যাবৎ ... দিন থেকে ... পর থেকে।

بَضَّ : প্রবাহিত হয়েছে। পানি ঘেমেছে।

(ض) بَضًّا، بُضُوضًا : প্রবাহিত হওয়া।

حَجَرٌ : (ج) أَحْجَارٌ، حِجَارٌ، حِجَارَةٌ، أَحْجُرٌ : শিলা, পাথর, প্রস্তর, উপল [এখানে-প্রস্তরের মতো হাত উদ্দেশ্য]।

لَا يَنْصُلُ : বের হচ্ছে না, দূরীভূত হচ্ছে না।

(ن) نَصْلًا، نُصُولًا : বের হওয়া। দূরীভূত হওয়া।

كَمَدٌ : সুপ্ত দুঃখ, তীব্র দুঃখবোধ।

كَمَدٌ (س) مصـ : অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া।

رَشَحَ : পানি ঝরেছে, পানি ঘেমেছে।

(ف) رَشْحًا، رَشَحَانًا : পানি ঝরা। ঘামানো।

جَلْمَدٌ : (ج) جَلَامِدُ : পাথর, শিলা, প্রস্তর, উপল, [এখানে- পাথরের মতো মন উদ্দেশ্য]।

বালাগাত

قَوْلُهُ : مُذْ بَضَّ حَجَرُهُ :

এখানে তার হস্তকে তুলনা করা হয়েছে পাথরের সাথে সুতরাং اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَة হয়েছে।

قَوْلُهُ : مُذْ رَشَحَ جَلْمَدُهُ :

এখানে قَلْب কে جَلْمَد -এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। অতএব اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَة হয়েছে।

Free@www.eilm.weebly.com

حَتّٰى إِذَا أَفَاقَ مِنْ غَشْيَتِهِ، أَقْبَلَ عَلٰى غَاشِيَتِهِ، وَقَالَ: قد أُشْرِبَ حِسِّيْ، وَنَبَّأَنِيْ حَدْسِيْ، أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَهَاءٍ، لَا خَصْمَا ادِّعَاءٍ، فَكَيْفَ السَّبِيْلُ إِلٰى سَبْرِهِمَا، وَاسْتِنْبَاطِ سِرِّهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ نِحْرِيْرُ زُمْرَتِهِ، وَشَرَارَةُ جَمْرَتِهِ: إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ اسْتِخْرَاجُ خَبْئِهِمَا، إِلَّا بِهِمَا، فَقَفَّاهُمَا عَوْنًا يُرْجِعُهُمَا إِلَيْهِ.

অনুবাদ : অবশেষে যখন তিনি তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তিনি তাঁর চাকর-বাকরের প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমার অনুভূতি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে যে, এরা দু'জন প্রতারক, প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয়। সুতরাং তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটনের উপায় কি? তখন তাকে তার সভাসদবর্গের মধ্যে বিজ্ঞ ও তার প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য লোকটি বলল, নিশ্চয় তাদের উভয়কে উপস্থিত করা ব্যতীত তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠলেন, যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى إِذَا أَفَاقَ অবশেষে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন مِنْ غَشْيَتِهِ তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে أَقْبَلَ তখন তিনি অভিমুখী হলেন عَلٰى غَاشِيَتِهِ তার চাকর-বাকরের প্রতি وَقَالَ এবং বললেন قَدْ أُشْرِبَ حِسِّيْ আমার অনুভূতি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে وَنَبَّأَنِيْ حَدْسِيْ এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَهَاءٍ এরা দু'জন প্রতারক لَاخَصْمَا ادِّعَاءٍ প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয় فَكَيْفَ السَّبِيْلُ সুতরাং উপায় কি إِلٰى سَبْرِهِمَا তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার وَاسْتِنْبَاطِ سِرِّهِمَا এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটন فَقَالَ لَهُ তখন তাকে বলল نِحْرِيْرُ زُمْرَتِهِ সভাসদবর্গের মধ্যে বিজ্ঞলোকটি شَرَارَةُ جَمْرَتِهِ ও তার প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য লোকটি إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ নিশ্চয় পূর্ণ হতে পারে না اسْتِخْرَاجُ خَبْئِهِمَا তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য إِلَّا بِهِمَا তাদের উভয়কে উপস্থিত করা ব্যতীত فَقَفَّاهُمَا عَوْنًا তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠালেন يُرْجِعُهُمَا إِلَيْهِ যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَتّٰى : অবশেষে, অতঃপর, এমন কি, ফলে।

أَفَاقَ : তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, সচেতন হলেন।

(إِفْعَال) إِفَاقَةً : প্রকৃতিস্থ হওয়া, সচেতন হওয়া।

غَشْيَةٌ : অপ্রকৃতিস্থতা।

غَشْيَةً (س) مصـ : অপ্রকৃতিস্থ হওয়া।

أَقْبَلَ : অভিমুখী হলেন।

(إِفْعَال) إِقْبَالًا : অভিমুখী হওয়া।

غَاشِيَةٌ : (ج) غَوَاشٍ : চাকর-বাকর। আবরণ। মসিবত। কিয়ামত।

أُشْرِبَ (مج) : বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

(إِفْعَال) إِشْرَابًا : পান করানো।

حِسٌّ : অনুভূতি।

حِسٌّ (ض، س) مصـ : অনুভব করা।

نَبَّأَ - نِي : [আমাকে] অবহিত করেছে।

(تَفْعِيْل) تَنْبِئَةً، تَنْبِيْئًا - ء : অবহিত করা।

حَدْسٌ : ধারণা, অনুমান।

حَدْسٌ (ن، ض) مصـ : অনুমান বা ধারণা করা।

صَاحِبٌ (فا، مذ، مصـ : صُحْبَةٌ . س) (ج) صَحْبٌ، أَصْحَابٌ، صُحْبَةٌ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ، صَحَابَةٌ : সাথী। বন্ধু। অধিকারী।

دَهَاءٌ : চতুরতা, সতর্কতা, প্রতারণা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

شَرَارَةٌ : شَرَرٌ، شَرَارٌ : অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

جَمْرَةٌ : (ج) جَمْرٌ : প্রজ্বলিত অগ্নি। জ্বলন্ত অঙ্গার।

لَمْ يَتِمَّ : পূর্ণ হয় নি, [-হবে না, -হতে পারে না।]

(ض) تَمًّا، تِمًّا، تَمَامَةً : পূর্ণ হওয়া।

اِسْتِخْرَاجٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ : বের করা, উদঘাটন করা।

خَبْأٌ : গোপন বিষয়, গোপন তথ্য।

خَبْأٌ (ف) مصـ : লুকানো।

قَفَّا : পেছনে পাঠালেন।

(تَفْعِيل) تَقْفِيَةً - ه أو بِه : কাউকে কারও পেছনে পাঠানো।

عَوْنٌ (لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ) : খাদেম। সাহায্যকারী।

يُرْجِعُ : ফিরিয়ে আনে।

(إِفْعَال) إِرْجَاعًا : ফিরিয়ে আনা।

دَهَاءٌ (س) مصـ : চতুর হওয়া।

صَاحِبَا دَهَاءٍ : দু'জন প্রতারক।

صَاحِبُ دَهَاءٍ : প্রতারক।

خَصْمٌ : (ج) خُصُومٌ، خِصَامٌ، أَخْصَامٌ : প্রতিপক্ষ। বিরোধী।

اِدِّعَاءٌ (اِفْتِعَال) مصـ : নিজের সাথে সম্পর্কিত করা, দাবি করা।

خَصْمَا اِدِّعَاءٍ : মোকদ্দামার দুইপক্ষ, [প্রকৃত] বাদী-বিবাদী।

كَيْفَ : কিভাবে, কি পদ্ধতিতে, কি রূপে, কি রকম।

اَلسَّبِيْلُ : (ج) سُبُلٌ، أَسْبُلٌ، أَسْبِلَةٌ، سُبُولٌ : পথ। পন্থা। উপায়।

سَبْرٌ (ن، ض) مصـ : অনুমান করা, যাচাই করা।

اِسْتِنْبَاطٌ (اِسْتِفْعَال) مصـ : উদঘাটন করা।

سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, গোপন তথ্য।

نِحْرِيرٌ : (ج) نَحَارِيرُ : অভিজ্ঞ। বুদ্ধিমান। জ্ঞানী। বিজ্ঞ।

زُمْرَةٌ : (ج) زمر : দল, জামাত। বাহিনী। সভাসদবর্গ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَلَمَّا مَثَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لَهُمَا : أُصْدُقَانِيْ سِنَّ بَكْرِكُمَا، وَلَكُمَا الْأَمَانُ مِنْ تَبِعَةِ مَكْرِكُمَا، فَأَحْجَمَ الْحَدَثُ وَاسْتَقَالَ، وَأَقْدَمَ الشَّيْخُ وَقَالَ :

أَنَا السَّرُوْجِيُّ، وَهٰذَا وَلَدِيْ *
وَالشِّبْلُ فِي الْمَخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ
وَمَا تَعَدَّتْ يَدُهُ، وَلَا يَدِيْ *
فِيْ إِبْرَةٍ يَوْمًا، وَلَا فِيْ مِرْوَدِ
وَإِنَّمَا الدَّهْرُ الْمُسِيْئُ الْمُعْتَدِيْ *
مَالَ بِنَا حَتّٰى غَدَوْنَا نَجْتَدِيْ

অনুবাদ : অতঃপর যখন তারা উভয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়াল তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের উটের বয়স সঠিকভাবে বর্ণনা কর [অর্থাৎ, তোমাদের প্রকৃত পরিচয় যথাযথভাবে বর্ণনা কর।]। তোমাদের প্রতারণার শাস্তি থেকে তোমাদের নিরাপত্তা রয়েছে। তখন যুবকটি পেছনে সরে গেল এবং ক্ষমা চাইল। আর বৃদ্ধ লোকটি অগ্রসর হয়ে বলল : [কবিতার অনুবাদ-] "আমি হলাম সারুজী, আর এ হলো আমার ছেলে। সিংহশাবক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সিংহের মতোই হয়। আসলে তার হাত বা আমার হাত কোনো দিন কোনো সুরমাশলা বা সুঁইয়ের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেনি। একমাত্র কালই অনিষ্টসাধনকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। সে আমাদের প্রতি জুলুম করেছে। যার ফলে আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمَّا مَثَلَا অতঃপর যখন তারা উভয়ে দাঁড়াল بَيْنَ يَدَيْهِ বিচারকের সামনে قَالَ لَهُمَا তখন তিনি তাদেরকে বললেন أُصْدُقَانِيْ তোমরা আমার কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করো سِنَّ بَكْرِكُمَا তোমাদের উটের বয়স وَلَكُمَا الْأَمَانُ তোমাদের নিরাপত্তা রয়েছে مِنْ تَبِعَةِ مَكْرِكُمَا তোমাদের প্রতারণার শাস্তি থেকে فَأَحْجَمَ الْحَدَثُ তখন যুবকটি পিছনে সরে গেল وَاسْتَقَالَ এবং ক্ষমা চাইল وَأَقْدَمَ الشَّيْخُ وَقَالَ এবং বৃদ্ধ লোকটি অগ্রসর হয়ে বলল أَنَا السَّرُوْجِيُّ আমি হলাম সারুজী وَهٰذَا وَلَدِيْ আর এ হলো আমার ছেলে وَالشِّبْلُ আর সিংহশাবক فِي الْمَخْبَرِ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে مِثْلُ الْأَسَدِ সিংহের মতোই হয় وَمَا تَعَدَّتْ আসলে সীমালঙ্ঘন করেনি يَدُهُ وَلَا يَدِيْ তার হাত বা আমার হাত فِيْ إِبْرَةٍ সুঁইয়ের ব্যাপারে إِنَّمَا الدَّهْرُ একমাত্র কালই الْمُسِيْئُ অনিষ্ট সাধনকারী الْمُعْتَدِيْ ও সীমালঙ্ঘনকারী مَالَ بِنَا সে আমাদের প্রতি জুলুম করেছে حَتّٰى غَدَوْنَا نَجْتَدِيْ যার ফলে আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَمَّا) مَثَلَا (تث) : : তারা উভয়ে [তাঁর সামনে] দাঁড়াল।

(ن.ك) مُثُوْلًا بَيْنَ يَدَيْ فُلَانٍ : : [কারও সামনে] দাঁড়ানো।

بَيْنَ يَدَيْهِ : তাঁর সামনে/- সম্মুখে।

أُصْدُقَا (تث) : : তোমরা উভয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা কর।

(ن) صِدْقًا : : সত্য বলা। সঠিকভাবে বর্ণনা করা।

سِنٌّ : (ج) أَسْنَانٌ : বয়স, আয়ু।

بَكْرٌ : (ج) أَبْكُرٌ، بُكْرَانٌ، بِكَارٌ، بِكَارَةٌ : : উঠতি বয়সী উট।

أُصْدُقَانِيْ سِنَّ بَكْرِكُمَا : তোমরা উভয়ে তোমাদের উটের সঠিক বয়স বর্ণনা কর।

الْأَمَانُ : নিরাপত্তা।

الْأَمَانُ (س) مصـ : : নিরাপদ/ নিশ্চিন্ত হওয়া।

تَبِعَةٌ : (ج) تَبِعَاتٌ : : শুভ বা অশুভ পরিণতি। শাস্তি বা পুরস্কার।

مَكْرٌ : প্রতারণা।

مَكْرٌ (ن) مصـ : : ষড়যন্ত্র/প্রতারণা করা।

أَحْجَمَ : বিরত হলো, পেছনে সরে গেল।

(إفعال) إِحْجَامًا-عَنْهُ : : পেছনে সরে যাওয়া।

الْحَدَثُ (ج) أَحْدَاثٌ، حُدْثَانٌ : যুবক, কিশোর।

Free @ www.eilm.weebly.com

اِسْتَقَالَ : । ক্ষমা চাইল

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِقَالَةً : । ক্ষমা চাওয়া

أَقْدَمَ : । অগ্রসর হলো, সামনে আসল

(اِفْعَال) اِقْدَامًا : । অগ্রসর হওয়া

اَلشَّيْخُ (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَةٌ، شِيْخَانٌ، مَشْيَخَةٌ، مَشْيُخَةٌ، (جج) مَشَايِخُ، أَشَايِيْخُ :

বয়ঃবৃদ্ধ। নেতা। আলিম। মনীষী।

اَلسَّرُوْجِيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى سَرُوْجٍ) : । সারুজের অধিবাসী

وَلَدٌ (لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَوْلَادٍ، وِوِلْدَةٍ، وَإِلْدَةٍ ، وُوْلْدٌ) : । সন্তান। ছেলে- মেয়ে

اَلشِّبْلُ : (ج) أَشْبَالٌ، شِبَالٌ، أَشْبُلٌ، شُبُوْلٌ : । সিংহ-শাবক

اَلْمَخْبَرُ : । সংবাদ বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতা

مِثْلٌ ، مَثَلٌ : (ج) أَمْثَالٌ : । মতো, অনুরূপ, সদৃশ

اَلْأَسَدُ : (ج) أُسْدٌ، أُسَادٌ، أُسُدٌ، أُسُوْدٌ، أُسْدَانٌ : । সিংহ

مَا تَعَدَّتْ : । সীমালঙ্ঘন করেনি

(تَفَعُّل) تَعَدِّيًا : । সীমালঙ্ঘন করা

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ (جج) أَيَادٍ : । হাত। ক্ষমতা। শক্তি। সাহায্য

إِبْرَةٌ : (ج) إِبَرٌ، إِبَارٌ، إِبَرَاتٌ : । সুঁই। দংশন। চোগলখুরি

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ، (جج) أَيَاوِيْمُ ، أَيَايِيْمُ : । দিন। সময়

مِرْوَدٌ : (ج) مَرَاوِدُ : । সুরমাশলা, কাঠি

اَلدَّهْرُ : (ج) دُهُوْرٌ، أَدْهُرٌ : । যুগ, কাল। দীর্ঘ কাল। সময়

اَلْمُسِيْئُ (فا ، مذ) : । অনিষ্ট সাধনকারী

(اِفْعَال) إِسَاءَةً : । অনিষ্ট সাধন করা

اَلْمُعْتَدِيْ (فا ،مذل) : । সীমা লঙ্ঘনকারী

(اِفْتِعَال) اِعْتِدَاءً : । সীমালঙ্ঘন করা

مَالَ : - بِنَا : । প্রভাব বিস্তার করেছে, জুলুম করেছে

(ض) مَيْلًا، مَيَلَانًا - بِهٖ : । প্রভাব বিস্তার করা। জুলুম করা

غَدَوْنَا (ن) غُدُوًّا (بِمَعْنٰى صَارَ) : । আমরা হলাম/ হয়েছি

(غَدَوْنَا) :نَجْتَدِيْ (اِفْتِعَال) اِجْتِدَاءً . আমরা এমন হলাম যে. আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ : مَا تَعَدَّتْ يَدُهٗ وَلَا يَدِيْ فِيْ إِبْرَةٍ :

يَدُهٗ এবং لَا يَدِيْ উভয়টা مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে تَعَدَّتْ -এর ফায়েল। فِيْ إِبْرَةٍ এবং لَا فِيْ مِرْوَدٍ হলো ظَرْف - টা يَوْمًا আর مُتَعَلِّق মিলে مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف

قَوْلُهٗ : إِنَّمَا الدَّهْرُ الْمُسِيْئُ الْمُعْتَدِيْ :

اَلدَّهْرُ মাউসূফ اَلْمُسِيْئُ ও اَلْمُعْتَدِيْ উভয়টা তার صِفَت অতঃপর مَوْصُوْف ও صِفَت মিলে মুবতাদা بِنَا তার পূর্বের مَالَ এবং مُتَعَلِّق ফেয়েলের সাথে غَدَوْنَا بِمَعْنٰى صَارَ ফেয়েল তার মধ্যে ضَمِيْر হলো اِسْم আর نَجْتَدِيْ نَاقِص খবর। অতঃপর حَتّٰى -এর مَجْرُوْر, তারপর جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مَالَ -এর সাথে। অতঃপর مَالَ ফেয়েল তার ফায়েল ও مُتَعَلِّق সহ খবর।

Free @ www.e-ilmweebly.com

كُلَّ نَدِي الرَّاحَةِ عَذْبِ الْمَوْرِدِ *
وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ مَغْلُوْلِ الْيَدِ
بِكُلِّ فَنٍّ، وَبِكُلِّ مَقْصِدِ *
بِالْجِدِّ إِنْ أَجْدَى، وَإِلَّا بِالدَّدِ
لِنَجْلِبَ الرَّشْحَ إِلَى الْحَظِّ الصَّدِيْ *
وَنُنْفِدَ الْعُمْرَ بِعَيْشٍ أَنْكَدِ
وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدُ لَنَا بِالْمَرْصَدِ *
إِنْ لَمْ يُفَاجِ الْيَوْمَ فَاجِى فِيْ غَدِ

অনুবাদ : প্রত্যেক সিক্তহস্ত ও মিষ্ট পানির অধিকারীর কাছে এবং প্রত্যেক সংকুচিত-হস্ত ও হাতবাঁধা ব্যক্তির কাছে। যে কোনো কলা-কৌশলে ও যে কোনো উদ্দেশে। যদি দান করে তবে যথাবিহিত পন্থায়, অন্যথায় অযথা উপায়ে। যাতে আমরা তৃষ্ণার্ত ভাগ্যে পানির ছিটা দিতে পারি এবং দুঃসহ জীবন যাপনের মাধ্যমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। অতঃপর মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে, যদি আজ হঠাৎ না আসে তবে কাল হঠাৎ এসে যাবে।"

শাব্দিক অনুবাদ : كُلَّ نَدِي الرَّاحَةِ প্রত্যেক সিক্ত হস্ত عَذْبِ الْمَوْرِدِ মিষ্টি পানির অধিকারী وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ প্রত্যেক সংকুচিতহস্ত مَغْلُوْلِ الْيَدِ হাতবাঁধা ব্যক্তির কাছে بِكُلِّ فَنٍّ যে কোনো কলা-কৌশলে بِكُلِّ مَقْصِدِ যে কোনো উদ্দেশে بِالْجِدِّ যথাবিহিত পন্থায় إِنْ أَجْدَى যদি দান করে وَإِلَّا بِالدَّدِ অন্যথায় অযথা উপায়ে لِنَجْلِبَ الرَّشْحَ যাতে ছিটা দিতে পারি إِلَى الْحَظِّ الصَّدِيْ আমার তৃষ্ণার্ত ভাগ্যে وَنُنْفِدَ الْعُمْرَ এবং জীবন কাটিয়ে দিতে পারি بِعَيْشٍ أَنْكَدِ দুঃসহ জীবন যাপনের মাধ্যমে وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدُ অতঃপর মৃত্যু لَنَا بِالْمَرْصَدِ আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে إِنْ لَمْ يُفَاجِ الْيَوْمَ যদি আজ হঠাৎ না আসে فَاجِى فِيْ غَدِ তবে কাল হঠাৎ এসে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَدِيٌّ (صف ، مذ) مصـ : نَدًى، نَدَاوَةً – س) : । সিক্ত, ভেজা।
اَلرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ ، رَاحَاتٌ : । হস্ততালু।
عَذْبٌ (صف ، مذ، مصـ : عُذُوبَةً ـ ك) : । মিষ্ট, মনোমুগ্ধকর।
اَلْمَوْرِدُ (ظرف، مصـ: وُرُوْدٌ–ض) (ج)مَوَارِدُ : । পানস্থান, ঘাট।
جَعْدٌ (صف، مذ، مصـ:جَعَادَةً، جُعُوْدَةً–ك) (ج) جِعَادٌ : কোঁকড়ানো।
اَلْكَفُّ :(ج) أَكُفٌّ، كُفُوْفٌ، كُفٌّ، أَكْفَافٌ : । হাত, হাতের তালু।
مَغْلُوْلٌ : (مف-مذ،مصـ:غَلٌّ–ن) : । হাতকড়া পরিহিত, হাতবাঁধা।
اَلْيَدُ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : । হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য।
فَنٌّ : (ج) فُنُوْنٌ ، أَفْنَانٌ، (جج) أَفَانِيْنُ : । শাখা।
مَقْصِدٌ : (ج) مَقَاصِدُ : । ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাস্থল, উদ্দেশ্য।
اَلْجِدُّ (ض ، ن) مصـ : যথার্থভাবে করা, প্রকৃত/ যথাবিহিত পন্থায় করা।
(إِنْ) أَجْدَى (إِفْعَال) إِجْدَاءً : । [যদি] দান করে।
اَلدَّدُ (حُذِفَتِ الْوَاوُمِنْ أٰخِرِهِ مِثْلُ غَدٍ وَيَدٍ): । খোলাধুলা, অযথা কাজ।
نَجْلِبُ (ض، ن) جَلْبًا : । টেনে আনি / -আনব,[দিতে পারি/ -পারব]।

اَلرَّشْحُ : । পানির ছিটা/ ফোঁটা।
اَلرَّشْحُ (ف) مصـ : । পানি ঝরা।
اَلْحَظُّ : (ج) حُظُوْظٌ ، حِظَاظٌ، أَحُظٌّ : । ভাগ্য, অংশ।
اَلصَّدِيْ (صف، مذ، مصـ : صَدًى– س) : । তৃষ্ণার্ত, পিপাসু।
نُنْفِدُ (إِفْعَال) إِنْفَادًا : । শেষ করতে /কাটিয়ে দিতে পারি।
اَلْعُمُرُ : (ج) أَعْمَارٌ : । জীবন, বয়স।
عَيْشٌ : । জীবন।
عَيْشٌ (ض) مصـ : । জীবিত থাকা।
أَنْكَدُ(صف،مذ،مصـ: نَكَدٌ–س) : । সংকটময়, কষ্টকর, দুঃসহ।
اَلْمَوْتُ : । মৃত্যু, পরলোক গমন, ইনতিকাল।
اَلْمَرْصَدُ(ظرف مصـ:رَصْدٌ–ن) (ج)مَرَاصِدُ: । ওৎপাতার স্থান, ঘাঁটি।
(إِنْ) (لَمْ) يُفَاجِ (مُفَاعَلَة) مُفَاجَاةً : [যদি] হঠাৎ না আসল [না আসে]।
اَلْيَوْمُ (ج) أَيَّامٌ، (جج) أَيَاوِيْمُ : । দিন, আজ।
فَاجِي : । হঠাৎ এসে যাবে।
(مُفَاعَلَة) مُفَاجَاةً : । হঠাৎ এসে যাওয়া।
غَدٌ : । আগামী কাল, কাল।

فَقَالَ لَهُ الْقَاضِيْ : لِلّٰهِ دَرُّكَ، فَمَا أَعْذَبَ نَفَثَاتِ فِيْكَ، وَوَاهًا لَكَ لَوْلَا خِدَاعٌ فِيْكَ وَإِنِّيْ لَكَ لَمِنَ الْمُنْذِرِيْنَ، وَعَلَيْكَ مِنَ الْحَذِرِيْنَ ، فَلَا تُمَاكِرْ بَعْدَهَا الْحَاكِمِيْنَ، وَاتَّقِ سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِيْنَ، فَمَا كُلُّ مُسَيْطِرٍ يُقِيْلُ ، وَلَا كُلَّ أَوَانٍ يُسْمَعُ الْقِيْلُ، فَعَاهَدَهُ الشَّيْخُ عَلَى اتِّبَاعِ مَشُوْرَتِهٖ، وَالْاِرْتِدَاعِ عَنْ تَلْبِيْسِ صُوْرَتِهٖ ، وَفَصَلَ عَنْ جِهَتِهٖ، وَالْخَتْرُ يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهٖ ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْهَا فِيْ تَصَارِيْفِ الْأَسْفَارِ، وَلَا قَرَأْتُ مِثْلَهَا فِيْ تَصَانِيْفِ الْأَسْفَارِ.

অনুবাদ : অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গীকৃত হোক, কতই না সুমিষ্ট তোমার মুখের ভাষা, আশ্চর্য তোমার জন্য, যদি না তোমার মধ্যে প্রতারণা থাকত নিশ্চয় আমি তোমার একজন সতর্ককারী এবং তোমার ব্যাপারে আমি একজন আশঙ্কাবোধকারী। অতএব তুমি এরপর বিচারকদের সাথে প্রতারণা করো না এবং তুমি শাসকবর্গের প্রতিপত্তি থেকে বেঁচে থাক; কেননা, প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ক্ষমা করে না এবং প্রত্যেক সময় কথা শোনা হয় না। তখন বৃদ্ধলোকটি তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা এবং তার রূপ পরিবর্তন করা থেকে বিরত হওয়ার ব্যাপারে বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং বিচারকের কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিদায় নিল যে, তার কপালে প্রতারণা চমকাচ্ছে। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর কাহিনী সফরের কাহিনীসমূহে দেখিনি এবং আমি এরূপ কাহিনী বড় বড় গ্রন্থাবলীতেও পড়িনি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ لَهُ الْقَاضِيْ অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন لِلّٰهِ دَرُّكَ আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গকৃত হোক فَمَا أَعْذَبَ কতইনা সুমিষ্ট نَفَثَاتِ فِيْكَ তোমার মুখের ভাষা وَوَاهًا لَكَ তোমার জন্য আশ্চর্য لَوْلَا خِدَاعٌ فِيْكَ যদি তোমার মধ্যে প্রতারণা না থাকত وَإِنِّيْ لَكَ নিশ্চয় আমি তোমার مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ একজন সতর্ককারী وَعَلَيْكَ এবং তোমার ব্যাপারে مِنَ الْحَذِرِيْنَ আমি একজন আশঙ্কাবোধারী فَلَا تُمَاكِرْ بَعْدَهَا অতএব, তুমি এরপর প্রতারণা করে না الْحَاكِمِيْنَ বিচারকদের সাথে وَاتَّقِ তুমি বেঁচে থাক سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِيْنَ শাসকবর্গের প্রতিপত্তি كُلُّ مُسَيْطِرٍ প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি (مَا) يُقِيْلُ ক্ষমা করে না لَا كُلَّ أَوَانٍ يُسْمَعُ الْقِيْلُ প্রত্যেক সময় কথা শোনা হয় না فَعَاهَدَهُ الشَّيْخُ তখন বৃদ্ধ লোকটি বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো عَلَى اتِّبَاعِ مَشُوْرَتِهٖ তার পরামর্শ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে الْاِرْتِدَاعِ বিরত হওয়া عَنْ تَلْبِيْسِ পরিবর্তন করা থেকে صُوْرَتِهٖ তার রূপ وَفَصَلَ عَنْ جِهَتِهٖ এবং বিচারকের কাছ থেকে বিদায় নিল وَالْخَتْرُ এমতাবস্থায় যে, প্রতারণা يَلْمَعُ চমকাচ্ছে مِنْ جَبْهَتِهٖ তার কপালে قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْهَا আমি এর চেয়ে বিস্ময়কর কাহিনী দেখিনি فِيْ تَصَارِيْفِ الْأَسْفَارِ সফরের কাহিনীসমূহে وَلَا قَرَأْتُ مِثْلَهَا এবং আমি এরূপ কাহিনী পড়িনি فِيْ تَصَانِيْفِ الْأَسْفَارِ বড় বড় গ্রন্থাবলিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقَاضِيْ (فا ـ مذ ـ مصـ : قَضَاءٌ ـ ض) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

دَرٌّ : দুধ, প্রভুত কল্যাণ।

(مَا) أَعْذَبَ (إِفْعَال ـ فِعْلُ التَّعَجُّبِ) : কতই না সুমিষ্ট।

(ج) نَفَثَاتٌ ـ (و) نَفْثَةٌ : মুখের থুথু, [মুখের ভাষা]।

فِيْ : جَرًّا ـ فُوْ : رَفْعًا ـ فَا : نَصْبًا مِنَ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةِ : মুখ।

وَاهًا (كَلِمَةُ التَّعَجُّبِ) : আশ্চর্য।

خِدَاعٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : প্রতারণ করা।

خِدَاعٌ : প্রতারণা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

إِتْبَاعٌ (اِفْتِعَال) مصـ : অনুসরণ করা, অন্যের অনুযায়ী চলা।

مَشُوْرَةٌ، مَشْوَرَةٌ : পরামর্শ, মন্ত্রণা।

اَلْاِرْتِدَاعُ (اِفْتِعَال) مصـ : বিরত হওয়া।

تَلْبِيْسٌ (تَفْعِيْل) مصـ : সত্য গোপন করা, রূপ পরিবর্তন করা, মিশ্রণ করা।

صُوْرَةٌ : (ج) صُوَرٌ : রূপ, ছবি।

فَصَلَ (ض) فَصْلًا - عَنْهُ : পৃথক হয়ে গেল, বিদায় নিল।

جِهَةٌ : (ج) جِهَاتٌ - (وَالْوُجْهَةُ) : দিক, কেনারা, নিকট।

اَلْخَتْرُ (ض، ن) مصـ : প্রতারণা/ বিশ্বাস ঘাতকতা করা।

يَلْمَعُ : চমকাচ্ছে।

(ف) لَمْعًا، لَمَعَانًا : চমকানো।

جَبْهَةٌ (ف) جِبَاهٌ ، جَبَهَاتٌ : কপাল, ললাট।

(لَمْ) أَرَ (ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : আমি দেখি নি।

أَعْجَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْل، مصـ:عَجَبٌ-س) : অধিক বিস্ময়কর।

(ج) تَصَارِيْفُ ،(و) تَصْرِيْفٌ : আবর্তন-বিবর্তন।

(ج) تَصْرِيْفٌ (تَفْعِيْل) مصـ : ফিরিয়ে দেওয়া। পরিবর্তন করা।

(ج) اَلْأَسْفَارُ، (و) سَفَرٌ : পর্যটন, ভ্রমণ, সফর।

لَا قَرَأْتُ (ف) قِرَاءَةً : আমি পড়িনি।

مِثْلٌ : (ج) أَمْثَالٌ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

(ج) تَصَانِيْفُ،(و) تَصْنِيْفٌ (بِمَعْنٰى مُصَنَّفٌ) : গ্রন্থাবলি।

تَصْنِيْفٌ (تفعيل) مصـ : গ্রন্থ রচনা করা।

(ج) اَلْأَسْفَارُ، (و) سِفْرٌ : বড় বই, গ্রন্থ।

(ج) اَلْمُنْذِرِيْنَ (اَلْمُنْذِرُوْنَ)،(و) مُنْذِرٌ (فا، مصـ: إِنْذَارٌ - إِفْعَال) : সতর্ককারী।

عَلَيْكَ (عَلٰى : حَرْفُ الْجَرِّ بَعْدَهَا ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ) : তোমার ব্যাপারে।

(ج) اَلْحَذِرِيْنَ (اَلْحَذِرُوْنَ)، (و) حَذِرٌ (صف، مصـ : حَذَرٌ- س) : সতর্ককারী, সতর্ক।

(لَا) تُمَاكِرْ (مُفَاعَلَة) مُمَاكَرَةً : তুমি প্রতারণা করো না।

(ج) اَلْحَاكِمِيْنَ (اَلْحَاكِمُوْنَ)،(و) حَاكِمٌ (فا، مذ مصـ حُكْمٌ - ن) : বিচারক।

اِتَّقِ (اِفْتِعَال) اِتِّقَاءً : তুমি বেঁচে থাক, দূরে থাক।

سَطْوَةٌ : প্রভাব-প্রতিপত্তি।

سَطْوَةٌ (ن) مصـ : আক্রমণ করা।

(ج) اَلْمُتَحَكِّمِيْنَ (اَلْمُتَحَكِّمُوْنَ)،(و) مُتَحَكِّمٌ (فا، مذ، مصـ : تَحَكُّمٌ- تَفَعُّل) : শাসকবর্গ।

مُسَيْطِرٌ (فا،مذ،مصـ:سَيْطَرَةٌ-فَعْلَلَة) : প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী।

يُقِيْلُ (إِفْعَال) إِقَالَةً : ক্ষমা করে না।

أَوَانٌ (ج) أَوِنَةٌ : সময়।

يُسْمَعُ (مج، س) سَمْعًا، سَمَاعًا : শোনা হয় না।

اَلْقِيْلُ : কথা, কথাবার্তা।

اَلْقِيْلُ (ن) مصـ : কথা বলা।

عَاهَدَ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো।

(مُفَاعَلَة) مُعَاهَدَةٌ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة التاسعة الإسكندرية

নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

এ মাকামায় আবূ যায়েদ সারূজী কর্তৃক এক বিচারককে প্রতারিত করে অর্থ আদায় করার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাহিনীটি এ রকম : হারিস ইবনে হাম্মাম একদিন ইসকান্দারিয়ার শাসনকর্তার নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় এক সন্তানবতী মহিলা একজন পুরুষকে নিয়ে আদালতে হাজির হলো এবং এ অভিযোগ দায়ের করল যে, আমি এক সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারের কন্যা। আমার বিবাহের জন্য অনেক ভালো ভালো পরিবারের পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাব আমার পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কোনো পেশাজীবী যুবকের নিকট আমাকে পাত্রস্থ করবেন। তারপর মহিলাটি তার সাথে আসা পুরুষটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, এক সময় এ লোকটি উপস্থিত হলো এবং আমার পিতাকে জানাল যে, সে আমার পিতার শর্ত মুতাবিক একজন পেশাজীবী যুবক। সে মুক্তার মালা প্রস্তুত করে এবং থলি ভর্তি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করে। এ বলে সে আমার পিতার নিকট আমার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে। আমার পিতা তার চমকপ্রদ কথায় প্রতারিত হন এবং তার নিকট আমাকে পাত্রস্থ করে দেন। আমি যখন পিতার সচ্ছল সংসার ছেড়ে তার সংসারে গিয়ে উঠলাম, দেখলাম যে, অবস্থা তার বক্তব্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লোকটি একেবারে বেকার, কোনো কাজের নয়। যৌতুক স্বরূপ আনা আমার যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছে। আমি তাকে বললাম, তোমার পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আয়উপার্জনের ব্যবস্থা কর। সে বলে, আমার পেশা হলো, সাহিত্য নিয়ে কাজ করা, যা বর্তমান বাজারে অচল। বর্তমানে এর সম্মান ও মূল্যায়ন নেই। এখন আপনার নিকট আবেদন যে, আপনি এর সুবিচার করুন! বিচারক পুরুষ লোকটিকে বললেন, তুমি সত্য কথা বল, না হয় এখনই তোমাকে বন্দি করার নির্দেশ দেব। পুরুষটি একটু ভেবে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিল। কবিতাটির সারমর্ম এই যে, আমি কোনোরূপ প্রতারণা করিনি। আমার 'মুক্তার মালা প্রস্তুত করা' মানে কাব্য রচনা করা। এটা আমার পেশা। এ কাজ করে আমি এক সময় জীবিকা নির্বাহ করতাম। বর্তমানে সাহিত্যের কোনো মূল্যায়ন নেই। তাই আমি অতি সংকটে নিপতিত হয়ে তার যৌতুকের আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছি। বিচারক তার এ দুঃখজনক অবস্থার কাব্য গাঁথা শুনে দয়ার্দ্র হন এবং মহিলাটিকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। আর তাদের সাহায্য স্বরূপ কিছু অর্থকড়ি প্রদান করেন। হারিস ইবনে হাম্মাম ইতঃপূর্বেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন। এতক্ষণ বিশেষ কল্যাণ-চিন্তায় নীরব ছিলেন। আবূ যায়েদ চলে যাওয়ার পর হারিস বিচারককে বললেন, এদের প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করে জানতে পারলে ভালো হতো। বিচারক এক লোককে তাদের খোঁজে পাঠান। কিছুক্ষণ পর লোকটি হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, বৃদ্ধ লোকটি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে যে, আজ এ নির্লজ্জ মহিলাটির জন্য জেলে যেতে হতো, যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারক না হতেন। এ কথা শুনে বিচারকও হাসলেন এবং বললেন, সে ফিরে আসলে তাকে আরও ভালো পুরস্কার দিতাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ التَّاسِعَةُ الإِسْكَنْدَرِيَّةُ

নবম মাকামা : ইস্কান্দারিয়ার গল্প

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : طَحَابِى مَرَحُ الشَّبَابِ، وَهَوَى الْاِكْتِسَابِ، إِلى أَنْ جُبْتُ مَا بَيْنَ فَرْغَانَةَ وَغَانَةَ، أَخُوضُ الْغِمَارَ، لِأَجْنِى الثِّمَارَ، وَأَقْتَحِمُ الأَخْطَارَ، لِكَىْ أُدْرِكَ الْأَوْطَارَ ، وَكُنْتُ لَقِفْتُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، وَثَقِفْتُ مِنْ وَصَايَا الْحُكَمَاءِ، أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَدِيبَ الْأَرِيبَ، إِذَا دَخَلَ الْبَلَدَ الْغَرِيبَ، أَنْ يَسْتَمِيلَ قَاضِيَهُ، وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ لِيَشْتَدَّ ظَهْرُهُ عِنْدَ الْخِصَامِ ، وَيَأْمَنَ فِى الْغُرْبَةِ جَوْرَ الْحُكَّامِ،

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যৌবনের উদগ্র বাসনা ও উপার্জনের অভিলাষ আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে গেল যে, আমি ফল চয়নের জন্য দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করলাম। আর আমি আলিমদের মুখ থেকে গ্রহণ করেছি এবং জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে এ কথাটি পেয়েছি যে, জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক যখন ভিন্ দেশে প্রবেশ করে তখন সেখানকার বিচারককে আকৃষ্ট করে নেওয়া এবং তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহকে নিরঙ্কুশ করে নেওয়া তার জন্য আবশ্যক। যাতে ঝগড়াঝাঁটির সময় তার পৃষ্ঠ দৃঢ় থাকে এবং প্রবাস জীবনে সে শাসকবর্গের অবিচার থেকে নিরাপদ থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَاتُ التَّاسِعَةُ নবম মাকামা اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ইস্কান্দারিয়ার গল্প قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন طَحَابِى আমাকে নিয়ে গেল مَرَحُ الشَّبَابِ যৌবনের উদগ্র বাসনা وَهَوَى الْاِكْتِسَابِ ও উপার্জনের অভিলাষ إِلى أَنْ এ পর্যন্ত جُبْتُ আমি অতিক্রম করলাম مَا بَيْنَ فَرْغَانَةَ وَغَانَةَ ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল أَخُوضُ الْغِمَارَ বিশাল জলপথ পাড়ি দিয়ে لِأَجْنِى الثِّمَارَ আমি ফল চয়নের জন্য وَأَقْتَحِمُ الْأَخْطَارَ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে لِكَىْ أُدْرِكَ الْأَوْطَارَ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য وَكُنْتُ لَقِفْتُ আর আমি গ্রহণ করেছি مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ আলিমদের মুখ থেকে وَثَقِفْتُ এবং আমি এ কথাটি পেয়েছি مِنْ وَصَايَا الْحُكَمَاءِ জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে أَنَّهُ يَلْزَمُ আবশ্যক الْأَدِيبَ الْأَرِيبَ জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিক إِذَا دَخَلَ যখন প্রবেশ করে الْبَلَدَ الْغَرِيبَ ভিন দেশ أَنْ يَسْتَمِيلَ আকৃষ্ট করে নেওয়া قَاضِيَهُ সেখানকার বিচারককে وَيَسْتَخْلِصَ এবং নিরঙ্কুশ করে নেওয়া مَرَاضِيَهُ তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহ لِيَشْتَدَّ ظَهْرُهُ যাতে তার পৃষ্ঠ দৃঢ় থাকে عِنْدَ الْخِصَامِ ঝগড়াঝাঁটির সময় يَأْمَنَ সে নিরাপদ থাকে فِى الْغُرْبَةِ প্রবাস জীবনে جَوْرَ الْحُكَّامِ শাসকবর্গের অবিচার।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَوًى (ج) أَهْوَاءٌ : আগ্রহ, কামনা, অভিলাষ, প্রেম।

اَلْاِكْتِسَابُ (اِفْتِعَال) مصـ : উপার্জন করা।

جُبْتُ : অতিক্রম করলাম।

(ن) جَوْبًا : অতিক্রম করা।

فَرْغَانَةُ : বর্তমান কাজাকিস্তানের একটি শহর।

طَحَا (ن) طَحْوًا - بِهِ : নিয়ে গেল, নিক্ষেপ করল।

مَرَحٌ : উদগ্র আনন্দ, -বাসনা।

مَرَحٌ (س) مصـ : অতিশয় আনন্দিত/ গর্বিত হওয়া।

اَلشَّبَابُ : যৌবন।

اَلشَّبَابُ (ض) مصـ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

غَانَةُ : আফ্রিকার একটি দেশের নাম।

أَخُوضُ : পাড়ি দেই।

(ن) خَوْضًا : পাড়ি দেওয়া।

(ج) اَلْغِمَارُ، اَلْغُمُورُ، (و) غَمْرٌ : বিশাল জলরাশি, জলপথ।

(لِـ) أَجْتَنِيْ : ফল চয়নের জন্য।

(ض) جَنًى : ফল পাড়া।

(ج) اَلثِّمَارُ، (و) ثَمَرٌ : ফল, ফলমূল।

اَقْتَحِمُ : প্রবেশ করব, -করি।

(اِفْتِعَالٌ) اِقْتِحَامًا : প্রবেশ করা।

(ج) اَلْأَخْطَارُ، (و) خَطَرٌ : ঝুঁকিপূর্ণস্থান।

أَدْرَكَ : হাসিল করার জন্য।

(إِفْعَالٌ) إِدْرَاكًا : পাওয়া। হাসিল করা।

(ج) اَلْأَوْطَارُ، (و) وَطَرٌ : প্রয়োজন, উদ্দেশ্য।

كُنْتَ لَقِفْتُ : আমি দ্রুত গ্রহণ করেছি।

(س) لَقْفًا، لَقَفَانًا : দ্রুত গ্রহণ করা।

(ج) أَفْوَاهٌ، (و) فَوَهٌ، فَاهٌ، فِيْهٌ : মুখ, জবান।

(ج) اَلْعُلَمَاءُ، (و) عَالِمٌ : জ্ঞানী, আলিম।

ثَقِفْتُ : আমি পেয়েছি।

(س) ثَقْفًا : পাওয়া।

(ج) وَصَايَا، (و) وَصِيَّةٌ : উপদেশ, সুপরামর্শ।

(ج) اَلْحُكَمَاءُ، (و) حَكِيْمٌ : জ্ঞানী, পণ্ডিত।

يَلْزَمُ : আবশ্যক হয়/ -হবে।

(س) لُزُومًا : আবশ্যক হওয়া।

اَلْأَدِيْبُ، (ج) أُدَبَاءُ : সাহিত্যিক।

اَلْأَرِيْبُ (صف، مذ، مصـ : إِرَابَةً - ك) : জ্ঞানী।

(إِذَا) دَخَلَ (ن) دُخُوْلًا : [যখন] প্রবেশ করে।

اَلْبَلَدُ (ج) بِلَادٌ، بُلْدَانٌ : দেশ, শহর।

اَلْغَرِيْبُ (صف، مذ، مصـ : غربة - ن) (ج) غُرَبَاءُ : মুসাফির, প্রবাসী, অপরিচিত, অজানা।

(أَنْ) يَسْتَمِيْلَ (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِمَالَةً : আকৃষ্ট করে নেওয়া।

قَاضِيْ (قَاضٍ) (فا، مذ، مصـ : قَضَاءً ض) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(أَنْ) يَسْتَخْلِصَ : নিরঙ্কুশ করে নেওয়া।

(ج) مَرَاضِيْ، (و) مَرْضَاةٌ : সন্তুষ্টির উপায়।

يَشْتَدُّ (اِفْتِعَالٌ) اِشْتِدَادًا : দৃঢ় থাকে, শক্ত থাকে।

ظَهْرٌ : (ج) أَظْهُرٌ، ظُهُورٌ، ظُهْرَانٌ : পৃষ্ঠ, পিঠ।

اَلْخِصَامُ : ঝগড়াঝাঁটি।

اَلْخِصَامُ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ঝগড়া করা।

يَأْمَنُ (س) أَمْنًا، أَمَانًا : নিরাপদ/নিশ্চিন্ত থাকে।

اَلْغُرْبَةُ : প্রবাস, প্রবাস জীবন।

اَلْغُرْبَةُ (ن) مصـ : প্রবাসী হওয়া।

جَوْرٌ : অবিচার।

جَوْرٌ (ن) مصـ : অবিচার করা।

(ج) اَلْحُكَّامُ، (و) حَاكِمٌ : শাসকবর্গ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَاتَّخَذْتُ هٰذَا الْأَدَبَ إِمَامًا، وَجَعَلْتُهُ لِمَصَالِحِي زِمَامًا، فَمَا دَخَلْتُ مَدِيْنَةً، وَلَا وَلَجْتُ عَرِيْنَةً، إِلَّا وَامْتَزَجْتُ بِحَاكِمِهَا امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ، وَتَقَوَّيْتُ بِعِنَايَتِهِ تَقَوِّيَ الْأَجْسَادِ بِالْأَرْوَاحِ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ حَاكِمِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فِيْ عَشِيَّةٍ عَرِيَّةٍ.

অনুবাদ : তাই আমি এই নীতিটিকে আমার পথনির্দেশক রূপে গ্রহণ করলাম এবং এটাকে আমার সুযোগ-সুবিধার বাগডোরে পরিণত করলাম সুতরাং আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম এবং যে বাঘের ঝোপেই ঢুকলাম, তার শাসকের সাথে, শরাবে পানি মেশার মতো মিশে গেলাম এবং তার তত্ত্বাবধানে প্রাণ দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো শক্তিশালী হলাম। একদা আমি ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে এক হিমেল সন্ধ্যায় উপবিষ্ট ছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاتَّخَذْتُ তাই আমি গ্রহণ করলাম هٰذَا الْأَدَبَ এই নীতিটি إِمَامًا আমার পথনির্দেশক রূপে وَجَعَلْتُهُ এবং আমি এটাকে পরিণত করলাম لِمَصَالِحِي আমার সুযোগ-সুবিধার জন্য زِمَامًا বাগডোরে فَمَا دَخَلْتُ مَدِيْنَةً আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম وَلَجْتُ عَرِيْنَةً যে বাঘের ঝোপেই ঢুকলাম إِلَّا وَامْتَزَجْتُ بِحَاكِمِهَا তার শাসকের সাথে মিলে গেলাম امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ শরাবে পানি মেশার মতো وَتَقَوَّيْتُ بِعِنَايَتِهِ এবং তার তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী হলাম تَقَوِّيَ الْأَجْسَادِ بِالْأَرْوَاحِ প্রাণ দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো فَبَيْنَمَا أَنَا একদা আমি [উপবিষ্ট ছিলাম] عِنْدَ حَاكِمِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে فِيْ عَشِيَّةٍ عَرِيَّةٍ এক হিমেল সন্ধ্যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

- اِتَّخَذْتُ : আমি গ্রহণ করলাম।
- (اِفْتِعَال) اِتِّخَاذًا : গ্রহণ করা।
- اَلْأَدَبُ : শিষ্টাচার, সাহিত্য, নীতি।
- اَلْأَدَبُ (ك) مصـ : সাহিত্যিক হওয়া।
- إِمَامٌ : (ج) أَيِمَّةٌ ، أَئِمَّةٌ : পথনির্দেশক, দিশারী, নেতা।
- إِمَامٌ (ن) مصـ : ইমাম হওয়া।
- جَعَلْتُ (ف) جَعْلًا : আমি পরিণত করলাম।
- (ج) مَصَالِحُ ، (و) مُصْلَحَةٌ : সুযোগ-সুবিধা।
- زِمَامٌ : (ج) أَزِمَّةٌ : বাগডোর, নাকডোর, লাগাম।
- دَخَلْتُ (ن) دُخُوْلًا : আমি প্রবেশ করলাম।
- مَا دَخَلْتُ مَدِيْنَةً-إِلَّا : আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম।
- مَدِيْنَةٌ : (ج) مُدُنٌ ، مَدَائِنُ : শহর, মফস্বল শহর।
- لَا وَلَجْتُ ...... إِلَّا : যে [ঝোপেই] ঢুকলাম।
- (ض) وُلُوْجًا ، لِجَةً : প্রবেশ করা।
- عَرِيْنَةٌ : (ج) عَرَائِنُ : বাঘের ঝোপ।
- اِمْتَزَجْتُ : আমি মিশলাম, মিশে গেলাম।
- (اِفْتِعَال) اِمْتِزَاجًا : মিশ্রিত হওয়া।
- حَاكِمٌ (فا ، مذ ، مصـ:حُكْمٌ-ن) (ج)حُكَّامٌ ، حَاكِمُوْنَ : শাসক।
- اِمْتِزَاجٌ : (اِفْتِعَال) مصـ : মিশ্রিত হওয়া, মিশে যাওয়া।
- اَلْمَاءُ : (ج) مِيَاهٌ ، أَمْوَاهٌ : পানি।
- اَلرَّاحُ : শরাব, আনন্দ।
- تَقَوَّيْتُ : আমি শক্তিশালী হলাম।
- (تَفَعُّل) تَقَوِّيًا : শক্তিশালী হওয়া।
- عِنَايَةٌ (ض) مصـ : তত্ত্বাবধান করা, সংরক্ষণ করা।
- تَقَوِّيٌ (تَفَعُّل) مصـ : শক্তিশালী হওয়া।
- (ج) اَلْأَجْسَادُ ، (و) جَسَدٌ : শরীর, দেহ।
- (ج) اَلْأَرْوَاحُ ، (و) رُوْحٌ : আত্মা, প্রাণ।
- بَيْنَمَا (بَيْنَ ، مَا) أَنَا عِنْدَ .... একদা আমি... নিকটে ছিলাম।
- اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةُ : মিসরের একটি শহর।
- عَشِيَّةٌ : (ج) عَشِيٌّ ، عَشَايَا ، عَشِيَّاتٌ : সন্ধ্যা, মেঘ।
- عَرِيَّةٌ : (ج) عَرَايَا : শীতল বাতাস, ঠাণ্ডাবায়ু।
- عَشِيَّةٌ عَرِيَّةٌ : হিমেল সন্ধ্যা।

وَقَدْ أَحْضَرَ مَالَ الصَّدَقَاتِ، لِيَفُضَّهُ عَلَى ذَوِى الْفَاقَاتِ، إِذْدَخَلَ شَيْخٌ عِفْرِيَةٌ، تَعْتَلُهُ اِمْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَقَالَتْ - أَيَّدَ اللّٰهُ الْقَاضِىَ، وَأَدَامَ بِهِ التَّرَاضِىَ - إِنِّى امْرَأَةٌ مِنْ أَكْرَمِ جُرْثُومَةٍ، وَأَطْهَرِ أَرُومَةٍ، وَأَشْرَفِ خُؤُولَةٍ وَعُمُومَةٍ، مِيْسَمِى الصَّوْنَ -

অনুবাদ : আর তখন তিনি সদকার মাল অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য হাজির করালেন। ইত্যবসরে এক পিশাচ বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রবেশ করল, তাকে টেনে আনছে এক সন্তানধারিণী মহিলা। মহিলাটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা বিচারককে সাহায্য করুন এবং তার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টি সর্বদা বহাল রাখুন।-নিশ্চয় আমি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের এবং পবিত্র গোত্রের মহিলা মাতুল ও পিতৃব্যের দিক থেকে অভিজাত। আমার পরিচয় আত্মরক্ষা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَحْضَرَ তখন তিনি হাজির করালেন مَالَ الصَّدَقَاتِ সদকার মাল لِيَفُضَّهُ বণ্টন করার জন্য عَلَى ذَوِى الْفَاقَاتِ অভাবীদের মধ্যে إِذْ دَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল شَيْخٌ عِفْرِيَةٌ এক পিচাশ বৃদ্ধ ব্যক্তি تَعْتَلُهُ তাকে টেনে আনছে اِمْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ এক সন্তানধারিণী মহিলা فَقَالَتْ মহিলাটি বলল أَيَّدَ اللّٰهُ الْقَاضِىَ আল্লাহ তা'আলা বিচারককে সাহায্য করুন أَدَامَ بِهِ তার মাধ্যমে সর্বদা বহাল রাখুন التَّرَاضِىَ পারস্পরিক সন্তুষ্টি إِنِّى امْرَأَةٌ নিশ্চয়ই আমি একজন মহিলা مِنْ أَكْرَمِ جُرْثُومَةٍ সম্ভ্রান্ত বংশের وَأَطْهَرِ أَرُومَةٍ এবং পবিত্র গোত্রের أَشْرَفِ অভিজাত خُؤُولَةٍ وَعُمُومَةٍ মাতুল ও পিতৃব্যের দিক থেকে مِيْسَمِى الصَّوْنَ আমার পরিচয় আত্মরক্ষা।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدْ) أَحْضَرَ : হাজির করালেন।

(إِفْعَالٌ) إِحْضَارًا : হাজির করানো।

مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ, বিত্ত-বৈভব।

(ج) اَلصَّدَقَاتُ، (و) صَدَقَةٌ : সদকা, [দান-মানত]।

(لِ) يَفُضَّ (ن) فَضًّا : বণ্টন করার জন্য।

ذُوْ : (ج) ذَوُوْنَ : অধিকারী, মালিক।

(ج) اَلْفَاقَاتُ، (و) فَاقَةٌ : অভাব, অনটন, দারিদ্র্য।

ذَوِي الْفَاقَاتِ : অভাবী/দরিদ্র লোকজন।

دَخَلَ (ن) دُخُوْلاً : প্রবেশ করল।

عِفْرِيَةٌ : (ج : عَفَارِيْ) عِفْرِيْتٌ (ج : عَفَارِيْتُ) : পিশাচ, অতিশয় ধুরন্ধর, প্রতারক।

تَعْتَلُ : সে [মহিলা] টেনে আনছে।

(ن، ض) عَتْلًا : টেনে আনা।

إِمْرَأَةٌ : (ج) نِسَاءٌ، نِسْوَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) : মহিলা, নারী, রমণী।

مُصْبِيَةٌ (فا، مؤ، مصـ: إِصْبَاءٌ-إِفْعَالٌ) : সন্তানধারিণী মহিলা।

أَيَّدَ : (دُعَائِيَّةٌ) : সাহায্য করুন।

(تَفْعِيْلٌ) تَأْيِيْدًا : সাহায্য করা।

اَلْقَاضِىْ (قَاضٍ) (فا، مذ، مصـ: قَضَاءٌ -ض) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

أَدَامَ : (دُعَائِيَّةٌ) : সর্বদা বহাল রাখুন।

(إِفْعَالٌ) إِدَامَةً : সর্বদা বহাল রাখা।

اَلتَّرَاضِىْ : সন্তুষ্টি।

اَلتَّرَاضِىْ (تَفَاعُلٌ) مصـ : পরস্পরে সন্তুষ্ট থাকা।

أَكْرَمُ (اسْمُ تَفْضِيْل ، مذ، مصـ : كَرَامَةٌ - ك) : অধিক সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

جُرْثُوْمَةٌ ، جُرْثُوْمٌ : (ج) جَرَاثِيْمُ : মূল, গোড়া, [বংশ]।

أَطْهَرُ (اسْمُ تَفْضِيْل، مذ، مصـ: طُهْرٌ-ن، : অধিক পবিত্র।

أُرُوْمَةٌ، أَرُوْمٌ : (ج) أُرُوْمٌ : (ك গাছের মূল, [গোত্রৈতিহ্য]।

أَشْرَفُ (اسْمُ تَفْضِيْل، مذ، مصـ: شَرَافَةٌ-ك) : অভিজাত, সম্ভ্রান্ত।

(ج) خُؤُوْلَةٌ، خُؤُوْلٌ، خُوَّلٌ، أَخْوَالٌ، أَخْوِلَةٌ، (و) خَالٌ : মামা, মাতুল।

(ج) عُمُوْمَةٌ ، أَعْمَامٌ، أَعُمٌّ، (و) عَمٌّ : চাচা, পিতৃব্য।

مِيْسَمٌ : (ج) مَيَاسِمُ : চিহ্নিত করার হাতিয়ার, চিহ্ন, রূপ-লাবণ্য।

اَلصَّوْنُ (ن) مصـ : সংরক্ষণ করা।

اَلصَّوْنُ : সংরক্ষণ, আত্মরক্ষা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَشِيْمَتِي الْهَوْنِ، وَخُلُقِي نِعْمَ الْعَوْنُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ جَارَاتِي بَوْنٌ وَكَانَ أَبِي إِذَا خَطَبَنِي بُنَاةُ الْمَجْدِ، وَأَرْبَابُ الْجَدِّ، سَكَّتَهُمْ وَبَكَّتَهُمْ، وَعَافَ وُصْلَتَهُمْ وَصِلَتَهُمْ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِحِلْفَةٍ، أَنْ لَا يُصَاهِرَ غَيْرَ ذِي حِرْفَةٍ، فَقَيَّضَ الْقَدَرُ لِنَصَبِي وَ وَصَبِي، أَنْ حَضَرَ هٰذَا الْخُدَعَةُ نَادِيَ أَبِي ، فَأَقْسَمَ بَيْنَ رَهْطِهِ، أَنَّهُ وَفْقَ شَرْطِهِ، وَادَّعٰى أَنَّهُ طَالَمَا نَظَمَ دُرَّةً إِلٰى دُرَّةٍ، فَبَاعَهُمَا بِبَدْرَةٍ۔

অনুবাদ : আমার স্বভাব নম্রতা এবং আমার চরিত্র আমার উৎকৃষ্ট সহায়ক। আমার ও আমার প্রতিবেশিনীদের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। যখন সৌভাগ্যবান ও অভিজাত লোকেরা আমার বিবাহের প্রস্তাব দিত তখন আমার পিতা তাদেরকে চুপ করিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে লাজওয়াব করে দিতেন। তিনি তাদের সাথে মিশতে এবং তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতে অপছন্দ করতেন। এবং তিনি এ বলে দলিল পেশ করতেন যে, তিনি কসম সহকারে আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি কোনো পেশাজীবী ব্যতীত কারও শ্বশুর হবেন না। অতঃপর আমার ক্লান্তি ও অসুস্থতার জন্য ভাগ্য এটা অবধারিত করল যে, এই প্রতারক লোকটি আমার পিতার মজলিসে হাজির হলো এবং তার মজলিসের লোকজনের সামনে কসম করে বলল যে, সে তার শর্ত মুতাবিক পাত্র। সে আরও দাবি করল যে, সে অনেক সময় এক মুক্তার সাথে আরেক মুক্তা গেঁথেছে এবং উভয়টি সে এক [বা দশ] হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَشِيْمَتِي الْهَوْنِ আমার স্বভাব নম্রতা خُلُقِي আমার চরিত্র نِعْمَ الْعَوْنُ উৎকৃষ্ট সহায়ক وَبَيْنِي وَبَيْنَ جَارَاتِي আমার ও আমার প্রতিবেশীদের মাঝে রয়েছে بَوْنٌ [বিস্তর] ব্যবধান أَبِي আমার পিতা إِذَا خَطَبَنِي যখন আমার বিবাহের প্রস্তাব দিত بُنَاةُ الْمَجْدِ অভিজাত লোকেরা وَأَرْبَابُ الْجَدِّ এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ سَكَّتَهُمْ তিনি তাদেরকে চুপ করিয়ে দিতেন وَبَكَّتَهُمْ এবং তাদেরকে লা-জওয়াব করে দিতেন عَافَ তিনি অপছন্দ করতেন وُصْلَتَهُمْ তাদের সাথে মিশতে وَصِلَتَهُمْ এবং তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতে وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ তিনি এ বলে দলিল পেশ করতেন যে عَاهَدَ اللّٰهَ تَعَالٰى তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন بِحِلْفَةٍ কসম সহকারে أَنْ لَا يُصَاهِرَ তিনি শ্বশুর হবেন না غَيْرَ ذِي حِرْفَةٍ পেশাজীবী ব্যতীত কারও فَقَيَّضَ الْقَدَرُ অতঃপর ভাগ্য এটা অবধারিত করল لِنَصَبِي وَوَصَبِي আমার ক্লান্তি ও অসুস্থতার জন্য أَنْ حَضَرَ হাজির হলো هٰذَا الْخُدَعَةُ এই প্রতারক লোকটি نَادِيَ أَبِي আমার পিতার মজলিসে فَأَقْسَمَ এবং কসম করে বলল بَيْنَ رَهْطِهِ তার মজলিসের লোকজনের সামনে أَنَّهُ وَفْقَ شَرْطِهِ যে, সে তার শর্ত মুতাবিক পাত্র وَادَّعٰى أَنَّهُ সে আরও দাবি করল যে, طَالَمَا অনেক সময় نَظَمَ دُرَّةً إِلٰى دُرَّةٍ সে এক মুক্তার সাথে আরেক মুক্তা গেঁথেছে فَبَاعَهُمَا بِبَدْرَةٍ এবং উভয়টি সে হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْعَوْنُ : সাহায্য, সাহায্যকারী, খাদেম।

الْعَوْنُ (ن) مصـ : সাহায্য করা।

بَيْنَ (ظرف) : মাঝে, মধ্যে।

(ج) جَارَاتٌ، (و) جَارَةٌ : প্রতিবেশিনী।

بَوْنٌ : দূরত্ব, ব্যবধান, পার্থক্য।

شِيْمَةٌ، شِنْشِنَةٌ : (ج) شِيَمٌ : স্বভাব, অভ্যাস, চরিত্র।

الْهَوْنُ : নম্রতা, গাম্ভীর্য।

الْهَوْنُ (ن) مصـ : নরম ও সহজ হওয়া।

خُلُقٌ : (ج) أَخْلَاقٌ : স্বভাবগত আচার-আচরণ, অভ্যাস, মানবতা।

نِعْمَ (فِعْلُ الْمَدْحِ) : উত্তম, উৎকৃষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ذِي حِرْفَةٍ (مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ) : পেশাজীবী।

نَيَّضَ : ধার্য করল, অবধারিত করল।

(تَفْعِيل) تَنْيِيضًا : অবধারিত করল।

اَلْقَدَرُ : (ج) أَقْدَارٌ : ভাগ্য, অদৃষ্ট।

نَصَبٌ : ক্লান্তি, অবসাদ।

نَصَبٌ (س) مصـ : ক্লান্ত হওয়া।

وَصَبٌ : অসুস্থতা।

وَصَبٌ (س) مصـ : অসুস্থ হওয়া।

(أَنْ) حَضَرَ : হাজির হলো।

(ن) حُضُورًا : হাজির হওয়া।

اَلْخُدَعَةُ (مبالغة ، مصـ: خَدْعٌ – ف) : অতিশয় প্রতারক।

نَادِيٍ(نَادٍ) (فا ،مذ ،مصـ:نَدْوٌ–ن) (ج) أَنْدِيَةٌ،نَوَادٍ : মজলিস।

أَقْسَمَ : কসম করল, কসম করে বলল।

(إِفْعَال) إِقْسَامًا : কসম করা।

رَهْطٌ (اسم جمع) (ج) أَرْهُطٌ، أَرْهَاطٌ أَرَاهِيطُ :(جج) أَرَاهِطُ، স্বগোত্র, স্ববংশ।

وَفْقٌ : মোয়াফিক, মুতাবিক।

وَفْقٌ (ض) مصـ : মোয়াফিক হওয়া।

شَرْطٌ : শর্ত, কড়ার।

شَرْطٌ (ن، ض) مصـ : শর্তযুক্ত করা।

اِدَّعَى : সে দাবি করল।

(اِفْتِعَال) اِدِّعَاءً : দাবি করা।

نَظَمَ : (ض) نَظْمًا : সে [মুক্তা] গেঁথেছে।

دُرَّةٌ : (ج) دُرَرٌ ، دُرَّاتٌ : বড় মুক্তা, মুক্তা।

بَاعَ : (ض) بَيْعًا : বিক্রি করেছে, ক্রয় করেছে।

بَدْرَةٌ : (ج) بِدَرٌ ، بُدُورٌ : এক হাজার বা দশ হাজার দিরহাম বা তৎসহ থলি। মোটা অংকের অর্থ।

أَبٌ : (ج) آبَاءٌ ، أَبُونَ : পিতা, জনক।

(إِذَا) خَطَبَ : বিবাহের প্রস্তাব দিত।

(ن) خَطْبًا ، خِطْبَةً : বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া।

(ج) بُنَاةٌ ،(و) بَانٍ(فا ،مذ ،مصـ:بِنَاءٌ–ض) : নির্মাতা, নির্মাণকারী।

اَلْمَجْدُ : (ج) أَمْجَادٌ : সম্মান, মর্যাদা।

اَلْمَجْدُ (ن) مصـ : সম্মনিত হওয়া।

(ج) أَرْبَابٌ، (و) رَبٌّ : অধিকারী, মালিক, প্রতিপালক।

اَلْجَدُّ (ج) جُدُودٌ : সৌভাগ্য।

اَلْجِدُّ : (ن) مصـ : ভাগ্যবান হওয়া।

سَكَّتَ : চুপ করিয়ে দিতেন।

(تَفْعِيل) تَسْكِيتًا : চুপ করিয়ে দেওয়া।

بَكَّتَ : লাজওয়ার করে দিতেন।

(تَفْعِيل) تَبْكِيتًا : লাজওয়ার করে দেওয়া।

عَافَ : অপছন্দ করতেন।

(ض) عَيْفًا، عِيَافًا : অপছন্দ করা।

وُصْلَةٌ : সম্পর্ক, মেলামেশা।

وُصْلَةٌ (ض)مصـ ـ إِلَيْهِ : পৌঁছা।

صِلَةٌ : দান, অনুগ্রহ, উপঢৌকন।

صِلَةٌ (ض) مصـ : একত্র করা।

اِحْتَجَّ : দলিল পেশ করতেন।

(اِفْتِعَال) اِحْتِجَاجًا : দলিল পেশ করা।

عَاهَدَ : তিনি সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

(مُفَاعَلَة) مُعَاهَدَةً : সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

تَعَالَى : বুলন্দ, সম্মানিত।

(تَفَاعُل) تَعَالِيًا : বুলন্দ, হওয়া। সম্মানিত হওয়া।

حَلْفَةٌ : এক প্রকার কসম, বিশেষ ধরনের কসম।

حَلْفَةٌ (ض) مصـ (لِلْمَرَّةِ) : একবার কসম করা।

لَا يُصَاهِرُ : জামাতা/শ্বশুর হবেন না।

(مُفَاعَلَة)مُصَاهَرَةً : জামাতা/শ্বশুর হওয়া।

Free @ www.eilmweebly.com

فَاغْتَرَّ أَبِى بِزَخْرَفَةِ مُحَالِهِ، وَزَوَّجَنِيْهِ قَبْلَ اِخْتِبَارِ حَالِهِ . فَلَمَّا اسْتَخْرَجَنِى مِنْ كِنَاسِى، وَرَحَلَنِى مِنْ أَنَاسِى، وَنَقَلَنِى إِلٰى كِسْرِهِ، وَحَصَلَنِىْ تَحْتَ أَسْرِهِ، وَجَدْتُهُ قُعْدَةً جُثَمَةً ، وَأَلْفَيْتُهُ ضُجَعَةً نُوَمَةً، وَكُنْتُ صَحِبْتُهُ بِرِيَاشٍ وَزِيٍّ، وَأَثَاثٍ وَرِيٍّ، فَمَا بَرِحَ يَبِيْعُهُ فِىْ سُوقِ الْهَضْمِ، وَيُتْلِفُ ثَمَنَهُ فِى الْخَضْمِ وَالْقَضْمِ .

অনুবাদ : এতে আমার পিতা তার মিথ্যা কথার চমকপ্রদতায় প্রতারিত হলেন এবং তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন। অতঃপর সে যখন আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে আনল এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় করে নিল এবং আমাকে তার গৃহ কোণে স্থানান্তরিত করল, আর আমাকে তার বন্ধনের অধীনে লাভ করল তখন আমি তাকে অত্যধিক অকর্মণ্য ও অলস দেখতে পেলাম। আর আমি তাকে অধিক শয়নপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয় পেলাম। আমি উত্তম লেবাস-পোশাক, আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা সহকারে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম। অথচ সে তা একাধারে বিনষ্টের বাজারে বিক্রি করতে থাকল এবং অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজনে তার পয়সা নষ্ট করতে থাকল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاغْتَرَّ أَبِىْ আমার পিতা প্রতারিত হলেন بِزَخْرَفَةِ مُحَالِهِ তার মিথ্যা কথার চমকপ্রদতায় وَزَوَّجَنِيْهِ এবং তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন قَبْلَ اِخْتِبَارِ حَالِهِ তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই فَلَمَّا اسْتَخْرَجَنِى অতঃপর সে যখন আমাকে বের করে আনল مِنْ كِنَاسِى আমার ঘর থেকে وَرَحَلَنِىْ এবং আমাকে বিদায় করে নিল مِنْ إِنَاسِى আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে وَنَقَلَنِى এবং আমাকে স্থানান্তরিত করল إِلٰى كِسْرِهِ তার গৃহকোণে وَحَصَلَنِى আর আমাকে লাভ করল تَحْتَ أَسْرِهِ তার বন্ধনের অধীনে وَجَدْتُهُ আমি তাকে দেখতে পেলাম قُعْدَةً অত্যধিক অকর্মণ্য جُثَمَةً অত্যধিক অলস وَأَلْفَيْتُهُ আর আমি তাকে পেলাম ضُجَعَةً نُوَمَةً অধিক শয়নপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয় وَكُنْتُ صَحِبْتُهُ আমি তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম بِرِيَاشٍ وَزِيٍّ উত্তম লেবাস-পোশাক সহকারে وَأَثَاثٍ وَرِيٍّ এবং আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা فَمَا بَرِحَ يَبِيْعُهُ অতঃপর সে তা একাধারে বিক্রি করতে থাকল فِىْ سُوقِ الْهَضْمِ বিনষ্টের বাজারে وَيُتْلِفُ ثَمَنَهُ এবং সে তার পয়সা নষ্ট করতে থাকল فِى الْخَضْمِ وَالْقَضْمِ অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِغْتَرَّ : প্রতারিত হলেন।

(اِفْتِعَالٌ) اِغْتِرَارًا : প্রতারিত হওয়া।

أَبٌ : (ج) آبَاءٌ، أَبُوْنَ : পিতা, জনক।

زَخْرَفَةٌ : (فعللة) مصـ : চমকপ্রদ/ পরিপাটি/ সুন্দর করা।

مُحَالٌ : (مادة : حول) : অসম্ভব, বাতিল, মিথ্যা, অসার।

زَوَّجَ : (تَفْعِيْل) تَزْوِيْجًا : বিবাহ দিলেন।

اِخْتِبَارٌ : (اِفْتِعَالٌ) مصـ : পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوِلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি , প্রকৃতি।

اِسْتَخْرَجَ : সে বের করে আনল।

(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِخْرَاجًا : বের করে আনা।

كِنَاسٌ : (ج) أَكْنِسَةٌ ، كُنُسٌ : হরিণের অবাসস্থল, [ঘর]।

رَحَّلَ : বিদায় করে নিল।

(تَفْعِيْل) تَرْحِيْلًا : বিদায় করে নেওয়া।

(ج) أَنَاسٌ، أَنَاسِيٌّ، (و) إِنْسِيٌّ : লোকজন, [আত্মীয়-স্বজন]।

نَقَلَ (ن) نَقْلًا : স্থানান্তরিত করল, নিয়ে গেল।

كِسْرٌ : (ج) كُسُوْرٌ، أَكْسَارٌ : গৃহকোণ, তাঁবু বা কামরার কোনা।

حَصَّلَ : সে লাভ করল, হাসিল করল।

(تَفْعِيْل) تَحْصِيْلًا : লাভ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَا بَرِحَ (فِعْل نَاقِص) : একাধারে .... করতে থাকল।

بَرِحَ (س) بَرْحًا، بَرَاحًا : পৃথক হলো, সরে গেল।

(مَابَرِحَ) - يَبِيْعَ : বিক্রি করতে থাকল।

(ض) بَيْعًا : বিক্রি করা।

سُوْقٌ : (ج) أَسْوَاقٌ : বাজার, হাট।

هَضْمٌ : বিনষ্ট, ক্ষতি, গচ্ছা।

اَنْهَضْمُ (ن) مصـ : ভাঙ্গা।

(مَا بَرِحَ) يُتْلِفُ : নষ্ট করতে থাকল।

(إِفعَال) إِتْلَافًا : নষ্ট করা।

ثَمَنٌ : (ج) أَثْمَانٌ، أَثْمِنَةٌ، أَثْمُنٌ : বিনিময়, বিক্রি লব্ধ অর্থ, মূল্য।

خَضْمٌ : অধিক ভোজন।

اَلْخَضْمُ (ض، س) مصـ : মুখ ভর্তি করে খাওয়া।

قَضْمٌ : স্বল্প ভোজন।

اَلْقَضْمُ (ض، س) مصـ : দাঁতের মাথা দ্বারা কেটে খাওয়া।

أَسْرٌ : বন্ধন।

أَسْرٌ (ض) مصـ : ফিতে দ্বারা বাঁধা, বন্দী করা।

وَجَدْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম।

(ض) وُجُوْدًا، وِجْدَانًا : পাওয়া।

قُعْدَةً (مب، مصـ: قُوْدَ-ن) : অত্যধিক অকর্মণ্য, নিরুদ্যম।

جُثَمَةً (مب، مصـ: جُثُوْمٌ -ن ض) : অত্যধিক অলস।

أَلْفَيْتُ (إِفعَال) إِلْفَاءً : আমি পেলাম।

ضُجَعَةً (امب، مصـ: ضَجْعٌ، ضُجُوْعٌ ـ ف) : অলস, শয়নপ্রিয়।

نُوَمَةً (مب، مصـ : نَوْمٌ، نِيَامٌ-س) : অলস, নিদ্রাপ্রিয়।

(كُنْتُ) صَحِبْتُ (س) صُحْبَةً، صَحَابَةً : সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম।

(ج) رِيَاشٌ، أَرْيَاشٌ، (و) رِيْشٌ، رِيْشَةٌ : উত্তম লেবাস- পোশাক।

زِيٌّ : (ج) أَزْيَاءٌ : আকার , আকৃতি, পোশাক।

أَثَاثٌ : গৃহের আসবাব-পত্র।

رِئْيٌ : সুদৃশ্য, [উৎকৃষ্ট অবস্থা]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِلَى أَنْ مَزَّقَ مَالِى بِأَسْرِهِ، وَأَنْفَقَ مَالِى فِى عُسْرِهِ. فَلَمَّا أَنْسَانِى طَعْمَ الرَّاحَةِ، وَغَادَرَ بَيْتِى أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَاهٰذَا! إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ بَعْدَ بُؤْسٍ، وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوْسٍ، فَانْهَضْ لِلْاِكْتِسَابِ بِصِنَاعَتِكَ، وَاجْتَنِ ثَمْرَةَ بَرَاعَتِكَ، فَزَعَمَ أَنَّ صِنَاعَتَهُ قَدْ رُمِيَتْ بِالْكَسَادِ، لِمَا ظَهَرَ فِى الْأَرْضِ مِنَ الْفَسَادِ وَلِى مِنْهُ سُلَالَةٌ، كَأَنَّهُ خِلَالَةٌ، وَكِلَانَا مَا يَنَالُ مَعَهُ شُبْعَةً، وَلَا تَرْقَأُ لَهُ مِنَ الطَّوٰى دَمْعَةٌ.

অনুবাদ : এভাবে সে আমার যা কিছু ছিল সবই ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল এবং আমার সম্পদ তার অভাব-অনটনে ব্যয় করে ফেলল। অতঃপর যখন সে আমাকে শান্তির স্বাদ ভুলিয়ে দিল এবং আমার গৃহকে হাতের তালুর চেয়ে পরিষ্কার করে ছেড়ে দিল তখন আমি তাকে বললাম, হে সাহেব! নিশ্চয় কষ্টের পরে রাখঢাক থাকে না এবং বর বা নব-বধুর [বাসর যাপনের] পর সুগন্ধির প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং তুমি তোমার শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হও এবং তুমি তোমার গুণ-গরিমার ফল চয়ন কর। তখন সে বলল যে, তার শিল্প মার খেয়ে গেছে। কেননা পৃথিবীতে অনর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তার ঔরসজাত আমার এক সন্তান রয়েছে, যেন সে একটি খিলাল [অর্থাৎ, জীর্ণ-শীর্ণ] এবং আমরা উভয়ে তার [অর্থাৎ, সন্তানের] উপস্থিতিতে পেট পুরে খেতে পাই না এবং ক্ষুধায় তার অশ্রু বন্ধ হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَى أَنْ مَزَّقَ এভাবে সে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল مَالِى بِأَسْرِهِ আমার যা কিছু ছিল সবই وَأَنْفَقَ مَالِى এবং আমার সম্পদ ব্যয় করে ফেলল فِى عُسْرِهِ তার অভাব-অনটনে فَلَمَّا أَنْسَانِى অতঃপর সে যখন আমাকে ভুলিয়ে দিল طَعْمَ الرَّاحَةِ শান্তির স্বাদ وَغَادَرَ بَيْتِى এবং আমার গৃহকে ছেড়ে দিল أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ হাতের তালুর চেয়ে পরিষ্কার فَقُلْتُ لَهُ তখন আমি তাকে বললাম يَاهٰذَا হে সাহেব إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ নিশ্চয়ই রাখ-ঢাক থাকে না بَعْدَ بُؤْسٍ কষ্টের পর لَاعِطْرَ সুগন্ধির প্রয়োজন থাকে না بَعْدَ عَرُوْسٍ নববধুর পর فَانْهَضْ সুতরাং তুমি প্রস্তুত হও لِلْاِكْتِسَابِ জীবিকা উপার্জনের জন্য بِصِنَاعَتِكَ তোমার শিল্প দ্বারা وَاجْتَنِ তুমি চয়ন কর ثَمْرَةَ بَرَاعَتِكَ তোমার গুণ-গরিমার ফল فَزَعَمَ তখন সে বলল أَنَّ صِنَاعَتَهُ قَدْ رُمِيَتْ بِالْكَسَادِ তার শিল্পকর্ম মার খেয়ে গেছে لِمَا ظَهَرَ فِى الْأَرْضِ কেননা পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে الْفَسَادِ অনর্থ وَلِى مِنْهُ سُلَالَةٌ তার ঔরসজাত আমার এক সন্তান রয়েছে كَأَنَّهُ خِلَالَةٌ যেন সে একটি খিলাল وَكِلَانَا এবং আমরা উভয়ে مَا يَنَالُ مَعَهُ তার উপস্থিতিতে পায় না شُبْعَةً পেট পুরে খাবার وَلَا تَرْقَأُ এবং বন্ধ হয় না مِنَ الطَّوٰى دَمْعَةٌ ক্ষুধায় [তার] অশ্রু।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِلَى أَنْ (إِلَى، أَنْ) : অবশেষে, এ পর্যন্ত যে।

مَزَّقَ : ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

(تَفْعِيْل) تَمْزِيْقًا : ছিন্নভিন্ন করে ফেলা।

مَالِى (مَابِمَعْنَى "الَّذِى" بَعْدَهُ ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ) : আমার যা কিছু ছিল।

أَسْرَ : সম্পূর্ণ, সমস্ত, পুরোপুরি।

أَنْفَقَ : ব্যয় করে ফেলল।

(إِفْعَال) إِنْفَاقًا : ব্যয় করা।

مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : ধন-সম্পদ, বিত্ত।

عُسْرٌ : অভাব-অনটন।

عَسُرَ (س) مصد : কঠিন হওয়া।

أَنْسَى : সে ভুলিয়ে দিল।

(إِفْعَال) إِنْسَاءً : ভুলিয়ে দেওয়া।

طَعْمٌ : স্বাদ, আস্বাদন।

Free @ www.eilm.weebly.com

طَعْمٌ (س) مصـ : আস্বাদন করা, খাওয়া।

١. اَلرَّاحَةُ : শান্তি, আরাম।

اَلرَّاحَةُ (ن) صـ : আনন্দিত হওয়া।

غَادَرَ : সে ছেড়ে দিল।

(مُفَاعَلَةٌ) مُغَادَرَةً : ছেড়ে দেওয়া।

بَيْتٌ : (ج) بُيُوْتٌ، أَبْيَاتٌ : কামরা, গৃহ।

أَنْقَى (اسم تفضيل) : অপেক্ষাকৃত অধিক পরিষ্কার।

(س) نَقَاوَةً : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।

٢. اَلرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ، رَاحَاتٌ : হাতের তালু।

مَخْبَأٌ (مصدر ميمى أو اسم ظرف) :
ঢাক, লুকাবার জায়গা।

(ف) خَبْأً - اَلشَّيْءَ : লুকানো।

بُؤْسٌ : (ج) أَبْؤُسٌ : কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন।

عِطْرٌ : (ج) عُطُوْرٌ : সুগন্ধি, আতর।

عَرُوْسٌ : (ج) عُرُسٌ : [বাসর যাপন কালীন] স্বামী/বর।

عَرُوْسٌ : (ج) عَرَائِسُ : [বাসর যাপন কালীন] স্ত্রী, নববধূ।

اِنْهَضْ : তুমি উঠে যাও, প্রস্তুত হও।

(ف) نُهُوْضًا، نَهْضًا : উঠে দাঁড়ানো। প্রস্তুত হওয়া।

اَلْاِكْتِسَابُ (اِفْتِعَالٌ) مصـ : উপার্জন করা।

صِنَاعَةٌ : পেশা, শিল্প, হস্তকর্ম।

اِجْتَنِ : তুমি ফল চয়ন কর।

(اِفْتِعَال) اِجْتِنَاءً : ফল চয়ন করা।

ثَمَرَةٌ : (ج) ثَمَرٌ، ثِمَارٌ، ثُمُرٌ (جج) أَثْمَارٌ : ফল।

بَرَاعَةٌ : গুণ-গরিমা।

بَرَاعَةً (ن،س،ك) مصـ : গুণ-গরিমায় অগ্রণী হওয়া।

زَعَمَ : ধারণা করল, বলল।

(ن) زَعْمًا، مَزْعَمًا : ধারণা করা। বলা।

رُمِيَتْ (مج) : নিক্ষেপ করা হয়েছে, মার খেয়ে গেছে।

(ض) رَمْيًا : নিক্ষেপ করা।

اَلْكَسَادُ (ن، ك) مصـ : দাম পড়ে যাওয়া, গচ্ছা যাওয়া।

ظَهَرَ : প্রকাশ পেয়েছে।

(ن) ظُهُوْرًا : প্রকাশ পাওয়া।

اَلْأَرْضُ : (ج) أَرَضُوْنَ، أُرُوْضٌ، أَرَاضٍ، أُرَاضٍ : জমি, পৃথিবী।

اَلْفَسَادُ : অনর্থ, বিশৃঙ্খলা।

اَلْفَسَادُ (ن،ض،ك) مصـ : নষ্ট হওয়া।

سُلَالَةٌ : নির্গত, সারৎসার, বংশ-পরিক্রমা, সন্তান।

كَأَنَّهُ (حَرْفُ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ لِلتَّشْبِيْهِ بَعْدَهُ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ) : যেন সে।

خِلَالَةٌ : খিলাল, দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি।

كِلَانَا (مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ) : আমরা উভয়।

مَا يَنَالُ : পায় না, হাসিল করে না।

(س) نَيْلًا : পাওয়া। হাসিল করা।

شُبْعَةٌ : একবারে পেট পুরে খাওয়ার পরিমাণ।

لَا تَرْقَأُ : [অশ্রু] বন্ধ হয় না।

(ف) رَقْأً، رُقُوْءًا : বন্ধ হওয়া।

اَلطَّوَى : ক্ষুধা, অনাহার।

اَلطَّوَى (س) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।

دَمْعَةٌ : (ج) دَمْعٌ، دُمُوْعٌ، أَدْمُعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَدْقُدْتُّهُ إِلَيْكَ، وَأَحْضَرْتُهُ لَدَيْكَ، لِتَعْجُمَ عُوْدَ دَعْوَاهُ، وَتَحْكُمَ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ، فَأَقْبَلَ الْقَاضِى عَلَيْهِ، وَقَالَ : قَدْ وَعَيْتُ قَصَصَ عِرْسِكَ، فَبَرْهِنِ الْاٰنَ عَنْ نَفْسِكَ، وَإِلَّا كَشَفْتُ عَنْ لَبْسِكَ، وَأَمَرْتُ بِحَبْسِكَ ـ

অনুবাদ : এমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট টেনে এনেছি এবং আপনার সম্মুখে হাজির করেছি, যাতে আপনি তার দাবির কাষ্ঠ পরীক্ষা করে দেখেন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দিয়েছেন তদ্দ্বারা আমাদের ফয়সালা করে দেন। অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমি তোমার স্ত্রীর বিবরণ শুনলাম। অতএব এখন তুমি তোমার পক্ষ থেকে সপ্রমাণ বিবরণ দাও। অন্যথায় আমি তোমার গুমর প্রকাশ করে দেব এবং তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দেব।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ قُدْتُّهُ إِلَيْكَ এমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট এনেছি وَأَحْضَرْتُهُ لَدَيْكَ এবং আপনার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করেছি لِتَعْجُمَ যাতে আপনি পরীক্ষা করে দেখেন عُوْدَ دَعْوَاهُ তার দাবির কাষ্ঠ وَتَحْكُمَ بَيْنَنَا এবং আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দান করেছেন, তদ্দ্বারা فَأَقْبَلَ الْقَاضِى عَلَيْهِ অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে قَالَ বললেন قَدْ وَعَيْتُ আমি শুনলাম قَصَصَ عِرْسِكَ তোমার স্ত্রীর বিবরণ فَبَرْهِنِ الْاٰنَ অতএব এখন তুমি সপ্রমাণ বিবরণ দাও عَنْ نَفْسِكَ তোমার পক্ষ থেকে وَإِلَّا كَشَفْتُ অন্যথায় আমি প্রকাশ করে দিব عَنْ لَبْسِكَ তোমার গুমর وَأَمَرْتُ بِحَبْسِكَ এবং তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দিব।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدْ) قُدْتُّ : আমি টেনে এনেছি।

(ن) قَوْدًا : টেনে আনা।

أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করেছি।

(إِفْعَال) إِحْضَارًا : হাজির করা।

تَعْجُمُ : আপনি পরীক্ষা করে দেখেন।

(ن) عَجْمًا : পরীক্ষা করা।

عُوْدٌ :(ج) عِيدَانٌ، أَعْوَادٌ، أَعْوُدٌ : কাঠ, কাটা ডাল।

دَعْوٰى :(ج) دَعَاوِىْ : দাবি, আবেদন।

دَعْوٰى (ن) مصـ : ডাকা।

تَحْكُمُ : আপনি ফয়সালা করে দেন।

(ن) حُكْمًا : ফয়সালা করা।

(مَا) أَرٰى : [যা] দেখিয়েছেন, বুঝ দিয়েছেন।

(إِفْعَال) إِرَاءَةً : দেখানো। বুঝ দেওয়া।

أَقْبَلَ : অভিমুখী হলেন।

(إِفْعَال) إِقْبَالًا : অভিমুখী হওয়া।

اَلْقَاضِى (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءٌ : বিচার/ ফয়সালা করা।

قَدْ وَعَيْتُ : আমি শুনলাম, আত্মস্থ করলাম।

(ض) وَعْيًا : শোনা। আত্মস্থ করা।

قَصَصٌ : বিবরণ, বর্ণিত বিষয়, কাহিনী।

قَصَصٌ (ن) مصـ : বর্ণনা করা।

عِرْسٌ : (ج) أَعْرَاسٌ : বর, কনে, স্ত্রী।

بَرْهِنْ : তুমি প্রমাণ পেশ কর, সপ্রমাণ বিবরণ দাও।

(فَعْلَلَة) بَرْهَنَةً : প্রমাণ পেশ করা। সপ্রমাণ বিবরণ দেওয়া।

اَلْاٰنَ (حَرْفُ التَّعْرِيفِ لِلْعَهْدِ) : এখন, এ মুহূর্তে।

عَنْ نَفْسِكَ : তোমার নিজের পক্ষ থেকে।

نَفْسٌ : (ج) أَنْفُسٌ، نُفُوسٌ : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি।

كَشَفْتُ : আমি খুলে দিলাম [-দেব]।

(ض) كَشْفًا : খুলে দেওয়া।

لَبْسٌ : জট, গুমর।

لَبْسٌ (ض) مصـ : সন্দেহযুক্ত করা।

أَمَرْتُ : আমি নির্দেশ দিলাম [-দেব]।

(ن) أَمْرًا : নির্দেশ দেওয়া।

حَبْسٌ (ض) مصـ : বন্দী করা।

- عَنِ الشَّيْءِ : বিরত রাখা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الْأُفْعُوَانِ، ثُمَّ شَمَّرَ لِلْحَرْبِ الْعَوَانِ، وَقَالَ:

إِسْمَعْ حَدِيثِي، فَإِنَّهُ عَجَبٌ * يُضْحِكُ مِنْ شَرْحِهِ، وَيُنْتَحَبُ

أَنَا امْرُأٌ لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ * عَيْبٌ، وَلَا فِي فَخَارِهِ رَيْبٌ

سَرُوجُ دَارِي الَّتِي وُلِدْتُ بِهَا * وَالْأَصْلُ غَسَّانُ حِينَ أَنْتَسِبُ

অনুবাদ : তখন সে সর্পের মাথা নিচু করার মতো মাথা নিচু করল। তারপর সে তুমুল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো এবং বলল : [কবিতার অনুবাদ-] "আপনি আমার কথা শুনুন, কেননা, তা বিস্ময়কর। এর বিবরণ শুনে হাসা হয়, আবার কাঁদা হয়। আমি এমন এক ব্যক্তি, যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে কোনো ত্রুটি নেই এবং তার গর্ববোধে কোন রকম সন্দেহ নেই। সারূজে আমার বাড়ি, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যখন আমি বংশ বর্ণনা করি তখন আমার প্রকৃত বংশ হচ্ছে গাসসান।

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَطْرَقَ তখন সে মাথা নিচু করল إِطْرَاقَ الْأُفْعُوَانِ সর্পের মাথা নিচু করার মতো ثُمَّ شَمَّرَ অতঃপর সে প্রস্তুত হলো لِلْحَرْبِ الْعَوَانِ তুমুল লড়াইয়ের জন্য وَقَالَ এবং বলল إِسْمَعْ حَدِيثِي আপনি আমার কথা শুনুন فَإِنَّهُ عَجَبٌ কেননা তা বিস্ময়কর يُضْحِكُ مِنْ شَرْحِهِ এর বিবরণ শুনে হাসা হয় وَيُنْتَحَبُ আবার কাঁদা হয় أَنَا امْرُأٌ আমি এমন এক ব্যক্তি لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে নেই عَيْبٌ কোনো ত্রুটি وَلَا فِي فَخَارِهِ رَيْبٌ এবং তার গর্ববোধে কোনো রকম সন্দেহ নেই سَرُوجُ دَارِي সারূজে আমার বাড়ি الَّتِي وُلِدْتُ بِهَا সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি وَالْأَصْلُ غَسَّانُ তখন আমার প্রকৃত বংশ হচ্ছে গাসসান حِينَ أَنْتَسِبُ যখন আমি বংশ বর্ণনা করি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَطْرَقَ (إِفْعَال) إِطْرَاقًا : সে মাথা নিচু করল।
إِطْرَاقَ (إِفْعَال) مصـ : মাথা নিচু করা।
الْأُفْعُوَانُ (مادة : فعى) : সর্প, নর সাপ।
شَمَّرَ : সে প্রস্তুত হলো।
(تَفْعِيل) تَشْمِيرًا : প্রস্তুত হওয়া।
اَلْحَرْبُ : (ج) حُرُوبٌ : লড়াই, যুদ্ধ।
اَلْحَرْبُ (ن) مصـ : সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া।
اَلْعَوَانُ : তুমুল, ভীষণ।
اَلْعَوَانُ : (ج) عُوْنٌ : প্রৌঢ়, মাঝবয়সী।
إِسْمَعْ : আপনি শুনুন, তুমি শোন।
(س) سَمْعًا : শোনা।
حَدِيثٌ (صف، مذ) (ج) أَحَادِيثُ : কথা, হাদীস।
(تَفْعِيل) تَحْدِيثًا : হাদীস বর্ণনা করা। কথা বলা।
(ن) حُدُوثًا - اَلْأَمْرُ : সংঘটিত হওয়া।
- حَدَاثَةً، حُدُوثًا : নতুন হওয়া।
قَدُمَ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হলে তখন بَابُ كَرُمَ থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ "নতুন পুরাতন ভাবনা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।"
عَجَبٌ : বিস্ময়, বিস্ময়কর।

عَجَبٌ (س) مصـ : আশ্চর্যবোধ করা। পছন্দ করা।
يُنْتَحَبُ (مج) : কাঁদা হয়, ক্রন্দন করা হয়।
(اِفْتِعَال) اِنْتِحَابًا : ক্রন্দন করা।
اِمْرُأٌ : পুরুষ, ব্যক্তি।
لَيْسَ (فِعْل نَاقِص) : নেই, নয়।
(ج) خَصَائِصُ، (و) خَاصِيَّةٌ : বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব।
عَيْبٌ (ج) عُيُوبٌ : কলঙ্ক, দোষ, ত্রুটি।
عَيْبٌ (ض) مصـ : কলঙ্কিত করা।
فَخَارٌ، فَخْرٌ : গর্ববোধ, গর্ব, অহংকার।
فَخَارٌ (ف) مصـ : গর্ব করা।
(ج) رِيَبٌ، (و) رِيبَةٌ : সন্দেহ, সংশয়, অপবাদ।
سَرُوجُ : একটি জায়গার নাম।
دَارٌ : (ج) دُوْرٌ، دِيَارٌ، أَدْوُرٌ، أَدْوُر، أَدْوِرَةٌ، دِيَارَةٌ، أَدْوَارٌ : دُورَاتٌ، دِيَارَاتٌ، دُوْرَانٌ، دِيْرَانٌ : বাড়ি, দেশ।
وُلِدْتُ (مج) : আমি জন্মগ্রহণ করেছি।
(ض) لِدَةً، وِلَادَةً : জন্মগ্রহণ করা।
غَسَّانُ (بَنُو غَسَّانَ) : এক রাজ বংশের নাম।
حِينَ : (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِينُ : সময়, কাল।
أَنْتَسِبُ : আমি বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করি।
(اِفْتِعَال) اِنْتِسَابًا : বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَشُغْلِى الدَّرْسُ، وَالتَّبَحُّرُ فِى الْـ *
عِلْمِ طِلَابِى، وَحَبَّذَا الطَّلَبُ
وَرَأْسُ مَالِى سِحْرُ الْكَلَامِ الَّذِى *
مِنْهُ يُصَاغُ الْقَرِيْضُ وَالْخُطَبُ
أَغُوْصُ فِى لُجَّةِ الْبَيَانِ فَأَخْ *
تَارُ اللَّآلِى مِنْهَا وَانْتَخِبُ
وَأَجْتَنِى الْيَانِعَ الْجَنِىَّ مِنَ الْـ *
قَوْلِ وَغَيْرِى لِلْعُوْدِ يَحْتَطِبُ
وَآخُذُ اللَّفْظَ فِضَّةً فَإِذَا *
مَا صُغْتُهُ، قِيْلَ : إِنَّهُ ذَهَبُ
وَكُنْتُ مِنْ قَبْلُ أَمْتَرِى نَشَبًا *
بِالْأَدَبِ الْمُقْتَنِى، وَأَجْتَلِبُ

অনুবাদ : আমার কাজ পড়াশুনা করা এবং আমার লক্ষ্য জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া। আর শুভ আমার এই অন্বেষা। আমার মূলধন যাদুময় কথা, যদদ্বারা কবিতা ও বক্তৃতা প্রস্তুত করা হয়। আমি বাগ্মিতার গভীরতায় ডুব দেই, সেখান থেকে মুক্তামালা পছন্দ করি এবং নির্বাচন করি। আমি কথামালার তাজা পরিপক্ক ফল চয়ন করি, আর আমি ব্যতীত অন্যেরা লাকড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়। আমি শব্দ রূপা স্বরূপ গ্রহণ করি। অতঃপর যখন আমি তা ঢালাই করি তখন বলা হয় যে, এটা স্বর্ণ। আমি ইতঃপূর্বে সঞ্চিত সাহিত্য দ্বারা সম্পদ আহরণ করতাম এবং উপার্জন করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : شُغْلِى الدَّرْسُ আমার কাজ পড়াশুনা করা وَالتَّبَحُّرُ فِى الْعِلْمِ আর জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া طِلَابِى আমার লক্ষ্য وَحَبَّذَا الطَّلَبُ আর শুভ আমার এই প্রত্যাশা وَرَأْسُ مَالِى আমার মূলধন سِحْرُ الْكَلَامِ যাদুময় কথা الَّذِى يُصَاغُ مِنْهُ যার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় الْقَرِيْضُ وَالْخُطَبُ কবিতা ও বক্তৃতা أَغُوْصُ আমি ডুব দেই فِى لُجَّةِ الْبَيَانِ বাগ্মিতার গভীরতায় فَأَخْتَارُ اللَّآلِى مِنْهَا সেখান থেকে মুক্তামালা পছন্দ করি وَانْتَخِبُ এবং নির্বাচন করি وَأَجْتَنِى الْيَانِعَ الْجَنِىَّ আমি তাজা পরিপক্ক ফল চয়ন করি مِنَ الْقَوْلِ কথামালার وَغَيْرِى আর আমি ব্যতীত অন্যেরা لِلْعُوْدِ يَحْتَطِبُ লাকড়ি কুড়িয়ে বেড়ায় وَآخُذُ اللَّفْظَ আমি শব্দ গ্রহণ করি فِضَّةً রূপা স্বরূপ فَإِذَا مَا صُغْتُهُ অতঃপর আমি যখন তা ঢালাই করি قِيْلَ তখন বলা হয় যে, إِنَّهُ ذَهَبُ এটা স্বর্ণ وَكُنْتُ مِنْ قَبْلُ আমি ইতঃপূর্বে أَمْتَرِى نَشَبًا সম্পদ আহরণ করতাম بِالْأَدَبِ الْمُقْتَنِى সঞ্চিত সাহিত্য দ্বারা وَأَجْتَلِبُ এবং উপার্জন করতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

شُغْلٌ، شُغُلٌ : কাজ, ব্যস্ততা, ব্যাপৃতি।
شُغْلٌ (ف) مصـ : ব্যাপৃত করা।
اَلدَّرْسُ : পাঠ।
اَلدَّرْسُ (ن) مصـ : পড়াশুনা করা, পড়া।
اَلتَّبَحُّرُ (تفعل) مصـ : অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া।
اَلْعِلْمُ : দীনী জ্ঞান। বিজ্ঞান। জ্ঞান।

اَلْعِلْمُ (س) مصـ : জানা, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।
طِلَابٌ : দাবি, লক্ষ্য।
طِلَابٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : নিজের অধিকার চাওয়া।
حَبَّذَا (حب : فِعْلُ الْمَدْحِ، بعده "ذا" فَاعِلُ الْمَدْحِ) : শুভ এই।
اَلطَّلَبُ : অন্বেষণ, অন্বেষা।
اَلطَّلَبُ (ن) مصـ : অন্বেষণ করা। আবেদন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

رَأْسٌ : (ج) أَرْؤُسٌ، رُؤُوْسٌ، رُؤْسٌ، أَرَآسٌ : শীর্ষ, মাথা, প্রধান।

مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : সম্পদ, ধন।

رَأْسُ مَالٍ، رَأْسُ الْمَالِ : পূঁজি, মূলধন।

سِحْرٌ : যাদু, ধোঁকা।

سِحْرٌ (ف) مصـ : মুগ্ধ করা, যাদু করা, ধোঁকা দেওয়া।

اَلْكَلَامُ : কথা। বক্তব্য। আলাপ-আলোচনা। বাক্য।

يُصَاغُ (مج) : গলিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়, প্রস্তুত করা হয়।

(ن) صِيَاغَة : ছাঁচে ঢালা।

اَلْقَرِيْضُ (صف) : কর্তিত, কবিতা।

(ض) قَرْضًا - هٗ : বিনিময় দেওয়া। ঋণ দেওয়া।

- اَلشِّعْرَ : কবিতা রচনা করা।

- اَلشَّيْءَ : কর্তন করা।

(ج) اَلْخُطَبُ، (و) خُطْبَةٌ : বক্তৃতা, খুতবা।

أَغُوْصُ : আমি ডুব দেই।

(ن) غَوْصًا، غِيَاصًا : ডুব দেওয়া।

لُجَّةٌ : (ج) لُجٌّ، لُجَجٌ، لِجَاجٌ : গভীরতা, গভীর পানি।

اَلْبَيَانُ : বর্ণনা, বাগ্মিতা।

اَلْبَيَانُ (ض) مصـ : স্পষ্ট হওয়া।

أَخْتَارُ : আমি পছন্দ করি।

(افْتِعَالٌ) اِخْتِيَارًا : পছন্দ করা।

(ج) اَللَّآلِي، (و) لُؤْلُؤٌ، لُؤْلُؤَةٌ : মুক্তামালা।

أَنْتَخِبُ : আমি নির্বাচন করি।

(افْتِعَالٌ) اِنْتِخَابًا : নির্বাচন করা।

أَجْتَنِي : আমি ফল চয়ন করি।

(افْتِعَالٌ) اِجْتِنَاءً : ফল চয়ন করা।

اَلْيَانِعُ (صف، مذ) (ج) يَنْعٌ : পরিপক্ক ফল।

(ف، ض) يَنْعًا، يُنُوْعًا، (افْعَالٌ) إِيْنَاعًا - اَلثَّمَرُ : ফল পরিপক্ক হওয়া।

اَلْجَنِيُّ (مف، مذ) : নতুন পাড়া ফল, তাজা ফল।

(ض) جَنْيًا، جَنًى - اَلثَّمَرَ : গাছ থেকে ফল পাড়া।

- جِنَايَةً : অপবাধ/ গুনাহ করা।

- جَنْيًا - اَلذَّهَبَ : খনি থেকে বের করা।

اَلْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ : কথা।

اَلْقَوْلُ (ن) مصـ : কথা বলা।

غَيْرٌ : (ج) أَغْيَارٌ (بِمَعْنٰى سِوٰى) : ভিন্ন, ব্যতীত।

اَلْعُوْدُ : (ج) عِيْدَانٌ، أَعْوَادٌ، أَعْوُدٌ : কাঠ, খড়ি, লাকড়ি।

يَحْتَطِبُ (افْتِعَالٌ) اِحْتِطَابًا : লাকড়ি কুড়ায়।

أَخُذُ : আমি গ্রহণ করি, ধারণ করি।

(ن) أَخْذًا : গ্রহণ করা। ধারণ করা। ধরা।

اَللَّفْظُ : (ج) أَلْفَاظٌ : শব্দ।

اَللَّفْظُ (ض، س) مصـ : কথা বলা, নিক্ষেপ করা।

فِضَّةٌ : রূপা, চাঁদি, রজত।

(إِذَامَا) صُغْتُ : [যখন] গলিয়ে ঢালাই করি, প্রস্তুত করি।

(ن) صَوْغًا، صِيَاغَةً : গলিয়ে ঢালাই করা। প্রস্তুত করা।

ذَهَبٌ (ج) أَذْهَابٌ، ذُهُوْبٌ، ذُهْبَانٌ : সোনা, স্বর্ণ, সুবর্ণ।

(كُنْتُ) أَمْتَرِيْ : আমি বের করতাম/ আহরণ করতাম।

(افْتِعَالٌ) اِمْتِرَاءً - فِي الشَّيْءِ : সন্দেহ করা।

- اَللَّبَنَ وَنَحْوَهٗ : দোহন করা। বের করা।

(ض) مَرْيًا - اَلنَّاقَةَ : দুধ দোহন করার জন্য স্তনে হাত বুলানো।

- اَلدَّمَ وَنَحْوَهٗ : রক্ত বের করা।

نَشَبٌ : স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ।

نَشَبٌ (س) مصـ : এঁটে যাওয়া।

اَلْأَدَبُ (ك) مصـ : সাহিত্যিক/শিষ্ট/বিদগ্ধ হওয়া।

اَلْأَدَبُ : (ج) آدَابٌ : সাহিত্য। শিষ্টাচার। নীতি। রীতি।

اَلْمُقْتَنِيْ (مف، مذ) : সঞ্চিত।

(افْتِعَالٌ) اِقْتِنَاءً - اَلْمَالَ : সঞ্চয় করা। অর্জন করা।

(كُنْتُ) أَجْتَلِبُ : আমি উপার্জন করতাম।

(افْتِعَالٌ) اِجْتِلَابًا : উপার্জন করা। আনয়ন করা।

(ن، ض) جَلْبًا، جِلْبًا - هٗ : হাঁকিয়ে আনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيَمْتَطِى أَخْمَصِى لِحُرْمَتِهِ * مَرَاتِبًا لَيْسَ فَوْقَهَا رُتَبُ
وَطَالَمَا زُفَّتِ الصِّلَاتُ إِلٰى * رَبْعِى فَلَمْ أَرْضَ كُلَّ مَنْ يَهَبُ
فَالْيَوْمَ مَنْ يَعْلَقُ الرَّجَاءُ بِهِ * أَكْسَدُ شَيْءٍ فِى سُوْقِهِ الْأَدَبُ
لَا عِرْضُ أَبْنَائِهِ يُصَانُ وَلَا * يَرْقُبُ فِيْهِمْ إِلٌّ، وَلَا سَبَبُ
كَأَنَّهُمْ فِىْ عِرَاصِهِمْ جِيَفٌ * يُبْعَدُ مِنْ نَتْنِهَا وَيُجْتَنَبُ
فَحَارَ لُبِّىْ لِمَا مُنِيْتُ بِهِ * مِنَ اللَّيَالِىْ، وَصَرْفُهَا عَجَبُ

অনুবাদ : সাহিত্যের মর্যাদার কারণে আমার পায়ের তালু এমন পদ-মর্যাদায় আরোহণ করত, যার উপরে কোনো পদ-মর্যাদা নেই। অনেক সময় বখশিশ-উপঢৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে আমার গৃহে পাঠানো হয়েছে, অথচ আমি প্রত্যেক বখশিশদাতাকে পছন্দ করিনি। সুতরাং আজ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে? সাহিত্যই নিজ বাজারে সব চেয়ে অচল পণ্য। সাহিত্য-রসিকদের সম্মান রক্ষা করা হয় না এবং তাদের ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের তোয়াক্কা করা হয় না। যেন সাহিত্যিকগণ তাদের অঙ্গনে মৃত লাশ, তার দুর্গন্ধের কারণে দূরত্ব অবলম্বন করা হয় এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয়। সুতরাং আমি যে সকল [তিমির] রাতের সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শাব্দিক অনুবাদ : يَمْتَطِى আরোহণ করত أَخْمَصِى আমার পায়ের তালু لِحُرْمَتِهِ সাহিত্যের মর্যাদার কারণে مَرَاتِبًا এমন পদমর্যাদায় لَيْسَ فَوْقَهَا যার উপরে নেই رُتَبُ কোনো পদমর্যাদা طَالَمَا অনেক সময় زُفَّتِ الصِّلَاتُ বখশিশ উপঢৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে إِلٰى رَبْعِى আমার গৃহে فَلَمْ أَرْضَ অথচ আমি পছন্দ করিনি كُلَّ مَنْ يَهَبُ প্রত্যেক বখশিশদাতাকে فَالْيَوْمَ অথচ আজ مَنْ يَعْلَقُ الرَّجَاءُ بِهِ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে أَكْسَدُ شَيْءٍ সবচেয়ে অচল পণ্য فِى سُوْقِهِ নিজ বাজারে الْأَدَبُ সাহিত্যই لا না عِرْضُ أَبْنَائِهِ সাহিত্য-রসিকদের সম্মান يُصَانُ রক্ষা করা হয় وَلَا يَرْقُبُ এবং তোয়াক্কা করা হয় না فِيْهِمْ তাদের ব্যাপারে إِلٌّ কোনো সম্পর্ক وَلَا سَبَبُ ও বন্ধুত্ব كَأَنَّهُمْ যেন সাহিত্যিকগণ فِى عِرَاصِهِمْ তাদের অঙ্গনে جِيَفٌ মৃত লাশ يُبْعَدُ দূরত্ব অবলম্বন করা হয় مِنْ نَتْنِهَا তার দুর্গন্ধের কারণে وَيُجْتَنَبُ এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয় فَحَارَ لُبِّى সুতরাং তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে لِمَا مُنِيْتُ بِهِ مِنَ اللَّيَالِى আমি যে সকল রাতের সম্মুখীন হয়েছি وَصَرْفُهَا عَجَبُ আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَيْسَ (فِعْل نَاقِص) : : নেই, নয়।
فَوْقَ : উপরে।
(ج) رُتَبٌ، (و) رُتْبَةٌ : : মর্যাদা, সম্মান।
طَالَمَا (فعل، بعده ماالمصدرية أو-الكافة) : : অনেক সময়।
زُفَّتْ : সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে।
(ن) زَفًّا، زِفَافًا : : সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো।

(كَانَ) يَمْتَطِى : : আরোহণ করত।
(اِفْتِعَال) اِمْتِطَاءٌ : : আরোহণ করা।
أَخْمَصُ (ج) أَخَامِصُ : পায়ের তালু, যা মাটি থেকে পৃথক থাকে।
حُرْمَةٌ : (ج) حُرُمَاتٌ، حُرَمٌ : : মর্যাদা-সম্মান।
(ج) مَرَاتِبُ، (و) مَرْتَبَةٌ : : পদ, মর্যাদা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلصِّلَاتُ (ج) (و) صِلَةٌ : উপঢৌকন, সওগাত, হাদিয়া।

رَبْعٌ : (ج) رُبُوعٌ، رِبَاعٌ، أَرْبُعٌ، أَرْبَاعٌ : গৃহ।

لَمْ أَرْضَ (س) رَضِيَ، رِضْوَانًا : আমি তুষ্ট হই নি, পছন্দ করি নি।

(مَنْ) يَهَبُ (ف) وَهَبًا، هِبَةً : যে দান করে, দানকারী, বখশিশদাতা।

اَلْيَوْمَ : (ج) أَيَّام، أَيَاوِيم (حرف تعريف للعهد) : অদ্য, আজ।

يَعْلَقُ : জড়িত হতে পারে।

(س) عُلُوقًا، عَلَقًا، عِلْقًا - الشَّيْئَ بِهِ : জড়িত হওয়া।

اَلرَّجَاءُ : প্রত্যাশা, আশা।

الرَّجَاءُ (ن) مصـ : আশা করা।

أَكْسَدُ (اسم تفضيل، مذ) : গচ্ছাগ্রস্ত, অচল।

(ن، ك) كَسَادًا، كُسُوْدًا - الشَّيْئُ : পণ্য অচল হওয়া।

- السوق : বাজার মন্দা হওয়া।

شَيْئٌ : (ج) أَشْيَاءُ، أَشَاوِى، أَشْيَاوَاتُ، أَشَاوَاتُ، أَشَايَا : বস্তু।

سُوْقٌ : (ج) أَسْوَاقٌ : বাজার, হাট, বিপণনকেন্দ্র।

اَلْأَدَبُ : (ج) آدَابٌ : সাহিত্য, শিষ্টাচার, আদব।

عِرْضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : ইজ্জত, সম্মান।

(ج) أَبْنَاءُ، (و) اِبْنٌ : পুত্র।

أَبْنَاءُ الْأَدَبِ : সাহিত্যরসিক, সাহিত্যচর্চাকারী।

لَا يُصَانُ (مج) : রক্ষা করা হয় না।

(ن)، صَوْنًا، صِيَانَةً : রক্ষা করা।

لَا يُرْقَبُ (مج) : তোয়াক্কা করা হয় না।

(ن) رُقُوْبًا، رِقَابَةً : তত্ত্বাবধান করা। লক্ষ্য রাখা।

إِلٌّ : প্রতিশ্রুতি। সম্পর্ক। প্রতিবেশিত্ব।

سَبَبٌ : (ج) أَسْبَابٌ : রশি, উপায়, পন্থা, বন্ধুত্ব।

كَأَنَّهُمْ (حرف مشبه بالفعل للتشبيه، بعده ضمير منصوب متصل) : যেন তারা।

(ج) عِرَاصٌ، أَعْرَاصٌ، عَرَصَاتٌ، (و) عَرْصَةٌ : অঙ্গন, বাড়ির আঙ্গিনা/চত্বর।

(ج) جِيَفٌ، أَجْيَافٌ، (و) جِيْفَةٌ : মৃত লাশ, মড়া।

يُبْعَدُ (مج) : দূরত্ব অবলম্বন করা হয়।

(إفعال) إِبْعَادًا : দূরে রাখা। দূর করা।

نَتِنٌ : দুর্গন্ধ।

نَتَنَ (ض، س) مصـ : দুর্গন্ধময় হওয়া।

يُجْتَنَبُ : বেঁচে থাকা হয়। দূরে থাকা হয়।

(افتعال) اِجْتِنَابًا : বেঁচে থাকা। দূরে থাকা।

حَارَ : হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

(س) حَيْرًا، حَيْرَةً : হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হওয়া।

لُبٌّ : (ج) أَلْبَابٌ، أَلُبٌّ، (أَلْبُبٌ : فِى الشِّعْرِ) বিবেক-বুদ্ধি।

مُنِيْتُ (مج) : পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। শিকার হয়েছি।

(ض) مَنْيًا : পরীক্ষা করা।

(ن) مَنْوًا - الرَّجُلَ : পরীক্ষা করা।

(ج) اَللَّيَالِي،(و) لَيْلٌ، لَيْلَةٌ : রাত্রি, রজনী।

صَرْفٌ : কালের আবর্তন। কালের আবর্তনে সংঘটিত বিপদ-আপদ।

عُجُبٌ : বিস্ময়, বিস্ময়কর।

عَجِبَ (س) مصـ : বিস্ময়বোধ করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَضَاقَ ذَرْعِىْ لِضِيْقِ ذَاتِ يَدِىْ *
وَسَاوَرَتْنِىْ الْهُمُوْمُ وَالْكُرَبُ
وَقَادَنِىْ دَهْرِى الْمُلِيْمُ إِلٰى *
سُلُوْكِ مَا يَسْتَشِيْنُهُ الْحَسَبُ
فَبِعْتُ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ لِىْ سَبَدٌ *
وَلَا بَتَاتٌ إِلَيْهِ أَنْقَلِبُ
وَادَّنْتُ حَتّٰى أَثْقَلْتُ سَالِفَتِىْ *
بِحَمْلِ دَيْنٍ مِنْ دُوْنِهِ الْعَطَبُ

অনুবাদ : আমার সম্পদ-সংকটের কারণে আমার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-ক্লেশ আমার উপর চেপে বসেছে। আমার নিন্দনীয় কাল [জীবন] আমাকে সেই পথে চলার জন্য টেনে নিয়ে গেছে, যাকে আমার বংশ-গৌরব ঘৃণা করে। ফলে আমি [আমার সব কিছু] বিক্রি করে দিয়েছি, এমন কি সামান্য বস্তু এবং সামান্য পাথেয় আমার জন্য অবশিষ্ট নেই, যার আশ্রয়ে আমি ফিরে যাব। এবং আমি ঋণ গ্রহণ করেছি, ফলে আমি এমন ঋণের বোঝায় আমার ঘাড় ভারি করে ফেলেছি, যার চেয়ে কম ঋণে মৃত্যু হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : ضَاقَ ذَرْعِىْ আমার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে গেছে لِضِيْقِ ذَاتِ يَدِىْ আমার সম্পদ সংকটের কারণে وَسَاوَرَتْنِىْ আর আমার উপর চেপে বসেছে الْهُمُوْمُ وَالْكُرَبُ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-ক্লেশ قَادَنِىْ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে دَهْرِى الْمُلِيْمُ আমার নিন্দনীয় কাল إِلٰى سُلُوْكِ সেই পথে চলার জন্য مَا يَسْتَشِيْنُهُ الْحَسَبُ যাকে আমার বংশ গৌরব ঘৃণা করে فَبِعْتُ ফলে আমি বিক্রি করে দিয়েছি حَتّٰى لَمْ يَبْقَ ফলে অবশিষ্ট নেই لِىْ سَبَدٌ আমার জন্য সামান্য বস্তু وَلَا بَتَاتٌ এবং সামান্য পাথেয় إِلَيْهِ أَنْقَلِبُ যার আশ্রয়ে আমি ফিরে যাব وَادَّنْتُ আমি ঋণ গ্রহণ করেছি حَتّٰى أَثْقَلْتُ ফলে আমি ভারি করে ফেলেছি سَالِفَتِىْ আমার ঘাড় بِحَمْلِ دَيْنٍ এমন ঋণের বোঝায় مِنْ دُوْنِهِ যার চেয়ে কম ঋণে الْعَطَبُ মৃত্যু।

শব্দ বিশ্লেষণ

ضَاقَ (ض) ضَيْقًا : সংকীর্ণ হয়ে গেছে।
ذَرْعٌ : বক্ষ, সামর্থ্য, অন্তর।
ضِيْقٌ : সংকট, সংকীর্ণতা।
ذَاتُ الْيَدِ : মালিকানা, মালিকানাভুক্ত সম্পদ।
سَاوَرَتْ : চেপে বসেছে।
(مُفَاعَلَة) مُسَاوَرَةً : চেপে বসা।
(ج) اَلْهُمُوْمُ، (و) هَمٌّ : দুঃখ-দুর্দশা।
(ج) اَلْكُرَبُ، (و) كُرْبَةٌ : কষ্ট-ক্লেশ।
قَادَ : টেনে নিয়ে গেছে।
(ن) قَوْدًا : টেনে নেওয়া।
دَهْرٌ : (ج) دُهُوْرٌ، أَدْهُرٌ : কাল, যুগ।
اَلْمُلِيْمُ (فا، مذ) : ভর্ৎসনাকারী, নিন্দাজনক, নিন্দনীয়, অনভিপ্রেত।
(اِفْعَال) اِلَامَةُ الرَّجُلِ : নিন্দা/ ভর্ৎসনা করা।
– اَلرَّجُلُ : নিন্দনীয় কাজ করা।
سُلُوْكٌ (ن) مصـ : অনুসরণ করে চলা। চলা।
يَسْتَشِيْنُ : ঘৃণা করে।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِشَانَةً : ঘৃণা করা। দূষণীয় মনে করা।
اَلْحَسَبُ : বংশগৌরব।
اَلْحَسَبُ (ك) مصـ : সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হওয়া।

بِعْتُ : আমি বিক্রি করে দিয়েছি।
(ض) بَيْعًا : বিক্রি করা।
لَمْ يَبْقَ : অবশিষ্ট নেই।
(س) بَقَاءً، (ض) بَقْيًا : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।
سَبَدٌ : সামান্য বস্তু, সামান্য চুল।
بَتَاتٌ : (ج) أَبِتَّةٌ : পাথেয়, ঘরের আসবাব-পত্র।
أَنْقَلِبُ : আমি ফিরে যাব, প্রত্যাবর্তিত হব।
(اِنْفِعَال) اِنْقِلَابًا : ফিরে যাওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়া।
اِدَّنْتُ : আমি ঋণ গ্রহণ করেছি।
(اِفْتِعَال) اِدِّيَانًا : ঋণ গ্রহণ করা।
أَثْقَلْتُ : আমি ভারি করে ফেলেছি।
(اِفْعَال) اِثْقَالًا : ভারি করা।
سَالِفَةٌ : (ج) سَوَالِفُ : ঘাড়, ঘাড়ের উপরিভাগ।
حَمْلٌ : (ج) حِمَالٌ، حُمُوْلٌ، أَحْمَالٌ : বোঝা, গর্ভস্থ সন্তান।
حَمْلٌ (ض) مصـ : বোঝা বহন করা।
دَيْنٌ : (ج) دُيُوْنٌ : ঋণ, করজ।
دَيْنٌ (ض) مصـ : ঋণ দেওয়া।
دُوْنَ : নিচে। উপরে। পেছনে। সামনে। ব্যতীত। পূর্বে। নিম্নমানের।
اَلْعَطَبُ (س) مصـ : ধ্বংস হওয়া। মৃত্যু হওয়া। প্রাণ সংহার হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ طَوَيْتُ الْحَشَى عَلَى سَغَبٍ *
خَمْسًا ، فَلَمَّا أَمَضَّنِى السَّغَبُ
لَمْ أَرَ إِلَّا جِهَازَهَا عَرَضًا *
أَجُولُ فِى بَيْعِهِ ، وَأَضْطَرِبُ
فَجُلْتُ فِيهِ ، وَالنَّفْسُ كَارِهَةٌ *
وَالْعَيْنُ عَبْرَى ، وَالْقَلْبُ مُكْتَئِبُ
وَمَا تَجَاوَزْتُ إِذْ عَبِثْتُ بِهِ *
حَدَّ التَّرَاضِى فَيَحْدُثُ الْغَضَبُ
فَإِنْ يَكُنْ غَاظَهَا تَوَهُّمُهَا *
أَنَّ بَنَانِى بِالنَّظْمِ تَكْتَسِبُ

অনুবাদ : অতঃপর আমি পাঁচ দিন যাবৎ ক্ষুধার উপর নাড়িভুঁড়ি চেপে রেখেছি। অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে অস্থির করে তুলল তখন আমি তার যৌতুক ব্যতীত এমন কোনো আসবাব দেখতে পেলাম না, যা বিক্রির জন্য আমি ঘুরাফেরা করব এবং নড়াচড়া করব। অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম, অথচ মন আমার অনাগ্রহী, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, আর অন্তর বিষণ্ন। কিন্তু যখন আমি এই অনর্থক কাজ করলাম তখন আমি পারস্পরিক সন্তুষ্টির সীমালঙ্ঘন করিনি, যাতে তার ক্রোধ সৃষ্টি হয়। যদি [এমন হয়,] তার এই ধারণা তাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে, আমার আঙ্গুলের মাথা হার গেঁথে অর্থ উপার্জন করে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ طَوَيْتُ অতঃপর আমি নাড়িভুঁড়ি চেপে রেখেছি عَلَى سَغَبٍ خَمْسًا পাঁচদিন যাবৎ ক্ষুধার উপর فَلَمَّا أَمَضَّنِى السَّغَبُ অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে অস্থির করে তুলল لَمْ أَرَ তখন আমি দেখতে পেলাম না إِلَّا جِهَازَهَا عَرَضًا তার যৌতুক ব্যতীত এমন কোনো আসবাব أَجُولُ فِى بَيْعِهِ যা বিক্রির জন্য আমি ঘুরাফিরা করব وَأَضْطَرِبُ এবং নড়াচড়া করব فَجُلْتُ فِيهِ অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম وَالنَّفْسُ كَارِهَةٌ অথচ মন আমার অনাগ্রহী وَالْعَيْنُ عَبْرَى চক্ষু অশ্রুসিক্ত وَالْقَلْبُ مُكْتَئِبُ আর অন্তর বিষণ্ন وَمَا تَجَاوَزْتُ কিন্তু তখন আমি সীমালঙ্ঘন করিনি إِذْ عَبِثْتُ بِهِ যখন আমি এই অনর্থক কাজ করলাম حَدَّ التَّرَاضِى পারস্পরিক সন্তুষ্টির সীমা فَيَحْدُثُ الْغَضَبُ যাতে তার ক্রোধের সৃষ্টি হয় فَإِنْ يَكُنْ যদি [এমন] হয় غَاظَهَا تَوَهُّمُهَا তার এই ধারণা তাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে أَنَّ بَنَانِى আমার আঙ্গুলের মাথা بِالنَّظْمِ হার গেঁথে تَكْتَسِبُ অর্থ উপার্জন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَوَيْتُ : চেপে রেখেছি।
(ض) طَيًّا : চেপে রাখা।
اَلْحَشَى : (ج) أَحْشَاءٌ : পেটের ভেতরকার বস্তু, কলজে, নাড়িভুঁড়ি।
سَغَبٌ (س) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।
سَغَبٌ : ক্ষুধা, অনাহার।
خَمْسٌ : পাঁচ।
خَمْسُ لَيَالٍ : পাঁচ রাত।
خَمْسَةُ أَيَّامٍ : পাঁচ দিন।
أَمَضَّ : অস্থির করে তুলল।

(اِفعال) إِمْضَاضًا - ه الْأَمْرُ : ব্যথিত করা। জ্বালা সৃষ্টি করা।
اَلسَّغَبُ : ক্ষুধা, অনাহার।
اَلسَّغَبُ (س) مصـ : ক্ষুধার্ত হওয়া।
لَمْ أَرَ : দেখতে পাইনি, -পেলাম না।
(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।
جِهَازٌ : (ج) أَجْهِزَةٌ ، أَجْهِزَاتٌ : জরুরি আসবাবপত্র, যৌতুক।
عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : আসবাব, সামগ্রী, দ্রব্যসামগ্রী।
أَجُولُ : আমি ঘোরাফেরা করব।
جَوَلَانًا : ঘোরাফেরা করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَيْعٌ (ض) مصـ : বিক্রি করা, ক্রয় করা।

أَضْطَرِبُ : নড়াচড়া করব।

(افتعال) اِضْطِرَابًا : নড়াচড়া করা।

جُلْتُ : আমি ঘোরাফেরা করলাম।

(ن) جَوْلاً، جَوَلاَنًا : ঘোরাফেরা করা।

اَلنَّفْسُ : (ج) نُفُوْسٌ، أَنْفُسٌ : অন্তর, মন, আত্মা।

كَارِهَةٌ (فا، مؤ) : অসন্তুষ্ট। অপছন্দশীল।

(س) كَرَاهَةً : অপছন্দ করা।

اَلْعَيْنُ : (ج) عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু। আসলবস্তু। স্বর্ণমুদ্রা।

عَبْرٰى (صف، مؤ، مذ : عِبْرَانٌ) (ج) عُبَارٌ : অশ্রুসিক্ত।

(ن، س) عَبْرًا - اَلْعَيْنُ :

অশ্রুসিক্ত হওয়া। অশ্রু প্রবাহিত করা।

اَلْقَلْبُ : (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর।

اَلْقَلْبُ (ض) مصـ : উল্টিয়ে দেওয়া।

مُكْتَئِبٌ (فا، مذ) : বিষণ্ন।

(افتعال) اِكْتِئَابًا - اَلرَّجُلُ : বিষণ্ন হওয়া। চিন্তিত হওয়া।

مَا تَجَاوَزْتُ : আমি লঙ্ঘন করিনি।

(تفاعل) تَجَاوُزًا : লঙ্ঘন করা। অতিক্রম করা।

عَبِثْتُ : অনর্থক কাজ করলাম।

(س) عَبَثًا - بِهٖ : অনর্থক কাজ করা।

حَدٌّ : (ج) حُدُوْدٌ : সীমা।

حَدٌّ (ن) مصـ : সীমা নির্ধারণ করা।

اَلتَّرَاضِىْ : পারস্পরিক সন্তুষ্টি।

اَلتَّرَاضِىْ (تفاعل) مصـ : পরস্পরে সন্তুষ্ট থাকা।

يَحْدُثُ : সৃষ্টি হয়, সংঘটিত হয়।

(ن) حُدُوْثًا : সৃষ্টি হওয়াইটত হওয়া।

اَلْغَضَبُ : ক্রোধ, ক্ষোভ।

اَلْغَضَبُ (س) مصـ : ক্রুদ্ধ হওয়া।

(إِنْ) يَكُنْ : [যদি এমন] হয়।

(ن) كَوْنًا : হওয়া।

غَاظَ : ক্রুদ্ধ করেছে, ক্রোধ সৃষ্টি করেছে।

(ض) غَيْظًا : ক্ষুব্ধ করা।

تَوَهُّمٌ : ধারণা।

تَوَهُّمٌ (تفعل) مصـ : ধারণা করা।

بَنَانٌ : আঙ্গুলের গিট, আঙ্গুলের মাথা।

اَلنَّظْمُ (ض) مصـ : পদ্য রচনা করা, মালা গাঁথা।

تَكْتَسِبُ : অর্থ উপার্জন করে।

(افتعال) اِكْتِسَابًا : উপার্জন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَوْ أَنَّنِي إِذْ عَزَمْتُ خِطْبَتَهَا *
زَخْرَفْتُ قَوْلِي لِيَنْجَحَ الْأَرَبُ
فَوَالَّذِي سَارَتِ الرِّفَاقُ إِلَى *
كَعْبَتِهِ تَسْتَحِثُّهَا النُّجُبُ
مَا الْمَكْرُ بِالْمُحْصَنَاتِ مِنْ خُلُقِي *
وَلَا شِعَارِي التَّمْوِيهُ وَالْكَذِبُ
وَلَا يَدِي مُذْ نَشَأْتُ نِيطَ بِهَا *
إِلَّا مَوَاضِي الْيَرَاعِ وَالْكُتُبِ
بَلْ فِكْرَتِي تَنْظِمُ الْقَلَائِدَ، لَا *
كَفِّي، وَشِعْرِي الْمَنْظُومُ لَا السُّخُبُ

অনুবাদ : অথবা এই ধারণা যে, যখন আমি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে সংকল্প করেছি তখন আমি আমার কথা চমকপ্রদ করে পেশ করেছি, যাতে [আমার] উদ্দেশ্য সফল হয়। অতএব সেই সত্তার কসম, যার কাবা গৃহের উদ্দেশে মুসাফিরগণ সফর করে এমতাবস্থায় যে, উত্তম উষ্ট্ররাজি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। সতী-সাধ্বী নারীদের সাথে প্রতারণা করা আমার স্বভাব নয় এবং অসত্যের প্রলেপ দেওয়া ও মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়। আমার জন্মকাল থেকে আমার হাতে ক্ষুরধার লেখনী ও কিতাবাদি ব্যতীত কিছুই দেওয়া হয় নি। বরং আমার চিন্তাশক্তি মালা গাঁথে, আমার হস্ততালু নয়। এবং আমার কবিতা আমার গাঁথা মালা, মণি-মুক্তার মালা নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ أَنَّنِي অথবা ধারণা এই যে إِذْ عَزَمْتُ خِطْبَتَهَا আমি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে সংকল্প করেছি زَخْرَفْتُ قَوْلِي তখন আমি আমার কথা চমকপ্রদ করে পেশ করেছি لِيَنْجَحَ الْأَرَبُ যাতে উদ্দেশ্য সফল হয় فَوَالَّذِي অতএব সেই সত্তার কসম سَارَتِ الرِّفَاقُ মুসাফিরগণ সফর করে إِلَى كَعْبَتِهِ তার কাবা গৃহের উদ্দেশে تَسْتَحِثُّهَا النُّجُبُ এমতাবস্থায় যে, উত্তম উষ্ট্ররাজি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে مَا الْمَكْرُ প্রতারণা করা নয় بِالْمُحْصَنَاتِ সতী-সাধ্বী নারীদের সাথে مِنْ خُلُقِي আমার স্বভাব وَلَا شِعَارِي আর আমার অভ্যাস নয় التَّمْوِيهُ অসত্যের প্রলেপ দেওয়া وَالْكَذِبُ ও মিথ্যা বলা وَلَا يَدِي আমার হাতে দেওয়া হয়নি مُذْ نَشَأْتُ আমার জন্মকাল থেকে نِيطَ بِهَا কিছুই দেওয়া হয়নি إِلَّا ব্যতীত مَوَاضِي الْيَرَاعِ ক্ষুরধার লেখনী وَالْكُتُبِ ও কিতাবাদি بَلْ فِكْرَتِي বরং আমার চিন্তাশক্তি تَنْظِمُ الْقَلَائِدَ মালা গাঁথে لَا كَفِّي আমার হস্ততালু নয় وَشِعْرِي الْمَنْظُومُ এবং আমার কবিতা আমার গাঁথা মালা لَا السُّخُبُ মণি-মুক্তার মালা নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْأَرَبُ : প্রয়োজন, [উদ্দেশ্য]।
الْأَرَبُ (س) مصـ : মুখাপেক্ষী হওয়া।
سَارَتْ : সফর করল [-করে]।
(ض) سَيْرًا : সফর করা।
(ج) الرِّفَاقُ، الرُّفَقُ، الْأَرْفَاقُ، (و) رُفْقَةٌ : সফরসঙ্গীদের দল।
كَعْبَةٌ : কাবাগৃহ।
كَعْبَةٌ : (ج) كِعَابٌ، كَعَبَاتٌ : চতুষ্কোণ গৃহ।
تَسْتَحِثُّ : উদ্বুদ্ধ করে।
(اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِحْثَاثًا : উদ্বুদ্ধ করা।

عَزَمْتُ : আমি সংকল্প করেছি।
(ض) عَزْمًا : সংকল্প করা।
خِطْبَةٌ (ن) مصـ : বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া।
زَخْرَفْتُ : আমি চমকপ্রদ করে পেশ করেছি।
(فَعْلَلَةٌ) زَخْرَفَةً : চমকপ্রদ করে পেশ করা।
قَوْلٌ : (ج) أَقْوَالٌ، أَقَاوِيلُ : কথা।
قَوْلٌ (ن) مصـ : কথা বলা।
يَنْجَحُ : সফল হয়।
(ف) نَجْحًا، نَجَاحًا : সফল হওয়া।

Free @ www.e-ilmweebly.com

(ج) مَوَاضِيْ، (و) مَاضٍ (فا) : ক্ষুরধার।

(ن) مَضَاءً، مَضْوًا :
নিরবচ্ছিন্নভাবে করা। চালু করা। পূর্ণ করা। কর্তন করা।

(ج) اَلْيَرَاعُ، (و) يَرَاعَةٌ : কলম, লেখনী।

(ج) اَلْكُتُبُ، (و) كِتَابٌ : গ্রন্থ, বই, কিতাব, চিঠি।

فِكْرَةٌ : (ج) فِكَرٌ : চিন্তা/মননশক্তি, চিন্তা-ভাবনা।

تَنْظِمُ : পদ্য রচনা করে, মালা গাঁথে।

(ض) نَظْمًا : পদ্য রচনা করা। মালা গাঁথা।

(ج) اَلْقَلَائِدُ، قِلَادٌ، (و) قِلَادَةٌ : হার, মালা।

كَفٌّ : (ج) أَكُفٌّ ، كُفُوْفٌ، كُفٌّ، أَكْفَافٌ : হস্ততালু।

شِعْرٌ : (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

اَلْمَنْظُوْمُ (مف، مصـ : نظم- ض) : পদ্য, গাঁথামালা।

(ج) اَلسُّخُبُ، (و) سِخَابٌ : মণি-মুক্তার মালা।

(ج) اَلنُّجُبُ، اَلْأَنْجَابُ، اَلنُّجَبَاءُ، (و) نَجِيْبٌ :
উন্নতমানের উষ্ট্ররাজি।

اَلْمَكْرُ (ن) مصـ : ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা।

(ج) اَلْمُحْصَنَاتُ، (و) مُحْصَنَةٌ : সতী-সাধ্বী [নারী]।

خُلُقٌ : (ج) اَخْلَاقٌ : স্বভাব, চরিত্র।

شِعَارٌ : (ج) أَشْعِرَةٌ، شُعُرٌ : প্রতীক, চিহ্ন, [অভ্যাস]।

اَلتَّمْوِيْهُ (تَفْعِيْل) مصـ : অসত্যের প্রলেপ দেওয়া।
নিকেল করা।

اَلْكِذْبُ، اَلْكَذِبُ (ض) مصـ : মিথ্যা বলা।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

نَشَأْتُ : আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

(ف) نَشْأً : জন্মগ্রহণ করা।

لَا نِيْطَ (مج) : জড়ানো হয় নি, [দেওয়া হয় নি]।

(ن) نَوْطًا : জড়ানো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَهٰذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُشَارُ إِلٰى * مَا كُنْتُ أَحْوِىْ بِهَا ، وَأَجْتَلِبُ
فَأْذَنْ لِشَرْحِىْ كَمَا أَذِنْتَ لَهَا * وَلَا تُرَاقِبْ وَاحْكُمْ بِمَا يَجِبُ

قَالَ : فَلَمَّا أَحْكَمَ مَاشَادَهُ، وَأَكْمَلَ إِنْشَادَهُ، عَطَفَ الْقَاضِىْ إِلَى الْفَتَاةِ بَعْدَ أَنْ شُغِفَ بِالْأَبْيَاتِ، وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ جَمِيْعِ الْحُكَّامِ، وَوُلَاةِ الْأَحْكَامِ، اِنْقِرَاضُ جِيْلِ الْكِرَامِ، وَمَيْلُ الْأَيَّامِ إِلَى اللِّئَامِ وَإِنِّىْ لَإِخَالُ بَعْلَكِ صَدُوْقًا فِى الْكَلَامِ، بَرِيْئًا مِنَ الْمَلَامِ .

অনুবাদ : এই পেশার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি এর দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম এবং উপার্জন করতাম। সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন, যেমন তার বিবরণ শুনেছেন। আপনি অপেক্ষা করবেন না, যা কর্তব্য তার নির্দেশ দিন। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল এবং তার কবিতা আবৃত্তি পূর্ণ করল তখন বিচারক কবিতার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে থাকার পর যুবতী মহিলাটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, মোটকথা এই যে, সকল শাসকবর্গ ও বিচারকমণ্ডলীর কাছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি কালের আকর্ষণ প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় আমি তোমার স্বামীকে তার কথায় সত্যবাদী ও ভর্ৎসনা থেকে মুক্ত মনে করি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهٰذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُشَارُ إِلٰى এই পেশার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে مَا كُنْتُ أَحْوِىْ بِهَا আমি এর দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম وَأَجْتَلِبُ উপার্জন করতাম فَأْذَنْ لِشَرْحِىْ সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন كَمَا أَذِنْتَ لَهَا যেমন তার বিবরণ শুনেছেন وَلَا تُرَاقِبْ আর আপনি অপেক্ষা করবেন না وَاحْكُمْ بِمَا يَجِبُ যা কর্তব্য তার নির্দেশ দিন قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا أَحْكَمَ مَاشَادَهُ যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল وَأَكْمَلَ إِنْشَادَهُ এবং তার কবিতা-আবৃত্তি পূর্ণ করল عَطَفَ الْقَاضِىْ তখন বিচারক অভিমুখী হয়ে إِلَى الْفَتَاةِ যুবতী মহিলাটির প্রতি بَعْدَ أَنْ شُغِفَ بِالْأَبْيَاتِ কবিতার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে থাকার পর قَالَ বললেন أَمَا إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ মোটকথা এই যে, প্রমাণিত হয়েছে عِنْدَ جَمِيْعِ الْحُكَّامِ সকল শাসকবর্গের কাছে وَوُلَاةِ الْأَحْكَامِ ও বিচারকমণ্ডলীর কাছে اِنْقِرَاضُ বন্ধ হয়ে যাওয়া جِيْلِ الْكِرَامِ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের [আগমন] وَمَيْلُ الْأَيَّامِ এবং কালের আকর্ষণ إِلَى اللِّئَامِ নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি وَإِنِّىْ لَإِخَالُ بَعْلَكِ আমি তোমার স্বামীকে মনে করি صَدُوْقًا فِى الْكَلَامِ কথায় সত্যবাদী بَرِيْئًا مِنَ الْمَلَامِ ভর্ৎসনা থেকে মুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

هٰذِهِ (اِسْمُ الْإِشَارَةِ) : এই, এটি।
اَلْحِرْفَةُ : (ج) حِرَفٌ : পেশা, নিজ ক্ষেত্রের কাজ।
اَلْمُشَارُ (مف، مذ)-إِلَيْهِ : ইঙ্গিতকৃত।
(افعال) إِشَارَةً - إِلَيْهِ : ইঙ্গিত করা।
كُنْتُ أَحْوِىْ : আমি [সম্পদ] সঞ্চয় করতাম।
(ض) حَوَايَةً، حَيًّا : সঞ্চয় করা।
(كُنْتُ) أَجْتَلِبُ : উপার্জন করতাম।
(اِفْتِعَالٌ) اِجْتِلَابًا : উপার্জন করা।

اِئْذَنْ : আপনি শুনুন।
(س) أَذَنًا : শ্রবণ করা। শোনা।
شَرْحٌ : (ج) شُرُوْحٌ : ব্যাখ্যা, বিবরণ।
شَرَحَ (ف) مصـ : ব্যাখ্যা করা।
أَذِنْتَ : আপনি শুনেছেন।
لَا تُرَاقِبْ : আপনি ভয়/ অপেক্ষা করবেন না।
(مُفَاعَلَةٌ) مُرَاقَبَةً : ভয়/ অপেক্ষা করা।
اُحْكُمْ : আপনি নির্দেশ দিন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(ج) اَلْحُكَّامُ، اَلْحَاكِمُوْنَ، (و) حَاكِمٌ : শাসনকর্তা, শাসক

(ج) وُلَاةٌ، (و) وَالٍ (وَالِيْ) : শাসনকর্তা, বিচারক।

(ج) اَلْأَحْكَامُ، (و) حُكْمٌ : নির্দেশ, ফয়সালা, বিধি-বিধান

اِنْقِرَاضٌ (اِنْفِعَالٌ) مصـ : শেষ/বন্ধ হয়ে যাওয়া।

جِيْلٌ : (ج) أَجْيَالٌ، جِيْلَانٌ : এক সময়কার লোকজন, প্রজন্ম।

(ج) اَلْكِرَامُ، اَلْكُرَمَاءُ، (و) كَرِيْمٌ : সম্ভ্রান্ত, দানশীল।

مَيْلٌ : আকর্ষণ।

مَيْلٌ (ض) مصـ : আকৃষ্ট হওয়া।

(ج) اَلْأَيَّامُ، اَلْأَيَاوِيْمُ، (و) يَوْمٌ : কাল, যুগ।

(ج) اَللِّئَامُ، اَللُّؤَمَاءُ، (و) لَئِيْمٌ : কৃপণ/নিকৃষ্ট লোকজন।

إِخَالُ : আমি মনে করি।

(س) خَيْلًا، خَيْلَةً، خَيَلَانًا : মনে করা। ধারণা করা।

بَعْلٌ : (ج) بُعُوْلٌ، بِعَالٌ، بُعُوْلَةٌ : স্বামী, মালিক, নেতা।

صَدُوْقٌ (صف) (ج) صُدُقٌ : চির সত্যবাদী।

(ن) صِدْقًا : সত্য বলা।

اَلْكَلَامُ : কথা, বক্তব্য, আলাপ-আলোচনা, বাক্য।

بَرِيْءٌ (صف، مذ)(ج) بَرِيْئُوْنَ، أَبْرَاءُ - أَبْرِيَاءُ، بُرَاءُ : মুক্ত, পবিত্র, নির্ভেজাল।

(س، ف، ك) - مِنَ الْمَرَضِ : রোগ নিরাময় হওয়া।

(س، ف) بُرُوْءًا، بَرَاءً، بَرَاءَةً - مِنَ الْعَيْبِ : দোষমুক্ত হওয়া। মুক্তি পাওয়া।

اَلْمَلَامُ : ভর্ৎসনা।

اَلْمَلَامُ (مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ) : ভর্ৎসনা করা।

(ن) حُكْمًا : নির্দেশ দেওয়া।

(مَا) يَجِبُ : [যা] অপরিহার্য/ কর্তব্য হয়।

(ض) وُجُوْبًا : অপরিহার্য হওয়া।

أَحْكَمَ : সে দৃঢ় করল।

(إفعال) إِحْكَامًا : দৃঢ় করা।

(مَا) شَادَ : [যা] সে উচু করে নির্মাণ করল। [সুউচ্চ নির্মিত প্রাসাদ]।

(ض) شَيْدًا : উচু করা।

أَكْمَلَ : সে পূর্ণ করল, শেষ করল।

(إفعال) إِكْمَالًا : পূর্ণ করা। শেষ করা।

إِنْشَادٌ (إفعال) مصـ : কবিতা আবৃত্তি করা, পাঠ করা।

عَطَفَ : মনোযোগী/অভিমুখী হলেন।

(ض) عَطْفًا، عُطُوْفًا : মনোযোগী/অভিমুখী হওয়া।

اَلْقَاضِيْ (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءً : বিচার/ ফয়সালা করা।

اَلْفَتَاةُ : (ج) فَتَيَاتٌ : যুবতী নারী, কিশোরী।

شُغِفَ (مج) : বিমুগ্ধ হলেন।

(س) شَغَفًا : বিমুগ্ধ হওয়া।

(ج) اَلْأَبْيَاتُ، اَلْبُيُوْتُ، (و) بَيْتٌ : পঙক্তিমালা [কবিতা]।

قَدْ ثَبَتَ : প্রমাণিত হয়েছে।

(ن) ثُبُوْتًا : প্রমাণিত হওয়া।

جَمِيْعٌ (صف) : সকল, সমস্ত।

(ف) جَمْعًا : একত্র করা। জমা করা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَهَا هُوَ قَدِ اعْتَرَفَ لَكَ بِالْقَرْضِ، وَصَرَّحَ عَنِ الْمَحْضِ، وَبَيَّنَ مِصْدَاقَ النَّظْمِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعْرُوقُ الْعَظْمِ، وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ مَلَامَةٌ، وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ مَأْثَمَةٌ، وَكِتْمَانُ الْفَقْرِ زَهَادَةٌ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ.

অনুবাদ : জেনে রাখ সে তোমার ঋণের কথা স্বীকার করেছে এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। সে মালার অর্থ বর্ণনা করেছে এবং একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, সে চোষা হাড়। আর ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া নিন্দনীয়, অভাবীকে আটক রাখা গুনাহের কাজ, দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা দুনিয়াবিমুখতা এবং ধৈর্যের সাথে স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা ইবাদত।

শাব্দিক অনুবাদ : هَاهُوَ জেনে রাখ, সে قَدْ اعْتَرَفَ لَكَ بِالْقَرْضِ তোমার ঋণের কথা স্বীকার করেছে وَصَرَّحَ عَنِ الْمَحْضِ এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে بَيَّنَ সে বর্ণনা করেছে مِصْدَاقَ النَّظْمِ মালার অর্থ وَتَبَيَّنَ এবং এ কথা প্রকাশিত হয়েছে, যে إِنَّهُ مَعْرُوقُ الْعَظْمِ সে চোষা হাড় وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া مَلَامَةٌ নিন্দনীয় وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ এবং অভাবীকে আটকে রাখা مَأْثَمَةٌ গুনাহের কাজ وَكِتْمَانُ الْفَقْرِ দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা زَهَادَةٌ দুনিয়াবিমুখতা وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা بِالصَّبْرِ ধৈর্যের সাথে عِبَادَةٌ ইবাদত।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَا (حَرْفُ التَّنْبِيْهِ) : জেনে রাখ।

قَدِ اعْتَرَفَ : সে স্বীকার করেছে।

(افْتِعَال) اِعْتِرَافًا : স্বীকার করা।

اَلْقَرْضُ : (ج) قُرُوْضٌ : ঋণ।

اَلْقَرْضُ (ض) مصـ : ঋণ দেওয়া।

صَرَّحَ : স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।

(تَفْعِيْل) تَصْرِيْحًا : স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

مَحْضٌ : (ج) مَحَاضٌ : খাঁটি।

اَلْمَحْضُ (س، ف) مصـ : খাঁটি হওয়া/করা।

مِصْدَاقٌ : অর্থ, সত্যবাদিতার সাক্ষ্য।

اَلنَّظْمُ : মালা, কবিতা।

اَلنَّظْمُ (ض) مصـ : কবিতা রচনা করা, মালা গাঁথা।

تَبَيَّنَ : প্রকাশিত হয়েছে।

(تَفَعُّل) تَبَيُّنًا : প্রকাশিত হওয়া।

مَعْرُوْقٌ (مف، مذ) : গোশতহীন হাড়, চোষা হাড়।

(ن) عَرْقًا، مَعْرَقًا - اَلْعَظْمَ : হাড় থেকে সম্পূর্ণ গোশত খেয়ে ফেলা।

اَلْعَظْمُ : (ج) أَعْظُمٌ، عِظَامٌ، عِظَامَةٌ : হাড়, হাড্ডি।

إِعْنَاتٌ (إفعال) مصـ : কষ্ট দেওয়া। ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়া।

اَلْمُعْذِرُ (فا، مذ) : ওজরপেশকারী।

(انْعال) إِعْذَارًا : ওজর পেশ করা।

مَلَامَةٌ : নিন্দনীয়।

مَلَامَةٌ (ك) مصـ : কৃপণ/নিকৃষ্ট হওয়া।

حَبْسٌ : (ج) حُبُوْسٌ : বন্দীশালা।

حَبْسٌ (ض) مصـ : বন্দী করা।

اَلْمُعْسِرُ (فا، مذ) : অভাবী।

(انعال) إِعْسَارًا - اَلرَّجُلُ : অভাবী হওয়া।

مَأْثَمَةٌ : (ج) مَآثِمُ : গুনাহ, গুনাহের কাজ।

كِتْمَانٌ (ن) مصـ : গোপন রাখা, লুকিয়ে রাখা।

اَلْفَقْرُ : (ج) فُقُوْرٌ، مَفَاقِرُ : দারিদ্র্য, অভাব।

زَهَادَةٌ (س، ف، ك) مصـ : কোনো কিছুর প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ছেড়ে দেওয়া। দুনিয়া বিমুখ হওয়া।

اِنْتِظَارٌ (افْتِعَال) مصـ : অপেক্ষা করা।

اَلْفَرَجُ : প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা।

اَلْفَرَجُ (س) مصـ : লজ্জাস্থান খুলে যাওয়া।

اَلصَّبْرُ : ধৈর্য, সহনশীলতা।

اَلصَّبْرُ (ض) مصـ : নিজেকে বিরত রাখা। ধৈর্য ধারণ করা।

عِبَادَةٌ : ইবাদত।

عِبَادَةٌ (ن) مصـ : ইবাদত করা।

Free @www.e-ilm.weebly.com

فَارْجِعِىْ إِلَى خِدْرِكِ، وَاعْذِرِىْ أَبَا عُذْرِكِ، وَنَهْنِهِىْ عَنْ غَرْبِكِ، وَسَلِّمِىْ لِقَضَاءِ رَبِّكِ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ لَهُمَا فِى الصَّدَقَاتِ حِصَّةً، وَنَاوَلَهُمَا مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً، وَقَالَ لَهُمَا : تَعَلَّلَا بِهٰذِهِ الْعُلَالَةِ، وَتَنَدَّيَا بِهٰذِهِ الْبُلَالَةِ، وَاصْبِرَا عَلٰى كَيْدِ الزَّمَانِ وَكَدِّهِ، فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَنَهَضَا وَلِلشَّيْخِ فَرْحَةُ الْمُطْلَقِ مِنَ الْإِسَارِ، وَهِزَّةُ الْمُوْسِرِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ.

অনুবাদ : অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও এবং তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর এবং তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ এবং তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে নিজেকে সমর্পিত কর। তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য সদকার একটি অংশ নির্ধারিত করে দিলেন এবং তাদের দু'জনকে সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম দান করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা উভয়ে এই সান্ত্বনার বস্তু দ্বারা সান্ত্বনা লাভ কর এবং এই সামান্য সিক্ততা দ্বারা পিপাসা নিবারণ কর এবং তোমরা কালের ষড়যন্ত্রের ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ কর। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল এমতাবস্থায় যে, তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো ও অভাবের পর ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَارْجِعِىْ إِلَى خِدْرِكِ অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও وَاعْذِرِىْ أَبَا عُذْرِكِ তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর وَنَهْنِهِىْ عَنْ غَرْبِكِ তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ وَسَلِّمِىْ এবং নিজেকে সমর্পিত কর لِقَضَاءِ رَبِّكِ তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ لَهُمَا তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন فِى الصَّدَقَاتِ حِصَّةً সদকার একটি অংশ وَنَاوَلَهُمَا এবং দুজনকে দান করলেন مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম وَقَالَ لَهُمَا এবং তাদেরকে বললেন تَعَلَّلَا তোমরা উভয়ে সান্ত্বনা লাভ কর بِهٰذِهِ الْعُلَالَةِ এই সান্ত্বনার বস্তু দ্বারা وَتَنَدَّيَا এবং পিপাসা নিবারণ কর بِهٰذِهِ الْبُلَالَةِ এই সামান্য সিক্ততা দ্বারা وَاصْبِرَا এবং তোমরা ধৈর্যধারণ কর عَلٰى كَيْدِ الزَّمَانِ وَكَدِّهِ কালের ষড়যন্ত্রের ও কষ্টের উপর فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দিবেন فَنَهَضَا অতঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল وَلِلشَّيْخِ فَرْحَةُ এমতাবস্থায় যে, তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল الْمُطْلَقِ مِنَ الْإِسَارِ বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো وَهِزَّةُ الْمُوْسِرِ ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো بَعْدَ الْإِعْسَارِ অভাবের পর।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِرْجِعِىْ : তুমি ফিরে যাও।
(ض) رُجُوْعًا، مَرْجِعًا : ফিরে যাওয়া।
خِدْرٌ : (ج) أَخْدَارٌ، خُدُوْرٌ، (جج) أَخَادِيْرُ : গৃহাভ্যন্তরীণ পর্দা।
اِعْذِرِىْ : তুমি ওজর গ্রহণ কর।
(ض) عُذْرًا، عُذْرَى : ওজর গ্রহণ করা।
أَبَا عُذْرِ (لِلْمَرْأَةِ) : মহিলার প্রথম স্বামী।
نَهْنِهِىْ : তুমি বিরত রাখ।

(فَعْلَلَة) نَهْنَهَةً : বিরত রাখা।
غَرْبٌ : (ج) غُرُوْبٌ : তেজস্বিতা, মুখরাপনা।
سَلِّمِىْ : নিজেকে সমর্পিত কর। সন্তুষ্ট থাক।
(تَفْعِيْل) تَسْلِيْمًا : সালাম দেওয়া। আত্মসমর্পণ করা। সন্তুষ্ট থাকা।
قَضَاءٌ : ফয়সালা, সিদ্ধান্ত।
قَضَاءٌ (ض) مصـ : ফয়সালা করা।
رَبٌّ (صف، مصـ رب-ن) : প্রতিপালক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عسى (فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ) : আশা রয়েছে যে/ অনতি বিলম্বে।

يَأْتِيْ : আসবে।

(ض) أَتْيًا، إِتْيَانًا : আসা, আগমন করা।

- بِهِ : নিয়ে আসবে।

اَلْفَتْحُ : বিজয়।

اَلْفَتْحُ (ف) مصـ : বিজয় দান করা, খোলা।

أَمْرٌ : (ج) أُمُوْرٌ : বিষয়, নির্দেশ, ফয়সালা।

أَمْرٌ (ن) مصـ : নির্দেশ দেওয়া।

نَهَضَا : তারা উভয়ে উঠে গেল।

(ن) نَهْضًا، نُهُوْضًا : উঠে যাওয়া।

فَرْحَةٌ : খুশি, আনন্দ।

اَلْمُطْلَقُ (مف، مذ) : মুক্ত, ছাড়া।

(افعال) إِطْلَاقًا : ছেড়ে দেওয়া।

اَلْإِسَارُ : বন্দীদশা।

اَلْإِسَارُ (ض) مصـ : বন্দী করা।

هَزَّةٌ (ن) (مصدر عَلٰى زِنَةِ فِعْلَةٍ لِلنَّوْعِ) : এক ধরনের উৎফুল্লতা

اَلْمُوْسِرُ (فا، مذ) (ج) مَيَاسِرُ : ধনী, ধনাঢ্য ব্যক্তি।

(افعال) إِيْسَارٌ : ধনী হওয়া।

اَلْإِعْسَارُ : অভাব।

اَلْإِعْسَارُ (إِفْعَالٌ) مصـ : অভাবী হওয়া।

رَبَّ : (ج) أَرْبَابٌ : মালিক।

فَرَضَ : নির্ধারিত করে দিলেন।

(ض) فَرْضًا : নির্ধারিত করে দেওয়া।

(ج) اَلصَّدَقَاتُ، (و) صَدَقَةٌ : সদকা, দানের মাল।

حِصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : অংশ, হিসসা।

نَاوَلَ : দিলেন, দান করলেন।

(مفاعلة) مُنَاوَلَةً : দেওয়া।

(ج) دَرَاهِمُ، (و) دِرْهَمٌ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

قُبْضَةٌ : একমুঠো পরিমাণ।

تَعَلَّلَا : তোমরা উভয়ে সান্ত্বনা লাভ কর।

(تفعّل) تَعَلُّلًا : সান্ত্বনা লাভ করা।

اَلْعُلَالَةُ : সান্ত্বনার বস্তু, সামান্য বস্তু।

تَنَدَّيَا : তোমরা উভয়ে পিপাসা নিবারণ কর।

(تفعّل) تَنَدِّيًا : পিপাসা নিবারণ করা।

اَلْبُلَالَةُ : সিক্ততা।

اِصْبِرَا (ض) صَبْرًا : তোমরা উভয়ে ধৈর্য ধারণ কর।

كَيْدٌ : (ج) كِيَادٌ : ষড়যন্ত্র।

كَيْدٌ (ض) مصـ : ষড়যন্ত্র করা।

اَلزَّمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ।

كِدٌّ : কষ্ট, পরিশ্রম।

كَدٌّ (ن) مصـ : কষ্ট/পরিশ্রম করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ الرَّاوِيْ : وَكُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أَبُوْزَيْدٍ سَاعَةَ بَزَغَتْ شَمْسُهُ، وَنَزَغَتْ عِرْسُهُ، وَكِدْتُ أُفْصِحُ عَنْ افْتِنَانِهِ، وَإِثْمَارِ أَفْنَانِهِ، ثُمَّ أَشْفَقْتُ مِنْ عُثُوْرِ الْقَاضِيْ عَلٰى بُهْتَانِهِ، وَتَزْوِيْقِ لِسَانِهِ، فَلَا يَرٰى عِنْدَ عِرْفَانِهِ أَنْ يُرَشِّحَهُ لِإِحْسَانِهِ، فَأَحْجَمْتُ عَنِ الْقَوْلِ إِحْجَامَ الْمُرْتَابِ، وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ.

অনুবাদ : বর্ণনাকারী বলেন, তার সূর্য উদিত হওয়ার এবং তার স্ত্রীর অভিযোগ উত্থাপন করার সময় আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে, সে আবূ যায়দ। আমি তার বহুরূপ ধারণ করা এবং তার শাখা প্রশাখার ফলদানের কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম। অতঃপর আমি তার মিথ্যা কথা ও তার ভাষার ভড়ং সম্পর্কে বিচারকের অবগত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। কেননা তিনি তাকে চিনে ফেললে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইবেন না। তাই আমি সন্দেহ পোষণকারীর পেছনে সরে যাওয়ার মতো সে কথা না বলে পেছনে সরে গেলাম এবং সিজিল নামক ফেরেশতার আমলনামা ভাঁজ করে রাখার মতো তার আলোচনা চেপে রাখলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الرَّاوِيْ বর্ণনাকারী বলেন كُنْتُ عَرَفْتُهُ আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে أَنَّهُ أَبُوْ زَيْدٍ সে আবূ যায়দ سَاعَةَ بَزَغَتْ شَمْسُهُ তার সূর্য উদিত হওয়ার সময় وَنَزَغَتْ عِرْسُهُ এবং তার স্ত্রীর অভিযোগ উত্থাপন করার সময় وَكِدْتُ أُفْصِحُ আমি প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম عَنْ افْتِنَانِهِ তার বহুরূপ ধারণ করা وَإِثْمَارِ أَفْنَانِهِ এবং তার শাখা-প্রশাখার ফলদানের কথা ثُمَّ أَشْفَقْتُ অতঃপর আমি আশঙ্কা করলাম مِنْ عُثُوْرِ الْقَاضِيْ বিচারকের অবগত হওয়ার عَلٰى بُهْتَانِهِ তার মিথ্যা কথা সম্পর্কে وَتَزْوِيْقِ لِسَانِهِ এবং তার ভাষার ভড়ং সম্পর্কে فَلَا يَرٰى কেননা তিনি চাইবেন না عِنْدَ عِرْفَانِهِ তাকে চিনে ফেললে أَنْ يُرَشِّحَهُ لِإِحْسَانِهِ তার প্রতি অনুগ্রহ করতে فَأَحْجَمْتُ তাই আমি পেছনে সরে গেলাম عَنِ الْقَوْلِ সে কথা না বলে إِحْجَامَ الْمُرْتَابِ সন্দেহ পোষণকারীর পেছনে সরে যাওয়ার মতো وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ এবং তার আলোচনা চেপে রাখলাম كَطَيِّ ভাঁজ করে রাখার মতো السِّجِلِّ সিজিল নামক ফেরেশতা لِلْكِتَابِ আমলনামা।

শব্দ বিশ্লেষণ

- اَلرَّاوِيْ (فا، مذ) : বর্ণনাকারী।
- (ض) رِوَايَةً : বর্ণনা করা।
- كُنْتُ عَرَفْتُ : আমি চিনে ফেলেছিলাম।
- (ض) عَرْفَةً، عِرْفَانًا، مَعْرِفَةً : চেনা। জানা।
- سَاعَةٌ : (ج) سَاعَاتٌ، سَاعٌ : ঘণ্টা, সময়, ওয়াক্ত।
- بَزَغَتْ : উদিত হলো।
- (ن) بَزْغًا، بُزُوْغًا : উদিত হওয়া।
- شَمْسٌ : (ج) شُمُوْسٌ : সূর্য।
- شَمَسَ (ن، ض) مصـ : রৌদ্রময় হওয়া।
- نَزَغَتْ : অভিযুক্ত করল, অভিযোগ উত্থাপন করল।
- (ف) نَزْغًا : অভিযোগ করা।
- عِرْسٌ (ج) أَعْرَاسٌ : নববধূ, কনে।
- عِرْسُ الْمَرْأَةِ : বর, নবপরিণীত স্বামী।
- كِدْتُ (س) كَوْدًا، مَكَادًا (فعل المقاربة) : উপক্রম করলাম।
- (كِدْتُ) أُفْصِحُ : প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম।
- (إفعال) إِفْصَاحًا : প্রকাশ করা। স্পষ্ট করা।
- اِفْتِنَانٌ (افتعال) مصـ : নানা রকম কথা বলা। বহুরূপ ধারণ করা।
- إِثْمَارٌ : ফলদান।
- إِثْمَارٌ (إفعال) مصـ : ফলদান করা।
- (ج) أَفْنَانٌ، فُنُوْنٌ، (جمع) أَفَانِيْنُ، (و) فَنٌّ : শাখা-প্রশাখা।
- أَشْفَقْتُ : আমি ভয় করলাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

(إِفْعَال) إِشْفَاقًا : ভয় করা।

عُثُورٌ (ن) مصـ : অবগত হওয়া, অবহিত হওয়া।

اَلْقَاضِى (فا،مذ) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءً : বিচার/ ফয়সালা করা।

بُهْتَانٌ : অপবাদ, মিথ্যা কথা।

بُهْتَانٌ (ف) مصـ : অপবাদ দেওয়া।

تَزْوِيْقٌ : ভড়ং।

تَزْوِيْقٌ (تَفْعِيْل) مصـ : কথার ভড়ং করা।

لِسَانٌ : (ج) اَلْسِنَةٌ، اَلْسُنٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : ভাষা, মুখ, রসনা।

لَا يَرَى : চাইবেন না, ইচ্ছা করবেন না।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। মনে করা।

عِرْفَانٌ (ض) مصـ : চেনা, জানা।

(أَنْ) يُرَشِّحَ : টপকানো, ঝরানো।

(تَفْعِيْل) تَرْشِيْحًا : টপকানো। ঝরানো।

إِحْسَانٌ (إِفْعَال) مصـ : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা।

أَحْجَمْتُ : আমি পেছনে সরে গেলাম।

(إِفْعَال) إِحْجَامًا : পেছনে সরে যাওয়া।

اَلْقَوْلُ (ن) مصـ : কথা বলা।

قَوْلٌ : (ج) أَقْوَالٌ : কথা।

إِحْجَامٌ (إِفْعَال) مصـ : পেছনে সরে যাওয়া। ভয় করে বিরত থাকা।

اَلْمُرْتَابُ (فا، مذ) : সন্দেহ পোষণকারী।

(افْتِعَال) اِرْتِيَابًا : সন্দেহ পোষণ করা।

طَوَيْتُ : ভাঁজ করে/ চেপে রাখলাম।

(ض) طَيًّا : ভাঁজ করে রাখা। চেপে রাখা।

ذِكْرٌ : (ج) أَذْكَارٌ : স্মরণ, আলোচনা।

ذِكْرٌ (ن) مصـ : আলোচনা করা, স্মরণ করা।

طَيٌّ (ض) مصـ : গুটিয়ে রাখা, চেপে রাখা, ভাঁজ করে রাখা।

اَلسِّجِلُّ : আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতা।

سِجِلٌّ : (ج) سِجِلَّاتٌ : রেজিষ্টার, বালাম।

اَلْكِتَابُ : (ج) كُتُبٌ : কিতাব, গ্রন্থ, আমলনামা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِلَّا أَنِّي قُلْتُ بَعْدَ مَا فَصَلَ، وَوَصَلَ إِلَى مَا وَصَلَ : لَوْأَنَّ لَنَا مَنْ يَنْطَلِقُ فِي أَثَرِهِ، لَأَتَانَا بِفَصِّ خَبَرِهِ، وَبِمَا يُنْشَرُ مِنْ حِبَرِهِ، فَأَتْبَعَهُ الْقَاضِي أَحَدَ أُمَنَائِهِ، وَأَمَرَهُ بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَائِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ مُتَدَهْدِهًا، وَقَهْقَرَ مُقَهْقِهًا. فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي : مَهْيَمْ، يَا أَبَا مَرْيَمْ! فَقَالَ : لَقَدْ عَايَنْتُ عَجَبًا، وَسَمِعْتُ مَا أَنْشَأَ لِي طَرَبًا، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا رَأَيْتَ؟ وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ؟ قَالَ : لَمْ يَزَلِ الشَّيْخُ مُذْ خَرَجَ يُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ، وَيُخَالِفُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَيُغَرِّدُ بِمِلْءِ شِدْقَيْهِ، وَيَقُولُ :

অনুবাদ : কিন্তু তার পৃথক হয়ে যাওয়ার পর এবং তার নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর আমি বললাম, যদি আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত, যে তার পেছনে যাবে তবে সে তার সঠিক খবর নিয়ে এবং তার নকশিকরা চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে আমাদের কাছে অবশ্য আসতে পারত। তখন বিচারপতি তার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তার পেছনে পাঠালেন এবং তার খবরাখবর যাচাই করে দেখার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে একটু পরেই লুটোপুটি খেয়ে এবং খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে উল্টো পায়ে ফিরে এলো। তখন বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ মরয়ম [অর্থাৎ, অভিনব সংবাদ পরিবেশনকারী] ব্যাপার কি? তখন সে বলল, আমি এক আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি এমন বিষয় শুনেছি, যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করেছে। বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখেছ এবং তুমি কী শুনেছ? সে বলল, বৃদ্ধ লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার দু'হাতে তালি বাজাতে রয়েছে এবং সে দু'পায়ে নৃত্য করছে। আর সে তার আকর্ণ মুখে গান গাইছে এবং সে বলছে :

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا أَنِّي قُلْتُ কিন্তু আমি বললাম بَعْدَمَا فَصَلَ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর وَوَصَلَ إِلَى مَا وَصَلَ এবং নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর لَوْ أَنَّ لَنَا যদি আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত مَنْ يَنْطَلِقُ فِي إِثْرِهِ যে তার পেছনে যাবে لَأَتَانَا তবে সে আমাদের কাছে আসতে পারত بِفَصِّ خَبَرِهِ তার সঠিক খবর নিয়ে وَبِمَا يُنْشَرُ مِنْ حِبَرِهِ এবং তার নকশিকরা চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে فَأَتْبَعَهُ الْقَاضِي তখন বিচারপতি তার পেছনে পাঠালেন أَحَدَ أُمَنَائِهِ একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে أَمَرَهُ তাকে নির্দেশ দিলেন بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَائِهِ তার খবরা-খবর যাচাই করে দেখার জন্য فَمَا لَبِثَ একটু পরেই أَنْ رَجَعَ সে উল্টো ফিরে এলো مُتَدَهْدِهًا লুটোপুটি খেয়ে وَقَهْقَرَ مُقَهْقِهًا খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي তখন বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন مَهْيَمْ ব্যাপার কি يَا أَبَا مَرْيَمْ হে আবূ মরয়ম فَقَالَ তখন সে বলল لَقَدْ عَايَنْتُ عَجَبًا অমি এক আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি وَسَمِعْتُ এবং আমি এমন বিষয় শুনেছি مَا أَنْشَأَ لِي طَرَبًا যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করেছে فَقَالَ لَهُ বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলন مَاذَا رَأَيْتَ তুমি কী দেখেছ وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ এবং তুমি কী শুনেছ قَالَ সে বলল لَمْ يَزَلِ الشَّيْخُ বৃদ্ধ লোকটি রয়েছে مُذْ خَرَجَ বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে يُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ দু' হাতে তালি বাজাতে وَيُخَالِفُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ এবং সে দু পায়ে নৃত্য করছে وَيُغَرِّدُ আর সে গান গাইছে بِمِلْءِ شِدْقَيْهِ আকর্ণ মুখে/দুই চোয়াল ভরে وَيَقُولُ এবং সে বলছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَصَلَ : পৃথক হয়ে গেল।	(ض) وَصْلًا، صِلَةً : পৌঁছা।
(ض) فَصْلًا : পৃথক হওয়া।	يَنْطَلِقُ : যাবে, চলবে।
وَصَلَ : পৌঁছে গেল।	(اِنْفِعَالٌ) اِنْطِلَاقًا : যাওয়া। চলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَبُو مَرْيَمَ : মরিয়মের পিতা। বিস্ময়ের জনক।

قَدْ عَايَنْتُ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

(مُفَاعَلَة) مُعَايَنَةً : প্রত্যক্ষ করা।

عَجَبٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যপূর্ণ।

عَجِبَ (س) مصـ : আশ্চর্যবোধ করা।

سَمِعْتُ : আমি শুনেছি।

(س) سَمْعًا : শোনা।

(مَا) أَنْشَأَ : [যা] সৃষ্টি করেছে।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

طَرَبٌ : আনন্দ, প্রফুল্লতা।

طَرِبَ (س) مصـ : আনন্দে বা দুঃখে আন্দোলিত হওয়া।

(مَاذَا) رَأَيْتَ : তুমি [কি] দেখেছ।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(مَا) وَعَيْتَ : তুমি [কি] শুনেছ।

(ض) وَعْيًا : গ্রহণ করা। শোনা।

لَمْ يَزَلْ : (س) زَيْلًا (فعل ناقص) : একাধারে চলল।

(مُذْ) خَرَجَ : [যখন থেকে] বের হলো।

(ن) خُرُوجًا : বের হওয়া।

(لَمْ يَزَلْ) يُصَفِّقُ : তালি বাজাতে রয়েছে।

(تَفْعِيل) تَصْفِيقًا : তালি বাজানো।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (جمع) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

يُخَالِفُ : بَيْنَ رِجْلَيْهِ : সে নৃত্য করছে।

(مُفَاعَلَة) مُخَالَفَةً، خِلَافًا – بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ : নৃত্য করা।

رِجْلٌ (ج) أَرْجُلٌ : পা, চরণ।

يُغَرِّدُ : গান গাইছে।

(تَفْعِيل) تَغْرِيدًا، (إِفْعَال) إِغْرَادًا، (تَفَعُّل) تَغَرُّدًا، (س) غَرْدًا : পাখির গান গাইতে আওয়াজ উঁচু করা এবং সুর তরঙ্গ সৃষ্টি করা।

مِلْءٌ : (ج) أَمْلَاءٌ : পূর্ণ হওয়া পরিমাণ।

شِدْقٌ : (ج) أَشْدَاقٌ، شُدُوقٌ : চোয়াল।

مِلْءَ شِدْقَيْهِ : দুই চোয়াল ভরে, আকর্ণ মুখে।

أَثَرٌ، إِثْرٌ : (ج) آثَارٌ، أُثُورٌ : চিহ্ন, পেছন, পদাঙ্ক।

أَتَى : আসত, আসতে পারত।

(ض) أَتْيًا، إِتْيَانًا : আসা, আগমন করা।

فَصٌّ (بتثليث الفاء، وبالفتح أفصح) (ج) فُصُوصٌ، فِصَاصٌ، أَفُصٌّ : নকশা, আংটির উপরের নকশিকৃত অংশ।

خَبَرٌ : (ج) أَخْبَارٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

(مَا) يُنْشَرُ (مج) : [যা] বিক্ষিপ্ত করা হয়।

(ن) نَشْرًا : বিক্ষিপ্ত করা। ছড়িয়ে দেওয়া।

(ج) حِبَرٌ، (و) حِبَرَةٌ : নকশিকৃত চাদর।

أَتْبَعَ : পেছনে পাঠালেন।

(إِفْعَال) إِتْبَاعًا : পেছনে পাঠানো।

الْقَاضِي (فا، مذ، مصـ: قَضَاءً. ض) (ج) قُضَاةٌ : বিচারক, বিচারপতি।

أَحَدٌ : (ح) أُحَادٌ : একজন, এক ব্যক্তি।

(ج) أُمَنَاءُ، (و) أَمِينٌ : বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।

أَمَرَ : নির্দেশ দিলেন।

(ن) أَمْرًا : নির্দেশ দেওয়া।

اَلتَّجَسُّسُ (تَفَعُّل) مصـ : অনুসন্ধান করা। যাচাই করে দেখা।

(ج) أَنْبَاءٌ، (و) نَبَأٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

مَا لَبِثَ : সে বিলম্ব করেনি।

(س) لَبْثًا، لَبَثًا : বিলম্ব করা।

(أَنْ) رَجَعَ : সে ফিরে এলো।

(ض) رُجُوعًا : ফিরে আসা।

مُتَدَهْدِهٌ (فا، مذ) : লুটোপুটি খাওয়া ব্যক্তি।

(فَعْلَلَة) قَهْقَهَةً : খিলখিলিয়ে হাসা।

قَهْقَرَ : সে উল্টো পায়ে হেঁটে আসল।

(فَعْلَلَة) قَهْقَرَةً : উল্টো পায়ে হাঁটা।

مُقَهْقِهٌ (فا، مذ) : যে খিলখিলিয়ে হাসে।

(تَفَعْلُل) تَدَهْدُهًا : লুটোপুটি খাওয়া।

مَهْيَمْ (كلمة استفهام) : তোমার কি অবস্থা? কি খবর? ব্যাপার কি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كِدْتُ أُصْلَى بِبَلِيَّةْ * مِنْ وَقَاحٍ شَمَّرِيَّةْ
وَأَزُورُ السِّجْنَ لَوْلَا * حَاكِمُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةْ

فَضَحِكَ الْقَاضِى حَتَّى هَوَتْ دَنِيَّتُهُ، وَذَوَتْ سَكِينَتُهُ، فَلَمَّا فَاءَ إِلَى الْوَقَارِ، وَعَقَّبَ الْاِسْتِغْرَابَ بِالْاِسْتِغْفَارِ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ، حَرِّمْ حَبْسِى عَلَى الْمُتَأَدِّبِيْنَ، ثُمَّ قَالَ لِذٰلِكَ الْأَمِيْنِ: عَلَيَّ بِهِ، فَانْطَلَقَ مُجِدًّا فِى طَلَبِهِ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ لَأْيٍ، مُخْبِرًا بِنَأْيِهِ، فَقَالَ الْقَاضِى :

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ–] "আমি এক নির্লজ্জ ধূর্ত মহিলার কারণে এক বিপদে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম এবং যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো তবে কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম।" তখন বিচারপতি হেসে দিলেন। ফলে তার মুকুট পড়ে গেল এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি গাম্ভীর্যে ফিরে এলেন এবং প্রচণ্ড হাসির পর ইসতিগফার করলেন। তখন বললেন, হে আল্লাহ! তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের মর্যাদার অসিলায় সাহিত্যরসিকদের জন্য আমার কারাগার হারাম করে দাও। অতঃপর তিনি তার সেই বিশ্বস্ত লোকটিকে বললেন, তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। তখন সে তার খোঁজে দ্রুত ছুটে গেল এবং কিছুক্ষণ বিলম্বের পর তার দূরে চলে যাওয়ার সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। তখন বিচারক তাকে বললেন :

শাব্দিক অনুবাদ : كِدْتُ أُصْلَى আমি আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম بِبَلِيَّةْ বিপদে مِنْ وَقَاحٍ شَمَّرِيَّةْ এক নির্লজ্জ ধূর্ত মহিলার কারণে وَأَزُورُ السِّجْنَ এবং কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম لَوْلَا الْحَاكِمُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةْ যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো فَضَحِكَ الْقَاضِى তখন বিচারপতি হেসে দিলেন حَتَّى هَوَتْ دَنِيَّتُهُ ফলে তার মুকুট পড়ে যায় وَذَوَتْ سَكِينَتُهُ এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল فَلَمَّا فَاءَ অতঃপর যখন তিনি ফিরে এলেন إِلَى الْوَقَارِ গাম্ভীর্যে وَعَقَّبَ الْاِسْتِغْرَابَ بِالْاِسْتِغْفَارِ এবং প্রচণ্ড হাসির পর ইস্তেগফার করলেন قَالَ বললেন اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ بِحُرْمَةِ মর্যাদার অসিলায় عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের حَرِّمْ حَبْسِى আমার কারাগার হারাম করে দাও عَلَى الْمُتَأَدِّبِيْنَ সাহিত্যিকদের জন্য ثُمَّ قَالَ অতঃপর বললেন لِذٰلِكَ الْأَمِيْنِ সে বিশ্বস্ত লোকটিকে عَلَيَّ بِهِ তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো فَانْطَلَقَ مُجِدًّا তখন সে দ্রুত ছুটে গেল فِى طَلَبِهِ তার খোঁজে ثُمَّ عَادَ بَعْدَ لَأْيٍ এবং কিছুক্ষণ বিলম্বের পর ফিরে এলো مُخْبِرًا بِنَأْيِهِ তার দূরীভূত হওয়ার সংবাদ নিয়ে فَقَالَ لَهُ الْقَاضِى তখন বিচারক তাকে বললেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

(كِدْتُ) أُصْلَى (مع) : : আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

(س) صَلِّى، صُلِيًّا – النَّارَ وَبِهَا : : আগুনের তাপ সহ্য করা।

– الْأَمْرَ وَبِالْأَمْرِ কোনো বিষয়ের দুরাবস্থা সহ্য করা।

بَلِيَّةٌ : (ج) بَلَايَا : : বিপদ, মসিবত।

وَقَاحٌ (صف. مذ. مؤ) (ج) وُقُحٌ، وُقْحٌ : : নির্লজ্জ।

(ض) قِحَةً، (س) وَقَحًا، (ك) وَقَاحَةً، وُ قُوحَةً : নির্লজ্জ হওয়া। মন্দ কর্মে দুঃসাহসী হওয়া।

شَمَّرِيَّةٌ : : ধূর্ত/অভিজ্ঞ মহিলা।

(كِدْتُ) أَزُورُ : : দর্শনের উপক্রম করেছিলাম।

(ن) زِيَارَةً : : দেখা। জিয়ারত করা।

اَلسِّجْنُ : (ج) سُجُوْنٌ : : বন্দীশালা, কারাগার।

حَاكِمٌ : (ج) حَاكِمُوْنَ، حُكَّامٌ : : বিচারপতি, শাসনকর্তা।

اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةُ : ইসকান্দারিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মিসরের একটি শহর।

ضَحِكَ : : হাসলেন, হেসে দিলেন।

(س) ضَحِكًا، ضِحِكًا : : হাসা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَبْسٌ : (ج) حُبُوسٌ : বন্দীশালা, কারাগার।

اَلْمُتَأَدِّبِيْنَ (فا، جمع، مذ) : : সাহিত্যরসিকগণ।

(تَفَعُّل) تَأَدُّبًا : শিষ্ট হওয়া। শিষ্টাচার শেখা।
সাহিত্য চর্চা করা। সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করা।

اَلْأَمِيْنُ (صف، مذ)(ج)أُمَنَاءُ : : বিশ্বস্ত লোকটি।

(ك) أَمَانَةً : : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।

اِنْطَلَقَ : : সে গেল।

(اِنْفِعَال) اِنْطِلَاقًا : : যাওয়া।

مُجِدٌّ (فا، مذ) : : সচেষ্ট।

مُجِدًّا : : দ্রুত ছুটে।

(اِفْعَال) اِجْدَادًا : : চেষ্টা করা। নতুন করা।

طَلَبٌ : : খোঁজ, তালাশ, অন্বেষা।

طَلَبٌ (ن) مصـ : : খোঁজ করা।

عَادَ : : সে ফিরে এলো।

(ن) عَوْدًا : : ফিরে আসা।

لَأْيٌ : : বিলম্ব।

لَأْيٌ (ف) مصـ : : বিরত হওয়া, বিলম্ব করা।

مُخْبِرٌ(فا،مذ) : : সংবাদদাতা, সংবাদবাহক।

(اِفْعَال) اِخْبَارًا : : সংবাদ দেওয়া।

نَأْيٌ : : দূরত্ব।

نَأْيٌ (ف) مصـ : : দূরে যাওয়া।

اَلْقَاضِيْ (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءً : : বিচার/ ফয়সালা করা।

اَلْقَاضِيْ (فا، مذ) (ج) قُضَاةٌ : : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءً : : বিচার/ ফয়সালা করা।

هَوَتْ : : পড়ে গেল।

(ض) هُوِيًّا، هَوَيَانًا : : পতিত হওয়া, পড়ে যাওয়া।

دَنِّيَّةٌ (نِسْبَةٌ إِلَى الدَّنِّ وَهُوَ قَلَنْسُوَةٌ كَبِيْرَةٌ شُبِّهَتْ بِالدَّنِّ) : বড় টুপি, মুকুট।

ذَوَتْ : : শুকিয়ে গেছে। দূরীভূত হয়ে গেছে।

(ض، س) ذُوِيًّا : : শুকিয়ে যাওয়া। দূরীভূত হওয়া।

سَكِيْنَةٌ : (ج) سَكَائِنُ : : গাম্ভীর্য, প্রশান্তি।

فَاءَ : : ফিরে এলেন।

(ض) فَيْئًا : : ফিরে আসা।

اَلْوَقَارُ : : গাম্ভীর্য।

اَلْوَقَارُ (ض) مصـ : : গম্ভীর হওয়া।

عَقَّبَ : : পরে করলেন।

(تَفْعِيْل) تَعْقِيْبًا : : পরে করা।

اَلْإِسْتِغْرَابُ (اِسْتِفْعَال)مصـ : : অত্যধিক হাসা, প্রচণ্ডভাবে হাসা।

اَلْإِسْتِغْفَارُ (اِسْتِفْعَال)مصـ : ইসতিগফার করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা।

اَللّٰهُمَّ (مَعْنَاهُ يَا اَللّٰهُ) : : হে আল্লাহ।

حُرْمَةٌ : (ج) حُرَمٌ، حُرُمَاتٌ : : মর্যাদা, সম্মান।

(ج)عِبَادٌ،عَبِيْدٌ،(و)عَبْدٌ : : ভৃত্য, ক্রীতদাস, গোলাম, বান্দা।

اَلْمُقَرَّبِيْنَ (مف، جمع، مذ) : : নৈকট্যশীলগণ।

حَرِّمْ : : তুমি হারাম করে দাও।

(تَفْعِيْل) تَحْرِيْمًا : : হারাম করে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَمَا أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ، لَكُفِيَ الْحَذَرَ، ثُمَّ لَأَوْلَيْتُهُ مَا هُوَ بِهِ أَوْلَى، وَلَأَرَيْتُهُ أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْأُولَى . قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا رَأَيْتُ صَغْوَ الْقَاضِيْ إِلَيْهِ، وَفَوْتَ ثَمَرَةِ التَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ، غَشِيَتْنِيْ نَدَامَةُ الْفَرَزْدَقِ حِيْنَ أَبَانَ النَّوَارَ، وَالْكُسَعِيِّ لَمَّا اسْتَبَانَ النَّهَارُ .

অনুবাদ : জেনে রাখ, সে যদি হাজির হত তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হতো। অতঃপর আমি তাকে তাই দান করতাম, যা তার জন্য উপযুক্ত এবং তাকে দেখাতাম যে, পরবর্তী পুরস্কার পূর্ববর্তী পুরস্কারের চেয়ে উত্তম। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি তার প্রতি বিচারপতির আকর্ষণ এবং তার সম্পর্কে অবহিত করাবার ফল বিনষ্ট হতে দেখলাম, তখন আমি ফরযদকের[১] মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে [তার স্ত্রী] নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পেয়েছিল এবং কুসাঈর [২] মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَا জেনে রাখ لَوْ حَضَرَ যদি সে হাজির হত لَكُفِيَ الْحَذَرَ তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হত ثُمَّ لَأَوْلَيْتُهُ অতঃপর আমি তাকে তাই দান করতাম مَا هُوَ بِهِ أَوْلَى যা তার জন্য উপযুক্ত وَلَأَرَيْتُهُ এবং তাকে দেখাতাম أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْأُولَى পরবর্তী পুরস্কার পূর্ববর্তী পুরস্কারের চেয়ে উত্তম قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا رَأَيْتُ যখন আমি দেখলাম صَغْوَ الْقَاضِيْ إِلَيْهِ তার প্রতি বিচারপতির আকর্ষণ وَفَوْتَ এবং বিনষ্ট হতে ثَمَرَةِ التَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ তার সম্পর্কে অবহিত করাবার ফল غَشِيَتْنِيْ نَدَامَةُ الْفَرَزْدَقِ তখন আমি ফরযদকের মতো লজ্জা পেলাম حِيْنَ أَبَانَ النَّوَارَ যেমন সে নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পেয়েছিল وَالْكُسَعِيِّ এবং কুসাঈর মতো লজ্জা পেলাম لَمَّا اسْتَبَانَ النَّهَارُ যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) حَضَرَ : [যদি] সে হাজির হত।

(ن) حُضُوْرًا : হাজির হওয়া।

كُفِيَ (مج) : দূরে রাখা হতো, মুক্ত রাখা হতো।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া।

اَلْحَذَرَ : ভয়, ভীতি।

اَلْحَذَرُ (س) مصـ : ভয় করা।

أَوْلَيْتُ : আমি দান করতাম, অনুগ্রহ করতাম।

أَوْلَى (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) (ج) أَوْلُوْنَ، أَوَالِيْ : অধিক উপযুক্ত।

أَرَيْتُ : আমি দেখাতাম।

(اِفْعَال) إِرَاءَةً : দেখানো।

اَلْآخِرَةُ (فا، مؤ) : পরবর্তী [পুরস্কার]।

خَيْرٌ (اِسْم تَفْضِيْل، مذ) : উত্তম।

اَلْأُوْلَى (اِسْم تَفْضِيْل مؤ) : পূর্ববর্তী [পুরস্কার]।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা।

صَغْوٌ : আকর্ষণ, ঝোঁক।

صَغْوٌ (ن، س) مصـ : ঝোঁকা।

فَوْتٌ : (ن) مصـ : বিনষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

ثَمَرَةٌ : (ج) ثَمَرٌ، ثِمَارٌ، (جع) أَثْمَارٌ : ফল।

اَلتَّنْبِيْهُ (تَفْعِيْل) مصـ : অবহিত করা। সতর্ক করা।

غَشِيَتْ : আচ্ছাদিত করল/-করে ফেলল।

(س) غَشَاوَةً : আচ্ছন্ন করা।

نَدَامَةٌ : লজ্জা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَدَامَةً (س) مصـ : লজ্জিত হওয়া।

اَلْفَرَزْدَقُ : একজন খ্যাতনামা আরবি কবির নাম।[১]

حِيْنٌ : (ج) أَحْيَانٌ، (جج) أَحَايِيْنُ : সময়, কাল।

أَبَانَ : পৃথক করা, তালাক দেওয়া।

(إِفْعَال) إِبَانَةً : তালাক দিয়েছে।

اَلنَّوَارُ : কবি ফয়যদকের স্ত্রীর নাম।

سَعِيُّ : কুসা গোত্রের এক তীরান্দাজ ব্যক্তি, তার নাম মুহারিব বা আমির।[২]

ـمَّا) اِسْتَبَانَ (اِسْتِفْعَال) اِسْتِبَانَةً : [যখন] বিকশিত হল।

اَلنَّهَارُ : (ج) أَنْهُرٌ، نُهُرٌ : দিন, দিবস। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়।

---

১. *ফরযদক : নাম হাম্মাম, পিতার নাম গালিব, পিতামহের নাম সা'সা'আ আত-তামীমী আদ-দারিমী। উপনাম আবূ ফিরাস। তাঁর এক মেয়ের নামানুসারে যৌবনে উপনাম গ্রহণ করেছিলেন আবূ মাক্কীয়া। চেহারার অপছন্দনীয় মাংসবাহুল্য ও অসৌন্দর্যের কারণে উপাধি দেওয়া হয়েছে ফরযদক, মানে আটার খামিরা বা আটার দলা। তাঁর সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বনূ উমায়্যার শাসনামলের এক খ্যাতনামা আরবি স্বভাব কবি। বসরার অধিবাসী। কাব্য-লড়াইয়ে জারীর ও আখতালের প্রতিদ্বন্দ্বী। কথিত আছে, কবি ফরযদকের কাব্য সংরক্ষিত না হলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক তৃতীয়াংশ হারিয়ে যেত। তিনি তাঁর স্ত্রী নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পরে নিজের কৃত কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং এ মর্মে একটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর এ লজ্জার কারণে পরবর্তীতে نَدَامَةُ الْفَرَزْدَقِ [ফরযদকের লজ্জা] কথাটি আরবি সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়। হিজরি ১১০ সালে প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি বয়সে বসরার বিয়াবানে এই প্রতিভাধর কবি ইন্তেকাল করেন।*

২. *কুসাঈ : নাম মুহারিব ইবনে কায়স আল-কুসাঈ। অসমর্থিত এক অভিমত মুতাবিক তাঁর নাম আমির ইবনুল হারিছ। ইয়ামানের কুসা বংশোদ্ভূত বলে তাঁকে কুসাঈ বলা হয়। আরবি সাহিত্যে লজ্জা ও অনুতাপের এক প্রবাদ পুরুষ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। কথিত আছে যে, তাঁর কতকগুলো ধনুক ছিল। ধনুকগুলো নিয়ে তিনি এক অন্ধকার রাতে নীলগাভী শিকারের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে বসেন এবং এক পর্যায়ে শিকারের নিকটবর্তিতা অনুভব করে তীর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁর তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ভেবে তিনি একের পর এক তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর সঠিক স্থানে পতিত হলেও প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। তার ধারণা মতে, তাঁর নিক্ষিপ্ত সবগুলো তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি আক্ষেপে ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে অনুতপ্ত মনে রাত্রি অতিবাহিত করেন। কিন্তু ভোরে উঠে প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর কোনো তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। প্রত্যেকটিতে শিকার মারা পড়েছে। তাই তিনি ভুল বুঝে ধনুক ভাঙ্গার জন্য নিজে নিজে লজ্জিত হন। তাঁর এ লজ্জা আরবি সাহিত্যে প্রবাদরূপ ধারণ করে। কবি ফরযদক যখন স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে লজ্জিত হন তখন তিনি নিজের লজ্জাকে কুসাঈর লজ্জার সাথে উপমিত করে কবিতা রচনা করেন।*

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المقامة العاشرة الرحبية

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

আল্লামা হারীরী এ মাকামায় অসৎচরিত্রের সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীটি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম ইরাকের ফোরাত নদের তীরবর্তী 'রাহবা মালেক' নামক শহরে গমন করেন। সেখানে একদিন তিনি অতি সুদর্শন এক কিশোরকে দেখতে পান যে, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার জামার আস্তীন ধরে রয়েছে, আর দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে। অপরদিকে কিশোরটি এ দাবি প্রত্যাখ্যান করছে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা বিষয়টির ফয়সালার জন্য সেই শহরের বিচারকার্যে নিয়োজিত বিচারকের আদালতে যাবে। কিন্তু বিচারকটির বিরুদ্ধে চারিত্রিক দোষের অভিযোগ ছিল। বিচারকের আদালতে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটি তার মকদ্দমা উপস্থাপন করল। বিচারক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, আপনার দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত দু'জন সাক্ষী যদি আপনার কাছে থাকে তবে তো ভালো কথা, নতুবা আপনি তার নিকট থেকে কসম নিতে পারেন। বৃদ্ধ বলল, সে নির্জন স্থানে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমি সাক্ষী কোথায় পাব? সুতরাং আমি তার নিকট থেকে কসম নেব। তবে তাকে আমার নির্ধারিত শব্দে ও বাক্যে কসম করতে হবে। কিন্তু কিশোরটি সেই নির্ধারিত শব্দে ও বাক্যে কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বিচারক কিশোরটির মোহনীয় অঙ্গভঙ্গি ও মধুর বচনে আকৃষ্টবোধ করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাইলেন। তারই অংশ হিসেবে বৃদ্ধের ছেলে হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের ফয়সালা দিয়ে বৃদ্ধকে বলেন, আপনি একশ' স্বর্ণমুদ্রা পাবেন। কিশোরটিকে ছেড়ে দিন। এখন নগদ বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকিগুলো আগামীকাল পরিশোধ করা হবে। বৃদ্ধ বলল, বাকি অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত কিশোরটি আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। বিচারক বৃদ্ধের কথা মেনে নিয়ে চলে যান।

হারিস ইবনে হাম্মাম আবূ যায়েদ সারূজীকে চিনে ফেলেন। তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আবূ যায়েদ নন? বৃদ্ধ নিজেকে আবূ যায়েদ বলে স্বীকার করেন। তারা দু'জনে গল্প-গুজব করে রাত অতিবাহিত করেন; কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই শক্ত করে খামে আঁটা একখানা পত্র হারিসের হাতে দিয়ে বলেন, যখন আমি নিরাপদ দূরত্বে চলে যাব তখন এ পত্রখানি বিচারককে দেবেন। পত্রটিতে বারোটি শ্লোকের একটি কবিতা ছিলো, তাতে অবৈধ লোভ ও চারিত্রিক দোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এভাবে বিচারকের নিকট থেকে কিছু অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আবূ যায়েদ পালিয়ে যান। হারিস ইবনে হাম্মাম পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَقَامَةُ الْعَاشِرَةُ الرَّحْبِيَّةُ

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ : هَتَفَ بِي دَاعِي الشَّوْقِ، إِلَى رَحْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ، فَلَبَّيْتُهُ مُمْتَطِيًا شِمِلَّةً، وَمُنْتَضِيًا عَزْمَةً مُشْمَعِلَّةً. فَلَمَّا أَلْقَيْتُ بِهَا الْمَرَاسِيَ، وَشَدَدْتُ أَمْرَاسِي، وَبَرَزْتُ مِنَ الْحَمَّامِ بَعْدَ سَبْتِ رَأْسِي، رَأَيْتُ غُلَامًا أُفْرِغَ فِي قَالِبِ الْجَمَالِ، وَأُلْبِسَ مِنَ الْحُسْنِ حُلَّةَ الْكَمَالِ وَقَدِ اعْتَلَقَ شَيْخٌ بِرُدْنِهِ، يَدَّعِي أَنَّهُ فَتَكَ بِابْنِهِ، وَالْغُلَامُ يُنْكِرُ عِرْفَتَهُ، وَيُكْبِرُ قِرْفَتَهُ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: অনুরাগ-স্পৃহা আমাকে মালিক ইবনে তাওক-এর [পত্তন করা শহর] রাহবার[১] প্রতি আহবান করল। তখন আমি এক দ্রুতগামিনী উটনীতে আরোহণ করে এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে তার ডাকে সাড়া দিলাম। অতঃপর যখন আমি সেখানে আমার নোঙ্গর ফেললাম এবং আমার শিবির স্থাপন করলাম, আর মাথা মুণ্ডানোর পর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আমি এমন এক কিশোরকে দেখতে পেলাম, যাকে কান্তিময়তার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়েছে এবং সৌন্দর্যের পূর্ণ ভূষণ তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এক বৃদ্ধ তার জামার আস্তীন চেপে ধরেছে, সে দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে, অথচ যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করছে এবং তার অপরাধের অপবাদকে বড় মনে করছে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَقَامَةُ الْعَاشِرَةُ দশম মাকামা الرَّحْبِيَّةُ রাহবার গল্প حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন هَتَفَ بِي আমাকে আহ্বান করল دَاعِي الشَّوْقِ অনুরাগ-স্পৃহা إِلَى رَحْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ মালিক ইবনে তাওক-এর রাহবার প্রতি فَلَبَّيْتُهُ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম مُمْتَطِيًا شِمِلَّةً এক দ্রুতগামিনী উটনীতে আরোহণ করে وَمُنْتَضِيًا عَزْمَةً مُشْمَعِلَّةً এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে فَلَمَّا أَلْقَيْتُ بِهَا الْمَرَاسِيَ অতঃপর যখন আমি সেখানে নোঙ্গর ফেললাম وَبَرَزْتُ مِنَ الْحَمَّامِ আর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম بَعْدَ سَبْتِ رَأْسِي আমার মাথা মুণ্ডানোর পর رَأَيْتُ غُلَامًا তখন আমি এক কিশোরকে দেখতে পেলাম أُفْرِغَ فِي قَالِبِ الْجَمَالِ কান্তিময়তার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়েছে وَأُلْبِسَ এবং তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে مِنَ الْحُسْنِ সৌন্দর্যের حُلَّةَ الْكَمَالِ পূর্ণ ভূষণ وَقَدِ اعْتَلَقَ شَيْخٌ আর একজন বৃদ্ধ চেপে ধরেছে بِرُدْنِهِ তার জামার আস্তীন يَدَّعِي সে দাবি করছে যে أَنَّهُ فَتَكَ بِابْنِهِ কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে وَالْغُلَامُ يُنْكِرُ عِرْفَتَهُ আর যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করেছে وَيُكْبِرُ আর বড় মনে করছে قِرْفَتَهُ তার অপরাধের অপবাদকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَتَفَ : আহবান করল।	حَكَى : বর্ণনা করেন।
(ض) هَتْفًا، هُتَافًا- بِي : আহবান করা।	(ض) حِكَايَةً : বর্ণনা করা।

১. রাহবা : ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে এবং বাগদাদ থেকে প্রায় আটশ কি. মি. দূরে সিরিয়ার পথে অবস্থিত একটি শহরের নাম। এর আর একটি উচ্চারণ রয়েছে। রাহাবা। পূর্ণনাম রাহাবা মালিক ইবনে তাওক। আল্লামা বালাযুরীর বর্ণনা মতে, মালিক ইবনে তাওক খলীফা মামুনুর রশীদের শাসনামলে এ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আল্লামা ইয়াকূত হামাবী মু'জামুল বুলদানে বলেন, মালিক ইবনে তাওক খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে এ শহরের গোড়াপত্তন করেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

غُلَامٌ (ج) غِلْمَانٌ، أَغْلِمَةٌ، غِلْمَةٌ : ভৃত্য, চাকর, কিশোর।

أُفْرِغَ (مج) : ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(إفعال) إِفْرَاغًا : ঢেলে দেওয়া। ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা।

قَالِبٌ (ج) قَوَالِبُ : ছাঁচ, ফর্মা।

اَلْجَمَالُ : সৌন্দর্য, কমনীয়তা।

اَلْجَمَالُ (ك) مصـ : সুন্দর হওয়া।

أُلْبِسَ (مج) : পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(إفعال) إِلْبَاسًا : পরানো। পরিধান করানো।

اَلْحُسْنُ :(ج) مَحَاسِنُ : সৌন্দর্য, শোভা।

حُلَّةٌ : (ج) حُلَلٌ، حِلَالٌ : ভূষণ, নতুন কাপড়।

اَلْكَمَالُ : পূর্ণতা।

اَلْكَمَالُ (ن، ك، س) مصـ : পূর্ণ হওয়া।

قَدْ اِعْتَلَقَ : চেপে ধরেছে।

(افتعال) اِعْتِلَاقًا : চেপে ধরা। আকড়ে ধরা।

شَيْخٌ :(ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَانٌ، مَشْيَخَةٌ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উস্তাদ।

رُدْنٌ :(ج) أَرْدَانٌ : আস্তীনের গোড়া, আস্তীনের প্রশস্ত দিক।

يَدَّعِيْ : সে দাবি করছে।

(افتعال) اِدِّعَاءً : দাবি করা।

فَتَكَ : অজ্ঞাতসারে হত্যা করেছে।

(ن،ض) فَتْكًا، فُتُوْكًا– بِهٖ : অজ্ঞাতসারে হত্যা করা।

اِبْنٌ : (ج) أَبْنَاءٌ، بَنُوْنَ : পুত্র, ছেলে।

يُنْكِرُ : অস্বীকার করছে।

(إفعال) إِنْكَارًا : অস্বীকার করা।

عِرْفَةٌ : পরিচিতি।

عِرْفَةٌ (ض) مصـ : চেনা, জানা।

يُكْبِرُ : বড় মনে করছে।

(إفعال) إِكْبَارًا : বড় মনে করা।

قِرْفَةٌ (ج) قِرَفٌ : অপবাদ। মিথ্যা আরোপ।

دَاعِيْ (فا، مذ) (ج) دُعَاةٌ : আহবায়ক, স্পৃহা।

اَلشَّوْقُ : উৎসাহ, অনুরাগ।

اَلشَّوْقُ (ن) مصـ : উৎসাহিত করা।

رَحْبَةٌ : ইরাকের ফোরাত নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ শহর।

مَالِكُ بْنُ طَوْقٍ : রাহবা শহরের গোড়া পত্তনকারীর নাম।

لَبَّيْتُ : আমি ডাকে সাড়া দিলাম।

(تفعيل) تَلْبِيَةً : ডাকে সাড়া দেওয়া।

(مُمْتَطٍ) مُمْتَطِيٌّ (فا، مذ) : সওয়ারীতে আরোহণকারী।

(افتعال) اِمْتِطَاءً : বাহন জন্তুতে আরোহণ করা।

شِمِلَّةٌ (أي نَاقَةٌ شِمِلَّةٌ) : দ্রুতগামিনী উটনী।

(مُنْتَضٍ) مُنْتَضِيٌّ (فا، مذ) : খাপমুক্তকারী, উন্মুক্তকারী।

عَزْمَةٌ : সংকল্প, প্রত্যয়।

عَزْمَةً (ض) مصـ : সংকল্প করা।

مُشْمَعِلَّةٌ (فا، مؤ) : অদম্য, প্রবল।

(افعلال) اِشْمِعْلَالًا : প্রফুল্ল/ প্রবল/ উজ্জীবিত হওয়া।

أَلْقَيْتُ : আমি ফেললাম।

(إفعال) إِلْقَاءً : ফেলা। রাখা।

(ج) اَلْمَرَاسِيْ، (و) مِرْسَاةٌ : নোঙ্গর।

شَدَدْتُ : আমি বাঁধলাম।

(ن) شَدًّا : বাঁধা।

شَدَدْتُ أَمْرَاسِيْ : আমি আমার শিবির স্থাপন করলাম।

(ج) أَمْرَاسٌ، مَرَسٌ، (و) مَرَسَةٌ : রশি, কাছি।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম।

(ن) بُرُوْزًا : বের হওয়া।

اَلْحَمَّامُ (ج) حَمَّامَاتٌ : গোসলখানা, স্নানাগার।

سَبْتٌ (ن، ض) مصـ : মাথা মুণ্ডানো, মুণ্ডন করা।

رَأْسٌ (ج) رُؤُوْسٌ، أَرْؤُسٌ، أَرَاسٌ، رُوْسٌ : মাথা, মস্তক।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالْخِصَامُ بَيْنَهُمَا مُتَطَايِرُ الشَّرَارِ، وَالزِّحَامُ عَلَيْهِمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ، إِلٰى أَنْ تَرَاضَيَا بَعْدَ اشْتِطَاطِ اللَّدَدِ، بِالتَّنَافُرِ إِلٰى وَالِي الْبَلَدِ، وَكَانَ مِمَّنْ يُزَنُّ بِالْهَنَاتِ، وَيُغَلِّبُ حُبَّ الْبَنِينَ عَلَى الْبَنَاتِ -

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে। অবশেষে ঝগড়াঝাঁটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর তারা উভয়ে [বিষয়টি নিয়ে] সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য সম্মত হল। অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْخِصَامُ بَيْنَهُمَا আর তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদ مُتَطَايِرُ الشَّرَارِ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে وَالزِّحَامُ عَلَيْهِمَا তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে إِلٰى أَنْ تَرَاضَيَا অবশেষে তারা সম্মত হল بَعْدَ اشْتِطَاطِ اللَّدَدِ ঝগড়াটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর بِالتَّنَافُرِ إِلٰى وَالِي الْبَلَدِ সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য وَكَانَ مِمَّنْ يُزَنُّ بِالْهَنَاتِ অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত وَيُغَلِّبُ এবং সে অগ্রাধিকার দিত حُبَّ الْبَنِينَ ছেলেদের ভালবাসাকে عَلَى الْبَنَاتِ মেয়েদের অপেক্ষা।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْخِصَامُ : পারস্পরিক ঝগড়া, বাদানুবাদ।

اَلْخِصَامُ (مُفَاعَلَة) مصـ : পরস্পরে ঝগড়া করা।

بَيْنَهُمَا (بَيْنَ : ظَرْفٌ مُضَافٌ إِلٰى ضَمِيرٍ مَجْرُورٍ مُتَّصِلٍ) : তাদের উভয়ের মধ্যকার।

مُتَطَايِرٌ (فا، مذ) : বিক্ষিপ্ত। সর্বত্র উড্ডীয়মান।

(تَفَاعُل) تَطَايُرًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া। ছড়িয়ে পড়া।

اَلشَّرَارُ : স্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফুলকি।

اَلزِّحَامُ : লোকের ভিড়, সমাগম।

اَلزِّحَامُ (ف) مصـ : ভিড় করা।

يَجْمَعُ : একত্র করছে, জমা করছে।

(ف) جَمْعًا : একত্র করা। জমা করা।

(ج) اَلْأَخْيَارُ، اَلْخِيَارُ، (و) خَيْرٌ : ভাল, উত্তম।

(ج) اَلْأَشْرَارُ، اَلشِّرَارُ، اَلْأَشِرَّاءُ، (و) شَرٌّ : মন্দ, নিকৃষ্ট।

إِلٰى أَنْ (إِلٰى :حَرْفُ الْجَرِّ، بَعْدَهُ أَنْ النَّاصِبَةُ) : অবশেষে।

تَرَاضَيَا : তারা উভয়ে সম্মত হলো।

(تَفَاعُل) تَرَاضِيًا : পরস্পরে সম্মত হওয়া।

اِشْتِطَاطٌ (اِفْتِعَال) مصـ : তীব্ররূপ ধারণ করা।

اَللَّدَدُ : ঝগড়াঝাঁটি।

اَللَّدَدُ (س) مصـ : ঝগড়াটে হওয়া।

اَلتَّنَافُرُ (تَفَاعُل) مصـ : দুই পক্ষের পারস্পরিক ফয়সালার জন্য প্রশাসক বা বিচারকের কাছে যাওয়া।

وَالِيْ (وَالٍ)(فا، مذ)(ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক।

(ض) وِلَايَةً - اَلشَّيْءَ وَعَلَى الشَّيْءِ: তত্ত্বাবধায়ক/ অভিভাবক/ প্রশাসক হওয়া।

اَلْبَلَدُ :(ج) بِلَادٌ، بُلْدَانٌ : শহর, দেশ, এলাকা।

يُزَنُّ (مج) : অভিযুক্ত করা হয়। অপবাদ দেওয়া হয়।

(ن) زَنًّا - بِكَذَا : অভিযুক্ত করা। অপবাদ দেওয়া।

(ج) اَلْهَنَاتُ،(و) هَنَةٌ : মন্দ জিনিস, মন্দবস্তু, খারাপ বিষয়।

(كَانَ) يُغَلِّبُ : সে অগ্রাধিকার দিত।

(تَفْعِيل) تَغْلِيبًا : অগ্রাধিকার/ প্রাধান্য দেওয়া।

حُبٌّ : ভালোবাসা, প্রেম।

حُبٌّ (ض) مصـ : আগ্রহ করা।

(ج) اَلْبَنِينَ، اَلْبَنُونَ، اَلْأَبْنَاءُ، (و) اَلْإِبْنُ : ছেলে, পুত্র, বালক।

(ج) اَلْبَنَاتُ، (و) بِنْتٌ : মেয়ে, কন্যা, বালিকা।

Free @ www.eilmweebly.com

فَأَسْرَعَا إِلَى نَدْوَتِهِ، كَالسُّلَيْكِ فِي عَدْوَتِهِ . فَلَمَّا حَضَرَاهُ، جَدَّدَ الشَّيْخُ دَعْوَاهُ، وَاسْتَدْعَى عَدْوَاهُ، فَاسْتَنْطَقَ الْغُلَامَ، وَقَدْ فَتَنَهُ بِمَحَاسِنِ غُرَّتِهِ، وَطَرَّ عَقْلَهُ بِتَصْفِيفِ طُرَّتِهِ.

অনুবাদ : অতঃপর তারা সুলাইকের[১] দৌড়ের মতো সেই প্রশাসকের সভায় দ্রুত এগিয়ে গেল। অতঃপর যখন তারা উভয়ে সেই প্রশাসকের নিকট হাজির হলো তখন বৃদ্ধ লোকটি তার দাবি নতুন করে উপস্থাপন করল এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তারপর প্রশাসক কিশোরটির কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে চাইলেন ততক্ষণে সে প্রশাসককে তার চেহারার সৌন্দর্য দ্বারা বিমুগ্ধ করে ফেলেছে এবং তার জুলফির পারিপাট্য দ্বারা বিচারকের কাণ্ড জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَأَسْرَعَا অতঃপর তারা দ্রুত এগিয়ে গেল إِلَى نَدْوَتِهِ সেই প্রশাসকের সভায় كَالسُّلَيْكِ فِي عَدْوَتِهِ সুলাইকের দৌড়ের মতো فَلَمَّا حَضَرَاهُ অতঃপর যখন তারা উভয়ে সেই প্রশাসকের নিকট হাজির হলো جَدَّدَ الشَّيْخُ دَعْوَاهُ তখন বৃদ্ধ লোকটি তার দাবি নতুন করে উপস্থাপন করল وَاسْتَدْعَى عَدْوَاهُ এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল فَاسْتَنْطَقَ الْغُلَامَ তারপর প্রশাসক কিশোরটির কাছ থেকে তার বক্তব্য শুনতে চাইলেন وَقَدْ فَتَنَهُ ততক্ষণে সে প্রশাসককে বিমুগ্ধ করে ফেলেছে بِمَحَاسِنِ غُرَّتِهِ তার চেহারার সৌন্দর্য দ্বারা وَطَرَّ عَقْلَهُ এবং বিচারকের কাণ্ড-জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে بِتَصْفِيفِ طُرَّتِهِ তার জুলফির পারিপাট্য দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَسْرَعَا : তারা উভয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল।
(إِفْعَال) إِسْرَاعًا - فِي الْمَشْيِ : দ্রুত চলা।
نَدْوَةٌ (ج) نَدَوَاتٌ : জামাত, মজলিস, সভা।
اَلسُّلَيْكُ (بْنُ السُّلَكَةِ) : জাহিলী যুগের এক দ্রুতগামী মানুষের নাম।
عَدْوَةٌ (ن) مص (اَلتَّاءُ لِلْمَرَّةِ) : এক দৌড়, দৌড়।
عِدْوَةٌ (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) : বিশেষ ধরনের দৌড়।
حَضَرَا : তারা উভয়ে হাজির হলো।
(ن) حُضُوْرًا : হাজির হওয়া।
جَدَّدَ : নতুন করল। নতুন করে উপস্থাপন করল।
(تَفْعِيْل) تَجْدِيْدًا : নতুন করা।
اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَانٌ : বৃদ্ধ। নেতা। আলিম।
دَعْوَى (ن) مص : দাবি, আবেদন।
اِسْتَدْعَى : প্রার্থনা করল।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِدْعَاءً : প্রার্থনা করা।

عَدْوَى : সাহায্য, রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ।
اِسْتَنْطَقَ : বক্তব্য শুনতে চাইলেন।
(اِسْتِفْعَال) اِسْتِنْطَاقًا : কথা/ বক্তব্য শুনতে চাওয়া।
اَلْغُلَامُ : (ج) أَغْلِمَةٌ، غِلْمَانٌ، غِلْمَةٌ : কিশোরটি।
قَدْ فَتَنَ : বিমুগ্ধ করে ফেলেছে।
(ض) فَتْنًا، فُتُوْنًا : বিমুগ্ধ করা।
(ج) مَحَاسِنُ، (و) حُسْنٌ : সৌন্দর্য।
غُرَّةٌ : (ج) غُرَرٌ : চেহারা। চেহারার শুভ্রতা। গোলাম। বাঁদী।
طَرَّ : ছিনিয়ে নিয়েছে।
(ن) طَرًّا : ছিনিয়ে নেওয়া।
عَقْلٌ : (ج) عُقُوْلٌ : বিবেক, বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান।
تَصْفِيْفٌ : পারিপাট্য, বিন্যাস।
تَصْفِيْفٌ (تَفْعِيْل) مص : সারিবদ্ধ করা।
طُرَّةٌ : (ج) طُرَرٌ، طِرَارٌ، أَطْرَارٌ، طُرَّاتٌ : কপাল, কপালের চুল, জুলফি।

১. সুলাইক : লোকটি সুলাইক ইবনে সুলাকা নামে প্রসিদ্ধ। মূলত তার বংশ পরিক্রমা এরূপ : সুলাইক ইবনে উমায়র [মতান্তরে আমর] ইবনে ইয়াসরিবী ইবনে সিনান ইবনুল হারিস আস-সাদী আত-তামীমী। সুলাকা তার মাতার নাম। তার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। জাহিলী যুগের এক প্রসিদ্ধ দ্রুততম মানুষ। কৃষ্ণকায়। কবি। স্বভাবগতভাবে দুষ্কৃতিকারী, দুরাত্মা ও আততায়ী। উপাধি আর-রি'বাল [মানে সিংহ]। কোথাও দস্যুবৃত্তির ইচ্ছা হলে সে একাই তা করত। অন্য কোনো সাঙ্গপাঙ্গের প্রয়োজন হতো না। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী। পায়ে হেঁটে অশ্বারোহী ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথ অতিক্রম করত। আনুমানিক হিজরি-পূর্ব ১৭ সালে আসাদ ইবনে মুদরিক আল-খাস'আমী কর্তৃক সুলাইক ইবনে সুলাকা নিহত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ : إِنَّهَا أَفِيكَةُ أَفَّاكٍ، عَلٰى غَيْرِ سَفَّاكٍ، وَعَضِيهَةُ مُحْتَالٍ، عَلٰى مَنْ لَيْسَ بِمُغْتَالٍ فَقَالَ الْوَالِى لِلشَّيْخِ : إِنْ شَهِدَ لَكَ عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِلَّا فَاسْتَوْفِ مِنْهُ الْيَمِيْنَ، فَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّهُ جَدَّلَهُ خَالِيًا، وَأَفَاحَ دَمَهُ خَالِيًا، فَأَنّٰى لِى شَاهِدٌ؟ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُشَاهِدٌ، وَلٰكِنْ وَلِّنِى تَلْقِيْنَهُ الْيَمِيْنَ، لِيَبِيْنَ لَكَ أَيَصْدُقُ أَمْ يَمِيْنُ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الْمَالِكُ لِذٰلِكَ، مَعَ وَجْدِكَ الْمُتَهَالِكِ، عَلٰى اِبْنِكَ الْهَالِكِ. فَقَالَ الشَّيْخُ لِلْغُلَامِ : قُلْ : وَالَّذِى زَيَّنَ الْجِبَاهَ بِالطُّرَرِ، وَالْعُيُوْنَ بِالْحَوَرِ.

অনুবাদ : তখন কিশোরটি বলল যে, এটা হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীর এক মিথ্যা অভিযোগ এবং যে ব্যক্তি আততায়ী নয় তার বিরুদ্ধে এক প্রতারকের মিথ্যা অপবাদ। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল, যদি দু'জন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে ভালো, অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে কসম গ্রহণ কর। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল যে, সে আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে এবং নির্জনে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে। সুতরাং আমি কোথায় সাক্ষী পাব, অথচ সেখানে কোনো দর্শক ছিল না। তবে আপনি আমাকে তাকে কসম শেখাবার অধিকার দিন। যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তোমার নিহত ছেলের জন্য তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সত্ত্বেও তোমার এই অধিকার রয়েছে। তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল, বল : সেই সত্তার কসম, যিনি সুশোভিত করেছেন ললাটকে জুলফি দ্বারা, চক্ষুগুলোকে সাদা কালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন কিশোরটি বলল إِنَّهَا أَفِيكَةُ أَفَّاكٍ এটা এক মিথ্যাবাদীর মিথ্যা অভিযোগ عَلٰى غَيْرِ سَفَّاكٍ হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে وَعَضِيهَةُ مُحْتَالٍ এবং এক প্রতারকের মিথ্যা অভিযোগ عَلٰى مَنْ لَيْسَ بِمُغْتَالٍ যে ব্যক্তি আততায়ী নয়, তার বিরুদ্ধে فَقَالَ الْوَالِى لِلشَّيْخِ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল إِنْ شَهِدَ لَكَ যদি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ দুজন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তবে ভালো وَإِلَّا অন্যথায় فَاسْتَوْفِ مِنْهُ الْيَمِيْنَ তুমি তার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ কর فَقَالَ الشَّيْخُ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল إِنَّهُ جَدَّلَهُ خَالِيًا সে আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে وَأَفَاحَ دَمَهُ خَالِيًا এবং নির্জনে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে فَأَنّٰى لِى شَاهِدٌ সুতরাং আমি কোথায় সাক্ষী পাব وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُشَاهِدٌ অথচ সেখানে কোনো দর্শক ছিল না وَلٰكِنْ وَلِّنِى তবে আপনি আমাকে অধিকার দিন تَلْقِيْنَهُ الْيَمِيْنَ তাকে কসম শেখাবার لِيَبِيْنَ لَكَ যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় أَيَصْدُقُ أَمْ يَمِيْنُ সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে فَقَالَ لَهُ তখন প্রশাসক তাকে বললেন أَنْتَ الْمَالِكُ لِذٰلِكَ তোমার এই অধিকার রয়েছে مَعَ وَجْدِكَ الْمُتَهَالِكِ তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সত্ত্বেও عَلٰى اِبْنِكَ الْهَالِكِ তোমার নিহত ছেলের জন্য فَقَالَ الشَّيْخُ لِلْغُلَامِ তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল قُلْ বল وَالَّذِى সেই সত্তার শপথ, যিনি زَيَّنَ الْجِبَاهَ সুশোভিত করেছেন ললাটকে بِالطُّرَرِ জুলফি দ্বারা الْعُيُوْنَ চক্ষুগুলোকে بِالْحَوَرِ সাদাকালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَفِيكَةٌ :(ج) أَفَائِكُ : মিথ্যা, অপরাধ, মিথ্যা অভিযোগ।

أَفَّاكٌ (مب. مذ)(ج) أَفَّاكُوْنَ : মিথ্যাবাদী।

(ض) أَفْكًا. أُفُوْكًا. (س) أَفَكًا : মিথ্যা বলা।

سَفَّاكٌ (مب. مذ) : খুনী, হন্তা।

عَضِيهَةٌ :(ج) عَضَائِهُ : মিথ্যা অপবাদ।

عَضِيهَةٌ (ف. س) مص : অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা বলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُحْتَالٌ (فا، مذ) : কৌশলী, প্রতারক।

(اِفْتِعَال) اِحْتِيَالًا : কৌশল অবলম্বন করা। প্রতারণা করা।

مُغْتَالٌ (فا، مذ) : আততায়ী, গুপ্তঘাতক।

(اِفْتِعَال) اِغْتِيَالًا – ه : অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা।

اَلْوَالِي (فا، مذ) (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক।

(اِنْ) شَهِدَ : (যদি) সাক্ষ্য দেয়।

(س) شَهَادَةً : সাক্ষ্য দেওয়া।

عَدْلٌ : (ج) أَعْدَالٌ : ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

اَلْمُسْلِمِيْنَ (فا، جمع، مذ) (و) مُسْلِمٌ : মুসলমান।

اِسْتَوْفِ : তুমি গ্রহণ কর।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِيفَاءً :
পরিপূর্ণরূপে উসুল করা। ...... গ্রহণ করা। ... বুঝে নেওয়া।

اَلْيَمِيْنُ :(ج) أَيْمَانٌ : কসম, শপথ।

جَدَّلَ : ভূমিতে আছাড় দিয়েছে [হত্যা করেছে]।

(تَفْعِيْل) تَجْدِيْلًا : ভূমিতে আছাড় দেওয়া। হত্যা করা।

خَاسِئٌ (خَاسٍ) (فا، مذ) : লোকালয় থেকে দূরবর্তী।

(س) خَسَاءً، (ف) خَسْئًا : দূরে যাওয়া। বিতাড়িত হওয়া।
বিতাড়িত করা। ঝাপসা হওয়া। ক্লান্ত। অক্ষম হওয়া।

أَفَاحَ : সে রক্ত প্রবাহিত করেছে।

(اِفْعَال) اِفَاحَةً : রক্ত প্রবাহিত করা।

دَمٌ : (ج) دِمَاءٌ، دُمِيٌّ : রক্ত, শোণিত, রুধির।

خَالِي (خَالٍ) (فا، مذ)(ج) خُلُوٌّ، أَخْلَاءٌ : জনবিহীন, নির্জন।

(ن) خُلُوًّا، خَلَاءً : খালি হওয়া। একাকী হওয়া।

أَنّٰى (ظرف) : কোথায়? কিভাবে?

شَاهِدٌ (فا، مذ) (ج) شَهْدٌ، شُهُوْدٌ، أَشْهَادٌ :
সাক্ষী, সাক্ষ্যদাতা।

(س) شَهَادَةً – بِفُلَانٍ اَوْ عَلٰى نَدَنٍ : সাক্ষ্য দেওয়া।

ثَمَّ (ظرف مكان) : সেখানে, ওখানে।

مُشَاهِدٌ (فا، مذ) : দর্শক, প্রত্যক্ষদর্শী।

(مُفَاعَلَة) مُشَاهَدَةً : প্রত্যক্ষভাবে দেখা।

وَلِّ : আপনি অধিকার দিন, দায়িত্ব দিন।

(تَفْعِيْل) تَوْلِيَةً : অধিকার দেওয়া। দায়িত্ব দেওয়া।

تَلْقِيْنٌ (تَفْعِيْل) مصـ : সরাসরি বুঝানো, শেখানো।

اَلْيَمِيْنُ :(ج) أَيْمَانٌ : কসম, শপথ।

يَبِيْنُ : পরিষ্কার/ স্পষ্ট হয়,– হয়ে যায়।

(ض) بَيَانًا : পরিষ্কার/ স্পষ্ট হওয়া।

يَصْدُقُ : সে সত্য বলছে।

(ن) صِدْقًا : সত্য বলা।

يَمِيْنُ : সে মিথ্যা বলছে।

(ض) مَيْنًا : মিথ্যা বলা।

اَلْمَالِكُ (فا، مذ)(ج) مُلْكٌ، مُلَّاكٌ : তুমি অধিকারপ্রাপ্ত, মালিক।

(ض) مُلْكًا : মালিক হওয়া।

وَجْدٌ : দুঃখ, চিন্তা, মর্মবেদনা।

وَجْدٌ (ض) مصـ : দুঃখিত হওয়া।

اَلْمُتَهَالِكُ (فا، مذ) : প্রাণান্তকর।

(تَفَاعُل) تَهَالُكًا : প্রাণসংহারে আগ্রহী হওয়া। ... চেষ্টা করা।

اِبْنٌ :(ج) أَبْنَاءٌ، بَنُوْنَ : পুত্র, ছেলে।

اَلْهَالِكُ (فا، مذ) هَلْكٰى، هُلَّكٌ.

(ض) هَلَاكًا : ধ্বংস হওয়া। মৃত্যু হওয়া।

هُلَّاكٌ : নিহত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, মৃত।

اَلْغُلَامُ :(ج) غِلْمَانٌ، أَغْلِمَةٌ، غِلْمَةٌ : ক্রীতদাস, ভৃত্য, কিশোর।

زَيَّنَ : সুশোভিত করেছেন।

(تَفْعِيْل) تَزْيِيْنًا : সুশোভিত করা।

(ج) اَلْجِبَاهُ، اَلْجَبَهَاتُ، (و) جَبْهَةٌ : ললাট, কপাল।

(ج) اَلطُّرَرُ، اَلْأَطْرَارُ، اَلطِّرَارُ، اَلطُّرَّاتُ، (و) طُرَّةٌ : জুলফি।

(ج) اَلْعُيُوْنُ، اَلْأَعْيُنُ، اَلْأَعْيَانُ، (و) عَيْنٌ : দৃষ্টি, চোখ।

اَلْحَوَرُ (س) مصـ : চোখের সাদা ও কালো অংশ তীব্র সাদা
ও কালো হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالْحَوَاجِبَ بِالْبَلَجِ، وَالْمَبَاسِمَ بِالْفَلَجِ، وَالْجُفُوْنَ بِالسَّقَمِ، وَالْأُنُوْفَ بِالشَّمَمِ، وَالْخُدُوْدَ بِاللَّهَبِ، وَالثُّغُوْرَ بِالشَّنَبِ، وَالْبَنَانَ بِالتَّرَفِ، وَالْخُصُوْرَ بِالْهَيَفِ، إِنَّنِيْ مَاقَتَلْتُ ابْنَكَ سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَلَا جَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسَيْفِيْ غِمْدًا، وَإِلَّا فَرَمَى اللّٰهُ جَفْنِيْ بِالْعَمَشِ، وَخَدِّيْ بِالنَّمَشِ، وَطُرَّتِيْ بِالْجَلَحِ، وَطَلْعِيْ بِالْبَلَحِ ـ

অনুবাদ : ভ্রূযুগলকে ব্যবধান দ্বারা, দন্তগুলোকে সফাঁক বিন্যাস দ্বারা, চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা, নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা, গণ্ডদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা, দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা; নিশ্চয়ই আমি তোমার ছেলেকে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি এবং তার মাথার খুলি আমার তরবারির খাপে পরিণত করিনি। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন আমার চোখের পলককে দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা দ্বারা, আমার গণ্ডদেশকে ছউদ দ্বারা, আমার জুলফিকে ঝরা দ্বারা, আমার (দন্ত-)কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَوَاجِبَ بِالْبَلَجِ ভ্রূযুগল ব্যবধান দ্বারা وَالْمَبَاسِمَ بِالْفَلَجِ দন্তগুলোকে সফাঁক বিন্যাস দ্বারা وَالْجُفُوْنَ بِالسَّقَمِ চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা وَالْأُنُوْفَ بِالشَّمَمِ নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা وَالْخُدُوْدَ بِاللَّهَبِ গণ্ডদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা وَالثُّغُوْرَ بِالشَّنَبِ দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা وَالْبَنَانَ بِالتَّرَفِ আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা وَالْخُصُوْرَ بِالْهَيَفِ এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা إِنَّنِيْ مَاقَتَلْتُ নিশ্চয়ই আমি হত্যা করিনি اِبْنَكَ তোমার ছেলেকে سَهْوًا وَلَا عَمْدًا ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃত وَلَا جَعَلْتُ هَامَتَهُ এবং তার মাথার খুলি পরিণত করিনি لِسَيْفِيْ غِمْدًا আমার তরবারির খাপে وَإِلَّا আর যদি তা না হয় فَرَمَى اللّٰهُ তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন جَفْنِيْ بِالْعَمَشِ আমার চোখের পলককে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দ্বারা وَخَدِّيْ بِالنَّمَشِ আমার গণ্ডদেশকে ছউদ দ্বারা طُرَّتِيْ بِالْجَلَحِ আমার জুলফিকে ঝরা দ্বারা وَطَلْعِيْ بِالْبَلَحِ আমার (দন্ত) কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) اَلْحَوَاجِبُ، اَلْحَوَاجِيْبُ، (و) حَاجِبٌ : ভ্রূ।
اَلْبَلَجُ : দুই ভ্রূর ব্যবধান।
اَلْبَلَجُ (س) مصـ : চোখের দুই ভ্রূ পৃথক পৃথক হওয়া।
(ج) اَلْمَبَاسِمُ، (و) مَبْسِمٌ : দাঁত, দন্ত।
اَلْفَلَجُ : দাঁতের সফাঁক বিন্যাস।
اَلْفَلَجُ (س) مصـ : দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকা।
(ج) اَلْجُفُوْنُ، اَلْأَجْفَانُ، اَلْأَجْفُنُ، (و) جَفْنٌ : চোখের পলক।
اَلسَّقَمُ : অসুস্থতা, অঘনত্ব।
اَلسَّقَمُ (س) مصـ : অঘন/অসুস্থ হওয়া।
(ج) اَلْأُنُوْفُ، اَلْآنَافُ، اَلْآنُفُ، (و) اَلْأَنْفُ : নাক, নাসিকা।
اَلشَّمَمُ : নাসিকাগ্রের উচ্চতা।
اَلشَّمَمُ (س) مصـ : নাসিকাগ্র উঁচু হওয়া।
(ج) اَلْخُدُوْدُ، (و) خَدٌّ : গণ্ডদেশ, গাল, কপোল।
اَللَّهَبُ : আগ্নেয় দীপ্তি, অগ্নি-লাভা।
اَللَّهَبُ (س) مصـ : অগ্নি লাভা উত্থিত হওয়া।
(ج) اَلثُّغُوْرُ، (و) ثَغْرٌ : সামনের দাঁত, মুখ।
اَلشَّنَبُ : দাঁতের ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতা।
اَلشَّنَبُ (س) مصـ : উজ্জ্বল ও শুভ্রদাঁত হওয়া।
اَلْبَنَانُ : আঙ্গুলের মাথা, অঙ্গুলের শিরা।
اَلتَّرَفُ : কোমলতা, কমনীয়তা, সজীবতা।
اَلتَّرَفُ (س) مصـ : সজীব হওয়া।
(ج) اَلْخُصُوْرُ، (و) خَصْرٌ : কোমর, কটিদেশ।

رَمَى : (دُعَابِيَّة) : দোষযুক্ত করে দিন।

(ض) رَمْيًا : নিক্ষেপ করা। কলঙ্কিত করা।

جَفْنٌ :(ج) جُفُونٌ، أَجْفَانٌ، أَجْفُنٌ : চোখের পলক।

اَلْعَمَشُ : দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা।

اَلْعَمَشُ (س) مصـ : দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়া।

خَدٌّ :(ج) خُدُودٌ : গণ্ডদেশ, গাল, কপাল।

اَلنَّمَشُ : দাগ, ছউদ।

اَلنَّمَشُ (س) مصـ : দাগযুক্ত হওয়া।

طُرَّةٌ :(ج) طُرَرٌ، طُرَّاتٌ، طِرَارٌ، أَطْرَارٌ : জুলফি।

اَلْجَلَحُ : টাক, ঝরা।

اَلْجَلَحُ (س) مصـ : চুল ঝরে পড়া।

طَلْعٌ : কলি, মুকুল, [দন্ত-কলি]।

اَلْبَلَحُ : বিবর্ণতা, হলুদবর্ণ।

اَلْبَلَحُ : কাঁচা খেজুর।

اَلْهَيَفُ : কটিদেশের ক্ষীণতা।

اَلْهَيَفُ (س) مصـ : কটিদেশ ক্ষীণ হওয়া।

مَا قَتَلْتُ : আমি হত্যা করিনি।

(ن) قَتْلًا : হত্যা করা।

اِبْنٌ : (ج) أَبْنَاءٌ، بَنُونَ : পুত্র, ছেলে।

سَهْوًا : ভুলবশত।

سَهْوٌ (ن) مصـ : ভুলে যাওয়া।

عَمْدًا : ইচ্ছাকৃতভাবে।

عَمْدٌ (ض) مصـ : ইচ্ছা করা।

لَا جَعَلْتُ : আমি পরিণত করি নি।

(ف) جَعْلًا : পরিণত করা।

هَامَةٌ :(ج) هَامٌ، هَامَاتٌ : মাথা, খুলি, করোটি, দেহ।

سَيْفٌ :(ج) سُيُوفٌ، أَسْيَافٌ، أَسْيُفٌ، مَسْيَفَةٌ : তরবারি।

غِمْدٌ : (ج) غُمُودٌ، أَغْمَادٌ : তরবারির খাপ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَوَرْدَتِى بِالْبَهَارِ، وَمَسْكَتِى بِالْبُخَارِ، وَبَدْرِى بِالْمُحَاقِ، وَفِضَّتِى بِالْاِحْتِرَاقِ، وَشُعَاعِى بِالْإِظْلَامِ، وَدَوَاتِى بِالْأَقْلَامِ، فَقَالَ الْغُلَامُ : اَلْاِصْطِلَاءُ بِالْبَلِيَّةِ، وَلَا الْإِيْلَاءُ بِهٰذِهِ الْأَلِيَّةِ، وَالْاِنْقِيَادُ بِالْقَوَدِ، وَلَا الْحَلْفُ بِمَا لَمْ يَحْلِفْ بِهٖ أَحَدٌ، وَأَبَى الشَّيْخُ إِلَّا تَجْرِيْعَهُ الْيَمِيْنَ الَّتِى اخْتَرَعَهَا، وَأَمْقَرَلَهٗ جُرَعَهَا.

অনুবাদ : আমার [কপোল-] গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা, আমার [মুখের] মেশককে পুঁতিময় গন্ধ দ্বারা আমার [অবয়ব-] চন্দ্রকে অন্ধকার রজনী দ্বারা, আমার [গাত্র বর্ণের] রৌপ্যকে ঝলসে যাওয়ার দ্বারা, আমার [সৌন্দর্যের দীপ্তি-] রশ্মিকে অন্ধকার দ্বারা এবং আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা। তখন কিশোরটি বলল, আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াকে গ্রহণ করব, কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না। আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু যে কসম কেউ খায়নি সেরূপ কসম আমি খাব না। অথচ বৃদ্ধ লোকটি যে কসম উদ্ভাবন করেছে সেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোন কসম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرْدَتِى بِالْبَهَارِ আমার গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা وَمَسْكَتِى بِالْبُخَارِ আমার মেশককে পুঁতিময় গন্ধ দ্বারা بَدْرِى بِالْمُحَاقِ আমার চন্দ্রকে অন্ধকার রজনী দ্বারা فِضَّتِى بِالْاِحْتِرَاقِ আমার রৌপ্যকে ঝলসে যাওয়া দ্বারা شُعَاعِى بِالْإِظْلَامِ আমার রশ্মিকে অন্ধকার দ্বারা دَوَاتِى بِالْأَقْلَامِ আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা فَقَالَ الْغُلَامُ তখন কিশোরটি বলল اَلْاِصْطِلَاءُ بِالْبَلِيَّةِ আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াকে গ্রহণ করব وَلَا الْإِيْلَاءُ بِهٰذِهِ الْأَلِيَّةِ কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না وَالْاِنْقِيَادُ بِالْقَوَدِ আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব وَلَا الْحَلْفُ কিন্তু সেরূপ কসম খাব না بِمَا لَمْ يَحْلِفْ بِهٖ أَحَدٌ যে কসম কেউ খায়নি وَأَبَى الشَّيْخُ অথচ বৃদ্ধ লোকটি অস্বীকৃত জানাল إِلَّا تَجْرِيْعَهُ الْيَمِيْنَ সেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোনো কসম গ্রহণ করতে الَّتِى اخْتَرَعَهَا যে কসম সে উদ্ভাবন করেছে وَأَمْقَرَ لَهٗ جُرَعَهَا এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

- وَرْدَةٌ : (ج) وَرْدٌ، وُرُوْدٌ : গোলাপ।
- اَلْبَهَارُ : এক প্রকার হলুদ ফুল বা হলুদ উদ্ভিদ।
- مِسْكَةٌ : (ج) مِسَكٌ : মেশকের টুকরো, মেশক [মুখের সুগন্ধিময় ঘ্রাণ]।
- اَلْبُخَارُ : (ج) أَبْخِرَةٌ : ধোঁয়া, বাষ্প, [মুখের পুঁতিময় গন্ধ]।
- بَدْرٌ : (ج) بُدُوْرٌ : চতুর্দশী চন্দ্র, পূর্ণ চন্দ্র।
- اَلْمُحَاقُ (بِتَثْلِيْثِ الْمِيْمِ) : চান্দ্র মাসের শেষ রাত্রি বা শেষের তিন রাত্রি, [অন্ধকার রজনী]।
- فِضَّةٌ : রূপা, রজত, চাঁদি, রৌপ্য।
- اَلْاِحْتِرَاقُ : (اِفْتِعَال) مصـ : পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া।
- شُعَاعٌ : (ج) أَشِعَّةٌ، شُعُعٌ، شِعَاعٌ : সূর্য-রশ্মি।
- اَلْإِظْلَامُ : (إِفْعَال) مصـ : অন্ধকার হওয়া।
- دَوَاةٌ : (ج) دُوِيٌّ، دَوَيَاتٌ : দোয়াত, মস্যাধার।
- (ج) اَلْأَقْلَامُ، اَلْقِلَامُ، (و) قَلَمٌ : কলম, লেখনী।
- اَلْغُلَامُ : (ج) غِلْمَانٌ، أَغْلِمَةٌ، غِلْمَةٌ : ভৃত্য, কিশোর, ক্রীতদাস।
- اَلْاِصْطِلَاءُ (اِفْتِعَال) مصـ : আগুনের তাপ গ্রহণ করা। আক্রান্ত হওয়া।
- اَلْبَلِيَّةُ : (ج) بَلَايَا : বিপদ, মসিবত, পরীক্ষা।
- اَلْإِيْلَاءُ (إِفْعَال) مصـ (مادة : أَلْوٌ) : কসম খাওয়া।
- اَلْأَلِيَّةُ : (ج) أَلَايَا : কসম, শপথ।
- اَلْاِنْقِيَادُ (اِنْفِعَال) مصـ : শিরোধার্য করে নেওয়া। অনুগত হওয়া।
- اَلْقَوَدُ : কিসাস। নিহত ব্যক্তির হত্যার শাস্তি স্বরূপ প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড।
- اَلْحَلْفُ (ض) مصـ : কসম খাওয়া, শপথ করা।
- لَمْ يَحْلِفْ : কসম খায় নি।
- أَحَدٌ : (ج) أُحَادٌ : কেউ, কোনো ব্যক্তি।
- أَبَى : অস্বীকৃতি জানাল।
- تَجْرِيْعٌ (تَفْعِيْل) مصـ : গলাধঃকরণ করানো, গেলানো [খাওয়ানো]।
- اَلْيَمِيْنُ : (ج) أَيْمَانٌ : কসম, শপথ।
- اِخْتَرَعَ : সে উদ্ভাবন করেছে।
- أَمْقَرَ : তিক্ত করল, তিক্ত করে দিল।
- (ج) جُرَعٌ، (و) جُرْعَةٌ : পানির ঢোক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاحِي بَيْنَهُمَا يَسْتَعِرُ، وَمَحَجَّةُ التَّرَاضِي تَعِرُ وَالْغُلَامُ فِي ضِمْنِ تَأَبِّيْهِ، يَخْلُبُ قَلْبَ الْوَالِي بِتَلَوِّيْهِ، وَيُطْمِعُهُ فِي أَنْ يُلَبِّيَهُ إِلَى أَنْ رَانَ هَوَاهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَأَلَبَّ بِلُبِّهِ، فَسَوَّلَ لَهُ الْوَجْدُ الَّذِي تَيَّمَهُ، وَالطَّمَعُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ، أَنْ يُخَلِّصَ الْغُلَامَ وَيَسْتَخْلِصَهُ، وَأَنْ يُنْقِذَهُ مِنْ حِبَالَةِ الشَّيْخِ ثُمَّ يَقْتَنِصَهُ - فَقَالَ لِلشَّيْخِ : هَلْ لَكَ فِي مَاهُوَ أَلْيَقُ بِالْأَقْوَى، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؟

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং পারস্পরিক সমঝোতার পথ কঠিন হয়ে যেতে লাগল। আর যুবকটি তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার এদিক ওদিক বাঁকা হওয়ার দ্বারা প্রশাসকের অন্তর কেড়ে নিতে লাগল এবং তাঁকে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য লোভ দেখাতে লাগল। ফলে প্রশাসকের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা প্রবল হয়ে উঠল এবং তাঁর বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। সুতরাং যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে এবং যে লোভ সে পোষণ করেছে সেই লোভ ও প্রেম কিশোরটিকে মুক্ত করে নেওয়া ও তাঁকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া এবং তাকে বৃদ্ধের জাল থেকে মুক্ত করে নিজে শিকার করা তার কাছে শোভন করে তুলল। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিক উপযুক্ত এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী?

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاحِي بَيْنَهُمَا يَسْتَعِرُ আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল وَمَحَجَّةُ التَّرَاضِي تَعِرُ এবং তাদের পারস্পরিক সমঝোতার পথ কঠিন হয়ে যেতে লাগল وَالْغُلَامُ فِي ضِمْنِ تَأَبِّيْهِ আর যুবকটি তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে يَخْلُبُ কেড়ে নিতে লাগল قَلْبَ الْوَالِي প্রশাসকের অন্তর بِتَلَوِّيْهِ তার এদিক ওদিক বাঁকা হওয়ার দ্বারা وَيُطْمِعُهُ এবং তাঁকে লোভ দেখাতে লাগল فِي أَنْ يُلَبِّيَهُ তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য إِلَى أَنْ رَانَ هَوَاهُ عَلَى قَلْبِهِ ফলে প্রশাসকের অন্তরে প্রবল হয়ে উঠল وَأَلَبَّ بِلُبِّهِ এবং তার বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল فَسَوَّلَ لَهُ সুতরাং তার কাছে শোভন করে তুলল الْوَجْدُ الَّذِي تَيَّمَهُ যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে, وَالطَّمَعُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ যে লোভ সে পোষণ করেছে, أَنْ يُخَلِّصَ الْغُلَامَ কিশোরটিকে মুক্ত করে নেওয়া وَيَسْتَخْلِصَهُ ও তাকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া أَنْ يُنْقِذَهُ তাকে মুক্ত করে مِنْ حِبَالَةِ الشَّيْخِ বৃদ্ধের জাল থেকে ثُمَّ يَقْتَنِصَهُ নিজে শিকার করা فَقَالَ لِلشَّيْخِ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন هَلْ لَكَ তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে فِي مَاهُوَ أَلْيَقُ بِالْأَقْوَى যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিক উপযুক্ত وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلتَّلَاحِيْ : পারস্পরিক গালাগাল।
اَلتَّلَاحِيْ (تَفَاعُل) مصـ : পরস্পরে গালাগাল করা।
(لَمْ يَزَلْ) يَسْتَعِرُ : বৃদ্ধি পেতে থাকল।
(اِفْتِعَال) اِسْتِعَارًا : বৃদ্ধি পাওয়া।
مَحَجَّةٌ (ج) مَحَاجُّ : রাস্তা, পথ, পথের মাঝ।
اَلتَّرَاضِيْ : পারস্পরিক সন্তুষ্টি।
اَلتَّرَاضِيْ (تَفَاعُل) مصـ : পরস্পরে সন্তুষ্ট হওয়া।
(لَمْ يَزَلْ) تَعِرُ : কঠিন হয়ে যেতে লাগল।

(ض) وَعْرًا : কঠিন হওয়া।
اَلْغُلَامُ (ج) أَغْلِمَةٌ، غِلْمَةٌ، غِلْمَانٌ : যুবক, কিশোর, ভৃত্য, ক্রীতদাস।
ضِمْنٌ : ভেতর, অভ্যন্তর, মধ্য।
تَأَبِّيْ : অস্বীকৃতি।
تَأَبِّيْ (تَفَعُّل) مصـ : অস্বীকার করা।
(لَمْ يَزَلْ) يَخْلُبُ : আকৃষ্ট করতে/ অন্তর কেড়ে নিতে লাগল।
(ن، ض) خَلْبًا، خِلَابًا : আকৃষ্ট করা। থাবা মেরে ধরা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلطَّمَعُ : লোভ, লালসা।

اَلطَّمَعُ (س) مصـ : লোভ করা।

تَوَهَّمَ : ধারণা করেছে, পোষণ করেছে।

(تَفَعُّل) تَوَهُّمًا : ধারণা করা।

(أَنْ) يُخَلِّصَ : মুক্ত করে নেওয়া।

(تَفْعِيل) تَخْلِيصًا : মুক্ত করা।

(أَنْ) يَسْتَخْلِصَ : নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِخْلَاصًا : একান্ত করে নেওয়া।

(أَنْ) يُنْقِذَ : মুক্ত করে নেওয়া।

(اِفْعَال) اِنْقَاذًا : মুক্ত করা।

حِبَالَةٌ :(ج) حَبَائِلُ : জাল, ফাঁদ।

(أَنْ) يَقْتَنِصَ : শিকার করা।

(اِفْتِعَال) اِقْتِنَاصًا : শিকার করা।

هَلْ لَكَ فِي ..... : তোমার কি এতে আগ্রহ রয়েছে?

أَلْيَقُ (اِسْم تَفْضِيل) : অধিক উপযুক্ত।

اَلْأَقْوٰى (اِسْم تَفْضِيل) : অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

(س) قُوَّةً : শক্তিশালী হওয়া।

أَقْرَبُ (اِسْم تَفْضِيل) : অধিক নিকটবর্তী।

(ك) قُرْبًا، قُرْبَانًا : নিকটবর্তী হওয়া।

اَلتَّقْوٰى : তাকওয়া, পরহেযগারী।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়।

اَلْوَالِي : (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, বিচারক।

تَلَوّٰى (تَفَعُّل) مصـ : এদিক ওদিক বাঁকা হওয়া।

(لَمْ يَزَلْ) يُطْمِعُ : লোভ দেখাতে লাগল।

(اِفْعَال) اِطْمَاعًا : লোভ দেখানো।

(أَنْ) يُلَبِّيَ : ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য।

(تَفْعِيل) تَلْبِيَةً : ডাকে সাড়া দেওয়া।

رَانَ : প্রবল হলো, প্রবল হয়ে উঠল।

(ض) رَيْنًا : প্রবল হওয়া।

هَوٰى : প্রেম, ভালোবাসা।

هَوٰى (س) مصـ : ভালোবাসা।

أَلَبَّ : স্থান করে নিল, প্রোথিত হয়ে গেল।

(اِفْعَال) إِلْبَابًا : স্থান করে নেওয়া।

لُبٌّ :(ج) أَلْبَابٌ، أَلُبٌّ، أَلْبُبٌ : বিবেক, জ্ঞান, অন্তর, মজ্জা।

سَوَّلَ : শোভন করে তুলল [কাম্য করে তুলল]।

(تَفْعِيل) تَسْوِيلًا : শোভন করে তোলা।

اَلْوَجْدُ : প্রেম, ভালোবাসা।

اَلْوَجْدُ (ض) مصـ – بـه : ভালোবাসা।

تَيَّمَ : কাবু/ হেয় করে ফেলেছে। দাসে পরিণত করেছে।

(تَفْعِيل) تَتْيِيمًا : কাবু/ হেয় করা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَقَالَ : إِلَامَ تُشِيرُ لِأَقْتَفِيهِ، وَلَا أَقِفَ لَكَ فِيهِ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تَقْصُرَ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ، وَتَقْتَصِرَ مِنْهُ عَلَى مِأَةِ مِثْقَالٍ، لِأَتَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْضًا، وَأَجْتَنِيَ الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا. فَقَالَ الشَّيْخُ : مَا مِنِّي خِلَافٌ، فَلَا يَكُنْ لِوَعْدِكَ إِخْلَافٌ.

অনুবাদ : তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন [বলুন], যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি। উত্তরে প্রশাসক বললেন, আমি ভালো মনে করি যে, তুমি ঝগড়াঝাঁটি থেকে বিরত থাকবে এবং তার থেকে একশ মিসকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে। তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে [বা আসবাবপত্র রূপে] জোগাড় করব। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, এতে আমার দ্বিমত নেই; তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখেলাফ না হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল إِلَامَ تُشِيرُ আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন لِأَقْتَفِيهِ যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি وَلَا أَقِفَ لَكَ فِيهِ এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি فَقَالَ উত্তরে প্রশাসক বললেন أَرَى আমি ভালো মনে করি أَنْ تَقْصُرَ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ তুমি ঝগড়া-ঝাটি থেকে বিরত থাকবে وَتَقْتَصِرَ مِنْهُ عَلَى مِأَةِ مِثْقَالٍ এবং তার থেকে একশ, মিছকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে لِأَتَحَمَّلَ مِنْهَا بَعْضًا তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব وَأَجْتَنِيَ الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করব فَقَالَ الشَّيْخُ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল مَا مِنِّي خِلَافٌ এতে আমার দ্বিমত নেই فَلَا يَكُنْ لِوَعْدِكَ إِخْلَافٌ তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখেলাফ না হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِلَامَ (إِلَى :حَرْفُ الْجَرِّ، مَ :مُخَفَّفٌ مِنْ مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ) : কিসের প্রতি?
تُشِيرُ : ইঙ্গিত করছেন।
(إِفْعَال) إِشَارَةً : ইঙ্গিত করা।
أَقْتَفِي : আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি।
(اِفْتِعَال) اِقْتِفَاءً : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।
لَا أَقِفُ : ইতস্তত না করি।
(ض) وَقْفًا، وُقُوفًا : থামা। ইতস্তত করা।
أَرَى : আমি [ভালো] মনে করি।
(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। মনে করা।
تَقْصُرَ : তুমি বিরত থাকবে।
(ن) قُصُورًا، (إِفْعَال) إِقْصَارًا : বিরত থাকা।
اَلْقِيلُ : কথা।
اَلْقِيلُ (ن) مصـ : কথা বলা।
اَلْقِيلُ وَالْقَالُ : ঝগড়াঝাঁটি।
اَلْقَالُ : কথা।
اَلْقَالُ (ن) مصـ : কথা বলা।
(أَنْ) تَقْتَصِرَ : ক্ষান্ত হবে, যথেষ্ট হবে।
(اِفْتِعَال) اِقْتِصَارًا : ক্ষান্ত হওয়া।

مِأَةٌ :(ج) مِئَاتٌ : শত, একশত।
مِثْقَالٌ :(ج) مَثَاقِيلُ : মিসকাল, সামান্য বস্তু, পরিমাণ।
أَتَحَمَّلُ : আমি বহন করব।
(تَفَعُّل) تَحَمُّلًا : বহন করা।
بَعْضٌ :(ج) أَبْعَاضٌ : কিছু, অংশ।
أَجْتَنِي : চয়ন করব, যোগাড় করব।
(اِفْتِعَال) اِجْتِنَاءً : চয়ন করা। যোগাড় করা।
اَلْبَاقِي (فا، مذ) : বাকি, অবশিষ্ট।
(س) بَقَاءً، (ض) بَقْيًا : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা। বেঁচে থাকা।
عَرَضٌ :(ج) عُرُوضٌ : আসবাবপত্র।
عُرْضٌ : দিক, কেনারা।
خِلَافٌ : দ্বিমত।
خِلَافٌ (مُفَاعَلَة) مصـ : দ্বিমত পোষণ করা।
وَعْدٌ : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি।
وَعْدٌ (ض) مصـ : ওয়াদা করা।
إِيعَادٌ (إِفْعَال) مصـ : ওয়াদা করা।
إِخْلَافٌ (إِفْعَال) مصـ - اَلْوَعْدُ وَبِالْوَعْدِ : ওয়াদা বরখেলাপ করা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

فَنَقَدَهُ الْوَالِيْ عِشْرِيْنَ، وَوَزَّعَ عَلٰى وَزَعَتِهٖ
تَكْمِلَةَ خَمْسِيْنَ وَرَقَّ ثَوْبُ الْأَصِيْلِ،
وَانْقَطَعَ لِأَجْلِهٖ صَوْبُ التَّحْصِيْلِ، فَقَالَ لَهٗ :
خُذْ مَا رَاجَ، وَدَعْ عَنْكَ اللِّجَاجَ، وَعَلَيَّ فِيْ
غَدٍ أَنْ أَتَوَصَّلَ، إِلٰى أَنْ يَنِضَّ لَكَ الْبَاقِيْ
وَيَتَحَصَّلَ، فَقَالَ الشَّيْخُ : أَقْبَلُ مِنْكَ عَلٰى
أَنْ أُلَازِمَهٗ لَيْلَتِيْ، وَيَرْعَاهُ إِنْسَانُ مُقْلَتِيْ،
حَتّٰى إِذَا أَعْفٰى بَعْدَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ، بِمَا
بَقِيَ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ، تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِنْ
قُوْبٍ، وَبَرِئَ بَرَاءَةَ الذِّئْبِ مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْقُوْبَ.

অনুবাদ : সেমতে প্রাশাসক তাকে বিশটি মিসকাল নগদ প্রদান করলেন এবং তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর পঞ্চাশের পরিপূরক অঙ্ক বন্টন করে দিলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যার কাপড় পাতলা হয়ে এলো এবং সে কারণে [অবশিষ্ট অর্থ] উপার্জনের বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, যা উপস্থিত আছে তা গ্রহণ কর এবং তুমি ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে দাও। আর আগামীকাল সকালে আমার এই দায়িত্ব থাকবে যে, তোমার বাকি অঙ্ক সহজে পাওয়ার এবং উসুল হওয়ার জন্য আমি মাধ্যম হবো। উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি এক শর্তে গ্রহণ করছি যে, আমি এই রাতে কিশোরটির কাছে থাকব এবং আমার চোখের পুতুল তার তত্ত্বাবধান করবে। পরিশেষে যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর প্রশাসক সন্ধির মালের অবশিষ্টাংশ আদায় করে দেবেন তখন বাচ্চা ডিমের খোসা থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের খুন থেকে নেকড়ে বাঘের মুক্ত হওয়ার মতো প্রশাসক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَقَدَهُ الْوَالِيْ عِشْرِيْنَ সে মতে প্রশাসক তাকে বিশটি মিসকাল নগদ প্রদান করলেন وَوَزَّعَ عَلٰى وَزَعَتِهٖ এবং তার সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর বন্টন করে দিলেন تَكْمِلَةَ خَمْسِيْنَ পঞ্চাশের পরিপূরক অঙ্ক وَرَقَّ ثَوْبُ الْأَصِيْلِ ততক্ষণে সন্ধ্যার কাপড় পাতলা হয়ে এলো وَانْقَطَعَ لِأَجْلِهٖ সে কারণে বন্ধ হয়ে গেল صَوْبُ التَّحْصِيْلِ উপার্জনের বর্ষণ فَقَالَ لَهٗ তখন প্রশাসক তাকে বললেন خُذْ مَا رَاجَ যা উপস্থিত আছে, তা গ্রহণ কর وَدَعْ عَنْكَ اللِّجَاجَ এবং তুমি ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে দাও وَعَلَيَّ فِيْ غَدٍ আর আগামীকাল সকালে আমার এ দায়িত্ব থাকবে যে أَنْ أَتَوَصَّلَ আমি মাধ্যম হব إِلٰى أَنْ يَنِضَّ لَكَ الْبَاقِيْ তোমার বাকি অংক সহজে পাওয়ার জন্য وَيَتَحَصَّلَ এবং উসুল হওয়ার জন্য فَقَالَ الشَّيْخُ উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলল أَقْبَلُ مِنْكَ عَلٰى أَنْ আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি একটি শর্তে গ্রহণ করছি যে أُلَازِمَهٗ لَيْلَتِيْ আমি এই রাতে কিশোরটির কাছে থাকব وَيَرْعَاهُ إِنْسَانُ مُقْلَتِيْ এবং আমার চোখের পুতুল তার তত্ত্বাবধান করবে حَتّٰى إِذَا أَعْفٰى পরিশেষে যখন প্রশাসক আদায় করে দেবেন بَعْدَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ ভোরে আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর بِمَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ সন্ধির মালের অবশিষ্টাংশ تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِنْ قُوْبٍ তখন বাচ্চা ডিমের খোসা থেকে বের হয়ে যাবে وَبَرِئَ এবং প্রশাসক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন بَرَاءَةَ الذِّئْبِ নেকড়ে বাঘের মুক্ত হওয়ার মতো مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْقُوْبَ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের খুন থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَزَّعَ : বন্টন করে দিলেন।
(تَفْعِيْل) تَوْزِيْعًا : বন্টন করা।
(ج) وَزَعَةٌ، وُزَّاعٌ، (و) وَازِعٌ : সেনাপতি, [বন্ধু-বান্ধব]।
تَكْمِلَةٌ : পরিপূরক অংক, পরিশিষ্ট।

نَقَدَ : নগদ প্রদান করলেন।
(ن) نَقْدًا : নগদ প্রদান করা।
اَلْوَالِيْ (ج) وُلَاةٌ : প্রাশাসক, বিচারক।
عِشْرِيْنَ : বিশ, কুড়ি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ـباقِي (فا، مذ، مصـ : بَقَاءً-س) : বাকি, অবশিষ্ট।
ن) يَتَحَصَّلَ (تفعّل) تَحَصُّلاً : উসুল হওয়া, একত্র হওয়া।
ـبَلُ : আমি কবুল করছি, গ্রহণ করছি।
س) قَبُولاً : কবুল করা। গ্রহণ করা।
أن) أُلَازِمَ : আমি কাছে থাকব, সাথে থাকব।
ـفاعلة) مُلَازَمَةً : জড়িয়ে থাকা। কাছে থাকা।
ـلَةٌ : (ج) لَيَالٍ، لَيَائِلُ : রজনী, রাত্রি রাত।
ـرْعَى : তত্ত্বাবধান করবে।
ـ) رَعْيًا، رِعَايَةً : তত্ত্বাবধান করা।
ـسَانٌ :(ج) أَنَاسِيُّ، أَنَاسِيَةٌ، أُنَاسٌ : মানুষ, চোখের পুতুল।
ـقْلَةٌ :(ج) مُقَلٌ : চোখ, চক্ষু ডিম্ব।
ـفِي : পুরোপুরিভাবে আদায় করে দেবেন।
ـفعال) إِيْفَاءً : পুরোপুরি আদায় করা।
ـفَارُ :(إِفعال) مصـ : ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়া।
صُبْحٌ (ج) أَصْبَاحٌ : ভোর, প্রভাত, প্রত্যুষ।
ـا) بَقِيَ : [যা] অবশিষ্ট রয়েছে।
س) بَقَاءً : অবশিষ্ট থাকা।
ـالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ।
صُلْحٌ : সন্ধি, শান্তি, শৃঙ্খলা।
ـخَلَّصَتْ : পৃথক হয়ে গেছে [যাবে]।
ـتفعّل) تَخَلُّصًا : পৃথক হয়ে যাওয়া।
ـنِبَةٌ :(ج) قَوَائِبُ : ডিম। ডিম থেকে সদ্য বহির্গত ছানা। বাচ্চা।
ـوبٌ :(ج) أَقْوَابٌ : ছানা। ডিম। ডিমের খোসা।
ـرِئَ : মুক্ত হয়ে যাবে।
س) بُرُوءًا، بُرْءًا، بَرَاءَةً : মুক্ত হওয়া।
ـرَاءَةٌ (س) مصـ : মুক্ত হওয়া, রেহাই পাওয়া।
ـلذِّئْبُ :(ج) ذِئَابٌ، أَذْؤُبٌ، ذُؤْبَانٌ : নেকড়ে বাঘ।
ـمٌ : (ج) دِمَاءٌ، دُمِيٌّ : রুধির, রক্ত, খুন।
ـنُ يَعْقُوبَ : ইয়াকুব তনয় ইউসুফ (আ.)।

تَكْمِلَةٌ (تفعيل) مصـ : পূর্ণ করা।
خَمْسِيْنَ : পঞ্চাশ।
رَقَّ : পাতলা হয়ে এসেছে।
(ض) رِقَّةً : পাতলা হওয়া।
ثَوْبٌ :(ج) أَثْوَابٌ، ثِيَابٌ : কাপড়, আবরণ।
اَلْأَصِيْلُ : (ج) أُصُلٌ، أُصْلَانٌ، أُصَالٌ، أَصَائِلُ : আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। সন্ধ্যা, বিকাল।
اِنْقَطَعَ : বন্ধ হয়ে গেছে।
(انفعال) اِنْقِطَاعًا : বন্ধ হয়ে যাওয়া।
أَجْلُ : কারণ, হেতু।
صَوْبٌ (ن) مصـ : বর্ষিত হওয়া।
صَوْبٌ : বর্ষণ, দান।
اَلتَّحْصِيْلُ : অর্জন।
اَلتَّحْصِيْلُ (تفعيل) مصـ : অর্জন করা, হাছিল করা।
خُذْ : তুমি নাও, গ্রহণ কর।
(ن) أَخْذًا : গ্রহণ করা। নেওয়া।
مَا رَاجَ : যা উপস্থিত আছে।
(ن) رَوْجًا، رَوَاجًا : প্রস্তুত/ প্রচলিত থাকা।
دَعْ : তুমি ছেড়ে দাও।
(ف) وَدْعًا : ছেড়ে দেওয়া।
اَللَّجَاجُ : ঝগড়াঝাঁটি।
اَللَّجَاجُ (ض، س) مصـ : ঝগড়া করা।
عَلَيَّ ... أَنْ... : আমার উপর এই দায়িত্ব থাকবে যে,
غَدٌ : আগামীকাল। পরবর্তী এমন যে কোনো দিন যার জন্য অপেক্ষা থাকে।
(أَنْ) أَتَوَصَّلَ إِلَى..... : আমি মাধ্যম হব, অসিলা হব।
تَفَعَّلَ) تَوَصُّلًا - إِلَى الشَّيْءِ : পৌঁছা। পৌঁছার উপায় বা কৌশল অবলম্বন করা।
(أَنْ) يَنِضَّ (ض) نَضِيْضًا، نَضًّا : সহজে পাওয়া।

فَقَالَ لَهُ الْوَالِيْ : مَا أَرَاكَ سُمْتُ شَطَطًا ، وَلَا رُمْتُ فَرَطًا. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا رَأَيْتُ حُجَجَ الشَّيْخِ كَالْحُجَجِ السُّرَيْجِيَّةِ، عَلِمْتُ أَنَّهُ عَلَمُ السَّرُوْجِيَّةِ، فَلَبِثْتُ إِلَى أَنْ زَهَرَتْ نُجُوْمُ الظَّلَامِ، وَانْتَثَرَتْ عُقُوْدُ الزِّحَامِ، ثُمَّ قَصَدْتُ فِنَاءَ الْوَالِيْ، فَإِذَا الشَّيْخُ لِلْفَتَى كَالِئٌ فَنَشَدْتُهُ اللّٰهَ : أَهُوَ أَبُوْ زَيْدٍ؟ فَقَالَ : إِيْ، وَمُحِلِّ الصَّيْدِ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا الْغُلَامُ، الَّذِيْ هَفَتْ لَهُ الْأَحْلَامُ؟

অনুবাদ : তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তুমি কোন অন্যায় আবদার করেছ কিংবা কোনো বাড়াবাড়ির ইচ্ছা করেছ বলে আমি মনে করি না। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি বৃদ্ধ লোকটির যুক্তি আহমদ ইবনে সুরাইজের[১] যুক্তির মতো দেখতে পেলাম তখন আমি বুঝে নিলাম যে, এ লোকটি সারূজবাসীদের মধ্য থেকে বড় কোনো ব্যক্তি। তাই আমি অন্ধকারের তারকারাজি বিকশিত হওয়া এবং ভিড়ের মালা [লোক সমাবেশের জটলা] বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি প্রশাসকের বাড়ির অঙ্গিনায় গমন করলাম। তখন দেখি, বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে পাহারা দিচ্ছে। তখন আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি আবূ যায়দ? উত্তরে সে বলল, হাঁ, শিকার হালালকারী আল্লাহর কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কিশোরটি কে, যার কারণে বিবেক-বুদ্ধি উবে গেল?

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ لَهُ الْوَالِيْ তখন প্রশাসক তাকে বললেন مَا أَرَاكَ আমি মনে করি না سُمْتُ شَطَطًا তুমি কোনো অন্যায় আবদার করেছ وَلَا رُمْتُ فَرَطًا কিংবা কোনো বাড়াবাড়ির ইচ্ছা করেছ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا رَأَيْتُ যখন আমি দেখতে পেলাম حُجَجَ الشَّيْخِ বৃদ্ধ লোকটির যুক্তি كَالْحُجَجِ السُّرَيْجِيَّةِ আহমদ ইবনে সুরাইজের যুক্তির মতো عَلِمْتُ তখন আমি বুঝে নিলাম যে أَنَّهُ عَلَمُ السَّرُوْجِيَّةِ এ লোকটি সারূজবাসীদের মধ্য থেকে বড় কোনো ব্যক্তি فَلَبِثْتُ তাই আমি অপেক্ষা করলাম إِلَى أَنْ পর্যন্ত زَهَرَتِ النُّجُوْمُ الظَّلَامِ অন্ধকারে তারকারাজির বিকশিত হওয়া وَانْتَثَرَتْ عُقُوْدُ الزِّحَامِ এবং ভিড়ের মালা বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত ثُمَّ قَصَدْتُ فِنَاءَ الْوَالِيْ অতঃপর আমি প্রশাসকের বাড়ির আঙ্গিনায় গমন করলাম فَإِذَا الشَّيْخُ لِلْفَتَى كَالِئٌ তখন দেখি, বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে পাহারা দিচ্ছে فَنَشَدْتُ اللّٰهَ তখন আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম أَهُوَ أَبُوْ زَيْدٍ সে কি আবূ যায়দ فَقَالَ إِيْ উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, وَمُحِلِّ الصَّيْدِ শিকার হালালকারী [আল্লাহর কসম] قُلْتُ আমি জিজ্ঞেস করলাম مَنْ هٰذَا الْغُلَامُ এ কিশোরটি কে الَّذِيْ هَفَتْ لَهُ الْأَحْلَامُ যার কারণে বিবেক-বুদ্ধি উবে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْوَالِيْ : (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, শাসনকর্তা।	(ن) سَوْمًا : চাপিয়ে দেওয়া। আরোপ করা।
مَا أَرَى : আমি মনে করি না।	شَطَطٌ (ض) مصـ : বাড়াবাড়ি করা, ন্যায্য অধিকার থেকে দূরে সরে পড়া, অন্যায় ও জুলুম করা।
(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। মনে করা।	لَا رُمْتُ : তুমি ইচ্ছা কর নি।
سُمْتُ : দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছ, আরোপ করেছ।	

১. **আহমদ ইবনে সুরাইজ :** নাম আহমদ, পিতার নাম উমার, পিতামহের নাম সুরাইজ। কখনও আরবীর নিয়মানুসারে পিতার নাম উহ্য রেখে পিতামহের নাম সংযুক্ত করে আহমদ ইবনে সুরাইজও বলা হয়। উপনাম আবুল আব্বাস। উপাধি আল-বায্‌'ল-আশহাব [ধূসর বাজ পাখি]। জন্ম : বাগদাদ, ২৪৯ হি.। প্রখ্যাত শাফেঈ ফিকহবিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় ৪০০। ইরানের শীরায নগরীতে বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কথিত আছে যে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে সুন্নতের পুনর্জীবন দান ও বিদআতের মূল্যোৎপাটন করেছিলেন। তিনি উৎপন্নমতিত্বের জন্য বিখ্যাত। মুহাম্মদ ইবনে দাউদ জাহেরীর সাথে তাঁর অনেকগুলো মুনাযিরা ও ইলমী বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিজরি ৩০৬ সালে এ মহান ফিকহবিদ মাত্র ৫৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلزِّحَامُ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : ভিড়াভিড়ি করা।

اَلزِّحَامُ : ভিড়।

قَصَدْتُ : রওয়ানা হলাম, গমন করলাম।

(ض) قَصْدًا ـ إِلَى.. : রওয়ানা হওয়া। গমন করা।

فِنَاءٌ :(ج) أَفْنِيَةٌ، فُنِيٌّ : বাড়ির আঙ্গিনা, চত্বর।

اَلْفَتَى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فِتْوَةٌ، فُتُوٌّ، فُتِيٌّ : যুবক, কিশোর।

كَالِئٌ (كَالِئٌ) (فا، مذ) : পাহারাদার, সংরক্ষক।

(ف) كَلَأً : সংরক্ষণ/ হেফাজত করা।

نَشَدْتُ : আমি [তাকে আল্লাহর] কসম দিলাম, কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

(ن) نَشْدًا ـه اللّٰهَ : কসম দেওয়া।

إِيْ (حَرْفُ الْإِيْجَابِ يَقَعُ قَبْلَ الْقَسَمِ دَائِمًا) : হাঁ।

مُحِلٌّ (فا، مذ) : হালালকারী।

(اِفْعَال) إِحْلَالًا : হালাল করা।

اَلصَّيْدُ : শিকার।

اَلصَّيْدُ (ض) مصـ : শিকার করা।

اَلْغُلَامُ :(ج) أَغْلِمَةٌ، غِلْمَانٌ، غِلْمَةٌ : কিশোর, ভৃত্য।

هَفَتْ : উবে গেল, উড়ে গেল।

(ن) هَفْوًا، هَفْوَةً، هَفَوَانًا : উবে যাওয়া। উড়ে যাওয়া।

(ج) اَلْأَحْلَامُ، اَلْحُلُوْمُ،(و) حِلْمٌ : ধৈর্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, বিবেক।

(ن) رَوْمًا : ইচ্ছা করা।

فُرُطٌ : জুলুম, অন্যায়, অমিতচারিতা।

رَأَيْتُ : আমি দেখতে পেলাম।

(ف) رَأْيًا، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(ج) حُجَجٌ، حِجَاجٌ، (و) حُجَّةٌ : দলিল, প্রমাণ, যুক্তি।

(اَلْحُجَجُ) اَلسُّرَيْجِيَّةُ (نِسْبَةٌ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ سُرَيْجٍ) : আহমদ ইবনে সুরাইজের যুক্তি।

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।

(س) عِلْمًا : জানা। বুঝা। অবগত হওয়া।

عَلَمٌ : (ج) أَعْلَامٌ : নেতা, বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পতাকা।

اَلسُّرُوْجِيَّةُ (اى الْقَبَائِلُ السُّرُوْجِيَّةُ) : সারূজের অধিবাসী গোত্রসমূহ।

لَبِثْنَا : আমি অবস্থান করলাম, অপেক্ষা করলাম।

(س) لُبْثًا، لَبْثًا : অবস্থান করা।

زَهَرَتْ : চমকালো, আলোকিত হলো, বিকশিত হলো।

(ف)زُهُوْرًا : চমকানো। বিকশিত হওয়া।

(ج) نُجُوْمٌ، أَنْجُمٌ، أَنْجَامٌ، نُجُمٌ، (و) نَجْمٌ : তারকা, নক্ষত্র।

اَلظَّلَامُ : অন্ধকার, তমসা, তিমির।

اِنْتَشَرَتْ : বিক্ষিপ্ত হলো, ছড়িয়ে পড়ল।

(اِفْتِعَال) اِنْتِشَارًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

(ج) عُقُوْدٌ، (و) عِقْدٌ : হার, মালা, মণিহার, কণ্ঠহার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ : فِي النَّسَبِ فَرْخِيْ، وَفِي الْمُكْتَسَبِ فَخِّي، قُلْتُ : فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ بِمَحَاسِنِ فِطْرَتِهِ؟ وَكَفَيْتَ الْوَالِيَ الْاِفْتِنَانَ بِطُرَّتِهِ؟ فَقَالَ : لَوْ لَمْ تَبْرُزْ جَبْهَتُهُ السِّيْنَ، لَمَا قَنْفَشْتُ الْخَمْسِيْنَ ـ ثُمَّ قَالَ : بِتِ اللَّيْلَةَ عِنْدِيْ لِنُطْفِئَ نَارَ الْجَوٰى، وَنُدِيْلَ الْهَوٰى مِنَ النَّوٰى ـ

অনুবাদ : সে বলল, বংশগতভাবে সে আমার ছেলে এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে সে আমার জাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে তুমি কেন তার স্বভাবজাত সৌন্দর্য নিয়ে তুষ্ট থাক নি? এবং কেন তুমি তার জুলফি দ্বারা প্রশাসককে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাক নি? তখন সে বলল, যদি তার ললাট সীনের মতো জুলফি উৎপন্ন না করত তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে পারতাম না। অতঃপর সে বলল, আজ রাত তুমি আমার কাছে যাপন কর, যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি নির্বাপিত করতে পারি এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ সে বলল فِي النَّسَبِ فَرْخِيْ বংশগতভাবে সে আমার ছেলে وَفِي الْمُكْتَسَبِ فَخِّيْ এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে আমার জাল قُلْتُ আমি বললাম فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ তবে তুমি কেন তুষ্ট থাকনি بِمَحَاسِنِ فِطْرَتِهِ তার স্বভাবজাত সৌন্দর্য নিয়ে وَكَفَيْتَ এবং কেন তুমি বিরত থাকনি الْوَالِيَ প্রশাসককে الْاِفْتِنَانَ বিভ্রান্ত করা থেকে بِطُرَّتِهِ তার জুলফি দ্বারা فَقَالَ তখন সে বলল لَوْ لَمْ تَبْرُزْ جَبْهَتُهُ السِّيْنَ যদি তার ললাট সীনের মতো জুলফি উৎপন্ন না করত لَمَا قَنْفَشْتُ الْخَمْسِيْنَ তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে পারতাম না ثُمَّ قَالَ অতঃপর সে বলল بِتِ اللَّيْلَةَ عِنْدِيْ আজ রাত তুমি আমার কাছে যাপন কর لِنُطْفِئَ نَارَ الْجَوٰى যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি নির্বাপিত করতে পারি وَنُدِيْلَ الْهَوٰى مِنَ النَّوٰى এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلنَّسَبُ :(ج) أَنْسَابٌ : বংশ, আত্মীয়তা।
اَلنَّسَبُ (ن، ض) مصـ : বংশ বর্ণনা করা।
فَرْخٌ : (ج) فِرَاخٌ، أَفْرَاخٌ، أَفْرُخٌ، أَفْرِخَةٌ، فِرْخَانٌ، فُرُوخٌ : পাখির ছানা, [ছেলে]।
اَلْمُكْتَسَبُ (مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ مِنَ الْاِكْتِسَابِ) : উপার্জন, উপার্জন করা।
فَخٌّ :(ج) فِخَاخٌ، فُخُوخٌ : জাল, ফাঁদ।
هَلَّا (حَرْفُ التَّحْضِيْضِ) : কেন ...নয়?
(هَلَّا) اِكْتَفَيْتَ : তুমি যথেষ্ট কর নি, ... তুষ্ট থাক নি।
(ج) مَحَاسِنُ، (و) حُسْنٌ : সৌন্দর্য, রূপবত্তা।
فِطْرَةٌ :(ج) فِطَرٌ : স্বভাব, প্রকৃতি।
هَلَّا كَفَيْتَ : বিরত থাকনি।
(ض) كِفَايَةٌ : বিরত থাকা।
اَلْوَالِيْ (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, শাসনকর্তা।
اَلْاِفْتِنَانُ (اِفْتِعَال) مصـ : বিভ্রান্ত করা, বিভ্রান্ত হওয়া।
طُرَّةٌ،(ج) طُرَرٌ، طِرَارٌ، أَطْرَارٌ، طُرَّاتٌ : জুলফি, কপালের চুল।
(لَوْ) لَمْ تُبْرِزْ : [যদি] উৎপন্ন না করত।
(اِفْعَال) اِبْرَازًا : প্রকাশ করা। উৎপন্ন করা।

جَبْهَةٌ :(ج) جِبَاهٌ، جَبَهَاتٌ : কপাল, ললাট।
اَلسِّيْنُ : আরবি س হরফ, س-এর মত জুলফি।
مَا قَنْفَشْتُ : দ্রুত সঞ্চয় করতে পারতাম না।
(فَعْلَلَة) قَنْفَشَةٌ : সঞ্চয় করা।
اَلْخَمْسِيْنَ، اَلْخَمْسُوْنَ : পঞ্চাশ, পঞ্চাশটি।
بِتْ : তুমি রাত্রি যাপন কর।
(ض) بَيْتًا، بَيَاتًا، بَيْتُوْتَةً : রাত যাপন করা।
اَللَّيْلَةُ : রাত, আজ রাত, রাতটি।
نُطْفِئُ : আমরা নির্বাপিত করতে পারি।
نَارٌ : (ج) أَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, আগুন।
اَلْجَوٰى : প্রেম, দুঃখ, ভালোবাসা।
اَلْجَوٰى (س) مصـ : প্রেম বা দুঃখের জ্বালা হওয়া।
نُدِيْلُ : পালাবদল/ বিনিময় করতে পারি।
(اِفْعَال) إِدَالَةٌ : বিনিময় করা।
اَلْهَوٰى : প্রেম, ভালোবাসা।
اَلنَّوٰى : দূরত্ব, বিচ্ছেদ।
اَلنَّوٰى (ض) مصـ : দূরবর্তী হওয়া।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَقَدْ أَجْمَعْتُ عَلٰى أَنْ أَنْسَلَّ بِسُحْرَةٍ، وَأُصْلِيَ قَلْبَ الْوَالِيْ نَارَ حَسْرَةٍ، قَالَ : فَقَضَيْتُ اللَّيْلَةَ مَعَهُ فِيْ سَمَرٍ، أَنَقَ مِنْ حَدِيْقَةِ زَهَرٍ، وَخَمِيْلَةِ شَجَرٍ، حَتّٰى إِذَا لَأْلَأَ الْأُفُقُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، وَآنَ انْبِلَاجُ الْفَجْرِ وَحَانَ، رَكِبَ مَتْنَ الطَّرِيْقِ، وَأَذَاقَ الْوَالِيَ عَذَابَ الْحَرِيْقِ، وَسَلَّمَ إِلَيَّ سَاعَةَ الْفِرَاقِ، رُقْعَةً مُحْكَمَةَ الْإِلْصَاقِ ـ

অনুবাদ : কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি প্রাক-প্রত্যূষে চুপিসারে বেরিয়ে যাব এবং প্রশাসকের অন্তরে আক্ষেপের অগ্নি প্রবিষ্ট করে যাব। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি তার কাছে পুষ্পোদ্যান ও ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে মনোরম আলাপ-আলোচনায় কাটালাম। অতঃপর যখন সুবহে কাযিব দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো, ফজরের আলো বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হল তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল [অর্থাৎ, সফর শুরু করল।] এবং প্রশাসককে দহনের শাস্তি চাখিয়ে গেল। আর বিদায়ের সময় আমার কাছে শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি দিয়ে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَدْ أَجْمَعْتُ عَلٰى কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে أَنْ أَنْسَلَّ بِسُحْرَةٍ আমি প্রাক-প্রত্যূষে চুপিসারে বেরিয়ে যাব وَأُصْلِيَ قَلْبَ الْوَالِيْ এবং প্রশাসকের অন্তরে প্রবিষ্ট করে যাব نَارَ حَسْرَةٍ আক্ষেপের অগ্নি قَالَ বর্ণনাকারী বলেন فَقَضَيْتُ اللَّيْلَةَ সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি কাটালাম مَعَهُ فِيْ سَمَرٍ তার কাছে আলাপ-আলোচনায় أَنَقَ مِنْ حَدِيْقَةِ زَهَرٍ পুষ্পোদ্যানের চেয়ে মনোরম وَخَمِيْلَةِ شَجَرٍ এবং ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে حَتّٰى إِذَا لَأْلَأَ الْأُفُقُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ অতঃপর যখন সুবহে কাযিব দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো وَآنَ انْبِلَاجُ الْفَجْرِ وَحَانَ ফজরের আলো বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো رَكِبَ مَتْنَ الطَّرِيْقِ তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল وَأَذَاقَ الْوَالِيَ عَذَابَ الْحَرِيْقِ এবং প্রশাসককে দহনের শাস্তি চাখিয়ে গেল وَسَلَّمَ إِلَيَّ سَاعَةَ الْفِرَاقِ আর বিদায়ের সময় আমার কাছে দিয়ে গেল رُقْعَةً مُحْكَمَةَ الْإِلْصَاقِ শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ أَجْمَعْتُ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি।
(أِفْعَال) إِجْمَاعًا : দৃঢ় সংকল্প করা।
أَنْسَلَّ : আমি চুপিসারে বেরিয়ে যাব।
(إِنْفِعَال) إِنْسِلَالًا : চুপিসারে বের হয়ে যাওয়া।
سُحْرَةٌ : রাতের শেষাংশ, সুবহে কাযিব, প্রাক-প্রত্যূষ।
أُصْلِيَ : প্রবিষ্ট করব, -করে যাব।
(إِفْعَال) إِصْلَاءٌ : প্রবিষ্ট করা। দাখিল করা।
قَلْبٌ : (ج) قُلُوْبٌ : অন্তর, হৃদয়।
اَلْوَالِيْ : (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, বিচারক।
نَارٌ : (ج) أَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, বহ্নি।
حَسْرَةٌ : আক্ষেপ।

حَسْرَةٌ (س) مصـ : আক্ষেপ করা।
قَضَيْتُ : আমি অতিবাহিত করলাম, কাটালাম।
(ض) قَضَاءٌ : অতিবাহিত করা। কাটানো।
اَللَّيْلَةُ : (ج) لَيَالٍ، لَيَائِلُ : রাত্রি, রজনী।
سَمَرٌ : (ج) أَسْمَارٌ : রাতের গল্প।
أَنَقُ (اِسْم تَفْضِيْل) : অধিক মনোরম।
(س) أَنَقًا - الشَّيْئُ : মনোরম হওয়া।
حَدِيْقَةٌ : (ج) حَدَائِقُ : বাগান, উদ্যান।
(ج) زَهَرٌ، أَزْهُرٌ، أَزْهَارٌ، زُهُوْرٌ، (و) زَهْرَةٌ : কলি, মুকুল, পুষ্প।
خَمِيْلَةٌ : (ج) خَمَائِلُ : চাদর, ঘন গাছপালা, ঘন গাছপালা বিশিষ্ট ভূমি।

Free @ www.eilmweebly.com

شَجَرٌ، أَشْجَارٌ، شَجْرَاءُ، شَجَرَاتٌ، (و) شَجَرَةٌ : গাছ ।

لَأْلَأَ : উদ্ভাসিত হলো, চমকালো ।

(فَعْلَلَة) لَأْلَأَةً : উদ্ভাসিত হওয়া । চমকানো ।

اَلْأُفُقُ : (ج) آفَاقٌ : দিগন্ত, আকাশের কেনারা ।

ذَنَبٌ : (ج) أَذْنَابٌ : লেজ, লাঙ্গুল, পুচ্ছ ।

اَلسِّرْحَانُ : (ج) سِرَاحٍ، سَرَاحِيْنُ : নেকড়ে বাঘ, সিংহ ।

ذَنَبُ السِّرْحَانِ : ফজরে কাযিব ।

أَنَ : সময় হলো, সময় এলো ।

(ض) أَيْنًا : সময় হওয়া ।

اِنْبِلَاجٌ (اِنْفِعَال) مصـ : বিকশিত হওয়া, আলোকিত হওয়া ।

اَلْفَجْرُ : ফজর, ফজরের আলো ।

اَلْفَجْرُ (ن) مصـ : ফজর হওয়া ।

حَانَ : সময় নিকটবর্তী হলো, উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো ।

(ض) حَيْنًا، حَيْنُونَةً : সময় হওয়া ।

رَكِبَ : সে আরোহণ করল ।

(س) رُكُوْبًا : আরোহণ করা ।

مَتْنَ الطَّرِيْقِ : রাস্তার মাঝ ।

مَتْنٌ : (ج) مُتُوْنٌ، مِتَانٌ : পিঠ ।

اَلطَّرِيْقُ : (ج) طُرُقٌ، أَطْرِقَةٌ، أَطْرِقَاءُ : রাস্তা ।

رَكِبَ مَتْنَ الطَّرِيْقِ : সে সফর শুরু করল ।

أَذَاقَ : আস্বাদন করাল, চাখিয়ে গেলো ।

(اِفْعَال) إِذَاقَةً : আস্বাদন করানো, চাখানো ।

عَذَابٌ : (ج) أَعْذِبَةٌ : শাস্তি, পীড়ন ।

اَلْحَرِيْقُ : (ج) حَرْقَىٰ : আগুনের উত্তাপ, দহন ।

سَلَّمَ : অর্পণ করল, দিয়ে গেলো ।

(تَفْعِيْل) تَسْلِيْمًا : সমর্পণ করা । সালাম দেওয়া ।

سَاعَةٌ : (ج) سَاعَاتٌ : সময়, ঘণ্টা, মুহূর্ত ।

اَلْفِرَاقُ (مُفَاعَلَة) مصـ : বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া ।

رُقْعَةٌ : (ج) رُقَعٌ، رِقَاعٌ : লিখিত কাগজের টুকরা, চিঠি ।

مُحْكَمَةٌ (مف، مؤ) : শক্ত, দৃঢ় ।

(اِفْعَال) إِحْكَامًا : দৃঢ় করা । শক্ত করা ।

اَلْإِلْصَاقُ (اِفْعَال) مصـ : সংযুক্ত করা, আঁটা ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَالَ : اُدْفَعْهَا إِلَى الْوَالِي إِذَا سُلِبَ الْقَرَارُ، وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفِرَارُ، فَفَضَضْتُهَا فِعْلَ الْمُتَمَلِّسِ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ : شِعْرٌ :

অনুবাদ : এবং বলল, যখন [প্রশাসকের] প্রশান্তি উবে যায় এবং [আমাদের] পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় তখন এই চিঠিটি প্রশাসককে দেবে। তখন কবি মুতালাম্মিসের[১] চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে মুক্তিসন্ধানী ব্যক্তির কর্মস্বরূপ আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম। দেখি, তাতে লেখা রয়েছে: [কবিতা অনুবাদ–]

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ এবং বলল اُدْفَعْهَا إِلَى الْوَالِي এই চিঠিটি প্রশাসককে দিবে إِذَا سُلِبَ الْقَرَارُ যখন প্রশাসকের প্রশান্তি উবে যায় وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفِرَارُ এবং আমাদের পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় فَفَضَضْتُهَا তখন আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম فِعْلَ الْمُتَمَلِّسِ মুক্তিসন্ধানী ব্যক্তির কর্মস্বরূপ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ কবি মুতালাম্মিসের চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ দেখি তাতে লেখা রয়েছে شِعْرٌ কবিতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

- اِدْفَعْ : তুমি দাও, দেবে।
- (ف) دَفْعًا، دِفَاعًا : দেওয়া।
- اَلْوَالِيْ : (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, শাসনকর্তা, বিচারক।
- سُلِبَ (مج) : ছিনিয়ে নেওয়া হয়, উবে যায়।
- (ن) سَلْبًا : ছিনিয়ে নেওয়া।
- اَلْقَرَارُ : স্থৈর্য, প্রশান্তি।
- اَلْقَرَارُ (س، ض) مصـ : স্থির হওয়া।
- تَحَقَّقَ : নিশ্চিত হয়, -হয়ে যায়।
- (تَفَعُّل) تَحَقُّقًا : নিশ্চিত হওয়া।
- اَلْفِرَارُ : পলায়ন।
- اَلْفِرَارُ (ض) مصـ : পলায়ন করা।
- فَضَضْتُ : আমি খুলে ফেললাম।
- (ن) فَضًّا : খুলে ফেলা।
- فِعْلٌ : (ج) أَفْعَالٌ : কর্ম, কাজ।
- اَلْمُتَمَلِّسُ (فا، مذ) : মুক্তিসন্ধানী।
- (تفعُّل) تَمَلُّسًا – مِنَ الْأَمْرِ : মুক্তি পাওয়া।
- مِثْلٌ (ج) أَمْثَالٌ : মতো, অনুরূপ।
- صَحِيفَةٌ (ج) صَحَائِفُ، صُحُفٌ : ছোট গ্রন্থ, চিঠি, পত্র।
- اَلْمُتَلَمِّسُ : জাহিলী যুগের এক প্রখ্যাত কবির নাম।
- فِيهَا (فِي : حَرْفُ الْجَرِّ، بَعْدَهُ ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ) : তাতে রয়েছে।
- مَكْتُوبٌ (مف، مذ) : লিখিত, লেখা বিষয়।
- (ن) كِتَابَةً، كَتْبًا : লেখা।
- شِعْرٌ : (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

---

১. মুতালাম্মিস : নাম জারীর। পিতার নাম আব্দুল উযযা। মতান্তরে আব্দুল মাসীহ। রাবী'আ গোত্রের বনু যুবাই'আ শাখায় জন্ম। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বাহরাইনের অধিবাসী। জাহিলী যুগের কবি। প্রখ্যাত জাহিলী কবি তারাফা ইবনুল আব্দ-এর মামা। ইরাকের তৎকালীন রাজা আমর ইবনে হিন্দ-এর সভাসদ ও রাজ কবি ছিলেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করায় আমর ইবনে হিন্দ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন। টের পেয়ে তিনি শামে পলায়ন করেন এবং তথাকার রাজবংশ জাফনা পরিবারের আশ্রয়ে থাকেন। সেখানে তিনি হিজরিপূর্ব আনুমানিক ৫০ সালে সিরিয়ার হাওরান এলাকার বুসরা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায়, তার পলায়নের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় যে, একবার আমর ইবনে হিন্দ কবি তারাফা ইবনুল আব্দ ও তার মামা কবি মুতালাম্মিস উভয়ের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাদের হত্যার আদেশ সম্বলিত পৃথক পৃথক দু'টো পত্র দিয়ে তাদেরকে বাহরাইনের গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন। বাহ্যত পত্র দু'টো তাদের অনুদান ও পুরস্কার সংক্রান্ত বলে তাদের জানানো হয়। পথিমধ্যে কবি মুতালাম্মিস এহেন অযাচিত পুরস্কারের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তার পত্রখানি খুলে ফেলেন এবং এক পথিকের মাধ্যমে পড়িয়ে পত্রের প্রকৃত বিষয় জানতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে শামে চলে যান এবং পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হীরার নদীতে নিক্ষেপ করেন। এভাবে তিনি হত্যা থেকে রক্ষা পান। মুতালাম্মিসের সেই চিঠিখানি আরবি সাহিত্যে প্রবাদের মর্যাদা পায় এবং সেদিকেই মাকামার উক্ত গল্পে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কবি তারাফা পুরস্কারের প্রতি অতিলোভী এবং নিজের প্রতি অত্যাধিক আস্থাশীল হওয়ার কারণে তার পত্রখানি খুলতে সম্মত হন নি। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের হত্যার নির্দেশনামা নিয়ে পৌঁছানোর পর বাহরাইনের গভর্নর কর্তৃক মাত্র ২৬ বছর বয়সে কবি তারাফা নিহত হন।

قُلْ لِوَالٍ غَادَرْتُهُ بَعْدَ بَيْنِي *
سَادِمًا نَادِمًا يَعَضُّ الْيَدَيْنِ
سَلَبَ الشَّيْخُ مَالَهُ، وَفَتَاهُ *
لُبَّهُ، فَاصْطَلَى لَظَى حَسْرَتَيْنِ
جَادَ بِالْعَيْنِ حِيْنَ أَعْمَى هَوَاهُ *
عَيْنَهُ فَانْثَنَى بِلَا عَيْنِ
خَفِّضِ الْحُزْنَ يَا مُعَنَّى فَمَا يُجْـ *
ـدِيْ طِلَابُ الْآثَارِ مِنْ بَعْدِ عَيْنِ
وَلَئِنْ جَلَّ مَا عَرَاكَ كَمَا جَلَّ *
لَدَى الْمُسْلِمِيْنَ رُزْءُ الْحُسَيْنِ

অনুবাদ : "প্রশাসককে বল, আমার পৃথক হওয়ার পর তাকে আমি এমন দুঃখিত ও লজ্জিত অবস্থায় রেখে গেলাম, যে আক্ষেপে দু'হাত কামড়ায়। বৃদ্ধ লোকটি তার মাল ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কিশোর কেড়ে নিয়েছে তার কাণ্ডজ্ঞান। ফলে সে দুই আক্ষেপের অগ্নিতাপ পেয়েছে। সে স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ করেছে, যখন তার আবেগ তার চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সে দু'চক্ষুহীন অবস্থায় ফিরে গেছে [অথবা স্বর্ণমুদ্রা ও তার উদ্দিষ্ট বস্তু হারিয়ে ফিরে গেছে।] তুমি দুঃখ উপশমিত কর হে ক্লেশিত ব্যক্তি! আসল বস্তু হারাবার পর তার নিদর্শনের অন্বেষণ [বিশেষ] ফায়দা দেয় না। যদি তোমার দুঃখ কঠিন হয়, যেমন মুসলমানদের কাছে হুসাইন[১] (রা.)-এর বিপদ কঠিন হয়েছে,

শাব্দিক অনুবাদ : قُلْ لِوَالٍ প্রশাসককে বল غَادَرْتُهُ তাকে আমি রেখে গেলাম بَعْدَ بَيْنِي আমার পৃথক হওয়ার পর سَادِمًا نَادِمًا দুঃখিত লজ্জিত অবস্থায় يَعَضُّ الْيَدَيْنِ যে আক্ষেপে দুহাত কামড়ায় سَلَبَ الشَّيْخُ مَالَهُ বৃদ্ধ লোকটি তার মাল ছিনিয়ে নিয়েছে وَفَتَاهُ لُبَّهُ এবং কিশোর কেড়ে নিয়েছে তার কাণ্ডজ্ঞান فَاصْطَلَى لَظَى حَسْرَتَيْنِ ফলে সে দুই আক্ষেপের অগ্নিতাপ পেয়েছে جَادَ بِالْعَيْنِ সে স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ করেছে حِيْنَ أَعْمَى هَوَاهُ عَيْنَهُ যখন তার আবেগ তার চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে فَانْثَنَى بِلَا عَيْنَيْنِ ফলে সে দু চক্ষুহীন অবস্থায় ফিরে গেছে خَفِّضِ الْحُزْنَ তুমি দুঃখ উপশমিত কর يَا مُعَنَّى হে ক্লেশিত ব্যক্তি فَمَا يُجْدِيْ طِلَابُ الْآثَارِ নিদর্শনের অন্বেষণ ফায়দা দেয় না مِنْ بَعْدِ عَيْنِ আসল বস্তু হারাবার পর لَئِنْ جَلَّ كَمَا عَرَاكَ যদি তোমার দুঃখ কঠিন হয় كَمَا جَلَّ যেমন কঠিন হয়েছে لَدَى الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের কাছে رُزْءُ الْحُسَيْنِ হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিপদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَالٍ : (ج) وُلَاةٌ : প্রশাসক, বিচারক, শাসনকর্তা।	(مُفَاعَلَةٌ)مُغَادَرَةٌ : ছেড়ে যাওয়া।
غَادَرْتُ : আমি ছেড়ে গেলাম, রেখে গেলাম।	بَيْنٌ (ض) مصـ : আলাদা হওয়া, পৃথক হওয়া।

১. আল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী আল-আদনানী। উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। আলী-ফাতিমা তনয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় দৌহিত্র। যুব জান্নাতীগণের নেতা। চতুর্থ হিজরিতে জন্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে ও তাঁর স্নেহাবেশপূর্ণ ক্রোড়ে লালিত। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ইয়াযীদ ক্ষমতাসীন হলে সঙ্গত কারণে হযরত হুসাইন (রা.) তাকে খলীফা মেনে নিতে সম্মত হন নি এবং তিনি মক্কায় তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের কাছে চলে যান। এদিকে কূফার কিছু লোক খলীফা হিসাবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর হাতে বয়আত হওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর কাছে পত্র লেখেন। তদুত্তরে তিনি মক্কা থেকে পরিবার-পরিজন এবং কিছু খাদিম ও ভক্তবৃন্দসহ ৮০ জন লোক [মতান্তরে আরও কিছু বেশি লোক] নিয়ে কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে কূফার নিকটবর্তী কারবালা ময়দানে সশস্ত্র ও সুসজ্জবদ্ধ ইয়াযীদ বাহিনীর সাথে হযরত হুসাইন (রা.)-এর মুষ্টিমেয় সরলপ্রাণ সাথী-সঙ্গীদের হৃদয়-বিদারক সংঘর্ষ বাঁধে। এতে হযরত হুসাইন (রা.) ৬১ হিজরির মহররমের ১০ তারিখ শুক্রবারে সিনান ইবনে আনাস আন-নাখাঈর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। কারও মতে, শামির [ভুল উচ্চারণ শিমর] ইবনে যুল জাওশান-এর হাতে শহীদ হন। তাঁর সাথে আরও ৮৭ জন [মতান্তরে কিছু কম-বেশি] লোক শহীদ হন। তাঁর শির মুবারক সহ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তৎকালীন উমায়্যাহ শাসকদের রাজধানী দামেশকে প্রেরণ করা হয়। এরূপ দৃশ্য দেখে ইয়াযীদ দুঃখ প্রকাশ করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اِنْثَنٰى : সে ফিরে গেছে।

(اِنْفِعَال) اِنْثِنَاءً : ফিরে যাওয়া।

(تث) عَيْنَيْنِ، (نَصْبًا وَجَرًّا)، (و) عَيْنٌ، (ج) أَعْيَانٌ، عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, স্বর্ণমুদ্রা, উদ্দিষ্ট বস্তু।

خَفِّضْ : তুমি উপশমিত কর।

(تَفْعِيْل) تَخْفِيْضًا : সহজ করা। শিথিল করা। উপশম করা।

اَلْحُزْنُ : (ج) أَحْزَانٌ : দুঃখ।

اَلْحُزْنُ (ن) مصـ : দুঃখিত করা।

مُعَنًّى (مف، مذ) : ক্লেশিত ব্যক্তি।

(تَفْعِيْل) تَعْنِيَةً - ٥ : কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

مَا يُجْدِيْ : ফায়দা দেয় না, উপকার করে না।

(اِفْعَال) إِجْدَاءً : ফায়দা দেওয়া। উপকার করা।

طِلَابٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصـ : অন্বেষণ করা, নিজের অধিকার পেতে চাওয়া।

(ج) اَلْآثَارُ، اَلْأُثُوْرُ، (و) أَثَرٌ : চিহ্ন, পদাঙ্ক, নিদর্শন।

عَيْنٌ : (ج) أَعْيَانٌ، عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, স্বর্ণমুদ্রা, আসল বস্তু।

(لَئِنْ) جَلَّ : [যদি] বড় হয়। কঠিন হয়।

(ض) جَلَالًا، جَلَالَةً : বড় হওয়া।

مَا عَرَا : যে [দুঃখ] সামনে এসেছে, [যা] সামনে এসেছে।

(ض) عَرْيًا : সামনে আসা।

لَدٰى : নিকটে, কাছে।

رُزْءٌ (ج) أَرْزَاءٌ : মহাবিপদ, বিপদ।

اَلْحُسَيْنُ : হুসাইন (রা.)।

سَادِمٌ (فا، مذ) : দুঃখিত।

نَادِمٌ (فا، مذ) (ج) نُدَّامٌ : লজ্জিত।

(س) نَدَمًا، نَدَامَةً، (تَفَعُّل) تَنَدُّمًا : লজ্জিত হওয়া।

يَعَضُّ : কর্তন করে, কামড়ায়।

(س) عَضًّا : কর্তন করা। কামড়ানো। কামড়ে ধরা।

(تث) اَلْيَدَيْنِ، (و) يد، (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

سَلَبَ : ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে।

(ن) سَلْبًا : ছিনিয়ে নেওয়া, কেড়ে নেওয়া।

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوْخٌ، أَشْيَاخٌ، شِيْخَانٌ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উস্তাদ।

مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ।

اَلْفَتٰى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فُتُوَّةٌ، فُتِيٌّ : যুবক, কিশোর।

لُبٌّ : (ج) أَلْبَابٌ، أَلُبٌّ، أَلْبُبٌ : জ্ঞান, বিবেক, মজ্জা।

اِصْطَلٰى : সে অগ্নিতাপ পেয়েছে।

(اِفْتِعَال) اِصْطِلَاءً : অগ্নিতাপ দেওয়া।

لَظٰى (مَعْرِفَةٌ) غَيْرُ مُنْصَرِفٍ : জাহান্নাম।

لَظِيَ (س) مصـ : অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া।

(تث) حَسْرَتَيْنِ (نَصْبًا وَجَرًّا)، (و) حَسْرَةٌ، (ج) حَسَرَاتٌ : আক্ষেপ।

جَادَ : সে বখশিশ করেছে।

(ن) جَوْدًا : বখশিশ করা। দান করা।

اَلْعَيْنُ : (ج) عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ، أَعْيَانٌ : স্বর্ণমুদ্রা, চক্ষু।

أَعْمٰى : অন্ধ করে দিয়েছে।

(اِفْعَال) إِعْمَاءً : অন্ধ করে দেওয়া।

هَوًى : প্রেম, ভালোবাসা, আবেগ।

هَوًى (س) مصـ : ভালোবাসা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَقَدِ اعْتَضْتَ مِنْهُ فَهْمًا، وَحَزْمًا *
وَاللَّبِيبُ الْأَرِيبُ يَبْغِي ذَيْنِ

فَاعْصِ مِنْ بَعْدِهَا الْمَطَامِعَ، وَاعْلَمْ *
أَنَّ صَيْدَ الظِّبَاءِ لَيْسَ بِهَيْنِ

لَا وَلَا كُلُّ طَائِرٍ يَلِجُ الْفَخَّ *
وَلَوْ كَانَ مُحْدَقًا بِاللُّجَيْنِ

وَلَكُمْ مَنْ سَعَى لِيَصْطَادَ فَاصْطِيـ *
ـدَ، وَلَمْ يَلْقَ غَيْرَ خُفَّيْ حُنَيْنِ

فَتَبَصَّرْ، وَلَا تَشِمْ كُلَّ بَرْقٍ *
رُبَّ بَرْقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَيْنِ

অনুবাদ : তবে তুমি তার কাছ থেকে বুদ্ধি ও সতর্কতা বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ। আর বিচক্ষণ জ্ঞানী এ দু'টোই চায়। অতএব তুমি এরপর লোভ-লালসার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং জেনে রাখ যে, হরিণ শিকার এত সহজ নয়। না, প্রত্যেক পাখি জালে প্রবেশ করে না, যদিও সে জাল রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। নিশ্চয়ই বহু লোক এমন আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেরা শিকার হয়ে যায়। অথচ হুনায়নের[১] দু'টো মোজা ব্যতীত কিছুই পায় না। সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর এবং তুমি সব বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না। অনেক বিদ্যুতের মধ্যে ধ্বংসাত্মক বজ্র লুকিয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَدِ اعْتَضْتَ مِنْهُ তবে তুমি তার কাছ থেকে বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ فَهْمًا وَحَزْمًا বুদ্ধি ও সতর্কতা وَاللَّبِيبُ الْأَرِيبُ আর বিচক্ষণ জ্ঞানী يَبْغِي ذَيْنِ এ দু'টোই চায় فَاعْصِ مِنْ بَعْدِهَا অতএব তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর এরপর الْمَطَامِعَ লোভ-লালসা وَاعْلَمْ আর জেনে রাখ أَنَّ صَيْدَ الظِّبَاءِ হরিণ শিকার لَيْسَ بِهَيْنِ এত সহজ নয় لَا না وَلَا كُلُّ طَائِرٍ يَلِجُ প্রত্যেক পাখী প্রবেশ করে না الْفَخَّ জাল وَلَوْ كَانَ مُحْدَقًا بِاللُّجَيْنِ যদিও সে জাল রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় وَلَكُمْ مَنْ سَعَى لِيَصْطَادَ নিশ্চয়ই বহু লোক এমন আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে فَاصْطِيدَ কিন্তু নিজেরা শিকার হয়ে যায় وَلَمْ يَلْقَ অথচ কিছুই পায় না غَيْرَ خُفَّيْ حُنَيْنِ হুনায়নের দু'টো মোজা ব্যতীত فَتَبَصَّرْ সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর وَلَا تَشِمْ كُلَّ بَرْقٍ এবং তুমি সব বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না رُبَّ بَرْقٍ فِيهِ অনেক বিদ্যুতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে صَوَاعِقُ حَيْنِ ধ্বংসাত্মক বজ্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَهْمٌ (س) مصـ : বুঝা।
حَزْمٌ : সতর্কতা।
حَزْمٌ (ك) مصـ : সতর্কতার সাথে কাজ করা।

قَدِ اعْتَضْتَ : বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ।
(اِفْتِعَال) اِعْتِيَاضًا - مِنْهُ : বিনিময় নেওয়া। বিনিময় চাওয়া।
فَهْمٌ : বুঝ, বুদ্ধি।

১. হুনাইনের পরিচয় সম্পর্কে নানারকম মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে এই যে, এককালের হীরার অধিবাসী একজন প্রসিদ্ধ মুচির নাম হুনাইন। কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি হুনাইনের কাছে মোজা ক্রয়ের জন্য গমন করে। কিন্তু মোজার দাম নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তা এক পর্যায়ে বিরোধের মাত্রায় পৌঁছে। গ্রাহক লোকটি মোজা ক্রয় করতে না পেরে নিজ বাহন জন্তুতে আরোহণ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে হুনাইন লোকটিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে দু'টো মোজা নিয়ে লোকটির বাড়ি যাওয়ার পথে পৃথক পৃথকভাবে ফেলে রেখে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকে। ক্রেতা লোকটি তার বাড়ি যাওয়ার পথে তার পছন্দকৃত মোজার অনুরূপ একটি মোজা পড়ে থাকতে দেখে মোজাটি পছন্দ হলেও অপর মোজাটি না পাওয়ায় সে এ মোজাটি নেয় নি। কিছুদূর যাওয়ার পর যখন সে আরেকটি মোজা দেখে তখন সে সেখানে তার বাহনজন্তুটি রেখে পূর্বের মোজাটির খোঁজে আসে এবং সে মোজাটি খুঁজে নেয়। ইত্যবসরে হুনাইন তার বাহন জন্তুটি নিয়ে চম্পট দেয়। অবশেষে লোকটি মোজা দু'টি নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে। এ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে যখন কোনো লোক সামান্য কিছু লাভের পেছনে পড়ে অধিক দণ্ডগচ্ছার সম্মুখীন হয় তখন তার জন্য আরবিতে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় যে, সে হুনাইনের দুই মোজা ব্যতীত আর কিছুই পায় নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَللَّبِيْبُ : (ج) أَلِبَّاءُ : । বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।
اَلْأَرِيْبُ (فا، مذ) : । সুদক্ষ, জ্ঞানী [বিচক্ষণ]।
(س) أَرَبًا : । অভিজ্ঞ হওয়া।
(ك) أَرَابَةً، إِرْبًا : । জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়া।
يَبْغِيْ : । চায়, অন্বেষণ করে।
(ض) بَغْيًا، بُغَاءً، بُغًى : । চাওয়া। অন্বেষণ করা।
(تث) ذَيْنِ، ذَانِ، (و) ذَا (اِسْمُ إِشَارَةٍ) : । এ দু'টো।
اِعْصِ : । তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর।
(ض) عَصْيًا، مَعْصِيَةً : । বিরুদ্ধাচরণ করা।
(ج) اَلْمَطَامِعُ، (و) مَطْمَعٌ : । লোভ-লালসার বস্তু।
اِعْلَمْ : । তুমি জেনে রাখ।
(س) عِلْمًا : । জানা। অবগত হওয়া।
صَيْدٌ : । শিকার।
صَيْدٌ (ض) مصـ : । শিকার করা।
(ج) اَلظِّبَاءُ، اَلظَّبَيَاتُ، اَلْأَظْبِيْ، اَلظُّبِيُّ، (و) ظَبْيَةٌ : । হরিণ, হরিণী।
لَيْسَ : (فِعْل نَاقِص) : । নয়, নেই।
هَيِّنٌ : (ج) أَهْوِنَاءُ، هَيِّنُوْنَ : । সহজ, নরম, দুর্বল।
طَائِرٌ : (ج) طَيْرٌ : । পাখি, পক্ষী।
لَا يَلِجُ : । প্রবেশ করে না।
(ض) وُلُوْجًا، لِجَةً : সংকীর্ণ
اَلْفَخُّ : (ج) فِخَاخٌ، فُخُوْخٌ : । জাল, ফাঁদ।
مُحْدِقٌ (مف، مذ) : । পরিবেষ্টিত।

(انفعال) اِحْدَاقًا : । বেষ্টন করে নেওয়া।
اَللُّجَيْنُ : । রূপা, চাঁদি, রৌপ্য, রজত।
كَمْ (خَبَرِيَّة) : । বহু, অনেক।
(مَنْ) سَعَى : । যারা চেষ্টা করে।
(ف) سَعْيًا : । চেষ্টা করা।
يَصْطَادُ : । শিকার করে/ করছে/ করবে।
(افتعال) اِصْطِيَادًا : । শিকার করা।
اُصْطِيْدَ(مج، افتعال) اِصْطِيَادًا : । শিকার হয়ে গেছে [-যায়]।
لَمْ يَلْقَ : । পায় নি, (পায় না)।
(س) لِقَاءً، لِقَاءَةً : । পাওয়া। সাক্ষাৎ পাওয়া।
(تث) خُفَّيْنِ(خُفَّانِ)،(ج) أَخْفَافٌ،خِفَافٌ،(و)خُفٌّ : । মোজা।
حُنَيْنٌ : । হীরার অধিবাসী এক প্রসিদ্ধ মুচির নাম।
تَبَصَّرْ : । তুমি চিন্তা-ভাবনা কর [শিক্ষা গ্রহণ কর]।
(تفعّل) تَبَصُّرًا : । চিন্তা-ভাবনা করা। গভীরভাবে দেখা।
لَا تَشِمْ : । তুমি তাকিও না, চেয়ো না।
(ض) شَيْمًا - اَلْبَرْقَ : । বিদ্যুতের চমকানি দেখা।
بَرْقٌ : (ج) بُرُوْقٌ : । বিদ্যুত, তড়িৎ, বিজলী।
رُبَّ : (حَرْفُ الْجَرِّ، تَدُلُّ عَلَى التَّقْلِيْلِ أَوِ التَّكْثِيْرِ) : অনেক, কিছু।
(ج) صَوَاعِقُ، (و) صَاعِقَةٌ : । বজ্র, অশনি, বাজ।
حَيْنٌ : । ধ্বংস, কষ্ট ও শ্রম।
حَيْنٌ (ض) مصـ : । ধ্বংস হওয়া।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَاغْضُضِ الطَّرْفَ تَسْتَرِحْ مِنْ غَرَامٍ * تَكْتَسِيْ فِيْهِ ثَوْبَ ذُلٍّ وَشَيْنِ

فَبَلَاءُ الْفَتٰى اتِّبَاعُ هَوَى النَّفْـ * ـسِ، وَبَذْرُ الْهَوٰى طُمُوْحُ الْعَيْنِ

قَالَ الرَّاوِيْ : فَمَزَّقْتُ رُقْعَتَهُ شَذَرَ مَذَرَ، وَلَمْ أُبَلْ أَعَذَلَ أَمْ عَذَرَ.

অনুবাদ : তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর। তাহলে তুমি এমন প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে, যার কারণে তুমি লাঞ্ছনা ও অবমাননার পোশাক পরিধান কর। কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে মনের খেয়াল -খুশির অনুসরণ এবং প্রেমের বীজ হচ্ছে দৃষ্টি নিক্ষেপ।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে, সে আমাকে ভর্ৎসনা করবে, না কি অপারগ মনে করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اغْضُضِ الطَّرْفَ তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর تَسْتَرِحْ مِنْ غَرَامٍ তাহলে তুমি প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে تَكْتَسِيْ فِيْهِ যার কারণে তুমি পরিধান কর ثَوْبَ ذُلٍّ وَشَيْنِ লাঞ্ছনা ও অবমাননার পোশাক فَبَلَاءُ الْفَتٰى কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে اتِّبَاعُ الْهَوٰى খেয়াল-খুশির অনুসরণ وَبَذْرُ الْهَوٰى আর প্রেমের বীজ হচ্ছে طُمُوْحُ الْعَيْنِ দৃষ্টি নিক্ষেপ قَالَ الرَّاوِيْ বর্ণনাকারী বলেন فَمَزَّقْتُ رُقْعَتَهُ شَذَرَ مَذَرَ অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম وَلَمْ أُبَلْ এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে أَعَذَلَ সে আমাকে ভর্ৎসনা করবে أَمْ عَذَرَ নাকি অপারগ মনে করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُغْضُضْ : তুমি [দৃষ্টি] অবনমিত কর।

(ن) غَضًّا، غَضَاضًا - الطَّرْفَ : দৃষ্টি অবনমিত রাখা।

اَلطَّرْفُ : (ج) أَطْرَافٌ : দৃষ্টি, চক্ষু, কোনো বস্তুর কেনারা।

تَسْتَرِحْ : তুমি শান্তি/মুক্তি পাবে।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتِرَاحَةً : শান্তি পাওয়া।

غَرَامٌ : অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রেমের জ্বালা, প্রেম-যাতনা।

تَكْتَسِيْ : তুমি পরিধান কর।

(اِفْتِعَال) اِكْتِسَاءً - الثَّوْبَ : বস্ত্র পরিধান করা।

ثَوْبٌ : (ج) أَثْوَابٌ، ثِيَابٌ، أَثْوُبٌ : কাপড়, বস্ত্র, পোশাক।

ذُلٌّ : অবমাননা।

ذُلٌّ (ض) مصـ : অবমানিত/ হেয় হওয়া।

شَيْنٌ : কলঙ্ক।

شَيْنٌ (ض) مصـ : কলঙ্কিত করা।

بَلَاءٌ : পরীক্ষা, আপদ।

بَلَاءٌ (ن) مصـ : পরীক্ষা/যাচাই করা।

اَلْفَتٰى :(ج) فِتْيَانٌ، فِتْيَةٌ، فُتُوَّةٌ، فُتِيٌّ : যুবক, কিশোর।

اِتِّبَاعٌ : অনুসরণ।

اِتِّبَاعٌ (اِفْتِعَال) مصـ : অনুসরণ করা।

هَوًى :(ج) أَهْوَاءٌ : প্রেম, খেয়াল-খুশি।

هَوًى (س) مصـ : ভালোবাসা।

اَلنَّفْسُ :(ج) نُفُوْسٌ، أَنْفُسٌ : মন, আত্মা, রিপু।

بَذْرٌ : (ج) بُذُوْرٌ، بِذَارٌ : বীজ।

بَذْرٌ(ن) مصـ : বীজ বপন করা।

طُمُوْحٌ : (ف) مصـ -اِلَيْهِ بَصَرَهُ : দৃষ্টি দেওয়া, দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

اَلْعَيْنُ : (ج) عُيُوْنٌ، أَعْيُنٌ، أَعْيَانٌ : চক্ষু, দৃষ্টি।

اَلرَّاوِيْ (فا، مذ) (ج) رُوَاةٌ : বর্ণনাকারী।

(ض) رِوَايَةٌ : বর্ণনা করা।

مَزَّقْتُ : টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম।

(تَفْعِيْل) تَمْزِيْقًا : টুকরো টুকরো করে ফেলা।

رُقْعَةٌ : (ج) رُقَعٌ، رِقَاعٌ : লিখিত কাগজের টুকরা [চিঠি]।

شَذَرٌ : (ج) شُذُوْرٌ، شَذَرَاتٌ : সোনার টুকরা।

مَذَرٌ (س) مصـ : নষ্ট হওয়া, পচে যাওয়া।

مَذَّرَ (تَفْعِيْل) تَمْذِيْرًا : বিক্ষিপ্ত করা।

شَذَرَ مَذَرَ (مُرَكَّبٌ مَنْعُ صَرْف) : টুকরো টুকরো, বিক্ষিপ্ত।

لَمْ أُبَلْ (أَصْلُهُ : لَمْ أُبَالِ أُسْكِنَ آخِرُهُ وَحُذِفَتْ أَلِفُهُ) : আমি পরোয়া করি নি, তোয়াক্কা করি নি।

عَذَلَ : সে ভর্ৎসনা করল [করবে]।

(ض، ن) عَذْلًا : নিন্দা/ ভর্ৎসনা করা।

عَذَرَ : ওজর গ্রহণ করল [করবে], অপারগ মনে করল [-করবে]।

(ض) عُذْرًا : ওজর গ্রহণ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাকামাতে ব্যবহৃত কয়েকটি আরবি পদ্যের ছন্দানুবাদ

فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَا هَا .... إلخ

সু'দার প্রেমের বিলাপ যদি করতাম আগে ভাগে,
মনকে আমার প্রবোধ দিতাম লজ্জা পাবার আগে।
কিন্তু সে যে আগে কেঁদে আমায় কাঁদিয়ে দিল
তাই তো আমার বলতে হলো মর্যাদা তার ভাগে।

عَلٰى أَنَّنِىْ رَاضٍ .... إلخ

প্রেমের বোঝা বইতে রাজি, মুক্তি যদি পাই
এইভাবে যে, লাভ না থাকুক, ক্ষতিও যে নাই।

تَبًّا لِطَالِبِ دُنْيَا .... إلخ

ধ্বংস সেই দুনিয়াদারের
দুনিয়াতে যার আবেগ মনের
হুঁশ হয় না তার কোনো কালে
প্রেম অতিশয়, ভাবের ফলে
হায় যদি সে পেত দিশা
অল্পতে তার মিটত আশা।

لَبِسْتَ الْخَمِيْصَةَ .... إلخ

হালুয়া রুটির জন্য কালো চাদর পরেছি,
সকল মাছের গলে আমি বড়শি গেঁথেছি।
আমার উপদেশ হলো, তা শিকার ধরার জাল।
খুঁজি আমি নরমাদী সব শিকারের পাল।
বাধ্য হয়েছিলাম আমি ঢুকতে কালের চাপে,
অতি সুকৌশলে, বলে হিংস্র বাঘের ঝোঁপে।
তবু আমি কালের ফেরে নইকো কভু ভীত,
কালের ভয়ে আমার বাহু নয়কো প্রকম্পিত।
কালের ফেরে আমার এমন হয়নি অবস্থান,
আত্মা-লোভী যেথায় আমায় করবে অপমান।
যুগের কাছে ন্যায্য বিচার থাকতো যদি, তয়।
অযোগ্যরা কি করে ফের দেশের শাসক হয়।

فَكُنْتُ بِهٖ أَجْلُوْ .... إلخ

তাকে দেখে ঘুচে যেত দুর্ভাবনা মোর,
জীবন আমার মনে হতো সুখী, দীপ্ত ভোর।
তার মিলনে পেতাম প্রীতি, তার কুটিরে আশা,
তার জীবনে পেতাম জীবন, মিটত প্রাণের তৃষা।

فَمَا رَاقَنِىْ مَنْ .... إلخ

তার বিরহের পরে আমি পাই নি এমন জন,
যার মিলনে শান্তি পাবে আমার প্রেমিক মন।
তাহার পরে যে-ই আমায় দিল প্রীতির ডাক,
কোনো ডাকই আমার মনে কাটল না আর দাগ।
গুণ-গরিমায় তাহার মতো পাই নি কোনো জন,
যাহার মাঝে থাকতে পারে এমন স্বভাব-ধন।

১ থেকে ১০ মাকামা সমাপ্ত